ASTANGA HRIDAYA SANHITA

OR

BAGBHATA.

A COMPENDIUM OF THE HINDU SYSTEM
OF MEDICINE

COMPOSED BY BAGBHATA

WITH A BENGALI TRANSLATION.

PART I.

অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা

বা

বাগ্‌ভট।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌ বাগ্‌ভট বিরচিত

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত

ভৈষজ্য-রত্নাবলী, আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ও আর্য্যগৃহচিকিৎসাদি গ্রন্থপ্রণেতা

এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন কবিভূষণ

কর্ত্তৃক

সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

(সূত্রস্থান-শারীরস্থান-নিদানস্থানাত্মক।)

তৃতীয় সংস্করণ।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

সন ১৩৩৯ সাল :

মূল্য ৩৲ টাকা।

Printed by Nagendra Nath Bhattacharjee
60/1 Canning Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা একখানি অতি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ। ইহা বাগ্‌ভট নামেও প্রচলিত। চরক, সুশ্রুত, আত্রেয়, হারীত ও ক্ষারপাণি প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্ব স্ব নামে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করেন, মহামতি বাগ্‌ভট, জগতের হিতার্থ সেই সমুদায় সংহিতাস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদাব্ধি হইতে সংগ্রহ করিয়া সমস্ত রত্নই নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। হৃদয় যেমন শরীরের একদেশ হইয়া ও দশটি মূল শিরাদ্বারা সকল শরীর ব্যাপ্ত, এই বাগ্‌ভট প্রণীত গ্রন্থখানিও তেমনই সূত্র-শারীর-নিদান-চিকিৎসিত-কল্প ও উত্তর, এই ছয়টি স্থান দ্বারা অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন নিখিল আয়ুর্ব্বেদ ব্যাপিয়া অবস্থিত, "হৃদয়মিব হৃদয়মেতৎ সর্ব্বায়ুর্ব্বেদবাঙ্ময়পয়োধেঃ" তজ্জন্যই গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থখানির নাম "অষ্টাঙ্গহৃদয়" রাখিয়াছেন। বাস্তবিক "অষ্টাঙ্গহৃদয়" গ্রন্থের যে অন্বর্থ নাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সকল স্থানই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ ইহার সূত্রস্থান যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ("নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে চ বাগ্‌ভটঃ। শারীরে সুশ্রুতঃ শ্রেষ্ঠশ্চরকস্তু চিকিৎসিতে।") চরক সুশ্রুতাদি কোন সংহিতারই সূত্রস্থান সেইরূপ নহে। এই গ্রন্থে কায়চিকিৎসা—জরাতিসার প্রভৃতি রোগচিকিৎসা, বালচিকিৎসা—শিশুসন্তানদিগের স্তন্যদোষাদিজনিত রোগচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা—মনুষ্যদেহে দেবগ্রহাবেশ-জনিত পীড়াচিকিৎসা, ঊর্দ্ধাঙ্গ চিকিৎসা—নেত্র, কর্ণ, শিরোরোগাদিচিকিৎসা, শল্যতন্ত্র—শস্ত্রাদিপ্রয়োগবিধান, রসায়নতন্ত্র—আয়ুর্মেধাদিবর্দ্ধনোপায় এবং বাজীকরণ—শুক্রতারল্য ও শুক্রক্ষয়াদিজনিত ধ্বজভঙ্গাদিরোগচিকিৎসা, এই আটটী অঙ্গ বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

বাগ্‌ভটের পরিচয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, কেহ বলেন, সমুদ্রমন্থন কালে যে চতুর্দ্দশ রত্ন উত্থিত হয়, তন্মধ্যে ইনি একরত্ন, কেহ বলেন, ইনি গৌতম বুদ্ধের এক অবতার, কেহ বলেন, ইনি কলিযুগে এক মহামুনি, "অত্রিঃ কৃতযুগে চৈব দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ। কলৌ বাগ্‌ভটনামা চ * * *" (আত্রেয় সংহিতা) কিন্তু বাগ্‌ভট নিজে অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতায় আপনার পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন - যে, তাঁহার পিতামহের নাম বাগ্‌ভট, পিতার নাম সিংহগুপ্ত, জন্মস্থান সিন্ধুদেশ ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। "ভিষগ্‌বরো বাগ্‌ভট ইত্যভূন্মে পিতামহো নামধরোঽস্মি যস্য। সুতোঽভবৎ তস্য চ সিংহগুপ্তোস্তস্যাপ্যহং সিন্ধুষু জাতজন্মা"। যাহা হউক বাগ্‌ভট যে একজন অলৌকিক বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন, তাহা বাগ্‌ভট গ্রন্থেই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পঞ্জাব কাশ্মীর, গুজরাট্, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও পুন্না প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সকল বৈদ্যই আয়ুর্ব্বেদের হৃদয়স্বরূপ এই অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থানে প্রথিতনামা এমন কোন কবিরাজ নাই, যিনি, অষ্টাঙ্গহৃদয়কে আপন হৃদয়ে স্থান দান না করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে এরূপ উৎকৃষ্ট

গ্রন্থের প্রচার বিরল। তজ্জন্য আমি, বঙ্গানুবাদের সহিত ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মৎপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান নামক গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ যত্ন, যথাসাধ্য পরিশ্রম ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যে, অধুনাতম গ্রন্থ-প্রকাশকদিগের ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া স্বদেশহিতৈষী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্যে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পাদিত করিব, কিন্তু কি জানি, যদি কার্য্যানুরোধে বা কোন দৈবঘটনায় ইহা যথাসময়ে ও যথানিয়মে প্রকাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে জনসমাজে অনুযোগার্হ হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় আমি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার কল্পনায় বিরত হইয়া গ্রন্থখানিকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুই ভাগেই একেবারে বাহির করিতে মানস করি, এক্ষণে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় গ্রন্থের সমুদায় বঙ্গানুবাদ শেষ করিয়া সংস্কৃত মূল, দুর্ব্বোধ স্থান সকলের সংক্ষিপ্ত টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদের সহিত ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। পূর্ব্বার্দ্ধে সূত্রস্থান, শারীরস্থান ও নিদানস্থান এবং উত্তরার্দ্ধে চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে সহৃদয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা—যদি এই গ্রন্থের অনুবাদে বা অন্য কোনস্থলে ভ্রমপ্রমাদ বা কোনরূপ ত্রুটি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে অতি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে পুনর্মুদ্রাঙ্কণকালে সংশোধন করিয়া দিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার অনুবাদ ও সংস্করণাদি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অবশেষে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং আমার পুত্র কবিরাজ শ্রীমান্ আশুতোষ সেনগুপ্ত এই গ্রন্থের সংস্করণাদি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের এরূপ সাহায্য না পাইলে আমি এতাদৃশ সুমহৎ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
শকাব্দা ১৮১২।

বিনীত
শ্রীবিনোদলাল সেন
কবিরাজ।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

সৌভাগ্যক্রমে বাগ্‌ভটের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ইহার প্রথম সংস্করণে যে যে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি ছিল তাহা এবারে বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়াছে। ইত্যলম্।

শকাব্দা ১৮৩৫।
কলিকাতা।

কবিরাজ
শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন কবিভূষণ।

বাগ্‌ভট বা অষ্টাঙ্গহৃদয়
সংহিতার সূচীপত্র।

সূত্রস্থান।

শারীরস্থান।

নিদানস্থান।

ইতি পূর্ব্বার্দ্ধ সূচীপত্র।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা

বা

বাগ্‌ভটঃ।

সূত্রস্থানম্

মঙ্গলাচরণম্।

রাগাদিরোগান্ সততানুষক্তানশেষকায়প্রসৃতানশেষান্।

ঔৎসুক্যমোহরতিদান্ জঘান যোঽপূর্ব্ববৈদ্যায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥

আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী মহামতি বাগ্‌ভট, জীবগণের হিতসাধনার্থ চরক, সুশ্রুতাদি সংহিতাগ্রন্থের ন্যায় অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক এই সংহিতাগ্রন্থখানি সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থপরিসমাপ্তি কামনায় গ্রন্থপ্রারম্ভে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভগবানের স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যিনি রাগ, দ্বেষ ও লোভাদিরূপ অশেষবিধ জন্মসহজাত সর্ব্বজীব-শরীরানুগত রোগ সকল এবং ঔৎসুক্য, মোহ ও অরতিপ্রদ ব্যাধি সমূহকে বিনাশ করেন, সেই অপূর্ব্ব বৈদ্য ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত আয়ুষ্কামীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতি হ স্মাহুরাত্রেয়াদয়ো মহর্ষয়ঃ ॥

এক্ষণে ইষ্টদেবতা প্রণামানন্তর, আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত "আয়ুষ্কামীয়" নামক প্রথম অধ্যায় বর্ণনা করিতেছেন।

আয়ুঃকামযমানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ।

যিনি, ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখের প্রধান সাধন স্বরূপ পরমায়ুঃ কামনা করেন, আয়ুর্ব্বেদোপ-দেশে তাঁহার বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং
সোঽত্রিপুত্রাদিকান্ মুনীন্।
তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তে তু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।
তেভ্যোঽতিবিপ্রকীর্ণেভ্যঃ প্রায়ঃ সারতরোচ্চয়ঃ।
ক্রিয়তেঽষ্টাঙ্গহৃদয়ং নাতিসংক্ষেপবিস্তরম্।

সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মা, আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন, দক্ষ প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে, ইন্দ্র আত্রেয়প্রভৃতি মুনিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ অগ্নিবেশাদি ঋষিগণকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ক্রমে অগ্নিবেশাদি

ঋষিগণ স্ব স্ব নামানুসারে পৃথক্ পৃথক্ তন্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের প্রণীত অতিবিস্তৃত সেই তন্ত্রসমূহ হইতে সার সকল সংগ্রহ করিয়া "অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক" এই সংহিতা গ্রন্থখানি সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষয় সকল নাতিসংক্ষেপ ও নাতিবিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইবে।

কায়-বাল-গ্রহোর্দ্ধাঙ্গ-শল্য-দংষ্ট্রা-জরা-বৃষাঃ।
অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহুচিকিৎসা যেষু সংশ্রিতা॥

অষ্টাঙ্গ যথা—কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহচিকিৎসা, উর্দ্ধাঙ্গচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, দংষ্ট্রা অর্থাৎ সর্পাদিদংশনজনিত বিষচিকিৎসা, জরা অর্থাৎ বৃদ্ধদিগের বলাধায়ক রসায়ন প্রকরণ ও বৃষ অর্থাৎ ক্ষীণ ব্যক্তির শুক্রবর্দ্ধক বাজীকরণ। এই আটটী অঙ্গের চিকিৎসা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, রস ও রক্তাদি দগ্ধ পদার্থকে দূষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে, সুতরাং ইহাদিগকে দোষ বলা যায়। দোষ সকল বিকৃত হইলে দেহকে বিনষ্ট এবং অবিকৃত থাকিলে দেহকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধো মধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ॥

এই বাতাদি দোষসকল সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও হৃদয় ও নাভির অধো, মধ্য ও উর্দ্ধ প্রদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ নাভির অধোভাগে বায়ু, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে পিত্ত এবং হৃদয়ের উর্দ্ধদেশে কফ অবস্থিতি করে।

বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানাং তেঽন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ॥

বয়স, দিবস, রাত্রি ও আহার ইহাদের শেষভাগে বায়ুর, মধ্যভাগে পিত্তের প্রথম ভাগে কফের প্রকোপ হয়।

তৈর্ভবেদ্বিষমস্তীক্ষ্ণো মন্দশ্চাগ্নিঃ সমৈঃ সমঃ।
কোষ্ঠঃ ক্রূরো মৃদুর্মধ্যো মধ্যঃ স্যাত্তৈঃ সমৈরপি॥
শুক্রার্ত্তবস্থৈর্জন্মাদৌ বিষেণেব বিষক্রিমেঃ।
তৈশ্চ তিস্রঃ প্রকৃতয়ো হীনমধ্যোত্তমাঃ পৃথক্।
সমধাতুঃ সমস্তাসু শ্রেষ্ঠা নিন্দ্যা দ্বিদোষজাঃ॥

বাতাদি দোষত্রয়ের উৎকর্ষে জঠরানল যথাক্রমে বিষম, তীক্ষ্ণ ও মন্দ এবং উহাদের সমতায় সম হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাতোৎকর্ষে বিষমাগ্নি, পিত্তোৎকর্ষে তীক্ষ্ণাগ্নি ও কফোৎকর্ষে মন্দাগ্নি এবং দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি হয়। এইরূপ কোষ্ঠও বাতোৎকর্ষে ক্রূর, পিত্তোৎকর্ষে মৃদু ও কফোৎকর্ষে মধ্য হয়। আর দোষদিগের সমতাতে কোষ্ঠ মধ্য হইয়া থাকে। আবার এই বাতাদি দোষদ্বারা প্রকৃতি অর্থাৎ দেহস্বরূপও হীন, মধ্য ও উত্তম হয়, অর্থাৎ গর্ভাধান সময়ে শুক্রশোণিতস্থ বাতোৎকর্ষে হীন, পিত্তোৎকর্ষে মধ্য ও কফোৎকর্ষে উত্তম প্রকৃতি হয় এবং শুক্র শোণিতস্থ দোষের সমতা থাকিলে সম প্রকৃতি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জন্মকালে যদি দুই দুই দোষের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে অপর আর তিন প্রকার মিশ্র প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে সমপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিদোষ প্রকৃতি নিন্দনীয়। প্রকৃতি সমুদায়ে সাত প্রকার।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাতাদির আধিক্য অর্থাৎ বিকৃতি গর্ভোপঘাতক। অতএব সেই গর্ভোপঘাতক বিকৃত বাতাদি হইতে কিরূপে শুদ্ধগর্ভের উৎপত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বিষজাত ক্রিমির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রাণনাশের

হেতুভূত বিষ হইতে যেমন বিষক্রিমির উৎপত্তি হয়, দূষণস্বভাব শুক্রশোণিতস্থ বাতাদি দোষ হইতেও সেইরূপ শরীরের উদ্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতিদোষ দেহোৎপত্তির বাধক হয় না।

তত্র রুক্ষো লঘুঃ শীতঃ খরঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽনিলঃ।
পিত্তং সস্নেহতীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু বিস্রং সরং দ্রবম্॥
স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুর্মন্দঃ শ্লক্ষ্ণো মৃৎস্নঃ স্থিরঃ কফঃ।
সংসর্গঃ সন্নিপাতশ্চ তদ্দ্বিত্রিক্ষয়কোপতঃ॥

সূক্ষ্মঃ—সূক্ষ্মস্রোতঃপ্রচারী। চলঃ—গমনশীলো নৈকত্র তিষ্ঠতীতি। সস্নেহং—ঈষৎ স্নেহং। তীক্ষ্ণং—শীঘ্রকারি। বিস্রং—দুর্গন্ধি মৎস্যামগন্ধি। সরং—ব্যাপ্তিশীলং শরণশীলমূর্দ্ধাধঃ প্রবর্ত্ততে ন স্থিরমাস্তে শকৃদ্বিস্রংসি। মন্দশ্চিরকারী, তীক্ষ্ণবিপরীতঃ। শ্লক্ষ্ণঃ—অপকষঃ। মৃৎস্নঃ মৃদ্যমানোঽঙ্গুলিগ্রাহী, পিচ্ছিলগুণযুক্তঃ, চটচটায়মানঃ। স্থিরঃ—অব্যাপ্তিশীলঃ।

বাতাদি দোষের স্বরূপ। বায়ু—রূক্ষ, লঘু, শীতল, অমৃদু, সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মস্রোতশ্চর ও গমনশীল অর্থাৎ একস্থানে অবস্থিতি করে না।

পিত্ত—ঈষৎ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ অর্থাৎ শীঘ্রকারি, উষ্ণ, লঘু, বিস্র অর্থাৎ দুর্গন্ধি, মৎস্যামগন্ধি, সর অর্থাৎ ব্যাপ্তিশীল ও দ্রব।

কফ—স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মন্দ অর্থাৎ বিলম্বে কার্য্যকারী, শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মসৃণ চিক্কণ, মৃৎস্ন অর্থাৎ পিচ্ছিল (যাহা অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে চট্ চট্ করে) ও স্থির অর্থাৎ অব্যাপ্তিশীল।

স্বপ্রমাণাপেক্ষা অধিক বা ক্ষীণ দোষদ্বয়ের সংযোগকে সংসর্গ এবং অধিক বা ক্ষীণ দোষত্রয়ের সম্মিলনকে সন্নিপাত কহে।

রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ।
সপ্ত দূষ্যা মলা মূত্রশকৃৎস্বেদাদয়োঽপি চ॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী পদার্থ দ্বারা শরীর ধৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে এবং বাতাদি দোষকর্ত্তৃক ইহারা দূষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে দূষ্যও বলা যায়। মল, মূত্র ও স্বেদাদি পদার্থকে মল কহে এবং শ্লোকে "অপি" শব্দ উল্লেখ থাকায় ইহাদিগকে দূষ্য পদার্থও বলা যাইতে পারে। কারণ ইহারাও বাতাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্ব্বেষাং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ॥

শরীরাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার দোষ, ধাতু ও মলাদির সহিত তত্তৎতুল্য দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার যোগ হইলে উহাদের বৃদ্ধি এবং বিপরীত ভাবের সংযোগে উহাদের ক্ষয় হইয়া থাকে।

রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণতিক্তোষণকষায়কাঃ।
ষড়্দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে তু যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ॥
তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্।
কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥

মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ছয় প্রকার রস। রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বলিয়া ইহাদের নাম রস হইয়াছে। রস সকল পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটি যথাক্রমে বলকারক অর্থাৎ কষায় রস অপেক্ষা কটু, কটু হইতে তিক্ত, তিক্ত হইতে লবণ, লবণ হইতে অম্ল ও অম্ল হইতে মধুর রস ইত্যাদি ক্রমে বলবত্তর। সুতরাং মধুর রস বলোৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই ষড়্বিধ রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ ইহারা বায়ুনাশক, কিন্তু কফকর; কটু, তিক্ত ও কষায় ইহারা বায়ুজনক, কিন্তু কফনাশক; কষায়, তিক্ত ও মধুর ইহারা পিত্তনাশক; লবণ, অম্ল ও কটু ইহারা পিত্তজনক।

শমনং কোপনং স্বস্থহিতং দ্রব্যমিতি ত্রিধা।
উষ্ণশীত গুণোৎকর্ষাত্তত্র বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম।
ত্রিধা বিপাকো দ্রব্যস্য স্বাদ্বম্ল কটুকাত্মকঃ॥

দ্রব্য ত্রিবিধ অর্থাৎ কতকগুলি শমন, কতকগুলি কোপন ও কতকগুলি স্বস্থহিত। যাহা কুপিত দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহে। যাহা বাতাদি দোষ, মল মূত্রাদি, রসাদি ধাতু সকলকে কুপিত করে, তাহাকে কোপন বলে এবং যাহা দোষ, ধাতু ও মল সমূহকে সাম্যাবস্থায় রাখে, তাহাকে স্বস্থহিত কহে।

বীর্য্যভেদে দ্রব্য দ্বিবিধ, অর্থাৎ উষ্ণ ও শীতগুণের উৎকর্ষ হেতু কতকগুলি উষ্ণবীর্য্য, আর কতকগুলি শীতবীর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যের বিপাক তিন প্রকার অর্থাৎ মধুর-বিপাক, অম্লবিপাক ও কটুবিপাক। ভুক্ত দ্রব্য জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক। মধুর ও লবণরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায় কটুই হইয়া থাকে।

গুরু মন্দ হিম স্নিগ্ধ শ্লক্ষ সান্দ্র মৃদু স্থিরাঃ।
গুণাঃ সসূক্ষ্ম বিশদা বিংশতিঃ সবিপর্য্যয়াঃ॥

গুরু, মন্দ, হিম, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ অর্থাৎ মসৃণ, সান্দ্র অর্থাৎ ঘন, মৃদু, স্থির, সূক্ষ্ম ও বিশদ, এই ১০ টি এবং ইহাদের প্রত্যেকের বিপরীত অর্থাৎ যথাক্রমে লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, খর, দ্রব, কঠিন, সর, স্থূল ও পিচ্ছিল, এই ১০টি সমুদায়ে ২০ টি গুণ।

কালার্থকর্ম্মণাং যোগা হীনমিথ্যাতিমাত্রকাঃ।
সম্যগ্যোগশ্চ বিজ্ঞেয়ো রোগারোগ্যৈকারণম্॥

কালং শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণস্ত্রিবিধঃ। অর্থাঃ শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধাঃ মহাভূতগুণাঃ। কর্ম্ম ক্রিয়া, কায়-বাগ্মনশ্চেষ্টা। যোগাঃ সম্বন্ধাঃ। যে কালাদীনাং যোগা হীনমিথ্যাতিমাত্রকাস্তে রোগৈককারণম্। তেষামেব যঃ সম্যগ্যোগঃ স আরোগ্যৈককারণম্। প্রধানকারণমিতি। কালস্য হীনযোগঃ স্বরূপ-হানিঃ। অতিযোগঃ স্বরূপাতিশয়ঃ। মিথ্যাযোগঃ স্বরূপাদ্বৈপরীত্যম্। যথা হীনশীততা, হীনোষ্ণতা, হীনবর্ষতা হীনযোগে। যথাতিশৈত্যমত্যৌষ্ণ্য-মতিযোগে। যথা শীতকালাবসরে অত্যৌষ্ণম্, উষ্ণকালাবসরে শীতম, বর্ষাকালে অবৃষ্টিঃ মিথ্যা-যোগে। এতদ্যোগত্রয়ং রোগকারণম্। সম্যগ্-যোগো—যথাস্বরূপস্থিতিঃ আরোগ্যকারণম্। অর্থানাং পুনঃ স্বেন স্বেন অর্থেন ইন্দ্রিয়স্য হীনো যোগঃ হীনযোগঃ। অত্যন্তযোগঃ অতিযোগঃ। পুরুষানভিমতাদিনা অর্থজাতেন ইন্দ্রিয়স্য যোগো মিথ্যাযোগঃ। এতে ত্রয়ো রোগকারণম্। যথাস্বং সম্যগ্যোগঃ আরোগ্যকারণম্। কায়াদিকর্ম্মণো হীনপ্রবৃত্তির্হীনযোগঃ। অতিপ্রবৃত্তিরতিযোগঃ। বেগোদীরণাদীকং, সাদিভুক্তভাষণাদিকং, রাগ-দ্বেষাদিকঞ্চ, যথাস্বমুক্তমত্র বক্ষ্যমাণং মিথ্যাযোগঃ। সর্ব্বেষাং সমা প্রবৃত্তিঃ সমযোগঃ। তেন হীনাদয়ো যোগাস্ত্রয়ো রোগকারণম্। সম্যগ্যোগস্ত্বারোগ্য-কারণম্।

শীতোষ্ণাদি-কাল, শব্দস্পর্শরূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও কায়বাগ্মনচেষ্টারূপ কর্ম্ম। ইহাদের হীনযোগ, মিথ্যাযোগ ও অতিযোগই রোগের মুখ্য কারণ এবং এই কালাদিত্রয়ের সম্যক্ যোগ আরোগ্যের হেতু। কালের হীনযোগ অর্থাৎ স্বরূপহানি, যথা—অল্প শীত, অল্প গ্রীষ্ম ও অল্প বর্ষা। অতিযোগ (স্বরূপাতি-শয়) যথা—অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম ও অতি বর্ষা। মিথ্যাযোগ (স্বরূপ বৈপরীত্য) যথা—শীতকালে অতি ঔষ্ণ্য, উষ্ণকালে অতিশীত ও বর্ষাকালে অবৃষ্টি। এইরূপ যোগত্রয় রোগের কারণ। কালের সম্যগযোগ অর্থাৎ

যথাস্বরূপ স্থিতি আরোগ্যের হেতু। রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়ার্থের অল্পযোগকে হীনযোগ, অত্যন্ত যোগকে অতিযোগ এবং অনভিমত রূপরসাদিযোগকে মিথ্যাযোগ কহে। এই ত্রিবিধ যোগও রোগের কারণ। আর ইন্দ্রিয়ার্থের সম্যগ্‌যোগ (যথোপযুক্ত যোগ) আরোগ্যের হেতু। কায়াদি কর্ম্মের অল্প প্রবৃত্তিকে হীনযোগ, অতি প্রবৃত্তিকে অতিযোগ এবং বিপরীত প্রবৃত্তিকে মিথ্যাযোগ কহে। এই যোগত্রয়ও রোগের নিদান এবং কায়াদি কর্ম্মের সম্যগ্‌যোগ (সমপ্রবৃত্তি) আরোগ্যের কারণ।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
নিজাগন্তুবিভাগেন তত্র রোগা দ্বিধা স্মৃতাঃ॥
তেষাং কায়মনোভেদাদধিষ্ঠানমপি দ্বিধা।
রজস্তমশ্চ মনসো দ্বৌ চ দোষাবুদাহৃতৌ॥

বাতাদি দোষদিগের বৈষম্যই (বৃদ্ধি বা ক্ষয়) রোগ এবং উহাদের সমতাই আরোগ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্য। নিজ ও আগন্তু ভেদে রোগ দ্বিবিধ। বাতাদি দোষোদ্ভব রোগকে নিজ এবং অভিঘাতাদি বাহ্যকারণোৎপন্ন রোগকে আগন্তুজ বলে। নিজ রোগে রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রুজাকর হয়, কিন্তু আগন্তু ব্যাধিতে রোগোৎপত্তির পর বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া থাকে। উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। শরীর ও মনভেদে এই সকল রোগের আশ্রয় দুই প্রকার। কতকগুলি শরীরাশ্রয়ী এবং কতকগুলি মনোঽধিষ্ঠিত। জ্বর, রক্তপিত্ত ও কাসাদি রোগসকল শরীরকে এবং মদ, মূর্চ্ছা ও উন্মাদাদি ব্যাধিগণ মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণ মানসিক ব্যাধির হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দর্শন স্পর্শন প্রশ্নৈঃ পরীক্ষেতাথ রোগিণম্॥

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগীর রোগ পরীক্ষা করিবে। অর্থাৎ শরীরের ভাব, কান্তি, মলমূত্রাদির বর্ণ দেখিয়া কাস, মেহাদি রোগের; নাড়ী ও কায়াদি স্পর্শ দ্বারা জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের এবং প্রশ্ন দ্বারা শূল, অরোচক ও বমনাদি রোগের পরীক্ষা করিবে।

রোগং নিদানপ্রাগ্‌রূপলক্ষণোপশয়াপ্তিভিঃ॥

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগের স্বরূপ ও বিশেষ বিশেষ অবস্থা পরীক্ষা করিবে।

ভূমি দেহ প্রভেদেন দেশমাহুরিহ দ্বিধা।
দেহদেশঃ—শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ প্রসিদ্ধঃ।
অথ ভূমিদেশ উচ্যতে।

ভূমি ও দেহভেদে দেশ দ্বিবিধ। হস্ত পদাদিকে দেহদেশ কহে। ইহা প্রসিদ্ধ। এক্ষণে ভূমি দেশ বর্ণনা করা যাইতেছে।

জাঙ্গলং বাতভূয়িষ্ঠমানূপন্তু কফোল্বণম্।
সাধারণং সমমলং ত্রিধা ভূদেশমাদিশেৎ॥

ভূমি তিন প্রকার, যথা—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। তন্মধ্যে জাঙ্গল দেশ বাতভূয়িষ্ঠ, আনূপ দেশ কফপ্রধান এবং সাধারণ দেশ সমমল (বাতাদিমল সমভাবে থাকে)। ইহা জাঙ্গল ও আনূপ এই উভয় দেশলক্ষণাক্রান্ত। যেখানে প্রচুর জল ও বৃক্ষ থাকে এবং বায়ু ও তাপ অল্প, তাহাকে আনূপ দেশ কহে।

ক্ষণাদির্ব্যাধ্যবস্থা চ কালো ভেষজ-যোগকৃৎ॥

কাল দুই প্রকার, যথা—ক্ষণ দণ্ড প্রহরাদি এবং ব্যাধির সাম, নিরাম, মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ্যাদি অবস্থা। এই দ্বিবিধ কাল ভেষজের যোগকারক প্রয়োজন সম্পাদনে সামর্থ্য দায়ক। অর্থাৎ উপযুক্ত কালে প্রযুক্ত ঔষধ আরোগ্যকর হয়। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ কালে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। যথা—পূর্ব্বাহ্ণে বমন, মধ্যাহ্নে বিরেচন, সামে পাচন এবং নিরামে শমন ইত্যাদি।

শোধনং শমনঞ্চেতি সমাসাদৌষধং দ্বিধা ॥

শোধন ও শমন ভেদে, সামান্যতঃ ঔষধ দুই প্রকার। যাহা শারীরিক কুপিত দোষকে বহির্নিঃসারিত করিয়া রোগোপশমন করে, তাহাকে শোধন (বমনবিরেচনাদি) এবং যাহা কুপিত দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহে।

শরীরজানাং দোষাণাং ক্রমেণ পরমৌষধম্।
বস্তির্বিরেকো বমনং যথা তৈলং ঘৃতং মধু ॥

শরীরজ বাতাদি দোষত্রয়ের যথাক্রমে বস্তি, বিরেচন ও বমন, ইহারা পরম শোধন এবং তৈল, ঘৃত ও মধু ইহারা শ্রেষ্ঠ শমন ঔষধ, অর্থাৎ বায়ুর বস্তি (পিচ্‌কারী বিশেষ), পিত্তের বিরেচন ও কফের বমনই প্রধান শোধন। এইরূপ বায়ুর তৈল, পিত্তের ঘৃত ও কফের মধু প্রধান শমন।

ধীধৈর্য্যাত্মাদিবিজ্ঞানং মনোদোষৌষধং পরম্ ॥

বুদ্ধি (হিতাহিত বিবেচনা,) ধৈর্য্য (চিত্তস্থৈর্য্য) ও আত্মাদি বিজ্ঞান, ইহারা মনোদোষজনিত রোগের পরমৌষধ।

ভিষগ্‌দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্।
চিকিৎসিতস্য নির্দ্দিষ্টং প্রত্যেকং তচ্চতুর্গুণম্ ॥

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী এই চারিটি চিকিৎসার অঙ্গ। এই অঙ্গচতুষ্টয় প্রত্যেকে বক্ষ্যমাণ চারি চারি গুণবিশিষ্ট হইলে, চিকিৎসা আরোগ্যদায়িকা হয়।

দক্ষস্তীর্থাত্তশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা শুচির্ভিষক্ ॥
তীর্থাত্তশাস্ত্রার্থঃ—তীর্থাৎ উপাধ্যায়াৎ বিদিতাগমাৎ আত্তো গৃহীতঃ শাস্ত্রার্থো যেন তাদৃশঃ।

চতুর্গুণযুক্ত চিকিৎসক। দক্ষতা, গুরূপদিষ্টতা, বহুদর্শিতা ও শুদ্ধাচার, এই চারিটি উপযুক্ত চিকিৎসকের গুণ।

বহুকল্পং বহুগুণং সম্পন্নং যোগ্যমৌষধম্ ॥

বহুকল্পম্—বহবঃ কল্পাঃ কল্কস্বরসাদয়ো যস্মিন্ তৎ। সম্পন্নং—সম্পত্তিযুক্তং ন ব্যাপন্নং প্রশস্তভূমিদেশজাতং প্রশস্তকালাহৃতং কীটাদ্যনুপহতম্।

চতুর্গুণযুক্ত ঔষধ। বহুকল্প (যে ঔষধকে কল্ক স্বরসাদি বিবিধ উপায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে), বিবিধ গুণবিশিষ্ট ও অব্যাপন্ন অর্থাৎ যথাযোগ্য (প্রশস্ত ভূমিজাত, কীটাদি কর্ত্তৃক অনুপহত) ঔষধ আরোগ্যকর।

অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষো বুদ্ধিমান্ পরিচারকঃ ॥

অনুরাগ, শুদ্ধাচার, কর্ম্মনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তা এই চারিটি পরিচারকের গুণ।

আঢ্যো রোগী ভিষগ্‌বশ্যো জ্ঞাপকঃ সত্ত্ববানপি ॥

চতুর্গুণযুক্ত রোগী। ধনবান্, বৈদ্যবশ্য, নিদানাদি ও উপস্থিত যন্ত্রণা জানাইতে সমর্থ এবং ধৈর্য্যশীল এবম্প্রকার রোগীই রোগমুক্ত হয়। উল্লিখিত ষোড়শগুণবিশিষ্ট চিকিৎসাই রোগশান্তির প্রধান সাধন।

সর্ব্বৌষধক্ষমে দেহে যূনঃ পুংসো জিতাত্মনঃ।
অমর্ম্মগোঽল্পহেত্বগ্ররূপরূপোঽনুপদ্রবঃ ॥
অতুল্যদূষ্যদেশর্ত্তুপ্রকৃতিঃ পাদসম্পদি।
গ্রহেষ্বনুগুণেষ্বেকদোষমার্গো নবঃ সুখঃ ॥

রোগী যদি যুবা ও নির্লোভ হয় এবং তাহার দেহ যদি তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদুরূপ সর্ব্বপ্রকার শোধন ও শমন ঔষধের ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ হয়; রোগ যদি অচিরোৎপন্ন এবং এক দোষ ও এক মার্গজাত হয়, আর বস্তি হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানে না জন্মে ও তাহার উৎপাদকহেতু পূর্ব্বরূপ ও রূপ যদি অল্পমাত্র হয় এবং তাহাতে যদি উপদ্রব না থাকে, গ্রহগণ যদি অনুকূল থাকেন ও যদি পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকাদি পাদচতুষ্টয়ের সমাবেশ থাকে এবং রসাদি দূষ্য পদার্থ, দেশ, ঋতু ও প্রকৃতি, যদি রোগারম্ভক দোষের তুল্যগুণ না হয় তাহা হইলে রোগ সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

শস্ত্রাদিসাধনঃ কৃচ্ছ্রঃ সঙ্করে চ ততো গদঃ।

কৃচ্ছ্রঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ সুমহদ্ভিরুপায়ৈশ্চিরেণ কালেন চ সাধ্যত ইত্যর্থঃ। তথা সঙ্করে চ ততঃ পূর্ব্বোক্তাৎ সাধ্যলিঙ্গাৎ সঙ্কীর্ণত্বে সতি যো গদ-উৎপন্নঃ সোঽপি কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। ততস্তস্মাৎ উক্তসাধ্যলক্ষণাদ্ যঃ সঙ্করে দ্বি ত্রি বিপর্য্যয়ে স্থিতঃ। অথাচ যুবা আতুরঃ কিন্তু ন জিতাত্মা। জিতাত্মা বা কিন্তু রোগো মর্ম্মস্থানগঃ। এবমনয়া দিশা সর্ব্বমপ্যূহ্যম্।

শস্ত্র ও ক্ষারকর্ম্মাদি উপায়ে যে রোগের উপশম করিতে হয়, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং পূর্ব্বোক্ত সাধ্যলক্ষণের সঙ্কীর্ণতা (অল্পতা) বা বিপর্য্যয় হইলেও রোগ কষ্টসাধ্য হয়। যেমন রোগী যুবা কিন্তু লোভশূন্য নহে অথবা রোগী নির্লোভ কিন্তু রোগটী মর্ম্মস্থানজাত ইত্যাদি বিপর্য্যয় ঘটিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। মহৎ মহৎ উপায়ে ও দীর্ঘকালে যাহার প্রতিকার হয়, তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য কহে।

শেষত্বাদায়ুষো যাপ্যঃ পথ্যাভ্যাসাদ্বিপর্য্যয়ে।

যদি আয়ু অবশিষ্ট থাকে এবং রোগী যদি সতত পথ্য সেবন অর্থাৎ হিতজনক আহার বিহার করে, তাহা হইলে সাধ্য লক্ষণের বিপর্য্যয়েও ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে।

অনুপক্রম এব স্যাৎ স্থিতোঽত্যন্তবিপর্য্যয়ে।
ঔৎসুক্যমোহারতিকৃৎ দৃষ্টরিষ্টোঽক্ষনাশনঃ।

যাপ্য লক্ষণের অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ আয়ুর অবশেষ না থাকিলে, হিতজনক আহারাদির নিয়ম রক্ষা না করিলে এবং ব্যাধি মজ্জশুক্রাদি গম্ভীর ধাতুগত ও মর্ম্মসন্ধি স্থানজাত হইলে অচিকিৎস্য হয়। এইরূপ ঔৎসুক্য, মোহ ও অরতিপ্রদ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে চিত্তের অস্থিরতাপ্রদ এবং যে রোগে অরিষ্ট লক্ষণ সকল অর্থাৎ নিশ্চয় মরণসূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায় ও যাহা শীঘ্র অর্থাৎ উৎপন্নমাত্র ইন্দ্রিয়ের শক্তির নাশ করে, তাহাও অসাধ্য হয়।

ব্যাধিং পুরা পরীক্ষ্যৈবমারভেত ততঃ ক্রিয়াং।
স্বার্থ বিদ্যা যশোহানিমন্যথা ধ্রুবমাপ্নুয়াৎ।

সাধ্যত্বাদি লক্ষণ দ্বারা অগ্রে ব্যাধিপরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। তাহা না করিলে নিশ্চয়ই বৈদ্যের স্বার্থ, বিদ্যা ও তজ্জনিত যশের হানি হইবে।

ত্যজেদার্ত্তং ভিষগ্‌ভূপৈর্দ্বিষ্টং তেষাং দ্বিষং দ্বিষম্।
হীনোপকরণং ব্যগ্রমবিধেয়ং গতায়ুষম।
চণ্ডং শোকাতুরং ভীরুং কৃতঘ্নং বৈদ্যমানিনম্।

রাজা ও চিকিৎসকগণ যাহার দ্বেষ করেন কিংবা যে রাজা ও চিকিৎসকগণকে দ্বেষ করে, যে আপনি আপনার শত্রু, যে চিকিৎসোপযোগী উপকরণবিহীন, যে ব্যগ্র অর্থাৎ বহুকার্য্যাসক্তচেতা, যে চিকিৎসকের আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে এবং যে ক্রূরকর্ম্মা, শোকাতুর, সভয়চিত্ত, কৃতঘ্ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও বৈদ্যাভিমানী হয় তাহাদের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে।

অধ্যায়সংগ্রহঃ।

অতঃপরঞ্চ পরস্মাত্তো বক্ষ্যতেঽধ্যায়সংগ্রহঃ।
আয়ুষ্কাম দিনর্ত্বীহা রোগানুৎপাদনদ্রবাঃ॥
অন্নজ্ঞানান্নসংরক্ষা মাত্রা দ্রব্যরসাশ্রয়াঃ।
দোষাদিজ্ঞান তদ্ভেদ তচ্চিকিৎসাদ্ব্যুপক্রমাঃ।
শুদ্ধ্যাদি স্নেহন স্বেদ রেকাস্থাপন নাবনম্।
ধূম গণ্ডূষ দৃক্‌সেক তৃপ্তি যন্ত্রক শস্ত্রকম্।
শিরাবিধিঃ শল্যবিধিঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্মকাঃ।
সূত্রস্থানমিমেঽধ্যায়াস্ত্রিংশচ্ছারীরমুচ্যতে।

অতঃপর এই গ্রন্থের সূত্র, শারীর, নিদানাদি স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে কতগুলি অধ্যায়

আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। সূত্রস্থানে—যথা—আয়ুষ্কামীয়, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, রোগানুৎপাদনীয়, দ্রব দ্রব্য বিজ্ঞান, অন্নস্বরূপ বিজ্ঞান, অন্নসংরক্ষা, মাত্রাবিজ্ঞান, দ্রব্যাদি বিজ্ঞান, রসভেদ, দোষোপক্রমণীয়, দ্বিবিধোপক্রমণীয়, দোষচিকিৎসা, শোধনাদিগণসংগ্রহ, স্নেহবিধি, স্বেদবিধি, বমনবিধি, বিরেচনবিধি, নস্যবিধি, ধূমবিধি, গণ্ডূষবিধি, আশ্চোতনবিধি, তর্পণবিধি, পুটপাকবিধি, যন্ত্রবিধি, শস্ত্রবিধি, শিরাব্যধবিধি, শল্যাহরণবিধি, শস্ত্রকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম ও অগ্নিকর্ম্ম। এই ত্রিংশৎ অধ্যায় সূত্রস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর শারীরস্থানের অধ্যায় কথিত হইতেছে।

গর্ভাবক্রান্তি তদ্ব্যাপদঙ্গ মর্ম্মবিভাগিকম্।
বিকৃতির্দূতজং ষষ্ঠং নিদানং সার্ব্বরোগিকম্॥

যথা,—গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভব্যাপৎ, অঙ্গবিভাগ, মর্ম্মবিভাগ, বিকৃতিবিজ্ঞান ও দূতবিজ্ঞান এই ছয়টি অধ্যায় শারীর স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর নিদান স্থানের অধ্যায় কথিত হইতেছে।

জ্বরাসৃক্ কাস যক্ষ্মাদি মদ্যাত্যর্শোঽতিসারিণাম্।
মূত্রাঘাত প্রমেহাণাং বিদ্রধ্যাদ্যুদরস্য চ।
পাণ্ডুকুষ্ঠানিলার্ত্তানাং বাতাস্রস্য চ ষোড়শ॥

যথা—জ্বরনিদান, রক্তপিত্ত ও কাসনিদান, শ্বাসহিক্কানিদান, রাজযক্ষ্মাদিনিদান, মদাত্যয়াদিনিদান, অর্শোনিদান, অতিসারগ্রহণীদোষনিদান, মূত্রাঘাতনিদান, প্রমেহনিদান, বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মনিদান, উদরনিদান, পাণ্ডুশোথবিসর্পনিদান, ক্রিমিনিদান, বাতব্যাধিনিদান, আমবাত ও বাতশোণিতনিদান, এই ১৬টি অধ্যায় নিদানস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর চিকিৎসিতস্থানে ৩২ অধ্যায় কথিত হইতেছে।

চিকিৎসিতং জ্বরে রক্তে কাসে শ্বাসে চ যক্ষ্মণি।
বমৌ মদাত্যয়েঽর্শঃসু বিশি দ্বৌ দ্বৌ চ মূত্রিতে।
বিদ্রধৌ গুল্ম জঠর পাণ্ডু শোথ বিসর্পিষু।
কুষ্ঠ শ্বিত্রানিলব্যাধি বাতাস্রেষু চিকিৎসিতম্।
দ্বাবিংশতিরিমেঽধ্যায়াঃ কল্পসিদ্ধিরতঃ পরম্॥

যথা—জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হিক্কা, রাজযক্ষ্মা, ছর্দ্দি, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা ও মদাত্যয়, অর্শঃ, অতীসার, গ্রহণী, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, বিদ্রধি, বৃদ্ধি, গুল্ম, উদররোগ, পাণ্ডু, শোথ, বিসর্প, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও কৃমি, বাতব্যাধি ও বাতরক্ত, এই দ্বাবিংশতি অধ্যায় চিকিৎসাস্থানের অন্তর্গত।

অতঃপর কল্পস্থানের অধ্যায় কথিত হইতেছে।

কল্পো বমেবিরেকস্য তৎসিদ্ধির্বস্তিকল্পনা।
সিদ্ধির্বস্ত্যাপদাং ষষ্ঠো দ্রব্যকল্পোঽত উত্তরম্॥

যথা—বমনকল্প, বিরেচনকল্প, বমন-বিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি, বস্তিকল্প, বস্তি-ব্যাপৎ-সিদ্ধি ও ভেষজকল্প এই ছয়টি অধ্যায় কল্পস্থানে বর্ণিত আছে।

অতঃপর উত্তর তন্ত্রের ৪০টী অধ্যায় কথিত হইতেছে।

বালোপচারে তদ্ব্যাধৌ তদ্গ্রহে দ্বৌ চ ভূতগৌ।
উন্মাদেঽথ স্মৃতিভ্রংশে দ্বৌ দ্বৌ বর্ত্মসু সন্ধিষু।
দৃক্তমো লিঙ্গনাশেষু ত্রয়ো দ্বৌ দ্বৌ চ সর্ব্বগৌ।
কর্ণনাসামুখশিরোব্রণে ভঙ্গে ভগন্দরে॥
গ্রন্থ্যাদৌ ক্ষুদ্ররোগেষু গুহ্যরোগে পৃথক্ দ্বয়ম্।
বিষে ভুজঙ্গে কীটেষু মূষিকেষু রসায়নে॥
চত্বারিংশোঽনপত্যানামধ্যায়ো বীজপোষণঃ।
ইত্যধ্যায়শতং বিংশং ষড়্ভিঃ স্থানৈরুদীরিতম্॥

যথা—বালোপচরণীয়, বালরোগপ্রতিষেধ, বালগ্রহপ্রতিষেধ, ভূতবিজ্ঞানীয়, ভূতপ্রতিষেধ,

উন্মাদপ্রতিষেধ, অপস্মারপ্রতিষেধ, বর্ত্মরোগ-বিজ্ঞানীয়, বর্ত্মরোগপ্রতিষেধ, সন্ধিসিতরোগ-বিজ্ঞানীয়, সন্ধিসিতাসিতপ্রতিষেধ, দৃষ্টিরোগ-বিজ্ঞানীয়, তিমিরপ্রতিষেধ, লিঙ্গনাশপ্রতিষেধ, সর্ব্বাক্ষিরোগ বিজ্ঞানীয়, সর্ব্বাক্ষিরোগপ্রতিষেধ, কর্ণরোগ-বিজ্ঞানীয়, কর্ণরোগপ্রতিষেধ, নাসা-রোগ-বিজ্ঞানীয়, নাসারোগপ্রতিষেধ, মুখরোগ-বিজ্ঞানীয়, মুখরোগ প্রতিষেধ, শিরোরোগ-বিজ্ঞানীয়, শিরোরোগপ্রতিষেধ, ব্রণবিজ্ঞানীয়, সদ্যোব্রণপ্রতিষেধ, ভগ্ন প্রতিষেধ, ভগন্দরপ্রতি-ষেধ, গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদাদিবিজ্ঞানীয়, গ্রন্থ্যাদি-প্রতিষেধ, ক্ষুদ্ররোগবিজ্ঞানীয়, ক্ষুদ্ররোগপ্রতি-ষেধ, গুহ্যরোগবিজ্ঞানীয়, গুহ্যরোগপ্রতিষেধ, বিষপ্রতিষেধ, সর্পবিষপ্রতিষেধ, কীটলূতাদি-প্রতিষেধ, মূষিকালর্কবিষপ্রতিষেধ, রসায়না-ধ্যায় ও বাজীকরণাধ্যায়, উত্তরতন্ত্রে এই চত্বা-রিংশৎ অধ্যায় বর্ণিত আছে।

সূত্র, শারীর, নিদান, চিকিৎসা, কল্পসিদ্ধি ও উত্তরতন্ত্র, এই ছয়স্থানে সমুদায়ে ১২০ টি অধ্যায় আছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দিনচর্য্যাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ।
অর্কন্যগ্রোধ খদির করঞ্জ ককুভাদিকম।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ মৃদ্বগ্রং কষায় কটু তিক্তকম্।
ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্।

অতঃপর আমরা দিনচর্য্যানামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। সুস্থব্যক্তি স্বীয় জীবন পালনার্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা পরিত্যাগ করিবে। এবং ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাজীর্ণাদিভাব বিবেচনা করিয়া মলমূত্র ত্যাগাদি শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করণা-নন্তর আকন্দ, বট, খদির, ডহরকরঞ্জ ও অর্জ্জুনাদি গাছের, কিংবা কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া এরূপে দন্তধাবন করিবে, যেন দন্তমাংস ঘৃষ্ট না হয়। প্রাতঃ-কালে ও আহারান্তে দন্তধাবন বিধেয়।

নাশ্নাদজীর্ণ বমথু শ্বাস কাস জ্বরার্দ্দিতী।
তৃষ্ণাস্যপাকহৃন্নেত্রশিরঃকর্ণাময়ী চ তৎ।

অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরো-রোগ ও কর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোস্ততো ভজেৎ।
লোচনে ভবতস্তেন সুস্নিগ্ধে ঘনপক্ষ্মণী।
ব্যক্তত্রিবর্ণে বিমলে মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে।

দন্তধাবনানন্তর হিতজনক সৌবীরাঞ্জন চক্ষে দিবে। ইহাতে চক্ষু সুস্নিগ্ধ, বিমল, মনোহর ও সূক্ষ্মবস্তু-দর্শনক্ষম হয় এবং লোচ-নের পক্ষ্মসকল ঘন এবং সুব্যক্ত শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

চক্ষুস্তেজোময়ন্তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।
যোজয়েৎ সপ্তরাত্রেঽস্মাৎ স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্।

চক্ষু তেজোময়, সুতরাং তেজবিরোধি শ্লেষ্মদ্বারা ইহার অনিষ্টের বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সপ্তাহানন্তর জলস্রাবার্থ ইহাতে রসাঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

ততো নাবন গণ্ডূষ ধূম তাম্বূল ভাগ্ ভবেৎ॥

তদনন্তর নস্যগ্রহণ, গণ্ডূষধারণ, ধূমপান ও তাম্বূল ভক্ষণ করিবে।

তাম্বূলং ক্ষতপিত্তাস্র রুক্ষোৎকুপিত চক্ষুষাম্।
বিষ মূর্চ্ছা মদার্ত্তানামপথ্যং শোষিণামপি।

যাহার কোন প্রকার ক্ষত আছে, যে রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত, যাহার চক্ষু রুক্ষ কিংবা যাহার চক্ষু দিয়া জল বা পিঁচুটি পড়ে, যে ব্যক্তি বিষার্ত্ত বা মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত কিংবা মদাত্যয়রোগবিশিষ্ট অথবা রাজযক্ষ্মাক্রান্ত তাহার পক্ষে তাম্বূল অপথ্য।

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
দৃষ্টিপ্রসাদ পুষ্ট্যায়ুঃ স্বপ্ন সুত্বক্ত্ব দার্ঢ্যকৃৎ ॥
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ।

নিত্যগ্রহণঞ্চোপলক্ষণার্থং তেন অভ্যাসবশাদেকদ্বিত্রি দিনান্তরমপি যথোচিতমাচরতোঽপি ন দোষঃ।

নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশতঃ এক, দুই বা তিন দিন অন্তর তৈল মর্দ্দনেও দোষ নাই)। ইহাতে জরা, শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির বিমলতা, শরীরের পুষ্টি, আয়ুর্বৃদ্ধি, সুনিদ্রা এবং ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে। মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশেষরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে।

বর্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্ত-কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ।

যাহারা কফগ্রস্ত অথবা অজীর্ণরোগাক্রান্ত কিংবা বমনবিরেচনাদি শোধনক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অভ্যঙ্গ (তৈল মর্দ্দন) নিষিদ্ধ।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থং দীপ্তোগ্নির্মেদসঃ ক্ষয়ঃ।
বিভক্তঘনগাত্রত্বং ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥

(শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়াম উচ্যতে।)

ব্যায়ামদ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, অগ্নির দীপ্তি ও মেদের ক্ষয় হয় এবং শরীর সুবিভক্ত ও দৃঢ় হইয়া থাকে। শরীরের আয়াসজনক কর্ম্মকে ব্যায়াম কহে।

বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তং ত্যজেৎ।

বাতরোগী, পিত্তরোগী অথবা বাতপিত্তরোগী এবং বালক (ষোড়শ বর্ষবয়ঃক্রম পর্য্যন্ত), বৃদ্ধ (সপ্ততি বৎসরের পর) ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে।

অর্দ্ধশক্ত্যা নিসেব্যস্তু বলিভিঃ স্নিগ্ধভোজিভিঃ।
শীতকালে বসন্তে চ মন্দমেব ততোঽন্যদা ॥
তং কৃত্বানুসুখং দেহং মর্দ্দয়েত্তু সমন্ততঃ ॥

স্নিগ্ধভোজী ও বলবান্ ব্যক্তি অর্দ্ধবলে অর্থাৎ শ্রান্তিবোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে। শীত ও বসন্ত ঋতু ব্যায়ামের উপযুক্ত কাল। অন্যান্য ঋতুতে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা বিধেয়। ব্যায়ামের পর সর্ব্বশরীরের সুখজনকরূপে মর্দ্দন করিবে।

তৃষ্ণাক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তং শ্রমঃ ক্লমঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরচ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।

অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করিলে তৃষ্ণাক্ষয়, প্রতমক, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর, ও বমনরোগ উৎপন্ন হয়।

ব্যায়াম জাগরাধ্ব স্ত্রী হাস্য ভাষ্যাদিসাহসম্।
গজং সিংহ ইবাকর্ষন্ ভজন্নতি বিনশ্যতি ॥

সিংহ যেমন মহাকায় গজকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, পথপর্য্যটন, স্ত্রীসঙ্গ, হাস্য, ভাষণ ও সাহসাদির অতিসেবন দ্বারাও পুরুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদসঃ প্রবিলায়নম্।
স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌প্রসাদকরং পরম্ ॥

ব্যায়ামানন্তর উদ্বর্ত্তন কর্ত্তব্য। উদ্বর্ত্তন দ্বারা কফের নাশ, মেদের বিলয়, অঙ্গের দৃঢ়তা ও ত্বকের বৈমল্য সম্পাদিত হয়। তৈলাভ্যক্ত শরীরে পেষিত আমলকী ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে।

দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমূর্জ্জোবলপ্রদম্।
কণ্ডূমল শ্রম স্বেদ তন্দ্রা তৃড় দাহপাপ্মজিৎ।

উদ্বর্ত্তনানন্তর স্নান কর্ত্তব্য। স্নান অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, উৎসাহ ও

বলপ্রদ এবং কণ্ডূ, মল, শ্রান্তি, স্বেদ, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপনাশক।

উষ্ণাম্বুনাধঃ কায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষাম্॥

উষ্ণ সলিলধারা অধঃকায়ে পরিষেক (জলধারা প্রদান) করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। কিন্তু উষ্ণজলে মস্তকের পরিষেকে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে।

স্নানমর্দ্দিত নেত্রাস্য কর্ণরোগাতিসারিষু।
আধ্মানপীতসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্॥

অর্দ্দিতরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, অতিসার, উদরাধ্মান, পীনস (মুখনাসা হইতে জলস্রাব) ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনান্তে স্নান নিষিদ্ধ।

জীর্ণে হিতং মিতং চাদ্যান্ন বেগানীরয়েদ্বলাৎ।
ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্নাজিত্বা সাধ্যমাময়ম্॥

ভুক্তাহার সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরিমিত হিতজনক অন্ন ভোজন করিবে। মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ দিবেনা ও বেগ উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ না করিয়া অন্য কাজ করিবে না। এবং সাধ্য লক্ষণাক্রান্ত উপস্থিত রোগের শান্তি না করিয়াও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবে না।

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥

সকলেই সুখজনক কর্ম্ম বাঞ্ছা করে। কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত।

ভক্ত্যা কল্যাণমিত্রাণি সেবেতেতরদূরগঃ।

কল্যাণজনক কার্য্যে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণমিত্রদিগকে ভক্তির সহিত সেবা করিবে। এবং যাহারা পাপজনক কার্য্যে সহায়তা করে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

হিংসা স্তেয়ান্যথা কামং পৈশুন্যং পরুষানৃতে।
সংভিন্নালাপব্যাপদমভিধ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ম্।
পাপং কর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্মানসৈস্ত্যজেৎ॥

হিংসা, চৌর্য্য ও গুরুদার-গমনাদি নিষিদ্ধ কামসেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ; পৈশুন্য (পরভেদকর বাক্য), কর্কশ বচন, অসত্য কথন, অসম্বন্ধ বাক্য এই চারি প্রকার বাচনিক পাপ; প্রাণিবধের চিন্তা, পরদ্রব্যে লোভ ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। এই দশবিধ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপকে কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে।

অবৃত্তিব্যাধিশোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ॥

নিরুপায়, রোগী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির যথাসাধ্য উপকার করিবে।

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীটপিপীলিকাম।

অপরের কথা দূরে থাকুক, কীট, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও আত্মবৎ দর্শন করিবে।

অর্চ্চয়েদ্দেবগোবিপ্রবৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্॥

দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, বৈদ্য, রাজা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে।

বিমুখান্ নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত নাক্ষিপেৎ॥

প্রার্থিদিগকে বিমুখ করিবেনা, অবমাননা করিবেনা ও কর্কশবাক্যে তাড়াইয়া দিবে না।

উপকারপ্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ॥

অপকারপরায়ণ শত্রুর প্রতিও উপকারপরায়ণ হইবে।

সম্পদ্বিপৎস্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে নতু॥

সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষা করিবে না।

অর্থাৎ ইনি বিদ্বান্ ও দানধর্ম্মপরায়ণ, আমিও কেন ইঁহার মত না হইব, এরূপ ঈর্ষা করা ভাল। কিন্তু কাহারও বিদ্যা ও দানাদির ফলস্বরূপ ধন ও যশে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

কালে হিতং মিতং ক্রমাদবিসংবাদি পেশলম্‌।

প্রস্তাব উপস্থিত কালে, উপযুক্ত, পরিমিত, সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য কহিবে।

পূর্ব্বাভিভাষী সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ।
নৈকঃ সুখী ন সর্ব্বত্র বিশ্রব্ধো ন চ শঙ্কিতঃ।

কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অগ্রে সম্ভাষণ করিবে, কথা কহিবার সময় মুখভঙ্গী করিবে না, সুশীল ও করুণার্দ্রচিত্ত হইবে। একাকী সুখসম্ভোগ করিবে না সকলকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস অথবা একবারে অবিশ্বাস করিবে না।

ন কঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্।
প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ।

ঐ ব্যক্তি আমার শত্রু অথবা আমি উহার শত্রু, ইহা প্রকাশ করিবে না। স্বীয় অপমান ও প্রভুর নিঃস্নেহতা কাহারও নিকট বলিবে না।

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥

পরসেবাভিজ্ঞ ব্যক্তি লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতি লালয়েৎ।

রসনাদি ইন্দ্রিয়দিগকে কুৎসিত অন্নাদিদ্বারা নিগ্রহ করিবে না অথবা প্রলোভন দ্রব্যাদি দ্বারা ইহাদের অতিশয় বিলাসও সম্পাদন করিবে না।

ত্রিবর্গশূন্যং নারম্ভং ভজেৎ তঞ্চাবিরোধয়ন্।
অনুযায়াৎ প্রতিপদং সর্ব্বধর্ম্মেষু মধ্যমাম্।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বিরহিত কোন অনুষ্ঠান করিবে না এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহা ঐ ত্রিবর্গের কাহারও বিরোধী না হয়। সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারেই মধ্যমা বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কোন এক বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইবে না।

নীচরোম নখ শ্মশ্রুর্নির্ম্মলাঙ্‌ঘ্রিমলায়নঃ।

কেশ, নখ ও শ্মশ্রু যথাবিহিত কর্ত্তিত করিবে এবং চরণ ও মলনির্গম পথ সকল পরিষ্কৃত রাখিবে।

স্নানশীলঃ সুসুরভিঃ সুবেশোঽনুল্বণোজ্জ্বলঃ।
ধারয়েৎ সততং রত্ন-সিদ্ধমন্ত্র-মহৌষধীঃ॥

নিত্য স্নান করিবে, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে চর্চ্চিতদেহ হইবে, মনোহর উজ্জ্বল বসন পরিধান করিবে এবং রত্ন, সিদ্ধমন্ত্র (কবচ) ও মহৌষধি সতত ধারণ করিবে।

সাতপত্রপদত্রাণো বিচরেদ্ যুগমাত্রদৃক্॥

গমনকালে ছত্র ও পদত্রাণ (জুতা, খড়ম) ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারি হস্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া বিচরণ করিবে।

নিশি চাত্যয়িকে কার্য্যে দণ্ডী মৌলী সহায়বান্।

বিশেষকার্য্যানুরোধে রাত্রিতে গমন করিতে হইলে হস্তে যষ্টি ও মস্তকে উষ্ণীষধারণ পূর্ব্বক সহায়বান্ হইয়া যাইবে।

চৈত্যপূজ্যধ্বজাশস্তচ্ছায়া ভস্মতুষাশুচীন্।
নাক্রামেচ্ছর্করা লোষ্ট্র বলিস্নানভুবোঽপি চ।

বিশিষ্ট দেবতাধিষ্ঠিত অশ্বত্থাদি বৃক্ষবিশেষ, গুরুপুত্রাদি পূজ্যব্যক্তি, দেবালয়ের ধ্বজা, ও চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতি ইহাদের ছায়া এবং ভস্ম, তুষ, অশুচিদ্রব্য, কাঁকর, লোষ্ট্র, বলিদানেরস্থান বা দেবার্চ্চনাস্থান ও স্নানভূমি অতিক্রম করিবে না।

নদীং তরেন্ন বাহুভ্যাং নাগ্নিস্কন্ধমভিব্রজেৎ।
সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেদ্দুষ্টযানবৎ ॥

বাহুদ্বারা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবে না, অগ্নিরাশির সম্মুখে যাইবে না এবং দুষ্ট অশ্বাদি বিশিষ্ট যানে বা আশঙ্কাজনক জীর্ণনৌকা বা সন্দিগ্ধ উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিবে না।

নাসংবৃতমুখঃ কুর্য্যাৎ ক্ষুত হাস্য বিজৃম্ভণম্।
নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্বিলিখেদ্ভুবম্।
নাঙ্গৈশ্চেষ্টেত বিগুণং নাসীতোৎকটকশ্চিরঃ॥

হস্তাদিদ্বারা মুখ আবৃত না করিয়া হাঁচিবে না, হাস্য করিবে না ও হাইতুলিবে না। প্রয়োজন না হইলে নাক ঝাড়িবেনা, বিনা-কারণে মাটিতে দাগ কাটিবে না, হস্তপদাদি-দ্বারা বিকৃতিভঙ্গি করিবেনা এবং পদদ্বয়ের গোড়ালি গুহ্যদ্বারে স্থাপন করিয়া উৎকটভাবে বসিবে না।

দেহ বাক্ চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্ শ্রমাদ্বিনিবর্ত্তয়েৎ।
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্ ॥
তথা চত্বরচৈত্যান্তশ্চতুষ্পথসুরালয়ান্।
সূনাটবী শূন্যগৃহং শ্মশানানি দিবাপি ন।
সর্ব্বথেক্ষেত নাদিত্যং ন ভার শিরসা বহেৎ।
নেক্ষেত প্রততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ।
মদ্যবিক্রয়সন্ধানদানাদানানি নাচরেৎ॥

শ্রান্তির অর্থাৎ ঘর্ম্মোৎপত্তির পূর্ব্বেই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবে। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিক কাল থাকিবেনা, রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে বা বৃক্ষে, চত্বর সমীপে (চত্বর অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করে), চৈত্যস্থানে, চতুষ্পথে ও দেবগৃহে অবস্থিতি করিবে না এবং বধ্যভূমি, বন বা নির্জ্জনস্থান, শূন্যগৃহ ও শ্মশানে দিবসেও থাকিবেনা। উদিত ও অস্তগত বা রাহুগ্রস্ত অথবা জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দর্শন করিবে না, মস্তকদ্বারা ভার বহন করিবেনা। সূক্ষ্মবস্তু, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাদি, বিষ্ঠা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য বা অপ্রিয় বস্তু নিরন্তর দর্শন করিবে না। মদ্য বিক্রয়, মদ্য চোয়ান ও মদ্যের আদান প্রদান করিবে না।

পুরো বাতাতপ রজ স্তুষার পরুষানিলান্।
অনৃজুঃ ক্ষবথূদ্গার কাস স্বপ্নান্ন মৈথুনম্।
কূলচ্ছায়ানৃপদ্বিষ্ট ব্যাল দংষ্ট্রি বিষাণিনঃ।
হীনানার্য্যাতি নিপুণসেবাং বিগ্রহমুত্তমৈঃ ॥
সন্ধ্যাস্বভ্যবহার স্ত্রী স্বপ্নাধ্যয়নচিন্তনম্।
শত্রুসত্রগণাকীর্ণ গণিকা পণিকাশনম্।
গাত্রবক্ত্রনখৈর্বাদ্যং হস্তকেশাবধূননম্।
তোয়াগ্নিপূজ্যমধ্যেন যানং ধূমং শবাশ্রয়ম্।
মদ্যাতিসক্তিং বিশ্রম্ভ স্বাতন্ত্র্যে স্ত্রীষু চ ত্যজেৎ ॥

পূর্ব্ববায়ু, রৌদ্র, ধূলি, তুষার ও অস্নিগ্ধবায়ু সেবন করিবে না, বক্রদেহ হইয়া হাঁচিবেনা, কাসিবেনা, নিদ্রা যাইবেনা, আহার ও মৈথুন করিবে না। নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষছায়া, নৃপদ্বিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্ট অশ্ব, গজাদি, ব্যাল, ব্যাঘ্র, সর্পাদি দংষ্ট্রী ও গোমহিষাদি শৃঙ্গী, ইহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবে। নীচ, অসাধু ও অতিনিপুণ ব্যক্তির সেবা ও উত্তমের সহিত বিগ্রহ করিবে না। প্রাতঃ ও সায়ংকালে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় আহার, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রচিন্তা করিবে না। শত্রুদত্ত অন্ন, যজ্ঞীয় অন্ন, জনাকীর্ণ স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও হোটেলের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। গাত্র, মুখ ও নখদ্বারা বাদ্য করিবে না এবং হস্ত ও কেশ কাঁপাইবে না, জল, অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। ধূমে প্রবেশ করিবে না ও শবরক্ষণ স্থানে গমন করিবে না (কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন শবের ধূম গ্রহণ করিবে না) মদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না, স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না ও তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিবে না।

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ।
অনুকুর্য্যাত্তমেবাতো লৌকিকেঽর্থে পরীক্ষকঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কার্য্যেই লোকের উপদেশ লইয়া থাকেন, অতএব সাংসারিক বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে।

আর্দ্রসন্তানতা ত্যাগঃ কায় বাক্ চেতসাং দমঃ।
স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু পর্য্যাপ্তমিতি সদ্‌ব্রতম্॥

সর্ব্বজীবে দয়া, এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্যে শান্তভাব, নিজবোধে পরকার্য্য সম্পাদন, এই গুলিই সংসারের প্রধান সদ্‌ব্রত।

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি।
দুঃখভাক্ ন ভবত্যেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতি॥

এক্ষণে আমার দিন রাত্রি কিভাবে যাইতেছে, অর্থাৎ আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহার ফল ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, যে ব্যক্তি ইহা নিত্য স্মরণ করে সে দুঃখভোগী হয় না।

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥

এই সকল সদাচার যাহা সংক্ষেপে কথিত হইল, তদনুসারে চলিলে আয়ু, আরোগ্য ও যশোলাভ এবং স্বর্গাদি নিত্যধাম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ঋতুচর্য্যাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মাসৈর্দ্বিস খ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ॥
শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্।
আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্।

মাঘাদি দুই দুই মাসে এক একটি ঋতু গণনা দ্বারা যথাক্রমে শিশির বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। যথা মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত। ইহার মধ্যে শিশিরাদি ঋতুত্রয়কে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরমার্গে গমন) বলে, ইহাকে আদান কালও বলা গিয়া থাকে, যেহেতু এই কালে সূর্য্যদেব প্রতিদিন মনুষ্যদিগের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন।

তস্মিন হ্যত্যর্থ তীক্ষ্ণোষ্ণ রুক্ষা মার্গস্বভাবতঃ।
আদিত্য পবনাঃ সৌম্যান্ ক্ষপয়ন্তি গুণান্ ভুবঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ।
তস্মাদাদান মাগ্নেয়মৃতবো দক্ষিণায়নম্॥
বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ যদ্বলং বিসৃজত্যয়ম্।
সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্ হীয়তে রবিঃ।
মেঘবৃষ্ট্যানিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে।
স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ল লবণমধুরা বলিনো রসাঃ॥

এই আদানকালে মার্গস্বভাববশতঃ সূর্য্য এবং বায়ু তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্যগুণ সকল নাশ করেন। সুতরাং এই-কালে যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটু রস বলবান্ হয়। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটু রস প্রবল হইয়া থাকে। আদানকাল, অগ্নিগুণ প্রধান।

বর্ষাদি ঋতুত্রয়কে দক্ষিণায়ন কহে। ইহা, বিসর্গকাল বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। যেহেতু চন্দ্রের বলবত্তা নিবন্ধন এই কাল প্রাণিদিগকে নিত্য বল প্রদান করে। বিসর্গ-কালে সোমগুণের আধিক্যবশতঃ সোম (চন্দ্র) বলবান্ এবং সূর্য্য হীনবল হন।

শীতল বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বিগতসন্তাপ হওয়াতে অম্ল, লবণ ও মধুর রস

যথাক্রমে বলবান্ ও স্নিগ্ধ হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্তে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

শীতেঽগ্র্যং বৃষ্টিঘর্ম্মেঽল্পং বলং মধ্যন্তু শেষয়োঃ।

শীত ঋতুতে মনুষ্যদিগের বল অধিক, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অল্প এবং অবশিষ্ট ঋতুতে মধ্য অর্থাৎ নাতাল্প ও নাত্যধিক হয়।

বলিনঃ শীতসংরোধাদ্ধেমন্তে প্রবলোঽনলঃ।
ভবত্যল্পেন্ধনো ধাতূন্ স পচেদ্বায়ুনেরিতঃ॥
অতো হিমেঽস্মিন্ সেবেত স্বাদ্বম্ললবণান্ রসান্॥

লোমকূপাদি মার্গসকল শীতদ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে শীতঋতুতে বলবান্ মনুষ্যদিগের জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি অন্নপানাদির অল্পতা হয়, তাহা হইলে পাচকাগ্নি, বায়ুপ্রদীপ্ত হইয়া রসাদি ধাতু সকলকে পাক করে। অতএব হেমন্তকালে ধাতুপাকবিরোধী মধুরাম্ল লবণরস সেবন করিবে।

দৈর্ঘ্যান্নিশানামেতর্হি প্রাতরেব বুভুক্ষিতঃ।
অবশ্যকার্য্যং সম্ভাব্য যথোক্তং শীলয়েদনু॥

এইকালে রাত্রি দীর্ঘ হয় বলিয়া প্রাতঃকালেই লোকে বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য প্রায়ই অজীর্ণ থাকে না, অতএব প্রত্যূষে মলমূত্র ত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিনচর্য্যোক্ত দন্তধাবন ও অভ্যঙ্গাদি-ক্রিয়া সকল প্রতিপালন করিবে।

বাতঘ্নতৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্দ্ধ্নি তৈলবিমর্দ্দনম্।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং পাদাঘাতঞ্চ যুক্তিতঃ॥

শীতকালে বাতঘ্ন বলাতৈলাদি মাখিবে, মস্তকে বিশেষরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে এবং অভ্যঙ্গানন্তর ব্যায়ামাদি, নিপুণ ব্যক্তির সহিত বাহুযুদ্ধ ও যুদ্ধকালে পায়ে পায়ে কষাকষি করিবে।

কষায়াপহৃত স্নেহস্ততঃ স্নাতো যথাবিধি।
কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগুরুধূপিতঃ॥

ব্যায়ামানন্তর লোধ্রাদি-কষায় দ্বারা তৈলাপনয়ন করিয়া যথাবিধি স্নান, স্নানান্তে কুঙ্কুম ও কস্তূরিকা দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত এবং অগুরুধূপে ধূপিত করিবে, অর্থাৎ অগুরুকাষ্ঠ অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ করিবে।

রসান্ স্নিগ্ধান্ পলং পুষ্টং গৌড় মচ্ছ সুরাং সুরাম্।
গোধূম পিষ্টমাষেক্ষু ক্ষীরোত্থ বিকৃতিঃ শুভাঃ।
নবমন্নং বসাং তৈলং শৌচকার্য্যে সুখোদকম্।
প্রাবারাজিন কৌষেয় প্রবেণী কৌচবাস্তৃতম্।
উষ্ণস্বভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নং ভজেৎ।
যুক্ত্যাঽর্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা॥

প্রাবারঃ—কার্পাসো রোমবান্ ঘনো গুণ্ডল-পটকঃ গালিচেতিপ্রসিদ্ধঃ। অজিনং—সুখস্পর্শ রোমবচ্চর্ম্ম। কৌশেয়ং—পট্টবস্ত্রম্। প্রবেণী—সূচীবাণাখ্যো বস্ত্রবিশেষঃ, সাটিন ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ। কৌচবং—রাঙ্কব বস্ত্রভেদঃ।

হেমন্তকালে স্নিগ্ধরস অর্থাৎ মধুরাম্ল লবণরসযুক্ত দ্রব্য; পীবরতনু পশুর মাংস, নূতন অন্ন, এবং গোধূম, চূর্ণীকৃত তণ্ডুল, মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধজাত বিবিধ সুভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। গৌড়মদ্য, অচ্ছসুরা (সুরামণ্ড) ও সীধু প্রভৃতি মদিরা, বসা (মাংসস্নেহ) এবং তৈল পান করিবে। হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ উষ্ণোদক ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র বা সাটিন অথবা বনাত কম্বলাদি দ্বারা শয্যা আবৃত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে, শয়নকালে লঘুভাববিশিষ্ট উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র

* কুথকাস্তৃতমিতি পাঠান্তরং কুথকঃ লোমজ-বস্ত্রবিশেষঃ, বনাত কম্বল ইতি খ্যাতঃ।

আবৃত রাখিবে। অগ্নিস্বেদ ও সূর্য্যকিরণ যথোপযুক্ত সেবন করিবে এবং সর্ব্বদা পদত্রাণ ব্যবহার করিবে।

পীবরোরুস্তনশ্রোণ্যঃ সমদাঃ প্রমদাঃ প্রিয়াঃ।
হরন্তি শীতমুষ্ণাঙ্গ্যো ধূমকুঙ্কুমযৌবনৈঃ॥

যাহাদের উরু ও শ্রোণীদেশ পীবর, স্তন পীনোন্নত, যাহারা যৌবনমদে মত্ত, প্রেমাসক্ত এবং অগুর্ব্বাদি ধূম, কুঙ্কুম ও যৌবনোষ্মায় উষ্ণাঙ্গী, সেই বিলাসিনী কামিনীগণ, শীত হরণ করিতে সমর্থা।

অঙ্গারতাপসন্তপ্ত গর্ভভূবেশ্মচারিণঃ।
শীতপারুষ্যজনিতো ন দোষো জাতু জায়তে॥

যাহারা হেমন্তকালে তপ্তাঙ্গার সন্তপ্ত গর্ভগৃহে অথবা ভূগৃহে বাসকরে, শীতপারুষ্য জনিত দোষ তাহাদের কখনই ঘটে না। চতুর্দ্দিকে কুঠারীবেষ্টিত যে মধ্যগৃহ, তাহাকে গর্ভগৃহ ও ভূগর্ভে যে গৃহ, তাহাকে ভূগৃহ (পাতালঘর) কহে।

অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ।
তদা হি শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্॥

হেমন্তকাল অপেক্ষা শিশির ঋতুতে অধিকতর শীত ও আদানকালজ রুক্ষতা হয়, তজ্জন্য এই কালে পূর্ব্বোক্ত হৈমন্তিকবিধি সকলই বাহুল্যরূপে সেবন করা কর্ত্তব্য।

বসন্তচর্য্যা।

কফশ্চিতো হি শিশিরে বসন্তেঽর্কাংশুতাপিতঃ।
হত্বাগ্নিং কুরুতে রোগাংস্ততস্তং ত্বরয়া জয়েৎ॥

শিশির ঋতুতে কালধর্ম্মে কফের সঞ্চয় হয় এবং সেই সঞ্চিত কফ, বসন্তকালে সূর্য্যসন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করতঃ বিবিধ প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব ত্বরাপূর্ব্বক অর্থাৎ সঞ্চয়কালেই কফের বিনাশ সাধন কর্ত্তব্য।

তীক্ষ্ণৈর্বমন নস্যাদ্যৈ র্লঘুরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনাঘাতৈর্জিত্বা শ্লেষ্মাণমুল্বণম্॥
স্নাতোঽনুলিপ্তঃ কর্পূর চন্দনাগুরু কুঙ্কুমৈঃ।
পুরাণযব গোধূম ক্ষৌদ্র জাঙ্গল শূল্যভুক্।
সহকাররসোন্মিশ্রানাস্বাদ্য প্রিয়য়ার্পিতান্।
প্রিয়াস্য-সঙ্গ-সুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্।
সৌমনস্যকৃতো হৃদ্যান্ বয়স্যৈঃ সহিতঃ পিবেৎ।
নিগদানাসবারিষ্ট সীধু মার্দ্বীক মাধবান্॥

তীক্ষ্ণ বমন ও তীক্ষ্ণ নস্যাদি গ্রহণ, লঘু ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পরস্পর পদাঘাতরূপ মল্লযুদ্ধ দ্বারা বর্দ্ধিত শ্লেষ্মা বিনাশ করতঃ স্নান ও গাত্রে কর্পূর, চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিবে। তদনন্তর পুরাতন যব বা গোধূমের রুটী, মধু এবং জাঙ্গল দেশজাত পশু পক্ষ্যাদির মাংসের শূল্য (কাবাব্) ভোজন করিবে। পরে উত্তম সৌরভযুক্ত আম্ররস মিশ্রিত, প্রেয়সীকর্ত্তৃক আস্বাদিত ও প্রিয়াধর-সংস্পর্শে সুগন্ধীকৃত এবং প্রণয়িণীর নয়নোৎপলে প্রতিবিম্বিত আসব, অরিষ্ট, সীধু, মার্দ্বীক ও মাধব নামক প্রিয়াদত্ত দোষবিরহিত মদ্য, সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রসন্নচিত্তে পান করিবে।

শৃঙ্গবেরাম্বু সারাম্বু মধ্বম্বু জলদাম্বু বা।

শুঠ সিদ্ধজল, অসনচন্দনাদি বৃক্ষের সারসিদ্ধ জল, মধুমিশ্র জল অথবা মুস্তা সিদ্ধ জল পান করিবে।

দক্ষিণানিল শীতেষু পরিতো জলবাহিষু।
অদৃষ্ট নষ্টসূর্য্যেষু মণিকুট্টিম কান্তিষু।
পরপুষ্টবিঘুষ্টেষু কামকর্ম্মান্ত ভূমিষু।
বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষেষু কাননেষু সুগন্ধিষু।
গোষ্ঠীকথাভিশ্চিত্রাভির্মধ্যাহ্নং গময়েৎ সুখী।

যে স্থানে সুশীতল দক্ষিণানিল মন্দ মন্দ ভাবে বহন করিতেছে, যাহার চতুর্দ্দিকে জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, যাহার কোন স্থানে সূর্য্যদেব অল্পদৃষ্ট বা একেবারেই অদৃষ্ট রহিয়াছেন, যেস্থান বজ্রমরকতাদি মণির খনির দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, যেখানে কোকিলগণ কুহু কুহু স্বরে মধুর গান করিতেছে, যেখানে রতিক্রিয়ার্থ উপযুক্ত ভূমিখণ্ড সকল স্থিরীকৃত রহিয়াছে, যে স্থান বিবিধ মনোহর পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত ও সৌরভযুক্ত হইয়াছে, সেই মনোহর উপবনে রাগদ্বেষাদি বিরহিত হইয়া নানাবিধ আমোদ-জনক কৌতুকজনক কথাবার্ত্তায় মধ্যাহ্ন সময় অতিবাহিত করিবে।

গুরু শীত দিবাস্বপ্ন স্নিগ্ধাম্ল মধুরাংস্ত্যজেৎ ॥

এই কালে গুরু, শীতল এবং মধু ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিবে না ও দিবানিদ্রা যাইবে না।

গ্রীষ্মচর্য্যা।

তীক্ষ্নাংশুরতিতীক্ষ্নাংশুর্গ্রীষ্মে সংক্ষিপতীব যৎ।
প্রত্যহং ক্ষীয়তে শ্লেষ্মা তেন বায়ুশ্চ বর্দ্ধতে।
অতোঽস্মিন্ পটু কট্বম্ল ব্যায়ামার্ককরাংস্ত্যজেৎ।

গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যদেব জগতের স্নেহপদার্থ (সারাংশ) হরণের নিমিত্তই অতি তীক্ষ্নাংশু হইয়া যেন পৃথিবীতে নিপতিত হন। এতন্নিবন্ধন প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব এইকালে তিক্ত, কটু (ঝাল) ও অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ পরিত্যাগ করিবে।

ভজেন্মধুরমেবান্নং লঘু স্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্ ॥

কেবলমাত্র মধুর অন্ন এবং লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব দ্রব্য আহার করিবে।

সুশীতভোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাং শক্তূন্ সশর্করান্।

সুশীতল জলে স্নান করিয়া ছাতু জলে গুলিয়া তাহাতে চিনি দিয়া পান করিবে।

মদ্যং ন পেয়ং পেয়ং বা স্বল্পং সুবহুবারিনা।
অন্যথা শোথশৈথিল্য দাহ মোহান্ করোতি তৎ ॥

গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ; যদিই পান করিতে হয়, বহু জল মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবে। তাহা না করিলে শোথ, অঙ্গ শিথিলতা, দাহ ও মত্ততা উপস্থিত হয়।

কুন্দেন্দুধবলং শালিমশ্নীয়াজ্জাঙ্গলৈঃ পলৈঃ ॥

কুন্দ বা চন্দ্র সদৃশ শুক্ল শালীতণ্ডুলের অন্ন, জঙ্গলদেশজ মাংস সহ ভোজন করিবে।

পিবেদ্রসং নাতিঘনং রসালাং রাগখাণ্ডবৌ।
পানকং পঞ্চসারং বা নবমৃদ্ভাজনস্থিতম্।
মোচ চোচদলৈর্যুক্তং সাম্লং মৃণ্ময়শুক্তিভিঃ ॥
রাগষাড়বাবিতি পাঠান্তরম্।

অনতিগাঢ় মাংসরস, রসালা, রাগ, খাণ্ডব ও পঞ্চসার নামক পানক (পানা) কদলীফল ও কাঁটালের খণ্ড সহিত একত্রিত অম্ল সংযুক্ত করতঃ নব মৃত্তিকা পাত্রে করিয়া পান করিবে। দধি, কুঙ্কুম, চিনি, কর্পূর ও মধু প্রভৃতি দ্রব্য একত্র চটকাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে যে লেহ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে রসালা কহে। মুগের যূষে গুড় ও মরিচাদি মিশাইয়া পানা করিলে তাহাকে রাগ বলে এবং ঐ যূষ অম্ল দাড়িমাদি দ্বারা অম্লীকৃত ও লেহবৎ গাঢ় করিলে, তাহাকে খাণ্ডব বা যাড়ব বলা যায়।

পাটলাবাসিতঞ্চাম্ভঃ সকর্পূরং সুশীতলম্ ॥

পারুলপুষ্পে সুগন্ধীকৃত ও কর্পূরবাসিত সুশীতল জল মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া পান করিবে।

শশাঙ্ককিরণান্ ভক্ষ্যান্ রজন্যা ভক্ষয়ন্ পিবেৎ।
সসিতং মাহিষং ক্ষীরং চন্দ্র-নক্ষত্র-শীতলম্॥

রাত্রিতে শশাঙ্ককিরণনামক ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া চন্দ্র এবং নক্ষত্র কিরণে শীতল করিয়া চিনি মিশ্রিত মহিষের দুগ্ধ পান করিবে। নাড়িকানামক লড্ডুক বিশেষকে শশাঙ্ককিরণ কহে। কর্পূর ও চিনি মিশ্রিত থাকাতে ইহা অত্যন্ত রুচিকর হয়।

অভ্রংকষ মহাশাল তালরুদ্ধোষ্ণরশ্মিষু।
বনেষু মাধবীশ্লিষ্ট দ্রাক্ষাস্তবকশালিষু॥
সুগন্ধি হিমপানীয় সিচ্যমানপটালিকে।
কায়মানে চিতেচূত প্রবালফললুম্বিভিঃ॥
কদলীদল কহ্লার মৃণাল কমলোৎপলৈঃ।
কোমলৈঃ কল্পিতে তল্পে হসৎকুসুমপল্লবে॥
মধ্যন্দিনেঽর্কতাপার্ত্তঃ স্বপ্যাদ্ধারাগৃহেঽথবা।
পুস্ত-স্ত্রীস্তনহস্তাস্য-প্রবৃত্তোশীরবারিণি॥

যেখানে মেঘস্পর্শী অতি উচ্চ উচ্চ শাল ও তাল বৃক্ষ দ্বারা সূর্য্যকিরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে, যেখানে মাধবীলতা সমূহ দ্রাক্ষাগুচ্ছ সকলকে জড়াইয়া রহিয়াছে, এবংবিধ উপবনস্থ, সুগন্ধি শীতল জলসিক্ত পরদা পরিবৃত পর্ণকুটীর মধ্যে (যাহার চতুর্দ্দিক প্রবালসদৃশ ফলবিশিষ্ট রসাল বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত), বিকসিত পুষ্প পল্লব শোভিত, কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল, পদ্ম ও কুমুদ পুষ্প রচিত কোমল শয্যায় মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যতাপার্ত্ত ব্যক্তি নিদ্রা যাইবেন। অথবা যে ধারাগৃহে পুস্তস্ত্রীর স্তন, হস্ত ও বদন বিবর হইতে অনবরত উশীর সুবাসিত বারি নির্গত হইতেছে, তথায় মধ্যাহ্ন সময় যাপন করিবে। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকাকে পুস্ত কহে।

নিশাকর করাকীর্ণে সৌধপৃষ্ঠে নিশাসু চ।
আসনা স্বস্থচিত্তস্য চন্দনার্দ্রস্য মালিনঃ।
নিবৃত্তকামতন্ত্রস্য সুসূক্ষ্মতনুবাসবঃ।

স্বস্থচিত্ত মদনব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া গাত্রে চন্দন বিলেপন, গলে মাল্য ধারণ এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া চন্দ্র কিরণে সমাকীর্ণ সৌধোপরি রাত্রিকালে উপবেশন করিবে।

জলার্দ্রতালবৃন্তানি বিস্তৃতাঃ পদ্মিনীপুটাঃ।
উৎক্ষেপাশ্চ মৃদূৎক্ষেপা জলবর্ষি হিমানিলাঃ॥
কর্পূর মল্লিকামালাহারাঃ সহরিচন্দনাঃ।
মনোহর কলালাপাঃ শিশবঃ শারিকাঃ শুকাঃ॥
মৃণালবলয়াঃ কান্তাঃ প্রোৎফুল্লকমলোজ্জ্বলাঃ।
জঙ্গমা ইব পদ্মিন্যো হরন্তি দয়িতাঃ ক্লমম্॥

জলসিক্ত তালবৃন্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মের পুট, পুষ্পাধার অর্থাৎ ফুলের তোড়া, মৃদুসঞ্চালিত ও জলকণাবর্ষি শীতল বায়ুপ্রদ চামর, স্ফটিক কর্পূর গ্রথিত মালা ও মল্লিকা মালা, হরিচন্দনচর্চ্চিত মুক্তাহার, মনোহর অব্যক্ত মধুরভাষী শিশু, শুক ও শারিকা পক্ষী এবং মৃণালধারিণী ফুল্লপদ্মসমূহে সুশোভিতা সুতরাং জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীলা পদ্মিনীর ন্যায় মনোরমা কামিনীগণ, উপরোক্ত হর্ম্ম্যতলস্থ ব্যক্তির ক্লান্তি দূর করে।

বর্ষাচর্য্যা।

আদান গ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপি সীদতি।
বর্ষাসু দোষৈর্দুষ্যন্তি তেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে॥
সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেন চ।
ভূবাষ্পেনাম্লপাকেন মলিনেন চ বারিণা॥
বহ্নিনৈব চ মন্দেন তেষ্বিত্যন্যোন্যদূষিষু।
ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমূষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ॥

আদান অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে মনুষ্যের দেহ ক্লান্ত এবং অগ্নিও কালস্বভাবে মন্দ হয়, সেই মন্দ অগ্নি, বর্ষাঋতুতে বাতাদি দোষদ্বারা আরও মন্দ হইয়া থাকে। এই কালে আকাশ জলভারলম্বিত মেঘ দ্বারা

আচ্ছন্ন, বায়ু তুষারযুক্ত ও গ্রীষ্ম তাপাপগমে সংসা শীতল, জল ভূবাষ্প দ্বারা অম্লপাক ও কর্দ্দম দ্বারা মলিন এবং অগ্নি মন্দ হয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয়, বর্ষা-কালে যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। পরস্পর দূষণস্বভাব সেই বাতাদি দোষ সকল দূষিত হয় বলিয়া তৎকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ ত্রিদোষের সংশমন এবং অগ্নির উদ্দীপক, সেই সমস্তই সেবন করা কর্ত্তব্য। নিম্নে সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে।

অস্থাপণং শুদ্ধতনুর্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্।
জাঙ্গলং পিষিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্।
মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যং বা পঞ্চকোলাব চূর্ণিতম্।
দিব্যং কৌপ্যং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে।
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু॥

বমন বিরেকাদি দ্বারা শুদ্ধ শরীর আস্থা-পন (বস্তি) যব গোধূমাদি পুরাণ ধান্য, ঘৃত মরিচ শুণ্ঠ্যাদিযুক্ত মাংস রস, হরিণাদি জাঙ্গল মাংস, মুদ্গদাড়িমাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মাধ্বীক অরিষ্ট, সচল লবণ ও পঞ্চকোলচূর্ণ যুক্ত দধির মাত, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধ জল সেবন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টি বাদ-লের দিনে অতি অল্প লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহ-যুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য ভোজন করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ মিলিত পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চমূল কহে।

অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ।
হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্বাষ্পশীত শীকরবর্জ্জিতে।
নদী জলোদমন্থাহঃ স্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ।

বর্ষাকালে পাদচারী হইবে না, অর্থাৎ যানে গমন করিবে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে, সতত ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভূবাষ্প শৈত্য ও জলকণা বর্জ্জিত হর্ম্ম্য-তলে বাস করিবে। আর নদীর জল, উদমন্থ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আতপ ত্যাগ করিবে। (জল দ্বারা আলোড়িত, ঘৃত-মিশ্রিত ছাতুকে উদমন্থ কহে।)

শরৎ ঋতুচর্য্যা।

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষ্টৌ শরদি কুপ্যতি।
তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্॥

বর্ষা শৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের শরীর, শরৎকালে হঠাৎ সূর্য্যকিরণতাপিত হওয়ায়, বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্ত প্রশমনের নিমিত্ত তৎকালে শাস্ত্রবিহিত তিক্ত ঘৃত পান, বিরেক ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

তিক্তং স্বাদু কষায়ঞ্চ ক্ষুধিতোঽন্নং ভজেল্লঘু।
শালি মুদ্গ সিতা ধাত্রী পটোল মধু জাঙ্গলম্।

এই ঋতুতে ক্ষুধিত ব্যক্তি, তিক্ত মধুর কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন অর্থাৎ দাউদখানি চাউল, মুগ, চিনি, আমলকী, পটোল, মধু ও জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ।
সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয় নির্বিষম্॥
শুচি হংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলম্।
নাভিষ্যন্দি ন বা রূক্ষং পানাদিষ্বমৃতোপমম্॥

যে জল, সমস্ত দিন সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কিরণে সুশীতল ও অগস্ত্য নক্ষত্রোদয়ে নির্বিষীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারেরা তাহাকেই হংসোদক কহেন। ইহা পবিত্র নির্ম্মল বাতাদি দোষ-নাশক অনভিষ্যন্দি (শ্লেষ্মস্রাবি নহে) ও অরূক্ষ। পানাদি বিষয়ে এই হংসোদক অমৃত তুল্য।

চন্দনোশীর কর্পূর মুক্তাস্রগ্বসনোজ্জ্বলঃ।
সৌধেষু সৌধধবলাং চন্দ্রিকাং রজনীমুখে।

চন্দন ও উশীরানুলেপন, কর্পূর ও মুক্তা গ্রথিত মাল্য ধারণ এবং বসন পরিধানে সুশোভিত হইয়া, প্রদোষকালে সৌধোপরি সৌধধবলা অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না সেবন করিবে।

তুষার ক্ষার সৌহিত্য দধি তৈল বসাতপান্।
তীক্ষ্ণমদ্য দিবাস্বপ্ন পুরো বাতান্ পরিত্যজেৎ ॥

শরৎকালে নীহার, ক্ষার, পরিতোষ ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যাতপ, তীক্ষ্ণ মদ্য, দিবানিদ্রা, পূর্ব্ববায়ু সেবন করিবে না।

শীতে বর্ষাসু চাদ্যাংস্ত্রীন্ বসন্তেঽন্ত্যান্ রসান্ ভজেৎ।
স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাদু তিক্ত কষায়কান্ ॥

শীত ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত কষায় রস, গ্রীষ্মকালে মধুর রস এবং শরৎকালে মধুর তিক্ত ও কষায় রস সেবন করিবে।

শরদ্বসন্তয়ো রুক্ষংশীতং ঘর্ম্মঘনান্তয়োঃ।
অন্নপানং সমাসেন বিপরীতমতোঽন্যদা ।

শরৎ ও বসন্তকালে রুক্ষ অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষাকালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে।

নিত্যং সর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ।

নিত্যই মধুরাদি ছয় রস সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য, তবে যে যে ঋতুতে যে যে রস সেবনের বিশেষ বিধান হইয়াছে সেই সেই ঋতুতে সেই সেই রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য বুঝিতে হইবে।

ঋত্বোরন্ত্যাদিসপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ।
তত্র পূর্ব্বো বিধিস্ত্যাজ্যঃ সেবনীয়োঽপরঃ ক্রমাৎ।
অসাত্ম্যজা হি রোগাঃ স্যুঃ সহসা ত্যাগশীলনাৎ ।

দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সপ্তাহদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর অন্ত্য ৭ দিন ও পর ঋতুর আদি ৭ দিন এই ১৪ দিন ঋতুসন্ধি। সেই ঋতুসন্ধিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ ও পর ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি সেবন অভ্যাস করিবে। কারণ সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন কর্ত্তব্য।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

বেগান্ন ধারয়েদ্বাত বিণ্মূত্র ক্ষব তৃট্ ক্ষুধাম্।
নিদ্রা কাস শ্রম শ্বাস জৃম্ভাশ্রু ছর্দ্দি রেতসাম্ ॥

অধোবায়ু (বাতকর্ম্ম), মল, মূত্র, হাঁচি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, শ্রমজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস, হাই, অশ্রুজল, বমন ও শুক্র, ইহাদের বেগ ধারণ করিবে না।

অধোবাতস্য রোধেন গুল্মোদাবর্ত্তরুক্ ক্লমাঃ।
বাতমূত্র শকৃৎসঙ্গ দৃষ্ট্যগ্নিবধ হৃদ্গদাঃ ॥

অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে গুল্ম, উদাবর্ত্ত, নাভি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, ক্লান্তি, বাত মূত্র ও মলের বদ্ধতা, দৃষ্টিনাশ, অগ্নিনাশ এবং হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়।

শকৃতঃ পিণ্ডিকোদ্বেষ্ট প্রতীশ্যায় শিরোরুজাঃ।
ঊর্দ্ধং বায়ুঃ পরীকর্ত্তো হৃদয়স্যোপরোধনম্।
মুখেন বিট্প্রবৃত্তিশ্চ পূর্ব্বোক্তাশ্চাময়াঃ স্মৃতাঃ ॥

মলের বেগ ধারণ করিলে পায়ের ডিমে কামড়ানি প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব), শিরঃপীড়া, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি;

(হিক্কা উদ্গারাদি), গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখ দিয়া বিষ্ঠা নির্গমন এবং পূর্ব্বোক্ত বাতনিরোধজ গুল্মাদি রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

স্নেহস্বেদবিধিস্তত্র বর্ত্তয়ো ভোজনানি চ।
পানানি বস্তয়শ্চৈব শস্তং বাতানুলোমনম্।

বায়ু এবং মলের বেগ ধারণজনিত রোগে, স্নেহাধ্যায়োক্ত বিধি অনুসারে স্নেহ প্রয়োগ, স্বেদবিধি অনুসারে স্বেদপ্রদান, মদন ফলাদিকৃত ফলবর্ত্তি, বস্তিক্রিয়া ও বাতানুলোমক যাবতীয় পান ভোজনাদি প্রশস্ত।

অঙ্গভঙ্গাশ্মরী বস্তি মেঢ্র বঙ্ক্ষণ বেদনাঃ ;
মূত্রস্য রোধাৎ পূর্ব্বে চ প্রায়ো রোগাস্তদৌষধম্।
বর্ত্ত্যভ্যঙ্গাবগাহশ্চ স্বেদনং বস্তিকর্ম্ম চ।

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অশ্মরী রোগ এবং বস্তি (মূত্রাশয়) লিঙ্গ ও বঙ্ক্ষণে (কুঁচ্‌কীতে) বেদনা হয়, তদ্ব্যতীত অধোবায়ু ও মলবেগ ধারণজনিত পূর্ব্ব উক্ত রোগ সমুদায়ও প্রায় হইয়া থাকে। বাতাদি নিরোধজনিত উল্লিখিত রোগ সমূহে বর্ত্তিপ্রয়োগ, বাতহর তৈলমর্দ্দন, বাতপ্রশমক দ্রব্যাদির ক্কাথপূর্ণ দ্রোণিতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জন এবং স্বেদ ও বস্তিকর্ম্ম বিধেয়।

অন্নংপানঞ্চ বিড়্‌ভেদি বিড়্‌রোধোত্থেষু যক্ষ্মসু।

মলবেগ ধারণজনিত রোগে মলভেদক অন্ন পান এবং পূর্ব্বোক্ত বর্ত্ত্যাদি প্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

মূত্রজেষু তু পানে চ প্রাগ্‌ভক্তং শস্যতে ঘৃতম্।
জীর্ণান্তিকঞ্চোত্তময়া মাত্রয়া যোজনাদ্বয়ম্।
অবপীড়কমেতচ্চ সংজ্ঞিতং ধারণাৎ পুনঃ।

মূত্রবেগরোধজ রোগে, উত্তম মাত্রায় প্রাগ্‌ভক্ত ঘৃতপান ও জীর্ণান্তিক ঘৃতপান প্রশস্ত। এই স্নেহ যোজনাদ্বয়কে অবপীড়ক কহে। আহারের পূর্ব্বে যে ঘৃত পান করা যায়, তাহাকে প্রাগ্‌ভক্ত ঘৃত পান এবং পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণ জীর্ণ হইলে, তৎকালে যে ঘৃতপান, তাহাকে জীর্ণান্তিক ঘৃতপান কহে। অহোরাত্রে পরিপাক হইবার উপযুক্ত যে মাত্রা তাহাকে উত্তমমাত্রা বলে।

উদ্গারস্যারুচিঃ কম্পো বিবন্ধো হৃদয়োরসোঃ।
আধ্মান কাস হিক্কাশ্চ হিক্কাবত্তত্র ভেষজম্।

উদ্গারের বেগ ধারণ করিলে অরুচি, কম্প, হৃদয় ও বক্ষের স্তব্ধতা, উদরাধ্মান, কাস এবং হিক্কা প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। এই সকল রোগে হিক্কা চিকিৎসার ন্যায় ঔষধ প্রযোজ্য।

শিরোঽর্ত্তীন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য মন্যাস্তম্ভার্দ্দিতং ক্ষুতঃ।
তীক্ষ্ণধূমাঞ্জন ঘ্রাণ নাবনার্ক বিলোকনৈঃ।
প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতিং সক্তাং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ।

হাঁচির বেগ ধারণ করিলে শিরঃপীড়, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, মন্যাস্তম্ভ (মন্যা অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শিরাদ্বয়) অর্দ্দিতাখ্য বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় রোগে তীক্ষ্ণ ধূম, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ, তীক্ষ্ণ নস্য ও সূর্য্যাবলোকন দ্বারা রোগীকে হাঁচাইবে এবং স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদক্রিয়া করিবে।

শোষাঙ্গসাদ বাধির্য্য সম্মোহ ভ্রম হৃদ্‌গদাঃ।
তৃষ্ণায়া নিগ্রহাত্তত্র শীতঃ সর্ব্বো বিধিৰ্হিতঃ।

তৃষ্ণা নিরোধ করিলে শোষরোগ, অঙ্গের অবসাদ, বধিরতা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও হৃদ্রোগ উপস্থিত হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শীতক্রিয়া হিতজনক।

অঙ্গভঙ্গারুচি গ্লানি কার্শ্য শূল ভ্রমাঃ ক্ষুধঃ।
বৈবর্ণ্যং চক্ষুষস্তত্র স্নিগ্ধোষ্ণং লঘু ভোজনম্।

ক্ষুধারোধে অঙ্গভঙ্গ, অরুচি, গ্লানি, কৃশতা, শূল, ভ্রম ও নেত্রবৈবর্ণ্য জন্মে। ইহাতে স্নিগ্ধ উষ্ণ লঘু ভোজন কর্ত্তব্য।

নিদ্রায়া মোহ মূর্দ্ধাক্ষি গৌরবালস্য জৃম্ভিকাঃ।
অঙ্গমর্দ্দশ্চ তত্রেষ্টঃ স্বপ্নঃ সম্বাহনানি চ॥

নিদ্রার বেগ রোধ করিলে মোহ, মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, অলসতা, হাই ও অঙ্গমর্দ্দ উপস্থিত হয়। ইহাতে নিদ্রা এবং হস্তপদাদির সুখজনক মর্দ্দন হিতজনক।

কাসস্য রোধাত্তদ্বৃদ্ধিঃ শ্বাসারুচি হৃদাময়াঃ।
শোষো হিক্কা চ কার্য্যোঽত্র কাসহা সুতরাং বিধিঃ॥

কাসবেগ ধারণ করিলে কাসবৃদ্ধি, শ্বাস, অরুচি, হৃদ্রোগ ও হিক্কা উৎপন্ন হয়। ইহাতে কাসচিকিৎসার বিধান সকল বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য।

গুল্ম হৃদ্রোগ সম্মোহাঃ শ্রমশ্বাসাদ্বিধারিতাৎ।
হিতং বিশ্রমণং তত্র বাতঘ্নশ্চ ক্রিয়াক্রমঃ॥

শ্রমজনিত দীর্ঘশ্বাস বিধারণ করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। এই সকল রোগে বিশ্রাম এবং বাতনাশক ক্রিয়া সকল হিতকর।

জৃম্ভায়াঃ ক্ষববদ্ রোগাঃ সর্ব্বশ্চানিলজিদ্বিধিঃ॥

হাঁচির বেগ ধারণ করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, জৃম্ভার বেগ ধারণেও সেই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বাতপ্রশমক চিকিৎসা বিধি আবশ্যক।

পীনসাক্ষি শিরো হৃদ্রুগ্ মন্যাস্তম্ভারুচিভ্রমাঃ।
সগুল্মা বাষ্পতস্তত্র স্বপ্নো মদ্যং প্রিয়াঃ কথাঃ॥

অশ্রুর বেগ ধারণ করিলে পীনস, নেত্ররোগ, শিরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, মন্যাস্তম্ভ, অরুচি, ভ্রম ও গুল্ম জন্মে। ইহাতে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রিয়কথা সকল হিতজনক।

বিসর্প কোঠ কুষ্ঠাক্ষি কণ্ডু পাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
সকাস শ্বাস হৃল্লাস ব্যঙ্গ শ্বয়থবো বমেঃ॥
গণ্ডূষ ধূমানাহারান্ রুক্ষং ভুক্ত্বা তদুদ্বমঃ।
ব্যায়ামঃ স্রুতিরস্রস্য শস্তশ্চাত্র বিরেচনম্।
সক্ষারলবণং তৈলমভ্যঙ্গার্থং বিশস্যতে॥

বমির বেগ ধারণে বিসর্পরোগ, কোঠ (বোলতাদষ্ট স্থানের ন্যায় লোহিতবর্ণ কঠিন শোথ), কুষ্ঠ, অক্ষিরোগ, কণ্ডূ, পাণ্ডু, জ্বর, কাস, শ্বাস, বমনবেগ, ব্যাঙ্গ (মেচেতা) ও শোষ উৎপন্ন হয়। বমনবেগ নিরোধজ রোগে গণ্ডূষধারণ, ধূমপান, উপবাস, রুক্ষান্ন ভোজন করিয়া তাহার বমন, ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ, বিরেচন এবং ক্ষার ও লবণযুক্ত তৈলাভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী।

শুক্রাত্তৎস্রবণং গুহ্যবেদনা শ্বয়থুর্জ্বরঃ।
হৃদ্‌ব্যথা মূত্রসঙ্গাঙ্গভঙ্গ বৃদ্ধ্যশ্মষণ্ডতাঃ॥
তাম্রচূড় সুরা শালি বস্ত্যভ্যঙ্গাবগাহনম্॥
বস্তি শুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং ভজেৎ ক্ষীরং প্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ।

শুক্রবেগ ধারণে শুক্রক্ষরণ, গুহ্যবেদনা, শোথজ্বর, হৃদয়ে ব্যথা, মূত্ররোধ, অঙ্গভঙ্গ, কোষবৃদ্ধি, অশ্মরী ও ক্লৈব্যরোগ জন্মিয়া থাকে। এই সকল রোগে কুক্কুট মাংস, সুরা, শাল্যন্ন, বস্তিক্রিয়া, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন এবং কুষ্মাণ্ডাদি বস্তিশুদ্ধিকর দ্রব্যদ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ ও মনোরমা কামিনী সকল সেব্য।

তৃট্‌শূলার্ত্তং ত্যজেৎ ক্ষীণং বিড্‌বমং বেগরোধিনম॥

উল্লিখিত বেগ ধারণজনিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত শূলবদ্ বেদনাযুক্ত ও ক্ষীণ এবং যে বিষ্ঠা বমন করে, তাহার চিকিৎসা করিবে না।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি জায়ন্তে বেগোদীরণধারণৈঃ॥

মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান ও বেগ উপস্থিত হইলে তাহার বিধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই জন্মিয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্টং সাধনং তত্র ভূয়িষ্ঠং যে তু তান্‌প্রতি।
ততশ্চানেক বা প্রায়ঃ পবনো যৎ প্রকুপ্যতি।
অন্নপানৌষধং তত্র যুঞ্জীতাতোঽনুলোমনম্॥

মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে, সচরাচর যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদেরই চিকিৎসা কথিত হইল, তদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ব্যাধি, বেগধারণ জনিত জন্মিয়া থাকে। সেই সকল রোগেও বায়ুর বিশেষ প্রকোপ দৃষ্ট হয়, অতএব তাহাতেও বাতানুলোমক অন্নপান ও ঔষধ প্রযোজ্য।

ধারয়েত্তু সদা বেগান্‌ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।
লোভেষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য রাগাদীনাং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যিনি ঐহিক ও পারত্রিক হিত কামনা করেন, তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মাৎসয্য ও রাগাদির বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

যতেত চ যথাকালং মলানাং শোধনং প্রতি।
অত্যর্থং সঞ্চিতাস্তে হি ক্রুদ্ধাঃ স্যুর্জীবিতচ্ছিদঃ॥
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘন পাচনৈঃ।
যে তু সংশোধনৈঃ শুদ্ধাস্তেষাং ন পুনরুদ্ভবঃ।

বায়ু পিত্ত কফ ও পুরীষাদি মল সকলের যথাকালে শোধন (বমনবিরেচনাদি করিতে যত্নবান্‌ হইবে,) অর্থাৎ যে মলের যে কাল শোধনার্হ, সেইকালে সেই মলের শোধন করা কর্ত্তব্য, নতুবা মল সকল অত্যর্থ সঞ্চিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে প্রাণনাশক হইয়া থাকে। বাতাদি দোষ সকল, লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা প্রকৃত ভাবাপন্ন হইলেও কদাচিৎ প্রকুপিত হইয়া থাকে, কিন্তু শোধন দ্বারা শোধিত হইলে, তাহাদের আর পুনঃ প্রকোপ হয় না।

যথাক্রমং যথাযোগমত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।
রসায়নানি সিদ্ধানি বৃষ্যযোগাংশ্চ কালবিৎ।

শোধনানন্তর দেশ, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ রসায়ন ও শুক্রকারক ভেষজ সকল প্রয়োগ করিবে।

ভেষজ ক্ষপিতে পথ্যমাহারৈর্বৃংহণং ক্রমাৎ।
শালি ষষ্টিক গোধূম মুদ্গ মাংস ঘৃতাদিভিঃ।
হৃদ্য দীপন ভৈষজ্য সংযোগাদ্রুচিপক্তিদৈঃ।
সাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন স্নান নিরূহ স্নেহ বস্তিভিঃ।

শোধনক্রিয়া দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তিকে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গমের লুচি বা রুটি, মুগের ডাইল, মাংস ও ঘৃতাদি ভোজ্য বস্তু, উত্তমরূপে এলাইচ দারুচিনি প্রভৃতি হৃদ্য ও দীপন মসলা যোগে পাক করিয়া রুচিজনক ও অগ্নির উদ্দীপক করতঃ পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবে এবং অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, নিরূহণ ও অনুবাসন ক্রিয়াও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে।

তথা স লভতে শর্ম্ম সর্ব্বপাবকপাটবম্।
ধীবর্ণেন্দ্রিয়বৈমল্যং বৃষতাং দৈর্ঘ্যমায়ুষঃ।

এই প্রকারে অর্থাৎ প্রথমে শোধন তৎপরে বৃংহণ ও তদনন্তর রসায়নপ্রয়োগে মনুষ্য, স্বাস্থ্য, আয়ুর্বৃদ্ধি, স্ত্রীসঙ্গমসামর্থ্য ও জঠরাগ্নি, ধাত্বগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অগ্নির বল এবং বুদ্ধি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা লাভ করে।

যে ভূত বিষ বাষ্বগ্নি ক্ষত ভঙ্গাদি সম্ভবাঃ।
কাম ক্রোধ ভয়াদ্যাশ্চ তে স্যুরাগন্তবো গদাঃ।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিলেও ভূতগ্রহ, বিষবায়ু, অগ্নি, ক্ষত ও ভঙ্গাদি জনিত এবং কাম, ক্রোধ ও ভয়াদি জাত আগন্তু রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে।

ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ।
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্‌বৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্।
অমুৎপত্তৈঃ সমাসেন বিধিরেষ প্রদর্শিতঃ।
নিজাগন্তুবিকারাণামুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে।

অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সংযমন, পূর্ব্বাবস্থাস্মরণ (এই করাতে এইরূপ হইল এবংবিধ চিন্তা), দেশ কাল ও আত্ম-

স্বরূপ বিজ্ঞান এবং সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান, এই-গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ ও আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদিজ রোগসমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তির সহজ উপায়।

শীতোদ্ভবং দোষচয়ং বসন্তে
বিশোধয়ন্ গ্রীষ্মজমভ্রকালে।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্
প্রাপ্নোতি রোগান্ ঋতুজান্ ন জাতু॥

শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ (বায়ু) বর্ষাকালে, বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ (পিত্ত) শরৎকালে বিশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগ সকল কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিত্যং হিতাহার বিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥

যিনি সতত হিতজনক আহার বিহার করেন, যিনি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, যিনি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনাসক্ত, দাতা সর্ব্বজীবে সমচিত্ত, সত্যপরায়ন, ক্ষমাবান্ ও ঋষি মুনি প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ আপ্তগুণের সেবা করেন, তিনি অরোগী হন।

অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃতপ্রযত্নঃ
কৃতাদরং নিত্যমুপায়বৎসু।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগা-
স্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্॥

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ে যত্ন না করেন এবং প্রাপ্য বিষয়ে নিত্য আদর করেন ও যিনি জিতেন্দ্রিয় তাঁহাকে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু তৎকালে যদি কোন দৈব প্রতিকূল না থাকে, দৈব প্রতিকূল থাকিলে এবম্ভূত ব্যক্তিকেও রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

কালোঽনুকূলো বিষয়া মনোজ্ঞা
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি।
সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধি-
র্ভবন্তি ধীরস্য সদা সুখায়॥

যাহাদের কাল অনুকূল (হীন মিথ্যাতিযোগ রহিত), রূপ রসাদি বিষয় সকল মনোজ্ঞ (হীন মিথ্যাতিযোগশূন্য), ক্রিয়াসকল স্বধর্ম্ম নিরত, বমন বিরেচনাদি রূপ কর্ম্ম স্বাস্থ্যকর, মন দুশ্চিন্তারহিত ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই সুখ অর্থাৎ তিনি কখন রোগাদিতে আক্রান্ত হন না।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দ্রব দ্রব্যবিজ্ঞানীয়ঃ। তোয়বর্গ।

অথাতো দ্রবদ্রব্যবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
জীবনং তর্পণং হৃদ্যং হ্লাদি বুদ্ধিপ্রবোধনম্।
তন্ব্যব্যক্তরসং মৃষ্টং শীতং লঘ্বমৃতোপমম॥
গঙ্গাম্বু নভসো ভ্রষ্টং স্পৃষ্টং ত্বর্কেন্দুমারুতৈঃ॥
হিতাহিতত্বে তদ্ভূয়ো দেশকালাবপেক্ষতে।
যেনাভিবৃষ্টমমলং শাল্যন্নং রাজতস্থিতম্॥
অক্লিন্নমবিবর্ণং বা তৎ পেয়ং গাঙ্গমন্যথা।
সামুদ্রং তন্ন পাতব্যং মাসাদাশ্বযুজাদ্বিনা॥

অতঃপর আমরা দ্রবদ্রব্য বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। অন্তরীক্ষ হইতে গঙ্গাম্বুনামক যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা বলকারক, তৃপ্তিকর, হৃদ্য, আহ্লাদজনক বুদ্ধি-প্রতিভা-কারক, স্বচ্ছ, অব্যক্তরস (যাহাতে মধুরাদি ছয়টী রস অনভিব্যক্ত থাকে): পবিত্র শীতল, লঘু ও অমৃতোপম। ঐ গাঙ্গ্য বারি চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ুযোগে এবং ভূমি ও কালভেদে হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে ভূমিতে বৃষ্টির জল পতিত হয়, সেই ভূমির

গুণাগুণ ঐ জলেও বর্ত্তিয়া থাকে, আর কাল-ভেদেও এইরূপ গুণাগুণ হয়, যথা আশ্বিন-মাসের বৃষ্টির জল হিতজনক, বর্ষা ও অপর কালের বৃষ্টির জল অহিতজনক।

রজতপাত্র স্থিত শুভ্র শালি অন্নের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে যদি ঐ বৃষ্টি-জলদ্বারা অন্ন ক্লিন্ন ও মলিন না হয়, তাহা হইলে ঐ জলকে গাঙ্গ্য এবং ইহার বৈপরিত্যে অর্থাৎ ক্লিন্ন ও মলিন হইলে তাহাকে সামুদ্র বারি কহে। গাঙ্গ্য বারি পেয়, সামুদ্র বারি অপেয়, কিন্তু আশ্বিন মাসে সামুদ্র বারি পানে দোষ নাই।

ঐন্দ্রমম্বু সুপাত্রস্থমবিপন্নং সদা পিবেৎ।
তদভাবে চ ভূয়িষ্ঠমন্তরীক্ষানুকারি যৎ।
শুচি পৃথ্বসিতশ্বেতে দেশেঽর্কপবনাহতম্॥

নির্ম্মল পাত্রে আন্তরিক্ষ গাঙ্গাবারি সদা পান করিবে। আন্তরিক্ষ গাঙ্গ্য বারির অভাবে, তদ্‌গুণভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ স্বচ্ছাদি গুণযুক্ত অন্য জল পান করিবে। পবিত্র, বিস্তৃত, কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানের দীঘিকা ও সরোবরাদির যে জলে সূর্য্য কিরণ পতিত ও বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা গাঙ্গ্য বারির ন্যায় স্বচ্ছাদি গুণযুক্ত, অতএব সেইরূপ জল পাতব্য।

ন পিবেৎ পঙ্ক শৈবাল তৃণপর্ণাবিলাস্তৃতম্।
সূর্য্যেন্দু পবনাদৃষ্টমভিবৃষ্টং ঘনং গুরু।
ফেনিলং জন্তুমৎ তপ্তং দন্তগ্রাহতি শৈত্যতঃ।

যে জল পঙ্ক, শৈবাল, তৃণ ও পত্রাদি ব্যাপ্ত সুতরাং ঘোলা, যে জলের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পতিত এবং বায়ু সঞ্চারিত না হয়; কিংবা যে জল তৎক্ষণাৎ অভিবৃষ্ট অথবা যে জল ঘন, গুরু, ফেনিল, কীটাদিযুক্ত ও উত্তপ্ত, বা যে জল অতি শৈত্যবশতঃ দন্তগ্রাহি (যাহা দ্বারা দাঁত শিড় শিড় করে) তাহা অপেয়।

অনার্ত্তবঞ্চ যদ্দিব্যমার্ত্তবং প্রথমঞ্চ যৎ।
লূতাদিতন্তু বিণ্মূত্র বিষসংসর্গদূষিতম্॥

বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুর জল পান করিবে না। কিন্তু বর্ষাকালেরও প্রথম বৃষ্টির জল অপেয়। আর যে জল, মাকড়সা প্রভৃতি সবিষ কীটের তন্তু, মল, মূত্র ও বিষসংসর্গে দূষিত, তাহাও পানযোগ্য নহে।

পশ্চিমোদধিগাঃ শীঘ্রবহাঃ যাশ্চামলোদকাঃ।
পথ্যাঃ সমাসাৎ তা নদ্যো বিপরীতাস্ততোঽন্যথা।

যে সকল নদী পশ্চিম সমুদ্রে পতিত, বেগবতী ও নির্ম্মলোদক, সাধারণতঃ সেই সকল নদীর জল অপথ্য।

উপলাস্ফালনাক্ষেপ বিচ্ছেদৈঃ খেদিতোদকাঃ।
হিমবন্মলয়োদ্ভূতাঃ পথ্যাস্তা এব চ স্থিরাঃ।
ক্রিমি শ্লীপদ হৃৎকণ্ঠ শিরোরোগান্ প্রকুর্ব্বতে॥

হিমালয় ও মলয়জাত যে সকল নদীর জল প্রস্তরখণ্ড সমূহের উপর প্রবলবেগে পতিত হইয়া সেই সকল প্রস্তরখণ্ডের উল্লম্ফন দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তাহাদের জলই পথ্য, কিন্তু উক্ত পর্ব্বতজাত যে সকল নদী স্রোতো-বিহীন তাহাদের জল পানে ক্রিমিরোগ, শ্লীপদ (গোদ), হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ এবং শিরোরোগ উৎপন্ন হয়।

প্রাচ্যাবন্ত্যাপরান্তোত্থা দুর্নামানি মহেন্দ্রজাঃ।
উদর শ্লীপদাতঙ্কান্ সহ্যবিন্ধ্যোদ্ভবাঃ পুনঃ॥
কুষ্ঠ পাণ্ডুশিরোরোগান্ দোষঘ্নাঃ পারিযাত্রজাঃ।
বলপৌরুষকারিণ্যঃ সাগরাম্ভস্ত্রিদোষকৃৎ॥

গৌড়, মালব ও কঙ্কন দেশোত্থিত নদী সমূহের জল পানে অর্শ রোগ, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদী সমূহের জল পানে উদর ও শ্লীপদ রোগ এবং সহ্যগিরি ও বিন্ধ্য-গিরি হইতে উদ্ভূত নদীর জলপানে কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। পারিযাত্র

পর্ব্বতোদ্ভব নদীসকলের জল ত্রিদোষঘ্ন এবং বল ও পৌরুষকারক, সমুদ্র বারি ত্রিদোষজনক।

বিদ্যাৎ কূপ তড়াগাদীন্ জাঙ্গলানূপশৈলতঃ।

জাঙ্গল, আনূপ ও পার্ব্বত্য দেশের গুণাগুণানুসারে তত্তৎদেশস্থ কূপ, পুষ্করিণী, চৌবাচ্ছা, নির্ঝর, প্রস্রবণ ও নদী প্রভৃতির জলের গুণাগুণ হইয়া থাকে। যেমন জাঙ্গল-দেশীয় কূপাদির জল লঘু এবং আনূপ দেশীয় জলাশয়ের জল গুরু ইত্যাদি।

নাম্বু পেয়মশক্ত্যা বা স্বল্পমল্পাগ্নিগুল্মিভিঃ।
পাণ্ডূদরাতিসারার্শো গ্রহণী দোষশোথিভিঃ।
ঋতে শরন্নিদাঘাভ্যাং পিবেৎ স্বস্থোঽপি চাল্পশঃ।

অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, পাণ্ডু, উদররোগ, অতিসার, অর্শঃ, গ্রহণী ও শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের জল পান কর্ত্তব্য নহে, একান্ত অসহ্য হইলে স্বল্প পরিমাণে পান করিবে। শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সুস্থ ব্যক্তিদিগেরও অল্প মাত্রায় জল পান বিধেয়।

সম স্থূল কৃশা ভক্তমধ্যান্ত প্রথমাম্বুপাঃ।

ভোজনের মধ্যে জল পান করিলে মনুষ্য সমশরীর (অর্থাৎ অতি কৃশ বা অতি স্থূল হয় না), ভোজনের অন্তে জল পান করিলে স্থূল শরীর এবং প্রথমে জল পান করিলে কৃশ শরীর হয়।

শীতং মদাত্যয় গ্লানি মূর্চ্ছা ছর্দ্দি শ্রম ভ্রমান্।
তৃট্কোষ্ণদাহ পিত্তাস্র বিষাণ্যম্বু নিযচ্ছতি।

শীতল জল পানে মদাত্যয়, গ্লানি, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি (বমন), শ্রান্তি, ভ্রম (গা ঘোরা), তৃষ্ণা, উত্তাপ, দাহ, রক্তপিত্ত ও বিষজনিত রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়।

দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘূষ্ণং বস্তিশোধনম্।
হিক্কাধ্মানানিল শ্লেষ্ম সদ্যঃ শুদ্ধে নবজ্বরে।
কাসামপীনস শ্বাস পার্শ্বরুক্ষু চ শস্যতে।

উষ্ণ জল অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, মূত্রশোধক, রুচিকর ও লঘু। সদ্য বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পরে, নবজ্বরে, হিক্কা, বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত রোগে এবং উদরাধ্মান, কাস, শ্বাস, নূতন, পীনস ও পার্শ্ব বেদনায় উষ্ণজল প্রশস্ত।

অনভিষ্যন্দি লঘু চ তোয়ং কথিত শীতলম্।
পিত্তযুক্তে হিতং দোষে ব্যুষিতং তত্রিদোষকৃৎ॥

সিদ্ধ করণানন্তর শীতলীকৃত জল কফ-কারী নহে। ইহা অতিশয় লঘু। বাত-পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক রোগে অতি হিতকর। কিন্তু উষ্ণ জল বাসি হইলে ত্রিদোষবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

নারিকেলোদকং স্নিগ্ধং স্বাদু বৃষ্যং হিমং লঘু।
তৃষ্ণা পিত্তানিলহরং দীপনং বস্তিশোধনম্।

নারিকেলের জল স্নিগ্ধ, স্বাদু, বৃষ্য, হিম, অথচ লঘু, তৃষ্ণা নিবারক, পিত্ত ও বায়ু-নাশক এবং মূত্রাশয়ের শোধক।

বর্ষাসু দিব্যনাদেয়ে পরং তোয়ে বরাবরে।

বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ জল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নদীর জল অতি অপকৃষ্ট।

ক্ষীরবর্গঃ।

স্বাদুপাকরসং স্নিগ্ধমোজস্যং ধাতুবর্দ্ধনম্।
বাত পিত্তহরং বৃষ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্।
প্রায়ঃ পয়োঽত্র গব্যন্তু জীবনীয়ং রসায়নম্।
ক্ষত ক্ষীণহিতং মেধ্যং বল্যং স্তন্যকরং সরম্।

সামান্যতঃ সকল প্রকার দুগ্ধই, প্রায় মধুর রস ও মধুর বিপাক বিশিষ্ট (পরিপাকানন্তর

যে রস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক) এবং স্নিগ্ধ, বলকারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, শ্লেষ্মকর, গুরু ও শীতল। তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ জীবনের হিতকর, রসায়ন, মেধাপ্রদ, বলকারক, স্তন্যজনক ও রেচক। ইহা শ্রম, ভ্রম, মত্ততা, অলক্ষ্মী, শ্বাস, কাস, অতি পিপাসা, ক্ষুধা, জীর্ণজ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্ত নাশ করে। গব্য দুগ্ধ উরঃক্ষত রোগীর সুপথ্য।

হিতমত্যগ্ন্যনিদ্রেভ্যো গরীয়ো মাহিষং হিমম্।

যাহারা তীক্ষ্ণাগ্নি ও যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে মহিষদুগ্ধ হিতকর। ইহা শীতবীর্য্য এবং গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা গুরু।

অল্পাম্বুপান ব্যায়াম কটুতিক্তাশনৈর্লঘু।
আজং শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্তাতিসারজিৎ।

ছাগলেরা অল্প জলপান, ব্যায়াম ও কটু তিক্ত ভোজন করে বলিয়া ইহাদের দুগ্ধ লঘু। ছাগ দুগ্ধ ধাতুক্ষয় জনিত শোষ রোগ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক।

ঈষদ্রূক্ষোষ্ণ লবণ মৌষ্ট্রকং দীপনং লঘু।
শস্তং বাত কফানাহ কৃমি শোথোদরার্শসাম্।

উষ্ট্রীর দুগ্ধ, অগ্নির দীপ্তিকর, লঘু, এবং ঈষৎ রুক্ষ, উষ্ণ ও লবণ রস। ইহা বায়ু, কফ, আনাহ (মলমূত্রাবরোধ), কৃমি, শোথ, জঠর ও অর্শরোগে প্রশস্ত।

মানুষং বাতপিত্তাসৃগভিঘাতাক্ষি রোগজিৎ।
তর্পণাশ্চ্যোতনৈর্নস্যৈরহৃদ্যমুষ্ণমাবিকম্।
বাতব্যাধিহরং হিক্কা শ্বাস পিত্ত কফপ্রদম্।

নারীর দুগ্ধ, তর্পণ, আশ্চোতন ও নস্য-রূপে ব্যবহৃত হইলে, বাতপিত্ত, রক্ত, অভিঘাতজ, চক্ষুরোগ সকল নাশ করে। (তর্পণাদির বিষয় স্ব স্ব অধ্যায়ে বলা যাইবে।)

মেষীর দুগ্ধ, অহৃদ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বাত-ব্যাধিনাশক কিন্তু ইহা হিক্কা, শ্বাস ও কফপিত্তের উৎপাদক।

হস্তিন্যাঃ স্থৈর্য্যকৃদ্ বাহমুষ্ণমৈকশফং লঘু।
শাখাবাতহরং সাম্ললবণং জড়তাকরম্।

হস্তিনীর দুগ্ধ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করে। ঘোটকীর দুগ্ধ অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও ঈষদম্ল ও লবণ রস সংযুক্ত। ইহা হস্ত পদের বাতনাশক এবং শরীরের জড়তাকারক।

পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং যুক্ত্যা শৃতমতোঽন্যথা।
ভবেদ্গরীয়োঽতি শৃতং ধারোষ্ণমমৃতোপমম্।

কাঁচা দুগ্ধ গুরু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কিন্তু যুক্তি অনুসারে সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ অর্দ্ধেক জল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে উহা লঘু ও শ্লেষ্মনাশক হয়। অতিশয় সিদ্ধ করা দুগ্ধ অর্থাৎ কবলযোগ্য ক্ষীর অত্যন্ত গুরু, এবং ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য।

দধিবর্গঃ।

অম্লপাকরসং গ্রাহি গুরূষ্ণং দধি বাতজিৎ।
মেদঃ শুক্র বল শ্লেষ্ম পিত্তরক্তাগ্নিশোথকৃৎ।
রোচিষ্ণু শস্তমরুচৌ শীতকে বিষমজ্বরে।
পীনসে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ রুক্ষন্তু গ্রহণীগদে॥
শরদ্ গ্রীষ্ম বসন্তেষু নাত্যন্নোষ্ণং ন রাত্রিষু।
নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং তন্নাঘৃত সিতোপলম্।
ন চানামলকং নাপি নিত্যং নো মন্দমন্যথা।
জ্বরাসৃক্ পিত্ত বীসর্প কুষ্ঠ পাণ্ডু ভ্রমপ্রদম্।

দধি—অম্লরস ও অম্লবিপাক, মলস্তম্ভ-কারক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, রুচিকর এবং মেদঃ, শুক্র, বল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, অগ্নি ও শোথকারক, ইহা অরুচি রোগে, শীতকে বিষমজ্বরে, পীনসে ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতজনক। রুক্ষ দধি (যাহার মাখন তোলা হইয়াছে)

গ্রহণী রোগে উপকারী। শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে এবং রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না, অগ্ন্যাদি দ্বারা উষ্ণ করিয়া দধি খাইবে না এবং মুগের যূষ, মধু, ঘৃত, চিনি বা আমলকীর রস ইহাদের কাহারও সহিত না মিশাইয়া দধি সেবন করিবে না। প্রত্যহ দধি ভোজন অভ্যাস করিবে না, অজাত দধি (যাহা বসে নাই) খাইবে না। এই সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দধি ভোজন করিলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বিসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও ভ্রমরোগ উৎপন্ন হয়।

তক্রং লঘু কষায়াম্লং দীপনং কফবাতজিৎ।
শোথোদরার্শো গ্রহণীদোষ মূত্র গ্রহারুচীঃ।
প্লীহ গুল্ম ঘৃতব্যাপদ্ গরপাণ্ডাময়ান্ জয়েৎ॥

তক্র (ঘোল) লঘু, কষায় ও অম্লরস, অগ্নিদীপক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা শোথ, উদররোগ, অর্শঃ, গ্রহণী, মূত্ররোধ, অরুচি, প্লীহা, গুল্ম, অধিক ঘৃতপানজনিত রোগ, সংযোগজ বিষ ও পাণ্ডু এই সকল রোগে হিতজনক।

তদ্বন্মস্তু সরং স্রোতঃশোধি বিষ্টম্ভজিল্লঘু।

মস্তু অর্থাৎ দধির মাৎ, তক্রের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, ইহা অতিলঘু এবং মল মূত্রাদির মার্গ বিশোধক, মলমূত্রের বিবদ্ধতা নাশক ও মলবিরেচক।

নবনীতং নবং বৃষ্যং শীতং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্ ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিত কাসজিৎ॥

নবোদ্ধৃত নবনীত (টাট্‌কা মাখন) শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বল, বর্ণ ও অগ্নিকারক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তক্ষয়, শোষ, অর্শঃ, অর্দ্দিত ও কাসরোগ নাশক।

ক্ষীরোদ্‌ভবন্তু সংগ্রাহি রক্তপিত্তাক্ষিরোগজিৎ।

দুগ্ধোদ্ভব নবনীত, মলসংগ্রাহক এবং রক্তপিত্ত ও অক্ষিরোগ নাশক।

ঘৃতবর্গঃ।

শস্তং ধী স্মৃতি মেধাগ্নি বলায়ুঃ শুক্র চক্ষুষাম্।
বাল বৃদ্ধ প্রজা কান্তি সৌকুমার্য্য স্বরার্থিনাম্।
ক্ষতক্ষীণ পরীসর্প শস্ত্রাগ্নি গ্লপিতাত্মনাম্।
বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্।
স্নেহানামুত্তমং শীতং বয়সঃ স্থাপনং পরম্।
সহস্রবীর্য্যং বিধিভির্ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ।

ঘৃত—বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, অগ্নি, বল, আয়ু, শুক্র ও চক্ষুর পক্ষে; বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে; যাহারা অপত্য, দেহকান্তি, শরীর সৌকুমার্য্য ও সুস্বর কামনা করে, তাহাদের পক্ষে এবং যাহারা উরঃক্ষত, পরীসর্প (বিসর্পরোগ বা পথ পর্য্যটন), শস্ত্র ও অগ্নিদ্বারা প্রপীড়িত, তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা বায়ু, পিত্ত, বিষদোষ, উন্মাদরোগ, শোষ (যক্ষ্মাবিশেষ), অলক্ষ্মী ও জ্বরনাশক। সকল প্রকার স্নেহদ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, উৎকৃষ্ট, শীতবীর্য্য ও প্রধান বয়ঃস্থাপক (যৌবনস্থাপক)। বিধিবৎ দ্রব্যসংযোগ ও সংস্কারাদি দ্বারা ইহা, বিবিধ শক্তি বিশিষ্ট ও বিবিধ কর্ম্মকারি হয়।

মদাপস্মার মূর্চ্ছায়শিরঃ কর্ণাক্ষি যোনিজান্।
পুরাণং জয়তি ব্যাধীন্ ব্রণশোধন রোপণম্।

পুরাতন ঘৃত, মদরোগ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ ও যোনিরোগ সকল নাশ করে। ইহা ক্ষতশোধন ও ক্ষত রোপণ। (যাহাদ্বারা ক্ষতের রস ও ক্লেদ পরিষ্কৃত হয়, তাহাকে ক্ষতশোধন এবং যাহা দ্বারা ক্ষত পুরিয়া উঠে, তাহাকে ক্ষত-রোপণ কহে। ১০।১৫ বৎসরের পরে ঘৃতকে পুরাতন বলা যায়)।

বল্যাঃ কিলাট পীযূষ কূর্চ্চিকা মোরটাদয়ঃ।
শুক্রনিদ্রাকফকরা বিষ্টম্ভি গুরু দোষলাঃ॥

কিলাট, পীযূষ, কূর্চ্চিকা ও মোরটাদি দুগ্ধবিকৃতি সকল, বলকারক এবং শুক্র, নিদ্রা ও কফবর্দ্ধক। ইহারা মল বিবন্ধকর, গুরু ও অগ্নিনাশাদি বহুদোষোৎপাদক। (অল্প দুগ্ধ ও বহুতক্র দ্বারা প্রস্তুত ছানা বিশেষকে কিলাট, সদ্যঃ প্রসূত গাভীর দুগ্ধকৃত পদার্থ বিশেষকে (গাঁজলাকে) পীযূষ, দধি ও তক্র দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষকে কূর্চ্চিকা, দুগ্ধকৃত পদার্থ বিশেষকে (চাঁচীকে) মোরট কহে)।

ইক্ষুরসঃ।

ইক্ষো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ কফমূত্রকৃৎ।
বৃষ্যঃ শীতোঽস্র পিত্তঘ্নঃ স্বাদুপাকরসঃ সরঃ।
সোঽগ্রে সলবণো দন্তপীড়িতঃ শর্করাসমঃ॥

ইক্ষুরস, গুরু, স্নিগ্ধ বলকারক, কফ ও মূত্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, রক্তপিত্তঘ্ন, রেচক এবং মধুররস ও মধুর বিপাক। ইক্ষুর অগ্রভাগের রস ঈষৎ লোণা, কিন্তু দন্তচর্ব্বিত ইক্ষুর গোড়ার ও মধ্যভাগের রস শর্করাতুল্য মিষ্ট ও গুণযুক্ত।

মূলাগ্র জন্তু জগ্ধাদি পীড়নান্মল সঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎ কালং বিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
বিদাহী গুরুবিষ্টম্ভী তেনাসৌ তত্র পৌণ্ড্রকঃ।
শৈত্য প্রসাদ মাধুর্য্যৈর্বরস্তমনু বাংশিকঃ॥

ইক্ষুর মূল, অগ্র ও কীটভক্ষিত সকল অংশই সমল অবস্থায় যন্ত্রদ্বারা নিপীড়িত হয় বলিয়া তাহা হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহা কিছুকাল থাকিলেই বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হয়। যন্ত্রপীড়িত বিকৃতিভাবাপন্ন রস বিদাহী, গুরু ও মলবিবন্ধকারক। ইক্ষুর রসের মধ্যে পুণ্ড্রনামক (পুঁড়ি) ইক্ষুর রস সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, মধুর ও প্রসাদ গুণযুক্ত। বংশ নামক ইক্ষুর রস ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

শাতপর্ব্বক কান্তার নৈপালাত্মাস্ততঃ ক্রমাৎ।
সক্ষারাঃ সকষায়াশ্চ সোষ্ণাঃ কিঞ্চিদ্বিদাহিনঃ॥

শাতপর্ব্বক, কান্তার ও নৈপালাদি ইক্ষু সকলের রস, বাংশিক রস অপেক্ষা যথাক্রমে শৈত্যাদি গুণহীন। এবং ইহাদের রস, ঈষৎ ক্ষারবিশিষ্ট, ঈষৎ কষায়, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য ও কিঞ্চিৎ বিদাহী।

ফাণিতবর্গঃ।

ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি চয়কৃন্মূত্রশোধনম্।

ফাণিত অর্থাৎ মাৎগুড়, ইক্ষুরস অপেক্ষা গুরু ও শ্লেষ্মকর এবং ত্রিদোষ সঞ্চয়কারক ও মূত্রশোধক।

নাতিশ্লেষ্মকরো ধৌতঃ সৃষ্টমূত্রশকৃদ্ গুড়ঃ।
প্রভূতক্রিমিমজ্জাসৃঙ্মেদো মাংসকফোঽপরঃ।
হৃদ্যঃ পুরাণঃ পথ্যশ্চ নবঃ শ্লেষ্মাগ্নিসাদকৃৎ॥

নির্ম্মল গুড়, কিঞ্চিৎ কফকর এবং মলমূত্র নিঃসারক। সমল গুড়, বহুল ক্রিমি, মজ্জা, রক্ত, মেদ, মাংস ও কফকারক। পুরাতন গুড় হৃদ্য ও পথ্য। নূতন গুড় শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকর।

বৃষ্যাঃ ক্ষীণক্ষতহিতা রক্তপিত্তানিলাপহাঃ।
মৎস্যণ্ডিকা খণ্ডসিতাঃ ক্রমেণ গুণবত্তমাঃ॥

মৎস্যণ্ডিকা (ভুরা), খণ্ড (খাঁড়) ও সিতা (চিনি মিছরী) নির্ম্মল গুড় অপেক্ষা যথাক্রমে অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহারা বলকারক, ক্ষত রোগে হিতকর এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

তদ্‌গুণা তিক্তমধুরা কষায়া যাসশর্করা।

দুরালভার শর্করা, শর্করার ন্যায় গুণযুক্ত, অপিচ ইহা তিক্ত, মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট।

দাহতৃট্ ছর্দ্দি মূর্চ্ছাসৃক্ পিত্তঘ্নাঃ সর্ব্বশর্করাঃ।

পূর্ব্বোক্ত এবং অনুক্ত সর্ব্বপ্রকার শর্করাই, দাহ, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক।

শর্করেক্ষু বিকারাণাং ফাণিতঞ্চ বরাবরে।

ইক্ষুরস হইতে যতপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে শর্করা শ্রেষ্ঠ এবং ফাণিত (মাংগুড়) অপকৃষ্ট।

মধুবর্গঃ।

চক্ষুষ্যং ছেদি তৃট্ শ্লেষ্ম বিষ হিক্কাস্রপিত্তনুৎ।
মেহ কুষ্ঠ ক্রিমি ছর্দ্দি শ্বাস কাসাতিসারজিৎ।
ব্রণ শোধন সন্ধান রোপণং বাতলং মধু।
রুক্ষং কষায়মধুরং তত্তুল্যা মধুশর্করা।

মধু, রুক্ষ, কষায় ও মধুররস, চক্ষুর হিতকর, ছেদি এবং তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা, বিষ, হিক্কা, রক্তপিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, কাস ও অতিসার নাশক। ইহা ব্রণের (ক্ষতের) শোধন, সন্ধান ও রোপণকারক। মধুজাত শর্করা মধুর তুল্য গুণবিশিষ্ট। (যাহা বাহ্য ও আভ্যন্তর পিণ্ডিত আকার নাশ করে তাহাকে ছেদি, যাহা দুই বা ততোঽধিক ক্ষতকে পরস্পর মিলিত করে, তাহাকে ব্রণসন্ধান কহে)। ব্রণশোধন ও ব্রণরোপণ যাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

উষ্ণমুষ্ণার্ত্তমুষ্ণে চ যুক্তঞ্চোষ্ণৈর্নিহন্তি তৎ।

উষ্ণ মধু পান করিলে, বা স্বয়ং অগ্ন্যাদি দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া মধু সেবন করিলে, কিংবা উষ্ণকালে বা উষ্ণদেশে অথবা উষ্ণদ্রব্যের সহিত মধু খাইলে মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে।

প্রচ্ছর্দ্দনে নিরূহে চ মধূষ্ণং ন নিবার্য্যতে।
অলব্ধপাকমাশ্বেব তয়োর্যস্মান্নিবর্ত্ততে।

বমন ও নিরূহণ (পিচকারী দেওয়া) ক্রিয়ায় উষ্ণ মধু নিষিদ্ধ নহে। কারণ উহা অপক্কাবস্থাতেই উদর হইতে বাহির হইয়া আইসে।

তৈলবর্গঃ।

তৈলং স্বযোনিবত্তত্র মুখ্যং তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি চ।
ত্বগ্‌দোষহৃদচক্ষুষ্যং সূক্ষ্মোষ্ণং কফকৃন্ন চ।
কৃশানাং বৃংহণায়ালং স্থূলানাং কর্শনায় চ।
বদ্ধবিট্‌কং ক্রিমিঘ্নঞ্চ সংস্কারাৎ সর্ব্বরোগজিৎ।

যে যে দ্রব্য হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্যের যে গুণ তাহাদের তৈলেরও সেইগুণ হইয়া থাকে। তৈলের মধ্যে তিল-তৈল প্রধান। ইহা তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ি (ব্যাপ্তি-শীল), ত্বগ্দোষনাশক, চক্ষুর অহিতকর, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল ও স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ করিতে সমর্থ, মলের কাঠিন্য সম্পাদক ও ক্রিমিঘ্ন, এই তৈল বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে সকল প্রকার রোগ নাশেই সমর্থ হইয়া থাকে।

সতিক্তোষণমৈরণ্ডং তৈলং স্বাদু সরং গুরু।
ব্রধ্ন গুল্মানিল কফামুদরং বিষমজ্বরম্।
রুক্‌শোথৌ চ কটী গুহ্য কোষ্ঠ পৃষ্ঠাশ্রয়ৌ জয়েৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং বিস্রং রক্তৈরণ্ডং ভবন্তি।

এরণ্ড তৈল ঈষৎ কটু, অল্প তিক্ত, স্বাদু, মলভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধ। ইহা ব্রধ্ন (ফলকোষাশ্রিত রোগ বিশেষ কুঁচকী), গুল্ম, বায়ু, কফ, উদররোগ, বিষম-জ্বর এবং কটী, গুহ্য, কোষ্ঠ ও পৃষ্ঠাশ্রিত শোথ ও বেদনানাশক। লাল ভেরেণ্ডার তৈল অতিশয় তীক্ষ্ণাদি গুণযুক্ত।

কটূষ্ণং সার্ষপং তীক্ষ্ণং কফশুক্রানিলাপহম্।
লঘু পিত্তাস্রকৃৎ কোঠ কুষ্ঠার্শো ব্রণজন্তুজিৎ।

সর্ষপতৈল কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্ত-পিত্তজনক, কফ, শুক্র ও বায়ুনাশক, ইহা কোঠ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও ক্ষতরোগ নিবারণ করে।

আক্ষং স্বাদু হিমং কেশ্যং গুরু পিত্তানিলাপহম্।

বহেড়ার তৈল স্বাদু, হিমগুণযুক্ত, কেশের পক্ষে হিতজনক, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

নাত্যুষ্ণং নিম্বজং তিক্তং ক্রিমিকুষ্ঠকফপ্রণুৎ।

নিম্বফলের তৈল অতিশয় উষ্ণবীর্য্য নহে। ইহা তিক্ত এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কফনাশক।

উমা কুসুম্ভজং চোষ্ণং ত্বগ্দোষকফপিত্তকৃৎ।

মসিনার তৈল ও কুসুমবীজের তৈল উষ্ণবীর্য্য, ইহা ত্বগ্দোষ ও কফ পিত্তকারক।

বসা মজ্জা চ বাতঘ্নৌ বলপিত্ত কফপ্রদৌ।
মাংসানুগস্বরূপৌ চ বিদ্যান্মেদোঽপি তাবিব।

বসা (চর্ব্বী ও মজ্জা) (অস্থির মধ্যস্থিত স্নেহ পদার্থ বিশেষ) বায়ুনাশক, বলকারক, পিত্ত ও কফজনক। যে যে জন্তুর মাংসের যে যে গুণ, তাহাদের বসা ও মজ্জারও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে। মেদ পদার্থও বসা এবং মজ্জার ন্যায় বিশেষ গুণবিশিষ্ট।

মদ্যবর্গঃ।

দীপনং রোচনং মদ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুষ্টি পুষ্টিদম্।
সস্বাদু তিক্ত কটুকমম্লপাকরসং সরম্।
সকষায়ং স্বরারোগ্য প্রতিভাবর্ণকৃল্লঘু।
নষ্টনিদ্রাতিনিদ্রেভ্যো হিতং পিত্তাস্রদূষণম্।
কৃশস্থূলহিতং রূক্ষং সূক্ষ্মং স্রোতোবিশোধনম্।
বাতশ্লেষ্মহরং যুক্ত্যা পীতং বিষবদন্যথা।

মদ্য অগ্নির উদ্দীপক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মদনের তুষ্টি ও শরীরের পুষ্টিসাধক, ঈষৎ মধুর, ঈষৎ তিক্ত, ঈষৎ কটু, অম্লরস ও অম্লবিপাক, মলভেদক, সামান্য কষায়, সুস্বর, আরোগ্য, কান্তি ও প্রতিভাপ্রদ, লঘু, রক্ত পিত্ত দূষক, কৃশ ও স্থূল ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর; রুক্ষ, সূক্ষ্ম স্রোতোগামী, মল ও মূত্রমার্গ বিশোধক, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক এবং যাহাদের নিদ্রা হয় না কিংবা যাহাদের অতি নিদ্রা তাহাদের পক্ষে হিতকারি। যথাবিধি অর্থাৎ মদাত্যয়াধিকারোক্ত বিধানানুসারে মদ্য পীত হইলে উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অযথা পীত মদ্য বিষতুল্য অনিষ্টকারি হইয়া থাকে।

গুরু ত্রিদোষজননং নবং জীর্ণমতোঽন্যথা।

নূতন মদ্য গুরু ও ত্রিদোষবর্দ্ধক, পুরাতন মদ্য ইহার বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ লঘু ও ত্রিদোষঘ্ন।

পেয়ং নোষ্ণোপচারেণ ন বিরিক্ত ক্ষুধাতুরৈঃ।
নাত্যর্থ তীক্ষ্ণ মৃদ্বল্প-সম্ভারং কলুষং ন চ।

উষ্ণভোজী, উষ্ণসেবী বা উষ্ণার্ত্ত অথবা (যাহার বিরেচন করান হইয়াছে) কিংবা ক্ষুধাতুর ব্যক্তির মদ্যপান বিধেয় নহে। অতি তীব্র বা অতি মৃদু কিংবা অল্প সম্ভার (চাট) বিশিষ্ট অথবা কলুষ (অস্বচ্ছ) মদ্য পান করা কর্ত্তব্য নহে।

গুল্মোদরার্শো গ্রহণী শোষহৃৎ স্নেহনী গুরুঃ।
সুরানিলঘ্নী মেদোঽসৃক্ স্তন্য মূত্র কফাবহা।

সুরা নামক মদ্য, স্নিগ্ধকর, গুরু ও বাতঘ্ন। ইহা গুল্ম, উদরী, অর্শঃ, গ্রহণী ও শোষ রোগ নাশক, কিন্তু মেদঃ, রক্ত, স্তন্য, মূত্র ও কফ-বর্দ্ধক। যে মদ্য সিদ্ধ অন্ন চোয়াইয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহার নাম সুরা।

তদ্গুণা বারুণী হৃদ্যা লঘু তীক্ষ্ণা নিহন্তি চ।
শূল কাস বমি শ্বাস বিবন্ধাধ্মান পীনসান্।

বারুণী নামক মদ্য, লঘু, তীক্ষ্ণ ও সুরার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, ইহা সেবন করিলে শূল, বমি,

শ্বাস, কাস, মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও পীনস রোগ নিবারিত হয়। সুরামণ্ড অর্থাৎ বারুণীকে (পাচুই) বলে।

নাতিতীব্রমদা লঘ্বী পথ্যা বৈভীতকী সুরা।
ব্রণে পাণ্ড্বাময়ে কুষ্ঠে ন চাত্যর্থং বিরুধ্যতে॥

বহেড়া ফলের মদ্য অতি মত্ততাজনক নহে। ইহা লঘু, ও সুপথ্য। ক্ষত, পাণ্ডু ও কুষ্ঠ রোগে বিশেষ বিরুদ্ধ নহে।

যথাদ্রব্যগুণোঽরিষ্টঃ সর্ব্বমদ্যগুণাধিকঃ।
গ্রহণী পাণ্ডু কুষ্ঠার্শঃ শোষ শোফোদরজ্বরান্‌।
হন্তি গুল্ম কৃমি প্লীহ্নঃ কষায়ো বাতলঃ কটুঃ॥

যে দ্রব্যের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়,সেই দ্রব্যের যে গুণ, তাহারও সেই গুণ। অরিষ্ট মদ্য অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা গ্রহণী পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোষ, শোথ, উদর রোগ, গুল্ম, কৃমি ও প্লীহা রোগ নাশক এব কংষায় কটু ও বাতল। ভেষজ দ্রব্যের ক্বাথ গুড় ও মধুর সহিত কিছুদিন রাখিলে সন্ধিত হইয়া যে পদার্থ জন্মে, তাহাকে অরিষ্ট কহে।

মাদ্বীকং লেখনং হৃদ্যং নাত্যুষ্ণং মধুরং সরম্‌।
অল্পপিত্তানিলং পাণ্ডু মেহার্শঃ কৃমি নাশনম্‌।

মাদ্বীক (আঙ্গুর ফলের) মদ্য কার্শ্যকর, হৃদয়ের পক্ষে হিতজনক, মধুর, মলভেদক, অন্যান্য মদ্য অপেক্ষা অল্প পরিমাণে পিত্ত ও বায়ুবর্দ্ধক, পাণ্ডু, মেহ, অর্শঃ ও কৃমিরোগ নাশক। ইহা অধিক উষ্ণবীর্য্য নহে।

অস্মাদল্পান্তরগুণং খার্জ্জুরং বাতলং গুরু।

খর্জ্জুরের মদ্য মাদ্বীক মদ্যের ন্যায় তুল্য গুণবিশিষ্ট। ইহা বায়ুবর্দ্ধক ও গুরু।

শার্করঃ সুরভিঃ স্বাদুর্হৃদ্যো নাতিমদো লঘুঃ।

শর্করা হইতে প্রস্তুত মদ্য সুগন্ধি, মধুর, হৃদ্য ও লঘু। ইহা অধিক মত্ততাজনক নহে।

সৃষ্ট মূত্র শকৃদ্বাতো গৌড়স্তর্পণ দীপনঃ।

গুড়ের মদ্য তৃপ্তিজনক, অগ্নির উদ্দীপক এবং মল মূত্র ও বায়ুর নিঃসারক।

বাতপিত্তকরঃ শীধুঃ স্নেহ শ্লেষ্ম বিকারহা।

অপক্ক ইক্ষু রসোদ্ভব শীধু নামক মদ্য বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। ইহার দ্বারা তৈল ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থের অতি সেবন জনিত রোগ ও কফজ রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

মেদঃ শোথোদরার্শোঘ্নস্তত্র পক্করসো বরঃ।

পক্ক ইক্ষু রসোদ্ভব শীধু নামক মদ্য মেদ, শোথ, উদর রোগ ও অর্শো রোগনাশক, ইহা অপক্ক রসোদ্ভব শীধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ছেদী মধ্বাসবস্তীক্ষ্ণো মেহ পীনস কাসজিৎ॥

মধ্বাসব (মৌলের মদ্য) পিচ্ছিল মলভেদী এবং মেহ, পীনস ও কাস রোগ নাশক।

রক্তপিত্ত কফোৎক্লেদি শুক্তং বাতানুলোমনম্‌।
ভৃশোষ্ণ রুক্ষ তীক্ষ্ণাম্লং হৃদ্যং রুচিকরং সরম্‌।
দীপনং শিশিরস্পর্শং পাণ্ডুঘ্নং কৃমিনাশনম্‌॥

শুক্ত, রক্তপিত্ত ও কফকে বহির্গমনোন্মুখ করে। ইহা বায়ুর অনুলোমক, অতি উষ্ণবীর্য্য, অতি রুক্ষ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি অম্ল, হৃদয়ের হিতজনক, রুচিকর, মল নিঃসারক, অগ্নির উদ্দীপক, স্পর্শে শীতল, পাণ্ডু রোগনাশক ও কৃমিঘ্ন। নানাবিধ কন্দ, মূল ও ফলাদি লবণ ও তৈলাদির সহিত কোন দ্রব পদার্থে আপ্লাবিত করিয়া সন্ধিত করিলে শুক্ত উৎপন্ন হয়। মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রব পদার্থ বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত বলা যায়।

গুড়েক্ষু মদ্য মাদ্বীক শুক্তং লঘু যথোত্তরম্‌।

গুড় শুক্ত, ইক্ষুরস শুক্ত, মদ্য শুক্ত ও মাদ্বীক শুক্ত যথাক্রমে লঘু। অর্থাৎ গুড় শুক্ত অপেক্ষা ইক্ষুরস শুক্ত লঘু, ইক্ষুরস শুক্ত অপেক্ষা মদ্য শুক্ত লঘু ইত্যাদি।

কন্দ মূল ফলাদ্যঞ্চ তদ্বদ্বিদ্যাত্তদাপ্লুতম্ ।

শুক্তে নিমজ্জিত কন্দ, মূল, ফলাদিও শুক্তবৎ গুণযুক্ত হয়।

শিণ্ডাকী চাসুতং চান্যং কালাম্লং রোচনং লঘু ।

শিণ্ডাকী নামক এক প্রকার সন্ধিত পদার্থ আছে, তাহা লঘু ও রোচক। মূলাশাক ও সর্ষপশাকের ক্বাথে কালজীরা ও রাইসর্ষপ মিশাইয়া রাখিলে কিছুদিন পরে অম্লরস হয়, তাহাকে শিণ্ডাকী কহে।

ধান্যাম্লং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং পিত্তকৃৎ স্পর্শশীতলম্ ।
শ্রমক্লমহরং রুচ্যং দীপনং বস্তিশূলনুৎ ।
শস্তমাস্থাপনে হৃদ্যং লঘু বাতকফাপহম্ ॥

ধান্যাম্ল (সতুষ আশুধান্য ২ সের কুট্টিত করিয়া ৮ সের জলে ভিজাইয়া আধার ভাণ্ড আবৃত করিয়া ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে, পক্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, ইহার নাম ধান্যাম্ল)। ইহা মলভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, স্পর্শে শীতল, শ্রান্তি ও ক্লান্তিহর, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, মূত্রাশয়ের বেদনা নাশক, নিরূহণ ক্রিয়ায় প্রশস্ত, হৃদয়ের পক্ষে হিতজনক, লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক।

এভিরেব গুণৈর্যুক্তে সৌবীরকতুষোদকে।
ক্রিমি হৃদ্রোগ গুল্মার্শঃ পাণ্ডুরোগনিবর্হণে।
তে ক্রমাদ্বিতুষৈর্বিদ্যাৎ সতুষৈশ্চ যবৈঃ কৃতে ॥

সৌবীরক এবং তুষোদক নামক কাঁজী, উপরি উক্ত ধান্যাম্লগুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ ইহারা ক্রিমিরোগ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে। সতুষ যব হইতে সৌবীরক এবং তুষ শূন্য যব হইতে তুষোদক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মূত্রবর্গঃ ।

মূত্রং গোঽজাবি মহিষী গজাশ্বোষ্ট্রখরোদ্ভবম্ ।
পিত্তলং রুক্ষতীক্ষ্ণোষ্ণং লবণানুরসং কটু ।
ক্রিমি শোথোদরানাহ শূল পাণ্ডু কফানিলান্ ।
গুল্মারুচি বিষ শ্বিত্র কুষ্ঠার্শাংসি জয়েল্লঘু ॥

গো, ছাগ, মেষ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের মূত্র পিত্তজনক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অল্প লবণরসবিশিষ্ট ও কটু, এই জন্তুসমূহের মূত্র ক্রিমি, শোথ, উদররোগ, আনাহ (মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা), শূল, পাণ্ডু, বায়ুরোগ, গুল্ম, অরুচি, বিষদোষ, ধবল, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নাশক। অন্যান্য মূত্র অপেক্ষা গোমূত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া অগ্রে গোমূত্রেরই নামোল্লেখ হইয়াছে।

তোয় ক্ষীরেষু তৈলানাং বর্গৈর্মদ্যস্য চ ক্রমাৎ।
ইতি দ্রবৈকদেশোঽয়ং যথাস্থূলমুদাহৃতঃ ॥

এইরূপে তোয়, দুগ্ধ, ইক্ষু, তৈল ও মদ্যের বর্গানুসারে দ্রব দ্রব্যের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতোঽন্নস্বরূপবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অতঃপর আমরা অন্নস্বরূপ বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

রক্তো মহান্ সকলমস্তূর্ণকঃ শকুনাহৃতঃ।
সারমুখো দীর্ঘশূকো রোধ্রশূকঃ সুগন্ধকঃ।
পাণ্ডুকঃ পুণ্ডরীকশ্চ প্রমোদী গৌরশালিকঃ।

জাঙ্গলা লোহবালাখ্যাঃ কর্দ্দমাঃ শীতভীরুকাঃ ॥
পতঙ্গাস্তপনীয়াশ্চ যে চান্যে শালয়ঃ শুভাঃ ।
স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা বৃষ্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ ।
কষায়ানুরসাঃ পথ্যা লঘবো মূত্রলা হিমাঃ ॥

রক্তশালি (দাউদখানি), মহাশালি (রামশালি), কলম, তূর্ণক (আজব), শকুনাহৃত, সারমুখ (কৃষ্ণশূক), দীর্ঘশূক, লোধ্রশূক, সুগন্ধক, পাণ্ডুক, পুণ্ডরীক, প্রমোদী (রাঢ়নী পাগল), গৌরশালি, জাঙ্গল, লোহবাল,কর্দ্দম শীতভীরু, পতঙ্গ ও তপনীয় প্রভৃতি শালিধান্য সকল হিতকর, মধুররস ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, মলবদ্ধকারক ও অল্প মলকারক, ঈষৎ কষায়, সুপথ্য, লঘু, মূত্রকারক ও শীতবীর্য্য ।

শূকজেষু বরস্তত্র রক্তস্তৃষ্ণাত্রিদোষহা ॥

সর্ব্বপ্রকার শূকধান্যের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ । ইহা তৃষ্ণানাশক ও ত্রিদোষঘ্ন ।

মহাংস্তস্যানু কলমস্তঞ্চাপ্যনু ততঃ পরে ।

রক্তশালি অপেক্ষা মহাশালি হীনগুণ, মহাশালি অপেক্ষা কলম হীনগুণ, কলম অপেক্ষা তূর্ণক প্রভৃতি ধান্য সকল যথাক্রমে হীনগুণ । .

যবকা হায়নাঃ পাংশু বাপ্য নৈষধকাদয়ঃ ।
স্বাদুষ্ণা গুরবঃ স্নিগ্ধাঃ পাকেঽম্লাঃ শ্লেষ্মপিত্তলাঃ ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বঞ্চ নিন্দিতাঃ ॥

যবক, হায়ন, পাংশু, বাপ্য ও নৈষধকাদি ধান্যসকল মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ, অম্লবিপাক, শ্লেষ্মপিত্তকর ও মল মূত্র নিঃসারক । ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত নিন্দিত ।

স্নিগ্ধো গ্রাহী গুরুঃ স্বাদুস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থিরো হিমঃ ।
যষ্টিকো ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠো গৌরশ্চাসিতগৌরতঃ ।
ততঃ ক্রমান্ মহাব্রীহি কৃষ্ণব্রীহি জতুমুখাঃ ।
কুক্কুটাণ্ডক লাবাখ্য * পারাবতক শূকরাঃ ॥
বরকোদ্দালকোদ্দাল + চীন শারদ দুর্দ্দরাঃ ।
গন্ধনাঃ কুরুবিন্দাশ্চ গুণৈরল্পান্তরাঃ স্মৃতাঃ ।

ব্রীহি ধান্যের মধ্যে ষষ্টিক ধান্য শ্রেষ্ঠ । ইহা স্নিগ্ধ, মলগ্রাহক, গুরু,মধুররস, ত্রিদোষঘ্ন, শরীরের স্থৈর্য্যকারক ও শীতবীর্য্য । ষষ্টিক দুইপ্রকার,—গৌর ও কৃষ্ণগৌর ; তন্মধ্যে কৃষ্ণগৌর অপেক্ষা গৌরবর্ণই শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণগৌর অপেক্ষা মহাব্রীহি, কৃষ্ণব্রীহি, জতুমুখ, কুক্কুটাণ্ডক, লাবাখ্য, পারাবতক, শূকর, বরকোদ্দাল, উদ্দালক, চীন, শারদ, দুর্দ্দর, গন্ধন ও কুরুবিন্দ, ইহারা যথাক্রমে হীনগুণ । কেহ কেহ লাবাখ্য স্থলে পালাখ্য, উদ্দাল স্থলে উজ্জাল পাঠ করেন ।

স্বাদুরম্লবিপাকোঽন্যো ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ ।
বহুমূত্র পুরীষোষ্মা ত্রিদোষস্ত্বেব পাটলঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত ষষ্টিকাদি ভিন্ন অন্য ব্রীহিধান্য সকল মধুর রস, অম্লবিপাক, পিত্তকর, গুরু, বহু মল মূত্রকারক ও উত্তাপজনক । পাটল নামক আশুধান্য ত্রিদোষবর্দ্ধক ।

কঙ্গু কোদ্রব নীবার শ্যামাকাদি হিমং লঘু ।
তৃণধান্যং পবনকৃল্লেখনং কফপিত্তহৃৎ ॥

কঙ্গু, কোদ্রব, নীবার ও শ্যামকাদি তৃণ ধান্য শীতবীর্য্য, লঘু, বাতকর, লেখন ও কফপিত্ত নাশক ।

ভগ্নসন্ধানকৃত্তত্র প্রিয়ঙ্গু র্বৃংহণী গুরুঃ ।
কোরদূষঃ পরং গ্রাহী স্পর্শশীতো বিষাপহঃ ॥

তৃণধান্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু, ভগ্নসংযোজক, স্থৌল্যকর ও গুরু । কোদ্ধান্য অত্যন্ত মলসংগ্রাহক, শীতস্পর্শ ও বিষনাশক ।

* পালাখ্য ইতি পাঠান্তরম্ ।
\+ উজ্জাল ইতি পাঠান্তরম্ ।

রুক্ষঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুঃ সরো বিড়্‌বাতকৃদ্ যবঃ।
বৃষ্যঃ স্থৈর্য্যকরো মূত্র মেদঃ পিত্ত কফান্ জয়েৎ।
পীনস শ্বাস কাসোরুস্তম্ভ কণ্ঠ ত্বগাময়ান্॥

যব, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুরাস্বাদ, রেচক, মল ও বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের স্থৈর্য্যকর এবং মূত্র, মেদঃ, পিত্ত ও কফ-নাশক। ইহা পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ এবং কণ্ঠ ও চর্ম্মরোগ সকল নাশ করে।

ন্যূনো যবাদণুযবো রুক্ষোষ্ণো বংশজো যবঃ॥

যব অপেক্ষা ক্ষুদ্রযব হীনগুণ, বংশজ যব (বাঁশের চাউল) রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য।

বৃষ্যঃ শীতো গুরুঃ স্নিগ্ধো জীবনো বাতপিত্তহা।
সন্ধানকারী মধুরো গোধূমঃ স্থৈর্য্যকৃৎ সরঃ॥

গোধূম শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, ভগ্ন-সংযোজক, মধুর রস, স্থৈর্য্যকারী ও সারক।

পথ্যা নন্দীমুখী শীতা কষায়মধুরা লঘুঃ॥

নন্দীমুখী নামক গোধূমবিশেষ সুপথ্য, শীতবীর্য্য, লঘু এবং কষায় ও মধুরাস্বাদ।

শিম্বীধান্যবর্গঃ।

মুদ্গাঢকী মসূরাদি শিম্বীধান্যং বিবন্ধকৃৎ।
কষায়ং স্বাদু সংগ্রাহি কটুপাকং হিমং লঘু।
মেদঃ শ্লেষ্মাস্রপিত্তেষু হিতং লেপোপসেকয়োঃ।

মুগ, অরহর ও মসূরাদিকে শিম্বীধান্য কহে। শিম্বীধান্য মল মূত্র বিবন্ধকারক, কষায় ও মধুররস, মলসংগ্রাহক, কটুপাক, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা মেদঃ শ্লেষ্মা, রক্ত ও পিত্তজনিত রোগে এ প্রলেপ ও পরিষেক কার্য্যে হিতজনক

বরোঽত্র মুদ্গোঽল্পচলঃ কলায়স্ত্বতিবাতলঃ।
রাজমাষোঽনিলকরো রুক্ষো বহুশকৃদ্ গুরুঃ॥

শিম্বীধান্যের মধ্যে মুগ শ্রেষ্ঠ, ইহা অল্প বায়ুজনক। মটর অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। রাজমাষ (বরবটী) বায়ুকর, রুক্ষ, বহু মলজনক ও গুরু।

উষ্ণাঃ কুলত্থাঃ পাকেঽম্লাঃ শুক্রাশ্মশ্বাসপীনসান্।
কাসার্শঃ কফবাতাংশ্চ ঘ্নন্তি পিত্তাস্রদাঃ পরম্॥

কুলত্থকলাই উষ্ণবীর্য্য, অম্লবিপাক ও অত্যন্ত রক্তপিত্তকর। ইহা শুক্রাশ্মরী, শ্বাস, কাস, পীনস, অর্শঃ ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

নিষ্পাবো বাতপিত্তাস্রস্তন্যমূত্রকরো গুরুঃ।
সরো বিদাহী দৃক্ শুক্র কফ শোফ বিষাপহঃ॥

রাজশিম্বী গুরু, রেচক ও বিদাহী। ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্ত, স্তন্য ও মূত্রকর এবং দৃষ্টি-শক্তি, শুক্র, কফ, শোথ ও বিষনাশক।

মাষঃ স্নিগ্ধো বল শ্লেষ্ম মলপিত্তকরঃ সরঃ।
গুরুরুষ্ণোঽনিলহা স্বাদুঃ শুক্রবৃদ্ধিবিরেককৃৎ॥

মাষকলাই, স্নিগ্ধ, সারক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, স্বাদু ও বায়ুনাশক। ইহা বল, শ্লেষ্মা, মল ও পিত্তজনক এবং শুক্রবর্দ্ধক ও বিরেচক।

ফলানি মাষবদ্বিদ্যাৎ কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তয়োঃ॥

কটরা শিমের বীজ ও আল্‌কুশীর বীজ মাষকলায়ের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

উষ্ণস্ত্বচ্যো হিমস্পর্শঃ কেশ্যো বল্যস্তিলো গুরুঃ।
অল্পমূত্রঃ কটুঃ পাকে মেধাগ্নি কফ পিত্তকৃৎ॥

তিল উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের পক্ষে হিতজনক, স্পর্শে শীতল, কেশবর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, অল্প মূত্রকর, কটুবিপাক এবং মেধা, অগ্নি, কফ ও পিত্তকারী।

স্নিগ্ধোমা স্বাদুতিক্তোষ্ণা কফপিত্তকরী গুরুঃ।
দৃক্ শুক্রহৃৎ কটুঃ পাকে তদ্বীজং কুসুম্ভজম্॥

মসিনাবীজ স্নিগ্ধ, মধুর, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্তজনক, গুরু, কটুবিপাক এবং

দৃষ্টি ও শুক্রনাশক। কুসুমবীজ, মসিনা-বীজের তুল্য গুণযুক্ত।

মাষোঽত্র সর্ব্বেষ্ববরো যবকঃ শূকজেষু চ ॥

শিম্বীধান্যের মধ্যে মাষকলাই এবং শূক-ধান্যের মধ্যে যবক সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সংবৎসরোষিতম্।
শীঘ্রজন্ম তথা সূপ্যং নিস্তুষং যুক্তিভর্জ্জিতম্ ॥

নূতন ধান্য শ্লেষ্মবর্দ্ধক। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য এবং যে ধান্য স্বল্পকালে প্রস্তুত তাহা লঘু। নিস্তুষ এবং উপযুক্ত ভর্জ্জিত সূপ্য (মুগাদি) ও লঘু।

মণ্ড পেয়া বিলেপিনামোদনস্য চ লাঘবম্।
যথাপূর্ব্বং শিবস্তত্র মণ্ডো বাতানুলোমনঃ ॥
তৃড়্গ্লানি দোষ শ্লেষ্মঘ্নঃ পাচনো ধাতুসাম্যকৃৎ।
স্রোতোমার্দ্দবকৃৎ স্বেদী সন্ধুক্ষয়তি চানলম্ ॥

মণ্ড, পেয়া, বিলেপী ও অন্ন ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে লঘু, অর্থাৎ অন্ন অপেক্ষা বিলেপী লঘু, বিলেপী অপেক্ষা পেয়া লঘু ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মণ্ড হিতকর; ইহা দ্বারা বিমার্গগামী বায়ু স্বমার্গে আনীত, তৃষ্ণা ও গ্লানি বিদূরিত, বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার পরেও যে দোষের অল্পদুষ্টি থাকে তাহা প্রশমিত, স্বস্থানস্থ কুপিত দোষ পরিপাকপ্রাপ্ত, বিসমভাবাপন্ন রস রক্তাদি ধাতু সকল সমতাপ্রাপ্ত, মল মূত্রাদির স্রোতোঃসকল মৃদু এবং ঘর্ম্ম উদ্ভূত ও অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়। (যাহাতে কিছুমাত্র শিটি থাকে না কেবল জলবৎ অথচ কিঞ্চিৎ গাঢ়,তাহাকে মণ্ড অর্থাৎ মাড় কহে। কিছু শিটি থাকিলে তাহাকে পেয়া বলা যায়। শিটি অধিক এবং দ্রব পদার্থ অল্প থাকিলে তাহাকে বিলেপী কহে)।

ক্ষুতৃষ্ণা গ্লানি দৌর্ব্বল্য কুক্ষিরোগ জ্বরাপহা।
মলানুলোমনী পথ্যা পেয়া দীপন পাচনী ॥

পেয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিরোগ ও জ্বর নাশ করে। ইহা মলের অনুলোমক, সুপথ্য, অগ্নি দীপক ও পাচক।

বিলেপী গ্রাহিণী হৃদ্যা তৃষ্ণাঘ্নী দীপনী হিতা ॥
ব্রণাক্ষী রোগসংশুদ্ধ দুর্ব্বল স্নেহপায়িনাম্ ॥

বিলেপী সংগ্রাহিকা, হৃদ্যা, তৃষ্ণাঘ্নী ও অগ্নির উদ্দীপনী। ইহা ক্ষতরোগীর, নেত্ররোগীর পক্ষে এবং যাহারা বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে ও যাহারা তৈলাদি স্নেহ পান করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সুপথ্য।

সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নোঽত্যক্তোষ্মা চৌদনো লঘু।
যশ্চাগ্নেয়ৌষধ ক্বাথ সাধিতো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ ॥
বিপরীতো গুরুঃ ক্ষীরমাংসাদ্যৈর্যশ্চ সাধিতঃ।
ইতি দ্রব্য ক্রিয়া যোগ মানাদ্যৈ সর্ব্বমাদিশেৎ ॥

সুধৌত তণ্ডুলের সুসিদ্ধ, প্রস্রুত ফেন গালান, উষ্ণ অন্ন লঘুপাক। চিতা ও শুণ্ঠ্যাদি আগ্নেয় ঔষধের ক্বাথের সহিত সুসিদ্ধ অন্ন এবং যথাযুক্তি ভর্জ্জিত তণ্ডুলের অন্ন অতি লঘু। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধৌত তণ্ডুলের অপক্ক অন্ন, অগ্নিমান্দ্যকর দ্রব্যের ক্বাথ সিদ্ধ অন্ন, অভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন এবং দুগ্ধ ও মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন গুরুপাক। এইরূপে দ্রব্য, ক্রিয়া, যোগ ও পরিমাণাদির দ্বারাও অন্ন গুরু অথবা লঘু হইয়া থাকে। দ্রব্য দ্বারা যথা,—দাউদখানি তণ্ডুল লঘু তাহার অন্নও লঘু, আশু ধান্যাদি গুরু, তাহাদের অন্নও গুরু। ক্রিয়া দ্বারা যথা, আশু ধান্যের অন্ন গুরু, কিন্তু তাহার খৈ লঘু। যোগ দ্বারা যথা, আগ্নেয় ঔষধাদির ক্বাথ সিদ্ধ অন্ন লঘু,কিন্তু দুগ্ধ মাংসাদির সহিত পক্ক অন্ন গুরু। পরিমাণ দ্বারা যথা, গুরু অন্ন অল্প পরিমাণে ভুক্ত হইলে লঘুপাক হয় এবং পেয়াদি লঘুপাক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে গুরুপাক হয়, ইত্যাদি।

বৃংহণ প্রীণনো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো ব্রণহা রসঃ॥

মাংসের যূষ বলকারক, তৃপ্তিকর, শুক্র-জনক, চক্ষুর হিতকর ও ক্ষতনাশক।

মৌদ্গস্তু পথ্যঃ সংশুদ্ধ-ব্রণ-কণ্ঠাক্ষী রোগিণাম্॥

মুগের যূষ ক্ষতরোগীর, কণ্ঠরোগীর ও অক্ষিরোগীর পক্ষে এবং বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার পরে হিতকর।

বাতানুলোমী কৌলত্থো গুল্ম তূণী প্রতূণীজিৎ॥

কুলত্থ কলাইয়ের যূষ বায়ুকর, অনুলোমক এবং গুল্ম, তূণী ও প্রতূণী রোগনাশক।

তিলপিণ্যাকবিকৃতিঃ শুষ্কশাকং বিরূঢ়কম্।
শিণ্ডাকী বটকং দৃগঘ্নং দোষলং গ্লপনং গুরু॥

তিলের ও তিলের খইলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, শুষ্ক শাক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন ও শিণ্ডাকী (মদ্যবিশেষ) নির্ম্মিত বড়া, দৃষ্টিশক্তিনাশক, ত্রিদোষজনক, অবসাদক ও গুরুপাক।

রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।
শ্রম ক্ষুত্তৃট্ ক্লমহরং পানকং প্রীণনং গুরু॥
বিষ্টম্ভি মূত্রলং হৃদ্যং যথাদ্রব্যগুণঞ্চ তৎ॥

রসালা (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) পুষ্টিকর, শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, বলকারক ও রুচিপ্রদ। পানক (শরবৎ) মনস্তুষ্টিজনক, গুরু, মলস্তম্ভক, মূত্রকারক ও হৃদ্য। ইহা শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণানাশক। যে দ্রব্যের পানক প্রস্তুত হয়, সেই দ্রব্যের যে গুণ তজ্জাত পানকেরও সেই গুণ হইয়া থাকে।

লাজাস্তৃট্ছর্দ্দ্যতীসার মেহ মেদঃ কফচ্ছিদঃ।
কাসপিত্তোপশমনা দীপনা লঘবো হিমাঃ॥

খৈ অগ্নির উদ্দীপক, লঘু ও শীত বীর্য্য। ইহা তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, মেহ, মেদঃ, কফ, কাস ও পিত্তপ্রশমক।

পৃথুকা গুরবো বল্যাঃ কফবিষ্টম্ভকারিণঃ।

চিপীটক—গুরুপাক, বলকারক, কফ-জনক ও মলবিষ্টম্ভকারী।

ধানা বিষ্টম্ভিনী রুক্ষা তর্পণী লেখনী গুরুঃ॥

ধানা, মলস্তম্ভক, রুক্ষ, তৃপ্তিকর, লেখন ও গুরু। ভাজা তণ্ডুল, ভাজা যব প্রভৃতিকে ধানা কহে।

সক্তবো লঘবঃ ক্ষুত্তৃট্ শ্রম নেত্রাময় ব্রণান্।
ঘ্নন্তি সন্তর্পণাঃ পানাৎ সদ্য এব বলপ্রদাঃ॥
নোদকান্তরিতান্ন দ্বির্ন নিশায়াং ন কেবলান্।
ন ভুক্ত্বা ন দ্বিজৈশ্ছিত্ত্বা সক্তূনদ্যান্ন বা বহূন্॥

ছাতু, লঘুপাক। ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, নেত্ররোগ ও ক্ষতনিবারক। অধিক জল সংযুক্ত পানযোগ্য ছাতুকে সন্তর্পণ কহে, তাহা পান করিলে সদ্যই বলাধান হয়। উদকান্তরিত অর্থাৎ ছাতুখাইয়া জলপান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ছাতু খাইয়া জলপান ইত্যাদি ক্রমে ছাতু খাইবে না। একদিনে দুইবার ছাতু খাইবে না। রাত্রিতে ছাতু খাইবে না। শর্করা ও ঘৃতাদি মিশ্রিত না করিয়া শুদ্ধ ছাতু খাইবে না, আহারের পর ছাতু খাইবে না, দন্তে চর্ব্বণ করিয়া ছাতু খাইবে না ও বহু পরিমাণে ছাতু খাইবে না।

পিণ্যাকো গ্লপনো রুক্ষো বিষ্টম্ভী দৃষ্টিদূষণঃ।

তিলকল্ক (তিলের খইল) গ্লানিকর, রুক্ষ, মলবিবন্ধকারক ও নেত্ররোগজনক।

বেসবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বলোপচয়বর্দ্ধনঃ।
মুদ্গাদিজাস্তু গুরবো যথাদ্রব্যগুণানুগাঃ॥

বেসবার গুরু, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক। মুদ্গাদিজাত বেসবার গুরু। বেসবার যে দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই দ্রব্যের যে গুণ, তজ্জাত বেসবারও সেই গুণ প্রাপ্ত হয়। (নিরস্থি মাংস কুট্টিত করিয়া তাহাতে

ধনিয়া, জীরা, হিঙ্‌ ও ঘৃতাদি দিয়া পাক করিলে তাহাকে বেসবার কহে। এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আর্দ্রকখণ্ড ও মুদ্গাদির কল্কদ্বারা প্রস্তুত বেসবারকে মুদ্গাদিজ বেসবার কহে। ইহাকে পূরণও বলে।)

কুকুল কর্পর ভ্রাষ্ট্র কন্দুগার বিপাচিতান্।
একযোনীন্ লঘূন্ বিদ্যাদপূপানোত্তরোত্তরম্ ॥

কুকুলং গোশকৃদাদি চূর্ণসন্তাপঃ। কর্পরো জ্বালাতপ্তং কপালম্।

কোন এক দ্রব্যের পিষ্টক, সংস্কার বিশেষে গুরুপাক ও লঘুপাক হইয়া থাকে। শুষ্ক যবের পিষ্টক, ঘুঁটের আগুণে সিদ্ধ হইলে যে গুণ, কাঠখোলায় সিদ্ধ হইলে তাহা অপেক্ষা লঘু গুণ, এবং কাঠখোলায় সিদ্ধপিষ্টক অপেক্ষা ভাজা যবের পিষ্টক, ভাজা যবের পিষ্টক অপেক্ষা কটু দ্রব্য মিশ্রিত পিষ্টক, কটু দ্রব্য মিশ্রিত পিষ্টক অপেক্ষা অঙ্গার পাচিত পিষ্টক লঘু। (কোন টীকাকার শেষদিক হইতে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে অঙ্গার পাচিত পিষ্টক অপেক্ষা কটু দ্রব্য মিশ্রিত পিষ্টক লঘু, এবং কটু দ্রব্য মিশ্রিত পিষ্টক অপেক্ষা যবের পিষ্টক লঘু, ইত্যাদি)।

মাংসবর্গঃ ।

হরিণৈণ কুরঙ্গর্ষ্য গোকর্ণ মৃগমাতৃকাঃ।
শশ শম্বর চারুষ্ক শরভাদ্যাঃ মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥

আদিশব্দেন কালপুচ্ছক পৃষতাদয়োঽনুক্তা গৃহ্যন্তে।

হরিণ (গৌর হরিণ), এণ (কৃষ্ণসার), কুরঙ্গ (চারুলোচন), ঋষ্য (নীলাণ্ড), গোকর্ণ (তাম্রবর্ণ গোহ), মৃগমাতৃকা (কুরঙ্গস্ত্রী, ভেড়ুলী), শশ (খরগোস্), শম্বর (মৃদুলোম মৃগবিশেষ), চারুষ্ক (চারুশরীর ক্ষুদ্র মৃগ) ও শরভ (অষ্টপদী মৃগ বিশেষ) এই সকলকে এবং কালপুচ্ছ, পৃষতাদিকে মৃগ কহে।

লাব বর্ত্তীক বার্ত্তীর রক্তবর্ত্মক কুক্কুভাঃ।
কপিঞ্জলোপচক্রাখ্য চকোর কুররাহ্বয়াঃ ॥
বর্ত্তকো বর্ত্তিকা চৈব তিত্তিরিঃ ক্রকরঃ শিখী।
কুক্কুটো বককঙ্কৌ চ গোনর্দ্দো গিরিবর্ত্তিকা।
তথা সারপদেন্দ্রাভ বারটাশ্চেতি বিষ্কিরাঃ ॥

লাব, বটের, বার্ত্তীর, রক্তবর্ত্মক, কুক্কুভ অর্থাৎ বন্য কুক্কুট, যাহার চক্ষুর পাতা রক্তবর্ণ), গৌরতিত্তির, চক্রবাক, চকোর, উৎক্রোশ, ভারুই, বর্ত্তিকা (বর্ত্তক ভেদ), তিত্তিরি, ক্রকর, ময়ূর, কুক্কুট, বক, কাঁক, সারসপক্ষী, গিরিবর্ত্তিকা, দাঁড়কাক, ইন্দ্রাভ (কাকবিশেষ) ও হংস, এই সকল পক্ষীকে বিষ্কির কহে। কারণ ইহারা খাদ্যদ্রব্য সকল ছড়াইয়া আহার করে।

জীবঞ্জীবক দাত্যূহ ভৃঙ্গাহ্ব শুক শারিকাঃ।
লট্বা কোকিল হারীত কপোত চটকাদয়ঃ।
প্রতুদা ভেক গোধাহি শ্বাবিদাদ্যা বিলেশয়াঃ ॥

জীবঞ্জীবক, ডাক, ভৃঙ্গরাজ, শুক, শারিকা লাট, কোকিল, হরিয়াল, কপোত ও চটকাদি পক্ষীদিগকে প্রতুদ কহে। যাহারা চঞ্চুদ্বারা আহত করিয়া তণ্ডুলাদি ভক্ষণ করে, তাহাদের নাম প্রতুদ। ভেক, গোসাপ, সর্প ও সজারু প্রভৃতি প্রাণীদিগকে বিলেশয় কহে। বিল অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে বলিয়া, ইহাদের নাম বিলেশয়।

গোখরাশ্বতরোষ্ট্রাশ্ব দ্বীপি সিংহর্ক্ষবানরাঃ।
মার্জ্জার মূষিক ব্যাঘ্র বৃক বভ্রু তরক্ষবঃ।
লোপাক জম্বুক শ্যেন চাষ বান্তাদ বায়সাঃ।
শশঘ্নী ভাস কুরর গৃধ্রোলূক কুলিঙ্গকাঃ।
ধূমিকা মধুহা চেতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ ॥

গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, ঘোটক, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, নেকড়িয়াবাঘ, বেজী, তরক্ষ, খাঁক্‌শেয়ালী, শৃগাল, বাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ, কুক্কুর, কাক, হাঁড়িয়াবাজ, ভাস (শিখাবিশিষ্ট গৃধিনী), কুররপক্ষী, গৃধ্র, পেচক, কালচটক, ফিঙ্গা ও পাপিয়া এই সকল মৃগ ও পক্ষিকে প্রসহ কহে। যাহারা কোন পর্য্যালোচনা না করিয়াই সহসা ভক্ষণ করে, তাহারা প্রসহ বলিয়া অভিহিত হয়।

বরাহ মহিষ ন্যঙ্কু রুরু রোহিত বারণাঃ।
সৃমরশ্চমরঃ খড়্গী গবয়শ্চ মহামৃগাঃ॥

বরাহ, মহিষ, ন্যঙ্কু, রুরু নামক হরিণ (চেদি), রোহিত (লালবর্ণ হরিণ), হস্তী, সৃমর (ঘোটকাকার হরিণ), চমর (যাহার পুচ্ছে চামর হয়), গণ্ডার ও গবয় (গো সদৃশ কিন্তু গলকম্বল হীন) ইহাদিগকে মহামৃগ কহে।

হংস সারস কাদম্ব বক কারণ্ডব প্লবাঃ।
বলাকোৎক্রোশ চক্রাহ্ব মদ্‌গু ক্রৌঞ্চাদয়োঽপ্‌চরাঃ।

হংস, সারস, কলহংস, বক, শুক্লহংস, কয়াড়, বলাকা (বগুলি, মথুরায় প্রসিদ্ধ), উৎক্রোশ, চক্রবাক, জলকাক, ও ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক) ইহারা জলচর পক্ষী।

মৎস্যা রোহিত পাঠীন কূর্ম্ম কুম্ভীর কর্কটাঃ।
শুক্তি শঙ্খোদ্র শম্বূক শফরী বর্ম্মিচন্দ্রিকাঃ।
চুলুকী নক্র মকর শিশুমার তিমিঙ্গিলাঃ।
রাজী চিলিচিমাদ্যাশ্চ, মাংসমিত্যাহুরষ্টধা।

রুইমাছ, হাঙ্গর, কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, ঝিনুক, শঙ্খ, উদ্‌বিড়াল, শামুক, পুঁটীমাছ, বাঁইন, চাঁদা, চুলকী, নক্র, (কুম্ভীর বিশেষ, ঘড়িয়াল), মকর, শুশুক, তিমিঙ্গিল (সামুদ্র-মৎস্য), রাজী ও চিলিচিমাদি, ইহারা জলোদ্ভবত্ব হেতু মৎস্য জাতি। শাস্ত্রকারেরা মৃগ হইতে মৎস্য পর্য্যন্ত এই আট প্রকারকে মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যোনিষ্বজাবী ব্যামিশ্র গোচরত্বাদনিশ্চিতে।

ছাগল ও ভেড়ার আবাস স্থানের অস্থিরতা নিবন্ধন উহাদিগকে উক্ত প্রকার বর্গের মধ্যে স্থির করা যায় না। যে হেতু ছাগল ও ভেড়া জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশেই বাস করে।

আদ্যন্ত্যা জাঙ্গলানূপা মধ্যৌ সাধারণৌ স্মৃতৌ।

উপরোক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে আদ্য তিনটি (মৃগ, বিষ্কির ও প্রতুদ) জাঙ্গল, অন্ত্য তিনটি (মহামৃগ, জলচর ও মৎস্যবর্গ) আনূপ এবং মধ্যে দুইটি (বিলেশয় ও প্রসহ) উভয়চর নামে অভিহিত।

তত্র বদ্ধমলাঃ শীতা লঘবো জাঙ্গলা হিতাঃ।
পিত্তোত্তরে বাতমধ্যে সন্নিপাতে কফানুগে॥

ইহাদের মধ্যে জাঙ্গল মাংস হিতকর, ইহা মলের কাঠিন্যকারক (গুট্‌লে মল করে), শীতবীর্য্য, লঘু এবং যে ব্যক্তি সন্নিপাতে পিত্ত প্রধান, বায়ু মধ্যবল ও শ্লেষ্মা হীনবল তাহার পক্ষে উপকারী।

দীপনঃ কটুকঃ পাকে গ্রাহী রুক্ষো হিমঃ শশঃ।

শশকের মাংস অগ্নির উদ্দীপক, কটু বিপাক, মল সংগ্রাহক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য।

ঈষদুষ্ণা গুরুস্নিগ্ধা বৃংহণা বর্ত্তিকাদয়ঃ।
তিত্তিরিস্তেষ্বপি বরো মেধাগ্নিবলশুক্রকৃৎ।
গ্রাহী বর্ণ্যোঽনিলোদ্রিক্ত সন্নিপাতহরঃ পরম্।

বর্ত্তিকাদির মাংস ঈষদুষ্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ ও বলকারক। ইহাদের মধ্যে তিত্তিরের মাংস সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা মেধা, অগ্নিবল ও শুক্রবর্দ্ধক মলসংগ্রাহী, কান্তিজনক এবং বাতোল্বণ সন্নিপাত নাশক।

নাতিপথ্যঃ শিখী পথ্যঃ শ্রোতস্বরবয়োদৃশাম্।
তদ্বচ্চ কুক্কুটো বৃষ্যো গ্রাম্যস্তু শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
মেধানলকরা হৃদ্যাঃ ক্রকরা সোপচক্রকাঃ।
গুরুঃ সলবণঃ কালকপোতঃ সর্ব্বদোষকৃৎ।
চটকাঃ শ্লেষ্মলাঃ স্নিগ্ধা বাতঘ্নাঃ শুক্রলাঃ পরম্‌।

ময়ূরের মাংস শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর নহে, কিন্তু কর্ণ, স্বর, বয়ঃস্থাপনা ও চক্ষুর পক্ষে হিতজনক। বন্য কুক্কুট, ময়ূরের তুল্য গুণযুক্ত। ইহা বলকারক, কিন্তু গ্রাম্য কুক্কুট শ্লেষ্মাজনক ও গুরু। ক্রকর এবং উপচক্রের মাংস মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং হৃদয়ের পক্ষে হিতকর।

কালকপোতের মাংস গুরু, ঈষৎ লবণযুক্ত ও ত্রিদোষজনক. চড়াইয়ের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন ও অতিশয় শুক্রজনক।

গুরূষ্ণ স্নিগ্ধ মধুরা বর্গাশ্চাতো যথোত্তরম্।
মূত্রশুক্রকৃতো বল্যা বাতঘ্নাঃ কফপিত্তলাঃ।

ইহার পর হইতে বিলেশয়াদি যে পাঁচটী বর্গ আছে, তাহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর গুরু. স্নিগ্ধ ও মধুর রসবিশিষ্ট. অধিকতর মূত্র, শুক্র ও বলকারক, অধিকতর বাতঘ্ন এবং অতিশয় কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। অর্থাৎ বিলেশয় বর্গ অপেক্ষা প্রসহ বর্গ অধিক পরিমাণে গুরু, মধুর ও স্নিগ্ধাদি গুণবিশিষ্ট, প্রসহ বর্গ অপেক্ষা মহামৃগ অধিক পরিমাণে উপরি উক্ত গুণবিশিষ্ট ইত্যাদি।

শীতা মহামৃগাস্তেষু ক্রব্যাদাঃ প্রসহাঃ পুনঃ।
লবণানুরসাঃ পাকে কটুকা মাংসবর্দ্ধনাঃ।
জীর্ণার্শো গ্রহণীদোষ শোষার্ত্তানাং পরং হিতাঃ।

উক্ত বর্গ সকলের মধ্যে মহামৃগ (বরাহাদি) শীতবীর্য্য। প্রসহগণ মধ্যে ক্রব্যাদ সকল যাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, যথা মার্জ্জার, গৃধ্র, পেচক প্রভৃতি, কিঞ্চিৎ লবণরস, কটুপাক ও অতিশয় মাংসবর্দ্ধক। ইহারা, জরা, অর্শঃ গ্রহণী ও যক্ষ্মা রোগে বিশেষ হিতকর।

নাতিশীতং গুরু স্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষলম্।
শরীর ধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্।

ছাগমাংস, অল্প শীতবীর্য্য, অল্প গুরু, অল্প স্নিগ্ধ ও ঈষৎ দোষপ্রকোপক। ইহা মনুষ্য মাংসের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া, মাংসবর্দ্ধক ও অনভিষ্যন্দি। কেবল মাংস বিষয়ে তুল্যতা আছে এমন নহে, ছাগশরীরগত রক্তাদি অন্যান্য ধাতুও মনুষ্য শরীরস্থ রক্তাদির ধাতুর তুল্য গুণবিশিষ্ট।

বিপরীতমতোজ্ঞেয়মাবিকং বৃংহণন্তু তৎ।

মেষমাংস, ছাগমাংসের বিপরীত গুণ অর্থাৎ অত্যুষ্ণ, অতি গুরু, অতি স্নিগ্ধ, অতি দোষজনক ও অভিষ্যন্দি, কিন্তু মাংসবর্দ্ধক।

শুষ্ককাস শ্রমাত্যগ্নি বিষমজ্বর পীনসান্।
কার্শ্যং কেবল বাতাংশ্চ গোমাংসং সন্নিযচ্ছতি।

গোমাংস, শুষ্ককাস, শ্রম, অত্যগ্নি, বিষমাগ্নি, জ্বর, পীনস, কৃশতা ও বাতজনিত রোগ সকল বিনাশ করে।

উষ্ণো গরীয়ান্ মহিষঃ স্বপ্নদার্ঢ্য বৃহত্ত্বকৃৎ।

মহিষমাংস উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত গুরু, নিদ্রাজনক এবং শরীরের পুষ্টি ও দৃঢ়তাকারক।

তদ্বদ্‌বরাহঃ শ্রমহা রুচিশুক্রবলপ্রদঃ।

বরাহমাংস, মহিষ মাংসের তুল্যগুণ। ইহা রুচিকর, শুক্রজনক ও বলপ্রদ ও শ্রমনাশক।

মৎস্যাঃ পরং কফকরাশ্চিলিচিমস্ত্রিদোষকৃৎ।
গুরূষ্ণ স্নিগ্ধ মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ স্বকপতঃ।

মৎস্য অত্যন্ত কফকর, চিলিচিম নামক মৎস্য ত্রিদোষজনক। স্বজাতীয় আনূপচরগণ

মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রসযুক্ত, বৃষ্য ও বলকারক।

লাব রোহিত গোধৈণাঃ স্বে স্বে বর্গে বরাঃ পরম্‌॥

লাবপক্ষী, রোহিত মৎস্য, গোসাপ ও এণ (হরিণ) ইহারা আপন আপন বর্গের মধ্যে বিশিষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বিষ্কির বর্গের মধ্যে লাবপক্ষী, মৎস্যবর্গের মধ্যে রোহিত মৎস্য, বিলেশয় বর্গের মধ্যে গোসাপ এবং মৃগের মধ্যে এণ প্রধান।

মাংসং সদ্যোহতং শুদ্ধং বয়ঃস্থঞ্চ ভজেৎ ত্যজেৎ।
মৃতং কৃশং ভৃশং মেদ্যং ব্যাধি বারি বিষৈর্হতম্‌॥

সদ্যোহত, তরুণবয়স্ক, জন্তুর শুদ্ধ অর্থাৎ মলপিত্তাদি বিরহিত মাংস ভোজন করিবে। স্বয়ং মৃত বা কৃশ জন্তুর মাংস, অত্যন্ত চর্ব্বি-যুক্ত মাংস এবং যে জন্তু রোগে, অথবা জলে ডুবিয়া কিম্বা বিষ দ্বারা মরিয়াছে, তাহার মাংস ত্যাগ করিবে।

পুংস্ত্রীয়োঃ পূর্ব্বপশ্চার্দ্ধে গুরুণী গর্ভিণী গুরুঃ।
লঘুর্যোষিচ্চতুষ্পাৎসু বিহঙ্গেষু পুনঃ পুমান্‌॥

পুরুষজাতির সম্মুখের মাংস, স্ত্রীজাতির পশ্চাদ্ভাগের মাংস গুরু। কিন্তু গর্ভিণী জন্তুর পূর্ব্বপশ্চাৎ সকলভাগের মাংসই গুরু। চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস এবং পক্ষীদিগের মধ্যে পুরুষজাতির মাংসই লঘু।

শিরঃ স্কন্ধোরঃ পৃষ্ঠস্য কট্যাঃ সক্থ্নোশ্চ গৌরবম্‌।
তথাম পক্কাশয়য়োর্যথাপূর্ব্বং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শোণিতপ্রভৃতীনাঞ্চ ধাতুনামুত্তরোত্তরম্‌॥

মস্তক, স্কন্ধদেশ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, কটি ও উরুদ্বয় এই সকল স্থানের মাংস এবং আমাশয় ও পক্কাশয় ইহাদের মাংসের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী যথাক্রমে অধিকতর গুরু। আর রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ধাতুদিগের পর পরটী যথাক্রমে অধিকতর গুরু জানিবে।

মাংসাদ্বরীয়ো বৃষণ মেঢ্র বৃক্ক যকৃদ্‌ গুদম্‌॥

শরীরের অন্যান্য অংশের মাংস অপেক্ষা অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, অগ্রমাংস (কলিজা), যকৃৎ ও গুহ্যদেশের মাংস অধিকতর গুরু।

শাকবর্গঃ।

শাকং পাঠা শঠী শুষা * সুনিষণ্ণ সতীনজম্‌।
ত্রিদোষঘ্নং লঘু গ্রাহি সরাজক্ষব † বাস্তুকম্‌॥

আকনাদি, শঠী, কালকাসুন্দা, শুষুণী, মটর, ক্ষীরুই ও বেতুয়া প্রভৃতির শাক ত্রিদোষঘ্ন, লঘু ও মলগ্রাহক।

সুনিষণ্ণোঽগ্নিকৃদ্বৃষ্যস্তেষু রাজক্ষবঃ পরম্‌।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নো বর্চ্চোভেদি তু বাস্তুকম্‌॥

উক্ত শাকের মধ্যে শুষুণীশাক অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক। ক্ষীরুই শাক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা গ্রহণী ও অর্শোরোগ নাশক। বেতুয়াশাক মলভেদক।

হন্তি দোষত্রয়ং কুষ্ঠং বৃষ্যা সোষ্ণা রসায়নম্‌।
কাকমাচী সরা স্বর্য্যা চাক্ষুর্ষ্যাম্লাগ্নি দীপনী।
গ্রহণ্যর্শোঽনিল শ্লেষ্ম হিতোষ্ণা গ্রাহিণী লঘুঃ॥

কাকমাচী শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন (জরাব্যাধি নাশক), মলভেদক ও সুস্বর-কারক। ইহা কুষ্ঠ ও ত্রিদোষঘ্ন।

আমরুল অম্লরস, অগ্নির দীপক, উষ্ণবীর্য্য মলসংগ্রাহক (তরল মল গাঢ় করে), লঘু। ইহা গ্রহণী, অর্শঃ ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

পটোল সপ্তলারিষ্ট শার্ঙ্গষ্টাবল্গুজামৃতাঃ।
বেত্রাগ্র বৃহতী বাসা কুন্তলী তিলপর্ণিকাঃ॥

* পূষেতি পাঠান্তরম্‌। † সরাজক্ষব বাস্তুকম্‌।

মণ্ডুকপর্ণী কর্কোট কারবেল্লক পর্পটাঃ।
নাড়ী কলায় গোজিহ্বা বার্ত্তাকু বনতিক্তকম্॥
করীরঃ কুলকং নন্দী কুচেলা শকুলাদনী।
কঠিল্লং কেম্বুকং শীতং সকোষাতক কর্কশম্।
তিক্তং পাকে কটু গ্রাহি বাতলং কফপিত্তজিৎ॥

পলতা, সাতলা, নিম্ব, মহাকরঞ্জ, সোমরাজী, গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র (বেতাং), বৃহতী, বাসক, কুন্তলী, (সূক্ষ্ম তিলজাতি), তিলপর্ণিকা (চোরক, পিড়িং শাক), মণ্ডুকপর্ণী, কাঁকরোল, করোলা, ক্ষেতপাপড়া, নালিতা, মটর, গোজিয়া, বেগুণ, কুড়চী, করীর (মরুজদ্রুম, কচরা), তিত্‌পলতা, গন্ধিয়াভাট, কণ্টকারী, কাঁচড়াদাম, উচ্ছে, কেঁউ, বিজয়সার, ধুঁতুল, ঘিকাঁকরোল প্রভৃতির শাক তিক্ত, কটুবিপাক, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক ও কফপিত্তনাশক।

হৃদ্যং পটোলং ক্রিমিজিৎ স্বাদুপাকং রুচিপ্রদম্॥

পলতাশাক হৃদয়ের পক্ষে হিতজনক, ক্রিমিঘ্ন, মধুরবিপাক ও রুচিকর।

পিত্তলং দীপনং ভেদি বাতঘ্নং বৃহতীদ্বয়ম্॥

বৃহতী ও কণ্টকারীপত্র পিত্তজনক, অগ্নির দীপক, মলভেদী ও বায়ুনাশক।

বৃষস্তু বমিকাসঘ্নং রক্তপিত্তহরং পরম্।

বাকসপত্র বমন ও কাস নষ্ট করে। ইহা অতিশয় রক্তপিত্ত নাশক।

কারবেল্লং সকটুকং দীপনং কফজিৎ পরম্।

করোলাশাক ঈষৎ কটুরসযুক্ত, অগ্নির দীপক এবং অত্যন্ত কফঘ্ন।

বার্ত্তাকং কটু তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতজিৎ।
সক্ষারমগ্নিজননং হৃদ্যং রুচ্যমপিত্তলম্।

বার্ত্তাকুপত্র কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রসযুক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিজনক, হৃদ্য, রুচিকর এবং সামান্য পিত্তজনক।

করীরমাধ্মানকরং কষায়ং স্বাদুতিক্তকম্।

বাঁশের কোঁড় উদরাধ্মানকারক এবং কষায়, স্বাদু ও তিক্ত রসযুক্ত।

কোষাতকাবল্গুজকৌ ভেদনাবগ্নিদীপনৌ॥

ধুঁতুলপাতা ও হাকুচপাতা মলভেদক ও অগ্নির উদ্দীপক।

তণ্ডুলীয়ো হিমো রুক্ষঃ স্বাদুপাকরসো লঘুঃ।
মদপিত্ত বিষাসৃগ্‌ঘ্নো মুঞ্জাতং বাতপিত্তজিৎ॥
স্নিগ্ধং শীতং গুরু স্বাদু বৃংহণং শুক্রকৃৎ পরম্॥

চাঁপানটেশাক শীতবীর্য্য রুক্ষ, মধুর রস ও মধুর বিপাক এবং লঘু। ইহা মদ, পিত্ত বিষ ও রক্তদুষ্টি নষ্ট করে।

মুঞ্জাতপুষ্পশাক স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর রসযুক্ত, বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রজনক। ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

গুর্ব্বী সরা তু পালঙ্ক্যা মদঘ্নী চাপ্যুপোদিকা।
পালঙ্ক্যাবৎ স্মৃতশ্চঞ্চুঃ স তু সংগ্রহণাত্মকঃ॥

পালংশাক গুরু ও মলভেদক। পুঁইশাক মদরোগনাশক, গুরু এবং মলভেদক। চঞ্চুশাক পালংশাকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কিন্তু মলসংগ্রাহক।

বিদারী বাতপিত্তঘ্নী মূত্রলা স্বাদু শীতলা।
জীবনী বৃংহণী কণ্ঠ্যা গুর্ব্বী বৃষ্যা রসায়নী॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের কন্দ বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রকর, মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য্য, জীবনীশক্তি ও পুষ্টিবর্দ্ধক, সুস্বরকারক, গুরু, শুক্রজনক এবং রসায়ন গুণযুক্ত।

চক্ষুষ্যা সর্ব্বদোষঘ্নী জীবন্তী মধুরা হিমা॥

জীবন্তীশাক চক্ষুর পক্ষে হিতজনক, ত্রিদোষঘ্ন, মধুররসবিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য।

কুষ্মাণ্ড তুম্ব কালিঙ্গ কর্কার্ব্বের্ব্বারু তিন্দিশম্।
তথা ত্রপুষ চীনাক চির্ভিটং কফবাতকৃৎ।
ভেদি বিষ্টম্ভ্যভিষ্যন্দি স্বাদুপাকরসং গুরু॥

কুষ্মাণ্ড, লাউ, তরমুজ, কর্কারু (কুষ্মাণ্ড বিশেষ বিলাতী কুমড়া), কাঁকুড়, ঢেঁড়শ, শশা, বাখারী ও ভিখুর, বায়ু ও কফকর, মলভেদী, উদরের স্তব্ধতাজনক, শ্লেষ্মনিঃসারক, মধুররস ও মধুরবিপাক এবং গুরুপাক।

বল্লীফলানাং প্রবরং কুষ্মাণ্ডং বাতপিত্তজিৎ।
বস্তিশুদ্ধিকরং বৃষ্যং ত্রপুষন্ত্বতিমূত্রলম্॥
তুম্বং রুক্ষতরং গ্রাহি কালিঙ্গৈর্ব্বারুচির্ভিটম্।
বালং পিত্তহরং শীতং বিদ্যাৎ পক্কমতোঽন্যথা॥

লতাফলের মধ্যে কুষ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ। ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রাশয়ের সংশোধক ও শুক্রবর্দ্ধক। শশা অতিশয় মূত্রকারক। লাউ অধিকতর রুক্ষ। ইহা মলসংগ্রাহক। তরমুজ কাঁকুড় ও ভিকুর কচি হইলে শীতবীর্য্য ও পিত্তনাশক। কিন্তু পক্ক হইলে ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হয়।

শীর্ণবৃন্তন্তু সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ।
রোচনং দীপনং হৃদ্যমষ্ঠীলানাহনুল্লঘু॥

শীর্ণবৃন্ত (খরমুজ) ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট, পিত্তজনক, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, রুচিকর, অগ্নির দীপক, হৃদ্য, লঘু এবং অষ্ঠীলা ও আনাহরোগঘ্ন।

মৃণাল বিস শালূক কুমুদোৎপল কন্দকম্।
নন্দীমাষক কেলূট শৃঙ্গাটক কশেরুকম্।
ক্রৌঞ্চাদনকলোড্যঞ্চ রুক্ষং গ্রাহি হিমং গুরু॥

স্থূল মৃণাল, সূক্ষ্ম মৃণাল, শালুক, শুঁদির মূল, রক্তকম্বলের মূল, মাণকচু, কেলূট (স্বাদুকন্দ বিশেষ), পানিফল, কেশুর, ঘেঁচু এবং ছোট শুঁদি, ইহারা রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য এবং গুরু।

কদম্ব নালিকা মার্ষ কুটিঞ্জর কুরুম্বকম্।
চিল্লী লোট্টাক লোনীকা কুরুণ্টক গবেধুকম্।
জীবন্তিকাম্বেড়গজ যবশাক সুবর্চ্চলাঃ।
আলুকানি চ সর্ব্বাণি তথা সূপ্যানি লাক্ষ্মণম্॥
স্বাদু রুক্ষং সলবণং বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্রং প্রায়ো বিষ্টভ্য জীর্য্যতি।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যং নাতিদোষলম্॥

কদম্বপুষ্প, কল্মীশাক, মারিষশাক, যবাসশাক, ঘলঘসিয়াশাক, পেঁয়াজশাক, লালসজিনাশাক, সুসুইশাক, ঝাটিশাক, গড়গড়ে, বাঁদ্‌রাপাতা, চাকুন্দে, কুলামশাক, সূর্য্যমুখী এবং সর্ব্বপ্রকার আলু, সূপ্য (মুগমাষকলাই প্রভৃতি) ও লক্ষ্মণাকন্দ ইহারা স্বাদু, রুক্ষ, ঈষৎ লবণরসযুক্ত, বাতশ্লেষ্মজনক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য ও মলমূত্রনিঃসারক। ইহারা প্রায় পিণ্ডীভূত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া রস ফেলিয়া দিয়া অধিক পরিমাণে ঘৃত তৈলাদির সহিত পাক করিলে নিতান্ত অপথ্য হয় না।

লঘুপত্রা তু যা চিল্লী সা বাস্তুকসমা মতা॥

ছোট পেঁয়াজ শাক, বেতুয়াশাকের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

তর্কারী বরুণং স্বাদু সতিক্তং কফবাতজিৎ॥

জয়ন্তী ও বরুণশাক, মধুররস, ঈষৎতিক্ত এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

বর্ষাভ্বৌ কালশাকঞ্চ সক্ষারং কটুতিক্তকম্।
দীপনং ভেদনং হন্তি গর শোক কফানিলান্॥

শ্বেতপুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবা এবং কালশাক, ঈষৎ ক্ষাররসবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, অগ্নির দীপক ও ভেদী। ইহারা বিষ, শোথ, কফ ও বায়ুনাশক।

দীপনাঃ কফবাতঘ্নাশ্চিরবিল্বাঙ্কুরাঃ সরাঃ।
শতাবর্য্যঙ্কুরাস্তিক্তা বৃষ্যা দোষত্রয়াপহাঃ॥

করঞ্জের অঙ্কুর অগ্নির দীপক, বাতশ্লেষ্ম-নাশক ও বিরেচক। শতমূলীর অঙ্কুর তিক্তরস, শুক্রজনক ও ত্রিদোষঘ্ন।

রুক্ষো বংশকরীরস্তু বিদাহী বাতপিত্তলঃ।

বাঁশের কোঁড় রুক্ষ, বিদাহী ও বাত-পিত্তজনক।

পত্তূরো দীপনস্তিক্তঃ প্লীহার্শঃকফবাতজিৎ।

হেলেঞ্চা অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত এবং প্লীহা, অর্শঃ, কফ ও বায়ুনাশক।

ক্রিমি কাস কফোৎক্লেদান্ কাসমর্দ্দো জয়েৎ রসঃ॥

কাল্‌কাসন্দা সারক। ইহা ক্রিমি, কাস ও কফোৎক্লেদ (উপস্থিত বমনভাব নাশক)।

রুক্ষোষ্ণমম্লং কৌসুম্ভং গুরু পিত্তকরং সরম্।

কুসুমশাক রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অম্লরস, গুরু, পিত্তকর ও রেচক।

গুরূষ্ণং সার্ষপং বদ্ধবিণ্মূত্রং সর্ব্বদোষকৃৎ॥

সরিষাশাক গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মলমূত্র-বিবন্ধকারক ও ত্রিদোষজনক।

যদ্ বালমব্যক্তরসং কিঞ্চিৎ ক্ষারং সতিক্তকম্।
তন্মূলকং দোষহরং লঘু সোষ্ণং নিযচ্ছতি।
গুল্ম কাস ক্ষয় শ্বাস ব্রণ নেত্র গলাময়ান্॥
স্বরাগ্নিসাদোদাবর্ত্ত পীনসাংশ্চ মহৎ পুনঃ।
রসে পাকে চ কটুকমুষ্ণবীর্য্যং ত্রিদোষকৃৎ॥
গুর্ব্বভিষ্যন্দি চ স্নিগ্ধং সিদ্ধং তদপি বাতজিৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং শুষ্কং সর্ব্বমামন্তু দোষলম্॥

যে কচি মূলা অব্যক্তরস (যাহাতে মধুরাদিরস সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই) উহা ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট, সামান্য তিক্ত, তাহা ত্রিদোষনাশক, লঘু ও ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য এবং গুল্ম, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, ক্ষতরোগ, নেত্ররোগ, গলরোগ, স্বর-বিকৃতি, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও পীনসরোগ-নাশক। বড়মূলা (পুরন্তমূলা) কটুরস ও কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং ত্রিদোষকর। সিদ্ধমূলা গুরু, শ্লেষ্মনিঃসারক, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। শুষ্কমূলা বাতশ্লেষ্মনাশক। কি বড় কি ছোট, সকল প্রকার কাঁচা মূলাই ত্রিদোষকর।

কটূষ্ণো বাতকফহা পিণ্ডালুঃ পিত্তবর্দ্ধনঃ॥

চুবড়ি আলু কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ু ও শ্লেষ্ম নাশক।

কুঠের শিগ্রু সুরস সুমুখা সুরিভূস্তৃণম্।
ফণিজ্ঝার্জক জম্বীর প্রভৃতি গ্রাহি শালনম্॥
বিদাহি কটু রুক্ষোষ্ণং হৃদ্যং দীপন রোচনম্।
দৃক্ শুক্র কৃমিহৃত্তীক্ষ্ণং দোষোৎক্লেশকরং লঘু॥

শ্বেততুলসী, সজিনা, কৃষ্ণতুলসী, ক্ষুদ্রপত্র শ্বেততুলসী, রাই, শরবাণ, নাগদানা, বাবুই তুলসী ও পুদিনা প্রভৃতির চাটনী, মল-সংগ্রাহক, বিদাহী, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, হৃদ্য, অগ্নির দীপক, রোচক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, দোষোৎক্লেশক (বমনবেগকর) এবং দৃষ্টি-শক্তি, শুক্র ও ক্রিমিনাশক।

হিক্কা কাস শ্রম শ্বাস পার্শ্বরুক্ পূতিগন্ধহা।
সুরসঃ সুমুখো নাতিবিদাহী গরশোকহা।
আর্দ্রিকা তিক্তমধুরা মূত্রলা ন চ পিত্তকৃৎ॥

কালতুলসী হিক্কা, কাস, শ্রম, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা ও দুর্গন্ধনাশক। ক্ষুদ্রপত্র তুলসী কিঞ্চিৎ বিদাহী, ইহা গরম ও শোথ-নাশক। আদা তিক্ত, মধুর রস, মূত্রজনক ও পিত্তকর নহে।

লশুনো ভৃশতীক্ষ্ণোষ্ণঃ কটুপাকরসঃ সরঃ।
হৃদ্যঃ কেশ্যো গুরুর্ব্বৃষ্যঃ স্নিগ্ধো রোচন দীপনঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বল্যো রক্তপিত্তপ্রদূষকঃ।
কিলাস কুষ্ঠ গুল্মার্শো মেহ ক্রিমি কফানিলান্।
সহিক্কা পীনস শ্বাস কাসান্ হন্তি রসায়নম্।

রশুন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুবিপাক, মলনিঃসারক, হৃদ্য, কেশের পক্ষে

হিতজনক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, রুচিকর অগ্নির দীপক, ভগ্নসংযোজক, বলকারক, রক্তপিত্তদূষক ও রসায়ন। ইহা কিলাস (ধবল) কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, মেহ, ক্রিমি, হিক্কা, পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ নাশ করে।

পলাণ্ডুস্তদ্গুণন্যূনঃ শ্লেষ্মলো নাতিপিত্তলঃ।
কফবাতার্শসাং পথ্যঃ স্বেদেঽভ্যবহৃতৌ তথা॥

পেঁয়াজ, রসুন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ, শ্লেষ্মকারক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। ইহা কফবাতার্শোরোগীর স্বেদক্রিয়ায় ও ভোজনে প্রশস্ত।

তীক্ষ্ণো গৃঞ্জনকো গ্রাহী পিত্তিনাং হিতকৃন্ন সঃ।

গাজর তীক্ষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, ইহা পিত্তরোগীর হিতকর নহে।

দীপনঃ শূরণো রুচ্যঃ কফঘ্নো বিশদো লঘুঃ।
বিশেষাদর্শসাং পথ্যো ভূকন্দস্ত্বতিদোষলঃ॥

ওল অগ্নির দীপক, রুচিকারক, কফঘ্ন, বিশদ (নির্ম্মলতাকারক), লঘু, ইহা অর্শোরোগীর বিশেষ পথ্য। ভূকন্দ (কোঁড়ক, পোয়ালছাতু) অত্যন্ত দোষপ্রকোপক।

পত্রে পুষ্পে ফলে নালে কন্দে চ গুরুতা ক্রমাৎ।

পত্রশাক অপেক্ষা পুষ্পশাক, পুষ্পশাক অপেক্ষা ফলশাক, ফলশাক অপেক্ষা ডাঁটাশাক, ডাঁটাশাক অপেক্ষা কন্দশাক যথাক্রমে গুরু।

বরা শাকেষু জীবন্তী সর্ষপাস্ত্ববরাঃ পরম্॥

সর্ব্বপ্রকার শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক অতি উৎকৃষ্ট এবং সরিষার শাক অতি নিকৃষ্ট।

ফলবর্গঃ।

দ্রাক্ষা ফলোত্তমা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা সৃষ্টমূত্রবিট্।
স্বাদুপাকরসা স্নিগ্ধা সকষায়া হিমা গুরুঃ।
নিহন্ত্যনিল পিত্তাস্র তিক্তাস্যত্ব মদাত্যয়ান্।
তৃষ্ণা কাস শ্রম শ্বাস স্বরভেদ ক্ষত ক্ষয়ান্॥

সকল প্রকার ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর পক্ষে হিতজনক, মলমূত্রনিঃসারক, মধুররস ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, ঈষৎ কষায়, শীতবীর্য্য, গুরু এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, মুখতিক্ততা, মদাত্যয়, তৃষ্ণা, কাস, শ্রম, শ্বাস, স্বরভেদ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশ করে।

উদ্রিক্ত পিত্তান্ জয়তি ত্রীন্ দোষান্ স্বাদুদাড়িমম্।
পিত্তাবিরোধি নাত্যুষ্ণমম্লং বাতকফাপহম্।
সর্ব্বং হৃদ্যং লঘু স্নিগ্ধং গ্রাহি রোচন দীপনম্॥

মিষ্ট দাড়িম বর্দ্ধিত পিত্ত ও ত্রিদোষনাশক। অম্ল দাড়িম বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা অধিক উষ্ণবীর্য্য নহে এবং পিত্তের অবিরোধী অর্থাৎ পিত্তের শমতা বা আধিক্য করে না। সকল প্রকার দাড়িমই হৃদ্য, লঘু, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, রুচিকারক ও অগ্নির উদ্দীপক।

মোচ খর্জ্জুর পনস নারিকেল পরূষকম্।
আম্রাত তাল কাশ্মর্য্য রাজাদন মধূকজম্।
সৌবীর বদরাঙ্কোল্ল ফল্গু শ্লেষ্মাতকোদ্ভবম্।
বাতামাভিষুকাক্ষোড় মুকূলক নিকোঠকম্।
উরুমাণং প্রিয়ালঞ্চ বৃংহণং গুরু শীতলম্।
দাহ ক্ষত ক্ষয়হরং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।
স্বাদুপাকরসং স্নিগ্ধং বিষ্টম্ভি কফ শুক্রকৃৎ॥

কলা, খেজুর, কাঁটাল, নারিকেল, ফল্সা, আমড়া, তাল, গাম্ভারীফল, ক্ষীরি, মউলফল, সেউ, কুল, আঁকোড়, কাকডুমুর, শেলু, বাদাম, পেস্তা, আকরোট, দণ্ডীফল,

কলিআঁকড়া, নাইকল, পিয়ালফল, ইহারা গুরু, শীতবীর্য্য, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগনাশক, রক্তপিত্ত নাশক, মধুর রস ও মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী এবং কফ ও শুক্রজনক।

ফলন্তু পিত্তলং তালং সরং কাশ্মর্য্যজং হিমম্।
শকৃন্মূত্র বিবন্ধঘ্নং কেশ্যং মেধ্যং রসায়নম্।
বাতামাদ্যমুষ্ণবীর্য্যন্তু কফ পিত্তকরং সরম্।
পরং বাতহরং স্নিগ্ধমনুষ্ণন্তু পিয়ালজম্।
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কোলমজ্জা গুণৈস্তদ্বত্তৃট্ ছর্দ্দি কাসজিচ্চ সঃ।

তাল ফল পিত্তজনক। গাম্ভারী ফল মলনিঃসারক, শীতবীর্য্য, মল মূত্রের বিবন্ধ-নাশক, কেশের পক্ষে হিতজনক, মেধা ও শক্তিবর্দ্ধক এবং রসায়ন। বাদাম প্রভৃতি ফল সকল উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তকর, মল নিঃসারক, অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। পিয়াল ফল ঈষদুষ্ণ বীর্য্য। পিয়াল মজ্জা (চিরঞ্জী) মধুর, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। কুলআঁঠির শাঁস চিরঞ্জীর তুল্য গুণবিশিষ্ট কিন্তু ইহা তৃষ্ণা, বমন ও কাসরোগ নাশক।

পক্বং সুদুর্জরং বিল্বং দোষলং পূতিমারুতম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং বালং গ্রাহ্যুভয়ং হি তৎ।

পাকা বেল দুষ্পাচ্য, ত্রিদোষকর এবং পূতি বায়ুজনক। কচি বেল অগ্নির দীপক এবং কফ ও বায়ুনাশক; উভয়বিধ বেলই মল সংগ্রাহক।

কপিত্থমামং কণ্ঠঘ্নং দোষলং দোষঘাতি তু।
পক্বং হিক্কা বমথুজিৎ সর্ব্বং গ্রাহি বিষাপহম্।

অপক্ক কয়েৎবেল স্বরনাশক ও ত্রিদোষজনক। পক্ক কয়েৎবেল ত্রিদোষঘ্ন এবং হিক্কা ও বমি নিবারক। সকল প্রকার কয়েৎবেলই মলসংগ্রাহী এবং বিষদোষনাশক।

জাম্ববং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং ভৃশবাতলম্।
সংগ্রাহি মূত্রশকৃতোরকণ্ঠ্যং কফপিত্তনুৎ।

জাম গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত বায়ুজনক, মল মূত্র সংগ্রাহী, কণ্ঠের পক্ষে অহিত এবং কফ ও পিত্তনাশক।

বাতপিত্তাস্র কৃদ্বালং বৃদ্ধাস্থি কফপিত্তকৃৎ।
গুর্ব্বাম্রং বাতজিৎ পক্বং স্বাদ্বম্লং কফ শুক্রকৃৎ।

কচি আম্র, বায়ু ও রক্তপিত্তকারক। সঞ্জাতাস্থি আম্র (যাহার আঁটি হইয়াছে) কফ ও পিত্তজনক। পক্ক আম্র গুরুপাক, বায়ুনাশক, অম্লমধুর এবং শ্লেষ্ম ও শুক্রবর্দ্ধক।

বৃক্ষাম্লং গ্রাহি রুক্ষোষ্ণং বাতশ্লেষ্মহরং লঘু।

তেঁতুল মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

শম্যা গুরূষ্ণং কেশঘ্নং রুক্ষং পীলু তু পিত্তলম্।
কফবাতহরং ভেদি প্লীহার্শঃ ক্রিমিগুল্মনুৎ।
সতিক্তং স্বাদু যৎ পীলু নাত্যুষ্ণং তৎ ত্রিদোষজিৎ।

শাঁইফল গুরু, উষ্ণবীর্য্য, কেশঘ্ন। পীলু-ফল পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্মনাশক ও মলভেদী, ইহা প্লীহা, অর্শঃ, ক্রিমি ও গুল্মরোগ নাশ করে। যে পীলুফল ঈষৎ তিক্ত ও মধুর, তাহা কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য ও ত্রিদোষঘ্ন।

ত্বক্ তিক্ত কটুকা স্নিগ্ধা মাতুলুঙ্গস্য বাতজিৎ।
বৃংহণং মধুরং মাংসং বাতপিত্তহরং গুরু।
লঘু তৎকেশরং কাস শ্বাস হিক্কা মদাত্যয়ান্।
আস্য শোষানিল শ্লেষ্ম বিবন্ধ ছর্দ্দ্যরোচকান্।
গুল্মোদরার্শঃ শূলানি মন্দাগ্নিত্বঞ্চ নাশয়েৎ।

টাবালেবুর খোসা তিক্ত, কটু, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। ইহার শাঁস (খোসার নীচে ও রোয়ার উপরের ভাগ) বলকারক, মধুর, গুরু ও বাতপিত্তঘ্ন এবং ইহার রোয়া লঘু। ইহা কাস, শ্বাস, হিক্কা, মদাত্যয়, মুখশোষ, বায়ু, শ্লেষ্মা, মলবিবদ্ধতা, বমন, অরুচি, গুল্ম,

উদররোগ, অর্শঃ, শূল ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে।

ভল্লাতকস্য ত্বঙ্মাংসং বৃংহণং স্বাদু শীতলম্।
তদস্থ্যগ্নিসমং মেধ্যং কফবাতহরং পরম্॥

ভেলার ছাল ও শাঁস, পুষ্টিকারক, মধুর রস ও শীতবীর্য্য। ইহার আঁটি অগ্নিসম (ফোস্কাকারক), মেধাবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত বাতশ্লেষ্মনাশক।

স্বাদ্বম্লং শীতমুষ্ণঞ্চ দ্বিধা পারেবতং গুরু।
রুচ্যমত্যগ্নিশমনং রুচ্যং মধুরমারুকম্॥
পক্কমাশু জরাং যাতি নাত্যুষ্ণং গুরু দোষলম্॥

স্বাদু ও অম্লভেদে পারেবত নামক ফল দুই প্রকার। স্বাদু পারেবত শীতবীর্য্য, অম্ল, পারেবত উষ্ণবীর্য্য। উভয় প্রকারই গুরু-পাক, রুচিকর ও তীক্ষ্ণাগ্নিনাশক। আরুক ফল রুচিজনক ও মধুররস। পক্ক আরুক ফল, নাত্যুষ্ণ, গুরু ও দোষজনক। ইহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পারেবত ফল, কামরূপে প্রসিদ্ধ, পাকিলে শ্বেত ও রক্তবর্ণ হয়। আরুক ফল, বৃন্দাবনে আড়ু নামে বিখ্যাত।

দ্রাক্ষা পরূষকং চার্দ্রমম্লং পিত্তকফপ্রদম্।
গুরূষ্ণবীর্য্যং বাতঘ্নং সরং সকরমর্দ্দকম্॥

দ্রাক্ষা, ফলসা ও করঞ্চা, ইহারা অপক্কাবস্থায় অম্লরস, পিত্ত ও কফজনক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও মলভেদক।

তদ্বচ্চ কোল কর্কন্ধু লকুচাম্রাতকারুকম্।
ঐরাবতং দন্তশঠং সতুদং মৃগদন্তিকম্॥

কুল, শেয়াকুল, ডেহুফল (মাদার), আমড়া, আরুক, নারাঙ্গীলেবু, টাবালেবু, তুঁদ ও মৃগদন্তিক, ইহারাও অপক্কাবস্থায় কাঁচা দ্রাক্ষাদির ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

নাতিপিত্তকরং পক্বং শুষ্কঞ্চ করমর্দ্দকম্।
দীপনং ভেদনং শুষ্কমম্লিকাকোলয়োঃ ফলম্।
স্বাদ্বম্লং লঘু কোলস্য শুষ্কং জীর্ণঞ্চ দীপনম্।
তৃষ্ণাশ্রম ভ্রমচ্ছেদি লঘিষ্ঠং কফবাতয়োঃ॥

পাকা ও শুষ্ক করঞ্চা কিঞ্চিৎ পিত্তকর। শুষ্ক তেঁতুল ও শুষ্ক কুল, অগ্নির দীপক এবং ভেদক। অম্ল ও মধুররস বিশিষ্ট শুষ্ক কুল, লঘু ও অগ্নির দীপ্তিকর, পুরাতন কুল লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, এবং তৃষ্ণা, শ্রম ও ভ্রমনাশক। ইহা কফ ও বায়ুর পক্ষে হিতকর।

ফলানামবরং তত্র লকুচং সর্ব্বদোষকৃৎ।

ফলের মধ্যে মাদার ফল অপকৃষ্ট। ইহা ত্রিদোষজনক।

হিমানিলোষ্ণ দুর্ব্বাত ব্যাললালাদি দূষিতম্।
জন্তুজুষ্টং জলে মগ্নমভূমিজমনার্ত্তবম্॥
অন্যধান্য যুতং হীনবীর্য্যং জীর্ণতয়াপি চ।
ধান্যং ত্যজেৎ তথা শাকং রুক্ষসিদ্ধমকোমলম্॥
অসঞ্জাতরসং তদ্বচ্ছুষ্কং চানত্র মূলকাৎ।
প্রায়েণ ফলমপ্যেবং তথামং বিল্ববর্জ্জিতম্॥

যে ধান্য, শীতল বাতাস অগ্ন্যাদির উত্তাপ, বিষবায়ু ও সর্পাদির লালামূত্রাদি দ্বারা দূষিত, যাহা পোকাধরা, জলমগ্ন, অপ্রশস্ত ভূমিতে উৎপন্ন, বা অকালে উৎপন্ন, যাহা বিজাতীয় ধান্যযুক্ত, হীনবীর্য্য (স্বভাবতঃ) বা অধিক পুরাতন বলিয়া নিঃসার, তাহা পরিত্যাগ করিবে। ধান্যবৎ পূর্ব্বোক্তরূপে দূষিত যে শাক এবং যাহা তৈলাদি বিনা কেবল জলে সিদ্ধ, যাহা অকোমল, অসম্পূর্ণ রস ও শুষ্ক, সেই শাক পরিত্যজ্য, কিন্তু শুষ্ক মূলা পরিত্যজ্য নহে। ফল সকলও উক্তরূপে দূষিত হইলে কিংবা কাঁচা থাকিলে ব্যবহার করিবে না কেবল বেল অপক্ক অবস্থায় প্রশস্ত।

লবণবর্গঃ।

বিষ্যন্দি লবণং সর্ব্বং সূক্ষ্মং সৃষ্টমলং বিদুঃ।
বাতঘ্নং পাকি তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং কফপিত্তকৃৎ॥

সর্ব্ববিধ লবণ কফাদি নিঃসারক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, মলভেদক, বায়ুনাশক, অপক্ব ব্রণাদির পাককারী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং কফ ও পিত্তজনক।

সৈন্ধবং তত্র সুস্বাদু বৃষ্যং হৃদ্যং ত্রিদোষনুৎ।
লঘ্বনুষ্ণং দৃশঃ পথ্যমবিদাহ্যগ্নিদীপনম্॥

লবণের মধ্যে সৈন্ধব ঈষৎ মধুর রসযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদ্য, ত্রিদোষনাশক, লঘু, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকারী, কিঞ্চিদ্বিদাহী ও অগ্নির উদ্দীপক।

লঘু সৌবর্চ্চলং হৃদ্যং সুগন্ধ্যুদ্গার শোধনম্।
কটুপাকং বিবন্ধঘ্নং দীপনীয়ং রুচিপ্রদম্॥

সচল লবণ লঘু, হৃদয়ের পক্ষে হিতকর, সুগন্ধী, উদ্গারশোধক, কটুবিপাক, অগ্নির দীপক, রুচিপ্রদ এবং মলের বদ্ধতানাশক।

ঊর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনং দীপনং বিড়ম্।
বিবন্ধানাহ বিষ্টম্ভ শূল গৌরব নাশনম্॥

বিট্‌লবণ ঊর্দ্ধ বা অধোগত কফ ও বায়ুর অনুলোমক এবং অগ্নির দীপক। ইহা মলমূত্রাদির বদ্ধতা, আনাহ, বিষ্টম্ভ (ভুক্তদ্রব্যের উদরমধ্যে পিণ্ডাকারে স্থিতি), শূল ও উদরের ভার নষ্ট করে।

বিপাকে স্বাদু সামুদ্রং গুরু শ্লেষ্ম বিবর্দ্ধনম্॥

করকচ লবণ মধুরবিপাক, গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

সতিক্ত কটুকং ক্ষারং তীক্ষ্ণমুৎক্লেদি চৌদ্ভিদম্॥

ঔদ্ভিদ লবণ ঈষৎ তিক্ত, ঈষৎ কটু ক্ষারগুণযুক্ত তীক্ষ্ণ, ইহা দোষের উৎক্লেদী অর্থাৎ প্রকুপিত দোষকে শীঘ্র স্থানচ্যুত করে।

কৃষ্ণে সৌবর্চ্চলগুণা লবণে গন্ধবর্জ্জিতাঃ॥

কাল লবণ সচল লবণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, কিন্তু সুগন্ধ বিহীন।

রৌমকং লঘু পাংশূত্থং সক্ষারং শ্লেষ্মলং গুরু॥

রৌমক লবণ লঘু। পাঙ্গা লবণ ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, শ্লেষ্মজনক ও গুরু।

লবণানাং প্রয়োগে তু সৈন্ধবাদীন্ প্রযোজয়েৎ॥

লবণের প্রয়োগে সৈন্ধবাদি প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ কেবল লবণ শব্দ প্রয়োগ থাকিলে সৈন্ধব লবণ, লবণদ্বয় বলা থাকিলে সৈন্ধব ও সচল লবণ এবং লবণত্রয় বলা থাকিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

গুল্মহৃদ্ গ্রহণী পাণ্ডু প্লীহানাহ গলাময়ান্।
শ্বাসার্শঃ কফবাতাংশ্চ শময়েদ্‌যবশূকজঃ॥

যবক্ষার কফবাতঘ্ন। ইহা গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, আনাহ, গলরোগ, শ্বাস ও অর্শঃ নাশকরে।

ক্ষারঃ সর্ব্বশ্চ পরমং তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কৃমিজিল্লঘুঃ।
পিত্তাসৃগদূষণঃ পাকী ছেত্ত্যহৃদ্যো বিদারণঃ।
অপথ্যঃ কটু লাবণ্যাচ্ছুক্রৌজঃ কেশ চক্ষুষাম্॥

সকল প্রকার ক্ষার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণবীর্য্য, কৃমিঘ্ন, লঘু, রক্তপিত্তদূষক, গণ্ডাদির পাককারী, ছেদী (শ্লেষ্মাদির গ্রন্থি সমূহ নষ্টকরে), অহৃদ্য এবং গণ্ড ও স্ফোটকাদির বিদারক। কটু ও লবণরস থাকাতে ইহা শুক্র, ওজঃ, কেশ ও চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর।

হিঙ্গু বাত কফানাহ শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্।
কটু পাকরসং রুচ্যং দীপনং পাচনং লঘু॥

হিঙ্ বায়ু, কফ, আনাহ ও শূলরোগ নাশক এবং পিত্তপ্রকোপক। ইহা কটুরস

ও কটুবিপাক, রুচিকর, অগ্নির দীপক, পাচক এবং লঘু।

কষায়া মধুরা পাকে রুক্ষা বিলবণা লঘুঃ।
দীপনী পাচনী মেধ্যা বয়সঃ স্থাপনী পরা।
উষ্ণবীর্য্যা সরায়ুষ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদা।
কুষ্ঠবৈবর্ণ্যবৈস্বর্য্য পুরাণ বিষম জ্বরান্॥
শিরোঽক্ষি পাণ্ডু হৃদ্রোগ কামলা গ্রহণী গদান্।
সশোষ শোফাতীসার মেহ মোহ বমি ক্রিমীন্॥
শ্বাস কাস প্রসেকার্শঃ প্লীহানাহগরোদরান্।
বিবন্ধং স্রোতসাং গুল্মমুরুস্তম্ভমরোচকম্।
হরীতকী জয়েদ্ব্যাধীংস্তাংস্তাংশ্চ কফবাতজান্॥

হরীতকী কষায়রসপ্রধান, মধুরবিপাক, রুক্ষ, লবণরসহীন (লবণরস ব্যতীত অন্য পাচ প্রকার রস বিশিষ্ট) লঘু, অগ্নির দীপক, আমদোষের পাচক, মেধাকর, অত্যন্ত বয়ঃস্থাপক, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক আয়ুর হিতকর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলদাতা। ইহা কুষ্ঠ, বৈবর্ণ্য, স্বরবিকৃতি, পুরাতন বিষমজ্বর, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, পাণ্ডুরোগ হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণী, • শোষ, শোথ, অতিসার, মেহ, মোহ, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, কফপ্রসেক, অর্শঃ, প্লীহা, আনাহ, বিষদোষ, উদররোগ, মলমূত্রাদির স্রোতো-বিবন্ধতা, গুল্ম, উরুস্তম্ভ ও অরুচি এবং নিদানোক্ত যাবতীয় কফজ বাতজ ব্যাধি নাশ করে।

তদ্বদামলকং শীতমম্লং পিত্তকফাপহম্।
কটু পাকে হিমং কেশ্যমক্ষমীষচ্চ তদ্গুণম্॥

আমলকী, হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। তবে বিশেষ এই, ইহা শীতবীর্য্য, অম্লরস ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

বহেড়া পাকে কটু, হিমবীর্য্য ও কেশের পক্ষে হিতকর। ইহা, হরীতকী ও আমলকী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

ইয়ং রসায়নবরা ত্রিফলাক্ষ্যাময়াপহা।
রোপণী ত্বগ্‌গদ ক্লেদ মেদো মেহকফাস্রজিৎ॥

ত্রিফলা (মিলিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) রসায়নশ্রেষ্ঠ, নেত্ররোগনাশক, ক্ষতরোপক এবং ইহা কুষ্ঠাদি ত্বগ্‌গত রোগ ব্রণাদির ক্লেদ, মেদোরোগ, মেহ, কফ ও রক্তদুষ্টিনাশক।

সকেশরং চতুর্জাতং ত্বক্‌পত্রৈলং ত্রিজাতকম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং বাতপিত্তকফাপহম্॥

দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, এই মিলিত দ্রব্যত্রয়কে ত্রিজাতক কহে ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর মিলিত হইলে, তাহাকে চাতুর্জাতক বলে। ত্রিজাতক ও চাতুর্জাতক, অগ্নির দীপক, আমদোষের পাচক, রুচিকর এবং বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

পিত্তপ্রকোপি তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং দীপন রোচনম্।
রসে পাকে চ কটুকং কফঘ্নং মরিচং লঘু॥

গোলমরিচ পিত্তপ্রকোপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, রুচিকর, কটুরস, কটুবিপাক, কফঘ্ন ও লঘু।

শ্লেষ্মলা স্বাদু শীতার্দ্রা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা চ পিপ্পলী।
সা শুষ্কা বিপরীতাতঃ স্নিগ্ধা বৃষ্যা রসে কটুঃ॥
স্বাদু পাকানিল শ্লেষ্ম শ্বাস কাসাপহা সরা।
ন তামত্যুপযুঞ্জীত রসায়নবিধিং বিনা॥

কাঁচা পিপুল শ্লেষ্মকর, মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু ও স্নিগ্ধ। শুষ্ক পিপ্পলী কাঁচা পিপ্পলীর বিপরীত গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ শ্লেষ্মনাশক, উষ্ণবীর্য্য ও লঘু। ইহা স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কটুরস, মধুরবিপাক, বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বাস ও কাসনাশক এবং মলভেদক। পিপ্পলীর এইরূপ বিশিষ্টগুণ থাকিলেও রসায়ন বিধি ব্যতিরেকে ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

নাগরং দীপনং বৃষ্যং গ্রাহি হৃদ্যং বিবন্ধনুৎ।
রুচ্যং লঘু স্বাদুপাকং স্নিগ্ধোষ্ণং কাসবাতজিৎ॥

শুঁঠ অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, মল সংগ্রাহী, হৃদ্য, বিবন্ধনাশক, রুচিকর, লঘু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কাস ও বায়ুরোগ নাশ করে।

তদ্বদার্দ্রকমেতচ্চ ত্রয়ং ত্রিকটুকং জয়েৎ।
স্থৌল্যাগ্নিসদন শ্বাস কাস শ্লীপদ পীনসান্॥

আদা, শুঁঠতুল্য গুণবিশিষ্ট। মিলিত শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ, ত্রিকটু নামে অভিহিত হয়। এই ত্রিকটু স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ (গোদ) ও পীনসরোগ নাশ করে।

চবিকা পিপ্পলীমূলং মরিচাল্পান্তরং গুণৈঃ॥

চৈ এবং পিঁপুলমূল, মরিচ অপেক্ষা গুণে অল্পমাত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ ইহারাও কটুরস ও কটুবিপাক, কফঘ্ন, লঘু এবং উষ্ণবীর্য্য।

চিত্রকোঽগ্নিসমঃ পাকে শোফার্শঃ ক্রিমি কুষ্ঠহা॥

চিতা, ব্রণাদির পাকান বিষয়ে অগ্নিতুল্য। ইহা শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক।

পঞ্চকোলকমেতচ্চ মরিচেন বিনা স্মৃতম্।
গুল্ম প্লীহোদরানাহ শূলঘ্নং দীপনং পরম্॥

শুঁঠ, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতা, এই মিলিত পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে। ইহা গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, আনাহ ও শূলরোগ নাশক এবং অত্যন্ত অগ্নির দীপক।

বিল্ব কাশ্মর্য্য তর্কারী পাটলা টুণ্টুকৈর্মহৎ।
জয়েৎ কষায়ং তিক্তোষ্ণং পঞ্চমূলং কফানিলৌ॥

মিলিত বেল, গাম্ভারী, গণিয়ারি, পারুল ও শোণা, মহাপঞ্চমূল নামে অভিহিত। ইহা কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

হ্রস্বং বৃহত্যংশুমতীদ্বয় গোক্ষুরকৈঃ স্মৃতম্।
স্বাদুপাকরসং নাতিশীতোষ্ণং সর্ব্বদোষজিৎ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, শালপানি, চাকুলে এবং গোক্ষুর, মিলিত এই পাঁচটিকে হ্রস্বপঞ্চমূল কহে। ইহা মধুররস ও মধুরবিপাক, নাতিশীতোষ্ণ এবং সকল প্রকার দোষনাশক।

বলা পুনর্নবৈরণ্ডৈঃ সূর্প্য পর্ণীদ্বয়েন তু।
মধ্যমং কফবাতঘ্নং নাতিপিত্তকরং সরম্॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডা, মুগানি ও মাষাণি, মিলিত এই পাঁচটিকে মধ্যম পঞ্চমূল কহে। ইহা কফ ও বায়ুনাশক, মলভেদী। মধ্যম পঞ্চমূল বিশেষ পিত্তবর্দ্ধক নহে।

অভীরু বীরা জীবন্তী জীবকর্ষভকৈঃ স্মৃতম্।
জীবনাখ্যঞ্চ চক্ষুষ্যং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্॥

শতমূলী, ক্ষারকাঁকলা, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক এই পাঁচটি মিলিত জীবনাখ্য পঞ্চমূল। ইহা চক্ষুর পক্ষে হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাতপিত্তনাশক।

তৃণাখ্যং পিত্তজিদ্দর্ভ কাশেক্ষু শর শালিভিঃ॥

কুশ, কাশ, কুশেক্ষু, শর ও শালিধান্য, মিলিত এই পাঁচটির মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। ইহা পিত্তনাশক। মতান্তরে শালি স্থানে বীরণ অর্থাৎ বেণার মূল বিহিত হয়।

শূক শিম্বিজ পক্বান্ন মাংস শাক ফলৌষধৈঃ।
বর্গিতৈরন্নলেশোঽয়মুক্তো নিত্যোপযোগিকঃ॥

নিত্য ব্যবহারোপযোগী শূকধান্যবর্গ, শিম্বিধান্যবর্গ, কৃতান্নবর্গ, মাংসবর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ ও ঔষধবর্গ সংক্ষেপে উক্ত হইল, অর্থাৎ প্রত্যহ যাহা ব্যবহার্য্য, তাহাই কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইল।

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্নসংরক্ষাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

রাজা রাজগৃহাসন্নে প্রাণাচার্য্যং নিবেশয়েৎ।
সর্ব্বদা ন ভবত্যেবং সর্ব্বত্র প্রতিজাগৃহিঃ॥

অতঃপর আমরা অন্নসংরক্ষা নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। কারণ অন্ন যদিও প্রাণদ, তথাপি উহা বিষাদি দ্বারা উপহত ও অবিধি সেবিত হইলে প্রাণনাশক হইয়া থাকে। অতএব অন্ন সংরক্ষাধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে। সকল ব্যক্তিরই অন্নপানাদি, বিষাদি হইতে অবশ্য রক্ষণীয়, তবে রাজা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহারই অন্নপানীয়াদি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে। রাজা রাজভবনের সন্নিধানে বৈদ্যকে বাস করাইবেন, কারণ তাহা হইলে বৈদ্য সর্ব্বদা অন্নপান ও বস্ত্রাদি সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান লইতে পারিবেন।

অন্নপানং বিষাদ্রক্ষেদ্বিশেষেণ মহীপতেঃ।
যোগক্ষেমৌ তদায়ত্তৌ ধর্ম্মাদ্যাস্তন্নিবন্ধনাঃ॥

রাজার অন্ন, পান, শয়ন, আসন ও মাল্যাদি, বিশেষরূপে বিষ হইতে রক্ষা করিবে। কারণ যোগ ও ক্ষেম, রাজার অধীন এবং ধর্ম্মাদি চতুর্বগ সেই যোগক্ষেমের অধীন। অলব্ধ ধনাদির লাভোপায়কে যোগ এবং লব্ধ ধনাদির রক্ষণকে ক্ষেম কহে।

ওদনো বিষবান্ সান্দ্রো যাত্যবিস্রাব্যতামিব।
চিরেণ পচ্যতে পক্কো ভবেৎ পর্য্যুষিতোপমঃ॥
ময়ূরকণ্ঠতুল্যোষ্মা মোহ মূর্চ্ছা প্রসেককৃৎ।
হীয়তে বর্ণগন্ধাদ্যৈঃ ক্লিদ্যতে চন্দ্রকাচিতঃ॥

বিষযুক্ত অন্ন বিলেপীর ন্যায় গাঢ় ও অবিস্রাবী (যাহার মণ্ড বাহির হয় না), ইহা বিলম্বে পাক হয় এবং সদ্যোসিদ্ধ অন্ন ও পর্য্যুষিতের (বাসির) ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিষাক্ত অন্ন হইতে ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নানাবর্ণের বাষ্প উঠে। ইহা মোহ, মূর্চ্ছা ও লালাস্রাবকারী, গন্ধ ও বর্ণ হীন, ক্লিন্ন ও চন্দ্রকাচিত (ময়ূরপুচ্ছের চাঁদের ন্যায় বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট)।

ব্যঞ্জনান্যাশু শুষ্যন্তি ধ্যামক্বাথানি তত্র চ।
হীনাতিরিক্তা বিকৃতা ছায়া দৃশ্যেত নৈব বা॥
ফেনোর্দ্ধরাজী সীমন্ত তন্তু বুদ্বুদ সম্ভবঃ।
বিচ্ছিন্ন বিরসা রাগাঃ ষাড়বাঃ শাকমামিষম্॥

বিষযুক্ত সূপাদি ব্যঞ্জন শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ইহার ঝোল দেখিতে মলিন বর্ণ এবং তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ অথবা বিকৃতাঙ্গ দৃষ্ট হয়, কিংবা একেবারেই দেখা যায় না। বিষাক্ত ব্যঞ্জনে ফেনা, উৰ্দ্ধরেখা, সীমন্ত, সূতা ও বুদ্‌বুদের উদ্ভব হয়। রাগ, ষাড়ব, শাক এবং মাংস, মৎস্যাদি বিচ্ছিন্ন ও বিরস হয়।

নীলা রাজীরসে তাম্রা ক্ষীরে দধনি দৃশ্যতে।
শ্যাবা পীতা সিতা তক্রে ঘৃতে পানীয়সন্নিভা॥
মস্তুনি স্যাৎ কপোতাভা রাজী কৃষ্ণা তুষোদকে।
কালী মদ্যাম্ভসোঃ ক্ষৌদ্রে হরিতৈলেঽরুণোপমা॥

বিষযুক্ত মাংসরসে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়, দুগ্ধে তাম্রবর্ণ, দধিতে পিঙ্গল বর্ণ, ঘোলে পীত কৃষ্ণবর্ণ, ঘৃতে জল সদৃশ, দধির মাতে কপোতাভ, তুষোদক নামক কাঁজিতে কৃষ্ণবর্ণ, মদ্যে ও জলে কালবর্ণ, মধুতে সবুজবর্ণ এবং তৈলে অরুণ বর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়।

পাকঃ ফলানামামানাং পক্কানাং পরিকোথনম্।
দ্রব্যাণামার্দ্রশুষ্কানাং স্যাতাং ম্লানবিবর্ণতা॥
মৃদূনাং কঠিনানাঞ্চ ভবেৎ স্পর্শবিপর্য্যয়ঃ।
মাল্যস্য স্ফুটিতাগ্রত্বং ম্লানির্গন্ধান্তরোদ্ভবঃ॥

ধ্যানমণ্ডলতা বস্ত্রে শটনং তন্তুপক্ষ্মণাম্।
ধাতু মৌক্তিক কাষ্ঠ শ্ম রত্নাদিষু মলাক্তা।
স্নেহস্পর্শঃ প্রভাহানিঃ সপ্রভত্বং তু মৃণ্ময়ে।

বিষদূষিত অপক্ক ফল পক্কতা প্রাপ্ত হয় এবং পক্কফল পচিয়া যায়, আর্দ্র দ্রব্যের মলিনতা ও শুষ্ক দ্রব্যের বিবর্ণতা হয়, মৃদু কঠিন দ্রব্য স্পর্শ বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ কোমল দ্রব্য স্পর্শে কঠিন ও কঠিন দ্রব্য স্পর্শে কোমল বোধ হয়, পুষ্পমালা স্ফুটিতাগ্র, মলিন, স্বগন্ধবিহীন, বস্ত্রে মলিন চক্রাকার দাগ, তাহার ফুঁফী সকল বিশীর্ণ হয়। ধাতু, মুক্তা, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড ও মরকতাদি রত্নে মলা জন্মে এবং উহাদের স্নিগ্ধতার ও শৈত্যাদি স্পর্শের হানি হইয়া থাকে, কিন্তু মৃন্ময়জন প্রভাবিশিষ্ট হয়।

বিষদঃ শ্যাবঃ শুষ্কাস্যো বিলক্ষো বীক্ষতে দিশঃ।
স্বেদবেপথুমাংস্তত্র ভীতঃ স্খলতি জৃম্ভতে॥

বিষদাতার মুখ শুষ্ক ও শ্যামবর্ণ হয়। সে ব্যক্তি অনির্দ্দিষ্টভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাহার ঘর্ম্ম, কম্প ও জৃম্ভা উপস্থিত হয় এবং পদস্খলন হইয়া থাকে।

প্রাপ্যান্নং সবিষং ত্বগ্নিরেকাবর্ত্তঃ স্ফুটত্যপি।
শিখিকণ্ঠাভ ধূমার্চ্চিরনর্চ্চির্বোগ্রগন্ধবান্॥

বিষদূষিত অন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই অগ্নি একাবর্ত্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে এবং চট্ চট্ করিয়া শব্দ করে, উহার ধূম ও শিখা ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, অথবা হয়ত একেবারেই শিখা দৃষ্ট হয় না এবং শীঘ্র অগ্নি হইতে তীব্র দুর্গন্ধ বহির্গত হয়।

ম্রিয়ন্তে মক্ষিকাঃ প্রাশ্য কাকঃ ক্ষামস্বরো ভবেৎ।
উৎক্রোশন্তি চ দৃষ্ট্বৈ তচ্চকোরদাত্যূহশারিকাঃ।
হংসঃ প্রস্খলতি গ্লানির্জীবঞ্জীবস্য জায়তে।
চকোরস্যাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌঞ্চস্য স্যান্মদোদয়ঃ।

কপোত পরভৃদ্দক্ষ চক্রবাকাস্ত্যজন্ত্যসূন্।
উদ্বেগং যাতি মার্জ্জারঃ শকৃন্মুঞ্চতি বানরঃ।
হৃষ্যেন্ময়ূরস্তদ্দৃষ্ট্বা মন্দতেজো ভবেদ্বিষম্।
ইত্যন্নং বিষবজ্জ্ঞাত্বা ত্যজেদেবং প্রযত্নতঃ।
যথা তেন বিপদ্যেঽল্পপি ন ক্ষুদ্রজন্তবঃ।

বিষযুক্ত অন্ন, আহার করিলে মাছি মরিয়া যায়, কাক ক্ষীণস্বর হয়, শুকপাখী, ডাকপক্ষী ও শারিকা ইহা দেখিলে চীৎকার করিতে থাকে, হংস স্খলিত হয়, জীবঞ্জীব অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, চকোর পক্ষীর অক্ষির বিবর্ণতা জন্মে, ক্রৌঞ্চের নেশা হয়, কপোত, কোকিল, কুক্কুট ও চক্রবাক প্রাণত্যাগ করে, বিড়াল উদ্বেগগ্রস্ত হয়, বানর মলত্যাগ করে, ময়ূর উহার দর্শনে হৃষ্ট হয় এবং বিষও মন্দ তেজ হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা এবংবিধ অন্ন বিষযুক্ত জানিয়া অতি যত্ন সহকারে এরূপে পরিত্যাগ করিবে, যেন তাহাতে কোন ক্ষুদ্র জীবেরও অনিষ্ট না হয়।

স্পৃষ্টে তু কণ্ডূদাহোষ্মা জ্বরার্ত্তিস্ফোটসুপ্তয়ঃ।
নখরোমচ্যুতিঃ শোথঃ সেকাদ্যা বিষনাশনাঃ।
শস্তাস্তত্র প্রলেপাশ্চ সেব্য চন্দনপদ্মকৈঃ।
সসোম কল্ক তালীশপত্র কুষ্ঠামৃতা নতৈঃ।

বিষদুষ্ট অন্ন, হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিলে কণ্ডূ, সর্ব্বাঙ্গে বা অঙ্গবিশেষে দাহ, জ্বর, মূল, স্ফোটক, স্পর্শশক্তি লোপ, শোথ এবং নখ ও চুলের পতন হয়। এই সকল বিষোপদ্রবে শিরীষাদি বিষনাশক ঔষধির কাথ দ্বারা পরিষেক ও স্নানাদি কর্ত্তব্য। এবং বেণার মূল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, পাপ্‌ড়ী খয়ের, তালীশপত্র, কুড়, গুলঞ্চ ও তগর পাদুকা, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ উপকারী।

লালাজিহ্বৌষ্ঠয়োর্জাড্যমূষা চিমিচিমায়নম্।
দন্তহর্ষো রসাজ্ঞত্বং হনুস্তম্ভশ্চ বক্তৃগে।
সেব্যাদ্যৈস্তত্র গণ্ডূষাঃ সর্ব্বঞ্চ বিষজিদ্বিতম্।

বিষযুক্ত অন্ন মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লালাস্রাব, মুখ ও জিহ্বার জড়তা, সন্তাপ, চিমিচিমবদ্ বেদনা, দন্তহর্ষ (দাঁত শিড় শিড় করা), আস্বাদনশক্তির লোপ ও হনুগ্রহ (চোয়াল বদ্ধ), এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বেণার মূল প্রভৃতির ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ হিতকর।

আমাশয়গতে স্বেদ মূর্চ্ছাধ্মানমদভ্রমাঃ।
লোমহর্ষো বমির্দাহশ্চক্ষুর্হৃদয়রোধনম্।
বিন্দুভিশ্চাচয়োঽঙ্গানাং পক্বাশয়গতে পুনঃ।
অনেকবর্ণং বমতি মূত্রয়ত্যতিসার্য্যতে ॥
তন্দ্রাকুলত্বং পাণ্ডুত্বমুদরং বলসংক্ষয়ঃ।
তয়োর্বান্তবিরিক্তস্য হরিদ্রে কটভীঙ্গুদম্ ॥
নিষ্কুবারিত নিষ্পাব বাষ্পিকা শতপর্ব্বিকাঃ।
তণ্ডুলীয়কমূলানি কুক্কুটাণ্ডমবল্গুজম্।
নাবনাঞ্জনপানেষু যোজয়েদ্বিষশান্তয়ে ॥

বিষদুষ্ট অন্ন, আমাশয়গত হইলে, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, মত্ততা, গাত্রঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, বমি, দাহ, চক্ষুর অবসাদ, হৃদয়স্তম্ভ ও সর্ব্বাঙ্গে দষ্টক্ষতাকার নানা বর্ণের চিহ্ন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং ঐ দুষ্ট অন্ন পক্বাশয়গত হইলে নানাবর্ণের বমন, মূত্রণ ও মল নিঃসরণ হইতে থাকে এবং তন্দ্রা, কৃশতা, পাণ্ডুতা, উদর রোগ ও বলক্ষয় হয়। এই উভয় স্থলেই অর্থাৎ বিষমিশ্রিত অন্ন আমাশয়গত হইলে রোগীকে যথোপযুক্ত বমন ও পক্বাশয়গত হইলে যথাপ্রয়োজন বিরেচন করাইয়া, তাহার বিষদোষ নাশের জন্য হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লতাফট্কী, ইঙ্গুদী, (জেয়াপোতা) নিষিন্দা, শিম, রাঁধুনী, দূর্ব্বা, কাঁটানটের মূল, মুরগীর ডিম ও বাকুচী, এই সকল দ্রব্য, যুক্তি অনুসারে নস্য, অঞ্জন ও পানার্থ প্রয়োগ করিবে।

বিষভুক্তায় দদ্যাচ্চ শুদ্ধায়োর্দ্ধমধস্তথা।
সূক্ষ্মং তাম্ররজঃ কালে সক্ষৌদ্রং হৃদ্বিশোধনম্।
শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেমচূর্ণস্য দাপয়েৎ।

বমন বিরেচনানন্তর হৃদয়শুদ্ধির জন্য বিষভুক্ত ব্যক্তিকে, যথোপযুক্ত সময়ে, সূক্ষ্ম তাম্র চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইয়া তৎপরে অর্দ্ধ তোলা সুবর্ণচূর্ণ প্রয়োগ করাইবে। (বৃদ্ধ বৈদ্যেরা), তাম্র ও সুবর্ণ ভস্ম প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ন সজ্জেত হেমপাঙ্গে পদ্মপত্রেঽম্বুবদ্বিষম।
জায়তে বিপুলঞ্চায়ুর্গরেঽপ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সুবর্ণ সেবন করে, তাহার শরীরে ও বিষ সংযুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু ইহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। বিষদোষ নাশের যে বিধি উক্ত হইল, গর অর্থাৎ সংযোগাদিজ বিষেও তাহাই জানিবে।

বিরুদ্ধমপি চাহারং বিদ্যাদ্বিষগরোপমম্ ॥

বিরুদ্ধ আহারও বিষ এবং গরের তুল্য। অর্থাৎ বিষ যেমন মৃত্যুর হেতু, বিরুদ্ধ আহার ও তেমনই প্রাণনাশের কারণ। বিরুদ্ধ আহারের বিষয় ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

বিরুদ্ধভোজনমাহ।

আনূপমামিষং মাষ ক্ষৌদ্র ক্ষীরবিরূঢ়কৈঃ।
বিরুধ্যতে সহ বিসৈর্মূলকেন গুড়েন বা।
বিশেষাৎ পয়সা মৎস্যো মৎস্যেষ্বপি চিলীচিমঃ ॥

মাষকলাই, মধু, দুগ্ধ, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, মৃণাল, মূলা ও গুড় এই সাত প্রকার দ্রব্যের সহিত আনূপ মাংস বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মৎস্য, বিশেষতঃ চিলীচিম মৎস্য অত্যন্ত বিরুদ্ধ। (চিলীচিম মৎস্যের সর্ব্বাঙ্গে নীলবর্ণ রেখা আছে, ইহা প্রায় ভূমিতে বিচরণ করে)।

বিরুদ্ধমন্নং পয়সা সহ সর্ব্বং ফলং তথা।

ফলমক্ষোটাদি চ পয়সা বিরুদ্ধম। সর্ব্ব শব্দঃ সর্ব্বত্র ন সম্বন্ধনীয়ো যতো সর্ব্বং ফলং পয়সা সহ অভ্যবহর্ত্তুং বিরুদ্ধমপি তু কিঞ্চিদেব। তথাচ মুনিঃ। পরিসংখ্যয়ৈবাপঠং! তথা আম্রাম্রাতক লকুচ করমর্দ্দ মোচ দন্তশঠ বদর কোশাম্র ভব্য জাম্বব কপিত্থ তিন্তিড়ীক পারেবতাক্ষোট পনস নারিকেল দাড়িমামলকান্যেবম্প্রকারাণি চান্যানীতি। তস্মান্ন সর্ব্বং ফলং পয়সা সহাভ্যবহর্ত্তুং বিরুদ্ধং কিন্তু মুন্যুক্তমেব।

দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল এবং আকরোটাদি সর্ব্বপ্রকার পক্ক বা অপক্ক ফল ভোজন বিরুদ্ধ।

তদ্বৎ কুলত্থ বরক কঙ্কু বল্ল মকুষ্ঠকাঃ।
ভক্ষয়িত্বা হরিতকং মূলকাদি পয়স্ত্যজেৎ॥

সেইরূপ কুলত্থ কলাই, চীনা ও কাঙ্গনী ধান্য, বল্ল (একপ্রকার ঘাসের বীজ) ও বনমুগ, দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ। মূলা প্রভৃতি আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিবে না।

বারাহং শ্বাবিধা নাদ্যাদ্দধ্না পৃষত কুক্কুটৌ।
আমমাংসানি পিত্তেন মাষসূপেন মূলকম্॥
অবিং কুসুম্ভশাকেন বিসৈঃ সহ বিরূঢকম্।
মাষসূপ গুড়ক্ষীর দধ্যাজ্যৈর্লকুচং ফলম্॥
ফলং কদল্যাস্তক্রেণ দধ্না তালফলেন বা।
কণোষণাভ্যাং মধুনা কাকমাচীং গুড়েন বা॥
সিদ্ধাং বা মৎস্যপচনে পচনে নাগরস্য বা।
সিদ্ধামন্যত্র বা পাত্রে কল্যে † তামুষিতাং নিশাম্॥

শজারুমাংসের সহিত শূকরমাংস, দধির সহিত পৃষত হরিণের মাংস বা কুক্কুট মাংস, পিত্তের সহিত কাঁচা মাংস, মাষকলায়ের যূষের সহিত মূলা, কুসুম শাকের সহিত মেষমাংস, মৃণালের সহিত অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, মাষকলায়ের দাল, গুড়, দুগ্ধ বা দধির সহিত ডেলোমাদার, তক্র দধি বা তালফলের সহিত কদলীফল, শুঁঠও পিঁপুলের সহিত বা মধুর সহিত অথবা গুড়ের সহিত কাকমাচী (মধুনীশাক), মৎস্যের সন্তলনপাত্রে বা শুণ্ঠীপাকপাত্রে সিদ্ধ কাকমাচী অথবা যে কোন পাত্রে যথারুচি সিদ্ধ বাসী কাকমাচী ভোজন করিবে না।

মৎস্যনিস্তলনস্নেহসাধিতাঃ পিপ্পলীস্ত্যজেৎ।
কাংস্যে দশাহমুষিতং সর্পিরুষ্ণস্তরক্ষরৈঃ॥

মৎস্যসন্তলন তৈলদ্বারা পাক করিয়া পিঁপুল ব্যবহার করিবে না। কাঁসার পাত্রে যে ঘৃত ১০ দিন পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। ভেলার সহিত উষ্ণবীর্য্য বা উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবন করিবে না।

ভাসো বিরুধ্যতে শূল্যঃ কম্পিল্লতক্রসাধিতঃ॥

ভাস নামক পক্ষীর শূল্যমাংস (কাবাব) বিরুদ্ধ। তক্রে পাক করা কম্পিল্ল (কামলাগুড়িও) বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সৌবীরনামক সন্ধান বিশেষের সহিত তিলকল্ক, দুগ্ধের সহিত লবণ, নবনীতের সহিত শাক, নূতন দ্রব্যের সহিত পুরাতন দ্রব্য, অপক্ক দ্রব্যের সহিত পক্ক এবং উষ্ণাভিতপ্ত হইয়া সহসা জলাবগাহন প্রভৃতিও বিরুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

ঐকধ্যং পায়সঃ সুরা কৃশরাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

পায়স, সুরা ও কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ) একত্র আহার করিবে না।

মধুসর্পির্বসা তৈলপানীয়ানি দ্বিশস্ত্রিশঃ।
একত্র বা সমাংশানি বিরুধ্যন্তে পরস্পরম্॥
ভিন্নাংশ অপি মধ্বাজ্যে দিব্য বার্যানুপানতঃ।
মধু পুষ্করবীজঞ্চ মধু মৈরেয়শার্করম্।
মন্থানুপানঃ ক্ষৈরেয়ো হারিদ্রঃ কটুতৈলবান্॥

মধু, ঘৃত, চর্ব্বি এবং তৈল সামান্য ভাগে দুই দুইটি বা তিন তিনটি করিয়া একত্র পান করা বিরুদ্ধ। মধু ও ঘৃত সমান ভাগে

† কামাদিতি পাঠান্তরম্।

পান করিয়াও যদি পরে বৃষ্টির জল অনুপান করা যায়, তাহা হইলেও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। মধু এবং পদ্মবীজ একত্র ভোজন বিরুদ্ধ। মাধ্বীক, খর্জ্জূরাসব ও শর্করা কৃত মদ্যও একত্র পাননিষিদ্ধ। পায়স ভোজনের পর মদ্যানুপান এবং সার্ষপ তৈল সিদ্ধ হারিদ্র বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। দধির মাথ বা জলে গোলা ছাতুকে মন্থ ও সাপের ছত্রাকার হরিদ্রাবর্ণ শাক বিশেষকে হারিদ্র বলে।

উপোদিকাতিসারায় তিলকল্কেন সাধিতা।

তিলকল্কের সহিত পুঁইশাক পাক করিয়া খাইলে অতিসার হয়।

বলাকা বারুণীযুক্তা কুল্মাষৈশ্চ বিরুধ্যতে।
ভৃষ্টা বরাহবসয়া সৈব সদ্যো নিহন্ত্যসূন॥

বক পক্ষীর মাংস, বারুণী নামক (পাঁচুই) মদ্যের, বা অর্দ্ধ সিদ্ধ মুগাদির সহিত বিরুদ্ধ। সেই বক পক্ষী যদি শূকরের বসাদ্বারা ভাজা হয়, তাহা হইলে সদ্যই প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

তদ্বত্তিত্তিরিপত্রাঢ্য গোধা লাব কপিঞ্জলাঃ।
ঐরণ্ডেনাগ্নিনা সিদ্ধাস্তৈলেন বিমূর্চ্ছিতাঃ॥

ভেরেন্দা কাষ্ঠের অগ্নিতে ও ভেরেন্দার তৈলে পাক করা তিত্তির পাখী, ময়ূর, গোসাপ, লাবপক্ষী এবং চাতক পক্ষীর মাংস ও সদ্যো মারক।

হারীতমাংসং হারিদ্র শূলকপ্রোতপাচিতম।
হরিদ্রা বহ্নিনা সদ্যো ব্যাপাদয়তি জীবিতম্।
ভস্ম পাংশু পরিধ্বস্তং তদেব চ সমাক্ষিকম্॥

কদম্ব কাষ্ঠের শলাকায় হরিয়াল পক্ষীর মাংস গাঁথিয়া কদম্ব কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিয়া, অথবা ভস্ম ও ধূলায় ধূষরিত ঐ মাংস মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করিলে সদ্যই প্রাণনাশক হয়।

যৎকিঞ্চিদ্দোষমুৎক্লেশ্য ন হরেত্তৎ সমাসতঃ।
বিরুদ্ধং শুদ্ধিরত্রেষ্টা শমো বা তদ্বিরোধিভিঃ॥

যে কোন অন্ন, পান বা ঔষধ, বাতাদি দোষকে স্বস্থান হইতে চালিত করিয়া বহির্গমনোন্মুখ করে, কিন্তু শরীর হইতে নিঃসারিত করিতে পারে না, সংক্ষেপতঃ তাহাদিগকেই বিরুদ্ধ বলা যায়। সেই বিরুদ্ধাহারকৃত রোগে বমন বিরেচনাদি রূপ শুদ্ধিক্রিয়া কর্ত্তব্য। অথবা কেবল বমন বিরেচনাদি দ্বারা আরোগ্যোৎপত্তি না হইলে তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া উৎক্লিষ্ট বাতাদি দোষের ও তৎকৃত বিকারের সংশমন করিবে।

দ্রব্যৈস্তৈরেব বা পূর্ব্বং শরীরস্যাভিসংস্কৃতিঃ।

অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবনের পূর্ব্বে তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা শরীরকে অভিসংস্কৃত অর্থাৎ বিরুদ্ধাহারাদি-সহনশীল করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেবিত বিরুদ্ধ দ্রব্যও রোগোৎপাদনে সমর্থ হয় না।

ব্যায়ামি স্নিগ্ধং দীপ্তাগ্নি বয়ঃস্থ বলশালিনাম।
বিরোধ্যপি ন পীড়ায়ৈ সাত্ম্যমল্পঞ্চ ভোজনম॥

যাহারা ব্যায়ামশীল, স্নিগ্ধকর, দীপ্তাগ্নি, যুবা অথবা বলবান্, তাহাদের বিরুদ্ধ ভোজন পীড়াকর হয় না, কিংবা নিত্যাভ্যাসবশতঃ সাত্ম্যীকৃত বিরুদ্ধ ভোজন অথবা অল্পমাত্র বিরুদ্ধ ভোজনও রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়।

পাদেনাপথ্যমভ্যস্তং পাদপাদেন বা ত্যজেৎ।
নিষেবেত হিতং তদ্বদেকদ্বিত্র্যন্তরীকৃতম॥

কুপথ্য অন্নপানাদি অভ্যস্ত হইলে, যদিও উহা তৎকালে বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করে না, তথাপি পরিণামে অশুভ ফল-প্রদ হইয়া থাকে, অতএব অল্পদিনের অভ্যস্ত কুপথ্য সিকি পরিমাণে ও অধিক

দিনের অত্যস্ত কুপথ্য এক আনা ভাগে, ক্রমে ক্রমে এক, দুই ও তিন অন্নকাল ব্যবধান করিয়া পরিত্যাগ এবং সেই পরিমাণে অর্থাৎ সিকি বা এক আনা ভাগে সুপথ্য অভ্যাস করিবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত কুপথ্য পরিত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সেবন করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, নতুবা হঠাৎ চিরাভ্যস্ত কুপথ্য পরিত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সেবন করিলে, নানা প্রকার বিকার জন্মিয়া থাকে। যেরূপে অত্যস্ত কুপথ্য ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সেবন করিতে হইবে, এস্থলে পাঠকগণের সুগমার্থ তাহা স্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে। যথা, প্রথম অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের এক পাদ পরিত্যাগ ও তৎপরিবর্ত্তে অনভ্যস্ত সুপথ্যের এক পাদ প্রদান করিয়া চতুষ্পাদ পূর্ণ করতঃ সেবন করিবে। দ্বিতীয় অন্নকালে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া অভ্যস্ত কুপথ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ববৎ রাখিবে। তৃতীয় অন্নকালে অভ্যস্ত সুপথ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ ও তৎপরিবর্ত্তে অনভ্যস্ত কুপথ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া সেবন করিবে। চতুর্থ ও পঞ্চম অন্নকালে অভ্যস্ত সম্পূর্ণ কুপথ্যই ভোজন করিবে। ষষ্ঠ অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের পাদত্রয় পরিত্যাগ ও তৎ পূরণার্থ অনভ্যস্ত সুপথ্যের পাদত্রয় প্রদান করিয়া সেবন করিবে এবং সপ্তম, অষ্টম ও নবম অন্নকালে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্ববৎ অভ্যস্ত কুপথ্যই সেবন করিবে। দশম অন্নকালে সমস্ত কুপথ্য ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ সুপথ্য সেবন অভ্যাস করিবে। অভ্যস্ত কুপথ্য সিকি ভাগে যেরূপ ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সিকি ভাগে যেরূপে সেবন করিতে হয়, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইল। এইরূপ ক্রম অনুসারেই এক আনা মাত্রায় কুপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্য নিষেধ করিতে হইবে।

অপথ্যমপি হি ত্যক্তং শীলিতং পথ্যমেব বা।
সাত্ম্যাসাত্ম্যবিকারায় জায়তে সহসান্যথা॥

অভ্যস্ত অপথ্য ও সাত্ম্য (দেহানুকুল) এবং অনভ্যস্ত সুপথ্যও অসাত্ম্য (দেহ প্রতিকূল) হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সহসা অত্যস্ত কুপথ্য ত্যাগ করিলে, সাত্ম্যত্যাগজনিত বিকার এবং অনভ্যস্ত সুপথ্য ত্যাগ করিলে অসাত্ম্য সেবনজনিত রোগ জন্মিয়া থাকে।

ক্রমেণাপচিতা দোষাঃ ক্রমেণোপচিতা গুণাঃ।
নাপ্নুবন্তি পুনর্ভাবমপ্রকম্প্যা ভবন্তি চ॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রমদ্বারা অপথ্যাভ্যাস জনিত দোষসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আর পুনরুদ্ভূত হয় না, পথ্য সেবন জনিত গুণ সকল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া স্থিরভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

অত্যন্তসন্নিধানানাং দোষাণাং দূষণাত্মনাম্।
অহিতৈর্দূষিণং ভূয়ো ন বিদ্বান্ কর্ত্তুমর্হতি।

পরস্পর নিকটবর্ত্তী বাতাদি দোষ সকল একে স্বতঃই দূষণ স্বভাব; তাহাতে আবার কি অহিত ভোজনাদি দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিকতর দূষিত করেন? অর্থাৎ কখনই দূষিত করেন না।

আহার শয়ন ব্রহ্মচর্য্যৈর্যুক্ত্যা প্রয়োজিতৈঃ।
শরীরং ধার্য্যতে নিত্যমাগারমিব ধারণৈঃ॥

যেরূপ স্তম্ভ দ্বারা গৃহ ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুক্তিযুক্ত আহার, নিদ্রা ও মৈথুন দ্বারা নিত্যই শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে।

আহারো বর্ণিতস্তত্র তত্র চ বক্ষ্যতে।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, এই তিনের মধ্যে আহারের বিষয় ঋতু চর্য্যায় বর্ণিত

হইয়াছে এবং জ্বরাদি চিকিৎসাতেও বর্ণিত হইবে। এক্ষণে নিদ্রা ও মৈথুনের বিধি বলা যাইতেছে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টীঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ।

আরোগ্য, অনারোগ্য, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ সমস্তই নিদ্রাধীন জানিবে।

অকালেঽতি প্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাপরা॥

অকালনিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা এই ত্রিবিধ দুষ্ট নিদ্রা, কালরাত্রির ন্যায় আরোগ্য ও জীবন নাশ করিয়া থাকে।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীন প্রচলায়িতম্।

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমান রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রুক্ষত্ব হেতু রাত্রিজাগরণ বায়ুবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধত্ব হেতু দিবানিদ্রা শ্লেষ্মজনক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মে বাতচয়াদান রৌক্ষ্য রাত্র্যল্পভাবতঃ।
দিবাস্বপ্নো হিতোঽন্যস্মিন্ কফপিত্তকরো হি সঃ॥
মুক্ত্বা তু ভাষ্যযানাধ্ব মদ্য স্ত্রী ভার কর্ম্মভিঃ।
ক্রোধশোকভয়ৈঃ ক্লান্তান্ শ্বাস হিক্কাতিসারিণঃ॥
বৃদ্ধ বাল বলক্ষীণ ক্ষত তৃট্ শূল পীড়িতান্।
অজীর্ণ্যভিহতোন্মত্তান্ দিবা স্বপ্নোচিতানপি॥
সর্ব্ব এতে দিবা স্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্।
ধাতুসাম্যং তথা হ্যেষাং শ্লেষ্মা চাঙ্গানি পুষ্যতি॥

বায়ুর সঞ্চয়, আদানকালের (উত্তরায়ণের) রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতা হেতু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা হিতজনক। কারণ দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধত্ব বশতঃ বায়ুর শান্তি ও রুক্ষতা নাশ এবং রাত্রির অল্পতা জন্য নিদ্রা সম্যক্‌রূপ হয় না। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্যকালে দিবানিদ্রা অহিতকর অর্থাৎ কফ ও পিত্তকর হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিক বাক্য কথন, অশ্বাদি যানারোহণ, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ, ভারবহণ ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত, যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়যুক্ত যাহারা শ্বাস, হিক্কা ও অতিসারগ্রস্ত এবং যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত, তৃষ্ণার্ত্ত শূলপীড়িত, অজীর্ণী, লগুড়াদি দ্বারা আহত, উন্মত্ত ও দিবানিদ্রাভ্যাসী তাহাদের পক্ষে সকল কালেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। কেননা দিবা নিদ্রাদ্বারা ইহাদের ধাতু সাম্য হয়, এবং দিবানিদ্রোত্থ শ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

বহুমেদঃ কফাঃ স্বপ্যুঃ স্নেহনিত্যাশ্চ নাঽহনি।
বিষার্তঃ কণ্ঠরোগী চ নৈব জাতু নিশাস্বপি॥

মেদ ও কফবহুল ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা নিত্য স্নেহ পদার্থ সেবন করে, তাহাদের গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা অকর্ত্তব্য। বিষপীড়িত ও কণ্ঠরোগীর, রাত্রিতেও কদাচ নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নহে।

অকালশয়নান্মোহ জ্বর স্তৈমিত্য পীনসাঃ।
শিরোরুক্ শোফ হৃল্লাস স্রোতোরোধাগ্নিমন্দতা॥

অকালে নিদ্রা যাইলে মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য, (অঙ্গের নিরুৎসাহত্ব), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনবেগ, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

তত্রোপবাস বমন স্বেদ নাবনমৌষধম্।

অকালনিদ্রাজনিত রোগে উপবাস, বমন, স্বেদ ও স্নেহনস্যই প্রতিকারজনক ঔষধ।

যোজয়েদতিনিদ্রায়াং তীক্ষ্ণং প্রচ্ছর্দনাঞ্জনম্।
নাবনং লঙ্ঘনং চিন্তাং ব্যবায়ং শোকভীক্রুধঃ।
এভিরেব চ নিদ্রায়া নাশঃ শ্লেষ্মাভিসংক্ষয়াৎ।

অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, উপবাস, চিন্তা, স্ত্রীসঙ্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। অর্থাৎ এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়াতে নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

নিদ্রানাশাদঙ্গমর্দ্দ শিরোগৌরব জৃম্ভিকাঃ।
জাড্যং গ্লানি ভ্রমাপক্তি তন্দ্রারোগাশ্চ বাতজাঃ॥

নিদ্রানাশ হইলে অঙ্গমর্দ্দ (গা ভাঙ্গা), মাথাভার, হাই উঠা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, গা ঘোরা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা এবং বাতজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাকালমতো নিদ্রাং রাত্রৌ সেবেত সাত্ম্যতঃ।
অসাত্ম্যাজ্জাগরাদর্দ্ধং প্রাতঃ স্বপ্যাদভুক্তবান্॥

অতএব রাত্রিকালে যথাসময়ে অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদ্যপি রাত্রি জাগরণ অভ্যাস না থাকে, অথচ কার্য্যানুরোধে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে পরিমিত কাল রাত্রিজাগরণ করা হয়, পরদিন প্রাতঃকালে অন্নাহার না করিয়া তাহার অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে।

শীলয়েন্মন্দনিদ্রস্তু ক্ষীরমদ্যরসান্ দধি।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন স্নান মূর্দ্ধ কর্ণাক্ষি তর্পণম্॥

অল্পনিদ্রা ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ, মদ্য, মাংসের ক্বাথ, দধি, তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), স্নান এবং মস্তকের, কর্ণের ও চক্ষুর তর্পণ হিতকর। এখানে তর্পণশব্দে দ্রবদ্রব্যপ্রয়োগ বুঝিতে হইবে। চিকিৎসিত স্থানে মস্তকাদির যেরূপ তর্পণ করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইবে।

কান্তাবাহুলতাশ্লেষো নির্বৃত্তিঃ কৃতকৃত্যতা।
মনোঽনুকূলা বিষয়াঃ কামং নিদ্রা সুখপ্রদাঃ॥

প্রেয়সীর বাহুলতার আলিঙ্গন, মনের বিশ্রাম, কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপন এবং মনের অনুকূল রূপ রসাদি বিষয় সকল, যথেচ্ছ নিদ্রাসুখ প্রদান করে, অর্থাৎ ইহারা নিদ্রাসুখের হেতু।

ব্রহ্মচর্য্যরতের্গ্রাম্য সুখ নিস্পৃহ চেতসঃ।
নিদ্রা সন্তোষ তৃপ্তস্য স্বং কালং নাতিবর্ত্ততে॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাভিলাষী, মৈথুনসুখে নিস্পৃহ চেতাঃ, বিষয়লালসা রাহিত্য হেতু সদা পরিতৃপ্ত, তাহার নিদ্রা স্বীয় কালকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ নিয়মিত কালে আপনিই আইসে। এখানে ব্রহ্মচর্য্য শব্দে মৈথুনাকরণ বা স্ত্রীসঙ্গ নিয়ম বুঝিতে হইবে।

গ্রাম্যধর্ম্মে ত্যজেন্নারীমনুত্তানাং রজস্বলাম্।
অপ্রিয়া মপ্রিয়াচারাং দুষ্ট সঙ্কীর্ণ মেহনাম॥
অতি স্থূল কৃশাং সূতাং গর্ভিণীমন্যযোষিতম্।
বর্ণিনীমন্যযোনিঞ্চ গুরু দেব নৃপালয়ম্॥
চৈত্যশ্মশানায়তন চত্বরাম্বু চতুষ্পথম্।
পর্ব্বাণ্যনঙ্গং দিবসং শিরোহৃদয়তাড়নম॥

মৈথুনবিষয়ে অনুত্তানা (পার্শ্বাদি স্থিতা), রজস্বলা, অপ্রিয়া বা অপ্রিয়চারিণী, দুষ্ট বা সঙ্কীর্ণ যোনিবিশিষ্টা, অতিস্থূলা বা অতিকৃশাঙ্গী, সদ্যঃপ্রসূতা বা গর্ভিণী অথবা পরস্ত্রী বা বর্ণিনী (ব্রাহ্মণী বা তপস্বিনী) কিংবা পশ্বাদিযোনি ত্যাগ করিবে। গুরুগৃহ, দেবালয়, রাজকীয় স্থান, চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশানভূমি, দুষ্ট নিগ্রহস্থান, চত্বর, জল ও চতুষ্পথ এই সকল স্থানে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। এবং সংক্রান্তি অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে, যোনিভিন্ন অন্য অঙ্গে এবং দিবাভাগে, মৈথুন ত্যাগ করিবে। মৈথুনকালে উৎক্ষেপণাবক্ষেপণদ্বারা মস্তকে ও হৃদয়ে ধাক্কা দিবে না।

অত্যশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুদ্বান্ দুঃস্থিতাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্॥

অতিভুক্তবান্, অধৈর্য্যশীল, ক্ষুধার্ত্ত, দুর্ন্যস্তাঙ্গ (হস্তপদাদি অনুপযুক্তভাবে স্থাপন

করিয়া), পিপাসিত, বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং মলমূত্রাদির বেগবিশিষ্ট ব্যক্তি, মৈথুন ত্যাগ করিবে।

সেবেত কামতঃ কামং তৃপ্তো বাজীকৃতাং হিমে।
ত্র্যহাদ্বসন্ত শরদোঃ পক্ষাদ্বর্ষানিদাঘয়োঃ॥

হেমন্ত ও শিশিরকালে বাজীকরণ ঔষধ সেবনদ্বারা কৃতসন্তর্পণ হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করিবে। বসন্ত ও শরৎ কালে তিন দিন অন্তর, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে পনর দিন অন্তর কামসেবা করিবে।

ভ্রমঃ ক্লমোরুদৌর্ব্বল্যং বলধাত্বিন্দ্রিয় ক্ষয়ঃ।
অপর্ব্ব মরণঞ্চ স্যাদন্যথা গচ্ছতঃ স্ত্রিয়ম্॥

পূর্ব্বোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে ভ্রম, ক্লান্তি, উরু দৌর্ব্বল্য, অকালমৃত্যু এবং বল, ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হইয়া থাকে।

স্মৃতি মেধায়ুরারোগ্য পুষ্টীন্দ্রিয় যশোবলৈঃ।
অধিকা মন্দজরসো ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

যাহারা নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহাদের স্মরণশক্তি, মেধাশক্তি, আয়ু, আরোগ্য, দেহের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়শক্তি, যশঃ ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহারা অল্পজরা বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ জরা তাহাদিগকে শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে না।

স্নানানুলেপন হিমানিল খণ্ড খাদ্যং
শীতাম্বু দুগ্ধ রসযূষ সুরা প্রসন্নাঃ।
সেবেত চানুশয়নং বিরতো রতস্য
তস্যৈবমাশু বপুষঃ পুনরেতি ধাম॥

মৈথুনানন্তর স্নান, চন্দনাদি লেপন, শীতল বায়ু সেবন, লড্ডুকাদি ভোজন এবং শীতল জল, দুগ্ধ, মাংসের ক্বাথ, মুদ্গাদির যূষ, সুরা বা প্রসন্ন নামক মদ্য পান করিয়া নিদ্রা যাইবে, তাহা হইলে রতিদৌর্ব্বল্য দূরীভূত হইয়া পুনরায় শরীরে বলাধান হইবে।

শ্রুতচরিত সমৃদ্ধে কর্ম্মদক্ষে দয়ালৌ
ভিষজি নিরনুবন্ধং দেহরক্ষাং নিবেশ্য।
ভবতি বিপুল তেজঃ স্বাস্থ্যকীর্ত্তি প্রভাবঃ।
স কুশল ফলভোগী ভূমিপালশ্চিরায়ুঃ॥

যে রাজা আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচার, চিকিৎসানিপুণ ও দয়ালু বৈদ্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আপন দেহরক্ষার ভার সমর্পণ করেন, তিনি বিপুল পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু এবং স্বাস্থ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপান্বিত হইয়া কুশল ফলভোগী হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল বিষয়েই কল্যাণ হইয়া থাকে।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মাত্রাশিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মাত্রাশী সর্ব্বকালং স্যান্মাত্রা হ্যগ্নেঃ প্রবর্ত্তিকা।
মাত্রাং দ্রব্যাণ্যপেক্ষন্তে গুরূণ্যপি লঘূন্যপি॥
গুরূণামর্দ্ধ সৌহিত্যং লঘূনাং নাতিতৃপ্ততা।
মাত্রাপ্রমাণং নির্দ্দিষ্টং সুখং যাবদ্বিজীর্য্যতি॥

অতঃপর আমরা মাত্রাশিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সকল সময়ে পরিমিতাহারী হইবে অর্থাৎ কি স্বাস্থ্যাবস্থায় কি রোগের অবস্থায়, কি বাল্যাদি অবস্থায়, কি গ্রীষ্মাদি ঋতুতে, কি দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে, সকল সময়েই পরিমিতাহার করা কর্ত্তব্য। কেন না আহারের পরিমাণই জঠরাগ্নির প্রবর্ত্তক। গুরু দ্রব্যই হউক আর লঘু দ্রব্যই হউক, সকল প্রকার দ্রব্যই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। ভোজন বিষয়ে গুরু দ্রব্যের অর্দ্ধ তৃপ্তি এবং লঘু দ্রব্যের তৃপ্তি মাত্র হিতজনক। ঋষিগণ মাত্রার পরিমাণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির যে পরিমিত আহার সুখে সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার আহারের পরিমাণ জানিবে।

ভোজনং হীনমাত্রন্তু ন বলোপচয়ৌজসে।
সর্ব্বেষাং বাতরোগাণাং হেতুতাঞ্চ প্রপদ্যতে।
অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বানাশু দোষান্ প্রকোপয়েৎ॥

মাত্রাহীন (অপরিমিত) ভোজন, শরীরে বল, পুষ্টি ও বিক্রমের কারণ না হইয়া সর্ব্ব প্রকার বাত রোগের হেতু হয়। এবং অতিমাত্র ভোজন পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বায়ু, পিত্ত ও কফকে আশু প্রকুপিত করিয়া থাকে।

পীড্যমানা হি বাতাদ্যা যুগপত্তেন কোপিতাঃ।
আমেনান্নেন দুষ্টেন তদেবাবিশ্য কুর্ব্বতে॥
বিষ্টম্ভয়ন্তোঽলসকং চ্যাবয়ন্তো বিসূচিকাম্।
অধরোত্তর মার্গাভ্যাং সহসৈবাজিতাত্মনঃ॥

অজীর্ণ দুষ্ট অন্ন দ্বারা পথরোধ হেতু বাতাদি দোষত্রয় পীড্যমান ও যুগপৎ প্রকুপিত হইয়া সেই অপক্ক অন্নে প্রবেশ ও তাহাকে বিষ্টব্ধ অর্থাৎ গমনপথে স্তম্ভিত করতঃ অলসকাখ্য রোগ উৎপাদন করে। অথবা সহসা সেই দুষ্ট অন্নকে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া নিঃসারিত করিয়া বিসূচিকা (ওলাউঠা) নামক রোগ আনয়ন করে। এই রোগদ্বয়, অজিতাত্মা অর্থাৎ অশনলোলুপ ব্যক্তি দিগেরই হইয়া থাকে।

প্রয়াতি নোর্দ্ধং নাধস্তাদাহারো ন বিপচ্যতে।
আমাশয়েঽলসীভূতস্তেন সোঽলসকঃ স্মৃতঃ॥
বিবিধৈ র্বেদনোদ্ভেদৈর্বায্বাদি ভৃশ কোপতঃ।
সূচীভিরিব গাত্রাণি বিধ্যতীতি বিসূচিকা॥

অলসক রোগে দুষ্ট অন্ন ঊর্দ্ধাধঃ কোন মার্গ দিয়া নির্গত হয় না, পরিপাক ও পায় না, কেবল আমাশয়েই অলসীভূত থাকে, তজ্জন্য ইহাকে অলসক কহে। আর বিসূচিকারোগে বাতাদির অতি প্রকোপ হেতু নানাপ্রকার বেদনার সহিত যেন সূচী দ্বারা গাত্রকে বিদ্ধ করিতে থাকে, উহাকে বিসূচিকা বলে।

তত্র শূলভ্রমানাহ কম্পস্তম্ভাদয়োঽনিলাৎ।
পিত্তাজ্জ্বরাতিসারান্তর্দাহ তৃট্ প্রলয়াদয়ঃ।
কফাচ্ছর্দ্দ্যঙ্গ গুরুতা বাক্‌সঙ্গ ষ্ঠীবনাদয়ঃ।

বিসূচিকারোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শূল, ভ্রম (গা ঘোরা), আনাহ, কম্প ও স্তব্ধতাদি উপস্থিত হয়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, অন্তর্দ্দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছাদি উপদ্রব ঘটে। কফের আধিক্য থাকিলে, বমি, অঙ্গের গুরুতা, বাক্‌রোধ ও মুখ হইতে শ্লেষ্মাদি নির্গম প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়।

বিশেষাদ্দুর্ব্বলস্যাল্পবহ্নের্বেগবিধারিণঃ।
পীড়িতং মারুতেনান্নং শ্লেষ্মণা রুদ্ধমন্তরা॥
অলসং ক্ষোভিতং দোষৈঃ শল্যত্বেনৈব সংস্থিতম্।
শূলাদীন্ কুরুতে তীব্রাংশ্ছর্দ্দ্যতীসারবর্জ্জিতান্॥
সোঽলসোঽত্যর্থ দুষ্টাস্তে দোষা দুষ্টামবর্দ্ধকাঃ।
যান্তস্তির্য্যক্ তনুং সর্ব্বাং দণ্ডবৎ স্তম্ভয়ন্তি চেৎ॥
দণ্ডকালসকং নাম তং ত্যজেদাশুকারিণম্॥

অলসক ও দণ্ডালসকের বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি ও মলমূত্রাদির বেগধারণশীল ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন বায়ুদ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দিত, শ্লেষ্মদ্বারা আমাশয়মধ্যে রুদ্ধ ও অলসভাবে অবস্থিত এবং বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হইয়া শল্যরূপে অবস্থিতি করে, ইহাকেই অলসক কহে। অলসক রোগে ভেদ ও বমি কিছুই হয় না বলিয়া বিসূচিকোক্ত অতি দুঃসহ শূলাদি হইয়া থাকে। আবার সেই অলসক রোগে যদি বাতাদি দোষ সকল অত্যন্ত কুপিত এবং দুষ্ট ও অপক্ক ভুক্তান্ন দ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া তির্য্যক্‌ভাবে গমন করিয়া সমস্ত দেহকে দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত করে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডালসক কহে। ইহা আশু প্রাণনাশক। সুতরাং ইহার চিকিৎসা করিবে না।

বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণ শীলিনো বিষ লক্ষণম্।
আমদোষং মহাঘোরং বর্জ্জয়েদ্বিষ সংজ্ঞকম্।
বিষরূপাশুকারিত্বাদ্বিরুদ্ধোপক্রমত্বতঃ॥

বিরুদ্ধাহার, অধ্যশন ও অজীর্ণে ভোজনশীল ব্যক্তির লালাস্রাবাদি বিষলক্ষণ-যুক্ত বিষসংজ্ঞক যে অতি কষ্টদায়ক আমদোষ উৎপন্ন হয়, তাহা বিষসদৃশ, আশুমারক ও বিরুদ্ধচিকিৎস্য বলিয়া ত্যাজ্য। বিষে শীতক্রিয়া রূপ চিকিৎসা, আমে উষ্ণ চিকিৎসা; কিন্তু বিষলক্ষণযুক্ত আমে শীতক্রিয়া বা উষ্ণক্রিয়া উভয়ই বিরুদ্ধ, অতএব ইহা বিরুদ্ধ চিকিৎস্য বলিয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে।

অথামমলসীভূতং সাধ্যং ত্বরিতমুল্লিখেৎ।
পীত্বা সোগ্রাপটুফলং বার্য্যুষ্ণং যোজয়েত্ততঃ॥
স্বেদনং ফলবর্ত্তিঞ্চ মলবাতানুলোমনীম্।
নাম্যমানানি চাঙ্গানি ভৃশং স্বিন্নানি বেষ্টয়েৎ॥

অলসক রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি বিবেচনা করিয়া সাধ্যলক্ষণাক্রান্ত অনতিদুষ্ট স্তব্ধীভূত আম অর্থাৎ অপক্ক অন্নকে, শীঘ্র অর্থাৎ পরিপাক কাল অপেক্ষা না করিয়াই বমন কারক বচ, লবণ ও ময়নাফলের সহিত উষ্ণজল পান দ্বারা তুলিয়া ফেলাইবে। পরে স্বেদ ক্রিয়া এবং গুহ্যদেশে মল ও বায়ুর অনুলোমক ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। আমদোষ জন্য হস্তপদাদি অঙ্গ সকল খেঁচিয়া ধরিলে, সেই সকল স্থানে বিশেষরূপে স্বেদ দিয়া বস্ত্রাদি বেষ্টন করিয়া রাখিবে।

বিসূচ্যামতীবৃদ্ধায়াং পার্ষ্ণ্যোর্দ্দাহঃ প্রশস্যতে।
তদহশ্চোপবাস্যৈনং বিরিক্তবদুপাচরেৎ॥

বিসূচিকা অতি প্রবল হইলে, উভয় পদের পাষ্ণি (গুড়মুড়া বা গোড়ালী) লৌহ শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। এবং রোগীকে সেই দিবস উপবাস দেওয়াইয়া কৃতবিরেচনবৎ পেয়াদি প্রদান দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।
আমসন্নোহনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্।
বিহন্যাদপি চৈতেষাং বিভ্রমঃ সহসাতুরম্॥

অজীর্ণ রোগী শূলবৎ তীব্র বেদনাযুক্ত হইলেও শূল ও ভেদ বমি নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ তৎকালে জঠরানল আম দ্বারা অবসন্ন থাকাতে বাতাদি দোষকে, শূলাদি নাশক ঔষধকে ও অন্ন পেয়াদি ভোজনকে পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সেই প্রয়োজিত অপরিপক্ক ঔষধাদির ব্যাপত্তি, সহসা রোগীকে বিনষ্ট করিতে পারে। অতএব শূলাদিনাশক ঔষধ না দিয়া পূর্ব্বোক্ত বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জীর্ণাশনে তু ভৈষজ্যং যুঞ্জ্যাৎ স্তব্ধ গুরূদরে।
দোষশেষস্য পাকার্থমগ্নেঃ সন্ধুক্ষণায় চ॥

অনশনাদি দ্বারা অজীর্ণ রোগীর ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হওয়ার পরও যদি উদরের ভার ও স্তব্ধতা থাকে, তাহা হইলে অজীর্ণ দোষাবশেষের পরিপাকার্থ ও অগ্নির উদ্দীপন জন্য ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে।

শান্তিরাম বিকারাণাং ভবতি ত্বপতর্পণাৎ॥

অপতর্পন (অনশন বা লঘু অশন) দ্বারা আলস্য, জাড্য ও অগ্নিমান্দ্যাদি আম অর্থাৎ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ত্রিবিধং ত্রিবিধে দোষে তৎ সমীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ।
তত্রাল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তদ্ধি মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

অল্প, মধ্য ও মহৎ ভেদে দোষ ত্রিবিধ, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক সেই ত্রিবিধ দোষে ত্রিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ অল্প

দোষে লঙ্ঘন, মধ্যদোষে লঙ্ঘন ও পাচন এবং মহদ্দোষে বমনাদিরূপ শোধন ঔষধ প্রয়োজ্য। কারণ সংশোধন দ্বারা দোষ সকল সমূলে উন্মূলিত হয়।

এবমন্যানপি ব্যাধীন্ স্বনিদান বিপর্য্যয়াৎ।
চিকিৎসেদনুবন্ধে তু সতি হেতু বিপর্য্যয়ম্।
ত্যক্ত্বা যথাযথং বৈদ্যো যুঞ্জ্যাদ্ব্যাধিবিপর্য্যয়ম্।
তদর্থকারি বা পক্কে দোষে ত্বিদ্ধে চ পাবকে।
হিতমভ্যঞ্জন স্নেহ পান বস্ত্যাদি যুক্তিতঃ॥

এই প্রকারে জ্বরাতিসার প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাধির ও নিজ নিজ উৎপত্তির কারণের বিপরীত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। যথা রুক্ষান্ন ভোজনজনিত রোগে স্নিগ্ধান্ন, শীতজনিত রোগে উষ্ণক্রিয়া ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপে হেতুর বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা ব্যাধির সম্পূর্ণ শান্তি না হইলে, হেতু বিপরীত ঔষধ ত্যাগ করিয়া যথাযথ ব্যাধির বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যেমন অতিসারে মসূরাদি স্তম্ভন ঔষধ প্রযোজ্য ইত্যাদি। ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, অল্পবল ব্যাধি হেতুবিপর্য্যয় ঔষধ দ্বারাই প্রশান্ত হয়, মধ্যবল ব্যাধি হেতুবিপর্য্যয় ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রশমিত না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে। সেই রোগাবশেষ ব্যাধি, বিপরীত ঔষধ দ্বারা বিদূরিত হয়। কিন্তু যদি ব্যাধি বিপরীত ঔষধ প্রয়োগের পরও রোগের অবশেষ থাকে, অথচ দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়, তাহা হইলে যুক্তি অনুসারে তৈলাভ্যঞ্জন, ঘৃতাদি স্নেহপান ও বস্তি প্রয়োগাদি হেতু ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিপরীতার্থকারী শব্দের অর্থ এই যে, হেতুর বা ব্যাধির অথবা উভয়ের সমানধর্ম্মী হইয়াও যদি কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ বিপরীত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে বিপরীতকারী বলা যায়। যেমন বিষজনিত রোগে বিষপ্রয়োগ। কিন্তু এস্থলে বুঝিতে হইবে, যদি স্থাবর বিষে রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে জঙ্গম বিষ প্রয়োজ্য। যদিও বিষত্বধর্ম্ম উভয়ের সামানত্ব আছে, তথাপি বিশেষ প্রভাব বশতঃ স্থাবর বিষ বিরেচক এবং জঙ্গম বিষ বমনকারক। অতএব বিষত্ব গুণে উভয়ের সামানত্ব থাকিলেও ইহারা পরস্পর বিপরীত কার্য্যকারী। অতএব বিপরীতার্থকারী ঔষধ যুক্তি অনুসারে প্রয়োগ করিবে বলায় বুঝিতে হইবে যে, উহা পক্ক দোষেই দেয়, অপক্ক দোষে কদাচ প্রয়োজ্য নহে।

অজীর্ণঞ্চ কফাদামং তত্র শোফোঽক্ষিগণ্ডয়োঃ।
সদ্যোভুক্তইবোদ্গারঃ প্রসেকোৎক্লেশ গৌরবম্।
বিষ্টব্ধমনিলাচ্ছূল বিবন্ধাধ্মান সাদকৃৎ।
পিত্তাদ্বিদগ্ধং তৃণ্মোহ ভ্রমাম্লোদ্গারদাহকৃৎ॥

কফাধিক্যে আমাখ্য অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। আমাজীর্ণে চক্ষু ও গণ্ডদেশ ফোলে, যেমন আহার করা যায় তদ্বৎ উদ্গার উঠে, মুখ দিয়া জলস্রাব হয়, গা বমি বমি করে এবং শরীর ভার হয়।

বাতাধিক্যে বিষ্টব্ধ নামক অজীর্ণ জন্মে। ইহাতে শূল, মলবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও দেহের অবসাদ হইয়া থাকে।

পিত্তাধিক্যে বিদগ্ধাখ্য অজীর্ণ রোগ উদ্ভূত হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গা ঘোরা, অম্লোদ্গার ও দাহ উপস্থিত হয়।

লঙ্ঘনং কার্য্যমামে তু বিষ্টব্ধে স্বেদনং ভৃশম্।
বিদগ্ধে বমনং যদ্বা যথাবস্থং হিতং ভবেৎ॥

আমাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে যথেষ্ট স্বেদপ্রদান এবং বিদগ্ধাজীর্ণে বমন কর্ত্তব্য। কিংবা ত্রিবিধ অজীর্ণ রোগেই বাতাদি দোষের

বলাবল বিবেচনা করিয়া পাঁচনাদি যে ঔষধ হিতজনক, তাহাই প্রয়োগ করিবে।

গরীয়সো ভবেল্লীনাদামাদেব বিলম্বিকা।
কফবাতানুবন্ধামলিঙ্গা তৎ সমসাধনা॥

স্রোতঃ সংশ্লিষ্ট প্রভৃত আমাজীর্ণ হইতেই বিলম্বিকা নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে কফবাতের অনুবন্ধ থাকে এবং আমাজীর্ণের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসাও আমাজীর্ণের চিকিৎসার ন্যায়। তবে চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, আমাজীর্ণে কেবল কফের এবং বিলম্বিকায় বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ের অনুবন্ধ থাকে। অতএব যে ঔষধ বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ঘ্ন, বিবেচনা করিয়া তাহাই প্রয়োগ করিবে।

অশ্রদ্ধা হৃদ্ব্যথা শুদ্ধেঽপ্যুদ্গারে রসশেষতঃ।
শয়ীত কিঞ্চিদেবাত্র সর্ব্বশ্চানাশিতো দিবা।
স্বপ্যাদজীর্ণী সঞ্জাতবুভুক্ষোঽশ্নীয়াম্মিতং লঘু॥

ভুক্তান্নের যে রস ধাত্বাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়, তাহা, ঐ অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে, যে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহারই নাম রসশেষ। এই রসশেষ হইতে যে অজীর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রসশেষাজীর্ণ কহে। ইহাতে উদ্গার শুদ্ধি থাকে, অর্থাৎ পূতি বা অম্লোদ্গারাদি উঠে না। কিন্তু আহারে অনিচ্ছা ও হৃদয়ে ব্যথা হয়। রসশেষাজীর্ণ রোগীর দিবসে কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। অপরাপর সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগীরও অনাহারে দিবা নিদ্রা বিশেষ হিতজনক। দিবা নিদ্রা দ্বারা অজীর্ণ রোগীর যখন ক্ষুধা উপস্থিত হয়, তখন পরিমিত লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়।

বিবন্ধোঽতি প্রবৃত্তির্বা গ্লানির্মরুতমূঢ়তা।
অজীর্ণ লিঙ্গং সামান্যং বিষ্টম্ভো গৌরবং ভ্রমঃ॥

মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা বা অতি নিঃসরণ, শরীরের গ্লানি, বায়ুর মূঢ়তা অর্থাৎ প্রতিলোমভাবে উদর মধ্যে বায়ুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ, বিষ্টম্ভ (ভুক্ত দ্রব্যের পিণ্ডাকারে অবস্থান), দেহের গুরুতা ও গা ঘোরা, এইগুলি সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

ন চাতিমাত্রমেবান্নমামদোষায় কেবলম্।
দ্বিষ্টং বিষ্টম্ভি দগ্ধাম গুরু রুক্ষ হিমাশুচি।
বিদাহি শুষ্কমত্যম্বু প্লুতং চান্নং ন জীর্য্যতি॥

কেবল অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজনই যে আমদোষের (অজীর্ণের) কারণ এমত নহে, দ্বিষ্ট, বিষ্টম্ভি, দগ্ধ, অপক্ব, গুরুপাক, রুক্ষ, শীতল, অপবিত্র, বিদাহি, শুষ্ক, এবং বহু জল মিশ্রিত অন্নও জীর্ণ না হইয়া অজীর্ণের হেতু হয়। যে, যে অন্নে দ্বেষ করে, তাহাই তাহার দ্বিষ্ট। যে অন্ন আমাশয়ে পিণ্ডিত হইয়া অবস্থান করে, তাহকেই বিষ্টম্ভী কহে। যে অন্ন অম্লোদ্গারাদি জন্মাইয়া অতি কষ্টে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহা বিদাহি অন্ন।

উপতপ্তেন ভুক্তঞ্চ শোক ক্রোধ ক্ষুধাদিভিঃ।

শোক, ক্রোধ ও ক্ষুধাকালে অন্নের অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে উত্তপ্ত ব্যক্তির ভুক্তান্ন ও পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া রোগের নিদান হইয়া থাকে।

মিশ্রং পথ্যমপথ্যঞ্চ ভুক্তং সমশনং মতম্।
বিদ্যাদধ্যশনং ভূয়ো ভুক্তস্যোপরি ভোজনম্॥
অকালে বহু বাল্পং বা ভুক্তন্তু বিষমাশনম্।
ত্রীণ্যপ্যেতানি মৃত্যুং বা ঘোরান্ ব্যাধীন্ সৃজন্তি বা॥

পথ্য এবং অপথ্য একত্র ভোজনের নাম সমশন। ভোজনের কিঞ্চিৎকাল পরেই অর্থাৎ পূর্ব্বাহার পরিপাক না হইতেই পুনর্ভোজনের নাম অধ্যশন। কদাচিৎ উপযুক্তকালে, কদাচিৎ বা অকালে কদাচিৎ

বহু পরিমাণে, কদাচিৎ বা অল্প পরিমাণে ভোজনের নাম বিষমাশন। সমশনাদি এই তিন প্রকার অশন, মৃত্যুর হেতভূত ঘোর ব্যাধি সকলের কারণ হইয়া থাকে।

কালে সাত্ম্যং শুচি হিতং স্নিগ্ধোষ্ণ লঘু তন্মনাঃ।
ষড়সং মধুরপ্রায়ং নাতিদ্রুতবিলম্বিতম্।
স্নাতঃ ক্ষুধান্ বিবিক্তস্থো ধৌতপাদ করাননঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবানতিথীন্ বালকান্ গুরূন্।
প্রত্যবেক্ষ্য তিরশ্চোঽপি প্রতিপন্নপরিগ্রহান্।
সমীক্ষ্য সম্যগাত্মানমনিন্দন্নব্রুবন্ দ্রবম্।
ইষ্টমিষ্টৈঃ সহাশ্নীয়াচ্ছুচিভক্তজনাহৃতম্॥

স্নানানন্তর হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পিতৃলোককে তর্পণ, দেবতাগণকে অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন, অতিথি, বালক ও গুরুজনদিগকে ভোজ্য প্রদান করিয়া এবং পশু, পক্ষী, দাস ও দাসী প্রভৃতি প্রতিপাল্যগণের আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আপনার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক আহারোপযুক্তকালে নিভৃত স্থানে বসিয়া, শুদ্ধাচার ও অনুরক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিবেশিত সাত্ম্য (সুখজনক), পবিত্র, সুপথ্য, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ঈষদুষ্ণ, লঘুপাক, ছয় রসবিশিষ্ট অথচ মধুর প্রধান, দ্রববহুল (যূষ ও দধি দুগ্ধাদি সমন্বিত) হৃদ্য অন্ন, ব্যঞ্জন, ক্ষুধার্ত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া আত্মীয় জনের সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে কথা কহিবে না, এবং অতি তাড়াতাড়ি বা অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না।

ভোজনং তৃণ কেশাদিজুষ্ট মুষ্ণীকৃতং পুনঃ।
শাকাবরান্ন ভূয়িষ্ঠমত্যুষ্ণলবণং ত্যজেৎ॥

তৃণ কেশাদি যুক্ত বা পক্ব, শীতল অন্ন অগ্নি সংযোগে পুনর্ব্বার উষ্ণীকৃত, অথবা শাকদি নিকৃষ্ট ব্যঞ্জন ভূয়িষ্ঠ কিংবা অতি উষ্ণ বা অতিলবণযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না।

কিলাট দধি কুর্চ্চিকা ক্ষার শুক্তামমূলকান্।
কৃশং শুষ্ক বরাহাবি গোমৎস্য মহিষামিষম্।
মাষ নিষ্পাব শালূক বিষপিষ্ট বিরূঢ়কম্।
শুষ্কশাকানি যবকান্ ফানিতঞ্চ ন শীলয়েৎ॥

কিলাট, দধি, কুর্চ্চিকা, ক্ষারদ্রব্য, শুক্ত, কচিমূলা, কৃশ পশুর মাংস, শুষ্ক মাংস এবং শূকর, ভেড়া, গো, মৎস্য ও মহিষ মাংস, মাষকলাই, শিম, শালূক, মৃণাল, পিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, শুষ্ক শাক, যবক, ও মাংগুড় নিয়ত ব্যবহার করিবে না। (কিলাট, কুর্চ্চিকা ও শুক্ত শব্দের অর্থ দ্রবদ্রব্য বিজ্ঞানীয় ও অন্নস্বরূপ বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে)।

শীলয়েচ্ছালি গোধূম যব ষষ্টিক জাঙ্গলম্।
পথ্যামলক মৃদ্বীকা পটোলী মুদ্গ শর্করাঃ।
ঘৃত দিব্যোদক ক্ষীর ক্ষৌদ্র দাড়িম সৈন্ধবম্।
ত্রিফলাং মধু সর্পির্ভ্যাং নিশি নেত্রবলায় চ॥

দাউদখানি প্রভৃতি শালিতণ্ডুল, গম, যব, সাটিয়া ধান্যের চাউল, জাঙ্গল দেশজাত পশু পক্ষীর মাংস, হরীতকী, আমলকী, মনাক্কা, পটোলী, মুগ, চিনি, ঘৃত, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, মধু, দাড়িম, সৈন্ধব লবণ, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য রাত্রিকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য সতত ব্যবহার করিবে।

স্বাস্থ্যানুবৃত্তিকৃদ্ যচ্চ রোগোচ্ছেদকরঞ্চ যৎ।

কেবল যে শালিতণ্ডুলাদিই নিত্য ব্যবহার করিবে তাহা নহে, দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যাদিতে যে সকল স্বাস্থ্যকর আহার ও বিহারাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এবং চিরাতাদি রোগোচ্ছেদকর দ্রব্য যে সকল পরে বলা যাইতেছে, তাহাও সতত উপযোগ করিবে।

বিসেক্ষু মোচ চোচাম্র মোদকোৎকারিকাদিকম্।
অদ্যাদ্ দ্রব্যং গুরু স্নিগ্ধং স্বাদু মন্দং স্থিরং পুরঃ।
বিপরীত মতশ্চান্তে মধ্যেঽম্ল লবণোৎকটম্।

আহারের প্রথমে পদ্মের মৃণাল, ইক্ষু, কদলী ফল, কাঁটাল, আম্র, লড্ডুক, উৎকারী-কাদি (পাপ্ড়ি প্রভৃতি) এবং গুরু, স্নিগ্ধ মধুর, মৃদু ও সংগ্রাহী বস্তু সকল ভোজন করিবে। আহারান্তে ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, রুক্ষ, কটু, তীক্ষ্ণ ও সারক দ্রব্য সেবন করিবে। আহারের মধ্যে অধিক অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিবে।

অন্নেন কুক্ষের্দ্বাবংশৌ পানেনৈকং প্রপূরয়েৎ।
আশ্রয়ং পবনাদীনাং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥

কুক্ষিকে চারিভাগে কল্পনা করিয়া তাহার দুইভাগ অন্ন দ্বারা ও একভাগ পানীয় দ্বারা পূরণ করিয়া বাতাদির আশ্রয়ের নিমিত্ত চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে।

অনুপানং হিমং বারি যব গোধূমযোর্হিতম্।
দধ্নি মদ্যে বিষে ক্ষৌদ্রে কোষ্ণং পিষ্টময়েষু তু॥
শাক মুদ্গাদি বিকৃতৌ মস্তু তক্রাম্লকাঞ্জিকম্।
সুরা কৃশানাং পুষ্ট্যর্থং স্থূলানান্তু মধূদকম্।
শোষে মাংসরসো মদ্যং মাংসে স্বল্পে চ পাবকে।
ব্যাধ্যৌষধাধ্ব ভাষ্য স্ত্রী লঙ্ঘনাতপ কর্ম্মভিঃ।
ক্ষীণে বৃদ্ধে চ বালে চ পয়ঃ পথ্যং যথামৃতম্॥

যব ও গমের দ্রব্য ভোজনের পরে এবং বিষে (বিষরোগে বা আমবিষে) ও দধি, মদ্য বা মধুপানানন্তর শীতল জল অনুপান হিতকর কিন্তু পিষ্টময় দ্রব্য (গোধূমাদি চূর্ণীকৃত পিষ্টক ও রুটি প্রভৃতি) ভোজনান্তে ঈষদুষ্ণ জলপান উপকারী। শাক ও মুগাদি নির্ম্মিত পিষ্টক ও লড্ডুকাদি ভোজনের পর দধির মাৎ, তক্র বা অম্লকাঞ্জিক, কৃশ ব্যক্তিদিগের পুষ্টির জন্য সুরা, স্থূল ব্যক্তিদের কর্ষণ নিমিত্ত মধু মিশ্রিত জল, যক্ষ্মারোগে মাংসের যুষ, মাংস ভোজনান্তে ও অগ্নিমান্দ্যে মদ্য অনুপান হিতকর। যাহারা ব্যাধি, [illegible]মন, বিরেচনাদি ঔষধ, পথপর্য্যটন, অধিক বাক্য কথন, স্ত্রীসঙ্গ, উপবাস, আতপসেবন ও ভারবহনাদি কর্ম্মদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে তাহাদের এবং বালক ও বৃদ্ধগণের পক্ষে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় সুপথ্য।

বিপরীতং যদন্নস্য গুণৈঃ স্যাদবিরোধি চ।
অনুপানং সমাসেন সর্ব্বদা তৎ প্রশস্যতে॥

অনুপানের বিষয় বিশেষ বিশেষ বলিয়া, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, যাহা ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণের বিপরীত অথচ অবি-রোধী, সেই অনুপান সকল সময়েই প্রশস্ত। বিপরীত যথা, রুক্ষের স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধের রুক্ষ, উষ্ণের শীত, শীতের উষ্ণ ইত্যাদি। আর অবিরোধী বলায় বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধের সহিত অম্লের যেরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, এরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকে।

অনুপানং করোত্যূর্জ্জাং তৃপ্তিং ব্যাপ্তিং দৃঢাঙ্গতাম্।
অন্নসংঘাত শৈথিল্য বিক্লিত্তি জরণানি চ॥

অনুপান দ্বারা উৎসাহ, তৃপ্তি, সর্ব্ব শরীরে অন্নরসের ব্যাপ্তি, অঙ্গের দৃঢ়তা এবং পিণ্ডী-ভূত অন্নের শিথিলতা, ক্লিন্নতা ও পরিপাক হইয়া থাকে।

নোর্দ্ধজত্রুগদশ্বাস কাসোরঃ ক্ষত পীনসে।
গীতভাষ্য প্রসঙ্গে চ স্বরভেদে চ তদ্ধিতম্॥

জত্রুর উর্দ্ধগত রোগে, শ্বাসে, কাসে ও উরঃক্ষত ও পীনস রোগে নিরন্তর গান ও বাক্য কথন সম্বন্ধে এবং স্বরভেদে অনুপান হিতকর নহে। গ্রীবা ও বক্ষঃসন্ধিকে জত্রু কহে।

প্রক্লিন্ন দেহ মেহাক্ষি গলরোগ ব্রণাতুরাঃ।
পানং ত্যজেয়ুঃ, সর্ব্বশ্চ ভাষ্যাধ্বশয়নং ত্যজেৎ।
পীত্বা ভুক্ত্বাতপং বহ্নিং যানং প্লবন বাহনম্॥

যাহাদের শরীর বিসর্পাদি রোগে ক্লিন্ন, কিংবা যাহারা নেত্ররোগে বা ক্ষতরোগে

আক্রান্ত, তাহারা অবশ্য পেয়দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। আর সকল ব্যক্তিরই (সুস্থই হউন বা অসুস্থই হউন) পান ও ভোজনের পর অধিক বাক্য কথন, পথ পর্য্যটন, শয়ন, আতপ বা বহ্নি সেবন, গাড়ী প্রভৃতি যানারোহণ, লম্ফ প্রদান ও অশ্বাদি বাহনে গমন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্রসৃষ্টে বিণ্মূত্রে হৃদি সুবিমলে দোষে স্বপথগে
বিশুদ্ধে চোদ্গারে ক্ষুদুপগমনে বাতেঽনুসরতি।
তথাগ্নাবুদ্রিক্তে বিশদকরণে দেহে চ সুলঘৌ
প্রযুঞ্জীতাহারং বিধিনিয়মিতং কালঃ স হি মতঃ॥

মল ও মূত্র সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত, হৃদয় নির্ম্মল, বাতাদি দোষ সকল স্ব স্ব পথগামী, উদ্গার বিশুদ্ধ, ক্ষুধা পুনরুদ্দীপ্ত, অধোবায়ু নিঃসৃত, জঠরাগ্নি ও কায়াগ্নি উদ্রিক্ত, ইন্দ্রিয়গণ বিশদ ও দেহ সুলঘু হইলে,আহার-বিধি নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহাই আহারের উপযুক্ত কাল।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রব্যাদিবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং
ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্রব্যমেব রসাদীনাং শ্রেষ্ঠং তে হি তদাশ্রয়াঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং তত্তু ক্ষ্মামধিষ্ঠায় জায়তে॥
অম্বু যোন্যগ্নি পবন নভসাং সমবায়তঃ।
তন্নির্বৃত্তির্বিশেষশ্চ ব্যপদেশস্তু ভূয়সা॥

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। রসবিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব অপেক্ষা দ্রব্যই প্রধান, যে হেতু রসাদি দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক। তাহা পৃথিবীতে আধারীকৃত করিয়া উৎপন্ন হয়। জল তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ; তদ্ভিন্ন অগ্নি, পবন ও আকাশ ও দ্রব্যের সমবায়ি কারণ অর্থাৎ ইহাদের সংযোগ বিশেষে দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন। কিন্তু এই ভূতপদার্থের আধিক্যানুসারে দ্রব্যের বিশেষত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাতে পৃথিবীর আধিক্য আছে তাহা পার্থিব, যাহাতে জলের আধিক্য আছে তাহা জলীয় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্মান্নৈকরসং দ্রব্যং ভূত সংঘাত সম্ভবাং।
নৈক দোষাস্ততো রোগাস্তত্রো ব্যক্তো রসঃ স্মৃতঃ
অব্যক্তোঽনুরসঃ কিঞ্চিদন্তে ব্যক্তোঽপি চেষ্যতে॥

পঞ্চভূতের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া, উহা একরসবিশিষ্ট না হইয়া অনেক রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলেও আধিক্যানুসারে কেহ মধুর, কেহ অম্ল, কেহ লবণ, কেহ কটু, কেহ বা কষায় রস বলিয়া অভিহিত হয়। যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টরূপে রসেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেই দ্রব্য সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে সকল রস অব্যক্ত থাকে, তাহাদিগকে অনুরস কহে। যে রস, ব্যক্ত রসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলা যায়। দ্রব্য সকল একরসবিশিষ্ট নয় বলিয়া, রোগ সকলও এক দোষবিশিষ্ট হয় না, যে হেতু মধুরাদি রস-ভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের কোপ অনুভূত হয়, তবে যে রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, তাহা সেই দোষজ বলিয়া উক্ত হয়।

গুর্ব্বাদয়ো গুণাঃ দ্রব্যে পৃথিব্যাদৌ রসাশ্রয়ে।
রসেষু ব্যপদিশ্যন্তে সাহচর্য্যোপচারতঃ॥

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক রসাধার দ্রব্যেই বস্তুতঃ গুর্ব্বাদি গুণ সকল বিদ্যমান আছে, তবে কেবল সাহচর্য্য বশতঃ, মধুরাদি রসে গুর্ব্বাদি গুণসমূহের বিদ্যমানতা আরোপ করা যায় মাত্র। যে দ্রব্যে মধুর রস আছে, তাহাতেই লঘু গুণ দৃষ্ট হয়। এইরূপ রস ও গুণ পরস্পর সহচরভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া, সেই গুণের কল্পনা হইয়া থাকে। যথা মধুর রস গুরু ও অম্লরস লঘু ইত্যাদি।

তত্র দ্রব্যং গুরু স্থূল স্থির গন্ধ গুণোল্বণম্।
পার্থিবং গৌরব স্থৈর্য্য সংঘাতোপচয়াবহম্॥

পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য সমূহের মধ্যে পার্থিব দ্রব্য গুরু, স্থূল, কঠিন ও গন্ধগুণবহুল। ইহা দ্বারা দেহের গুরুতা, স্থিরতা, নিবিড়তা ও পুষ্টি সাধিত হয়।

দ্রব শীত গুরু স্নিগ্ধ মন্দ সান্দ্র রসোল্বণম্।
আপ্যং স্নেহন বিষ্যন্দ ক্লেদ প্রহ্লাদ বন্ধকৃৎ।

আপ্য অর্থাৎ জলীয় দ্রব্য দ্রব, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘন ও রস-গুণ-বহুল এবং ইহা স্নিগ্ধকর, স্রাবজনক, ক্লেদকারক, আহ্লাদপ্রদ ও মলাদির সংগ্রাহক।

রুক্ষ তীক্ষ্ণোষ্ণ বিশদ সূক্ষ্মরূপ গুণোল্বণম্।
আগ্নেয়ং দাহভাবর্ণ প্রকাশ পচনাত্মকম্।

আগ্নেয় দ্রব্য রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিশদ অর্থাৎ সূক্ষ্মস্রোতোগামী ও রূপগুণবহুল, ইহা দাহকর, দীপ্তিজনক, বর্ণপ্রকাশক ও পাককারক।

বায়ব্যং রুক্ষ বিশদ লঘু স্পর্শগুণোল্বণম্।
রৌক্ষ্যলাঘব বৈশদ্য বিচারগ্লানিকারকম্॥

বায়ব্য বস্তু রুক্ষ, বিশদ, লঘু ও স্পর্শ-গুণবহুল। ইহা দ্বারা শরীরের রুক্ষতা, লাঘব, নৈর্ম্মল্য ও গ্লানি জন্মে।

নাভসং সূক্ষ্ম বিশদ লঘু শব্দগুণোল্বণম্।
শৌষির্য্য লাঘবকরং জগত্যেব মনৌষধম্।
ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে দ্রব্যং বশান্নানার্থ যোগয়োঃ॥

নাভস দ্রব্য সূক্ষ্ম, বিশদ, লঘু ও শব্দগুণ-বহুল। ইহা লাঘবকর এবং শৌষির্য্যকারী অর্থাৎ পিণ্ডিত বস্তুকে সচ্ছিদ্র করে। অতএব নানা প্রয়োজন ও নানাযোগবশতঃ জগতে এমন দ্রব্য দেখা যায় না যাহা ঔষধ বলিয়া গণ্য না হয়। ভেষজ কল্পনাকে যোগ বলে।

দ্রব্য মূর্দ্ধগমং তত্র প্রায়োঽগ্নিপবনোৎকটম।
অধোগামি চ ভূয়িষ্ঠং ভূমিতোয় গুণাধিকম।
ইতি দ্রব্যং রসান্ ভেদৈরুত্তরত্রোপদেক্ষ্যতে॥

যে দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ুর ভাগ অধিক তাহা প্রায় উর্দ্ধগমনশীল, এবং যাহাতে পৃথিবী ও জলের ভাগ অধিক তাহা প্রায় অধোগামী। দ্রব্য বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইল, অতঃপর রসভেদীয়াধ্যায়ে রসের প্রকার ভেদ সকল বর্ণিত হইবে।

বীর্য্যং পুনর্বদন্ত্যেকে গুরু স্নিগ্ধং হিমং মৃদু।
লঘু রুক্ষোষ্ণ তীক্ষ্ণঞ্চ তদেবং মতমষ্টধা॥

কোন কোন তন্ত্রকার গুরু, স্নিগ্ধ, হিম, মৃদু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ এই আটটী দ্রব্যাশ্রিত গুণকে বীর্য্য কহিয়া থাকেন। অতএব তন্মধ্যে বীর্য্য আট প্রকার।

চরকস্ত্বাহ বীর্য্যং তদ্ যেন বা ক্রিয়তে ক্রিয়া।
নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতা হি সা।

বীর্য্য সম্বন্ধে মহর্ষি চরকাচার্য্যও কহিয়াছেন, যে দ্রব্যের যে স্বভাব দ্বারা কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই স্বভাবই সেই দ্রব্যের বীর্য্যপদ বাচ্য। দ্রব্য হইতে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয় তাহাই বীর্য্যকৃত জানিবে, বীর্য্যবিহীন দ্রব্য কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না।

গুর্ব্বাদিষ্বেব বীর্য্যাখ্যা তেনান্বর্থেতি বর্ণ্যতে।
সমগ্র গুণসারেষু শক্ত্যুৎকর্ষ বিবর্ত্তিষু।
ব্যবহারায় মুখ্যত্বাৎ বহ্বগ্র গ্রহণাদপি ॥

অষ্টবিধ বীর্য্যবাদীরা, যে গুরু প্রভৃতি আটটি গুণেই বীর্য্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্যান্য তন্ত্রকারেরাও সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ সমস্ত গুণের মধ্যে ঐ আটটি গুণই সার ও অধিক শক্তিশালী এবং ব্যবহারার্থ উহারাই মুখ্য ও অগ্রে গ্রহণীয়। বিশেষতঃ গুর্ব্বাদি গুণ দ্বারা শাস্ত্রে বহু দ্রব্যের গ্রহণ হইয়া থাকে, অতএব গুর্ব্বাদি ঐ আটটি গুণই বীর্য্য পদবাচ্য।

অতশ্চ বিপরীতত্বাৎ সম্ভবত্যপি নৈব সা।
বিবক্ষ্যতে রসাদ্যেষু বীর্য্যং গুর্ব্বাদয়ো হ্যতঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণ সমুদায়ের বৈপরীত্য হেতু রসাদিতে বীর্য্যসংজ্ঞা সম্ভবে না অর্থাৎ রসাদিতে সমগ্র গুণ, সারত্ব, শক্ত্যুৎকর্ষ, ব্যবহার মুখ্যত্ব, বহুত্ব ও অগ্রগ্রহণত্ব নাই অতএব গুর্ব্বাদি আটটি গুণকেই বীর্য্য বলা সঙ্গত, রসাদিতে কোন রূপেই বীর্য্য সংজ্ঞা হইতে পারে না।

উষ্ণং শীতং দ্বিধৈবান্যে বীর্য্যমাচক্ষতেঽপি চ।

অপর কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য উষ্ণ ও শীত ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ বলিয়াই বর্ণনা করেন।

নানাত্মকমপি দ্রব্যমগ্নিসোমৌ মহাবলৌ।
ব্যক্তাব্যক্তং জগদিব নাতিক্রামতি জাতুচিৎ ॥

যেমন স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন পদার্থ জগৎকে কদাচ অতিক্রম করে না, অর্থাৎ জগৎ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ দ্রব্য সকল নানাত্মক হইলেও মহা প্রবল অগ্নি ও সোমগুণকে কখনই অতিক্রম করিয়া থাকে না।

তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃড় গ্লানি স্বেদদাহাশুপাকিতাঃ।
শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ।
হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ ॥

তন্মধ্যে উষ্ণবীর্য্য—ভ্রম, পিপাসা, গ্লানি, ঘর্ম্ম, দাহ, শীঘ্রপাক এবং বায়ু ও কফের উপশম করে এবং শীতবীর্য্য—আহ্লাদ, বল, রক্তাদির গতি রোধ ও রক্তপিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

জঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ ॥

জঠরাগ্নি দ্বারা মধুরাদি রসের পরিপাক হইয়া পরিণামে যে রসান্তর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক।

স্বাদুঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
তিক্তোষণ কষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ ॥

মধুর ও লবণরস পরিপাক হইয়া মধুর বিপাক প্রাপ্ত হয়। অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং তীক্ষ্ণ, কটু ও কষায় রসের বিপাক প্রায় কটু হইয়া থাকে। তবে কদাচিৎ ইহার অন্যথাও দেখা যায়, যেমন কটুরস বিশিষ্ট শুণ্ঠী ও পিপ্পল্যাদির বিপাক মধুর।

রসৈরসৌ তুল্যফলস্তত্র দ্রব্যং শুভাশুভম্।
কিঞ্চিদ্রসেন কুরুতে কর্ম্ম পাকেন বা পরম্।
গুণান্তরেণ বীর্য্যেণ প্রভাবেণৈব কিঞ্চন ॥

জিহ্বাবৈষয়িক যে রস অর্থাৎ দ্রব্যের মধুরাদি স্বাভাবিক রস যে কার্য্য করে, বিপাকজনিত সেই রসও সেই কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন মধুররসবিশিষ্ট শর্করায় মধুররস বায়ুনাশক, তেমনি কটুরসবিশিষ্ট পিপ্পলীর বিপাকজ মধুররসও বাত প্রশমক। অতএব দ্রব্যের স্বভাবিক মধুরাদি রসের সহিত বিপাকজনিত মধুরাদিরস তুল্যফল। তবে কোন কোন দ্রব্য রসদ্বারা, কোন কোন দ্রব্য বিপাকদ্বারা, কোন কোন দ্রব্য বীর্য্যদ্বারা

কোন কোন দ্রব্য প্রভাবদ্বারা শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

যদ্যদ্দ্রব্যে রসাদীনাং বলবত্তেন বর্ত্ততে।
অভিভূয়েতরাংস্তত্তৎকারণত্বং প্রপদ্যতে।
বিরুদ্ধগুণসংযোগে ভূয়সাল্পঞ্চ জীয়তে॥

রসবিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব, ইহাদের মধ্যে যাহা দ্রব্যে প্রবলতরভাবে অবস্থিতি করে, তাহা অপর দুর্ব্বলদিগকে পরাভব করিয়া কর্ম্মোৎপাদনের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। আর পরস্পর বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগস্থলে বলবদ্ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য, স্বল্পগুণযুক্ত দ্রব্যকে পরাভূত করে অর্থাৎ বলবানেরই কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব দেখা যায়।

রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তানপোহতি।
বলসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্‌॥

যদি রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব, ইহাদের বলের সাম্য থাকে, তাহা হইলে বিপাক রসকে, বীর্য্য রস ও বিপাক উভয়কে এবং প্রভাব রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনকে পরাভূত অর্থাৎ বিফলীকৃত করিয়া কর্ম্মোৎপাদনের কারণ হয়। ইহাই রসাদির স্বাভাবিক বল। (দৃষ্টান্ত, যেমন মধু মধুররস কিন্তু কটুবিপাক, এই কটুবিপাক বাতশমন-শক্তিবিশিষ্ট মধুররসকে পরাভূত করিয়া কটুরসের কার্য্য বাতবর্দ্ধন করিয়া থাকে ইত্যাদি)।

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্‌।
রসবীর্য্য বিপাকাদি গুণাতিশায়ী দ্রব্যস্য যঃ
স্বভাবো স প্রভাবঃ।

রসাদির সমানতা থাকিলেও যে বিশিষ্ট অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার কর্ম্ম দেখা যায়, তাহা প্রভাবজনিত জানিবে। রসাদি অপেক্ষা অতিশয় শক্তিবিশিষ্ট দ্রব্যের যে স্বভাব তাহারই নাম প্রভাব।

দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী।
মধুরস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম॥

চিতার রস বীর্য্য ও বিপাকের সহিত দন্তী তুল্য হইলেও উহা বিরেচনী এবং মৌহুলার রসাদির সহিত তুল্য হইলেও মনাক্কা বিরেচনী, কিন্তু প্রভাববশতঃ চিতা ও মহুলা বিরেচক নহে। দুগ্ধের রসাদির সহিত তুল্য হইলেও ঘৃত অগ্নির দীপক, কিন্তু দুগ্ধ নহে।

ইতি সামান্যতঃ কর্ম্ম দ্রব্যাদীনাং পুনশ্চ তৎ।
বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ দ্রব্যভেদেন ভিদ্যতে॥

এই প্রকার সামান্যতঃ দ্রব্যাদির কর্ম্ম অর্থাৎ কারণানুরূপ কার্য্য বলা হইল। পুনর্ব্বার বিচিত্র কারণোৎপন্ন দ্রব্যভেদে যেরূপ কর্ম্মভেদ হয় তাহা বলা যাইবে।

স্বাদুর্গুরুশ্চ গোধূমো বাতজিদ্বাতকৃদ্যবঃ।
উষ্ণা মৎস্যাঃ পয়ঃ শীতং কটুঃ সিংহো ন শূকরঃ।
তস্মাদ্রসোপদেশেন ন সর্ব্বং দ্রব্যমাদিশেৎ॥

গ্রন্থকর্ত্তা এস্থলে কারণানুরূপ কার্য্য ও বিচিত্র কারণোৎপন্ন দ্রব্য ভেদে কর্ম্ম ভেদ, এই দুই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যথা মধুর রস ও গুরু গুণ উভয়ই বায়ুনাশক। গোধূমে মধুর রস ও গুরু গুণ থাকাতে উহা বাতঘ্ন, অতএব গোধূমের বায়ুনাশ কারণানুরূপ কার্য্য। কিন্তু যবেও ঐ মধুর রস, গুরু গুণ আছে, অথচ উহা বায়ুনাশক না হইয়া বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব যবের কার্য্যভেদ বিচিত্র কারণোৎপন্ন দ্রব্য-ভেদেই বলিতে হইবে। অর্থাৎ যব এমন অনির্ব্বচনীয় কারণে উৎপন্ন হইয়াছে, যে তৎস্থিত মধুর রসও গুরুস্থল বায়ু নাশক না হইয়া বাতবর্দ্ধক হইয়া থাকে। এইরূপ মৎস্য ও দুগ্ধ উভয়ই শীতবীর্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু মৎস্য উষ্ণ বীর্য্য, দুগ্ধ শীতবীর্য্য। এবং

সিংহ ও শূকর উভয়ই মধুর রস যুক্ত, সুতরাং উভয়েরই মধুর বিপাক হওয়া সঙ্গত, কিন্তু সিংহ কটু বিপাক, শূকর মধুর বিপাক। অতএব রসসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে সকল দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবেন। যেখানে কারণানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে সেই খানেই প্রয়োগ করিবে, অন্যত্র নহে।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসভেদীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ক্ষ্মাম্ভোঽগ্নিক্ষ্মাম্বুতেজঃ খবায়্বগ্ন্যনিল গোঽনিলৈঃ।
দ্বয়োল্বণৈঃ ক্রমাদ্ভূতৈ র্মধুরাদি রসোদ্ভবঃ॥

পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের দুই দুইটির আধিক্যে যথাক্রমে মধুরাদির ছয় রসের উৎপত্তি হয়। যথা, ভূমি ও জলের আধিক্যে মধুর, ভূমি ও অগ্নির আধিক্যে অম্ল, জল ও অগ্নির আধিক্যে লবণ, আকাশ ও বায়ুর আধিক্যে কটু, অগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে তিক্ত এবং ভূমি ও বায়ুর আধিক্যে কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেষাং বিদ্যাদ্রসং স্বাদুং যো বক্ত্রমুপলিম্পতি।
আস্বাদ্যমানো দেহস্য হ্লাদনোঽক্ষ প্রসাদনঃ॥
প্রিয়ঃ পিপীলিকাদীনামম্লঃ ক্ষালয়তে মুখম্।
হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রুব নিকোচনঃ॥
লবণঃ স্যন্দয়ত্যাস্যং কপোল গলদাহকৃৎ॥
তিক্তো বিশদয়ত্যাস্যং রসনং প্রতিহন্তি চ॥
উদ্বেজয়তি জিহ্বাগ্রং কুর্ব্বংশ্চিমিচিমাং কটুঃ।
স্রাবয়ত্যক্ষিনাসাস্যং কপোলৌ দহতীব চ।
কষায়ো জড়য়েজ্জিহ্বাং কণ্ঠস্রোতো বিবন্ধকৃৎ॥

ছয় প্রকার রসের মধ্যে যে রস আস্বাদন করিলে মুখ উপলিপ্ত (চট্‌চটে), শরীর প্রফুল্ল ও ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল হয়, তাহাই মধুর রস। মধুর রস পিপীলিকাদির অতি প্রিয়। যে রস আস্বাদন করিলে মুখস্রাব, রোমাঞ্চ, দন্তহর্ষ এবং চক্ষু ও ভ্রূর সঙ্কোচ হয় তাহা অম্লরস। লবণরস মুখের স্রাব এবং গণ্ডদেশে দাহ উপস্থিত করে। তিক্তরস মুখকে বিশদ কিন্তু রসনেন্দ্রিয়কে বিনষ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ তিক্তরস আস্বাদন করিলে রসনেন্দ্রিয়ের অন্য রস গ্রহণের চিকিৎসাবৎ জ্বালা বিশেষ দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং চক্ষু, মুখ ও নাক দিয়া জলস্রাব হইতে থাকে, কপোলদেশ যেন জ্বলিয়া যায় কষায় রসাস্বাদনে জিহ্বার জড়তা ও কণ্ঠস্রোত বন্ধ হয়।

রাসনামিতি রূপাণি কর্ম্মাণি মধুরো রসঃ।
আজন্ম সাত্ম্যাৎ কুরুতে ধাতূনাং প্রবলং বলম্।
বালবৃদ্ধ ক্ষতক্ষীণবর্ণ কেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্।
প্রশস্ত বৃংহণঃ কণ্ঠ্যঃ স্তন্যসন্ধানকৃদ্ গুরুঃ॥
আয়ুষ্যো জীবনঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তানিল বিষাপহঃ।
কুরুতেঽত্যুপযোগেন স মেদঃ কফজান গদান্॥
স্থৌল্যাগ্নিসাদ সন্ন্যাস মেহ গণ্ডার্ব্বুদাদিকান্।

রস সমূহের লক্ষণ বলা হইল, এক্ষণে কর্ম্ম সকল বলা যাইতেছে। মধুররস আজন্ম সাত্ম্য বলিয়া অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে মধুররসবিশিষ্ট দুগ্ধাদি সেবিত হয় বলিয়া উহা রস রক্তাদি ধাতু সকলের স্বাভাবিক বল পরিবর্দ্ধিত করে। এই রস বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষতক্ষীণ ব্যক্তির বলবর্দ্ধক, বর্ণ, কেশ ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতাজনক এবং সর্ব্বধাতুর সারভূত ওজোনামক পদার্থের পোষণকারী। ইহা বলকর, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রপ্রদ, ভগ্নাস্থির সংযোজক, গুরু, আয়ুষ্কর, জীবনের হিতজনক, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত, বায়ু ও বিষনাশক। কিন্তু এই মধুররস অতি সেবিত হইলে স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, সন্ন্যাস,

মেহ, গণ্ড ও অর্ব্বুদাদি মেদঃ ও শ্লেষ্মজ রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

অম্লোঽগ্নিদীপ্তিকৃৎ স্নিগ্ধো হৃদ্যঃ পাচন রোচনঃ।
উষ্ণবীর্য্যো হিমস্পর্শঃ প্রীণনঃ ক্লেদনো লঘুঃ॥
করোতি কফপিত্তাস্রং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
সোঽত্যভ্যস্ত স্তনোঃ কুর্য্যাচ্ছৈথিল্যং তিমিরং ভ্রমম্।
কণ্ডু পাণ্ডুত্ব বীসর্প শোকবিস্ফোট তৃড় জ্বরান্॥

অম্লরস—অগ্নির দীপ্তিকর, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, পাচক, রুচিজনক, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, তৃপ্তিদায়ক, ক্লেদজনক, লঘু, কফ ও রক্তপিত্তকারক এবং বিপথগামী বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ বিপথগামী বায়ুকে স্বপথে আনয়ন করে। ইহা অতিমাত্রায় সেবিত হইলে দেহের শৈথিল্য, তিমির নামক চক্ষুরোগ, গাত্রঘর্ণন, কণ্ডু, পাণ্ডু, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও জ্বররোগ আনয়ন করে।

লবণঃ স্তম্ভ সংঘাত বন্ধবিধ্মাপনোঽগ্নিকৃৎ।
স্নেহনঃ স্বেদনস্তীক্ষ্ণো রোচনশ্চেদভেদকৃৎ।
সোঽতি যুক্তঽস্রপবনং খলিতং পলিতং বলীম্।
তৃট্ কুষ্ঠ বিষ বীসর্পান্ জনয়েৎ ক্ষপয়েদ্বলম্॥

লবণরস—ভুক্তদ্রব্যের স্তব্ধতা, পিণ্ডিতত্ব ও মলাদির বিবন্ধতা নষ্ট করে। ইহা অগ্নির দীপক, স্নেহজনক, ঘর্ম্মকারক, তীক্ষ্ণ, রোচক, গ্রন্থির ছেদক ও ভেদক। ইহা অতি সেবিত হইলে বাতরক্ত, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), পলিত (কেশের অকাল পক্বতা), মাংস শৈথিল্য, পিপাসা, কুষ্ঠ, বিষ ও বিসর্প উৎপাদন এবং বল নাশ করে।

তিক্তঃ স্বয়মরোচিষ্ণুররুচিং ক্রিমি তৃড়্‌বিষম্।
কুষ্ঠ মূর্চ্ছা জ্বরোৎক্লেশ দাহ পিত্ত কফান্ জয়েৎ॥
ক্লেদ মেদো বসা মজ্জ শকৃণ্মূত্রোপশোষণঃ।
লঘুর্মেধ্যো হিমো রুক্ষঃ স্তন্যঃ কণ্ঠবিশোধনঃ।
ধাতুক্ষয়ানিলব্যাধীনতিযোগাৎ করোতি সঃ॥

তিক্তরস—স্বয়ং অরোচিষ্ণু, কিন্তু ইহা দ্বারা অরুচি দূর হয়। ইহা ক্রিমি, তৃষ্ণা, বিষ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমনভাব, দাহ ও কফ-পিত্তনাশক, ক্লেদ, মেদঃ, বসা, মজ্জা, মল ও মূত্র শোষক এবং লঘু, মেধাজনক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, স্তন্য ও কণ্ঠবিশোধক। তিক্তরস অতিসেবিত হইলে ধাতুক্ষয় ও বায়ুজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

কটুর্গলাময়োদর্দ্দ কুষ্ঠালসকশোথজিৎ।
ব্রণাবসাদনঃ স্নেহ মেদঃ ক্লেদোপশোষণঃ॥
দীপনঃ পাচনো রুচ্যঃ শোধনোঽন্নস্য শোষণঃ।
ছিনত্তি বন্ধান্ স্রোতাংসি বিবৃণোতি কফাপহঃ॥
কুরুতে সোঽতিযোগেন তৃষ্ণাং শুক্র বলক্ষয়ম্।
মূর্চ্ছামাকুঞ্চনং কম্পং কটীপৃষ্ঠাদিষু ব্যথাম॥

কটুরস—গলরোগ, উদর্দ্দ, কুষ্ঠ, অলসক ও শোথ নাশক, ক্ষতপূরক, স্নেহ, মেদঃ ও ক্লেদ শোষক, অগ্নির দীপক, পাচক, রোচক, শোধক, অন্নের শোষক, মলাদির বিবন্ধতা নাশক, স্রোতঃপ্রসারক ও কফঘ্ন। ইহা অতি সেবিত হইলে তৃষ্ণা, শুক্রক্ষয়, বলহানি, মূর্চ্ছা, অঙ্গসঙ্কোচ, কম্প এবং কটি ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা উপস্থিত হয়।

কষায়ঃ পিত্তকফহা গুরুরস্রবিশোধনঃ।
পীড়নো রোপনঃ শীতঃ ক্লেদ মেদো বিশোষণঃ॥
আমসংস্তম্ভনো গ্রাহী রুক্ষোঽতি ত্বক্ প্রসাদনঃ।
করোতি শীলিতঃ সোঽতি বিষ্টম্ভাধ্মান হৃদ্রুজঃ॥
তৃট্ কার্শ্য পৌরুষভ্রংশ স্রোতোরোধো গলগ্রহান্॥

কষায় রস—পিত্তশ্লেষ্মনাশক, গুরু, রক্তবিশোধক, পীড়ক (প্রাণাদিকে পীড়িত করিয়া স্রাব নিঃসারণ করে), ক্ষতপূরক, শীতবীর্য্য, ক্লেদ ও মেদঃ শোষক, আমস্তম্ভক (আমকে বহির্নির্গমন করিতে দেয় না), মল সংগ্রাহক, অতি রুক্ষ ও ত্বক্ পরিষ্কারক। ইহা অতি সেবিত হইলে উদরের স্তব্ধতা,

আধ্মান, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, ক্লীবতা, স্রোতোরোধ ও গলরোগ জন্মে।

ঘৃত হেম গুড়াক্ষোড় মোচ চোচ পরূষকম্ ।
অভীরু বীরা পনস রাজাদন বলাত্রয়ম্ ॥
মেদে চতস্রঃ পর্ণিন্যো জীবন্তী জীবকর্ষভৌ ।
মধুকং মধুকং বিম্বী বিদারী শ্রাবণী যুগম্ ॥
ক্ষীরশুক্লা তুগাক্ষীরী ক্ষীরিণ্যৌ কাশ্মরী সহে ।
ক্ষীরেক্ষু গোক্ষুর ক্ষৌদ্র দ্রাক্ষাদির্মধুরো গণঃ ॥

ঘৃত, স্বর্ণ, গুড়, আখরোটফল, কদলী, তালফল, ফল্সা, শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, কাঁঠাল, ক্ষীর্ণি, বলা, অতিবলা, মহাবলা (শ্বেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, মহা বেড়েলা), মেদা, মহামেদা, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, জীবক, ঋষভ, মহুল (মৌয়া), যষ্টিমধু, তেলাকুচা, ভূঁইকুমড়া, খোলকুড়ি, বড় খোলকুড়ি, সাদা ভূঁইকুমড়া, বংশলোচন, ক্ষীরুই, সোণাক্ষীরুই, গাম্ভারী, ইন্দুরকাণি, বড় ইন্দুরকাণি, দুগ্ধ, ইক্ষু, গোক্ষুর, মধু ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মধুর বর্গ। এতদ্ব্যতীত মেদ, বসা, মজ্জা, তৈল, মধু, পদ্মবীজ, পানিফল, কেশুর, নারিকেল, খেজুর, প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য মধুর বর্গের অন্তর্গত।

অম্লো ধাত্রীফলাম্লীকা মাতুলুঙ্গাম্লবেতসম্ ।
দাড়িমং রজতং তাম্রং চুক্রং পারেবতং দধি ॥
আম্রমাম্রাতকং ভব্যং কপিত্থং করমর্দ্দকম্ ॥

আমলকী, তেঁতুল, লেবু, অম্লবেতস, দাড়িম, রৌপ্য, তাম্র, চুক্র, (শুক্তাদি), পারেবত, দধি, আম্র, আমড়া, চাল্তা, কয়েতবেল ও করমচা প্রভৃতি অম্লবর্গ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দ্রব্য তন্ত্রে অম্ল-বর্গের মধ্যে ধৃত হইয়াছে।

বরং সৌবর্চ্চলং কৃষ্ণং বিড়ং সামুদ্রমৌদ্ভিদম্ ।
রোমকং পাংশুজং সীসং ক্ষারশ্চ লবণো গণঃ ।

সৈন্ধব, সচল, কাল, বিট, করকচ, ঔদ্ভিদ, রোমক ও ক্ষারি লবণ এবং সীসক ও ক্ষার (যবক্ষারাদি) লবণবর্গ।

তিক্তঃ পটোলী ত্রায়ন্তি বালকোশীর চন্দনম্ ।
ভূনিম্ব নিম্ব কটুকা তগরাগুরু বৎসকম্ ॥
নক্তমাল দ্বিরজনী মুস্ত মূর্ব্বাটরূষকম্ ।
পাঠাপামার্গ কাংস্যায়ো গুড়ূচী ধন্বযাসকম্ ॥
পঞ্চমূলং মহদ্ব্যাঘ্রী বিশালাতিবিষা বচা ॥

পটোলপত্র, বনভাতুলা, বালা, বেণার মূল, চন্দন, চিরাতা, নিম, কটুকী, তগরপাদুকা, অগুরু, চন্দন, ইন্দ্রযব, করঞ্জ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মুথা, মূর্ব্বা, বাসক, আকনাদি, আপাঙ্গ, কাঁসা, লৌহ, গুলঞ্চ, দুরালভা, বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, রাখালশসা, আতৈচ ও বচ প্রভৃতি তিক্তবর্গ।

কটুকো হিঙ্গু মরিচ কৃমিজিৎ পঞ্চকোলকম্ ।
কুঠেরাদ্যা হরিতকাঃ পিত্তং মূত্রমরুষ্করম্ ॥

হিঙ্, গোলমরিচ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চকোল, শ্বেততুলসী প্রভৃতি চাট্নি (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ছাগাদির পিত্ত ও মূত্র এবং ভেলা প্রভৃতি কটুবর্গ।

বর্গঃ কষায়ঃ পথ্যাক্ষং শিরীষঃ খদিরো মধু ।
কদম্বোড়ুম্বরং মুক্তা প্রবালাঞ্জন গৈরিকম্ । *
কপিত্থং খর্জ্জুরং পদ্মনালং পদ্মং তথোৎপলম্ ॥

হরীতকী, বহেড়া, শিরীষ, খদির, মধু, কদম্ব, যজ্ঞডুমুর, মুক্তা, প্রবাল, রসাঞ্জন, গেরিমাটি, বালা, কয়েতবেল, খেজুর, পদ্মের নাল, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি কষায়বর্গ।

মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণাচ্ছালি যবাদৃতে ।
মুদ্গাৎক্ষোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ ॥

মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায়ই কফকর, কেবল পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, গোধূম,

* প্রবালং জলগৈরিকমিতি পাঠান্তরম্ ।

মধু ও চিনি এবং জাঙ্গল মাংস ইহারা কফ-জনক নহে।

প্রায়োঽম্লং পিত্তজননং দাড়িমামলকাদৃতে।
অপথ্যং লবণং প্রায়শ্চক্ষুষোঽন্যত্র সৈন্ধবাৎ।
তিক্তং কটু চ ভূয়িষ্ঠমবৃষ্যং বাতকোপনম্।
ঋতেঽমৃতা পটোলীভ্যাং শুণ্ঠী কৃষ্ণা রসোনতঃ।
কষায়ং প্রায়শঃ শীতং স্তম্ভনঞ্চাভয়ামৃতে।

দাড়িম ও আমলকী ব্যতিরেকে প্রায় সকল প্রকার অম্ল দ্রব্যই পিত্তজনক। সৈন্ধব ব্যতিরেকে সর্ব্বপ্রকার লবণ চক্ষুর পক্ষে অহিতকর। তিক্ত দ্রব্যের মধ্যে গুলঞ্চ ও পটোল ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার তিক্ত দ্রব্য এবং কটু দ্রব্যের মধ্যে শুঁঠ, পিপুল ও রসুন ব্যতিরেকে সকল প্রকার কটু দ্রব্য অত্যন্ত অবৃষ্য ও বাতপ্রকোপক। হরীতকী ভিন্ন সকল প্রকার কষায় দ্রব্য প্রায় শীতবীর্য্য ও মলস্তম্ভক।

রসাঃ কট্বম্ল লবণা বীর্য্যেণোষ্ণা যথোত্তরম্।
তিক্তঃ কষায়ো মধুরস্তদ্বদেব চ শীতলঃ।

কটু, অম্ল ও লবণরস, ইহারা যথাক্রমে অধিকতর উষ্ণবীর্য্য এবং তিক্ত, কষায় ও মধুররস, ইহারা যথাক্রমে অধিকতর শীতবীর্য্য।

তিক্তঃ কটুঃ কষায়শ্চ রুক্ষবদ্ধমলাস্তথা।
পট্বম্ল মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতাঃ॥

তিক্ত, কটু ও কষায় রস ইহারা উত্তরোত্তর অধিকতর রুক্ষ ও মলস্তম্ভক এবং লবণ, অম্ল ও মধুররস ইহারা যথাক্রমে অধিকতর স্নিগ্ধ এবং মলমূত্র ও বায়ু নিঃসারক।

পটোঃ কষায়স্তস্মাচ্চ মধুরঃ পরমো গুরুঃ।
লঘুরম্ল কটুস্তস্মাত্তস্মাদপি চ তিক্তকম্।

লবণরস অপেক্ষা কষায় এবং কষায় অপেক্ষা মধুরস অধিকতর গুরু। অম্লরস লঘু, অম্ল অপেক্ষা কটু লঘুতর, কটু অপেক্ষা তিক্তরস লঘুতম।

সংযোগাঃ সপ্তপঞ্চাশৎ কল্পনা তু ত্রিষষ্টিধা।
রসানাং যৌগিকত্বেন যথাস্থূলং বিভজ্যতে।

এক্ষণে শরীর ধারণার্থ ধাতুসাম্যাদিকরণের যোগ্যতানুসারে রসদিগের মোটামুটি সাতান্ন প্রকার সংযোগ ও তেশট্টি প্রকার বিকল্পনা বিভাগ করা যাইতেছে।

একৈকহীনাস্তে পঞ্চদশ যান্তি রসা দ্বিকে।
ত্রিকে স্বাদুর্দশাম্লঃ ষট্ ত্রীন্ পটুস্তিক্ত একক্ম্।
চতুষ্কে তু দশ স্বাদুশ্চতুরোঽম্লঃ পটুঃ সকৃৎ।
পঞ্চকেষ্বেকমেবাম্লো মধুরং পঞ্চ সেবতে।
দ্রব্যমেকং ষড়াস্বাদমসংযুক্তাশ্চ ষড়্রসাঃ।

দুই দুইটির সংযোগে মধুরাদি ছয় রস, ক্রমে এক এক রস হীন হইয়া পঞ্চদশ প্রকার যোগ হয়। যথা, মধুর অম্ল, মধুর লবণ, মধুর তিক্ত, মধুর কটু ও মধুর কষায়, এই রূপে মধুর রসের পাঁচ প্রকার সংযোগ হয়। এবং মধুর রস ত্যাগ করিয়া অম্লরসের চারি প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে, যথা, অম্ললবণ, অম্লতিক্ত, অম্লকটু ও অম্লকষায়। মধুর ও অম্লরস ত্যাগ করিয়া লবণ রসের তিন প্রকার সংযোগ হয়, যথা, লবণ তিক্ত, লবণ কটু ও লবণ কষায়। মধুর, অম্ল ও লবণ রস ত্যাগ করিয়া তিক্ত রসে দুই প্রকার সংযোগ হয়, যথা, তিক্ত কটু ও তিক্ত কষায়। এবং মধুর, অম্ল, লবণ ও তিক্ত রস ত্যাগ করিয়া কটু রসের এক প্রকার সংযোগ হয়, যথা, কটু কষায়। এইরূপে দুইটির সংযোগে ক্রমে এক একটী হীন হইয়া রসদিগের পঞ্চদশ প্রকার সংযোগ বর্ণিত হইল। আর তিন তিনটির সংযোগে ক্রমে একটি হীন হইয়া মধুর রস দশ প্রকারে, অম্ল রস ছয় প্রকারে, লবণ রস তিন প্রকারে ও তিক্ত রস এক প্রকারে সংযুক্ত হয়। যথা, মধুরাম্ল লবণ, মধুরাম্ল

তিক্ত, মধুরাম্ল কটু ও মধুরাম্ল কষায়। এইরূপে তিন তিনটি যোগে মধুর রসের চারি প্রকার সংযোগ হয় এবং অম্ল ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে লবণ গ্রহণ করিয়া ঐ মধুর রসের আর তিন প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে, যথা, মধুর লবণ কটু ও মধুর লবণ কষায়। এইরূপ লবণ স্থানে তিক্ত দিয়া ঐ মধুর রসের আর দুইটি যোগ হয়, যথা, মধুর তিক্ত কটু ও মধুর তিক্ত কষায়। তিক্ত স্থানে কটু দিয়া আর একটি যোগ হয় যথা, মধুর কটু কষায়। এই প্রকারে তিন তিনটির সংযোগে ও এক একটি হীন হইয়া মধুর রসের দশ প্রকার সংযোগ দর্শিত হইল।

অম্লরসও তিন তিনটির যোগে ক্রমে এক একটি হীন হইয়া ছয় প্রকারে সংযুক্ত হয়, যথা, অম্ল লবণ তিক্ত, অম্ল লবণ কটু ও অম্ল লবণ কষায়, এই তিন প্রকার যোগ এবং লবণ ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে তিক্ত গ্রহণ করিয়া ঐ অম্লরসের আর দুই প্রকার যোগ হয়, যথা, অম্ল তিক্ত কটু ও অম্ল তিক্ত কষায় এবং তিক্ত ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে কটুরস লইলে ঐ অম্লরসের আর এক প্রকার সংযোগ হয়, যথা, অম্ল কটু কষায়। এইরূপে তিন তিনটির যোগে ও ক্রমে এক একটি হীন হইয়া অম্লরসের যে ছয়টি সংযোগ হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার লবণ রসেরও তিনটি সংযোগ হয়, যথা, লবণ তিক্ত কটু ও লবণ তিক্ত কষায় এই দুই প্রকার এবং লবণ কটু কষায় এই এক প্রকার অর্থাৎ তিন তিনটির সংযোগে ও ক্রমে এক একটি হইয়া লবণ রসের প্রকার সংযোগ হয়। এইরূপ তিন তিনটির যোগেও ক্রমে এক একটি হীন হইয়া তিক্ত রসের একটি যোগ হয়, যথা, তিক্ত কটু কষায়। এই প্রকারে রস সকলের তিন তিনটির যোগে বিংশতি প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে। আর চারি চারিটির যোগেও ক্রমে এক একটি হীন হইয়া মধুর রসের দশ, অম্লরসের চারি ও লবণ রসের এক প্রকার সংযোগ হয়। তদ্‌যথা, মধুরাম্ল লবণ তিক্ত. মধুরাম্ল লবণ কটু, মধুরাম্ল লবণ কষায়, মধুরাম্ল তিক্ত কটু, মধুরাম্ল তিক্ত কষায় ও মধুরাম্ল কটুকষায় এই ছয় প্রকার এবং লবণ যোগে আর তিন প্রকার, যথা, মধুর লবণ তিক্ত কটু. মধুর লবণ তিক্ত কষায় ও মধুর লবণ কটু কষায়। ঐ মধুর রস, লবণ ত্যাগ করিয়া তিক্তান্বিত হইয়া আর এক প্রকারে সংযুক্ত হয়, যথা, মধুর তিক্ত কটু কষায়।

এইরূপে চারি চারিটির সংযোগে ও ক্রমে এক একটি হীন হইয়া মধুর রসের যে দশ প্রকার সংযাগে হয়, তাহা কথিত হইল। এক্ষণে অম্ল রসের চারি প্রকার যোগ দেখান যাইতেছে। যথা, অম্ল লবণ তিক্ত কটু, অম্ল লবণ তিক্ত কষায়, অম্ল লবণ কটু কষায়, এই তিন প্রকার ও লবণ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিক্ত গ্রহণ করিয়া আর এক প্রকার, যথা, অম্ল তিক্ত কটু কষায়। এইরূপে লবণ রসের একটি সংযোগ হয়, যথা, লবণ তিক্ত কটু কষায়। আর পাচ পাচটির সংযোগে অম্লরস এক প্রকার ও মধুর রস পাচ প্রকার সংযোগ প্রাপ্ত হয়। যথা, অম্ল লবণ তিক্ত কটু কষায়। অম্ল রসের এই এক প্রকার সংযোগ। আর অম্ল ত্যাগ করিয়া মধুর লবণ তিক্ত কটু কষায়, লবণ ত্যাগ করিয়া মধুরাম্ল তিক্ত কটু কষায়, তিক্ত ত্যাগ করিয়া মধুরাম্ল লবণ কটু কষায়। কটু ত্যাগ করিয়া মধুরাম্ল তিক্ত কষায়, কষায় ত্যাগ করিয়া

মধুরাম্ল লবণ তিক্ত কটু, এই প্রকারে পাঁচ পাঁচটির সংযোগে অম্লরসের এক ও মধুর রসের পাঁচ, এই ছয় প্রকার সংযোগ হয়। এবং মধুরাদি ছয় রস বিশিষ্ট দ্রব্যের মিলনে এক প্রকার সংযোগ হয়। এইরূপে রসদিগের সংযোগ ভেদে সমুদায়ে সাতান্ন প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ছয় রস বিশিষ্ট দ্রব্য পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইলে, মধুরাদি ছয় রস কল্পনা প্রাপ্ত হয়। যথা, মধুর রস, অম্লরস, লবণরস, তিক্তরস, কটুরস, ও কষায়রস, এই ছয় প্রকার পৃথক্ কল্পনা ও পূর্ব্বোক্ত সাতান্ন প্রকার সংযোগরূপা কল্পনা মিলিয়া সমুদায়ে তেষট্টি প্রকার কল্পনা পরিগণিত হয়।

> ষট্‌পঞ্চকাঃ ষট্‌চ পৃথগ্‌রসাঃ স্যু-
> শ্চতুর্দ্বিকৌ পঞ্চদশ প্রকারৌ।
> ভেদাস্ত্রিকাবিংশতিরেকমেব
> দ্রব্যং ষড়াস্বাদমিতি ত্রিষষ্টিঃ॥

পূর্ব্ব শ্লোকের উপসংহার। পাঁচ পাঁচটী রস মিলিয়া ছয় প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছয় প্রকার, দুই দুইটী পনর প্রকার, চারি চারিটি মিলিয়া পনর প্রকার, তিন তিনটি মিলিয়া বিংশতি প্রকার, ছয়টি মিলিয়া এক প্রকার, এই সমুদায়ে তেষট্টি প্রকার রসকল্পনা উক্ত হইয়াছে।

> তে রসানুরসতো রসভেদাস্তারতম্যপরিকল্পনয়া চ।
> সম্ভবন্তি গণনাং সমতীতা দোষভেষজবশাদুপ-
> যোজ্যাঃ॥

উক্ত তেষট্টি প্রকার রসভেদ কল্পনা, কেবল স্থূলভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি রস, অনুরস ও রসদিগের তারতম্যানুসারে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। বাতাদি দোষ ও হরীতক্যাদি ভেষজ বিবেচনা করিয়া উক্ত রসভেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষাদিবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং
ব্যাখ্যাস্যামঃ।

> দোষ ধাতু মলা মূলং সদা দেহস্য তং চলঃ।
> উৎসাহোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস চেষ্টা বেগপ্রবর্ত্তনৈঃ॥
> সম্যগ্‌গত্যা চ ধাতূনামক্ষাণাং পাটবেন চ।
> অনুগৃহ্লাত্যবিকৃতঃ পিত্তং পক্ত্যুষ্মদর্শনৈঃ॥
> ক্ষুত্তৃড়্‌রুচি প্রভা মেধা ধী শৌর্য্য তনুমার্দ্দবৈঃ।
> শ্লেষ্মা স্থিরত্ব স্নিগ্ধত্ব সন্ধিবন্ধক্ষমাদিভিঃ॥

অতঃপর আমরা দোষাদি বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও মূত্র পুরীষাদি মল সকল দেহের মূল অর্থাৎ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিকৃত দোষাদি দ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে। অবিকৃত বায়ু, উৎসাহ, প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা, মলাদির বেগ প্রবর্ত্তন ধাতুগণের সম্যগ্‌গতি ও ইন্দ্রিয় সকলের পটুতা দ্বারা শরীরের উপকার করে, অর্থাৎ বায়ু অবিকৃত থাকিলে, উৎসাহাদি শারীরিক ব্যাপার সকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। এইরূপ অবিকৃত পিত্ত পরিপাক, উষ্মা, শরীরোষ্মা, ধাতূষ্মা, ও জঠরাগ্নি, দৃষ্টিশক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, পৌরুষ ও শরীরের মৃদুতা দ্বারা উপকার করে। প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা দেহের স্থিরত্ব, সন্ধিবন্ধন ও ক্ষমাগুণ প্রভৃতিদ্বারা দেহের উপকার করে।

> প্রীণনং জীবনং লেপঃ স্নেহো ধারণ পূরণে।
> গর্ভোৎপাদশ্চ ধাতূনাং শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম ক্রমাৎ স্মৃতম্॥

রসাদি সপ্ত ধাতুর যথাক্রমে প্রীণনাদি সাতটি কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে, অর্থাৎ রসের প্রীণন (তৃপ্তিকরণ), রক্তের জীবন রক্ষণ, মাংসের লেপন (লিপ্ততা করণ), মেদের স্নেহ (তৈলাভ্যক্তবৎ চাকচিক্য করণ), অস্থির দেহ ধারণ, মজ্জার ছিদ্রাদি পূরণ এবং শুক্রের গর্ভোৎপাদন, এইগুলি প্রধান কর্ম্ম।

অবষ্টম্ভঃ পুরীষস্য মূত্রস্য ক্লেদবাহনম্।
স্বেদস্য কেশবিধৃতির্বৃদ্ধস্তু কুরুতেঽনিলঃ।
কার্শ্যকার্ষ্ণ্যোষ্ণকামিত্বং কম্পানাহশকৃদ্‌গ্রহান্।
বল নিদ্রেন্দ্রিয় ভ্রংশ প্রলাপ ভ্রম দীনতাঃ।

মলদিগের প্রধান কর্ম্ম, যথা—পুরীষের শরীর ধারণ, মূত্রের আভ্যন্তর ক্লেদ নিঃসারণ, ঘর্ম্মের কেশ রক্ষণ।

বায়ু প্রবৃদ্ধ হইলে, শরীরের কৃশতা ও কৃষ্ণবর্ণতা, উষ্ণাভিলাষ, কম্প, আনাহ ও মলবদ্ধতা এবং বল, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ, প্রলাপ, ভ্রম ও উৎসাহহানি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

পীতবিণ্মূত্র নেত্র ত্বক্ ক্ষুত্তৃড়্‌দাহাল্প নিদ্রতাঃ।
পিত্তং শ্লেষ্মাগ্নিসদন প্রসেকালস্য গৌরবম্।
শ্বৈত্য শৈত্যশ্লথাঙ্গত্বং শ্বাস কাসাতি নিদ্রতাঃ।

পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইলে মল, মূত্র ও ত্বক্ পীতবর্ণ হয় এবং অতি ক্ষুধা, অতি তৃষ্ণা, দাহ ও অল্প নিদ্রা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, লালাদি স্রাব, আলস্য, দেহের গুরুতা, ত্বগাদির শুক্লতা, শৈত্য, অঙ্গ-শৈথিল্য, শ্বাস, কাস ও নিদ্রাধিক্য হয়।

রসোঽপি শ্লেষ্মবদ্রক্তং বীসর্প প্লীহ বিদ্রধীন্।
কুষ্ঠ বাতাস্র পিত্তাস্র গুল্মোপকুশকামলাঃ।
ব্যঙ্গাগ্নিনাশ সম্মোহ রক্তত্বঙ্‌নেত্র মূত্রতাঃ।

রস প্রবৃদ্ধ হইলে শ্লেষ্মবৎ অগ্নিমান্দ্যাদি জন্মাইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ রস ও প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মা উভয়ের কার্য্য একই প্রকার। রক্ত বৃদ্ধি হইলে বীসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, গুল্ম, উপকুশনামক দন্তরোগ, কামলা, ব্যঙ্গ (মেচেতা), অগ্নিনাশ মূর্চ্ছা এবং ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা হইয়া থাকে।

মাংসং গণ্ডার্ব্বুদং গ্রন্থি গণ্ডোরূদর বদ্ধতাঃ *।
কণ্ঠাদিষ্বধি মাংসঞ্চ তদ্বন্মেদস্তথাশ্রমম্।
অল্পেঽপি চেষ্টিতে স্ফিক্‌স্তনোদরঞ্চ লম্বনম্।

মাংস বৃদ্ধি হইলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ (আব) ও গ্রন্থিরোগ এবং গণ্ডস্থল, উরু ও উদরের বৃদ্ধি, কণ্ঠাদি স্থানে অধিমাংস নামক রোগ হইয়া থাকে। মেদোধাতু বর্দ্ধিত হইলেও উক্ত গলগণ্ডাদি রোগ সকল উৎপন্ন হয়। অপিচ, অল্পমাত্র শ্রমে অধিক শ্রান্তি ও শ্বাস উপস্থিত হয় এবং চলিবার সময় পাছা, স্তন ও উদর দুলিতে থাকে।

অস্থ্যধ্যস্থ্যধিদন্তাংশ্চ মজ্জা নেত্রাঙ্গ গৌরবম্।
পর্ব্বসু স্থূলমূলানি কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাণ্যরূংষি চ।

অস্থি বৃদ্ধি হইলে অধ্যস্থি (অধিকাস্থি) ও অধিদন্ত (দন্তাধিক্য) নামক রোগ জন্মে। মজ্জা বৃদ্ধি হইলে, চক্ষু ও দেহের গুরুতা এবং অঙ্গুলিপর্ব্বে অবগাঢ় মূল অতি কষ্টসাধ্য পীড়কা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে

অতিস্ত্রীকামতাং বৃদ্ধং শুক্রং শুক্রাশ্মরীমপি।
কুক্ষ্যাবাধ্মানমাটোপং গৌরবং বেদনাং শকৃৎ।
মূত্রন্তু বস্তিনিস্তোদং কৃতেঽপ্যকৃত সংজ্ঞতাম্।
স্বেদোঽতি স্বেদ দৌর্গন্ধ্য কণ্ডুরেবঞ্চ লক্ষয়েৎ।
দূষিতাদীনপি মলান্ বাহুল্য গুরুতাদিভিঃ।

শুক্র প্রবৃদ্ধ হইলে অত্যন্ত রমণাভিলাষ হয় এবং শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে। পুরীষ

* বৃদ্ধিতা ইতি পাঠান্তরম্।

প্রবৃদ্ধ হইলে, পেট ফাঁপা, পেট ডাকা, পেটভার ও পেটে বেদনা হয়। মূত্র প্রবৃদ্ধ হইলে, মূত্রাশয়ে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং প্রস্রাব করিলেও বোধ হয় যেন প্রস্রাব করা হয় নাই, অর্থাৎ মূত্র পরিত্যক্ত না হইলে যেমন উদরাধ্মান হয়, প্রস্রাব করিয়াও সেইরূপ আধ্মান অনুভূত হইয়া থাকে। ঘর্ম্মের আধিক্য হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, গাত্র দৌর্গন্ধ্য ও গাত্রকণ্ডূ উপস্থিত হয়। নেত্রমল (পিচুটি) ও ঘ্রাণমলাদি প্রবৃদ্ধ হইলে, তত্তৎ মলের অতি বৃদ্ধি এবং তত্তৎ মলাশয়ের গুরুতা, কণ্ডু ও ক্লেদাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

লিঙ্গং ক্ষীণেঽনিলেঽঙ্গস্য সাদোঽল্পং ভাষিতে হিতম্‌।
সংজ্ঞা মোহস্তথা শ্লেষ্ম বৃদ্ধ্যুক্তাময় সম্ভবঃ।
পিত্তে মন্দোঽনলঃ শীতং প্রভাহানিঃ কফে ভ্রমঃ।
শ্লেষ্মাশয়ানাং শূন্যত্বং হৃদ্‌দ্রবঃ শ্লথসন্ধিতা।

বাতাদি প্রবৃদ্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা বলা হইল, এক্ষণে উঁহারা ক্ষীণ হইলে যে সকল লিঙ্গ প্রকাশ পায় তাহা বলা যাইতেছে।

বায়ু ক্ষীণ অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন হইলে অঙ্গের অবসাদ, বাক্য কথনের ও শারীরিক চেষ্টার অল্পতা, সংজ্ঞানাশ এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি যে সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে, সেই সমস্ত পীড়ার উৎপত্তি হয়।

পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নিমান্দ্য, শৈত্য এবং শরীরের প্রভা হানি হয়।

কফ ক্ষীণ হইলে, গাত্রঘূর্ণন, হৃদয়াদি শ্লেষ্মাশয় সকলের শূন্যতা, হৃদ্রোগ ও সন্ধি-শৈথিল্য হইয়া থাকে।

রসে রৌক্ষ্যং ভ্রমঃ শোষো গ্লানিঃ শব্দাসহিষ্ণুতা।
রক্তেঽম্ল শিশির প্রীতিঃ শিরা শৈথিল্যরুক্ষতাঃ।
মাংসেঽক্ষি গ্লানি গণ্ডস্ফিক্‌ শুষ্কতা সন্ধিবেদনাঃ।
মেদসি স্বপনং কট্যাঃ প্লীহ্নো বৃদ্ধিঃ কৃশাঙ্গতা।
অস্থ্যস্থিতোদ সদনং দন্ত কেশ নখাদিষু।
অস্থ্নাং মজ্জনি শৌষির্য্যং ভ্রমস্তিমির দর্শনম্‌।
শুক্রে চিরাৎ প্রসিচ্যেত শুক্রং শোণিতমেব বা।
তোদোঽত্যর্থং বৃষণয়োর্মেঢ্রং ধূমায়তীব চ।

রস ধাতু ক্ষীণ হইলে, দেহের রুক্ষতা, ভ্রম, শোষ রোগ, শরীরের গ্লানি এবং শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণুতা; রক্ত ক্ষীণ হইলে, অম্লাভিলাষ, শীতকামনা এবং শিরা সকলের শিথিলতা ও রুক্ষতা; মাংস ক্ষীণ হইলে, চক্ষুর গ্লানি, সন্ধিবেদনা এবং গণ্ডস্থল ও পাছার শুষ্কতা; মেদ ক্ষীণ হইলে, কটিদেশের অবসাদ, প্লীহার বৃদ্ধি ও অঙ্গের কৃশতা; অস্থি ক্ষীণ হইলে অস্থিতে বেদনা এবং দন্ত, কেশ ও নখাদির পতন; মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থিতে ছিদ্র, গাত্রঘূর্ণন ও অন্ধকার দর্শন; শুক্র ক্ষীণ হইলে মৈথুনকালে বিলম্বে শুক্র অথবা রক্ত ক্ষরণ ও অণ্ডকোষে অতিশয় বেদনা হয় এবং বোধ হয় যেন লিঙ্গ দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে অর্থাৎ লিঙ্গ অত্যন্ত জ্বালা করে।

পুরীষে বায়ুরন্ত্রাণি সশব্দো বেষ্টয়ন্নিব।
কুক্ষিং ভ্রমতি যাত্যূর্দ্ধং হৃৎপার্শ্বে পীড়য়ন্‌ ভৃশম্‌।
মূত্রেঽল্পং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্‌ বিবর্ণং সাস্রমেববা।
স্বেদে রোমচ্যুতিঃ স্তব্ধরোমতা স্ফুটনং ত্বচঃ।

পুরীষ ক্ষীণ হইলে বায়ু শব্দ করিতে করিতে অন্ত্র সকলকে যেন জড়াইয়া উদর মধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে অতিশয় পীড়া জন্মাইয়া উপর দিকে গমন করে। মূত্র ক্ষীণ হইলে অল্প পরিমাণে বা অতি কষ্টে প্রস্রাব হয় কিংবা বিবর্ণ বা সরক্ত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। ঘর্ম্ম ক্ষীণ হইলে রোমপাত, রোমের স্তব্ধতা ও চর্ম্ম স্ফুটন (চর্ম্ম ফাটা ফাটা) হয়।

মলানামতিসূক্ষ্মাণাং দুর্লক্ষ্যং লক্ষয়েৎ ক্ষয়ম্।
স্বমলায়ন সংশোষ তোদ শূণ্যত্ব লাঘবৈঃ॥

শরীরের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এমন অনেক মলপদার্থ আছে, যাহাদের ক্ষয় লক্ষণ সকল সহজে লক্ষ্য করা যায় না, তবে তত্তৎ মলাশয়ের শুষ্কতা, ব্যথা, শূন্যতা ও লঘুতা দ্বারা উহাদের ক্ষয় লক্ষ্য করিবে।

দোষাদীনাং যথাস্বঞ্চ বিদ্যাদ্‌বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ভিষক্।
ক্ষয়েণ বিপরীতানাং গুণানাং বর্দ্ধনেন চ॥
বৃদ্ধিং মলানাং সঙ্গাচ্চ ক্ষয়ঞ্চাতি বিসর্গতঃ॥

বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও পুরীষাদি মল, ইহাদের মধ্যে যে পদার্থ যে গুণ বিশিষ্ট, দেহে যদি তাহার বিপরীত গুণের ক্ষয় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই পদার্থের বৃদ্ধি এবং যদি বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সেই পদার্থের হ্রাস হইয়াছে। যেমন বায়ুর গুণ রুক্ষ, লঘু ও শীতাদি, এবং তাহাদের বিপরীত গুণ স্নিগ্ধ, গুরু ও উষ্ণাদি, শরীরে যদি এই স্নিগ্ধাদি বিপরীত গুণের ক্ষয় দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জানিবে যে, বায়ুর বৃদ্ধি হইয়াছে। আর যদি ঐ স্নিগ্ধাদি গুণের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, বায়ুর ক্ষয় হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য পদার্থেরও ক্ষয় বৃদ্ধি জানিবে। আর পুরীষাদি মলের সঙ্গ দ্বারা তাহাদের বৃদ্ধি ও অতি প্রবৃত্তি দ্বারা ক্ষয় বুঝিবে।

মলোচিতত্বাদ্দেহস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধেস্তু পীড়নঃ।

যদিও মল পদার্থের ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই পীড়াকর, তথাপি মলক্ষয় যেরূপ পীড়াজনক, মলবৃদ্ধি সেরূপ নহে। কারণ মল পদার্থ দেহের সাত্ম্য, অর্থাৎ উহা দ্বারাও শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। অপিচ, দেহে প্রায়ই মল পদার্থের বৃদ্ধি ঘটে, সুতরাং মল বৃদ্ধি দেহের অভ্যস্ত। অভ্যস্ত বিষয় তাদৃশ পীড়াকর হয় না এবং মলক্ষয় সচরাচর ঘটেনা, সুতরাং উহা অনভ্যস্ত। অনভ্যস্ত বিষয় বিশেষ পীড়াজনক হইয়া থাকে। অতএব মল বৃদ্ধি অপেক্ষা মলক্ষয়ই অধিক পীড়াদায়ক।

তত্রাস্থনি স্থিতো বায়ুঃ পিত্তন্তু স্বেদরক্তয়োঃ।
শ্লেষ্মা শেষেষু তেনৈষামাশ্রয়াশ্রয়িণাং মিথঃ॥
যদেকস্য তদন্যস্য বর্দ্ধনক্ষপণৌষধম্।
অস্থিমারুতয়োর্নৈবং প্রায়ো বৃদ্ধির্হি তর্পণাৎ॥
শ্লেষ্মনানুগতা তস্মাৎ সংক্ষয়স্তদ্বিপর্য্যয়াৎ।
বায়ুনানুগতোঽস্মাচ্চ বৃদ্ধিক্ষয় সমুদ্ভবান্॥
বিকারান্ সাধয়েচ্ছীঘ্রং ক্রমাল্লঙ্ঘন বৃংহণৈঃ।
বায়োরন্যত্র তজ্জাংশ্চ তৈরেবোৎক্রমযোজিতৈঃ॥

দোষ, ধাতু ও মল পদার্থের মধ্যে বায়ু অস্থিস্থিত; পিত্ত, স্বেদ ও রক্তস্থিত; শ্লেষ্মা, রস, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র, মূত্র, পুরীষাদি অবশিষ্ট পদার্থস্থিত। অর্থাৎ বায়ুর আশ্রয় অস্থি, অস্থির আশ্রয়ী বায়ু, পিত্তের আশ্রয় স্বেদ ও রক্ত, স্বেদ রক্তের আশ্রয়ী পিত্ত এবং শ্লেষ্মার আশ্রয় রসাদি পদার্থ, রসাদি পদার্থের আশ্রয়ী শ্লেষ্মা। এইরূপ পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ি ভাব থাকায়, যাহা একের (আশ্রয়ের বা আশ্রয়ীর) বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর ঔষধ, তাহা অন্যেরও বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হয়। অর্থাৎ যাহা আশ্রয়ের বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর, তাহা তদাশ্রয়ীর বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হইয়া থাকে।

কিন্তু আশ্রয়াশ্রয়ি ভাবাপন্ন অস্থি ও বায়ুর পক্ষে এরূপ নিয়ম নহে। (যেমন স্নিগ্ধ মধুরাদি দ্বারা অস্থির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে অস্থির বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, তাহাতে তদাশ্রয়ী বায়ুর বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না)

কিন্তু অপরাপর দোষ ধাতু ও মলপদার্থের যে বৃদ্ধি, তাহা প্রায় স্নিগ্ধ মধুরাদি সন্তর্পণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া শ্লেষ্মানুগামী হয় এবং উহাদের যে ক্ষয় তাহা প্রায় তদ্বিপরীত অপতর্পণ দ্বারা বাতানুগামী হইয়া থাকে। অতএব বায়ু ভিন্ন অন্যান্য দোষ, ধাতু ও মলপদার্থের বৃদ্ধি ও ক্ষয়জনিত রোগ সকলকে শীঘ্র ক্রমানুসারে চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ সন্তর্পণ হেতুক দোষাদি বৃদ্ধিজনিত রোগের লঙ্ঘনাদিরূপ অপতর্পণ দ্বারা এবং অপতর্পণ হেতুক দোষাদি ক্ষয়জনিত রোগের স্নিগ্ধ মধুরাদি সেবনরূপ সন্তর্পণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়জনিত রোগের চিকিৎসা বিপরীত ক্রমানুসারে করিতে হইবে অর্থাৎ বায়ুর বৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসা সন্তর্পণ দ্বারা ও বায়ুর ক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা অপতর্পণ দ্বারা করিবে।

বিশেষাদ্রক্ত বৃদ্ধ্যুত্থান্ রক্তস্রুতিবিরেচনৈঃ।
মাংসবৃদ্ধিভবান্ রোগান্ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্মভিঃ॥
স্থৌল্যকার্শ্যোপচারেণ মেদোজানস্থিসংক্ষয়াৎ।
জয়েতান্ ক্ষীর ঘৃতৈস্তিক্তসংযুতৈর্বস্তিভিস্তথা॥
মজ্জশুক্রাময়াংস্তত্র ভোজনং স্বাদু তিক্তকম্।
শুদ্ধিব্যবায়ব্যায়ামা যচ্চান্যচ্ছুক্রশোধনম্॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রবৃদ্ধ রস প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মার ন্যায় অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আনয়ন করে অর্থাৎ উভয়ের কার্য্য একই রূপ; সুতরাং উভয়ের চিকিৎসাও যে একপ্রকার তাহা প্রকারান্তরে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে রক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়জনিত রোগের চিকিৎসা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে। রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন দ্বারা রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগের; শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা মাংসবৃদ্ধিজনিত রোগের এবং দ্বিবিধোপক্রমণীয়োক্ত স্থৌল্য ও কার্শ্য চিকিৎসানুসারে মেদোজনিত রোগের অর্থাৎ স্থৌল্য চিকিৎসানুসারে মেদবৃদ্ধিজনিত রোগের ও কার্শ্য চিকিৎসানুসারে মেদক্ষয়জনিত রোগের চিকিৎসা করিবে। আর তিক্ত রস মিশ্রিত দুগ্ধ, ঘৃত ও বস্তি প্রয়োগ দ্বারা অস্থিক্ষয় জনিত ও মজ্জ এবং শুক্রক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা করিবে। মজ্জ ও শুক্র ক্ষয় জনিত রোগে স্বাদু ও তিক্ত ভোজন, বমনাদি পঞ্চ কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধিকরণ, মৈথুন, ব্যায়াম ও অন্যান্য শুক্র শোধন বিষয় বিশেষ হিতজনক।

বিড়্বৃদ্ধিজানতীসার ক্রিয়য়া বিট্ক্ষয়োদ্ভবান্।
মেষাজ মধ্য কুল্মাষ যব মাসদ্বয়াদিভিঃ॥
মূত্রবৃদ্ধিক্ষয়োত্থাংশ্চ মেহ কৃচ্ছ্র চিকিৎসয়া।
ব্যায়ামাভ্যঞ্জন স্বেদমদ্যৈঃ স্বেদক্ষয়োত্থিতান্॥

অতিসার বিহিত চিকিৎসানুসারে পুরীষবৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসা করিবে এবং মলক্ষয় জনিত রোগে, মেষ ও ছাগের মধ্যভাগের মাংস, কুল্মাষ (হিঙ্ ও ঘৃতাদি যুক্ত অৰ্দ্ধসিদ্ধ তণ্ডুল ও মাসকলাই প্রভৃতি দ্বারা খিচুড়ী বিশেষ), যব, মাষকলাই ও বরবটী প্রভৃতি মলজনক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। মেহ চিকিৎসানুসারে মূত্র বৃদ্ধি জনিত রোগের এবং মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসানুসারে ক্ষয়জনিত রোগের চিকিৎসা করিবে। স্বেদক্ষয় জনিত রোগে ব্যায়াম, তৈলমৰ্দ্দন, স্বেদপ্রয়োগ (ভাপরা) ও মদ্যপান কর্ত্তব্য।

স্বস্থানস্থস্য কায়াগ্নেরংশা ধাতুষু সংশ্রিতাঃ।
তেষাং সাদাতিদীপ্তিভ্যাং ধাতুবৃদ্ধিক্ষয়োদ্ভবঃ॥

স্বস্থানস্থ কায়াগ্নির যে সকল অংশ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের মান্দ্য হইলে ধাতুবৃদ্ধি এবং দীপ্তি হইলে ধাতুক্ষয় হয়। পাচক পিত্তকে কায়াগ্নি কহে, আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে উহার

অবস্থান। কায়াগ্নির যে সকল অংশ রস রক্তাদি ধাতুতে থাকে, তাহাদিগকে ধাত্বগ্নি বলা যায়।

পূর্ব্বো ধাতুঃ পরং কুর্য্যাদ্বৃদ্ধঃ ক্ষীণশ্চ তদ্বিধম্।

পূর্ব্ব ধাতু বর্দ্ধিত হইলে পর ধাতুকে বর্দ্ধিত করে এবং পূর্ব্ব ধাতু ক্ষীণ হইলে, পর ধাতুকে ক্ষীণ করিয়া থাকে। যথা রস বৃদ্ধি হইলে তৎপর ধাতু রক্তকে বৃদ্ধি করে এবং রক্ত বৃদ্ধি হইলে, তৎপর ধাতু মাংসকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ইত্যাদি। এইরূপ পূর্ব্ব ধাতু ক্ষীণ হইলে পর ধাতুকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে।

দোষা দুষ্টা রসৈর্ধাতূন্ দূষয়ন্ত্যুভয়ে মলান্।

মধুরাদি রসের হীনযোগ, অনুচিতযোগ ও অতিযোগ দ্বারা বাতাদি দোষ সকল দূষিত হইয়া রস রক্তাদি ধাতু সকলকে দূষিত করে, তৎপরে ঐ দুষ্ট দোষ ও দুষ্ট ধাতু উভয়ে পুরীষাদি মল পদার্থকে দূষিত করিয়া থাকে।

অধো দ্বে সপ্ত শিরসি খানি স্বেদবহানি চ।
মলাশ্নায়তনানি স্যুর্যথাস্বং তেষতো গদাঃ।

দেহের অধোভাগে মলমার্গ দুইটি, যথা, গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনি। মস্তকে সাতটি যথা, দুই কর্ণ, দুই নাসাপুট ও এক মুখবিবর। এতদ্ব্যতীত শরীরস্থ যাবতীয় লোমকূপ এই সমস্ত মল সকলের মার্গ। যে যে মলের যে যে মার্গ, সেই সেই মলজনিত রোগ, সেই সেই মার্গে জন্মিয়া থাকে।

ওজস্তু তেজোধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্।
স্নিগ্ধং সোমাত্মকং শুদ্ধমীষল্লোহিত পীতকম্।
যন্নাশে নিয়তং নাশো যস্মিন্ তিষ্ঠতি তিষ্ঠতি।
নিষ্পদ্যন্তে ততো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত যাবতীয় ধাতুর সারভূত যে শ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ তাহাই ওজঃ, ওজঃ পদার্থের প্রধান স্থান হৃদয়, কিন্তু ইহা হৃদয়স্থ হইয়াও সর্ব্বশরীর ব্যাপী। ওজোবলেই দেহের স্থিতি অর্থাৎ ওজই জীবিতাধিষ্ঠান। ইহা স্নিগ্ধ, সোমাত্মক (পৃথিবী ও জলগুণ বহুল), মলরহিত ও আরক্ত পীতবর্ণ। ওজোনাশে দেহনাশ, ওজঃস্থিতিতে দেহ স্থিতি। ওজঃ হইতেই শরীর সম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবনিষ্পন্ন হয়।

ওজঃ ক্ষীয়েত কোপ ক্ষুদ্ধ্যান শোকশ্রমাদিভিঃ।

ক্রোধ, ক্ষুধা, চিন্তা, শোক ও শ্রমাদিদ্বারা ওজঃপদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বিভেতি দুর্ব্বলোঽভীক্ষ্ণং ধ্যায়তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিচ্ছায়ো দুর্ম্মনা রুক্ষো ভবেৎ ক্ষামশ্চ তৎক্ষয়ে।
জীবনীয়ৌষধং ক্ষীরং রসাদ্যাস্তত্র ভেষজম্।
ওজঃপ্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টি পুষ্টি বলোদয়ঃ।

ওজঃ ক্ষয় হইলে মনুষ্য বিনা কারণে ভীত, দুর্ব্বল, নিরন্তর চিন্তান্বিত, ব্যথিতেন্দ্রিয়, বিকৃতকান্তি, বিষণ্নমনা, রুক্ষ ও ক্ষীণ হয়। ওজঃক্ষয়জনিত রোগে জীবন্ত্যাদি জীবনীয় ঔষধ, দুগ্ধ ও মাংসের যূষ প্রভৃতি বিশেষ হিতকর। জীবনীয় ঔষধ পরে বলা যাইবে। ওজোবৃদ্ধি হইলে, দেহের পুষ্টি ও বলাধান হয়।

যদন্নং দ্বেষ্টি যদপি প্রার্থয়েতাবিরোধি তু।
তত্তৎ ত্যজন্ সমশ্নংশ্চ তৌ তৌ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ জয়েৎ।

যে দোষের বৃদ্ধি হইলে, যে অন্নের প্রতি বিদ্বেষ হয়, তাহা ত্যাগ ও যে দোষের ক্ষয় হইলে, সেই দোষের অবিরোধি যে অন্নের প্রতি অভিলাষ জন্মে, তাহা ভোজন করিয়া, সেই সেই দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয়কে জয় করিবে। অর্থাৎ যে দোষের বৃদ্ধিতে যে অন্নের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়, তাহা

ত্যাগ করিয়া সেই দোষের বৃদ্ধিকে এবং যে দোষের ক্ষয়ে, যে অন্নের প্রতি অভিলাষ জন্মে, তাহা ভোজন করিয়া সেই দোষের ক্ষয়কে জয় করিবে। (ইহাই সাধারণ নিয়ম, যে দোষের বৃদ্ধি হয়, প্রায় সেই দোষেরই বৃদ্ধিকারক অন্নের প্রতি দ্বেষ এবং যে দোষের ক্ষয় হয়, প্রায় সেই দোষের ক্ষয় কারক অন্নের প্রতি অভিলাষ জন্মে)।

কুর্ব্বতে হি রুচিং দোষা বিপরীত সমানয়োঃ।
বৃদ্ধাঃ ক্ষীণাশ্চ ভূয়িষ্ঠং লক্ষয়ন্ত্যবুধাস্তু ন।

প্রবৃদ্ধ দোষ সকল বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে এবং ক্ষীণদোষ সকল সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে প্রায় রুচি জন্মাইয়া থাকে। যেমন মন প্রবৃদ্ধ বায়ু, বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরাদি বাতক্ষয়কর দ্রব্যে এবং ক্ষীণবায়ু সমান গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ কটু রুক্ষাদি বাতজনক দ্রব্যে প্রায়ই রুচি জন্মাইয়া দেয়। (তবে দোষদিগের বিচিত্র গতি, কদাচিৎ অন্যথাও ঘটে) নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা বিপরীত বা সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে রুচি দেখিয়া দোষের বৃদ্ধি কি হ্রাস লক্ষ্য করিতে পারে না।

যথাবলং যথাস্বঞ্চ দোষা বৃদ্ধা বিতন্বতে।
রূপাণি জহতি ক্ষীণাঃ সমাঃ স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বতে।

প্রবৃদ্ধ দোষ সকল স্বকীয় বলানুসারে নিজ নিজ রূপ সকল প্রকাশ করে। ক্ষীণদোষগণ আপন আপন লক্ষণ সকল ত্যাগ করে। সম অর্থাৎ সাম্যাবস্থাস্থিত দোষ সকল, শারীরানুকূল স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করে।

য এব দেহস্য সমা বিবৃদ্ধ্যৈ ত এব দোষা বিষমাবধায়।
তস্মাদতস্তে হিতচর্য্যয়ৈব ক্ষয়াদ্বিবৃদ্ধেরপি রক্ষণীয়াঃ।

যে দোষ সাম্যাবস্থায় থাকিয়া দেহ বৃদ্ধির হেতু হয়, সেই দোষই বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ বৃদ্ধ বা ক্ষীণ হইলে মরণের কারণ হইয়া থাকে। অতএব হিতজনক আহার বিহারাদি দ্বারা সেই দোষকে ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইতে রক্ষণ করিবে। অর্থাৎ যাহাতে দোষের বৃদ্ধি বা ক্ষয় না হয়, এরূপ আহার বিহারাদি করিবে।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষভেদীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পক্বাশয় কটী সক্থি শ্রোত্রাস্থি স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ।

অতঃপর আমরা দোষভেদীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। পক্বাশয়, কটী, ঊরু, কর্ণ, অস্থি ও ত্বক্, এই ছয়টী স্থানে বায়ু অবস্থিতি করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান অবস্থিতি স্থান।

নাভিরামাশয়ঃ স্বেদো লসীকা রুধিরং রসঃ।
দৃক্স্পর্শনঞ্চ পিত্তস্য নাভিরত্র বিশেষতঃ।

নাভি, আমাশয়, স্বেদ, লসীকা (জল সদৃশ পদার্থ), রক্ত, রস, চক্ষুঃ ও ত্বক্, এই সকল স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে, কিন্তু নাভিই উহার প্রধান স্থান।

উরঃ কণ্ঠ শিরঃ ক্লোমঃ পর্ব্বণ্যামাশয়ো রসঃ।
মেদো ঘ্রাণঞ্চ জিহ্বা চ কফস্য সুতরামুরঃ।

বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লোম, পার্শ্বস্থান, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা ও জিহ্বা, এইগুলি কফের স্থান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই প্রধান স্থল।

প্রাণাদি ভেদাৎ পঞ্চাত্মা বায়ুঃ প্রাণোঽত্র মূর্দ্ধগঃ।
উরঃ কণ্ঠচরো বুদ্ধি হৃদয়েন্দ্রিয় চিত্তধৃক্।
ষ্ঠীবন ক্ষবথূদ্গার নিঃশ্বাসান্ন প্রবেশকৃৎ।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানভেদে বায়ু পাঁচ প্রকার। যেমন একজন ব্যক্তি

কার্য্যভেদে খনক, পাচক ও গায়কাদি ভিন্ন ভিন্ন গৌণনাম প্রাপ্ত হয়, তেমনি একমাত্র বায়ু কার্য্যভেদে প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু মস্তক, বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে অবস্থিতি করে। ইহা দ্বারা বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ধৃত হয়। ষ্ঠীবন (থু থু ফেলা), হাঁচি, উদ্গার ও নিঃশ্বাস বহির্গত এবং অন্ন উদর মধ্যে প্রবেশিত হইয়া থাকে।

উরঃ স্থান মুদানস্য নাসা নাভি গলাংশ্চরেৎ।
বাক্ প্রবৃত্তি প্রযত্নোর্জ্জা বলবর্ণ স্মৃতিক্রিয়ঃ॥

বক্ষঃস্থল উদান বায়ুর স্থান, ইহা নাসিকা, নাভি ও গলদেশে বিচরণ করে। উদান বায়ুর দ্বারা বাক্‌প্রবর্ত্তন, কার্য্যোদ্যম, উৎসাহ বল, বর্ণ ও স্মরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ব্যানো হৃদি স্থিতঃ কৃৎস্ন দেহচারী মহাজবঃ।
গত্যবক্ষেপণোৎক্ষেপ নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্॥

হৃদয় ব্যান বায়ুর স্থান, ইহা অতি বেগবান্ এবং সমস্ত দেহে বিচরণ করে। গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও উর্দ্ধক্ষেপ, চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ক্রিয়া সেই ব্যান বায়ুর আয়ত্ত।

সমানোগ্নিঃ সমীপস্থঃ কোষ্ঠে চরতি সর্ব্বতঃ।
অন্নং গৃহ্ণাতি পচতি বিবেচয়তি মুঞ্চতি॥

সমান বায়ু পাচকাগ্নির সমীপস্থ, ইহা কোষ্ঠের সর্ব্বত্র বিচরণ করে। অপক্ক অন্নকে আমাশয়ে ধারণ করে, পাক করে ও কঠিন অন্নকে পাকার্থ বিভাগ করে এবং মল মূত্রাদিকে অধো নিঃসারণ করিয়া থাকে।

অপানোঽপানগঃ শ্রোণি বস্তি মেঢ্রোরুগোচরঃ।
শুক্রার্ত্তব শকৃন্মূত্র গর্ভ নিষ্ক্রমণ ক্রিয়ঃ॥

অপান বায়ুর স্থান অপান অর্থাৎ গুহ্যদেশ। ইহা শ্রোণি, বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে বিচরণ করে এবং শুক্র, আর্ত্তব (ঋতু শোণিত), মল, মূত্র ও গর্ভকে বহির্নিঃসারণ করিয়া থাকে।

পিত্তং পঞ্চাত্মকং তত্র পক্বামাশয় মধ্যগম্।
পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজস গুণোদয়াৎ॥
ত্যক্ত দ্রবত্বং পাকাদি কর্ম্মণানলশব্দিতম্।
পচত্যন্নং বিভজতে সারকিট্টৌ পৃথক্ তথা॥
তত্রস্থমেব পিত্তানাং শেষাণামপ্যনুগ্রহম্।
করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎ স্মৃতম্॥

বায়ুর ন্যায় পিত্তও পঞ্চবিধ, সেই পঞ্চবিধ পিত্তের মধ্যে যাহা আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থিত এবং যাহা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক হইলেও তেজোগুণাধিক্য হেতু ত্যক্ত দ্রবত্ব হইয়া পাক দাহাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন জন্য অগ্নি শব্দে অভিহিত, যাহা অন্নকে পাক করে সার ও মল পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করে এবং যাহা স্বস্থানে থাকিয়াই রঞ্জকাদি ধাতুস্থ পিত্তদিগের বলাধান করে তাহাকে পাচক পিত্ত কহে।

আমাশয়াশ্রয়ং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ।
বুদ্ধি মেধাভিমানাদ্যৈরভিপ্রেতার্থ সাধনাৎ॥
সাধকং হৃদ্গতং পিত্তং রূপালোচনতঃ স্মৃতম্।
দৃক্‌স্থমালোচকং ত্বক্‌স্থং ভ্রাজকং ভ্রাজনাত্বচম্॥

যে পিত্ত আমাশয়স্থিত, তাহা রসকে রক্ত বর্ণ করে বলিয়া রঞ্জকপিত্ত নামে অভিহিত। যাহা হৃদয়ে স্থিত, তাহা বুদ্ধি, মেধা ও অভিমানাদি দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ের সাধন করে বলিয়া সাধক পিত্ত নামে কথিত। যাহা চক্ষুস্থ, তাহা কৃষ্ণ গৌরাদিবর্ণ আলোকন করে বলিয়া আলোচক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত এবং যাহা ত্বকে অবস্থিত, তাহা ত্বকের ভ্রাজন অর্থাৎ দীপ্তিজনক হেতু

ভ্রাজক পিত্ত বলিয়া খ্যাত। (এই পিত্তই, অভ্যঙ্গ, লেপ ও পরিষেকাদি পাক করে)।

শ্লেষ্মা তু পঞ্চধোরঃস্থঃ স ত্রিকস্য স্ববীর্য্যতঃ।
হৃদয়স্যান্ন বীর্য্যাচ্চ তৎস্থ এবাম্বুকর্ম্মণা॥
কফধাম্নাঞ্চ শেষাণাং যৎ করোত্যবলম্বনম্।
অতোঽবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্ত্বামাশয় সংস্থিতঃ॥
ক্লেদকঃ সোঽন্নসংঘাত ক্লেদনাদ্রস বোধনাৎ।
বোধকোরসনাস্থায়ী শিরঃসংস্থোঽক্ষতর্পণাৎ।
তর্পকঃ সন্ধি সংশ্লেষাৎ শ্লেষকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ॥

শ্লেষ্মাও পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যাহা উরঃস্থ (বক্ষঃস্থ) তাহা নিজ বীর্য্য দ্বারা পৃষ্ঠাধারের মেরুদণ্ডের নিম্নস্থানের) অন্নবীর্য্য (রসরূপ বীর্য্য) ও স্ববীর্য্য দ্বারা হৃদয়ের এবং উরঃপ্রদেশে থাকিয়াই অম্বুকর্ম্ম দ্বারা (ক্লেদ শ্লেষ্মাদিরূপ জলব্যাপার দ্বারা) সন্ধিস্থানাদি অন্যান্য শ্লেষ্ম স্থানের অবলম্বন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মে তাহাদের সামর্থ উৎপাদন করে, তজ্জন্য উহাকে অবলম্বক কহে। আর যাহা আমাশয়স্থিত, তাহা কঠিন অন্নকে ক্লিন্ন করে বলিয়া ক্লেদক নামে অভিহিত। যাহা রসনাস্থিত, তাহা দ্বারা মধুরাদি রসের বোধ হয় বলিয়া বোধক নামে খ্যাত। যাহা মস্তকস্থিত, তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া তর্পক সংজ্ঞায় সংস্থিত। এবং যাহা সন্ধিস্থানে অবস্থিত, তাহা দ্বারা সন্ধি সকল সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া শ্লেষক নামে কথিত।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানাস্ববিকৃতাত্মনাম্।
ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্॥

সকল শরীর ব্যাপী অবিকৃত বাতাদি দোষদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম সকল জানিবে।

উষ্ণেণ যুক্তা রুক্ষাদ্যা বায়োঃ কুর্ব্বন্তি সঞ্চয়ম্।
শীতেন কোপমুষ্ণেণ শমং স্নিগ্ধাদয়ো গুণাঃ॥
শীতেন যুক্তা স্তীক্ষ্ণাদ্যাশ্চয়ং পিত্তস্য কুর্ব্বতে।
উষ্ণেণ কোপং মন্দাদ্যাঃ শমং শীতোপসংহিতাঃ॥
শীতেন যুক্তঃ স্নিগ্ধাদ্যাঃ কুর্ব্বন্তি শ্লেষ্মণশ্চয়ম।
উষ্ণেণ কোপং তেনৈব গুণা রুক্ষাদয়ঃ শমম্॥

রুক্ষাদি বাত গুণ সকল উষ্ণ গুণযুক্ত হইয়া বায়ুর সঞ্চয়, শীতগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রকোপ এবং স্নিগ্ধাদি গুণ উষ্ণ যুক্ত হইয়া বায়ুর উপশম করে। আর তীক্ষ্ণাদি পিত্ত গুণ সকল শীতযুক্ত হইলে পিত্তের চয়, উষ্ণ গুণ যুক্ত হইলে পিত্তের প্রকোপ এবং মন্দাদি গুণ শীতসংযুক্ত হইলে পিত্তের প্রশম করে। স্নিগ্ধাদি শ্লেষ্ম গুণ সকল শীতসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং রুক্ষাদি গুণ উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রশম হইয়া থাকে।

চয়ো বৃদ্ধি স্বধাম্ন্যেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধি হেতুষু।
বিপরীত গুণেচ্ছা চ কোপস্তূন্মার্গ গামিতা॥
লিঙ্গানাং দর্শনং স্বেষামস্বাস্থ্যং রোগসম্ভবঃ।
স্বস্থানস্থস্য সমস্য বিকারাসম্ভবঃ শমঃ॥

নিজ নিজ স্থানে দোষদিগের যে বৃদ্ধি হয় তাহার নাম চয়। দোষের চয় হইলে দোষবর্দ্ধক হেতুতে বিদ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা হয়। (যথা, বায়ুর চয় হইলে বায়ুবর্দ্ধক রুক্ষাদিতে প্রদ্বেষ ও স্নিগ্ধাদিবাত বিপরীতগুণে অভিলাষ জন্মে। পিত্তশ্লেষ্মার পক্ষেও এইরূপ ব্যাখ্যা) স্বস্থানস্থ চয়প্রাপ্ত দোষের অতি বৃদ্ধিহেতু যে উন্মার্গ গমন অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রাপ্তি তাহার নাম প্রকোপ। প্রকুপিত দোষ সকল নিজ নিজ প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ করে অর্থাৎ দোষাদি বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে প্রকুপিত দোষদিগের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং যাহা পরে বলা যাইবে, সেই সকল লক্ষণই উপস্থিত করে, স্বাস্থ্যের হানি জন্মায় এবং রোগ সকল আনয়ন করে।

বাতাদিদোষ, যখন সাম্যাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কোনরূপ রোগ উৎপাদন না করে, তখনই তাহার প্রশমাবস্থা জানিবে।

চয় প্রকোপ প্রশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু।
বর্ষাদিষু তু পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু॥

গ্রীষ্ম,বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে বায়ুর চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মে বায়ুর চয়, বর্ষায় প্রকোপ ও শরৎকালে প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয়, প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্লেষ্মার চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়।

চীয়তে লঘুরুক্ষাভিরোষধীভিঃ সমীরণঃ।
তদ্বিধস্তদ্বিধে দেহে কালস্যৌষ্ণ্যান্ন কুপ্যতি॥

গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ যব, শালি ও গোধূমাদি ঔষধি সকল লঘু ও রুক্ষ হয়। বায়ুও লঘু রুক্ষাদি স্বভাব এবং দেহও তৎকালকৃত লঘু রুক্ষাদিগুণযুক্ত, সুতরাং গ্রীষ্মকালে তুল্য গুণবিশিষ্ট ওষধি সেবন দ্বারা, তুল্যগুণযুক্ত দেহে লঘু ও রুক্ষ স্বভাব বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু কালের উষ্ণতাপ্রযুক্ত প্রকুপিত হইতে পারে না। কারণ বায়ু শীতগুণবিশিষ্ট, উষ্ণগুণ তাহার বিপরীত, বিপরীত গুণযোগে তাহার প্রকোপ অসম্ভব, তবে লঘু রুক্ষাদি তুল্য গুণদ্বারা সঞ্চয় হয় মাত্র।

অম্ভিরম্লবিপাকাভি রোষধীভিশ্চ তাদৃশম্।
পিত্তং যাতি চয়ং কোপং ন তু কালস্য শৈত্যতঃ॥

বর্ষাকালে জল ও ওষধীগণ অম্ল বিপাক হয়, পিত্তও অম্লরস যুক্ত, সুতরাং তুল্যগুণ যোগে পিত্তের চয় হয়, কিন্তু বর্ষাকালের শৈত্যপ্রযুক্ত উষ্ণস্বভাব পিত্তের প্রকোপ হইতে পারে না।

চীয়তে স্নিগ্ধ শীতাভিরুদকৌষধীভিঃ কফঃ।
তুল্যেঽপি দেহে কালে চ স্ত্যানত্বান্ন প্রকুপ্যতি॥

শিশির কালে জল ও ওষধীগণ স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, দেহ এবং কালও স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে, কফও স্নিগ্ধ ও শীতলস্বভাব, সুতরাং তুল্যগুণ যুক্ত জল ও ওষধী সেবন দ্বারা তুল্য গুণবিশিষ্ট দেহে কফের চয় হইতে থাকে, কিন্তু শিশিরকালে কফের ঘনীভাব প্রযুক্ত প্রকোপ হইতে পারে না।

ইতি কালস্বভাবোঽয়মাহারাদি বশাৎ পুনঃ।
চয়াদীন্ যান্তি সদ্যোঽপি দোষাঃ কালেঽপি বা ন তু॥

কালস্বভাববশতঃ বাতাদির পূর্ব্বোক্ত রূপে চয় হয়, কিন্তু আহারাদির সামর্থ্যপ্রযুক্ত কাল অপেক্ষা না করিয়াও সদ্যই চয়াদি হইতে পারে। আবার ঐ আহারাদির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে কদাচিৎ উপযুক্ত কালেও চয়াদি হয় না।

ব্যাপ্নোতি সহসা দেহ মাপাদতলমস্তকম্।
নিবর্ত্ততে তু কুপিতো মলোঽল্পাল্পং জলৌঘবৎ॥

জলবেগ যেমন সহসা সম বিষম সমস্ত স্থান আপ্লাবিত করে ও মন্দ মন্দ ভাবে কমিতে থাকে, কুপিত দোষও সেইরূপ হঠাৎ আপাদমস্তক সমস্ত দেহ ব্যাপৃত করে ও অল্পে অল্পে নিবৃত্তি পায়।

নানারূপৈরসংখ্যেয়ৈর্বিকারৈঃ কুপিতা মলাঃ।
তাপয়ন্তি তনুং তস্মাৎ তদ্ধেত্বাকৃতি সাধনম্।
শক্যং নৈকৈকশো বক্তুমতঃ সামান্য মুচ্যতে॥

কুপিত দোষ সকল যখন নানাপ্রকার ও অসংখ্য রোগ উৎপাদন করিয়া দেহকে পীড়া দেয়, তখন সেই অসংখ্য রোগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন, তজ্জন্য যাহা সাধারণ হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা, তাহাই এস্থলে বলা যাইতেছে।

দোষএব হি সর্ব্বেষাং রোগাণামেক কারণম্।
যথা পক্ষী পরিপতন্ সর্ব্বতঃ সর্ব্বমপ্যহঃ।
ছায়ামত্যেতি নাত্মীয়াং যথা বা কৃৎস্ন মপ্যদঃ।
বিকারজাতং বিবিধং ত্রীন্ গুণান্নাতিবর্ত্ততে।
তথা স্বধাতু বৈষম্য নিমিত্তমপি সর্ব্বদা।
বিকারজাতং ত্রীন্ দোষান্ তেষাং কোপেতু কারণম্।
অর্থৈরসাত্ম্যৈঃ সংযোগঃ কালঃ কর্ম্ম চ দুষ্কৃতম্।
হীনাতি মিথ্যাযোগেন ভিদ্যতে তৎ পুনস্ত্রিধা।

বাতাদি দোষত্রয় জ্বরাতিসার প্রভৃতি সমস্ত রোগের একমাত্র উৎপত্তির কারণ। যেমন পক্ষী, সমস্ত দিন সকলদিকে ভ্রমণ করিয়াও আপন ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না অথবা এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি বিবিধ প্রকার ভূতবিকার, যেমন সত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়কে অতিবর্ত্তন করিয়া থাকে না, তেমনই ধাতুবৈষম্যজনিত রোগ সমূহও কখন বাতাদি দোষত্রয়কে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ দোষসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কদাচ রোগের উৎপত্তি হয় না। সেই সকল দোষের প্রকোপ বিষয়ে, তিনটী কারণ, যথা, অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ অর্থাৎ অনুচিত রূপ রসাদির সংযোগ, শীতোষ্ণ বর্ষাদি কাল, (দুষ্ট) এবং ঐহিক পারত্রিক দুষ্কৃতি। অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ যোগ আবার তিনপ্রকার যথা, হীনযোগ, মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ।

হীনোঽর্থেনেন্দ্রিয়স্যাল্পঃ সংযোগ স্বেন নৈব বা।
অতি যোগোঽতি সংসর্গঃ সূক্ষ্মভাস্বর ভৈরবম্।
অত্যাসন্নাতি দূরস্থং বিপ্রিয়ং বিকৃতাদি চ।
যদক্ষ্ণা বীক্ষ্যতে রূপং মিথ্যা যোগঃ স দারুণঃ।
এব মত্যুচ্চ পূত্যাদীনিন্দ্রিয়ার্থান্ যথাযথম্।
বিদ্যাৎ কালস্ত শীতোষ্ণ বর্ষ ভেদাত্রিধা মতঃ।
স হীনো হীনশীতাদি রতি যোগোঽতি লক্ষণঃ।
মিথ্যাযোগস্তু নির্দ্দিষ্টো বিপরীত স্বলক্ষণঃ।

যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়, তাহার অল্প সংযোগ অথবা সংযোগাভাবকে হীনযোগ কহে। যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, সেই রূপের অল্প দর্শন বা একেবারেই অদর্শনকে হীনযোগ বলাযায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও এইরূপ ব্যাখ্যা জানিবে। আর ঐ ইন্দ্রিয় বিষয়ের অতি সংসর্গ অর্থাৎ অতি সেবাকে অতিযোগ বলে এবং অতি সূক্ষ্ম, দীপ্তিশালী, প্রচণ্ড, অতি নিকটবর্ত্তী বা অতি দূরস্থ, অপ্রিয়, বিকৃতাদি-রূপ দর্শনকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ বলাযায়, এই মিথ্যাযোগ অতি দারুণ, কারণ ইহা তিমিরাদি চক্ষুরোগের হেতু। এইরূপ অত্যুচ্চ শব্দ ও পূতিগন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় সকলকেও তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ জানিবে এবং শীতোষ্ণ বর্ষাভেদে কালেরও তিন প্রকার যোগ। অর্থাৎ শীতাদির অল্পতাকে হীনযোগ, আধিক্যে অতিযোগ ও স্বলক্ষণের বৈপরীত্যকে মিথ্যাযোগ কহে।

কায়বাক্‌চিত্ত ভেদেন কর্ম্মাণি বিভজেত্ত্রিধা।
কায়াদি কর্ম্মণা হীনা প্রবৃত্তি হীনসংজ্ঞিকা।
অতি যোগোঽতি বৃত্তিস্তু বেগোদীরণ ধারণম্।
বিষমাঙ্গক্রিয়ারম্ভঃ পতনাস্খলনাদিকম্।
ভাষণঃ সামিভুক্তস্য রাগ দ্বেষভয়াদি চ।
কর্ম্ম প্রাণাতি পাতাদি দশধা যচ্চ নিন্দিতম্।
মিথ্যাযোগঃ সমস্তোঽসাবিহ চামুত্র বা কৃতম্।

কায়, বাক্য ও মনোভেদে কর্ম্মও ত্রিবিধ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের যে অল্প আরম্ভ, তাহা হীনযোগ এবং মল মূত্রাদির বেগে বেগদান বা উপস্থিত বেগে বেগধারণ, উভয় লোক বিরুদ্ধ ক্রিয়ারম্ভ ও বিষম, পতন, স্খলনাদি ব্যাপার সকল কায়িক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। অর্দ্ধভুক্ত ব্যক্তির যে কথোপকথন তাহা বাচিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদি মানসিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ এবং দিনচর্য্যাধ্যায়োক্ত হিংসা চৌর্য্যাদি দশবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক

পাপকর্ম্মও মিথ্যাযোগ। ইহজন্মে বা অন্য জন্মে কৃত গর্হিত সমস্ত কর্ম্মও মিথ্যাযোগ।

নিদানমেতদ্দোষাণাং কুপিতাস্তেন নৈকধা।
কুর্ব্বন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ শাখাকোষ্ঠাস্থি সন্ধিষু।

পূর্ব্বোক্ত হীন যোগাদি দোষদিগের প্রকোপের হেতু। সেই নিদান দ্বারা প্রকুপিত দোষ সকল শাখা, কোষ্ঠ ও সন্ধিস্থলে কেবল এক প্রকার নহে, নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে।

শাখারক্তাদয়স্ত্বক্ চ বাহ্য রোগায়ণং হি তৎ।
তদাশ্রয় মষ ব্যঙ্গ গণ্ডালজ্যর্ব্বুদাদয়ঃ।
বহির্ভাগাশ্চ দুর্নাম গুল্মশোফাদয়ো গদাঃ।
অন্তঃ কোষ্ঠো মহাস্রোত আম পক্কাশয়াশ্রয়ঃ॥
তৎস্থানাচ্ছর্দ্দ্যতীসার কাসশ্বাসোদর জ্বরাঃ।
অন্তর্ভাগঞ্চ শোফার্শো গুল্ম বীসর্প বিদ্রধি।

রক্তাদি ছয় প্রকার ধাতু ও ত্বক্ ইহাদিগকে শাখা কহে। শাখা বাহ্য রোগ সকলের স্থান। ইহারা যখন বাহ্য রোগের স্থান, তখন তদাশ্রয়ী মষক, ব্যঙ্গ (মেচেতা), গলগণ্ড গণ্ডমালা, অলজী, অর্ব্বুদ (আব) প্রভৃতি এবং বহির্গত গুল্ম ও শোথাদি ব্যাধি সকল বাহ্য রোগ।

মহাস্রোত এবং আমাশয় ও পক্কাশয়ের আশ্রয় যে অন্তর্ভাগ, তাহাকে কোষ্ঠ কহে। তদাশ্রয়ী ছর্দ্দি (বমি), অতিসার, কাস, শ্বাস, উদর, জ্বর, শোথ, অর্শঃ (অন্ত), গুল্ম, বীসর্প ও অন্তর্বিদ্রধি ইহাদিগকে অন্তর্ভাগ রোগ কহে।

শিরো হৃদয় বস্ত্যাদিমর্ম্মাণ্যস্থ্নাঞ্চ সন্ধয়ঃ।
তন্নিবদ্ধাঃ শিরাস্নায়ু কণ্ডরাদ্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
রোগমার্গাঃ স্থিতাস্তত্র যক্ষ্ম পক্ষ বধার্দ্দিতাঃ।
মূর্দ্ধাদি রোগাঃ সন্ধ্যস্থি ত্রিক শূলগ্রহাদয়ঃ।

মস্তক, হৃদয়, বস্ত্যাদি, মর্ম্মস্থান ও অস্থি সন্ধি এবং সেই অস্থি সংলগ্ন শিরা, স্নায়ু ও কণ্ডরাদি, ইহারা মধ্যম রোগমার্গ। সেই মধ্যম রোগমার্গ যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, মস্তকাদির রোগ এবং সন্ধি, অস্থি ও ত্রিক প্রদেশে শূল ও বেদনা জন্মিয়া থাকে।

ভ্রংস ব্যাস ব্যধ স্বাপ সাদ রুক্ তোদ ভেদম্।
সঙ্গাঙ্গভঙ্গ সঙ্কোচ বর্ত্ত হর্ষণ তর্ষণম্॥
কম্প পারুষ্য সৌষির্য্য শোষস্পন্দন বেষ্টনম্।
স্তম্ভঃ কষায়রসতা বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণোঽপি বা।
কর্ম্মাণি বায়োঃ পিত্তস্য দাহরাগোষ্মপাকিতাঃ।
স্বেদঃ ক্লেদঃ স্রুতিঃ কোথঃ সদনং মূর্চ্ছনং মদঃ।
কটুকাম্লৌ রসৌ বর্ণঃ পাণ্ডুরারুণবর্জ্জিতঃ॥

সন্ধিভ্রংস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিক্ষেপ, ব্যধ (মুদ্গরাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া), স্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গাবসাদ, রুক্, (সতত শূলবৎ বেদনা), ভেদ (বিদারণবৎ বেদনা), মল মূত্রাদির অনির্গম, অঙ্গভঙ্গ (অঙ্গচূর্ণবৎ বেদনা), শিরাদি সঙ্কোচ, বর্ত্ত (পুরীষাদির পিণ্ডীকরণ), রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পারুষ্য, অস্থির সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন (কিঞ্চিচ্চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া), স্তম্ভ, কষায়াস্বাদ ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ প্রভৃতি বায়ুর কার্য্য।

দাহ (সর্ব্বাঙ্গীন তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাককর্ত্তৃত্ব, স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, পচন, অবসাদ, মূর্চ্ছা, মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণ, প্রভৃতি পিত্তের কার্য্য।

শ্লেষ্মণঃ স্নেহ কাঠিন্য কণ্ডু শীতত্ব গৌরবম্।
বন্ধোপলেপস্তৈমিত্য শোফাপক্ত্যতিনিদ্রতাঃ।
বর্ণঃ শ্বেতো রসৌ স্বাদু লবণৌ চিরকারিতা।
ইত্যশেষাময়ব্যাপি যদুক্তং দোষলক্ষণম্।
দর্শনাদ্যৈরবহিত স্তৎ সম্যগুপলক্ষয়েৎ।
ব্যাধ্যবস্থাবিভাগজ্ঞঃ পশ্যন্নার্ত্তান্ প্রতিক্ষণম্।

স্নিগ্ধত্ব, কাঠিন্য, কণ্ডু, শৈত্য, গৌরব, স্রোতোবন্ধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য (গাত্রের অপটুতা), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, স্বাদু ও লবণরস এবং চিরকারিতা

(বিলম্বে কার্য্য নিষ্পত্তি) এইগুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

দোষদিগের অশেষ রোগব্যাপি যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, তাহা বাধ্যবস্থা নির্ণায়ক বৈদ্য অবহিত চিত্তে দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা সম্যক লক্ষ্য করিয়া প্রতিক্ষণ রোগীদিগকে দর্শন করিবে।

অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধি প্রকাশিনী।
রত্নাদি সদসজ্জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে॥

অভ্যাস অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ চিকিৎসা কর্ম্মে প্রবর্ত্তন বশতঃ কর্ম্মসিদ্ধি প্রকাশক চিকিৎসা-বিজ্ঞান জন্মে, কেবলমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চিকিৎসা জ্ঞান হয় না। স্বর্ণ রত্নাদির ভাল মন্দ জ্ঞান যেমন পুনঃ পুনঃ দর্শন দ্বারা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র অধ্যয়ন দ্বারা হয় না, কর্ম্মসিদ্ধিপ্রদ চিকিৎসাজ্ঞানও তেমনি অভ্যাস বশতঃই জন্মিয়া থাকে জানিবে।

দৃষ্টাপচারজঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ পূর্ব্বাপরাধজঃ।
তৎ সঙ্করাদ্ভবত্যন্যো ব্যাধিরেবং ত্রিধা স্মৃতম্॥

কোন ব্যাধি দৃষ্ট অপচার (ইহ জন্মকৃত ব্যাধি হেতু) হইতে, কোন ব্যাধি আত্মকৃত পূর্ব্ব অশুভ কর্ম্ম হইতে এবং কোন ব্যাধি এই উভয় মিশ্র হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ব্যাধি ত্রিবিধ।

যথা নিদানং দোষোত্থঃ কর্ম্মজো হেতুভির্বিনা।
মহারম্ভোঽল্পকে হেত্বাবাতঙ্কো দোষকর্ম্মজঃ॥

যে দোষের যে নিদান, সেই নিদান কুপিত দোষ হইতে উৎপন্ন ব্যাধিকে দোষজ অর্থাৎ দৃষ্টাপচারজ জানিবে, দুষ্ট হেতু ব্যতিরেকে যে ব্যাধি জন্মে তাহাকে কর্ম্মজ এবং অল্প নিদানে প্রবল পূর্ব্বরূপ ও রূপযুক্ত যে ব্যাধি জন্মে তাহাকে দোষ কর্ম্মজ জানিবে।

বিপক্ষ শীলনাৎ পূর্ব্বঃ কর্ম্মজঃ কর্ম্মসংক্ষয়াৎ।
গচ্ছত্যুভয়জন্মা তু দোষঃ কর্ম্ম ক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্।

দোষজ ব্যাধি, ব্যাধি হেতুর বিপরীত সেবন দ্বারা, কর্ম্মজ ব্যাধি কর্ম্মক্ষয় দ্বারা এবং উভয় হেতুজ অর্থাৎ দোষ কর্ম্মোত্থ ব্যাধি দোষ ও কর্ম্ম এই উভয়ের সংক্ষয় দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

দ্বিধা স্বপরতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাধয়োঽন্ত্যাঃ পুনর্দ্বিধা।
পূর্ব্বজঃ পূর্ব্বরূপাখ্যা জাতা পশ্চাদুপদ্রবাঃ॥

স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য ভেদে ব্যাধি দ্বিবিধ। অর্থাৎ কতকগুলি ব্যাধি স্বতন্ত্র (প্রধান) ও কতকগুলি পরতন্ত্র (অপ্রধান)। স্বনিদান কুপিত দোষ দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধিকে স্বতন্ত্র ব্যাধি কহে এবং ঐ স্বতন্ত্র ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পর, তাহার পরিবার স্বরূপ যে সকল উপদ্রবাদি জন্মে তাহাদিগকে পরতন্ত্র ব্যাধি বলে। পরতন্ত্র ব্যাধি আবার দুই প্রকার যথা, পূর্ব্বজ অর্থাৎ পূর্ব্বরূপাখ্য এবং পশ্চাজ্জাত অর্থাৎ উপদ্রব।

যথা স্বজন্মোপশমাঃ স্বতন্ত্রাঃ স্পষ্ট লক্ষণাঃ।
বিপরীতাস্ততোঽন্যে তু বিদ্যাদেবং মলানপি।
তান্ লক্ষয়েদবহিতো বিকুর্ব্বাণান্ প্রতিজ্বরম্॥

স্বতন্ত্র ব্যাধি সকলের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হয় এবং যথানির্দ্দিষ্ট উপায়ে তাহার জন্ম ও উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু পরতন্ত্র ব্যাধি সকল ইহার বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের লক্ষণ স্পষ্ট নহে এবং জন্ম ও উপশম শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কারণে হয় না। রোগ যেমন স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য ভেদে দ্বিবিধ, বাতাদি মল সকলও তেমনই স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য ভেদে দুই প্রকার। অতএব অবহিত চিত্তে প্রতি রোগে সেই সকল বিকৃতি ভাবাপন্ন দোষদিগের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

তেষাং প্রধান প্রশমে প্রশমোঽশান্যতস্তথা।
পশ্চাৎ চিকিৎসেৎ তূর্ণং বা বলবন্তমুপদ্রবম্।
ব্যাধিক্লিষ্ট শরীরস্থ পীড়াকরতরো হি সঃ।

স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান ব্যাধির প্রশমে, পরতন্ত্র অর্থাৎ অপ্রধান ব্যাধির প্রায় প্রশম হইয়া থাকে, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কদাচিৎ অপ্রধান ব্যাধির শান্তি না হয়, তাহা হইলে প্রধান ব্যাধির চিকিৎসানন্তর, প্রধান চিকিৎসালক্ষণানুসারে অপ্রধান ব্যাধির চিকিৎসা করিবে, তবে উপদ্রব যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই চিকিৎসা করিবে, প্রধান চিকিৎসার অপেক্ষা করিবে না। যে হেতু ব্যাধিক্লিষ্ট শরীরের পক্ষে উহা অধিকতর পীড়াকর হয়।

বিকার নামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
নহি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥

রোগের নাম স্থির করিতে না পারিলে বৈদ্যের কদাচিৎ লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। যে হেতু সকল রোগের নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া তাহাদের চিকিৎসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থানবিশেষতঃ।
স্থানান্তরাণি চ প্রাপ্য বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
তস্মাদ্বিক র প্রকৃতীরধিষ্ঠানান্তরাণি চ।
বুদ্ধা হেতু বিশেষাংশ্চ শীঘ্রং কুর্য্যাদুপক্রমম্॥

বাতাদির অন্যতম সেই একমাত্র কুপিত দোষ হেতুভেদে স্থানান্তর প্রাপ্ত হইয়া বহু ব্যাধি উৎপাদন করে। অতএব রোগের প্রকৃতি, স্থানবিশেষ ও হেতু বিশেষ বিবেচনা করিয়া শীঘ্র চিকিৎসা করিবে।

দূষ্যং দেশং বলং কালমনলং প্রকৃতিং বয়ঃ।
সত্ত্বং সাত্ম্যং তথাহারমবস্থাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাঃ সমীক্ষ্যৈষাং দোষৌষধ নিরূপণে।
যো বর্ত্ততে চিকিৎসায়াং ন স স্খলতি জাতু চিৎ॥

যে বৈদ্য দোষ ও ঔষধ নিরূপণ পূর্ব্বক রসাদি দূষ্য, দেশ, কাল, বল, অগ্নি, বাতাদি প্রকৃতি, বয়স, সত্ত্ব (সাহস, উৎসাহ, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও আয়ুঃপ্রভৃতি), সাত্ম্য, আহার ও ইহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পৃথগ্বিধ অবস্থা সকল সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখন বিফলপ্রযত্ন হয়েন না।

গুর্ব্বল্পব্যাধি সংস্থানং সত্ত্বদেহ বলাবলাৎ।
দৃশ্যতেঽপ্যন্যথাকারং তস্মিন্নবহিতো ভবেৎ॥

ধৈর্য্য, দেহ (স্থূল কৃশাদি) ও বলাবল হেতু কখন বলবান্ ব্যক্তিকেও অল্প লক্ষণযুক্ত এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও প্রবল লক্ষণাক্রান্ত দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যদি অধিক ধৈর্য্য, অধিক বল ও উৎকৃষ্ট দেহ থাকে, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিকেও দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়, আর যদি অল্প ধৈর্য্য, অল্প বল ও অপকৃষ্ট দেহ হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও বলবান্ বলিয়া প্রতীতি হয়, অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে।

গুরুং লঘুমিতি ব্যাধিং কল্পয়ংস্তু ভিষগ্ধ্রুবঃ।
অল্প দোষাকলনয়া পথ্যে বিপ্রতিপদ্যতে॥
ততোঽল্পমল্পবীর্য্যং বা গুরুব্যাধৌ প্রয়োজিতম্।
উদীরয়েত্তরাং রোগান্ সংশোধনমযোগতঃ॥

কুৎসিত বৈদ্য মহদ্ব্যাধিকে সামান্য ভাবিয়া অল্প দোষ ধারণা হেতু চিকিৎসা বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হন এবং সেই মোহবশতঃ গুরু ব্যধিতে অল্পমাত্র বা অল্পবীর্য্য সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহাতে অর্থাৎ হীনযোগ বশতঃ প্রদত্ত ঔষধ, রোগ সকলকে অতিশয় উদীর্ণবেগ করে।

শোধনং ত্বতিযোগেন বিপরীতং বিপর্য্যয়ে।
ক্ষিণুয়াল্পমলানেব কেবলং বপুরস্ততি॥
অতোঽভিযুক্ত সততং সর্ব্বমালোচ্য সর্ব্বথা।
তথা যুঞ্জীত ভৈষজ্যমারোগ্যায় যথাধ্রুবম্॥

যদি লঘু ব্যাধিতে অতিমাত্র বা উগ্রবীর্য্য সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহতো

অর্থাৎ অতিযোগ হেতু সেই প্রদত্ত ঔষধ যে, কেবল রোগারম্ভক দোষকেই ক্ষয় করে, এমন নহে, শরীরকেও হিংসা করিয়া থাকে। অতএব সতত অভিযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদানুষ্ঠান-পরায়ণ হইয়া দোষ দূষ্যাদি সকল বিষয়, সর্ব্বপ্রকারে আলোচনা করিয়া, যাহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বক্ষ্যন্তেঽতঃ পরং দোষা বৃদ্ধিক্ষয় বিভেদতঃ।
পৃথক্ ত্রীন্ বিদ্ধি সংসর্গস্ত্রিধা তত্র তু তান্নব।
ত্রীনেব সময়া বৃদ্ধ্যা ষড়েকস্যাতিশায়নে॥

অতঃপর আমরা বৃদ্ধি ও ক্ষয় ভেদে বাতাদি দোষ বর্ণন করিব। স্বপ্রমাণাধিক পৃথক্ পৃথক্ দোষ তিন প্রকার। যথা, বাতবৃদ্ধ, পিত্ত বৃদ্ধ ও কফ বৃদ্ধ। দ্বন্দ্ব তিন প্রকার, কিন্তু সেই তিন প্রকার দ্বন্দ্ব সমান বৃদ্ধিদ্বারা তিন প্রকার ও একের আধিক্যে ছয় প্রকার, সমুদায়ে নয় প্রকার হইয়া থাকে। সমান বৃদ্ধি যথা, তুল্য বৃদ্ধ বাত পিত্ত, তুল্য বৃদ্ধ বাতশ্লেষ্ম, তুল্য বৃদ্ধ পিত্তশ্লেষ্ম। একাধিক্য যথা, বাত বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর, পিত্ত বৃদ্ধ বাত বৃদ্ধতর, কফ বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর, পিত্তবৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর, কফ-বৃদ্ধ বাত বৃদ্ধতর, বাতবৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর, এই নয় প্রকার দ্বন্দ্ব ভেদ।

ত্রয়োদশ সমস্তেষু ষড্ দ্ব্যেকাতিশয়েন তু
একং তুল্যাধিকৈঃ ষট্ চ তারতম্য বিকল্পনাৎ॥

সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার, তন্মধ্যে দুই দোষের অতিবৃদ্ধি দ্বারা তিন প্রকার ও এক দোষের অতি বৃদ্ধি দ্বারা তিন প্রকার, এই ছয় প্রকার এবং তিন দোষেরই তুল্যাধিক্যে এক প্রকার ও দোষত্রয়ের তারতম্যানুসারে ছয় প্রকার। সমুদায়ে তের প্রকার হয়, যথা, ১ কফ বৃদ্ধ বাতপিত্ত অধিক বৃদ্ধ। ২ পিত্তবৃদ্ধ বাত কফ অতি বৃদ্ধ। ৩ বাত-বৃদ্ধ পিত্ত কফ বৃদ্ধতর। ৪ পিত্ত কফবৃদ্ধ বাত অতিবৃদ্ধ। ৫ বাত কফ বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর। ৬ বাত পিত্তবৃদ্ধ কফ অতিবৃদ্ধ। ৭ বাত পিত্ত ও কফ তুল্যবৃদ্ধ। ৮ (তারতম্যানুসারে) বাতবৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর কফ বৃদ্ধতম। ৯ বাতবৃদ্ধ কফবৃদ্ধতর পিত্তবৃদ্ধতম। ১০ পিত্তবৃদ্ধ কফবৃদ্ধতর বাতবৃদ্ধতম। ১১ পিত্তবৃদ্ধ বাতবৃদ্ধতর কফবৃদ্ধতম। ১২ কফ-বৃদ্ধ বাতবৃদ্ধতর পিত্তবৃদ্ধতম। ১৩ কফবৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর বাত বৃদ্ধতম।

পঞ্চবিংশতিমিত্যেবং বৃদ্ধৈঃ ক্ষীণৈশ্চ তানতঃ॥

বৃদ্ধিভেদে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক দোষভেদ জানিবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ পৃথক্ দোষ তিন প্রকার, বৃদ্ধ দ্বন্দ্বদোষ নয় প্রকার ও বৃদ্ধ সন্নিপাত তের প্রকার। এইরূপ ক্ষয়ভেদেও পঞ্চবিংশতি প্রকার জানিবে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে "বৃদ্ধ" স্থানে "ক্ষীণ" শব্দ প্রয়োগ করিলে অনায়াসেই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক দোষভেদ প্রতীত হইবে। যথা, (পৃথক্ তিন) ক্ষীণবাত, ক্ষীণপিত্ত, ক্ষীণ কফ। (দ্বন্দ্ব ৯) তুল্যক্ষীণবাতপিত্ত, তুল্যক্ষীণপিত্তকফ, তুল্যক্ষীণবাতকফ। বাত-ক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর, পিত্তক্ষীণ বাতক্ষীণতর, বাতক্ষীণ কফক্ষীণতর, কফক্ষীণ বাতক্ষীণতর, কফক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর, পিত্তক্ষীণ কফক্ষীণতর। (সন্নিপাত ১৩) ১ বাতক্ষীণ পিত্তকফক্ষীণতর, ২ পিত্তক্ষীণ বাতকফক্ষীণতর, ৩ কফক্ষীণ পিত্তবাতক্ষীণতর, ৪ বাতপিত্তক্ষীণ কফক্ষীণ-তর, ৫ পিত্তকফক্ষীণ বাতক্ষীণতর, ৬ বাত-কফক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর। ৭ তুল্যক্ষীণ বায়ুপিত্ত ও কফ। ৮ কফক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর বাতক্ষীণ-তম। ৯ বাতক্ষীণ কফক্ষীণতর পিত্তক্ষীণতম,

১০ পিত্তক্ষীণ কফক্ষীণতর বাতক্ষীণতম, ১১ কফক্ষীণ বাতক্ষীণতর পিত্তক্ষীণতম, ১২ বাতক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর, কফক্ষীণতম, ১৩ পিত্তক্ষীণ বাতক্ষীণতর কফক্ষীণতম। ক্ষয়ভেদে এই পঞ্চ বিংশতি প্রকার দোষভেদ।

একৈক বৃদ্ধি সমতাক্ষয়ৈঃ ষট্ তে পুনশ্চ ষট্।
একক্ষয় দ্বন্দ্ব বৃদ্ধ্যা সবিপর্য্যয়য়াপি তে।
ভেদা দ্বিষষ্টির্নির্দ্দিষ্টা স্ত্রিষষ্টিঃ স্বাস্থ্যকারণম্॥

সন্নিপাতস্থ দোষত্রয়ের মধ্যে এক দোষের বৃদ্ধি এক দোষের সমতা ও এক দোষের ক্ষয় দ্বারা ছয় প্রকার দোষ ভেদ হয়। যথা, ১ বাত বৃদ্ধ, পিত্ত সম, কফ ক্ষীণ। ২ পিত্ত বৃদ্ধ বাত সম কফ ক্ষীণ। ৩ কফ বৃদ্ধ, পিত্ত সম, বাত ক্ষীণ। ৪ কফ বৃদ্ধ, বাত সম, পিত্ত ক্ষীণ। ৫ বাত বৃদ্ধ, কফসম, পিত্ত ক্ষীণ। ৬ পিত্ত বৃদ্ধ, কফ সম, বাত ক্ষীণ। এইরূপ এক দোষের ক্ষয় ও দোষদ্বয়ের বৃদ্ধি দ্বারা তিন প্রকার ও ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ দোষদ্বয়ের ক্ষয় ও এক দোষের বৃদ্ধি দ্বারা তিন প্রকার সমুদায়ে ছয় প্রকার। যথা, ১ বাত ক্ষীণ পিত্ত কফ বৃদ্ধ। ২ পিত্ত ক্ষীণ বাত কফ বৃদ্ধ। ৩ কফ ক্ষীণ বাত পিত্ত বৃদ্ধ। ৪ বাত পিত্ত ক্ষীণ কফ বৃদ্ধ, ৫ বাত কফ ক্ষীণ পিত্ত বৃদ্ধ। ৬ পিত্ত কফ ক্ষীণ বাত বৃদ্ধ। এইরূপ সন্নিপাতে বৃদ্ধি ক্রম ভিন্ন বলিয়া দোষভেদ ভিন্নরূপ হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধিভেদে ২৫ ক্ষয়ভেদে ২৫ এবং এখানে বর্ণিত ১২ সমুদায়ে ৬২ প্রকার দোষভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রিষষ্টি অর্থাৎ দ্বিষষ্টির পর যেটি গণনা করা যায়, সেইটি স্বাস্থ্যের হেতু কারণ তাহাতে বাত পিত্ত কফ স্বপ্রমাণাবস্থায় থাকে। উক্ত ৬২ প্রকারই রোগের কারণ. যে হেতু দোষবৈষম্যই রোগের নিদান।

সংসর্গাদ্রসরুধিরাদিভিস্তথৈষাং
দোষাংস্তু ক্ষয় সমতা বিবৃদ্ধিভেদৈঃ।
আনন্ত্যং তরতম যোগতশ্চ যাতান্
জানীয়াদবহিতমানসো যথাস্বম্॥

বৃদ্ধি ও ক্ষয়ভেদে দোষদিগের যে দ্বিষষ্টি প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল শিষ্যগণের ব্যুৎপত্তির পথ প্রদর্শন মাত্র, রস ও রক্তাদি সপ্তধাতুর সংসর্গে এবং তাহাদের ক্ষয়, সমতা ও বৃদ্ধি ভেদে ও তারতম্যানুসারে দোষভেদ অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে, অতএব অবহিত চিত্তে তাহা যথাযথ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতস্যোপক্রমঃ স্নেহঃ স্বেদঃ সংশোধনং মৃদু।
স্বাদ্বম্ল লবণোষ্ণাণি ভোজ্যান্যভ্যঙ্গ মর্দ্দনম্॥
বেষ্টনং ত্রাসনং সেকো মদ্যং পৈষ্টিক গৌড়িকম্॥
স্নিগ্ধোষ্ণা বস্তয়ো বস্তি নিয়মঃ সুখ শীলতা॥
দীপনৈঃ পাচনৈঃ সিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চানেক যোনয়ঃ।
বিশেষান্মেধ্যপিশিত রস তৈলানুবাসনম্॥

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন বিরেচনাদি), মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ ও হস্তাদিদ্বারা তৈল মর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয় প্রদর্শন, দশমূল কাথাদির প্রসেক; পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্য, স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তিপ্রয়োগ ও যথাবিধি বস্তিদান অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রথমে স্নেহপানাদি পঞ্চ প্রকার কার্য্য

করণানন্তর বস্তি প্রদান, সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং অগ্ন্যুদ্দীপন ও পাচন দ্রব্য সহ সিদ্ধ তিলাদি নানাদ্রব্যের তৈল, পুষ্ট মাংসের যূষ ও তৈলানুবাসন, এই সমস্ত প্রকুপিত বায়ুর বিশেষ চিকিৎসা অর্থাৎ ইহাদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্তস্য সর্পিষঃ পানং স্বাদু শীতৈর্বিরেচনম।
স্বাদু তিক্ত কাষায়াণি ভোজনান্যৌষধানি চ ॥
সুগন্ধ শীত হৃদ্যানাং গন্ধানামুপসেবনম।
কণ্ঠে গুণানাং হারাণাং মণীনামুরসা ধৃতিঃ ॥
কর্পূর চন্দনোশীরৈরনুলেপঃ ক্ষণে ক্ষণে।
প্রদোষশ্চন্দ্রমাঃ সৌধং হারি গীতং হিমোঽনিলঃ ॥
অযন্ত্রণমুখং মিত্রং পুত্রঃ সন্ধিগ্ধ মুগ্ধবাক্।
ছন্দানুবর্ত্তিনী দারাঃ প্রিয়াঃ শীলবিভূষিতাঃ ॥
শীতাম্বুধারাগর্ভাণি গৃহাণ্যুদ্যান দীর্ঘিকা।
সুতীর্থ বিপুল স্বচ্ছ সলিলাশয় সৈকতে ॥
সাম্ভোজ জলতীরান্তে কায়মানে দ্রুমাকুলে।
সৌম্যা ভাবাঃ পয়ঃ সর্পিবিরেকশ্চ বিশেষতঃ।

ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্যদ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত কষায় ঔষধ, সুগন্ধ-সুশীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠে গুণনামক নানাবিধ মণি মুক্তাহার, বক্ষঃস্থলে ধারণ, ক্ষণে ক্ষণে কর্পূর, চন্দন ও বেণার অনুলেপ, সায়ংকাল, চন্দ্রমা, সুধা ধবলিত গৃহ, মনোহর গান, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণ মুখমিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণা সূচক বাক্য নাই, প্রফুল্ল বদন, মধুর ভাষা), অস্ফুট মুগ্ধ বচন, সন্তান, প্রিয়া সুশীলা বিভূষিতা ও বশীভূতা স্ত্রী, শীতলজলধারা-বিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা, সৌম্য-ভাব, বিশেষতঃ দুগ্ধ ঘৃতের বিরেচন, এই সমস্ত, প্রকুপিত পিত্ত শান্তির প্রধান উপায়। রোগী, নিম্নলিখিত রূপ কায়মনে অর্থাৎ তৃণগৃহে (খড়োঘরে) অবস্থিতি করিয়া উপরোক্ত চিকিৎসিত হইবেন। তৃণগৃহখানি, সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট প্রশস্ত নির্ম্মল জলাশয়ের বালুকাময় পুলিনে অবস্থিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষে সুশোভিত এবং নিকটস্থ সলিলে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত, এইরূপ মনোহর তৃণগৃহে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন।

শ্লেষ্মণো বিধিনা যুক্তং তীক্ষ্ণ বমন রেচনম।
অন্নং রুক্ষাল্প তীক্ষ্ণোষ্ণং কটু তিক্ত কষায়কম ॥
দীর্ঘকালস্থিতং মদ্যং রতি প্রীতিঃ প্রজাগরঃ।
অনেক রূপো ব্যায়ামশ্চিন্তা রুক্ষং বিমর্দ্দনম।
বিশেষাদ্বমনং যূষঃ ক্ষৌদ্রং মেদোঘ্নমৌষধম।
ধূমোপবাস গণ্ডূষা নিঃসুখত্বং সুখায় চ ॥

শাস্ত্র বিধানোক্ত তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন; রুক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত অন্ন, পুরাতন মদ্য, রতিকার্য্য, প্রীতি, অতি জাগরণ, নানাপ্রকার ব্যায়াম, চিন্তা, রুক্ষ মর্দ্দন, বিশেষতঃ বমন, যূষ, মধু, মেদোঘ্ন ঔষধ, ধূম, উপবাস, গণ্ডূষ ধারণ এবং দুঃখ-প্রদ মানসিক ও বাচনিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান-জনিত ক্লেশ, এই সমস্ত শ্লেষ্মজন্য বিকারে সুখের নিমিত্ত হয়।

উপক্রমাঃ পৃথক্ দোষান্ যোঽয়মুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ।
সংসর্গ সন্নিপাতেষু তং যথাস্বং বিকল্পয়েৎ ॥

বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে যে চিকিৎসা কীর্ত্তিত হইল, দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত স্থলেও সেই সেই চিকিৎসা মিলিত করিয়া কল্পনা করিবে। যথা, বায়ু ও পিত্তের পৃথক্ পৃথক্ যে যে চিকিৎসা কথিত হইল, বাত পিত্তের সংসর্গেও তাহাই মিলিত প্রয়োগ করিবে, অন্যান্য দ্বন্দ্বে ও সন্নিপাতে এইরূপ জানিবে।

গ্রৈষ্মঃ প্রায়ো মরুৎপিত্তে বাসন্তঃ কফমারুতে।
মরুত্তো যোগবাহিত্বাৎ কফপিত্তে তু শারদঃ ॥

বাত ও পিত্ত সংসর্গে গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যা বিহিত চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ গ্রীষ্ম

ঋতুতে যেমন লবণ, কটু, অম্ল, ব্যায়াম ও সূর্য্য কিরণ ত্যজ্য এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেব্য, বাতপিত্ত সংসর্গেও সেইরূপ প্রায় লবণাদি ত্যজ্য ও মধুর অন্নাদি সেব্য ইত্যাদি। বাতশ্লেষ্ম সংসর্গে বসন্ত ঋতু চর্য্যোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদি রূপ চিকিৎসা প্রযোজ্য। কফ পিত্ত সংসর্গে শরৎ ঋতুচর্য্যা-বিহিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মে অত্যন্ত শীতল সেবা এবং বসন্তে তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যাদি প্রয়োগ উক্ত আছে, কিন্তু ইহা অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাত পিত্ত ও বাত শ্লেষ্ম সংসর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুচর্য্যাবিহিত বিধান হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে দোষ যুক্ত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে, অতএব পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্ত চিকিৎসা এবং কফের সহিত স্থিত বায়ুর কফ চিকিৎসা ন্যায্য। (সন্নিপাতে ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমিত্যাদি) বচনানুসারে বর্ষা ঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসাই কর্ত্তব্য, যে হেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বর্ষা ঋতুতে দোষত্রয়েরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

চয় এব জয়েদ্দোষং কুপিতং ত্ববিরোধয়ন্।
সর্ব্বকোপে বলীয়াংসং শেষ দোষাবিরোধতঃ ॥

চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় অর্থাৎ ছিন্ন মূল করিবে, কোপকাল প্রতীক্ষা করিবে না। চয়কালের চিকিৎসা যেন কুপিত দোষের অবিরোধী হয়। আর সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইলে, যে দোষ বলবান্ তাহারই চিকিৎসা করিবে, সেই চিকিৎসাও যেন অবশিষ্ট প্রকুপিত দোষের প্রতিকূল না হয়।

প্রয়োগঃ সময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ ॥

যে চিকিৎসা, উপস্থিত ব্যাধি নিবারণ অথচ অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। অতএব যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তি করে, অথচ অন্য দোষের প্রকোপ না জন্মায়, তাহাই বিশুদ্ধ চিকিৎসা।

ব্যায়ামাদূষ্মণ স্তৈক্ষ্ণ্যাদহিতাচরণাদপি।
কোষ্ঠাচ্ছাখাস্থি মর্ম্মাণি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ ॥
দোষা যান্তি তথা তেভ্যঃ স্রোতোমুখ বিশোধনাৎ।
বৃদ্ধ্যাভিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ কোষ্ঠং বায়োশ্চ নিগ্রহাৎ।

ব্যায়াম, উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিত সেবন ও বায়ুর শীঘ্র গামিত্ব এই হেতু চতুষ্টয়ে দোষ সকল কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু, অস্থি ও মর্ম্মস্থানে গমন করে। এবং স্রোতোমুখের বিবৃতি অর্থাৎ দোষমার্গের মুখবিস্তার, দোষের বৃদ্ধি, ক্ষীরাদি অভিষ্যন্দি ভোজন ও পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক প্রভৃতি কারণে দোষ সকল, রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে গমন করে।

তত্রস্থাশ্চ বিলম্বেরন্ ভূয়ো হেতু প্রতীক্ষিণঃ।
তে কালাদি বলং লব্ধ্বা কুপ্যন্ত্যন্যাশ্রয়েষ্বপি ॥

দোষ সকল রক্তাদি হইতে কোষ্ঠে যাইয়াই রোগোৎপাদন করিতে পারে না, কারণ অন্য-স্থান গমনহেতু তাহারা হীনশক্তি হইয়া যায়, রোগোৎপাদক হেতু হেত্বন্তর প্রতীক্ষা করে। অতএব যখন দেশ, কাল, দৃষ্য ও অপথ্যাদি-দ্বারা লব্ধ বল হয়, তখনই পরকীয় স্থানে রোগোৎপাদন হয়।

তত্রান্যস্থান সংস্থেষু তদীয়ামবলেষু চ।
কুর্য্যাচ্চিকিৎসাঃ স্বামেব বলেনান্যভিভাবিষু।
আগন্তুং শময়েদ্দোষং স্থানিনঃ প্রতিকৃত্য বা ॥

অন্যস্থানগত দোষ সকল, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, যে পর্য্যন্ত রোগোৎপাদনে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ চিকিৎসা না করিয়া কেবল স্থানিদোষ সম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে।

কিন্তু যখন আগন্তু দোষ লব্ধবল হইয়া নিজ-শক্তিদ্বারা স্থানিদোষকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাদের স্বকীয় চিকিৎসা করিবে। কিংবা অগ্রে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া পরে আগন্তু দোষের শান্তি করিবে।

প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্॥
কুর্য্যান্ন তেষু ত্বরয়া দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্॥
সময়েত্তান্ প্রয়োগেন সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ।
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংশ্চ যথাসন্নং বিনির্হরেৎ॥

তির্য্যগ্‌গত দোষ সকল, রোগীকে দীর্ঘকাল পীড়া দেয়, অতএব দেহের অগ্নি ও বলাভিজ্ঞ বৈদ্য, সত্বর হইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না, শাস্ত্রবিহিত চিকিৎসানুসারে তির্য্যগ্‌গত দোষের শান্তি করিবে অথবা যাহাতে দেহের পীড়া না জন্মায়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। তাহারা কোষ্ঠে আনীত হইলে, বমন বিরেচনাদি দ্বারা আসন্ন পথ দিয়া অর্থাৎ যে পথ যে কোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী, সেই পথ দিয়া তাহাদিগকে নিঃসারিত করিবে। আমস্থান, অগ্নি স্থান, পক্কস্থান, মূত্রাশয়, রক্তাধার, হৃদয়, উণ্ডুক (মলাশয়) ও ফুস্‌ফুস্ ইহাদিগকে কোষ্ঠ কহে।

স্রোতোরোধ বলভ্রংশ গৌরবানিল মূঢ়তাঃ।
আলস্যাপক্তি নিষ্ঠীব মল সঙ্গারুচিক্লমাঃ।
লিঙ্গং মলানাং সামানাং নিরামাণাং বিপর্য্যয়ঃ॥

স্রোতরোধ, বলহানি, দেহভার, বায়ুর স্তব্ধতা, আলস্য, অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবৃত্তি, অরুচি ও গ্লানি, এই সমস্ত সাম অর্থাৎ আমরস যুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ ইহার বিপরীত।

উষ্মণোঽল্পবলত্বেন ধাতুমাদ্যমপাচিতম্।
দুষ্টমামাশয় গতং রসমামং প্রচক্ষ্যতে॥

অগ্নির অল্প বলত্ব হেতু অপাচিত এবং বাতাদি দুষ্ট অমাশয়গত রস নামক যে প্রথম ধাতু তাহাকে আম কহে।

অন্যে দোষেভ্য এবাতি দুষ্টেভ্যোঽন্যোন্য মূর্চ্ছনাৎ।
কোদ্রবেভ্যো বিষস্যেব বদন্ত্যামস্য সম্ভবম্॥

অতঃপর কতকগুলি আচার্য্যেরা বলেন যে, যেমন কোদ্ ধান্য হইতে বিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অতি দুষ্ট দোষদিগের পরস্পর মূর্চ্ছন (মিশ্রীভাব) দ্বারা আমের সম্ভব হইয়া থাকে।

আমেন তেন সম্পৃক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতাঃ।
সমা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ॥

বাতাদি দূষিত ও আমসংযুক্ত যে দোষ ও দূষ্য পদার্থ তাহাদিগকে সাম কহে। সেই সামদোষ দূষ্য হইতে জ্বরাদি যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারাও সাম রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বদেহ প্রবিসৃতান্ সামান্ দোষান্ন নির্হরেৎ।
লীনান্ ধাতুষ্বনুৎক্লিষ্টান ফলাদামাদ্রসানিব।
আশ্রয়স্য হি নাশায় তে স্যুর্দুর্নির্হরত্বতঃ॥

সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত, রস রক্তাদি ধাতুতে লীন, স্বস্থান হইতে অচলিত সাম দোষকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা নিঃসারিত করিবে না। কারণ যে প্রকার অপক্ক আম্রাদি ফল হইতে রস নিষ্কাশিত করিলে রসাধার ফলের নাশ হয়, সেই প্রকার সামদোষকে নিঃসারিত করিলে দুর্নিঃসারণ হেতু দোষাশ্রয়ের অর্থাৎ শরীরের নাশ হইতে পারে।

পাচনৈ র্দীপনৈঃ স্নেহৈস্তান্ স্বেদৈশ্চ পরিষ্কৃতান্।
শোধয়েৎ শোধনৈঃ কালে যথাসন্নং যথাবলম্॥

জ্বরাদি অধ্যায়োক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক পাচন এবং স্নেহন ও যথাবিধি স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা সেই আমদোষ সকল পরিষ্কৃত হইলে পর উপযুক্ত সময়ে, রোগীর বলবিবেচনা করিয়া মৃদু মধ্য

বা তীক্ষ্ণ বমন বিরেচনাদি দ্রব্যদ্বারা তাহাদিগকে যথাসন্নপথ দিয়া নিঃসারিত করিবে।

তস্যাশু যুক্তং বক্ত্রেণ দ্রব্যমামাশয়ান্ মলান্।
ঘ্রাণেন চোর্দ্ধজত্রুত্থান্ পক্বাধানাদ্ গুদেন চ॥

মুখদ্বারা পীত দ্রব্য আমাশয় হইতে, নাসাপীত দ্রব্য উর্দ্ধজত্রু হইতে, গুহ্যদ্বার প্রযুক্ত দ্রব্য পক্বাশয় হইতে মলকে আশু নিঃসারিত করে।

উৎক্লিষ্টানধ উর্দ্ধং বা ন চামান্ বহতঃ স্বয়ম্।
ধারয়েদৌষধৈর্দোষান্ বিধৃতাস্তে হি রোগদাঃ॥

বহির্গমনোন্মুখ আম দোষ সকল যদি স্বয়ং উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে বদ্ধ করিবে না, কারণ বহির্গমনোন্মুখ দোষ বিধৃত হইলে রোগকর হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তান্ প্রাগতো দোষানুপেক্ষেত হিতাশিনঃ।
বিবদ্ধান্ পাচনৈস্তৈস্তৈঃ পাচয়েন্নির্হরেত বা॥

দোষ সকল বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে হিতভোজী হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ কোন প্রকার ধারক ঔষধ না দিয়া হিতভোজন করিবে। আর দোষ সকল বিবদ্ধ (ঈষৎ প্রবৃত্ত) হইলে, যথোক্ত পাচন দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে কিংবা তাহাদিগকে নির্গত করিবে।

শ্রাবণে কার্ত্তিকে চৈত্রে মাসি সাধারণে ক্রমাৎ।
গ্রীষ্ম বর্ষা হিম চিতান্ বাষ্বাদীনাশু নির্হরেৎ॥

গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু শ্রাবণ মাসে, বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত কার্ত্তিক মাসে এবং হেমন্তকালের সঞ্চিত কফ চৈত্রমাসে আশু নিঃসারিত করিবে। দোষ নিঃসারণের ইহাই সাধারণ কাল।

অত্যুষ্ণ বর্ষ শীতা হি গ্রীষ্ম বর্ষা হিমাগমাঃ।
সন্ধৌ সাধারণে তেষাং দুষ্টান্ দোষান্ বিশোধয়েৎ॥

গ্রীষ্মকালে অতি উষ্ণতা, বর্ষাকালে অতি বৃষ্টি ও হেমন্তকালে অতি শীত হয়, অতএব তাহাদের সন্ধিকালই দোষ হরণের সাধারণ কাল। কারণ গ্রীষ্মকালে খরতর সূর্য্যাতপে মনুষ্য পিপাসাদিতে কাতর ও শিথিল শরীর হয়, ঔষধও তীক্ষ্ণবীর্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং ঔষধের অতিযোগ ঘটে। অতি বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী ক্লিন্ন, অগ্নিমান্দ্য, আদান কালবশতঃ শরীর দুর্ব্বল এবং ঔষধও জলপ্লাবিত মূল হইয়া অল্পবীর্য্য ও ভূবাষ্পসংযোগে বিদগ্ধ হয় সুতরাং তখন ঔষধের অযোগ্য হইয়া থাকে। শীতকালে অতি শীত দ্বারা শরীর বাতবিষ্টব্ধ, স্নিগ্ধ ও গুরুদোষাক্রান্ত এবং উষ্ণস্বভাব ঔষধ শৈত্যসংযোগে মন্দ বীর্য্য হয় সুতরাং ঔষধের অযোগ্য হইয়া থাকে। অতএব গ্রীষ্মাদির আধিক্য সময়ে বমন বিরেচনাদি সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ অযুক্ত, উহাদের সন্ধি সময়ই উপযুক্ত কাল।

স্বস্থবৃত্তমভিপ্রেত্য ব্যাধৌ ব্যাধিবশেন তু।
কৃত্বা শীতোষ্ণ বৃষ্টীনাং প্রতীকারং যথাযথম্।
প্রযোজয়েৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥

বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিবার যে কাল উক্ত হইল, তাহা সুস্থাবস্থায় জানিবে, কিন্তু ব্যাধির অবস্থায় রোগাধিক্য বশতঃ অতি শীতোষ্ণাদিকালে যদি সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শীত, উষ্ণ ও বৃষ্টির যথাযথ প্রতিকার অর্থাৎ কৃত্রিম ঋতুগুণ উৎপাদন করিয়া সংশোধনাদি রূপ চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসার কাল কদাচ অতিক্রম করিবে না, যে হেতু ব্যাধির আধিক্যে প্রাণনাশ হইবার সম্ভবনা। কৃত্রিম ঋতুগুণ যথা, হেমন্তে গৃহাভ্যন্তরে অগ্নি স্থাপনাদি, গ্রীষ্মেধারাগৃহাদি।

যুঞ্জ্যাদনন্নমন্নাদৌ মধ্যেঽন্তে কবলান্তরে।
গ্রাসে গ্রাসে মুহুঃ সান্নং সামুদ্গং নিশি চৌষধম্॥

এই দশ প্রকার ঔষধ সেবনের কাল যথা, আহারের অতি পূর্ব্বে, আহারের আদিতে অর্থাৎ ঔষধ সেবন করিয়াই আহার। আহারের মধ্যে ঔষধ সেবন। আহারের অন্তে ঔষধ সেবন। গ্রাসান্তরে অর্থাৎ দুই গ্রাসের মধ্যে ঔষধ সেবন। গ্রাসে গ্রাসে অর্থাৎ গ্রাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ সেবন। মুহুর্মুহুঃ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ভুক্তাবস্থায় বা অভুক্তাবস্থায় ঔষধ সেবন। আহারের সহিত ঔষধ সেবন। সামুদ্গ অর্থাৎ আহারের প্রাক্ পশ্চাৎ ঔষধ সেবন এবং রাত্রিতে শয়নকালে ঔষধ সেবন। সমুদ্গ শব্দের অর্থ সম্পুটক, কৌটা ও খুঙি প্রভৃতি। (কৌটা বা খুঙি যেমন ডালাবিশিষ্ট নিম্নভাগে ও উপরে দুইখানি সমুদ্গ অর্থাৎ ডালা থাকে, তেমনি ঔষধের প্রাক্ পশ্চাৎ ভুক্ত আহারও সেবিত ঔষধের সেইরূপ সমুদ্গ অর্থাৎ ডালা স্বরূপে থাকে বলিয়া ঐ সেবিত ঔষধকে সামুদ্গ বলে)।

কফোদ্রেকে গদেঽনন্নং বলিনো রোগ রোগিণোঃ।
অন্নাদৌ বিগুণেঽপানে সমানে মধ্য ইষ্যতে॥
ব্যানেঽন্তে প্রাতরাশস্য সায়মাশস্য তূত্তরে।
গ্রাস গ্রাসান্তরোঃ প্রাণে প্রদুষ্টে মাতরিশ্বনি॥
মুহুর্মুহুর্বিষ ছর্দ্দি হিক্কা তৃট্ শ্বাস কাসিষু।
যোজ্যং সভোজ্যং ভৈষজ্যং ভোজ্যৈশ্চিত্রৈররোচকে॥
কম্পাক্ষেপক হিধ্মাসু সামুদ্গং লঘু ভোজিনাম্।
ঊর্দ্ধজত্রু বিকারেষু স্বপ্নকালে প্রশস্যতে॥

রোগ ও রোগী উভয়ই যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে কফাধিক্য রোগে অনন্ন ঔষধ অর্থাৎ আহারের অতি পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কারণ অন্ন বিরহিত ঔষধ অতি বীর্য্য হইয়া থাকে। অপান বায়ু প্রকুপিত হইলে, আহারের অব বহিত পূর্ব্বে ঔষধ প্রযোজ্য। সমান বায়ু বিগুণ হইলে, আহারের মধ্যে ঔষধ সেবন হিতকর। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে পূর্ব্বাহ্নে ভোজনান্তে ঔষধ সেব্য। উদানবায়ু বিগুণ হইলে সায়াহ্নে ভোজনের অন্তে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। প্রাণবায়ু প্রদুষ্ট হইলে গ্রাস গ্রাসান্তরে অর্থাৎ গ্রাসমিশ্রিত ঔষধ দুই গ্রাসের মধ্যে সেবনীয়। বিষ বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, শ্বাস, ও কাসরোগে মুহুর্মুহুঃ ঔষধ প্রদেয়। অরোচক রোগে নানা প্রকার ভোজ্যের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য। কম্প, আক্ষেপ ও হিক্কা রোগে লঘু ভোজন ও সামুদ্গ অর্থাৎ আহারের প্রাক্ ও পশ্চাৎ ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে রাত্রিতে শয়নকালে ঔষধ সেব্য প্রশস্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়।

অথাতো দ্বিবিধোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

উপক্রম্যস্য হি দ্বিত্বাদ্দ্বিবিধোপক্রমো মতঃ।
একঃ সন্তর্পণস্তত্র দ্বিতীয়শ্চাপতর্পণঃ॥
বৃংহণো লঙ্ঘনশ্চেতি তৎপর্য্যায়ৌ উদাহৃতৌ।
বৃংহণং যদ্বৃহত্ত্বায় লঙ্ঘনং লাঘবায় যৎ॥
দেহস্য ভবতঃ প্রায়ো ভৌমাপমিতরচ্চ তে॥

অতঃপর আমরা দ্বিবিধোপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। চিকিৎস্য বিষয় দুই প্রকার বলিয়া চিকিৎসাও দ্বিবিধ। এক প্রকার সন্তর্পণ, অপর প্রকার অপতর্পণ। সন্তর্পণের পর্য্যায় বৃংহণ এবং অপতর্পণের পর্য্যায় লঙ্ঘন। পরস্পর একার্থ বাচক শব্দকে পর্য্যায় কহে। যদ্দ্বারা দেহের বৃংহণ হয়,

তাহাকে বৃংহণ এবং যদ্দ্বারা লঘুত্ব হয়, তাহাকে লঙ্ঘন কহে। সন্তর্পণ দ্রব্য প্রায়ই ভূমি জলাত্মক, আর অপতর্পণ দ্রব্য প্রায়ই অগ্নি, বায়ু ও আকাশাত্মক।

স্নেহনং রুক্ষণং কর্ম্ম স্বেদনং স্তম্ভনঞ্চ যৎ।
ভূতানাং তদপি দ্বৈধ্যাদ্দ্বিতয়ং নাতিবর্ত্ততে॥

স্নেহন, রুক্ষণ, স্বেদন ও স্তম্ভন, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ও সন্তর্পণাপতর্পণরূপ কর্ম্ম দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম করে না, যেহেতু ক্ষিত্যাদি যাবতীয় ভূত সন্তর্পণাপতর্পণরূপ দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত স্নেহনাদি চারি প্রকার কর্ম্ম সন্তর্পণাপতর্পণের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কেহ বা সন্তর্পণ, কেহ বা অপতর্পণ।

শোধনং শমনঞ্চাপি দ্বিধা তত্রাপি লঙ্ঘনম্।
যদীরয়েদ্বহির্দোষান্ পঞ্চধা শোধনঞ্চ তৎ।
নিরূহো বমনং কায়শিরোরেকোঽস্রবিস্রুতিঃ॥

বৃংহণ ও লঙ্ঘনের মধ্যে লঙ্ঘন দুই প্রকার যথা, শোধন ও শমন। যে ঔষধ বাতাদি দোষকে শরীর হইতে বহির্নিঃসারিত করে, তাহার নাম শোধন। শোধন পাঁচ প্রকার, যথা, নিরূহ (বস্তি), বমন, কায়বিরেক, শিরোবিরেক ও রক্তস্রাব। সর্ব্ব শরীরের মল অধোনিঃসারণ করার নাম কায়বিরেক ও কেবল মাত্র মস্তকের মল ঘ্রাণমার্গ দ্বারা ঊর্দ্ধনিঃসারণ করার নাম শিরোবিরেক।

ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তচ্চ সপ্তধা॥
পাচনং দীপনং ক্ষুত্তৃড্ব্যায়ামাতপমারুতাঃ॥

যে ঔষধ শরীরাভ্যন্তরস্থ দোষকে বহির্নিঃসারিত করে না এবং সমান দোষকেও উৎক্লেশিত করে না অথচ বিষম দোষের সমতা করিয়া থাকে, তাহার নাম শমন। শমন সাত প্রকার যথা, পাচন, দীপন, ক্ষুধানিগ্রহ, তৃষ্ণানিগ্রহ, ব্যায়াম, আতপ ও বায়ু।

বৃংহণং শমনন্ত্বেব বায়োঃ পিত্তানিলস্য চ।

বৃংহণ দ্রব্য কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুরই শমন হইয়া থাকে, কদাচ কোপন হয় না। বিশেষতঃ যাহা শরীরের বর্দ্ধক তাহা বৃংহণ এবং যাহা শরীরের লঘুতা সম্পাদক তাহা লঙ্ঘন অর্থাৎ বৃংহণের বিপরীত লঙ্ঘন। লঙ্ঘন দুই প্রকার, যথা, শোধন ও শমন। দুগ্ধাদি কতকগুলি বৃংহণ দ্রব্য, শোধন স্বভাববশতঃ, শোধনও হইয়া থাকে, যাহারা শোধন, তাহারা কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপ, তবে দুগ্ধাদি কিরূপে শমন হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য শ্লোকে বিশেষ অর্থে "তু" এবং অবধারণার্থে "এব" এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই বিশেষ অর্থ উপলব্ধি হইতেছে যে, শোধন-স্বভাব বৃংহণই কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শমন হয়, কিন্তু শোধনরূপ লঙ্ঘন, কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শমন না হইয়া শোধন সুতরাং কোপন হইয়া থাকে। ফলিতার্থ এই যে, বৃংহণ ও শোধন কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শমন, কিন্তু লঙ্ঘন ও শোধন, কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর কোপন।

বৃংহয়েদ্ব্যাধিভৈষজ্য মদ্য স্ত্রীশোক কর্শিতান্।
ভারাধ্বোরঃক্ষতক্ষীণ রুক্ষদুর্ব্বল বাতলান্।
গর্ভিণী সূতিকা বালবৃদ্ধান্ গ্রীষ্মেঽপরানপি।
মাংসক্ষীর সিতাসর্পির্মধুর স্নিগ্ধবস্তিভিঃ।
স্বপ্নশয্যাসুখাভ্যঙ্গ স্নাননির্বৃতি হর্ষণৈঃ॥

যাহারা, ব্যাধিভোগ, বিস্তর ঔষধ সেবন, অধিক মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ বা শোকদ্বারা কর্শিত

দেহ, যাহারা ভারবহন পথ পর্য্যটন, বা উরঃ-ক্ষত রোগে ক্ষীণ, যাহারা রুক্ষদেহ, দুর্ব্বল, বাত প্রকৃতি, গর্ভিণী, নবপ্রসূতা, বালক বা বৃদ্ধ, তাহাদিগের এবং গ্রীষ্মকালে অন্যান্য সকলের নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দ্বারা বৃংহণ অর্থাৎ শরীরের বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। বৃংহণ দ্রব্য যথা, মাংস, দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত এবং মধুর ও স্নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ, নিদ্রা, শয্যাসুখ (খট্বা শয়নজনিত সুখ), তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, চিত্তের আনুকূলত্ব ও হর্ষ ইত্যাদি।

মেহামদোষাতিস্নিগ্ধ জ্বরোরুস্তম্ভ কুষ্ঠিনঃ।
বিসর্প বিদ্রধি প্লীহ শিরঃকণ্ঠাক্ষিরোগিণঃ॥
স্থূলাংশ্চ লঙ্ঘয়েন্নিত্যং শিশিরে ত্বপরানপি॥

যাহারা অতি স্নিগ্ধ এবং যাহারা মেহ, আমদোষ, স্নেহ, জ্বর, উরুস্তম্ভ, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, শিরঃপীড়া, কণ্ঠ ও অক্ষিরোগগ্রস্ত ও যাহারা স্থূল, তাহাদের বিশেষতঃ শীতকালে সমস্ত রোগীরই লঙ্ঘন অর্থাৎ অনাহার দ্বারা দেহের লাঘব সম্পাদন করিবে।

তত্র স শোধনৈঃ স্থৌল্যবলপিত্তকফাধিকান্।
আমদোষ জ্বরচ্ছর্দ্দিরতীসার হৃদাময়ৈঃ॥
বিবন্ধগৌরবোদ্গার হৃল্লাসাদিভিরাতুরান্।
মধ্যস্থৌল্যাদিকান্ প্রায়ঃ পূর্ব্বং পাচনদীপনৈঃ।
এভিরেবাময়ৈরার্ত্তান্ হীনস্থৌল্যবলাদিকান্।
ক্ষুত্তৃষ্ণানিগ্রহৈর্দোষৈস্ত্বার্ত্তান্ মধ্যবলৈর্দৃঢ়ান্॥
সমীরণাতপায়াসৈঃ কিমুতাল্পবলৈর্নরান্॥

পূর্ব্বোক্ত লঙ্ঘনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অতি স্থূল, অতি বলবান্, অধিক পিত্ত বা শ্লেষ্মযুক্ত, তাহারা যদি আমদোষ, জ্বর, বমি, অতিসার, হৃদ্রোগ, মলবদ্ধতা, গৌরব, উদ্গার ও উপস্থিত বমন বেগাদি দ্বারা আর্ত্ত হয়, তাহা হইলে সংশোধন নামক লঙ্ঘনদ্বারা তাহাদের লঙ্ঘন অর্থাৎ লঘুতা সম্পাদন করিবে। যাহারা মধ্য স্থৌল্যবলাদি-যুক্ত ও আমদোষাদি রোগাক্রান্ত, তাহাদের পাচন ও দীপন নামক লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘন করাইবে। আর যাহারা হীন স্থৌল্যবলাদি যুক্ত ও আমদোষাদি রোগগ্রস্ত, তাহাদিগকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাবেগ ধারণরূপ লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘন করাইবে। যাহারা মধ্যবল, বাতাদি দোষাক্রান্ত ও দৃঢ়, তাহাদিগকে বাতাতপ ও ব্যায়ামরূপ লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘন করাইবে এবং অল্পবল বাতাদি দোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণ উক্ত বাতাদিরূপ লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘনীয়।

ন বৃংহয়েল্লঙ্ঘনীয়ান্ বৃংহ্যাংস্তু মৃদুলঙ্ঘয়েৎ।
যুক্ত্যা বা দেশকালাদি বলতস্তানুপাচরেৎ॥

লঙ্ঘনার্হ ব্যক্তিদিগকে বৃংহণ করাইবে না, কিন্তু বৃংহণযোগ্য ব্যক্তি যদি লঙ্ঘনসাধ্য রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মৃদু লঙ্ঘন করাইবে অথবা দেশ, কাল ও বলানুসারে যুক্তিপূর্ব্বক সন্তর্পণাপতর্পণাদি মিশ্র চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বৃংহিতে স্যাদ্বলং পুষ্টিস্তৎসাধ্যাময়সংক্ষয়ঃ॥

বৃংহণ দ্বারা বল ও পুষ্টি হয় এবং বৃংহণসাধ্য রোগ সকলের নাশ হয়।

বিমলেন্দ্রিয়তা সর্গো মলানাং লাঘবং রুচিঃ।
ক্ষুত্তৃট্সহোদয়ঃ শুদ্ধহৃদয়োদ্গার কণ্ঠতা।
ব্যাধিমার্দ্দবমুৎসাহস্তন্দ্রানাশশ্চ লঙ্ঘিতে॥

লঙ্ঘন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা, মল মূত্রের প্রবর্ত্তন, শরীরের লঘুতা, রুচি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদয়, উদ্গার ও কণ্ঠের শুদ্ধি, ব্যাধির মৃদুতা, উৎসাহ ও নিদ্রানাশ হয়।

অনপেক্ষিতমাত্রাদি সেবিতে কুরুতস্তু তে॥
অতিস্থৌল্যাতিকার্শ্যাদীন্ বক্ষ্যন্তে তে চ সৌষধাঃ॥

মাত্রার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বৃংহণ ও লঙ্ঘন সেবন করিলে অতি স্থৌল্য ও

অতি কার্শ্যাদি উৎপন্ন হয়। এক্ষণে অতি কার্শ্যাদি এবং তাহাদের ঔষধ বর্ণন করিবে।

রূপং তৈরেব চ জ্ঞেয়মতিবৃংহিত লঙ্ঘিতে।
অতি স্থৌল্যাপচী মেহ জ্বরোদর ভগন্দরান্।
কাস সন্ন্যাস কৃচ্ছ্রামকুষ্ঠাদীনতিদারুণান্॥

অতি বৃংহণ ও অতি লঙ্ঘন দ্বারা যথাক্রমে অতি স্থৌল্যাদি ও অতি কার্শ্যাদি বক্ষ্যমাণ বিকার উৎপন্ন হয়। অতি বৃংহিত হইলে, অতি স্থৌল্য, অপচী, মেহ, জ্বর, উদররোগ, ভগন্দর, কাস, সন্ন্যাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, আমদোষ ও অতি দারুণ কুষ্ঠাদি রোগ জন্মে।

তত্র মেদোঽনিলশ্লেষ্মনাশনং সর্ব্বমিষ্যতে।
কুলত্থ জূর্ণ শ্যামাক যব মুদ্গা মধূদকম্॥
মস্তুদণ্ডাহতারিষ্ট চিন্তাশোধন জাগরম্।
মধুনা ত্রিফলাং লিহ্যাদ্ গুড়ূচীমভয়াং ঘনম্॥
রসাঞ্জনস্য মহতঃ পঞ্চমূলস্য গুগ্‌গুলোঃ।
শিলাজতু প্রয়োগশ্চ সাগ্নিমন্থরসো হিতঃ॥
বিড়ঙ্গং নাগরং ক্ষারঃ কাললোহরজো মধু।
যবামলক চূর্ণঞ্চ যোগোঽতিস্থৌল্যদোষজিৎ॥

সেই অতি স্থৌল্যাদি বিকারে মেদঃ, অনিল ও শ্লেষ্মনাশক সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও পানীয় হিতজনক অর্থাৎ কুলত্থ, জূর্ণ (তৃণ ধান্য বিশেষ), শ্যামা ধান্য, যব, মূগ, মধুমিশ্র জল, দধির মাথ, মথিত (তক্রবিশেষ), নিদ্রা, চিন্তা, শোধন (বমনবিরেচনাদি), জাগরণ, মধুর সহিত ত্রিফলা, গুড়ূচী, হরীতকী বা মুথা লেহন এবং রসাঞ্জন, বৃহৎ পঞ্চমূল, গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু প্রয়োগ, গণিয়ারির রস এবং বিড়ঙ্গাদিযোগ অর্থাৎ বিড়ঙ্গ, শুঠ, যবক্ষার, কাল লৌহচূর্ণ (কৃষ্ণ লৌহ, তিথা), মধু, যব, ও আমলকীচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রীভূত ঔষধ। এই সকল অতি স্থৌল্যদোষ নাশক।

ব্যোষ কটী বরা শিগ্রু বিড়ঙ্গাতিবিষা স্থিরাঃ।
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলাজাজী যমানী ধান্য চিত্রকাঃ॥
নিশে বৃহত্যৌ হবুষা পাঠা মূলঞ্চ কেম্বুকাৎ।
এষাং চূর্ণং মধু ঘৃতং তৈলঞ্চ সদৃশাংশকম্॥
সক্তুভিঃ ষোড়শগুণৈর্যুক্তং পীতং নিহন্তি তৎ।
অতিস্থৌল্যাদিকান্ সর্ব্বান্ রোগানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্
হৃদ্রোগ কামলা শ্বিত্র শ্বাস কাস গলগ্রহান্।
বুদ্ধিমেধাস্মৃতিকরং সন্নস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥

ত্রিকটু, কট্‌কী, ত্রিফলা, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শালপানি, হিঙ্গু, সচল লবণ, জীরা, যোয়ান, ধনে, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষ, আকনাদি ও কেঁউমূল, এই ২৭ প্রকার দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রীকৃত একভাগ, তৎসম মধু, ঘৃত ও তৈল অর্থাৎ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের ১২ গুণ যবের ছাতু একত্র করিয়া সেবন করিলে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার স্থৌল্যাদি রোগ ও তদ্বিধ অন্যান্য রোগ এবং হৃদ্রোগ, কামলা, শ্বিত্র (ধবল), শ্বাস, কাস ও গলরোগ নিবারিত হয়। এই যোগ বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিকর এবং মন্দাগ্নির দীপক।

অতিকার্শ্যং ভ্রমঃ কাস তৃষ্ণাধিক্যমরোচকঃ।
স্নেহাগ্নিনিদ্রাদৃক্ শ্রোত্র শুক্রৌজঃ ক্ষুৎস্বরক্ষয়ঃ॥
বস্তি হৃন্মূর্দ্ধজঙ্ঘোরু ত্রিকপার্শ্বরুজা জ্বরঃ।
প্রলাপোর্দ্ধানিলগ্লানিচ্ছর্দ্দি পার্শ্বাস্থিভেদনম্॥
বিণ্মূত্রাদি গ্রহাদ্যাশ্চ জায়ন্তেঽতিবিলঙ্ঘনাৎ।

অতি লঙ্ঘন করিলে, অতিকার্শ্য, ভ্রম, কাস, তৃষ্ণাধিক্য ও অরুচি এবং দেহের স্নেহপদার্থ, পাচকাগ্নি, নিদ্রা, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, শুক্র, ওজঃ, ক্ষুধা ও স্বরের ক্ষয়, বস্তি, হৃদয়, মস্তক জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) ও পার্শ্বদেশে বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, উদ্গারাদি ঊর্দ্ধবায়ু, গ্লানি,

বমি, পর্ব্বস্থানে ও অস্থিতে ভঙ্গবৎ পীড়া এবং মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ জন্মে।

কার্শ্যমেব বরং স্থৌল্যান্নহি স্থূলস্য ভেষজম্।
বৃংহণং লঙ্ঘনং নালমতিমেদোঽগ্নিবাতজিৎ॥

স্থৌল্যাপেক্ষা কার্শ্য ভাল, যে হেতু স্থূলব্যক্তির ঔষধ নাই, কি বৃংহণ কি লঙ্ঘন, কোন ঔষধই স্থৌল্য নিবারণে সমর্থ নহে। কারণ মেদঃ, অগ্নি ও পবননাশক ঔষধই স্থূলব্যক্তির উপযোগী, কিন্তু যাহা মেদঃক্ষয়কর, তাহা অগ্নিজনক ও বাতজনক। বৃংহণ দ্বারা স্থূলব্যক্তির মেদ অতি বর্দ্ধিত হয়, আর লঙ্ঘন দ্বারা যদিও মেদের ক্ষয় হয়, কিন্তু অগ্নি ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব মাংস, ক্ষীরাদি বৃংহণ ও কোদধান্য, শ্যামাধান্যাদি লঙ্ঘন দ্রব্য। ইহা স্থূলব্যক্তির পক্ষে উপযোগী নহে।

মধুরস্নিগ্ধ সৌহিত্যৈর্যৎ সৌখ্যেন বিনশ্যতি।
ক্রশিমা স্থবিমাত্যন্ত বিপরীত নিষেবণৈঃ॥

যখন মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের ভোজন দ্বারা অনায়াসেই কার্শ্য নিবারিত হয়, আর অতি বিপরীত সেবন দ্বারা অর্থাৎ কটু, তিক্ত ও কষায় রস বহুল অন্নপান ও ঔষধ দ্বারা অতি কষ্টে স্থৌল্য প্রশমিত হয়, তখন স্থৌল্যাপেক্ষা কার্শ্য অবশ্যই ভাল। স্থূল ও কৃশ এই উভয় ব্যক্তির যদি বৃংহণসাধ্য তুল্য ব্যাধি হয়, তাহা হইলে স্থূল ব্যক্তির সেই ব্যাধি অতি কষ্টে নিবারিত হয়, কারণ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ ঔষধ যে উপযোগী নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কৃশ ব্যক্তির সেই ব্যাধি সহজে প্রশমিত হইয়া থাকে। যে হেতু বৃংহণই কৃশব্যক্তির হিতকর। ইহাদের লঙ্ঘনসাধ্য বিসূচিকাদি রোগ হইলেও সেই রোগ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য, কারণ লঙ্ঘন ও স্থূল ব্যক্তির সাত্ম্য নহে, কিন্তু অবিরুদ্ধ চিকিৎসা বলিয়া, লঙ্ঘন দ্বারা কৃশ ব্যক্তির সেই বিসূচিকাদি অনায়াসে প্রশমিত হয়।

যোজয়েদ্বৃংহণং তত্র সর্ব্বং পানান্নভেষজম্।
অচিন্তয়া হর্ষণেন ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ কৃশো বরাহ ইব পুষ্যতি॥

কার্শ্যরোগে সর্ব্বপ্রকার বৃংহণ, পান, অন্ন ও ঔষধ প্রযোজ্য। চিন্তাশূন্যতা, মনের তুষ্টি, বৃংহণ, আহার ও অতি নিদ্রা এই সকল দ্বারা কৃশব্যক্তি বরাহের ন্যায় স্থূল হয়।

নহি মাংস রসঃ কিঞ্চিদন্যদ্দেহবৃহত্ত্বকৃৎ।
মাংসাদ মাংসং মাংসেন সম্ভৃতত্বাদ্বিশেষতঃ॥

মাংস যূষ, যেমন দেহের বৃহত্ত্বকর, এমন আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ মাংসভোজী পক্ষ্যাদির মাংস অতি পুষ্টিকর, কারণ তাহারা মাংস দ্বারাই পুষ্ট হইয়া থাকে।

গুরু চাপতর্পণং স্থূলে বিপরীতং হিতং কৃশে।
যবগোধূমমুভয়োস্তদযোগ্যাভিতকল্পনম॥

স্থূল ব্যক্তির পক্ষে গুরুপাক ও অপতর্পণ, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে লঘুপাক ও সন্তর্পণ হিতকর। আর যব ও গোধূম যদি স্থূল ও কৃশ ব্যক্তির উপযোগী দ্রব্যাদি সংযোগ ও পাকাদি বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে উহা স্থূল ও কৃশ উভয়েরই হিতজনক হইতে পারে। অর্থাৎ সংস্কৃত যব, স্থূলের পক্ষে এবং সংস্কৃত গোধূম, কৃশের পক্ষে উপযোগী।

দোষগত্যাতিরিচ্যন্তে গ্রাহি ভেদ্যাদি ভেদতঃ।
উপক্রমা ন তে দ্বিত্বাদ্ভিন্না অপি গদা ইব।

রোগ সকল যেমন বাতাদি দোষ বশতঃ নানাপ্রকার হইলেও বৃংহণ, লঙ্ঘন, সাধারণ বা নিরাময়কে অতিক্রম করে না, তেমনি

চিকিৎসা সকল ও দোষের অবস্থা এবং গ্রাহি ও ভেদি প্রভৃতি ভেদানুসারে হইলেও সন্তর্পণাপতর্পণ রূপ চিকিৎসাদ্বয়কে অতিক্রম করে না অর্থাৎ চিকিৎসা যত প্রকার হউক না কেন, সন্তর্পণ ও অপতর্পণ রূপ চিকিৎসা-দ্বয়ের অবশ্যই অন্তর্ভূত হইবে।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোধনাদিগণসংগ্রহমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মদন মধুক লম্বা নিম্ব বিম্বী বিশালা
ত্রপুস কুটজ মূর্ব্বা দেবদালী কৃমিঘ্নম্।
বিদুল দহন চিত্রাঃ কোশবত্যৌ করঞ্জ।
কণ লবণ বচৈলা সর্ষপাশ্ছর্দ্দনানি।

অতঃপর আমরা শোধনাদি গণ সংগ্রহ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। মদনফল, যষ্টিমধু, তিতলাউ, নিম, তেলাকুচা, রাখাল-শশা, শশা (তিক্ত), কুড়চি, মূর্ব্বা, ঘোষালতা, বিড়ঙ্গ, জলবেতস, চিতে, চিত্র, মূষিকপর্ণী (ইন্দুরকাণি), ঝিঙ্গা, পীতঝিঙ্গা, করমচা, বনজীরা, লবণ, বচ, এলাইচ ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য বমন কারক।

নিকুম্ভকুম্ভত্রিফলা গবাক্ষী
স্নুক্ শঙ্খিনী নীলিনী তিল্বকানি।
শম্যাক কম্পিল্লক হেমদুগ্ধা
দুগ্ধঞ্চ মূত্রঞ্চ বিরেচনানি।

দন্তী, তেউড়ী, ত্রিফলা, গবাক্ষী (রাখাল শশা বিশেষ, গোমক্), সীজামনসা, চোর-কাচ্‌কী, নীলগাছ, লোধ, ছোট সোঁদাল, কমলাগুঁড়ি, স্বর্ণক্ষীরী, দুগ্ধ ও মূত্র এই সকল দ্রব্য বিরেচক।

মদন কুটজ কুষ্ঠ দেবদালী
মধুক বচা দশমূল দারু রাস্নাঃ।
যব মিসি কৃতবেধনং কুলত্থো
মধু লবণং ত্রিবৃতা নিরূহণানি।

মদনফল, কুড়চি, কুড়, ঘোষা, যষ্টিমধু, বচ, দশমূল, দেবদারু, রাস্না, যব, মৌরী, কোষাতকী (শ্বেত ঘোষা), কুলত্থ, মধু লবণ ও তেউড়ী, ইহারা নিরূহণ দ্রব্য।

বেল্ল'পামার্গ ব্যোষ দার্ব্বী সুরালা
বীজং শৈরীষং বার্হতং শৈগ্রবঞ্চ।
সারো মাধুকঃ সৈন্ধবং তার্ক্ষ্যং শৈলং
ত্রুটৌ পৃথ্বীকা শোধয়ন্ত্যুত্তমাঙ্গম্।

বিড়ঙ্গ, আপাং, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, ধুনা, শিরীষবীজ, বৃহতীবীজ, সজিনাবীজ, মৌল মদ, সৈন্ধব, শুষ্ক রসাঞ্জন, ছোট এলাইচ, বড়এলাইচ ও কৃষ্ণজীরক, ইহারা শিরোবিরেচক দ্রব্য।

ভদ্রদারু নতং কুষ্ঠং দশমূলং বলাদ্বয়ম্।
বায়ুং বীরতরাদিশ্চ বিদার্য্যাদিশ্চ নাশয়েৎ॥

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, দশমূল, বলা ও অতিবলা এবং বক্ষ্যমাণ বীরতরাদি ও বিদারীগণ, ইহারা বায়ুনাশক।

দুর্ব্বানন্তা নিম্ব বাসাত্মগুপ্তা
গুন্দ্রাভীরুঃ শীতপাকী প্রিয়ঙ্গুঃ।
ন্যগ্রোধাদিঃ পদ্মকাদিঃ স্থিরে দ্বে
পদ্মং বন্যং সারিবাদিশ্চ পিত্তম্।

দূর্ব্বা, দুরালভা অথবা গুলঞ্চ, নিম, বাসক, আলকুশী, ভদ্রমুস্তক, শতমূলী, শীত-পাকী (গুঞ্জাবিশেষ) ও প্রিয়ঙ্গু (শ্যামা) ইহারা দূর্ব্বাদিগণ এবং বক্ষ্যমাণ ন্যগ্রোধাদি, পদ্মকাদি ও সারিবাদিগণ, শালপানি, চাকুলে, জলপদ্ম বনপদ্ম, ইহারা পিত্তনাশক।

আরগ্বধাদিরর্কাদির্মুষ্ককাদ্যোঽসনাদিকঃ ।
সুরসাদিঃ সমুস্তাদির্বৎসকাদির্বলাসজিৎ ॥

আরগবধাদি, অর্কাদি, মুষ্ককাদি, অসনাদি, সুরসাদি, মুস্তাদি ও বৎসকাদি এই সাতটি গণোক্ত দ্রব্য কফনাশক ।

জীবনীয়গণঃ ।

জীবন্তী কাকোল্যৌ মেদে দ্বে মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ চ ।
ঋষভক জীবক মধুককেতি গণো জীবনীয়াখ্যঃ ॥

জীবন্তী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, মুগানি, মাষাণি, ঋষভক, জীবক ও যষ্টিমধু, ইহারা জীবনীয় গণ। কিন্তু পণ্ডিতেরা ক্ষীর, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, আকরোট ও বিদারী প্রভৃতি স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধাদি গুণবিশিষ্ট জীবনবর্দ্ধক দ্রব্যকেও জীবনীয় গণের অন্তর্ভূত বলিয়া গণনা করেন তাঁহারা কহেন যে, উপরোক্ত দ্রব্য কয়েকটি কেবল উদাহরণ মাত্র ।

বিদারীগণঃ ।

বিদারি পঞ্চাঙ্গুল বৃশ্চিকালী
বৃশ্চীরদেবাহ্বয় সূর্প্যপর্ণ্যঃ ।
কণ্ডুকরী জীবনহ্রস্বসংজ্ঞে
দ্বে পঞ্চকে গোপীসুতা ত্রিপাদী ॥
বিদার্য্যাদিরয়ং হৃদ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা ।
শোষ গুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধ শ্বাসকাসহরো গণঃ ।
অভীরুবীরা জীবন্তী জীবকর্ষভকৈঃ স্মৃতম্‌ ।
জীবনাখ্যমিতি জীবনসঙ্গং পঞ্চমূলম্‌। বৃহতী কণ্টকারিকশালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী গোক্ষুরমিতি হ্রস্ব-সংজ্ঞং পঞ্চমূলম্‌ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড এরণ্ড, বিচুটী, শ্বেত পুনর্নবা দেবদারু, সূর্পাপর্ণী (মুগানি, মাষাণি), আলকুশী, জীবনসংজ্ঞক পঞ্চমূল শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক), হ্রস্বসংজ্ঞক পঞ্চমূল (বৃহতী, কণ্টকারী, শাল পানি, চাকুলে ও গোক্ষুর) অনন্তমূল ও হংসপাদী, ইহাদিগকে বিদারীগণ কহে। ইহা হৃদ্য, বৃংহণ, বাতপিত্তনাশক এবং শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, উর্দ্ধশ্বাস ও কাসহর ।

সারিবাদিগণঃ ।

সারিবোশীর কাশ্মর্য্য মধুক শিশিরদ্বয়ম্‌ ।
যষ্টী পরূষকং হন্তি দাহপিত্তাস্রতৃড্‌জ্বরান্‌ ॥

অনন্তমূল, বেণার মূল, গাম্ভারী, মৌল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও পরূষফল (ফলসা), ইহারা সারিবাদিগণ। ইহা দাহ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক ।

পদ্মক পুণ্ড্রৌ বৃদ্ধিতুগর্দ্ধ্যঃ শৃঙ্গ্যমৃতা দশ
জীবনসংজ্ঞাঃ ।
স্তন্যকরাঘ্নন্তীরণ পিত্তং প্রীণন জীবন বৃংহণবৃষ্যাঃ ।

পদ্মকাষ্ঠ, প্রপৌণ্ড্র, বৃদ্ধি, বংশলোচন, ঋদ্ধি, কাকড়াশৃঙ্গী ও গুলঞ্চ এবং পূর্ব্বোক্ত জীবনীয় গণান্তর্গত জীবন্ত্যাদি দশটি দ্রব্য ইহারা স্তন্যকর, বাতপিত্ত নাশক, প্রীতিজনক, জীবনহিতকর, পুষ্টিকারক ও শুক্রল ।

পরূষকং বরা দ্রাক্ষা কট্‌ফলং কতকাফলম্‌ ।
রাজাহ্বং দাড়িমং শাকং তৃষ্ণ্মূত্রাময় বাতজিৎ ।

ফলসা, ত্রিফলা (কাহারও মতে দ্রাক্ষা), দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, নির্ম্মলীফল (কায়ফল), কর্ণিকার, দাড়িম ও শাকবৃক্ষ ইহারা তৃষ্ণা, মূত্ররোগ ও বাতনাশক ।

অঞ্জনং ফলিনী মাংসী পদ্মোৎপল রসাঞ্জনম্‌ ।
সৈলা মধুক নাগাহ্বং বিষান্তর্দাহ পিত্তনুৎ ।

অঞ্জন (স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন), প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পদ্ম, উৎপল, রসাঞ্জন,

এলা, যষ্টিমধু ও নাগকেশর, ইহারা বিষ, অন্তর্দাহ ও পিত্তনাশক।

পটোল কটুরোহিণী চন্দনং
মধুস্রবগুড়ূচি পাঠান্বিতম।
নিহন্তি কফপিত্তকুষ্ঠ জ্বরান্
বিষং বমিমরোচকং কামলাম।

পটোল, কটুকী, চন্দন, মৌলবৃক্ষ, গুলঞ্চ ও আকনাদি, ইহারা কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ জ্বর, বিষ, বমি, অরোচক ও কামলা রোগ নাশ করে।

গুড়ূচী পদ্মকারিষ্ট ধন্যাকং রক্তচন্দনম্।
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর ছর্দ্দি দাহ তৃষ্ণাঘ্নমগ্নিকৃৎ।

গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, নিম্ব, ধনে ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য পিত্তশ্লেষ্মা, জ্বর, বমি, দাহ ও তৃষ্ণানাশক এবং অগ্নিকর।

আরগ্বধেন্দ্রযব পাটলি কাকতিক্তা
নিম্বামৃতা মধুরসা স্রুববৃক্ষপাঠাঃ।
ভূনিম্ব সৈর্য্যক পটোল করঞ্জ যুগ্মং
সপ্তচ্ছদাগ্নি সুসবী ফলবাণঘোণ্টাঃ।
আরগ্বধাদির্জয়তি ছর্দ্দিকুষ্ঠ বিষজ্বরান্;
কম্পং কণ্ডুং প্রমেহঞ্চ দুষ্টব্রণ বিশোধনঃ।

সোঁদাল, ইন্দ্রযব, পাটলাপুষ্প, গুড়কামাই, নিম্ব, গুলঞ্চ, মূর্ব্বা, স্রুবরক্ষ (বিকঙ্কত বৃক্ষ, কণ্টকারী), আকনাদি, চিরেতা, ঝাটী, পটোল, করমচা, ডহর করমচা, ছাতিমগাছ, চিতে, সুসবী, (কৃষ্ণজীরা, করলা, পানীয়বটী মেড়াশিঙ্গী), ময়না ফল, রামশর ও ঘোণ্টা (সুপারি বিশেষ) ইহারা আরগ্বধাদিগণ। এই গণ বমি, কুষ্ঠ, বিষ, জ্বর, কম্প, কণ্ডু ও প্রমেহ নাশ এবং দুষ্ট ব্রণ বিশোধন করে।

অসন তিনিশ ভূর্জ্জ শ্বেতবাহ প্রকীর্য্যা
খদির কদর ভণ্ডী শিংশপা মেষশৃঙ্গাঃ।
ত্রিহিম তল পলাশা জোঙ্গকঃ শাকশালৌ
ক্রমুক ধব কুলিঙ্গ চ্ছাগকর্ণাশ্বকর্ণা।

অশনাদির্বিজয়তে শ্বিত্র কুষ্ঠ কফ ক্রিমীন্।
পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মেদোদোষনির্বহণঃ।

পিয়াল, তিনিশবৃক্ষ, ভূর্জ্জপত্র, অর্জ্জুন, প্রকীর্য্যা, (পূতিকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ), খদির, শ্বেতখদির, শিরীষ, শিংশপা; মেড়াশিঙ্গী, ত্রিহিম (শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা); তাল, পলাশ, অগুরু, সেগুণ, শাল, গুবাক, ধাওয়া, ইন্দ্রযব, ছাগকর্ণ ও অশ্বকর্ণ, ইহারা অসনাদিগণ। এই গণ ধবল, কুষ্ঠ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু, প্রমেহ ও মেদোরোগ নাশক।

বরুণ সৈর্য্যকযুগ্ম শতাবরী
দহন মোরট বিল্ববিষাণিকাঃ।
দ্বিবৃহতী দ্বিকরঞ্জ জয়াদ্বয়ং
বহল পল্লব দর্ভ রুজাকরাঃ।
বরুণাদিঃ কফং মেদো মন্দাগ্নিত্বং নিযচ্ছতি।
অধোবাতং শিরঃশূলং গুল্মং চান্তঃ সবিদ্রধিম্।

বরুণগাছ, কুবর, কুরণ্টক, শতমূলী, চিতে, মূর্ব্বা, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, বৃহতী, কণ্টকারী, করমচা, ডহরকরমচা, জয়াদ্বয় (জীবন্তী ও হরীতকী), সজিনা, কুশ, ও হেতাঁল ইহারা বরুণাদিগণ। এই গণ কফ, মেদ, অগ্নিমান্দ্য, অধোবায়ু, শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি নাশ করে।

ঊষকস্তুত্থকং হিঙ্গু কাসীসদ্বয় সৈন্ধবম্।
সশিলাজতু কৃচ্ছ্রাশ্ম গুল্ম মেদঃ কফাপহম্।

ঊষক (কল্লর নামক ক্ষার মৃত্তিকা), তুঁতে, হিং, হীরাকসদ্বয়, (পাংশুধাতু নামক ও পুষ্পনামক হীরাকস), সৈন্ধব ও শিলাজতু, ইহারা ঊষকাদি গণ। এই গণ মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, গুল্ম, মেদ ও কফঘ্ন।

বীরতরাদিবর্গঃ।

বেল্লন্তরারণিকবুকবৃষাশ্মভেদঃ
গোকণ্টকোৎকট সহাচর বাণকাশাঃ
বৃক্ষাদনী নলকুশদ্বয় গুণ্ঠ গুন্দ্রা
ভল্লুক মোরট কুরণ্টকরন্ত পার্থাঃ॥
বর্গো বীরতরাদ্যোঽয়ং হন্তি বাতকৃতান্ গদান্।
অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্রাঘাত রুজাহরঃ।

বেল্লন্তর (বেণা), অরণিক (গণিয়ারি), বুক (ঈশ্বরমল্লিকা), বাসক, পাষাণভেদী, গোক্ষুর, উৎকট (ওকড়াগাছ), ঝিণ্টী, রামশর, কেশে, বান্দা, নল (তৃণ বিশেষ), স্থূলকুশ সূক্ষ্মকুশ, কেশুর, তৃণ, ভদ্রমুস্তক, শ্যোনাবৃক্ষ, ক্ষীরমোরটা, কুরণ্ট (পীতঝাঁটী), করন্ত (ইন্দীবরী, শতমূলী), পার্থা (অতসী, সূর্য্যমুখী), ইহারা বীরতরাদিবর্গ। এই বর্গ বায়ুজ রোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নাশক।

রোধ্রাদিগণঃ।

রোধ্রশাবরক রোধ্রপলাশা
ঝিঙ্গিনী সরল কট্ফল যুক্তাঃ
কুৎসিতাম্বকদলী গতশোকাঃ
সৈলবালু পরিপেলব মোচাঃ॥
এষ রোধ্রাদিকো নামঃ মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী বর্ণ্যো বিষ বিনাশিনঃ॥

লোধ, শাবরক (লোধবিশেষ), পলাশ, ঝিঙ্গিনী (কৃষ্ণ শাল্মলী), সরলকাষ্ঠ, কট্ফল, যুক্তা (রাস্না, কাহার মতে গিরিকর্ণিকা), কুৎসিতাম্ব (কদম্ব), রম্ভা, গতশোক (অশোক), এলবালুক, কৈবর্ত্তমুস্তক ও মোচা (বৃক্ষবিশেষ, ইহার নির্য্যাস শিলারস) এই লোধ্রাদিগণ মেদঃ, কফ ও যোনিদোষ হরণ করে, ইহা বিষ্টম্ভী, কান্তিকর ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণঃ।

অর্কালর্কৌ নাগদন্তী বিশল্যা
ভার্গী রাস্না বৃশ্চিকালী প্রকীর্য্যা।
প্রত্যক্পুষ্পী পীততৈলোদকীর্য্যা।
শ্বেতাযুগ্মং তাপসানাঞ্চ বৃক্ষঃ।
অয়মর্কাদিকো বর্গঃ কফমেদো বিষাপহঃ।
ক্রিমিকুষ্ঠ প্রশমনো বিশেষাদ্‌ব্রণ শোধনঃ॥

আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, হাতিশুড়া, লাঙ্গলী, বামনহাটী, রাস্না, বিছুটী, নাটা-করঞ্জ, আপাং, পীততৈলা, (কাকাদনী, গুড়কামাই), উদকীর্য্যা (করঞ্জ), শ্বেতা (হিন্দিনাম কিণিহি), মহাশ্বেতা (হিন্দিনাম পালিন্দী), ও ইঙ্গুদী—এই অর্কাদিবর্গ, কফ, মেদ ও বিষনাশক, ক্রিমি ও কুষ্ঠহর এবং ব্রণের বিশেষ শোধক।

সুরসাদিগণঃ।

সুরসযুগ ফণিজ্জং কালমালা বিড়ঙ্গং
খরবুস বৃষকর্ণী কট্ফলং কাসমর্দ্দঃ।
ক্ষবকসরসিভার্গী কার্ম্মুকা কাকমাচী
কুলহলবিষমুষ্টী ভূস্তৃণং ভূতকেশী।
সুরসাদিগণঃ শ্লেষ্ম মেদঃ ক্রিমিঃ নিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাস কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ।

শ্বেততুলসী, কৃষ্ণতুলসী, ক্ষুদ্রপত্রতুলসী, কৃষ্ণার্জ্জক (ক্ষুদ্রপত্র কাল তুলসী), ইন্দুর-কাণি, কট্ফল, কালকাসুন্দা, অপামার্গ, সরসী (তুম্বর পত্রিকা, শ্বেতত্রিবৃৎ), অতিমুক্তক লতা, কাকমাচী, কুকসিমা, বিষমুষ্টি (কাঁকরোল, কাহারও মতে মহানিম্ব), ভূস্তৃণ (ভূইছাতু) ও ভূতকেশী—এই সুরসাদিগণ

শ্লেষ্মা, মেদঃ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস নাশক এবং ক্ষত শোধক।

মুষ্ককাদিগণঃ ।

মুষ্কক স্নুগ্ বরা দ্বীপি পলাশ ধব শিংশপাঃ ।
গুল্ম মেহাশ্মরী পাণ্ডু মেদোহর্শঃ কফশুক্রজিৎ ॥

মুষ্কক (বৃক্ষ বিশেষ, ঘণ্টাপারুলী), সীজমনসা, ত্রিফলা, চিত্তা, পলাশ, ধাওয়াবৃক্ষ শিংশপ—এই মুষ্ককাদিগণ গুল্ম, মেহ, অশ্মরী, পাণ্ডু, মেদ, অর্শঃ, কফ ও শুক্র নাশক।

বৎসকাদিগণঃ ।

বৎসক মূর্ব্বা ভার্গী কটুকা মরিচং ঘুর্ণপ্রিয়া চ গণ্ডীরম্
এলাপাঠাজাজী-কটুঙ্গফলাজ মোদসিদ্ধার্থ বচাঃ ॥
জীরক হিঙ্গু বিড়ঙ্গং পশুগন্ধা পঞ্চকোলক হন্তি ।
চল কফ মেদঃ পীনস গুল্ম জ্বর শূল দুর্নাম্নঃ ॥

বৎসক (ইন্দ্রযব), মূর্ব্বা, বামুনহাটী, কটুকী, মরিচ, আতইচ, সীজমনসা, এলাইচ, আকনাদি, কৃষ্ণজীরক, শোনাফল, যমানী, শ্বেতসর্ষপ, বচ, জীরা, হিং, বিড়ঙ্গ, বনযমানী ও পঞ্চকোল এই বৎসকাদিগণ বায়ু, কফ, মেদঃ, পীনস, গুল্ম, জ্বর, শূল ও অর্শোঘ্ন।

বচাদিহরিদ্রাদিগণঃ ।

বচা জলদ দেবাহ্ব নাগরাতিবিষাভয়াঃ ।
হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব কলশী কুটজোদ্ভবাঃ ॥
বচা হরিদ্রাদিগণৌ বামাতীসারনাশনৌ ।
মেদঃ কফাঢ্য পবন স্তন্যদোষনিবর্হণৌ ॥

বচ, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী, এই বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব, এই হরিদ্রাদিগণ, ইহারা আমাতিসার, মেদঃ, কফাধিক্য, বায়ু ও স্তন্যদোষ নাশক।

প্রিয়ঙ্গ্বাম্বষ্ঠাদিগণঃ ।

প্রিয়ঙ্গুপুষ্পাঞ্জন যুগ্মপদ্মাপদ্মাদ্রজো যোজনবল্ল্যনন্তা ।
মানদ্রুমো মোচরসঃ সমঙ্গা পুন্নাগশীতং মদনীয়হেতু ॥
অম্বষ্ঠা মধুকং নমস্করী নন্দীবৃক্ষ পলাশকচ্ছুরাঃ ।
রোধ্রং ধাতকিবিল্ব পেশিকে কট্বঙ্গঃ
কমলোদ্ভবং রজঃ ॥
গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্বাতীসার নাশনৌ ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানামপি রোহিণৌ ॥

প্রিয়ঙ্গু (শ্যামা), স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন, পদ্মচারিণী, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, শাল্মলী, মোচরস, (শাল্মলী নির্য্যাস), মঞ্জিষ্ঠা (রক্তমূলাখ্যা), পুন্নাগ (রক্তকেশরাখ্য, চন্দন ও ধাতকী, ইহারা প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ। অম্বষ্ঠা (ময়ূরশিখা), যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, নন্দীবৃক্ষ, (কোকনদেশ প্রসিদ্ধ সুগন্ধি বৃক্ষবিশেষ), পলাশ, কচ্ছুরা (দুরালভা), লোধ, ধাইফুল, বিল্ব, পেশিকা (বিল্বমজ্জা,) শোনা ও পদ্মরেণু, ইহারা অম্বষ্ঠাদিগণ। এই গণদ্বয় পক্বাতিসার নাশক, ভগ্নস্থান সংযোজক, পিত্তপ্রশমক ও ক্ষতরোপক।

মুস্তাদিগণঃ ।

মুস্তাবচাগ্নি দ্বিনিশা দ্বিতিক্তা
ভল্লাত পাঠা ত্রিফলা বিষাখ্যাঃ ।
কুষ্ঠং ত্রুটী হৈমবতী চ যোনি-
স্তন্যাময়ঘ্না মলপাচনাশ্চ ॥

মুথা, বচ, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তিক্তা, যবতিক্তা, ভেলার মুটী, আকনাদি, ত্রিফলা, বিষ (শুক্লকন্দ), কুড়, ছোট

এলাইচ ও শ্বেতবচ। এই মুস্তকাদিগণ যোনি-রোগ ও স্তন্যদোষ নাশক এবং মলপাচক।

ন্যগ্রোধাদিগণঃ।

ন্যগ্রোধ পিপ্পল সদাফল রোধ্রযুগ্মং
জম্বুদ্বয়ার্জ্জুন কপীতন সোমবল্কাঃ।
প্লক্ষাম্র বঞ্জুল পিয়াল পলাশ নন্দী
কোলী কদম্ব বিরলা মধুকং মধুকম্।
ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধনঃ।
মেদঃ পিত্তাস্র তৃড়্ দাহ যোনিরোগ নিবর্হণঃ॥

ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ), অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, লোধ্রদ্বয়, বড় জাম, ছোট জাম, অর্জ্জুন, আমড়া, শ্বেতখদির, পাকুড়, আম্র, বেতস, পিয়াল, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, কুলগাছ, কদম্ব, তিন্দুকী, যষ্টিমধু ও মৌলফল—এই ন্যগ্রোধাদিগণ ব্রণের হিতকর, তরল মলের সংগ্রাহক, ভগ্নসংযোজক এবং মেদঃ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও যোনি রোগ নাশক।

এলাদিগণঃ।

এলাযুগ্ম তুরষ্ক কুষ্ঠ ফলিনী মাংসী জল ধ্যামকম্
স্পৃক্কা চৌরক চোচপত্র তগর স্থৌণেয় জাতীরসাঃ।
শুক্তির্ব্যাঘ্রনখোঽমরাহ্বমগুরুঃ শ্রীবাসকং কুঙ্কুমম্
চণ্ডা গুগ্‌গুলু দেবধূপখপুরাঃ পুন্নাগ নাগাহ্বয়ম্।
এলাদিকো বাতকফৌ বিষঞ্চৈব নিযচ্ছতি।
বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডু পিড়কা কোঠনাশনঃ॥

ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, তুরষ্ক (কৃত্রিম নির্য্যাস বিশেষ, শিলারস), কুড়, ফলিনী (গন্ধ প্রিয়ঙ্গু), জটামাংসী, বালা, ধ্যামক (রোহিষতৃণ), গন্ধপিড়িং, চোরকাঁচকী, দারুচিনি, তেজপত্র, তগরপাদুকা, স্থৌণেয় (গ্রন্থিপর্ণ নামক গন্ধদ্রব্য), জাতীরস (গন্ধবোল), নখী, শুক্তি (নখী), ব্যাঘ্র নখ (সমুদ্রজ দ্রব্যবিশেষ), দেবদারু, অগুরু, শ্রীবাসক (সরল বৃক্ষরস, তার্পিণ), কুঙ্কুম, শঙ্খপুষ্পী, গুগগুলু, ধুনা, গুবাক, পুন্নাগ ও নাগকেশর—এই এলাদিগণ, বর্ণ প্রসাদন এবং বাত, কফ, বিষ, কণ্ডু, পিড়কা ও কোঠ নাশক।

শ্যামাদিগণঃ।

শ্যামাদন্তী দ্রবন্তী ক্রমুক কুটরণী শঙ্খিনীচর্ম্মসাহ্বা
স্বর্ণক্ষীরী গবাক্ষী শিখরিরজনকচ্ছিন্নরোহা করঞ্জাঃ
বস্তান্ত্রী ব্যাধিঘাতী বহলবহুরসস্তীক্ষ্ণবৃক্ষাৎ ফলানি
শ্যামাদ্যোহন্তিগুল্মঃবিষমরুচিকফৌহৃদ্রুজংমূত্রকৃচ্ছ্রম্।

শ্যামালতা, দন্তী, ইন্দুরকাণি, ক্রমুক (পট্টিকা লোধ্র), কুট্টরণী (শ্বেত তেউড়ি), শঙ্খিনী (চোরপুষ্পী, চোরকাঁচকী), চর্ম্মকসা, স্বর্ণক্ষীরী (হরিতালবৎ পাষাণভেদ), রাখালশশা, অপামার্গ, রঞ্জনক (কম্পিল্লক, কমলাগুঁড়ি), গুলঞ্চ, করম্‌চা, বস্তান্ত্রী (বৃষগন্ধা ক্ষুপবিশেষ), ছোট সোঁদাল, বহুল বহুরস (ইক্ষু) ও পিলুফল এই শ্যামাদ্য বর্গ গুল্ম, বিষ অরুচি, কফ, হৃদ্রোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ করে।

ত্রয়স্ত্রিংশদিতি প্রোক্তা বর্গাস্তেষু ত্বলাভতঃ।
যুঞ্জ্যাত্তদ্বিধমন্যচ্চ দ্রব্যং জহ্যাদযৌগিকম্।

যে তেত্রিশ প্রকার যোগ কথিত হইল, তাহাদের মধ্যে কোন দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইলে তদ্বিধ অর্থাৎ রস, বীর্য্য, বিপাকাদি তুল্য গুণবিশিষ্ট অন্য দ্রব্য যোগ করিবে। কিন্তু অযৌগিক দ্রব্য ত্যাগ করিবে। সংখ্যা-কথন কেবল প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ জানিবে। গণোক্ত সমস্ত দ্রব্যই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, দেশ, কাল ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া এক, দুই বা বহু দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

এতে বর্গা দোষদূষ্যাদ্যপেক্ষ্য
কল্কক্কাথস্নেহলেহাদিযুক্তাঃ।
পানে নস্তেঽন্বাসনেঽন্তর্বহির্বা
লেপাভ্যঙ্গৈর্ঘ্নন্তি রোগান্ সুকৃচ্ছ্রান্॥

দোষ, দূষ্য, বয়ো ও বলাদি বিবেচনা করিয়া, এই সকল বর্গ পানে, নস্তে ও অন্তর্বহিঃ সেবনে, কল্ক, ক্বাথ, স্নেহ, লেহ ও লেপাভ্যঙ্গাদি রূপে প্রয়োগ করিলে অতি কষ্টসাধ্য রোগ সকলও নিবারিত হয়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গুরু শীত সর স্নিগ্ধ মন্দ সূক্ষ্ম মৃদু দ্রবম্।
ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরূক্ষণম্॥

অতঃপর আমরা স্নেহবিধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। গুরু, শীত, সর, স্নিগ্ধ, মন্দ, সূক্ষ্ম, মৃদু ও দ্রব, এই সকল গুণযুক্ত যে ঔষধ, তাহা প্রায় স্নেহন, এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, উষ্ণ, স্থির, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, কঠিন ও ঘন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় বিরূক্ষণ।

সর্পির্মজ্জা বসা তৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্।
তত্রাপি চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ॥

যতপ্রকার স্নেহ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলই শ্রেষ্ঠ। এই ঘৃতাদি স্নেহচতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ উহা যে যে দ্রব্যের সহিত পাক হয়, তাহাদেরই গুণ প্রাপ্ত হয়, অথচ শৈত্যাদি নিজ গুণ ত্যাগ করে না, কিন্তু বসা, মজ্জা ও তৈল ইহারা সংস্কার গুণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পিত্তঘ্নাস্তে যথাপূর্ব্বমিতরঘ্না যথোত্তরম্॥

ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈল ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পরপরটি অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মঘ্ন নাশক। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বটি বলায়, তৈলকে, এবং পর পরটি বলায়, ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তৈল, কাহারও পূর্ব্ব নহে, অর্থাৎ তৈলের পর কিছুই নাই, এবং ঘৃত কাহার পর নহে, অর্থাৎ ঘৃতের পূর্ব্বে অন্য দ্রব্য নাই। "অতএব যথা পূর্ব্ব" বলায়, বসা পিত্তঘ্ন, মজ্জা পিত্তঘ্নতর, ঘৃত পিত্তঘ্নতম। এবং "যথোত্তর" বলায়, মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বসা বাত শ্লেষ্মঘ্নতর এবং তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। কেহ কেহ এইরূপে ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও পিত্ত হইতে ইতর বলায়, বাত ও শ্লেষ্মা উভয়কেই বুঝায়, তথাপি শ্লেষ্মায় স্নেহ নিষেধ থাকায়, উক্ত মজ্জাদিকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে, অথবা যদি ইতর শব্দে শ্লেষ্মারও গ্রহণ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদি শ্লেষ্মঘ্ন না বুঝিয়া দ্রব্যান্তর সংস্কৃত মজ্জাদি শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে।

ঘৃতাত্তৈলং গুরু বসা তৈলান্মজ্জা ততোঽপি চ।

ঘৃত অপেক্ষা তৈল, তৈল অপেক্ষা বসা, এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরু।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।

দুইটি স্নেহ দ্বারা যমক, তিনটি স্নেহ দ্বারা ত্রিবৃত এবং চারিটি স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। যেমন ঘৃত বসা, ঘৃত তৈল বা ঘৃত মজ্জা যমক স্নেহ। এইরূপ ঘৃত, তৈল ও বসা ত্রিবৃত স্নেহ ও ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা মহাস্নেহ।

স্বেদ্যসংশোধ্য মদ্য স্ত্রী ব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ।
বৃদ্ধবালাবলকৃশা রূক্ষাঃ ক্ষীণাস্ররেতসঃ॥

বাতার্ত্ত স্যন্দ তিমির দারুণ প্রতিবোধিনঃ।
স্নেহ্যাঃ নত্বতিমন্দাগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নিস্থূলদুর্ব্বলাঃ॥
উরুস্তম্ভাতিসারাম গলরোগ গরোদরৈঃ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যরুচি শ্লেষ্ম তৃষ্ণা মদ্যৈশ্চ পীড়িতাঃ।
অপপ্রসূতা যুক্তে চ নস্যে বস্তৌ বিরেচনে॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্নেহার্হ অর্থাৎ স্নেহক্রিয়ার যোগ্য। যথা, যাহাদের স্বেদ (ভাপরা) প্রদান অথবা বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন ক্রিয়া করিতে হইবে; যাহারা মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত; যাহারা চিন্তাকারী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, রুক্ষদেহ, অল্পরক্ত বা অল্পশুক্র; যাহারা বাতার্ত্ত অথবা অভিষ্যন্দ বা তিমিরনামক অক্ষিরোগাক্রান্ত; এবং যাহারা অতি কষ্টে নেত্রোন্মীলন করে, তাহাদিগের স্নেহ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা অল্পাগ্নি বা তীক্ষ্ণাগ্নি, যাহারা অতি স্থূল বা অতি দুর্ব্বল এবং যাহারা উরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, বিষ, উদর, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা বা মদ্য দ্বারা পীড়িত, এবং যাহারা গর্ভস্রাব করে, তাহারা স্নেহ ক্রিয়ার যোগ্য নহে। এবং নস্য বস্তি বা বিরেচন ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলেও স্নেহ ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

তত্র ধীস্মৃতিমেধাগ্নিকাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্‌॥
গ্রন্থিনাড়ী ক্রিমিশ্লেষ্ম মেদোমারুত রোগিষু॥
তৈলং লাঘব দার্ঢ্যার্থি ক্রূর কোষ্ঠেষু দেহিষু।
বাতাতপাধ্ব ভার স্ত্রী ব্যায়াম ক্ষীণ ধাতুষু।
রুক্ষ ক্লেশ ক্ষমাত্যগ্নি বাতাবৃত পথেষু চ।
শেষৌ বসা তু সন্ধ্যস্থি মর্ম্ম কোষ্ঠ রুজাসু চ।
তথা দগ্ধাহতভ্রষ্ট যোনি কর্ণ শিরোরুজি॥

যাহারা বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে স্নেহকার্য্যে ঘৃতই প্রশস্ত। যাহারা গ্রন্থি, নালী ঘা, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, মেদঃ ও বাত রোগগ্রস্ত, যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করে, যাহাদের কোষ্ঠ ক্রূর, তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বাত, আতপ, পথপর্য্যটন, ভারবহন, স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণ ধাতু, যাহারা রুক্ষ দেহ, ক্লেশসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণাগ্নি, এবং যাহাদের দেহস্রোত সকল বায়ু দ্বারা রুদ্ধ, তাহাদের পক্ষে বসা ও মজ্জা প্রশস্ত। কিন্তু সন্ধি, অস্থি, মর্ম্ম ও কোষ্ঠ বেদনায় এবং দাহ, আঘাত ও যোনিভ্রংশ জনিত বেদনায় কর্ণ ও শিরোবেদনায় বসাই প্রশস্ত।

তৈলং প্রাবৃষি বর্ষান্তে সর্পিরন্যৌ তু মাধবে।
ঋতৌ সাধারণে স্নেহঃ শস্তোঽহ্নি বিমলে রবৌ।

বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা, স্নেহনার্থ প্রশস্ত। কিন্তু সাধারণ ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষাদি ঋতু লক্ষণ সকল যখন সমভাবে থাকে, তখন এবং দিবাভাগে ও রৌদ্রের সময় কর্ত্তব্য। (সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহ ক্রিয়া বিধেয়)।

তৈলং ত্বরায়াং শীতেঽপি ঘর্ম্মেঽপি চ ঘৃতং নিশি।
নিশ্যেব পিত্তে পবনে সংসর্গে পিত্তবত্যপি।
নিশ্যন্যথা বাতকফাদ্রোগাঃ স্যুঃ পিত্ততো দিবা॥

তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই এবং ঘৃত যে কেবল শরৎকালেই প্রযোজ্য তাহা নহে, ব্যাধির অবস্থানুসারে যদি ত্বরায় স্নেহক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালেও তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বায়ুর বা পিত্তের অথবা বাতপিত্ত উভয়ের প্রকোপে স্থূল কিংবা তজ্জনিত রোগে গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মজনিত রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে তৈল প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ হইয়া থাকে।

যুক্ত্যাবচারয়েৎ স্নেহং ভক্ষ্যাদ্যন্নেন বস্তিভিঃ।
নস্যাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণৈঃ॥

ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ যুক্তি অনুসারে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অন্নের সহিত অথবা বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, মূর্দ্ধতর্পণ (শিরোবস্তি), কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে প্রয়োগ করিবে।

রসভেদৈককত্বাভ্যাং চতুঃষষ্টি বিচারণাঃ।
স্নেহস্যান্যাভিভূতত্বাদল্পত্বাচ্চ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥

রসের ভেদ যে ত্রিষষ্টি প্রকার হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। স্নেহপদার্থেও ঐ ত্রিষষ্টি প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের সহিত প্রযোজ্য হওয়াতে রসভেদের সহিত উহার প্রয়োগ কল্পনা ত্রিষষ্টি প্রকার এবং রস ব্যতীত কেবল মাত্রও স্নেহের প্রয়োগ হয় বলিয়া সমুদায়ে স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা চতুঃষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে। বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের ও ত্রিষষ্টি প্রকার রসভেদের সহিত প্রযুক্ত হওয়ায় এবং শিরোবিরেচন ও চক্ষুঃ কর্ণাদি তর্পণে অল্পমাত্র প্রযোজ্য হয় বলিয়া স্নেহ পদার্থের গুণ অভিভূত হয়, এবং সেই অভিভব নিবন্ধনই স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা চতুঃষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে।

যথোক্ত হেত্বভাবাচ্চ নাচ্ছপেয়া বিচারণা।
স্নেহস্য কল্পঃ স শ্রেষ্ঠঃ স্নেহকর্ম্মাশু সাধনাৎ॥

চতুঃষষ্টি প্রকার স্নেহ প্রয়োগ কল্পনার যে যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সেই হেতু ব্যতিরেকে কেবল মাত্র যে অচ্ছ পেয়া নির্ম্মল স্নেহপান, তাহাকে স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা বলা যায় না। যত প্রকার স্নেহপান আছে, তন্মধ্যে এই অচ্ছ পেয়াই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদ্বারা শরীরের তর্পণ ও মার্দ্দবাদি ক্রিয়া আশু সাধিত হয়। কিন্তু এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্ব শ্লোকে কেবল মাত্র স্নেহ প্রয়োগকেও উক্ত চতুঃষষ্টি প্রকারের মধ্যে এক প্রকার বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে শুদ্ধ স্নেহ পানকে, স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা বলা যাইতেছে না, সুতরাং গ্রন্থ বিরোধ উপস্থিত হইলে; এই বিরোধের মীমাংসা এই যে, শুদ্ধ স্নেহ পানকে স্নেহ কল্পনা বলা যাইবে না, কিন্তু শিরোবিরেচন ও চক্ষু কর্ণাদি তর্পণের নিমিত্ত যে কেবল মাত্র স্নেহ প্রয়োগ তাহাই স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরষ্টাভির্যামৈর্জীর্য্যন্তি যাঃ ক্রমাৎ।
হ্রস্বমধ্যোত্তমা মাত্রাস্তাস্তাশ্চ লঘীয়সীম্॥
কল্পয়েদ্বীক্ষ্য দোষাদীন্ প্রাগেব তু হ্রসীয়সীম্।
হ্রস্বনে জীর্ণএবান্নে স্নেহোঽচ্ছঃ শুদ্ধয়েদ্বহুঃ॥
শমনঃ ক্ষুদ্বতোঽনন্নো মধ্যমাত্রশ্চ শস্যতে॥

স্নেহের যে মাত্রা দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহা হ্রস্ব (লঘু) মাত্রা, যাহা চারি প্রহরে জীর্ণ হয়, তাহা মধ্যম মাত্রা এবং যাহা আট প্রহরে পরিপাক পায়, তাহা উত্তম মাত্রা। দোষাদি লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ দোষ, ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সত্ত্ব, সাত্ম্য ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রয়োগ করিবে, প্রয়োজন হইলে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম মাত্রা প্রদেয়। যে হেতু অজ্ঞাত কোষ্ঠ পুরুষকে প্রথমেই অধিক মাত্রায় স্নেহ সেবন করাইলে অনেক স্থলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি শোধনের (বিরেচনাদির) নিমিত্ত স্নেহ পান করাইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিবসীয় আহার জীর্ণ হইবামাত্র, বুভুক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বহু পরিমাণে অচ্ছ (কেবল) স্নেহপান করাইবে। ক্ষুধার সময় স্নেহপান করাইলে তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা জীর্ণ হইয়া শোধনকার্য্যে অসমর্থ হয়। কিন্তু সমনের জন্য, যত্র তত্রস্থ কুপিত দোষের শান্তির নিমিত্ত (ক্ষুধার সময় অনন্ন অন্নরহিত) স্নেহপান মধ্যম মাত্রায়

প্রশস্ত। কারণ তৎকালে স্রোতঃ সকল পরিষ্কৃত থাকায়, শীতস্নেহ সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া কুপিত দোষের শান্তি করিয়া থাকে।

বৃংহণো রসমদ্যাদ্যৈঃ সভক্তোঽল্পো হিতঃ স চ।
বালবৃদ্ধপিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বিড়্মদ্যশীলিষু।
স্ত্রীস্নেহনিত্যমন্দাগ্নি সুখিত ক্লেশভীরুষু।
মৃদুকোষ্ঠাল্প দোষেষু কালে চোষ্ণে কৃশেষু চ॥

বৃংহণের জন্য মাংসরস মদ্যাদির সহিত অতি অল্প মাত্রায় স্নেহ প্রয়োগ করিবে, সেই সভক্ত (অন্ন সহিত) স্নেহ, বালক, বৃদ্ধ, পিপাসার্ত্ত, স্নেহদ্বেষী, মদ্যপায়ী, স্ত্রীসঙ্গরত, মন্দাগ্নি, সুখী, ক্লেশভীত, মৃদু কোষ্ঠ, অল্পদোষ যুক্ত ও কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং উষ্ণকালে হিতকর।

প্রাঙ্মধ্যোত্তর ভক্তোঽসাবধো মধ্যোর্দ্ধ দেহজান্।
ব্যাধীন্ জয়েদ্বলং কুর্য্যাদঙ্গানাঞ্চ যথাক্রমম্॥

ভোজনের আদিতে, মধ্য সময়ে ও অন্তে সেবিত স্নেহ যথাক্রমে অধো, মধ্য ও উর্দ্ধ দেহের রোগনাশ ও বলাধান করে অর্থাৎ ভোজনের আদিতে পীত স্নেহ দেহের অধোভাগের রোগনাশ ও বল বৃদ্ধি করে, ভোজনের মধ্য সময়ে পীত স্নেহ দেহের মধ্যভাগের রোগনাশ ও বলবান করে এবং ভোজনের উপরি সেবিত স্নেহ দেহের উর্দ্ধভাগে রোগনাশ ও বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বার্য্যুষ্ণমচ্ছেঽনুপিবেৎ স্নেহে তৎসুখপক্তয়ে।
আস্যোপলেপশুদ্ধ্যৈ চ তৌবরারুষ্করে ন তু॥
জীর্ণাজীর্ণ বিশঙ্কায়াং পুনরুষ্ণোদকং পিবেৎ।
তেনোদ্গার বিশুদ্ধিঃ স্যাত্ততশ্চ লঘুতা রুচিঃ॥

অচ্ছ (কেবল) স্নেহ পানানন্তর উষ্ণ বারি পান করিবে। উষ্ণবারি অনুপান দ্বারা পীত স্নেহ সহজে পরিপাক হয় এবং স্নেহলিপ্ত মুখেরও বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি পীত স্নেহে জীর্ণাজীর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উষ্ণোদক পান করিবে, তাহাতে উদ্গারশুদ্ধি, রুচি ও দেহের লঘুতা হইবে। কিন্তু উষ্ণবীর্য্য তৌবর তৈল বা ভল্লাতক তৈল পান করিয়া উষ্ণ বারি অনুপান করা কর্ত্তব্য নহে।

ভোজ্যোঽন্নং মাত্রয়া প্রাশ্নন্ শ্বঃপিবন্ পীতবানপি।
দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি নাতিস্নিগ্ধমসঙ্করম্॥
উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ॥
ন বেগরোধী ব্যায়ামক্রোধশোকহিমাতপান্।
প্রবাতযানযানাধ্ব ভাষ্যাভ্যাসানসংস্থিতিঃ।
নীচাত্যুচ্চোপধানাহঃস্বপ্ন ধূমরজাংসি চ।
যান্যহানি পিবেত্তানি তাবন্ত্যন্যান্যপি ত্যজেৎ।
সর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং প্রায়োব্যাধিক্ষীণেষু চ ক্রমঃ।
উপচারস্তু শমনে কার্য্যঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ॥

যে দিবস স্নেহপান করিবে তৎপূর্ব্ব দিবস এবং স্নেহ পান দিবসে স্নেহ পান করিয়া মুদ্গযূষাদি দ্রবযুক্ত উষ্ণ অন্ন বা উষ্ণ দ্রব অনভিষ্যন্দি (যাহা কফকর নহে) ঈষৎ স্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা অপথ্য যুক্ত নহে) অন্ন অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। যত-দিন স্নেহপান করিবে, ততদিন এবং স্নেহ-পানের পরও আর ততদিন উষ্ণ বারি পান করিবে, স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে, মল মূত্রাদির বেগ রোধ করিবে না এবং ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, হিম, আতপ প্রবল বায়ু, যানে গমনাগমন, পথপর্য্যটন, অধিক ভাষণ, দীর্ঘকাল আসনে উপবেশন, অতি নীচ বা অতি উচ্চ বালিশে মস্তক স্থাপন, দিবানিদ্রা, ধূম ও ধূলি ত্যাগ করিবে। বমন বিরেচনাদি সকল কর্ম্মেই এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই বিধি। কিন্তু শমনের জন্য স্নেহপান করিলে বিরিক্তবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে। অর্থাৎ বিরেচনে যেমন পেয়াদি ব্যবস্থেয় শমনার্থ স্নেহপানেও সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য।

ত্র্যহমচ্ছং মৃদৌ কোষ্ঠে ক্রূরে সপ্তদিনং পিবেৎ।
সম্যক্‌ স্নিগ্ধোঽথবা যাবদতঃ সাত্ম্যীভবেৎ পরম্‌।

কোষ্ঠ মৃদু হইলে তিন দিন এবং ক্রূর হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত অচ্ছ স্নেহ পান করিবে। কিন্তু ইহাই যে নিয়ম, তাহা নহে, যত দিন পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ লক্ষণ সম্যক্‌ উপস্থিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। অতএব সপ্তাহের পরও স্নেহপান বিধেয়। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যেরা, সাত দিনের পর স্নেহপান করিতে হইলে, এক এক দিন বাদে বাদে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধ লক্ষণ প্রকাশের পরও অধিক স্নেহপান করিলে, ঐ স্নেহ সাত্ম্যী (অভ্যস্ত) হওয়ায়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না, অর্থাৎ সাত্ম্যীভূত স্নেহ মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না। (মৃদু ও ক্রূর কোষ্ঠের বিষয় লিখিত হইল, সংগ্রহে মধ্য কোষ্ঠে ছয়দিন পর্য্যন্ত স্নেহপানের বিধি আছে।)

বাতানুলোমাং দীপ্তোঽগ্নির্বর্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্‌।
স্নেহোদ্বেগঃ ক্লমঃ সম্যক্‌ স্নিগ্ধে রূক্ষে বিপর্য্যয়ঃ॥
অতিস্নিগ্ধে তু পাণ্ডুত্বং ঘ্রাণবক্ত্র গুদস্রবাঃ।
অমাত্রয়াহিতোঽকালে মিথ্যাহারবিহারতঃ॥
স্নেহঃ করোতি শোফার্শস্তন্দ্রাস্তম্ভ বিসংজ্ঞতাঃ।
কণ্ডুকুষ্ঠ জ্বরোৎক্লেশ শূলানাহ ভ্রমাদিকান্‌॥

পুরুষ সম্যক্‌ প্রকার স্নিগ্ধ হইলে, বায়ু অনুলোমগ, অগ্নি উদ্দীপ্ত, মল স্নিগ্ধ ও শিথিল হয় এবং স্নেহোদ্বেগ ও ক্লান্তি জন্মে। কিন্তু রূক্ষ (অস্নিগ্ধ) হইলে ইহার বিপরীত লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। অতি স্নিগ্ধ হইলে পাণ্ডুত্ব জন্মে এবং মুখ, নাক ও গুহ্যদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হয়। অতএব অকালে অনুচিত মাত্রায়, অনুপযুক্ত আহার বিহারাদির সহিত স্নেহ পান অহিতকর। ইহাদ্বারা শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা, জড়তা, সংজ্ঞাহীনতা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, বমনরোগ, শূল, আনাহ ও ভ্রমাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

ক্ষুত্তৃষ্ণোল্লেখন স্বেদ রূক্ষপানান্ন ভেষজম্‌।
তক্রারিষ্টং খলোদ্দাল যবশ্যামাক কোদ্রবাঃ॥
পিপ্পলী ত্রিফলা ক্ষৌদ্রপথ্যা গোমূত্র গুগ্‌গুলুঃ।
যথাস্বং প্রতিরোগঞ্চ স্নেহ ব্যাপদি সাধনম্‌॥

স্নেহবিধি বিভ্রংস হইলে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণারোধ, বমন, ঘর্ম্ম, রূক্ষ পান অন্ন ও ভেষজ, তক্র, অরিষ্ট, খল (ব্যঞ্জন বিশেষ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), উদ্দাল (শালি বিশেষ), যব, শ্যামাধান্য, কোদ ধান্য, পিপুল, ত্রিফলা, মধু, হরীতকী, গোমূত্র ও গুগ্‌গুল এবং যে যে রোগের যে যে ঔষধ স্ব স্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধ দোষানুরূপ প্রয়োগ করিবে।

বিরুক্ষণে লঙ্ঘনবৎ কৃতাতিকৃত লক্ষণম্‌।

সম্যক্‌ কৃত ও অতি কৃত লঙ্ঘনের যে যে লক্ষণ, সম্যক্‌কৃত বিরুক্ষণের এবং অতিকৃত বিরুক্ষণেরও সেই সেই লক্ষণ জানিবে। অর্থাৎ সম্যক্‌কৃত লঙ্ঘনের, বিমলেন্দ্রিয়তাদি যে সকল লক্ষণ, তাহাই সম্যক্‌কৃত বিরুক্ষণের এবং অতিকৃত লঙ্ঘনের কার্শ্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ, তাহাই অতিকৃত বিরুক্ষণের হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধদ্রবোষ্ণ ধন্বোত্থরসভুক্‌ স্বেদমাচরেৎ।
স্নিগ্ধস্ত্র্যহং স্থিতঃ কুর্য্যাদ্বিরেকং বমনং পুনঃ।
একাহং দিনমন্যচ্চ কফমুৎক্লেশ্য তৎকরৈঃ॥

স্নেহনক্রিয়ার দ্বারা স্নিগ্ধ হওয়ার পর, স্নিগ্ধ দ্রব ও উষ্ণ জাঙ্গল মাংস রস ভোজন করিয়া স্বেদ লইবে এবং স্বেদ লওয়ার তিন দিন পরে বিরেচনক্রিয়া করিবে। কিন্তু যদি স্নেহের পর বমনক্রিয়াই উপযুক্ত হয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ মাংসরস ভোজন করিয়া স্বেদ লইবে এবং স্বেদ লওয়ার এক দিন পরে কফকারক হেতু দ্বারা কফকে উৎক্লেশিত করিয়া বমন ক্রিয়া করিবে।

মাংসলা মেদুরা ভূরি শ্লেষ্মাণো বিষমাগ্নয়ঃ।
স্নেহোচিতাশ্চ যে স্নেহ্যাস্তান্ পূর্ব্বং রুক্ষয়েত্ততঃ॥
সংস্নেহ্য শোধয়েদেবং স্নেহব্যাপন্ন জায়তে।
অলং মলানীরয়িতুং স্নেহশ্চাসাত্ম্যতাং গতঃ॥

যাহারা মাংসল, মেদস্বী, শ্লেষ্মবহুল ও বিষমাগ্নি, তাহারা স্নেহোচিত। তাহাদের স্নেহ ক্রিয়া করিতে হইলে, অগ্রে রুক্ষণ কার্য্য করিয়া তৎপরে স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং স্নেহপ্রয়োগানন্তর শোধন কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে স্নেহ ক্রিয়া করিলে, বিপত্তি ঘটে না। অপিচ, সেই সেবিত স্নেহ অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাতাদি ও পুরীষাদি মল সকলকে নিঃসারিত করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্নেহ পদার্থ দীর্ঘকাল সেবিত হইলে সাত্মীভূত (অভ্যস্ত) হইয়া পড়ে, সুতরাং অভ্যস্ত স্নেহের মলাদি নিঃসারণের সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু উল্লিখিত প্রকারে স্নেহ সেবিত হইলে, উহা সাত্মীভূত না হইয়া অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হয়, অতএব মলাদি নিঃসারণে সমর্থ হইয়া থাকে।

বালবৃদ্ধাদিষু স্নেহপরিহারাসহিষ্ণুষু।
যোগানিমাননুদ্বেগান্ সদ্যঃ স্নেহান্ প্রযোজয়েৎ॥

যাহারা বালক বা বৃদ্ধ এবং যাহারা স্নেহ বিষয়ক পরিহার্য্য বিষয় পরিহারে অক্ষম, তাহাদিগের নিম্নলিখিত স্নেহাখ্য অনুদ্বেজক যোগ সকল সদ্য প্রয়োগ করিবে।

প্রাজ্যমাংসরসাস্তেষু পেয়া বা স্নেহভর্জ্জিতা।
তিলচূর্ণশ্চ সস্নেহফাণিতঃ কৃশরা তথা॥
ক্ষীরপেয়া ঘৃতাঢ্যোষ্ণা দধ্নো বা সগুড়ঃ সরঃ।
পেয়া চ পঞ্চপ্রসৃতা স্নেহৈস্তণ্ডুল পঞ্চমৈঃ।
সপ্তৈতে স্নেহনাঃ সদ্যঃ স্নেহাশ্চ লবণোল্বণাঃ॥
তদ্ধ্যভিষ্যন্দ্যরুক্ষঞ্চ সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ॥

প্রভূত মাংসের যূষ বা ঘৃত ভর্জ্জিত পেয়া, তিলচূর্ণ, সস্নেহ ফাণিত (গুড় বিকৃতি বিশেষ) কৃশরা (খিচুড়ি বিশেষ), ঘৃতাক্ত উষ্ণ দুগ্ধজাত পেয়া, সগুড় দধির সর এবং ঘৃতাদি চারি প্রকার স্নেহ ও তণ্ডুল এই পাচ প্রকারের পাচ প্রসৃত পেয়া (দুই পলে এক প্রসৃত), সমুদায়ে সাত প্রকার স্নেহন শীঘ্র উক্ত বালকাদিকে সেবন করাইবে। এতদ্ব্যতীত অধিক লবণযুক্ত ঘৃতাদি ও সদ্যস্নেহন।

যেহেতু লবণরস অভিষ্যন্দি অর্থাৎ স্রোতের স্রাবক, অরুক্ষ, সূক্ষ্মস্রোতোগামী উষ্ণগুণযুক্ত ও ব্যবায়ী। যে দ্রব্য অগ্রে সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে ব্যবায়ী কহে।

গুড়ানূপামিষক্ষীর তিল মাষ সুরা দধি।
কুষ্ঠশোথ প্রমেহেষু স্নেহার্থং ন প্রকল্পয়েৎ॥

কুষ্ঠ, শোথ ও প্রমেহ রোগে গুড় আনূপ মাংস, দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, সুরা ও দধি স্নেহার্থ প্রয়োগ করিবে না।

ত্রিফলা পিপ্পলী পথ্যা গুগ্গুল্বাদি বিপাচিতান্।
স্নেহান্ যথাস্বমেতেষাং যোজয়েদবিকারিণঃ॥
ক্ষীণানাং স্বাময়ৈরগ্নিদেহসন্ধুক্ষণক্ষমান্॥

উক্ত কুষ্ঠাদি রোগে ত্রিফলা পিপ্পলী ও গুগ্গুল্ প্রভৃতি যে সকল ঔষধ তাহাদের স্ব স্ব অধিকারে পথ্যরূপে লিখিত হইয়াছে সেই সেই ঔষধ দ্বারা বিপাচিত অধিকারী স্নেহ, তত্তৎরোগে প্রয়োগ করিবে।

কিন্তু যাহারা নানাব্যাধি দ্বারা ক্ষীণদেহ তাহাদিগকে অগ্নির উদ্দীপক ও দেহের পুষ্টিকর যে সকল স্নেহ তাহাই প্রদান করিবে।

দীপ্তান্তরাগ্নিঃ পরিশুদ্ধকোষ্ঠঃ
প্রত্যগ্রধাতুর্বলবর্ণযুক্তঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ো মন্দজরঃ শতায়ুঃ
স্নেহোপসেবী পুরুষঃ প্রদিষ্টঃ॥

যে ব্যক্তি সতত স্নেহ সেবন করে, তাহার অগ্নি প্রদীপ্ত, কোষ্ঠ পরিশুদ্ধ, রস রক্তাদি ধাতু বর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও জরা অল্প হয়, স্নেহসেবী ব্যক্তি শতায়ুঃ ও বলবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে।

সপ্তদশোঽধ্যায়।

অথাতঃ স্বেদবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্বেদস্তাপোপনাহোষ্মদ্রব ভেদাচ্চতুর্বিধঃ।
তাপোঽগ্নিতপ্তবসন ফাল হস্ততলাদিভিঃ॥

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। তাপ, উপনাহ, উষ্ম ও দ্রব ভেদে স্বেদ চারিপ্রকার। বস্ত্র, লৌহফাল ও হস্ততলাদি অগ্নিতপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে তাপ স্বেদ কহে।

উপনাহো বচা কিণ্ব শতাহ্বা দেবদারুভিঃ।
ধান্যৈঃ সমস্তৈর্গন্ধৈশ্চ রাস্নৈরণ্ডজটামিষৈঃ॥
উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহ চুক্র তক্র পয়ঃপ্লুতৈঃ।
কেবলে পবনে শ্লেষ্মসংসৃষ্টে সুরসাদিভিঃ॥
পিত্তেন পদ্মকাদ্যৈস্তু সাল্বণাখ্যৈঃ পুনঃ পুনঃ॥

উপনাহঃ উপনহ্যতে বধ্যতে চর্ম্মপট্টাদিনেত্য-র্থঃ নামাস্যোপনাহ ইতি।

সাল্বণ ইত্যস্য চ তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধং নাম তথা চ ধন্বন্তরিঃ।

কাকোল্যাদিঃ স বাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানুপোদকমাংসস্তু সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ সাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইতি।

উদ্রিক্ত লবণৈঃ স্নেহচুক্র তক্রপয়ঃ প্লুতৈর্বিতি ত্রিষ্বপি স্বেদেষু যোজ্যম্।

শুদ্ধ বায়ুর প্রকোপে বচ, কিণ্ব (মদের বক্‌কাল), শতমূলী, দেবদারু, ধনে, (তিল, তিসী, মাষকলাই প্রভৃতিও গ্রহণীয়) সমস্ত গন্ধদ্রব্য, রাস্না, এরণ্ডমূল, জটামাংসী ও মাংস, ইহাদিগকে শিলাপিষ্ট অধিক লবণ মিশ্রিত এবং ঘৃতাদি স্নেহ, চুক্র (অম্ল), তক্র বা দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মযুক্ত বায়ুতে পূর্ব্বোক্ত সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের এবং ঈষৎ পিত্তযুক্ত বায়ুতে পদ্মকাদি গণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। এই স্বেদদ্বয়েও লবণ ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ স্বেদের নাম উপনাহ। তন্ত্রান্তরে ইহাকে সাল্বণ স্বেদও কহিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে উষ্ণ প্রলেপ অর্থাৎ পুল্‌টিস্ বলে।

স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্যৈর্মৃদুভিশ্চর্ম্মপট্টৈরপূতিভিঃ।
অলাভে বাতজিৎ পত্রকৌশেয়াবিকশাটকৈঃ।
রাত্রৌবদ্ধং দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্॥

কোন অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ দিয়া মৃদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্র বা রেশমীবস্ত্র, কম্বল কিংবা বাতাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখাকে উপনাহ স্বেদ কহে। রাত্রিকৃত বন্ধন দিবায় খুলিবে এবং দিনকৃত বন্ধন রাত্রিতে খুলিয়া দিবে।

উষ্মা তুৎকারিকালোষ্ট্র কপালোপলপাংশুভিঃ।
পত্রভঙ্গেন ধান্যেন করীষসিকতা তুষৈঃ।
অনেকোপায়সন্তপ্তৈঃ প্রযোজ্যো দেশকালতঃ।

যবমাষৈরণ্ডবীজাতসী কুসুম্ভবীজাদিভিঃ পিষ্ট-স্বিন্নৈর্লপসিকাকৃতির্যঃ স্বেদনোপায়ঃ স উৎকারিকা।

উৎকারিকা (স্বিন্ন ও পিষ্ট যব ও গোধূমাদি দ্বারা নির্ম্মিত আকৃতি বিশেষ), লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর বা ধূলি কিংবা পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুটেচূর্ণ, বালুকা বা তুষ ইহাদিগকে নানা উপায়ে সন্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ প্রদান করা যায় তাহার নাম উষ্মস্বেদ। উষ্মস্বেদ দেশ, কাল, ও দোষ দৃষ্ট্যানুসারে নানাপ্রকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যথা, উপরিউক্ত দ্রব্যদিগকে উষ্ণ করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে উষ্মা উঠে, সেই উষ্মা দ্বারা

স্বেদ, অথবা গোময়াদিকে পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ, কিংবা ঐ সকল বস্তুকে কুম্ভাদি পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে অতি উষ্ণ করিবে, এবং রোগীকে কোন নির্ব্বাতদেশে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলাদি আবরণে আবৃত করিবে, তৎপরে ঐ পাত্রের মুখ ক্রমে ক্রমে খুলিবে এবং তদুদ্ভূত বাষ্প দ্বারা স্বেদ অর্থাৎ ভাপ্‌রা দিবে, এইরূপ নানা প্রকারে উষ্মা স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

শিগ্রুবারণকৈরণ্ডকারবস্ত সুরসার্জ্জকাঃ।
শিরীষ বাসা বংশার্ক মালতী দীর্ঘবৃন্তকঃ॥
পত্রভঙ্গৈর্বচাদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ।
দশমূলেন চ পৃথক্ সহিতৈর্বা যথামলম্॥
স্নেহবদ্ভিঃ সুরাশুক্ত বারিক্ষীরাদি সাধিতৈঃ।
কুম্ভীর্গলন্তীর্নাড়ীর্বা পূরয়িত্বা রুজাদ্দিতম্।
বাসসাচ্ছাদিতং গাত্রং স্নিগ্ধং সিঞ্চেদ্ যথাসুখম্॥

সজিনা, বেণা, ভেরাণ্ডা, করমচা, নিসিন্দা, শ্বেততুলসী, শিরীষ, বাসক, বংশ, আকন্দ, মালতী ও শোনাগাছ, ইহাদের পত্রসমূহ, বচাদিগণোক্ত দ্রব্য সমূহ, আনূপ ও বারিজ মাংস এবং দশমূল, ইহাদের মধ্যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সমস্তগুলিকে, দোষানুসারে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুরা, শুক্ত, জল বা দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া হাঁড়ী, গর্গরা অথবা বাঁশের নলের মধ্যে পুরিয়া সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পীড়িত অঙ্গে সেচন করিবে, সেচনের পূর্ব্বে সেই পীড়িত অঙ্গ স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে হইবে।

তৈরেব বা দ্রবৈঃ পূর্ণং কুণ্ডং সর্ব্বাঙ্গগেঽনিলে।
অবগাহ্যাতুরস্তিষ্ঠেদর্শঃ কৃচ্ছ্রাদি রুক্ষু চ॥

সর্ব্বাঙ্গবাত কিংবা অর্শঃ বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগগ্রস্ত রোগী, পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রবপূর্ণ কোন কুণ্ডে (টবে) অবগাহন করিয়া অবস্থিতি করিবে। ইহাই দ্রবস্বেদ।

নিবাতেঽন্তর্বহিঃ স্নিগ্ধো জীর্ণান্নঃ স্বেদমাচরেৎ।
ব্যাধিব্যাধিত দেশর্তু বশান্মধ্যাবরাবরম্॥

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গদ্বারা অন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে, রোগ, রোগী, দেশ ও ঋতু অনুসারে নিবাত স্থানে হীন, মধ্য বা উৎকৃষ্ট স্বেদ লইবে।

কফার্ত্তো রুক্ষণং রুক্ষো রুক্ষস্নিগ্ধং কফানিলে।
আমাশয়গতে বায়ৌ কফে পক্বাশয়াশ্রিতে।
রুক্ষপূর্ব্বং তথা স্নেহপূর্ব্বং স্থানানুরোধতঃ॥

কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ স্নেহপান ও স্নেহ মর্দ্দন দ্বারা অন্তর্বহিঃ স্নিগ্ধ না হইয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। কফবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ, কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ লইবে এবং স্থানানুরোধে অর্থাৎ আমাশয় গত বাতে অগ্রে রুক্ষ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ ও পক্বাশয় গত কফে অগ্রে স্নিগ্ধ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ রুক্ষস্বেদ লইবে। কারণ আমাশয় কফের স্থান এবং বায়ু তথায় আগন্তু, এইজন্য কফশান্তির নিমিত্ত অগ্রে রুক্ষ ও বায়ু শান্তির জন্য পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদাতব্য। পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, অতএব বায়ু শান্তির জন্য অগ্রে স্নিগ্ধ, পশ্চাৎ কফশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রযোজ্য।

অল্পং বঙ্ক্ষণয়োঃ স্বল্পং দৃঙ্মুষ্ক হৃদয়ে ন বা।
শীতশূলক্ষয়ে স্বিন্নো জাতেঽঙ্গানাঞ্চ মার্দ্দবে।
স্যাচ্ছনৈর্ম্মৃদিতঃ স্নাতস্ততঃ স্নেহবিধিং ভজেৎ॥

বঙ্ক্ষণদ্বয় (কুঁচকিস্থানে) অল্প স্বেদ দিবে এবং চক্ষু, মুষ্ক ও হৃদয়ে অতি অল্প মাত্র স্বেদ দিবে অথবা একেবারেই দিবে না। যখন শীত ও বেদনার ক্ষয় এবং অঙ্গের কোমলতা জন্মে, তখনই জানিবে, পুরুষ স্বিন্ন হইয়াছে। স্বিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া দিবে এবং তাহাকে উষ্ণোদকে স্নান ও স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে।

পিত্তাস্রকোপতৃষ্ণ মূর্চ্ছা স্বরাঙ্গসদনভ্রমাঃ।
সন্ধিপীড়া জ্বর শ্যাব রক্তমণ্ডল দর্শনম্॥
স্বেদাতিযোগাচ্ছর্দ্দিশ্চ তত্র স্তম্ভনমৌষধম্।
বিষক্ষারাগ্ন্যতীসারচ্ছর্দ্দিমোহাতুরেষু চ॥

স্বেদের অতিযোগে অর্থাৎ অধিক স্বেদ প্রয়োগ করিলে, রক্তপিত্তের প্রকোপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ক্ষামস্বর, অঙ্গাবসাদ, জ্ঞানাভাব, সন্ধি-পীড়া, জ্বর, শ্যাব ও রক্তবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি এবং বমি এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে স্তম্ভন ঔষধ প্রযোজ্য এবং বিষ, ক্ষার, অগ্নি, অতিসার, বমন ও মোহ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও স্তম্ভন ঔষধ ন্যায্য।

স্বেদনং গুরু তীক্ষ্ণোষ্ণং প্রায়ঃ স্তম্ভনমন্যথা।
দ্রব স্থির সর স্নিগ্ধ রুক্ষ সূক্ষ্মঞ্চ ভেষজম্।
স্বেদনং স্তম্ভনং শ্লক্ষ্ণং রুক্ষ সূক্ষ্ম সর দ্রবম্॥

যে দ্রব্য গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, তাহা প্রায়ই স্বেদন এবং যাহা ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ লঘু, রুক্ষ ও শীতল, তাহা প্রায়ই স্তম্ভন। আর যাহা দ্রব, স্থির, সর, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও সূক্ষ্ম গুণযুক্ত, তাহা স্বেদন, এবং যাহা মসৃণ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, সর ও দ্রব গুণান্বিত তাহা স্তম্ভন।

প্রায়স্তিক্তং কষায়ঞ্চ মধুরঞ্চ সমাসতঃ।
স্তম্ভিতঃ স্যাদ্বলে লব্ধে যথোক্তামযসংক্ষয়াৎ॥

সংক্ষেপতঃ তিক্ত, কষায় ও মধুর রসই স্তম্ভন হইয়া থাকে। যখন পূর্ব্বোক্ত অতি স্বেদজনিত রোগ সকলের সংক্ষয় হেতু বলাধান হইবে, তখনই জানিবে, মনুষ্য স্তম্ভিত হইয়াছে।

স্তব্ধত্বক্ স্নায়ুসঙ্কোচ কম্প হৃদ্ বাগ্ হনুগ্রহৈঃ।
পাদৌষ্ঠত্বক্‌করৈঃ শ্যাবৈরতিস্তম্ভিতমাদিশেৎ॥

অতি স্তম্ভিত হইলে দেহের স্তব্ধতা, ত্বক্ ও স্নায়ুর সঙ্কোচ, কম্প, হৃদয়বেদনা, বাক্যাব-সাদ, হনুগ্রহ এবং হস্ত, পদ, ওষ্ঠ ও ত্বকের শ্যাববর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ন স্বেদয়েদতিস্থূল রুক্ষ দুর্ব্বল মূর্চ্ছিতান্।
স্তম্ভনীয়ক্ষতক্ষীণ ক্ষামমদ্যবিকারিণঃ॥
তিমিরোদর বীসর্প কুষ্ঠ শোষাঢ্য রোগিণঃ।
পীতদুগ্ধদধিস্নেহ মধূন্ কৃতবিরেচনান্॥
ভ্রষ্টদগ্ধ গুদগ্লানি ক্রোধশোক ভয়ান্বিতান্।
ক্ষুতৃষ্ণা কামলাপাণ্ডু মেহিনঃ পিত্তপীড়িতান্॥
গর্ভিণীং পুষ্পিতাং সূতাং মৃদু চাত্যয়িকে গদে॥

অতি স্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয়, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, মদ্যরোগী এবং তিমির (নেত্র রোগ বিশেষ), উদর, বিসর্প, কুষ্ঠ, শোষ ও বাতরক্ত রোগী, দুগ্ধ, দধি, স্নেহ ও মধুপায়ী, অতিসার রোগে ভ্রষ্টগুদ, ক্ষারাগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধ গুদ, গ্লানি, ক্রোধ, শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কামলা, পাণ্ডু ও মেহ রোগী, পিত্তপীড়িত, গর্ভিণী ও রক্তাতিস্রাব বিশিষ্টা প্রসূতি, ইহাদিগকে স্বেদ দিবে না। তবে যখন বিসূচিকাদি রোগ হইবে, তখন মৃদু স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

শ্বাসকাস প্রতিশ্যায় হিক্কাধ্মান বিবন্ধিষু।
স্বরভেদানিলব্যাধি শ্লেষ্মামস্তম্ভ গৌরবে॥
অঙ্গমর্দ্দ কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ কুক্ষিহনুগ্রহে।
মহত্ত্বে মুষ্কয়োঃ খল্ল্যামায়ামে বাতকণ্টকে।
মূত্রকৃচ্ছ্রার্ব্বুদগ্রন্থি শুক্রাঘাতাঢ্য মারুতে।
স্বেদং যথাযথং কুর্য্যাৎ তদৌষধবিভাগতঃ॥

শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, হিক্কা, উদরাধ্মান, মলবদ্ধতা, স্বরভেদ, বাতব্যাধি, শ্লেষ্মা, আম, স্তম্ভ, গৌরব, অঙ্গমর্দ্দ এবং কটী, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও কুক্ষিশূল, হনুগ্রহ, মুষ্কবৃদ্ধি, খল্লী (খাইলধরা), অন্তরায়াম, বহিরায়াম, বাতকণ্টক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, শুক্রাঘাত ও উরুস্তম্ভ এই সকল রোগে, তত্তৎ রোগোপযুক্ত ঔষধ সকলের বিভাগানুসারে যথাযথ স্বেদ দিবে, অর্থাৎ আবশ্যক বোধে কখন তাপস্বেদ, কখন উপনাহ স্বেদ, কখন উষ্মা স্বেদ ও কখন বা দ্রব স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

স্বেদো হিতাস্ত্বনাগ্নেয়ো বাতে মেদঃ কফাবৃতে।
নিবাতং গৃহমায়াসো গুরু প্রাবরণং ভয়ম্।
উপনাহাহব ক্রোধ ভূরি পানং ক্ষুধাতপঃ॥

মেদ ও কফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ যথা, নিবাত গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু আবরণ, ভয়, স্নিগ্ধ, মৃদুবীর্য্য, উপনাহ, যুদ্ধ, ক্রোধ, ভূরি মদ্যপান, ক্ষুধা ও সূর্য্যাতপ। উপনাহ দুই প্রকার, আগ্নেয় ও অনাগ্নেয়। পূর্ব্বোক্ত বচ ও কিম্বাদি দ্বারা যে উপনাহ, তাহাকে আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধোষ্ণ বীর্য্য, মৃদু ও দুর্গন্ধ রহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতজিৎ এরণ্ড পত্রাদি দ্বারা কোন অঙ্গ বাঁধিয়া রাখাকে অনাগ্নেয় স্বেদ কহে।

স্নেহ ক্লিন্নাঃ কোষ্ঠগা ধাতুগা বা
স্রোতোলীনা যে চ শাখাস্থিসংস্থাঃ।
দোষাঃ স্বেদৈস্তে দ্রবীকৃত্য কোষ্ঠং
নীতাঃ সম্যক্ শুদ্ধিভির্নির্হ্রিয়ন্তে॥

যে সকল দোষ, স্নেহ ক্লিন্ন, কোষ্ঠ বা ধাতুগত, স্রোতোলীন, শাখাগত অর্থাৎ হস্ত পদস্থিত বা সন্ধিসংস্থ, তাহাদিগকে বমন ও বিরেচনাদি শুদ্ধি দ্বারা দ্রবীভূত করিয়াও কোষ্ঠে আনিয়া নিষ্কাসিত করিবে।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমনবিরেচনবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কফে বিদধ্যাদ্বমনং সংযোগে বা কফোল্বণে।
তদ্বদ্বিরেচনং পিত্তে বিশেষেণ তু বাময়েৎ।
নবজ্বরাতিসারাধঃপিত্তাসৃগ্রাজযক্ষ্মিণঃ।
কুষ্ঠ মেহাপচী গ্রন্থী শ্লীপদোন্মাদকাসিনঃ॥
শ্বাস হৃল্লাস বীসর্প স্তন্যদোষোর্দ্ধরোগিণঃ॥

অতঃপর আমরা বমন ও বিরেচন বিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। কফে, কফাধিক্যে বা সংযোগে (বাতকফে, পিত্তকফে), বমন এবং পিত্তে, পিত্তাধিক্যে বা সংযোগে (বাতপিত্তে, শ্লেষ্মপিত্তে), বিরেচন করাইবে। কিন্তু নবজ্বরে, অতিসারে, অধোগ রক্তপিত্তে, রাজযক্ষ্মায়, কুষ্ঠে, মেহে, অপচী, গ্রন্থি, শ্লীপদ, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), বীসর্প, স্তন্যদোষ ও ঊর্দ্ধ জত্রু গত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশেষরূপ বমন করাইবে।

অবম্যা গর্ভিণী রূক্ষঃ ক্ষুধিতো নিত্যদুঃখিতঃ।
বালবৃদ্ধকৃশ স্থূল হৃদ্রোগিক্ষতদুর্ব্বলাঃ॥
প্রসক্তবমথু প্লীহ তিমির ক্রিমি কোষ্ঠিনঃ।
ঊর্দ্ধপ্রবৃত্ত বায়্বস্র দত্তবস্তি হত স্বরাঃ॥
মূত্রাঘাত্যুদরী গুল্মী দুর্বমোঽত্যগ্নিবর্শসঃ।
উদাবর্ত্ত ভ্রমাষ্ঠীলা পার্শ্বরুগ্ বাতরোগিণঃ॥
ঋতে বিষগরাজীর্ণ বিরুদ্ধাভ্যবহারতঃ।

গর্ভিণী, রুক্ষধাতু, ক্ষুধিত, নিত্যদুঃখিত, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, স্থূল, হৃদ্রোগী, ক্ষতরোগী, দুর্ব্বল, নিরন্তর বমনকারী এবং প্লীহা, তিমির নামক নেত্ররোগ, ক্রিমি, ঊর্দ্ধগত বাতরক্ত, স্বরভেদ, মূত্রাঘাত, উদররোগ, গুল্ম, দুর্বমন, অত্যগ্নি, অর্শঃ, উদাবর্ত্ত, ভ্রম রোগ, অষ্ঠীলা, পার্শ্ববেদনা ও বাতরোগগ্রস্ত এবং প্রদত্তবস্তি, (যাহাকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে), ইহারা অবম্য অর্থাৎ ইহাদিগকে বমন করাইবে না। কিন্তু ইহাদের যদি বিষ বা সংযোগজ বিষদুষ্টি, অজীর্ণ ও বিরুদ্ধ ভোজন দোষ থাকে, তাহা হইলে বমন করাইবে।

প্রসক্তবমথোঃ পূর্ব্বে প্রায়েণামজ্বরোঽপি চ।
ধূমান্তৈঃ কর্ম্মভির্বর্জ্যাঃ সর্ব্বৈরেব স্বজীর্ণিনঃ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "প্রসক্ত বমথু" এই শব্দের পূর্ব্বে "গর্ভিণী হইতে দুর্ব্বল পর্য্যন্ত" যে একাদশ ব্যক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং আমজ্বরীকে কেবল যে বমন করাইবে

না, তাহা নহে, ধূমগ্রহণ ও গণ্ডূষ ধারণাদি কর্ম্মও করাইবে না। দীর্ঘ কাল প্রাপ্ত অজীর্ণ রোগীর ধূমগ্রহণ, গণ্ডূষ ধারণ ও তর্পণাদি সকল কার্য্যই নিষিদ্ধ। তবে সদ্যোভুক্ত জরিত ও সদ্য অজীর্ণ প্রভৃতির বমন করান বিধান আছে বলিয়া শ্লোকে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

বিরেকসাধ্যা গুল্মার্শো বিস্ফোট ব্যঙ্গকামলাঃ।
জীর্ণজ্বরোদর গর ছর্দ্দি প্লীহ হলীমকাঃ॥
বিদ্রধিস্তিমিরং কাচঃ স্যন্দঃ পক্বাশয়ব্যথা।
যোনিশুক্রাশয়া রোগাঃ কোষ্ঠগাঃ ক্রিময়ো ব্রণাঃ॥
বাতাস্রমূর্দ্ধগং রক্তং মূত্রাঘাতঃ শকৃদ্‌গ্রহঃ।
বম্যাশ্চ কুষ্ঠমেহাদ্যা নতু রেচ্যো নবজ্বরী॥
অল্পাগ্ন্যধোগপিত্তাস্র ক্ষতপায়্বতিসারিণঃ।
সশল্যাস্থাপিত ক্রূর কোষ্ঠাতিস্নিগ্ধ শোষিণঃ॥

গুল্ম, অর্শঃ, বিস্ফোটক, ব্যঙ্গ (মেচেতা), কামলা, জীর্ণজ্বর, উদরী, সংযোগ বিষ, বমি, প্লীহা, হলীমক, বিদ্রধি এবং তিমির, কাচ ও অভিষ্যন্দ নামক নেত্র রোগ, পক্বাশয় ব্যথা, যোনি ও শুক্রাশয় রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমি, ক্ষত, বাতরক্ত, ঊর্দ্ধগ রক্ত, মূত্রাঘাত ও মলবদ্ধতা এই সকল এবং পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কুষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধ জত্রুগত রোগ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাধি বমনার্হ, তাহারাও বিরেচ্য। কিন্তু নবজ্বরী, অল্পাগ্নি, অধোগ রক্তপিত্ত রোগী, গুহ্য ক্ষত ব্যক্তি, অতিসারী, শল্যযুক্ত, আস্থাপিত, ক্রূরকোষ্ঠ, অতিস্নিগ্ধ ও যক্ষ্মা-রোগী ইহারা বিরেচনার্হ নহে।

অথ সাধারণে কালে স্নিগ্ধস্বিন্নং যথাবিধি।
শ্বোবম্যমুৎক্লিষ্ট কফং মৎস্য মাষ তিলাদিভিঃ॥
নিশাং সুপ্তং সুজীর্ণান্নং পূর্ব্বাহ্ণে কৃতমঙ্গলম্।
নিরন্নমীষৎ স্নিগ্ধং বা পেয়য়া পীতসর্পিষম্॥
বৃদ্ধ বাসাবল ক্লীব ভীরূন্ রোগানুরোধতঃ।
আকণ্ঠং পায়িতান্মদ্যং ক্ষীরমিক্ষুরসং রসম্॥
যথাবিকারবিহিতাং মধু সৈন্ধব সংযুতাম্।
কোষ্ঠং বিভজ্য ভৈষজ্যমাত্রাং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতাম্॥
ব্রহ্মদক্ষাশ্বি রুদ্রেন্দ্র ভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসংঘাশ্চ পান্তু বঃ॥
রসায়নমিবর্ষীণামমরাণামিবামৃতম।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥

ওঁ নমো ভগবতে ভৈষজ্যগুরবে বৈদূর্য্য-প্রভরাজায় তথাগতায়ার্হতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধায়। তদ্যথা ওঁ ভৈষজ্যে ভৈষজ্যে মহাভৈষজ্যে সমুদ্গতে স্বাহা।

প্রাঙ্মুখং পায়য়েৎ পীতং মুহূর্ত্তমনুপালয়েৎ।
তন্মনা জাতহৃল্লাস প্রসেকশ্ছর্দ্দয়েত্ততঃ॥
লিভ্যামনায়স্তো নালেন মৃদুনাথবা।
গলতাল্বরুজন্ বেগানপ্রবৃত্তান্ প্রবর্ত্তয়ন্॥
প্রবর্ত্তয়ন্ প্রবৃত্তাংশ্চ জানুতুল্যাসনে স্থিতঃ॥

সাধারণকালে, শ্রাবণাদির প্রারম্ভে, স্নেহ স্বেদাধ্যায়োক্ত যথাবিধি নিয়মানুসারে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া নিম্নলিখিত মাত্রা দ্বারা অভিমন্ত্রিত ভৈষজ্যমাত্রা পান করাইয়া বমন করাইবে। বমনের পূর্ব্বদিন মৎস্য, মাসকলাই ও তিলাদি ভোজন করাইয়া শ্বোবম্য ব্যক্তির (পরদিন বমনার্হ ব্যক্তির) কফকে স্বস্থান হইতে চালিত করিবে। শ্বোবম্য ব্যক্তির রাত্রিতে নিদ্রা ও ভুক্তান্ন সুজীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলাচরণ করিবে। বমনের দিন আহার করিবে না, কিংবা অবস্থাবিশেষে পেয়ার সহিত কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ আহার অর্থাৎ ঘৃত পান করিবে। বম্য ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ, বালক বা ক্লীব অথবা ভীত হয়, তাহা হইলে রোগানুরোধে অগ্রে আকণ্ঠ মদ্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস বা মাংসরস পান করাইয়া তদনন্তর মৃদু ও মধ্যাদি কোষ্ঠ বিচার করিয়া, যথারোগ বিহিত ঔষধ মাত্রা, মধু সৈন্ধবের সহিত সেবন করাইবে। এবং ঔষধ সেবন করা-

ইয়া, তন্মনাঃ (বমি গতচিত্ত) হইয়া কিয়ৎক্ষণ রোগীকে অনুপালন অর্থাৎ প্রতীক্ষা করিবে। পরে বমনবেগ ও মুখস্রাব হইলে রোগী জানু প্রমাণ পীঠে উপবেশন করিয়া গলদেশ ও তালুর পীড়া না হয়, এরূপ অনায়াসভাবে দুইটী অঙ্গুলি বা ভ্যারাণ্ডা প্রভৃতির কোমল নাল, গলদেশে প্রবেশ করাইয়া অনুপস্থিত বেগের প্রেরণ ও উপস্থিত বেগের প্রবর্ত্তন করিয়া বমন করিবে।

উভে পার্শ্বে ললাটঞ্চ বমতশ্চাস্য ধারয়েৎ।
প্রপীড়য়েত্তথা নাড়ীং পৃষ্ঠঞ্চ প্রতিলোমতঃ॥

বমনকারী ব্যক্তির উভয় পার্শ্ব ও ললাটদেশ ধরিয়া থাকিবে এবং প্রতিলোম-ভাবে নাভি ও পৃষ্ঠদেশ টিপিবে।

কফে তীক্ষ্ণোষ্ণ কটুকৈঃ পিত্তে স্বাদু হিমৈরিতি।
বমেৎ স্নিগ্ধাম্ল লবণৈঃ সংসৃষ্টে মরুতা কফে।
পিত্তস্য দর্শনং যাবচ্ছেদো বা শ্লেষ্মণো ভবেৎ॥

কফে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও কটু দ্রব্য দ্বারা, পিত্তে মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা, বায়ুযুক্ত কফে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ দ্বারা, যে পর্য্যন্ত না পিত্ত দর্শন অথবা কফোচ্ছেদ হয়, সে পর্য্যন্ত বমন করিবে।

হীনবেগঃ কণা ধাত্রী সিদ্ধার্থ লবণোদকৈঃ।
বমেৎ পুনঃ পুনস্তত্র বেগানামপ্রবর্ত্তনম্।
প্রবৃত্তিঃ সবিবন্ধা বা কেবলস্যৌষধস্য বা।
অযোগস্তেন নিষ্ঠীব কণ্ডুকোঠজ্বরাদয়ঃ॥

অল্প বমনবেগ বিশিষ্ট ব্যক্তি, পিপ্পলী, আমলকী, শ্বেতসর্ষপ ও লবণ জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ বমি করিবে। ঔষধ সেবনদ্বারা বমন বেগ উপস্থিত হইলে অথবা মধ্যে মধ্যে এক এক বার হইলে তাহাকে অযোগ কহে। অযোগ দ্বারা নিষ্ঠীবন (মুখস্রাব), কণ্ডু, কোঠ ও জ্বরাদিরোগ উপস্থিত হয়।

নির্ব্বিবন্ধং প্রবর্ত্তন্তে কফ পিত্তানিলাঃ ক্রমাৎ।
সম্যগ্‌যোগেঽতিযোগে তু ফেন চন্দ্রকরক্তবৎ॥
বমিতং ক্ষামতা দাহঃ কণ্ঠশোষস্তমো ভ্রমঃ।
ঘোরা বায়্বাময়া মৃত্যু জীবশোণিতনির্গমাৎ॥

সম্যক্ যোগে কফ, পিত্ত এবং বায়ু, নির্ব্বিবন্ধ হইয়া ক্রমে বহির্গত হয়। অতি-যোগে ফেনিল, চন্দ্রকযুক্ত, সরক্ত বমন হইয়া থাকে এবং জীবশোণিতের নির্গম হেতু ক্ষামতা ও দাহ, কণ্ঠশোষ, অন্ধকার বোধ, ভ্রম, ভীষণ বায়ুরোগ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

সম্যগ্‌যোগেন বমিতং ক্ষণমাশ্বাস্য পায়য়েৎ।
ধূমত্রয়স্যান্যতমং স্নেহাচারমথাদিশেৎ॥

সম্যক্ যোগদ্বারা বমিত ব্যক্তিকে ক্ষণ কাল বিশ্রাম করাইয়া, স্নিগ্ধ, মধ্য ও তীক্ষ্ণ ধূমের অন্যতম ধূমপান করাইবে এবং উষ্ণ জলপানাদি স্নেহ পানবিধি সকল প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবে।

ততঃ সায়ং প্রভাতে বা ক্ষুদ্বান্ স্নাতঃ সুখাম্বুনা।
ভুঞ্জানো রক্তশাল্যন্নং ভজেৎ পেয়াদিকং ক্রমম্।

তদনন্তর পূর্ব্বাহ্নে বা সায়াহ্নে ক্ষুধা হইলে, বমিত ব্যক্তি সুখোষ্ণ জলে স্নান করিয়া দাউদখানি তণ্ডুলের অন্ন, পেয়াদি ক্রমানুসারে ভোজন করিবে। পেয়াদি ক্রম লিখিত হইতেছে।

পেয়াং বিলেপীমকৃতং কৃতঞ্চ
যূষং রসং ত্রীনুভয়ং তথৈকম্।
ক্রমেণ সেবেত নরোঽন্নকালান
প্রধানমধ্যাবর শুদ্ধি শুদ্ধঃ॥
খরণাদেঽপ্যুক্রম।
বিরেকে বমনে শ্রেষ্ঠে পেয়াদীনাং ত্রিকক্রমঃ।
ত্রিশো দ্বিশো মধ্যমে স্যাদেকশস্তু কনীয়সীতি॥

প্রধান, মধ্য ও হীন বমন যোগে বমিত ব্যক্তি তিন ভোজনকাল, দুই ভোজনকাল ও এক ভোজন কাল পেয়া পান করিবে।

বিলেপ্যাদিরও নিয়ম এইরূপ। অর্থাৎ প্রধান বমনযোগে বমিত ব্যক্তি, প্রথম দিন দুই ভোজন কালে দুইবারই পেয়া এবং দ্বিতীয় দিন একবার পেয়া ও একবার বিলেপী, তৃতীয় দিনে দুই বারই বিলেপী, চতুর্থ দিবসে দুইবার শুণ্ঠ ও লবণাদি রহিত মুদ্গাদি যূষ, পঞ্চম বাসরে প্রথম ভোজনকালে শুণ্ঠী ও লবণাদির সহিত ঐ যূষ ও দ্বিতীয় ভোজন কালে শুণ্ঠী লবণাদি রহিত মাংস রস; ষষ্ঠ দিনে একবার অসংস্কৃত ও একবার সংস্কৃত মাংসরস ভোজন করিয়া পরে সপ্তম দিনে স্বাভাবিক ভোজন করিবে। মধ্য ও হীন যোগেও এইরূপ যোজনা কর্ত্তব্য। খরনাদে এইরূপ উক্ত আছে যে, প্রধান, মধ্য ও হীন বমন বিরেচনে পেয়াদির তিনটি ক্রম, যথা, প্রধানে তিন বার, মধ্যমে দুইবার ও হীনে একবার সেব্য।

যথাণুরগ্নিস্তৃণগোময়াদ্যৈঃ
সন্ধুক্ষ্যমাণো ভবতি ক্রমেণ।
মহান্ স্থিরঃ সর্ব্বপচস্তথৈব
শুদ্ধস্য পেয়াদিভিরন্তরগ্নিঃ॥

যেমন অল্পমাত্র অগ্নি তৃণ, গোময়াদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে উদ্দীপ্যমান হয়, তেমনি বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তির জঠরাগ্নি পেয়াদি সেবন দ্বারা বর্দ্ধিত, স্থির ও সর্ব্বপচ হইয়া থাকে।

জঘন্য মধ্য প্রবরে তু বেগা-
শ্চত্বার ইষ্টা বমনে ষড়ষ্টৌ।
দশৈব তে দ্বিত্রিগুণা বিরেকে
প্রস্থস্তথা স্যাদ্দ্বিচতুর্গুণশ্চ॥

হীন, মধ্য ও প্রধান বমনে যথাক্রমে চারি, ছয় ও আট বেগ অর্থাৎ হীন বমনে চারি, মধ্য বমনে ছয় ও প্রধান বমনে আট বেগ প্রশস্ত। এইরূপ হীন বিরেচনে দশ, মধ্য বিরেচনে কুড়ি ও প্রধান বিরেচনে ত্রিশ বেগ ইষ্ট। বিরেচন বস্তুর পরিমাণ, যথা, হীন বিরেচন দ্রব্যের পরিমাণ ২ প্রস্থ এবং প্রধান বিরেচনের পরিমাণ ৪ প্রস্থ। বমন দ্রব্যের পরিমাণ বিরেচনের অর্দ্ধেক।

পিত্তাবসানং বমনং বিরেকা-
দর্দ্ধং কফান্তঞ্চ বিরেকমাহুঃ।
দ্বিত্রীন্ সবিট্কানপনীয় বেগান্
মেয়ং বিরেকে বমনে তু পীতম্॥

পিত্তান্ত পর্য্যন্ত বমন করিবে, অর্থাৎ যখন দেখিবে, পিত্ত নিঃসরণ হইতেছে, তখনই জানিবে, বমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, বিরেচনের অর্দ্ধ পরিমাণে বমন কর্ত্তব্য। বিরেচনও কফান্ত, অর্থাৎ কফ নির্গম আরম্ভ হইলেই বুঝিবে, বিরেচন কর্ম্ম কৃত হইয়াছে। দুইটি বা তিনটি মল সংযুক্ত বেগ ত্যাগ করিয়া বিরেচনের সংখ্যা এবং পীত ঔষধ ত্যাগ করিয়া বমনের সংখ্যা গণনা করা কর্ত্তব্য।

অথৈনং বামিতং ভূয়ঃ স্নেহ স্বেদোপপাদিতম্।
শ্লেষ্মকালে গতে জ্ঞাত্বা কোষ্ঠং সম্যগ্ বিরেচয়েৎ॥

এই বমিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শ্লেষ্মার কাল অর্থাৎ দিবসের পূর্ব্ব ভাগ গত হইলে, উহার কোষ্ঠ সম্যক্ অবগত হইয়া বিরেচন করাইবে।

বহুপিত্তো মৃদুঃ কোষ্ঠঃ ক্ষীরেণাপি বিরেচ্যতে।
প্রভূত মারুতঃ ক্রূর কৃচ্ছ্রাচ্ছ্যামাদিকৈরপি।
অপিশব্দাদারগ্বধাদিভিরপি।

বহু পিত্তবিশিষ্ট কোষ্ঠ মৃদু হয়। দুগ্ধ পান দ্বারা মৃদু কোষ্ঠের বিরেচন হইয়া থাকে। আর বাতবহুল কোষ্ঠ ক্রূর। শ্যামা, কম্বুষ্ঠ ও আরগবধাদি দ্বারা অতি কষ্টে ক্রূর কোষ্ঠের বিরেচন হয়।

কষায় মধুরৈঃ পিত্তে বিরেকঃ কটুকৈঃ কফে।
স্নিগ্ধোষ্ণ লবণৈর্বায়াবপ্রবৃত্তো তু পায়য়েৎ॥

উষ্ণাম্বু স্বেদয়েদস্য পাণিতাপেন চোদরম্ ।
উত্থানেঽল্পে দিনে তস্মিন্ ভুক্ত্বাঽন্যেদ্যুঃ পুনঃ পিবেৎ।

পিত্তে কষায় ও মধুর দ্রব্য দ্বারা; কফে কটু দ্রব্য দ্বারা; বাতে স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও লবণ দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে। ইহাদের দ্বারা বিরেচন না হইলে উষ্ণ জল খাইতে দিবে। এবং রোগীর উদরে, হস্ত উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা তাপ প্রদান করিবে। আর বিরেচন ঔষধ সেবনদিনে অল্পমাত্র বিরেচন হইলে, তৎপর দিন আহারান্তে বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে।

অদৃঢ় স্নেহ কোষ্ঠস্তু পিবেদূর্দ্ধং দশাহতঃ।
ভূয়োঽপ্যুপস্কৃততনুঃ স্বেদস্নেহৈর্বিরেচনম্॥
যৌগিকং সম্যগালোচ্য স্মরন্ পূর্ব্বমনুক্রমম্॥

কোষ্ঠ দৃঢ় স্নেহ না হইলে, পুনরায় স্বেদ ও স্নেহ দ্বারা সংস্কৃত শরীর হইয়া, পূর্ব্বোক্ত বিরেচন বিধি সকল স্মরণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক যৌগিক বিরেচন ঔষধ সেবন করিবে।

হৃৎ কুক্ষ্যশুদ্ধিররুচিরুৎক্লেশঃ শ্লেষ্মপিত্তয়োঃ।
কণ্ডূর্বিদাহঃ পিটিকা পীনসো বাত বিড্গ্রহঃ।
অযোগ লক্ষণং যোগো বৈপরীত্যে যথোদিতাৎ॥

হৃদয় ও কুক্ষির অশুদ্ধি, অরুচি, শ্লেষ্ম ও পিত্তের বহির্গমনোন্মুখতা, কণ্ডু, বিদাহ, পিড়কা, পীনস, মল ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, এই সকল অযোগের এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ হৃৎকুক্ষি শুদ্ধি প্রভৃতির সম্যগ্-যোগের লক্ষণ।

বিট্পিত্ত কফবাতেষু নিঃসৃতেষু ক্রমাৎ স্রবেৎ।
নিঃশ্লেষ্ম পিত্তমুদকং শ্বেতং কৃষ্ণং সলোহিতম্॥
মাংসধাবনতুল্যং বা মেদঃখণ্ডাভমেব বা।
ভবন্ত্যতিবিরিক্তস্য তথাতিবমনাময়াঃ॥

অত্যন্ত বিরিক্ত ব্যক্তির পিত্ত, কফ ও বায়ু ক্রমে নিঃসৃত হয়, পরে শ্লেষ্ম ও পিত্ত রহিত, শ্বেত, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ অথবা মাংসধাবন জল সদৃশ বা মেদ খণ্ডাভ জল নির্গম, গুহ্যভ্রংশ, তৃষ্ণা, ভ্রম, চক্ষুর অন্তঃপ্রবেশ এবং বমনজনিত রোগ সমূহের উদ্ভব হইয়া থাকে।

সম্যগ্ বিরিক্তমেনঞ্চ বমনোক্তেন যোজয়েৎ।
ধূমবর্জ্যেন বিধিনা ততো বমিতবানিব।
ক্রমেণান্নানি ভুঞ্জানো ভজেৎ প্রকৃতিভোজনম্॥

সম্যগ্ বিরিক্ত ব্যক্তির ধূম ব্যতিরেকে যাবতীয় বমনোক্ত বিধি পালন করিবে। তদনন্তর বমিত ব্যক্তির ন্যায় ক্রমে ক্রমে পেয়াদি পান করিয়া পরে প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক ভোজন করিবে।

মন্দ বহ্নিমসংশুদ্ধমক্ষামং দোষদুর্ব্বলম্
অদৃষ্ট জীর্ণ লিঙ্গঞ্চ লঙ্ঘয়েৎ পীতভেষজম্।
স্নেহস্বেদৌষধোৎক্লেশ সঙ্গৈরিতি ন বাধ্যতে॥

পীত ভেষজ ব্যক্তির যদি অগ্নি মন্দ দেহ অকৃশ, কিন্তু বাতাদি দোষে দুর্ব্বল হয় এবং বিরেচন দ্বারা শুদ্ধি না হইয়া থাকে ও ঔষধ জীর্ণের লক্ষণ সকল প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করাইবে। কারণ স্নেহ, স্বেদ ও ঔষধের উৎক্লেশ (বহির্গমনোন্মুখতা) এবং বিবদ্ধতা লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না।

সংশোধনাস্রবিস্রাব স্নেহ যোজন লঙ্ঘনৈঃ।
যাত্যগ্নির্মন্দতাং তস্মাৎ ক্রমং পেয়াদিমাচরেৎ॥

সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, স্নেহপ্রয়োগ ও লঙ্ঘন দ্বারা অগ্নি মন্দ হইয়া থাকে। অতএব পেয়াদি ক্রম আচরণ করিবে। অর্থাৎ পেয়াদি লঘু ভোজন কর্ত্তব্য।

অল্পপিত্ত শ্লেষ্মাণং মদ্যপং বাতপৈত্তিকম্।
পেয়াং ন পায়য়েত্তেষাং তর্পণাদিক্রমো হিতঃ॥

যাহার পিত্ত ও শ্লেষ্মা অল্প নির্গত হয়, যে মদ্যপায়ী এবং যে বাত ও পিত্তগ্রস্ত,

তাহাকে পেয়া পান করাইবে না, তাহার পক্ষে তর্পণাদিক্রমই হিতজনক।

অপক্কং বমনং দোষান্ পচ্যমানং বিরেচনম্।
নির্হরেদ্ বমনস্তাতঃ পাকং ন প্রতিপালয়েৎ ॥

বমন ভেসজ অপক্কাবস্থায় এবং বিরেচন ঔষধ পচ্যমানাবস্থায় দোষ সকলকে বহির্নিঃসারণ করে, অতএব বমনৌষধের পরিপাক চেষ্টা করিবে না।

ঊর্দ্ধাধো রেচনং যুক্তং বৈপরীত্যেন জায়তে।
যদা তদা ছর্দ্দয়তঃ সিঞ্চেতুষ্ণেন বারিণা।
পাদৌ শীতেন চোর্দ্ধাঙ্গং বিপরীতং বিরেচনে ॥

বমন ও বিরেচন ঔষধ মিথ্যা যোগ যুক্ত হইয়া বিপরীত ঘটাইলে নিম্নলিখিত বিধি অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যদি বিরেচন হয়, তাহা হইলে রোগীর পদদ্বয় উষ্ণ বারি দ্বারা এবং মস্তকাদি ঊর্দ্ধ অঙ্গ শীতল জল দ্বারা সিক্ত করিবে। আর যদি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বমন হয়, তাহা হইলে পাদদ্বয়ে শীতল জল এবং মস্তকাদিতে উষ্ণ জল সেচন করিবে।

দুর্ব্বলো বহু দোষশ্চ দোষ পাকেন যঃ স্বয়ম্।
বিরিচ্যতে ভেদনীয়ৈর্ভোজ্যৈস্তমুপপাদয়েৎ ॥

দুর্ব্বল ও বহু দোষ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি দোষের পরিপাক হেতু আপনা আপনিই বিরেচন হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বিরেচন ঔষধ না দিয়া ভেদনীয় ভক্ষ্য প্রদান করিবে।

দুর্ব্বলঃ শোধিতঃ পূর্ব্বমল্পদোষঃ কৃশো নরঃ।
অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠশ্চ পিবেন্মৃদ্বল্পমৌষধম্ ॥
বরং তদসকৃৎ পীতমন্যথা সংশয়াবহম্।
হরেদ্বহুংশ্চলান্ দোষানল্পানল্পান্ পুনঃ পুনঃ ॥

পূর্ব্ব শোধিত, অল্প দোষ, দুর্ব্বল, কৃশ ও অপরিজ্ঞাত কোষ্ঠ ব্যক্তির, বরং মৃদুবীর্য্য অল্প পরিমিত বিরেচন বারংবার সেবন করা ভাল, তথাপি তীক্ষ্ণ বীর্য্য বহু পরিমিত ঔষধ একবার পান করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু এরূপ ব্যক্তির পক্ষে উহা প্রাণসংশয়কারী। পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত ঔষধ, বহুপরিমিত সচল দোষকেও অল্প অল্প করিয়া নিঃসারণ করে। ইহাতে বলহানি ব্যতিরেকে বিরেচন ক্রিয়া সাধিত হয়।

দুর্ব্বলস্য মৃদু দ্রব্যৈরল্পান্ সংশময়েত্তু তান্।
ক্লেশয়ন্তি চিরং তে হি হন্যুর্ব্বৈনমনির্হৃতাঃ ॥

দুর্ব্বল ব্যক্তির সেই অল্প দোষ, মৃদুবীর্য্য ঔষধ দ্বারা শমিত করিবে। যেহেতু সেই সকল দোষ অনির্হৃত হইলে দীর্ঘ কাল ক্লেশ দেয় বা প্রাণ নাশ করে।

মন্দাগ্নিং ক্রূর কোষ্ঠঞ্চ সক্ষার লবণৈর্ঘৃতৈঃ।
সন্ধুক্ষিতাগ্নিং বিজিত কফ বাতঞ্চ শোধয়েৎ ॥

মন্দাগ্নি ও ক্রূর কোষ্ঠ ব্যক্তিকে, ক্ষার লবণ ও ঘৃত দ্বারা সংশোধিত করিলে, উহার অগ্নি সন্ধুক্ষিত ও কফ বাত বিবর্জ্জিত হয়।

রুক্ষ বহ্বনিল ক্রূর কোষ্ঠ ব্যায়াম শীলিনাম্।
দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ ভৈষজ্যমবিরেচ্যৈব জীর্য্যতি ॥
তেভ্যো বস্তিং পুরা দত্যাত্ততঃ স্নিগ্ধং বিরেচনম্।
শকৃন্নির্হৃত্য বা কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ ॥
প্রবৃত্তং হি মলং স্নিগ্ধো বিরেকো নির্হরেৎ সুখম্।

রুক্ষ, বাতোল্বণ, ক্রূরকোষ্ঠ, ব্যায়ামশীল ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির বিরেচক ঔষধ বিরেচন না করিয়াই জীর্ণ হয়, অতএব অগ্রে বস্তি বা তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা কিঞ্চিৎ মল নির্হরণ করিয়া পরে উহাদিগকে এরণ্ড তৈল ও বিন্দুঘৃতাদি স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। কারণ কিঞ্চিৎ মল নির্গত হইলে, স্নিগ্ধ বিরেচন দ্বারা সহজেই মল নির্গম হইয়া থাকে।

বিষাভিঘাত পিটিকা কুষ্ঠ শোথ বিসর্পিণঃ।
কামলা পাণ্ডু মেহার্ত্তান্নাতিস্নিগ্ধান্ বিরেচয়েৎ ॥

বিষ, অভিঘাত, পিড়কা, কুষ্ঠ, শোথ, বিসর্প, কামলা, পাণ্ডু ও মেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে ঈষৎ স্নিগ্ধ করিয়া পরে বিরেচন করাইবে।

সর্ব্বান্ স্নেহবিরেকৈশ্চ রুক্ষৈস্তু স্নেহভাবিতান্।

পূর্ব্বোক্ত বিষার্ত্তাদি ঈষৎ স্নিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে স্নেহ বিরেচন দ্বারা এবং স্নেহাঢ্য ব্যক্তিগণকে রুক্ষ বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে।

কর্ম্মনাং বমনাদীনাং পুনরপ্যন্তরেঽন্তরে।
স্নেহস্বেদৌ প্রযুঞ্জীত স্নেহমন্তে বলায় চ।

বমনাদি কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ প্রথমে স্নেহস্বেদ তৎপরে বমন, পুনঃ স্নেহস্বেদ, তদনন্তর বিরেচন, পুনর্ব্বার স্নেহস্বেদ, তৎপরে অনুবাসন, পুনঃ স্নেহস্বেদ তদনন্তর নিরূহ বস্তি প্রযোজ্য। কারণ এইরূপ বমনাদির অন্তে প্রযুক্ত স্নেহ বলাধান করিয়া থাকে।

মলো হি দেহাদুৎক্লেশ্য হ্রিয়তে বাসসো যথা।
স্নেহস্বেদৈস্তথোৎক্লেশ্য হ্রিয়তে শোধনৈর্ম্মলঃ।

বস্ত্রের মল যেমন স্নেহস্বেদ দ্বারা পতনোন্মুখ হইয়া অপনীত হয়, তদ্রূপ মলও স্নেহস্বেদ দ্বারা বহির্গমনোন্মুখ হইয়া শোধনৌষধ কর্ত্তৃক দেহ হইতে নিঃসারিত হইয়া থাকে।

স্নেহ স্বেদাবনভ্যস্য কুর্য্যাৎ সংশোধনন্তু যঃ।
দারু শুষ্কমিবানামে শরীরং তস্য দীর্য্যতে।

শুষ্ক কাষ্ঠ নোয়াইলে যেমন ফাটিয়া যায়, স্নেহস্বেদ অভ্যাস না করিয়া শোধন ক্রিয়া করিলে দেহও তদ্রূপ বিদীর্ণ হয়।

বুদ্ধিপ্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং
ধাতুস্থিরত্বং জ্বলনস্য দীপ্তিম্।
চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ করোতি
সংশোধনং সম্যগুপাস্যমানম্।

সংশোধন ক্রিয়া সম্যক্ প্রযুজ্যমান হইলে, বুদ্ধির নির্ম্মলতা, ইন্দ্রিয়ের বল, ধাতুর স্থিরতা অগ্নির দীপ্তি ও দীর্ঘকালে বার্দ্ধক্য হয়।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বস্তিবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতোল্বণেষু দোষেষু বাতে বা বস্তিরিষ্যতে।
উপক্রমাণাং সর্ব্বেষাং সোঽগ্রণীস্ত্রিবিধশ্চ সঃ॥
নিরূহোঽন্বাসনো বস্তিরুত্তরস্তেন সাধয়েৎ।
গুল্মানাহ খুড় প্লীহ শুদ্ধাতীসার শূলিনঃ॥
জীর্ণজ্বর প্রতিশ্যায় শুক্রানিলমল গ্রহান্।
ব্রধ্নাশ্মরী রজোনাশান্ দারুণাংশ্চানিলাময়ান্॥

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। বাতোল্বণ দোষে বা কেবল বাতে বস্তিক্রিয়া প্রযোজ্য। যতপ্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বস্তি প্রধানতম। বস্তি ত্রিবিধ, যথা, নিরূহ, অন্বাসন (অনুবাসন) ও উত্তরবস্তি। বস্তি যখন উত্তরমার্গ অর্থাৎ লিঙ্গাদি দ্বারা প্রযোজ্য হয়, তখন তাহাকে উত্তরবস্তি কহে। গুল্ম, আনাহ, কুড়বাত, প্লীহা, অতিসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্রবিবন্ধ, অধোবায়ু রোধ, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, অশ্মরী, রজোনাশ এবং অতি দারুণ বাতজ রোগ সকল নিরূহ দ্বারা সাধিত হয়। কষায় দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করাকে নিরূহণ ও স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগকে অনুবাসন বলে।

অনাস্থাপ্যাস্ত্বতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতোরস্কো ভৃশং কৃশঃ।
আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ॥
কাস শ্বাস প্রমেহার্শো হিক্কাধ্মানাল্পবর্চ্চসঃ।
শূনঃপায়ুঃ কৃতাহারো বদ্ধচ্ছিদ্রো দকোদরী।
কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী॥

উরঃক্ষত, আমাতিসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, হিক্কা, আধ্মান, মলক্ষয়, বদ্ধোদর,

ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, এবং অতি স্নিগ্ধ, অতিকৃশ, কৃতাহার ও বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ ব্যক্তি, যাহাকে নস্য প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং সাত মাস গর্ভিণী স্ত্রী ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহ ক্রিয়ার অযোগ্য। নিরূহণের অন্য নাম আস্থাপন।

অস্থাপ্যা এব চান্বাস্যা বিশেষাদতিবহ্নয়ঃ।
রুক্ষাঃ কেবলবাতার্ত্তা নানুবাস্যাস্ত এব চ।
যেনাস্থাপ্যাস্তথা পাণ্ডু কামলা মেহ পীনসাঃ।
নিরন্ন প্লীহবিড় ভেদি গুরু কোষ্ঠ কফোদরাঃ।
অভিষ্যন্দি কৃশ স্থূল কৃমি কোষ্ঠাঢ্যমারুতাঃ।
পীতে বিষে গরেঽপচ্যাং শ্লীপদী গলগণ্ডবান্।

যাহারা নিরূহের যোগ্য তাহারাই অনুবাসনের (স্নেহ বস্তির) উপযুক্ত, কিন্তু যাহারা অত্যগ্নি, রুক্ষ বা কেবল বাতরোগার্ত্ত, তাহারা বিশেষরূপে অনুবাসনেরই উপযুক্ত। আর যাহারা নিরূহের অযোগ্য, সুতরাং তাহারাই অনুবাসনের অনুপযুক্ত; তদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, নিরন্নতা, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অভিষ্যন্দ, কার্শ্য, স্থৌল্য, কৃমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাও অনুবাসনের অযোগ্য এবং বিষ বা সংযোগাদিজ বিষপায়ী ব্যক্তিরাও অনুবাসনার্হ নহে।

তয়োস্তু নেত্রং হেমাদি ধাতু দার্ব্বস্থি বেণুজম্।
গোপুচ্ছাকারমচ্ছিদ্রং শ্লক্ষ্ণর্জু গুলিকামুখম্।

নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র, স্বর্ণাদি ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি বা বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশঃ সরু, কোমল, ঋজু ও গুলিকা সদৃশ মুখ বিশিষ্ট এবং নেত্রের গাত্র ছিদ্র রহিত। ইহা দ্বারা স্নেহ কল্কাদি, গুহ্যে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র (নল) কহিয়া থাকে।

ঊনেঽব্দে পঞ্চ পূর্ণেঽস্মিন্নাসপ্তাৎ ষড়ঙ্গুলানি ষট্।
সপ্তমে সপ্ত তান্যষ্টৌ দ্বাদশে ষোড়শে নব।
দ্বাদশৈব পরং বিংশাদ্ বীক্ষ্য বর্ষান্তরেষু চ।
বয়ো বল শরীরাণি প্রমাণমভিবর্দ্ধয়েৎ।

বয়স, একবৎসর পূর্ণ না হইলে নেত্রের দৈর্ঘ্য পাঁচ অঙ্গুলি, পূর্ণ ১ বর্ষ হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ছয় অঙ্গুলি সাত বৎসর হইতে সাত অঙ্গুলি, বার বৎসর হইলে আট অঙ্গুলি ষোল বৎসর হইলে নয় অঙ্গুলি এবং কুড়ি বৎসরের পর হইলে দ্বাদশ অঙ্গুলি। কিন্তু বয়সের যে যে সীমায়, নেত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা যে একেবারেই বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ নহে, বয়ান্তরে বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ নেত্রের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইবে। নেত্র বর্দ্ধন বিষয়ে বয়স, বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নেত্র পরিমাণ স্থলে যে অঙ্গুলির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আতুরের অঙ্গুলি পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

স্বাঙ্গুষ্ঠেন সমং মূলে স্থৌল্যেনাগ্রে কনিষ্ঠয়া।

নেত্রের মূলভাগের স্থূলতা, আতুরের অঙ্গুষ্ঠ তুল্য এবং অগ্রভাগের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ। অথবা নিম্নলিখিত পরিমাণেও নেত্রস্থৌল্য হইয়া থাকে।

পূর্ণেঽব্দেঽঙ্গুলমাদায় তদর্দ্ধার্দ্ধ প্রবর্দ্ধিতম্।
ত্র্যঙ্গুলং পরমং ছিদ্রং মূলেঽগ্রে বহতে তু যৎ।
মুদ্গং মাষং কলায়ঞ্চ ক্লিন্নং কর্কন্ধুকং ক্রমাৎ।

এক্ষণে ছিদ্রদ্বারা নেত্রের স্থৌল্য পরিমাণ কথিত হইতেছে। বয়স, একবৎসর পূর্ণ হইলে নেত্রের মূলদেশের ছিদ্র এক অঙ্গুলি হইবে এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইবে অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত এক অঙ্গুলি, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১॥০ অঙ্গুলি, ষোড়শ বর্ষে ১৸০

অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্যান্ত ২।০ অঙ্গুলি এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুলি হইবে। মূল দেশেরছিদ্র ৩ অঙ্গুলির অধিক হইবে না। আর অগ্রভাগের ছিদ্র, মুগ, মাষ, মটর, সিদ্ধ মটর ও কুল পরিমিত হইবে অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত মটরবাহী, ষোড়শ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ মটরবাহী এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে কুলবাহী হইবে।

মূলচ্ছিদ্রপ্রমাণেন প্রান্তে ঘটিতকর্ণিকম।
বস্ত্যগ্রে পিহিতং মূলে যথাস্বং দ্ব্যঙ্গুলান্তরম॥
কর্ণিকাদ্বিতয়ং নেত্রে কুর্য্যাত্তত্র চ যোজয়েৎ।
অজাবি মহিষাদীনাং বস্তিং সুমৃদিতং দৃঢ়ম॥
কষায় রক্তং নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি গন্ধশিরং তনুম।
গ্রথিতং সাধু সূত্রেণ সুখং সংস্থাপ্য ভেষজম্॥

বস্তির নেত্র গুদনাড়ীর অধিক প্রবিষ্ট না হয়, এই জন্য প্রান্তভাগে ছত্রাকার একটি কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে এবং আঘাত নিবারণার্থ নেত্রাগ্র সূত্রবর্ত্তি দ্বারা বেষ্টিত করিতে হয়। বস্তিপুট যোজনার্থ নেত্রের মূলদেশেও দুই অঙ্গুলি অন্তর আর দুইটি কর্ণিকা নিবিষ্ট থাকে, সেই কর্ণিকান্বিত যে ছাগ, মেষ, মহিষাদির বস্তি (মূত্রাশয়) মূত্র, তদ্দ্বারা উত্তমরূপ বাধিয়া রাখিবে, যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে সেই ঔষধ অনায়াসে বস্তি মধ্যে গিয়া পড়ে, ফাক থাকিলে, ঔষধ পড়িয়া যাইতে পারে। বস্তির চর্ম্ম হরীতক্যাদির কষায় দ্বারা রঞ্জিত ও সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিবে। উহা যেন দৃঢ় নিশ্ছিদ্র এবং গ্রন্থিযুক্ত, দুর্গন্ধ ও শিরাবিহীন হয়।

বস্ত্যভাবেঽঙ্ক পাদং বা স্যাসেত্বাসোঽথবা ঘনম্।

বস্তির অভাবে অঙ্কপাদ (ছাগ ও হরিণাদির অবয়ব বিশেষ) অথবা ঘনবস্ত্র (মোমজামা প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়।

নিরুহ মাত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চো বৎসরাৎ পরম।
প্রকুঞ্চ বৃদ্ধিঃ প্রত্যব্দং যাবৎ ষট্ প্রসৃতাস্ততঃ॥
প্রসৃতং বর্দ্ধয়েদূর্দ্ধং দ্বাদশাষ্টাদশস্য চ।
আসপ্ততেরিদং মানং দশৈব প্রসৃতাঃ পরম॥

নিরুহের মাত্রা, প্রথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু এক বৎসরের ন্যূন বয়স হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), এক বৎসর বয়সের পর হইতে প্রতি বৎসর ১ পল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত বাড়িবে অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুই পল করিয়া নিরুহ মাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে চতুর্বিংশতি পল হইবে এবং এই চতুর্বিংশতি পলই সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, কিন্তু সপ্ততি বর্ষের পর হইতে নিরুহ মাত্রা বিংশতি পলের অধিক প্রযোজ্য হইবে না।

যথায়ামং নিরুহস্য পাদো মাত্রানুবাসনে।

যে যে বয়সে নিরুহের যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হইবে অর্থাৎ যে যে বয়সে নিরুহের মাত্রা ১ পল হইবে, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাৎ (২ তোলা) হইবে।

আস্থাপ্যং স্নেহিতং স্বিন্নং শুদ্ধং লব্ধবলং পুনঃ।
অন্বাসনার্হং বিজ্ঞায় পূর্ব্বমেবানু বাসয়েৎ॥
শীতে বসন্তে চ দিবা রাত্রৌ কেচিত্ততোঽন্যদা।
অভ্যক্তস্নাতমুচিতাৎ পাদহীনং হিতং লঘু।
অস্নিগ্ধ রুক্ষমশিতং সানুপানং দ্রবাদি চ।
কৃতচঙ্ক্রমণং মুক্তবিণ্মূত্রং শয়নে সুখে॥
নাত্যুচ্ছ্রিতে ন চোচ্ছীর্ষে সংবিষ্টং বামপার্শ্বতঃ।
সংকোচ্য দক্ষিণং সক্থি প্রসার্য্য চ ততঃ পরম্।

আস্থাপ্য অর্থাৎ নিরুহণার্হ ব্যক্তি স্নিগ্ধ স্বিন্ন বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ, লব্ধবল ও অনুবাসন যোগ্য হইলে অগ্রেই অনুবাসন করিবে। কোন কোন আচার্য্য শীত ও বসন্ত ঋতুতে দিবাভাগে, এবং শীত বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতে রাত্রিকালে অনুবাসন করিতে বলেন, (কিন্তু) ধন্বন্তরি মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কোন ঋতুতে রাত্রিকালে অনুবাসন ইচ্ছা করেন না)। অনুবাসনের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ, স্নান এবং পাদহীন (উচিত ভোজনের চতুর্থাংশ কম) লঘু, হিতজনক, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সানুপান পান, ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মল মূত্র ত্যাগ, অনন্তর অনতি উচ্চ অনুচ্চোর্ণ সুখ শয্যায় দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত ও তাহার উপরে বামপদ প্রসারিত করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে।

অথাস্য নেত্রং প্রণয়েৎ স্নিগ্ধে স্নিগ্ধমুখং গুদে।
উচ্ছ্বাস্য বস্তের্বদনে বদ্ধে হস্তমকম্পয়ন্॥
পৃষ্ঠবংশং প্রতি ততো নাতিদ্রুতবিলম্বিতম্।
নাতিবেগং নবামন্দং সকৃদেব প্রপীড়য়েৎ॥
সাবশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ শেষে হি তিষ্ঠতি॥

তদনন্তর ঐরূপ আতুরের গুহ্যদেশ তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং বস্তির বদনে ফুৎকার দিয়া তাহাতে উচ্ছ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া বদ্ধ করতঃ স্নিগ্ধমুখ নেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে, তৎপরে অনতিদ্রুত অনতিবিলম্বিত অনতিমন্দ ভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠে বংশাভিমুখে একবার পীড়ন করিবে অর্থাৎ চাঁচিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু কিঞ্চিৎ স্নেহ অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে তাহাতে বায়ু থাকিবে।

দত্তে তুত্তানদেহস্যপাণিনা তাড়য়েৎ স্ফিজৌ।
তৎপার্ষ্ণিভ্যাং তথা শয্যাং পাদতশ্চ ত্রিরুৎক্ষিপেৎ।

স্নেহ অতিপ্রদত্ত হইলে রোগীকে উত্তান ভাবে শোয়াইয়া তাহার স্ফিক্ দ্বয়ে হস্ত ও পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা আঘাত করিবে এবং তাহার শয্যা পাদদেশ হইতে তিনবার উৎক্ষেপ করিবে।

ততঃ প্রসারিতাঙ্গস্য সোপধানস্য পার্ষ্ণিকে:
আহন্যান্মুষ্টিনাঙ্গঞ্চ স্নেহেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ॥
বেদনার্ত্তমিতি স্নেহো নহি শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
যোজ্যঃ শীঘ্রং নিবৃত্তেভ্যঃ স্নেহোঽতিষ্ঠন্ন কার্য্যকৃৎ

তৎপরে উপধান ন্যস্তশিরস্ক এবং প্রসারিত দেহ আতুরের পার্ষ্ণিদেশে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিবে ও তাহার গাত্র স্নেহাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এরূপ করিবার কারণ এই অঙ্গ বেদনার্ত্ত হইলে স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইবে না। স্নেহ শীঘ্র নিবৃত্ত হইলে অপর স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেহেতু স্নেহপদার্থ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিলে অবস্থান বশতঃ উহা স্নেহনকার্য্যে সমর্থ হয় না।

দীপ্তাগ্নিং ত্বগতস্নেহং সায়াহ্নে ভোজয়েল্লঘু।

নিবৃত্তস্নেহ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে সায়াহ্নে লঘু ভোজন করাইবে।

নিবৃত্তিকালঃ পরমস্ত্রয়ো যামাস্ততঃ পরম্।
অহোরাত্রমুপেক্ষেত পরতঃ ফলবর্ত্তিভিঃ।
তীক্ষ্ণৈর্বা বস্তিভিঃ কুর্য্যাদ্ যত্নং স্নেহনিবৃত্তয়ে।

তিন প্রহর স্নেহ নিবৃত্তির চরমকাল, কিন্তু তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহনিবৃত্তি না হইলে, স্নেহাকর্ষণের জন্য যত্ন না করিয়া অহোরাত্র অপেক্ষা করিবে এবং অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ দ্বারা স্নেহাগমনার্থ প্রযত্ন করিবে।

অতি রৌক্ষ্যাদনাগচ্ছন্ন চেজ্জাড্যাদি দোষকৃৎ।
উপেক্ষ্যৈব হি ততোঽধ্যুষিতশ্চ নিশাং পিবেৎ।
প্রাতর্নাগরধান্যাম্ভঃ কোষ্ণং কেবলমেব বা॥

অতি রুক্ষতাহেতু স্নেহ নির্গত না হইয়া যদি জাড্য ও অগ্নিমান্দ্যাদি দোষ উপস্থিত না করে, তাহা হইলে উহা নিষ্কাসনের জন্য যত্ন না করিয়া রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও ধন্যার ঈষদুষ্ণ কাথ অথবা কেবল ঈষদুষ্ণ জলপান করিবে।

অন্বাসয়েত্তৃতীয়েঽহ্নি পঞ্চমে বা পুনশ্চ তম্।
যথা বা স্নেহপক্তিঃ স্যাদতোঽত্যুল্বণমারুতান্।
ব্যায়ামনিত্যান্ দীপ্তাগ্নীন্ রুক্ষাংশ্চ প্রতিবাসরম্॥

সেই আতুরকে তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে পুনরায় অনুবাসন করিবে। অথবা পাচকাগ্নি বুঝিয়া যতদিনে তাহার স্নেহপাক হয়, ততদিন পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অত্যুল্বণ বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামশীল, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রতিদিন অনুবাসন কর্ত্তব্য।

ইতি স্নেহৈস্ত্রিচতুরৈঃ স্নিগ্ধে স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
নিরূহং শোধনং যুঞ্জ্যাদস্নিগ্ধে স্নেহনং তনোঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিন চারিবার স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগদ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইলে স্রোতোবিশুদ্ধির নিমিত্ত শোধন নিরূহ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্নিগ্ধ না হইলে শরীরে স্নেহন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চমেঽথ তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে।
মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙ্গলে॥
অভ্যক্তস্বেদিতোৎসৃষ্টমলং নাতিবুভুক্ষিতম্।
অবেক্ষ্য পুরুষং দোষভেষজাদীনি চাদরাৎ।
বস্তিং প্রকল্পয়েদ্বৈদ্যস্তদ্বিদৈর্বহুভিঃ সহ॥

অনুবাসনানন্তর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে, কিঞ্চিদতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন সময়ে শুভ পুষ্যা নক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিকক্রিয়া করণানন্তর দোষ, ঔষধ, সাত্ম্য ও বলাদি বিবেচনা এবং বৈদ্যক শাস্ত্রজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্নেহাভ্যক্ত, স্বেদিত, ত্যক্ত-মলমূত্র ও কিঞ্চিদ্ বুভুক্ষিত ব্যক্তিকে বস্তি (নিরূহ) প্রদান করিবে।

ক্বাথয়েদ্বিংশতি পলং দ্রব্যস্যাষ্টৌ পলানি চ॥

বস্তি কল্পোক্ত দ্রব্যের বিংশতি পল এবং আটটি মদন ফল ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথদ্বারা নিরূহ কল্পনা করিবে।

ততঃ ক্বাথাচ্চতুর্থাংশং স্নেহং বাতে প্রকল্পয়েৎ।
পিত্তে স্বস্থে চ ষষ্ঠাংশমষ্টমাংশং কফাধিকে॥

বাতাধিক্যে ক্বাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তাধিক্যে এবং সুস্থাবস্থায় ষষ্ঠাংশ, কফাধিক্যে অষ্টমাংশ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। নিরূহের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ পল, অতএব বাতে ৬ পল; পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল; কফে ৩ পল স্নেহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র চাষ্টমং ভাগং কল্কাদ্ ভবতি বা যথা।
নাত্যচ্ছসান্দ্রতা বস্তেঃ পলমাত্রং গুড়স্য চ॥
মধু পট্বাদি শেষঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং তদেকতঃ।
উষ্ণাম্বু কুম্ভীবাষ্পেণ তপ্তং খজসমাহতম্॥

কি বাতাধিক্যে, কি পিত্তাধিক্যে, কি কফাধিক্যে, কি স্বস্থবৃত্তে, সর্ব্বদাই কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে অথবা এরূপ কল্ক কল্পনা করিবে, যাহাতে বস্তির অতি তরলতা বা অতি গাঢ়তা না হয়। গুড়ের পরিমাণ ১ পল এবং মধু সৈন্ধবাদির (মাংসরস, সুরা, ছাগমূত্র, দুগ্ধ ও কাঞ্জিক প্রভৃতির) পরিমাণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিবে। তৎপরে বস্তিকল্পনার্থ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অত্যুষ্ণ জলবিশিষ্ট কলসীর বাষ্পদ্বারা উহা তপ্ত করিয়া দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা আলোড়িত করিবে।

প্রক্ষিপ্য বস্তৌ প্রণয়েৎ পায়ৌ নাত্যুষ্ণশীতলম্।
নাতি স্নিগ্ধং ন বা রুক্ষং নাতি তীক্ষ্ণং ন বা মৃদু।
নাত্যচ্ছ সান্দ্রং নো নাতিমাত্রং না পটু নাতি চ।
লবণং তদ্বদম্লঞ্চ পঠন্ত্যন্যে তু তদ্বিদঃ॥

তদনন্তর নাত্যুষ্ণ, নাতি শীতল, নাতি স্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, নাতিতীক্ষ্ণ, নাতিমৃদু, নাতি-তরল, নাতিগাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, অলবণ, অনতি লবণ, অনম্ল ও নাত্যম্ল সেই ক্বাথ বস্তিতে পুরিয়া বস্তিনেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। বস্তিবিৎ অপর পণ্ডিতেরা নিম্ন-লিখিতরূপে মাত্রা কল্পনা করেন। যথা—

মাত্রাং ত্রিপলিকাং কুর্য্যাৎ স্নেহমাক্ষিকয়োঃ পৃথক্।
কর্ষার্দ্ধং মাণিমন্থস্য স্বস্থে কল্কপলদ্বয়ম্॥
সর্ব্বদ্রব্যাণাং শেষাণাং পলানি দশ কল্পয়েৎ।
মাক্ষিকং লবণং স্নেহং কল্কং ক্বাথমিতি ক্রমাৎ॥
আবপেত নিরূহাণামেষ সংযোজনে বিধিঃ॥

স্নেহ ও মধু প্রত্যেকের পরিমাণ ৩ পল, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, কল্কের পরিমাণ ২ পল এবং অপর দ্রব পদার্থ সমুদায়ের পরিমাণ ১০ পল। এক্ষণে নিরুহাঙ্গ মধু প্রভৃতির যথাক্রমে সংযোজন বিধি বর্ণিত হইতেছে। যথা, প্রথমে একটি পাত্রে মধু রাখিয়া মর্দ্দন, তৎপরে লবণমিশ্রণ, তদনন্তর ক্রমান্বয়ে স্নেহ, কল্ক ও ক্বাথ মিশ্রিত করিবে। এই প্রকারে সংযোজন দ্বারা দ্রব্য সকল সমরসতা প্রাপ্ত হইয়া নিরুহের সম্যক্ উপযোগী হয়।

উত্তানো দত্তমাত্রে তু নিরূহে তন্মনা ভবেৎ।
কৃতোপধানঃ সঞ্জাত বেগস্তোৎকটকঃ সৃজেৎ।

নিরুহ প্রদান মাত্র রোগী উত্তানশায়ী, তন্মনা (নিরুহ বেগে তত্ত্বাবধান) ও কৃতোপ-ধান হইয়া থাকিবে এবং বেগ উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) হইয়া মলত্যাগ করিবে।

আগতৌ পরমঃ কালো মুহূর্ত্তো মৃত্যবে পরম্।
তত্রানুলোমিকং স্নেহ ক্ষারমূত্রাম্ল কল্পিতম্।
ত্বরিতং স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণোষ্ণং বস্তিমন্যং প্রপীড়য়েৎ।
বিদধ্যাৎ ফলবর্ত্তিং বা স্বেদনোত্রাসনাদি চ॥

বেগাগমের পরম কাল এক মুহূর্ত্ত; মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরুহ প্রত্যাগত না হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অতএব ত্বরায় স্নেহ ক্ষার (যবক্ষারাদি) গোমূত্র বা কাঞ্জিকাদির দ্বারা প্রকল্পিত স্নিগ্ধতর তীক্ষ্ণবীর্য্য উষ্ণগুণ ও অনুলোমনকারী অন্য নিরুহ বা মদনফল-যুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়া ও ভয় প্রদর্শনাদি উপযুক্ত কার্য্য সকল করিবে।

স্বয়মেব নিবৃত্তে তু দ্বিতীয়ো বস্তিরিষ্যতে।
তৃতীয়োঽপি চতুর্থোঽপি যাবদ্বা সুনিরূঢ়তা॥

উপরোক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যত্নব্যতি-রেকে যদি নিরুহ স্বয়ং প্রত্যাগত হয়, কিন্তু নিরুহ প্রয়োগের ফল সম্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যে পর্য্যন্ত না সুনিরূঢ়তা হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফলবর্ত্তি প্রদানাদি যত্ন বিশেষ দ্বারা যদি নিরুহ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্য বস্তি প্রয়োগ বিধেয় নহে।

বিরিক্তবচ্চ যোগাদীন্ বিদ্যাদ্ যোগে তু যোজয়েৎ।
কোষ্ণেন বারিণা স্নাতং তনু ধন্বরসৌদনম্॥

নিরুহে বিরিক্তবৎ যোগাদি জানিবে। নিরুহযোগ সম্যক্ কৃত হইলে, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া অঘন জাঙ্গলমাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। (বাত-বিকার প্রশমনার্থই প্রায় নিরুহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অতএব নিরুহের পর বাত-বিকারোপযোগী মাংসরসের সহিত অন্নই সুপথ্য)।

বিকারা যে নিরূহস্য ভবন্তি প্রচলৈর্মলৈঃ।
তে সুখোষ্ণাম্বুসিক্তস্য যান্তি ভুক্তবতঃ শমম্।

নিরুহ দ্বারা মল (দোষ) অতি প্রচলিত হওয়াতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংস রসযুক্ত অন্ন ভোজন দ্বারা তাহারা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অথ বাতার্দ্দিতং ভূয়ঃ সত্ত এবানুবাসয়েৎ ॥

নিরূহানন্তর বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সত্বই অনুবাসন করাইবে।

সম্যগ্ হীনাতিযোগাচ্চ তস্য স্যুঃ স্নেহপীতবৎ ॥

স্নেহপানের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যগ্-যোগ হীনযোগ ও অতিযোগ হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ কালং স্থিতো যশ্চ সপুরীষো নিবর্ত্ততে।
সানুলোমানিলঃ স্নেহস্তৎসিদ্ধমনুবাসনম্ ॥

যে অনুবাসনের স্নেহ, কোষ্ঠাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিত হইয়াই মলের সহিত নির্গত হয় এবং যাহাতে বায়ু অনুলোমগ হইয়া থাকে, তাহাই স্নিগ্ধ অর্থাৎ সম্যগ যোগ লক্ষণ অনুবাসন।

একং ত্রীন্ বা বলাসে তু স্নেহবস্তিং প্রকল্পয়েৎ।
পঞ্চ বা সপ্ত বা পিত্তে নবৈকাদশ বানিলে ॥
পুনস্ততোঽপ্যযুগ্মাংস্ত পুনরাস্থাপনং ততঃ ॥

কফজ রোগে এক বা তিন, পিত্তজ রোগে পাঁচ বা সাত, বাতজ রোগে নয় বা এগারটী স্নেহ বস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অধিক ও অযুগ্ম অনুবাসনও প্রয়োগ করা যায়। অনুবাসনের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন (নিরূহ) দিবে।

কফ পিত্তানিলেষন্নং যূষক্ষার রসৈঃ ক্রমাৎ ॥

নিরূহণের পর, রোগীকে কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যানুসারে যথাক্রমে যূষ, দুগ্ধ ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে অর্থাৎ কফাধিক্যে মুদ্গাদি যূষের সহিত, পিত্তাধিক্যে দুগ্ধের সহিত ও বাতাধিক্যে মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

বাতঘ্নৌষধ নিঃক্বাথস্ত্রিবৃতা সৈন্ধবৈর্যুতঃ।
বস্তিরেকোঽনিলে স্নিগ্ধঃ স্বাদ্বম্লোষ্ণ রসান্বিতঃ ॥

বাত বিষয়ে তেউড়ী ও সৈন্ধবযুক্ত, তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ, স্বাদ্বম্লোষ্ণ রসান্বিত, বাতঘ্ন, দশমূলাদির ক্বাথ দ্বারা এক বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

ন্যগ্রোধাদিগণ ক্বাথৌ পদ্মকাদি সিতাযুতৌ।
পিত্তে স্বাদুহিমৌ সাজ্যক্ষীরেক্ষুরস মাক্ষিকৌ ॥

পিত্ত বিষয়ে দুই বস্তি হিতকর, অর্থাৎ পদ্মকাদিগণের কল্ক এবং ঘৃত দুগ্ধে ইক্ষুরস, মধু ও চিনিযুক্ত মধুর ও শীতবীর্য্য ন্যগ্রোধাদি-গণের ক্বাথ দ্বারা দুই বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

আরগ্বধাদিনিঃক্বাথা বৎসকাদিযুতাস্ত্রয়ঃ।
রুক্ষাঃ সক্ষৌদ্র গোমূত্রাস্তীক্ষ্ণোষ্ণকটুকাঃ কফে ॥

কফ বিষয়ে রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য তিন বস্তি হিতজনক অর্থাৎ বৎসকাদি কল্ক এবং মধু ও গোমূত্রযুক্ত, আরগ্বধাদির কটু ক্বাথ দ্বারা তিন বস্তি (নিরূহ) ব্যবস্থেয়।

ত্রয়শ্চ সন্নিপাতেঽপি দোষান্ ঘ্নন্তি যতঃ ক্রমাৎ ॥

সন্নিপাতেও তিন বস্তি হিতকর। যেহেতু তিন বস্তি দ্বারা যথাক্রমে বাতাদি তিন দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিভ্যঃ পরং বস্তিমতো নেচ্ছন্ত্যন্যে চিকিৎসকাঃ।
নহি দোষশ্চতুর্থোঽস্তি পুনর্দীয়েত যং প্রতি ॥

অপর চিকিৎসকগণ, তিনের অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যখন বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষ ভিন্ন অন্য চতুর্থ দোষ নাই, তখন কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ বস্তি প্রযোজ্য হইবে।

উৎক্লেশনং শুদ্ধিকরং দোষাণাং শমনং ক্রমাৎ।
ত্রিধৈব কল্পয়েদ্বস্তিমিত্যন্যেঽপি প্রচক্ষতে ॥

অন্য বৈদ্যেরাও বলেন, দোষের উৎক্লেশন (স্বস্থান হইতে চালন), শোধন ও শমন, এই ত্রিবিধ বস্তিই কল্পনা করিবে।

সম্যঙ্নিরূহলিঙ্গন্তু না সম্ভাব্য নিবর্ত্তয়েৎ।

গ্রন্থকারের মত সম্যগ্ নিরুহ লক্ষণ যে পর্য্যন্ত না উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে না, অর্থাৎ তদবধি বস্তি প্রয়োগ করিবে।

প্রাক্ স্নেহ একঃ পঞ্চান্তে দ্বাদশাস্থাপনানি চ।
সম্বাসনানি কর্ম্মৈবং বস্তয়স্ত্রিংশদীরিতাঃ।
কালঃপঞ্চদশৈকোহত্র প্রাক্ স্নেহান্তে ত্রয়স্তথা।
ষট্ পঞ্চ বস্ত্যন্তরিতা যোগোঽষ্টৌ বস্তয়োঽত্র তু।
ত্রয়ো নিরুহাঃ স্নেহাচ্চ স্নেহাবাদ্যন্তয়োরুভৌ।

এক্ষণে কর্ম্ম, কাল ও যোগাখ্য বস্তি বিশেষ বলা যাইতেছে। প্রথমে এক ও অন্তে (পঞ্চকর্ম্মাবসানে) পাঁচ স্নেহ বস্তি এবং দ্বাদশ নিরুহ ও দ্বাদশ অনুবাসন, এই প্রকার ত্রিংশৎ বস্তি, কর্ম্ম নামে কথিত। প্রথমে এক ও অন্তে তিন স্নেহ বস্তি এবং পাঁচ নিরুহ দ্বারা অন্তরিত ছয় স্নেহ বস্তি, এই প্রকার পঞ্চদশ বস্তি, কাল বলিয়া উক্ত। তিন নিরুহ ও তিন স্নেহ বস্তি এবং আদ্যন্তে দুই স্নেহ বস্তি, এই প্রকার আট বস্তি, যোগ নামে অভিহিত।

স্নেহ বস্তিং নিরুহং বা নৈকমেবাতি শীলয়েৎ।
উৎক্লেশাগ্নিবধৌ স্নেহান্নিরুহান্ মারুতোভয়ম্॥

কেবল স্নেহ বস্তি অথবা কেবল নিরুহ অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ স্নেহ বস্তি অতি সেবিত হইলে উৎক্লেশ (স্বস্থানস্থ বাতাদি দোষের বহির্গমনোন্মুখতা) ও অগ্নি-মান্দ্য জন্মে। নিরুহের অতিসেবনে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

তস্মান্নিরুঢ়ঃ স্নেহ্যঃ স্যান্নিরুহ্যশ্চানুবাসিতঃ।
স্নেহ শোধনযুক্ত্যৈবং বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষজিৎ।

অতএব নিরূঢ় ব্যক্তির অনুবাসন এবং অনুবাসিত ব্যক্তির নিরুহণ কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহন ও শোধন যুক্তি দ্বারা বস্তি কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে বাতাদি ত্রিদোষই প্রশমিত হয়।

হ্রস্বয়া স্নেহপানস্য মাত্রয়া যোজিতঃ সমঃ।
মাত্রাবস্তিঃ স্মৃতঃ স্নেহঃ শীলনীয়শ্চ সর্ব্বদা॥
বাল বৃদ্ধাধ্বভারস্ত্রী ব্যায়ামাসক্ত চিন্তকৈঃ।
বাতভগ্নবলাল্পাগ্নি নৃপাঢ্যসুখিভিশ্চ সঃ।
দোষঘ্নো নিষ্পরীহারো বল্যঃ সৃষ্টমলঃ সুখঃ।

স্নেহ পানের হ্রস্ব মাত্রা অর্থাৎ যাহা দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তৎসম স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রা বস্তি কহে। সেই মাত্রা বস্তিই বালক, বৃদ্ধ, পথশ্রান্ত, ভারক্লান্ত, কামিনী-সক্ত, ব্যায়ামকারী, চিন্তাশীল, বাত, ভগ্নবল, অল্পাগ্নি, রাজা, ধনী ও সুখী ব্যক্তি দিগের সদা সেবনীয়। মাত্রা বস্তি দোষঘ্ন, অনির্যন্ত্রণ, বলকর, মলভেদক ও সুখপ্রদ।

বস্তৌ রোগেষু নারীণাং যোনিগর্ভাশয়েষু চ।
দ্বিত্র্যাস্থাপন শুদ্ধেভ্যো বিদধ্যাদ্বস্তিমুত্তরম্॥

স্ত্রীলোকদিগের বস্তি স্থানে রোগ হইলে, অগ্রে তাহাদিগকে দুই বা তিন নিরুহ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে যোনি ও গর্ভাশয়ে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে।

আতুরাঙ্গুলমানেন তন্নেত্রং দ্বাদশাঙ্গুলম।
বৃত্তং গোপুচ্ছবন্মূলমধ্যয়োঃ কৃতকর্ণিকম্।
সিদ্ধার্থকপ্রবেশাগ্রং শ্লক্ষ্ণং হেমাদিসম্ভবম্।
কুন্দাশ্বমারসুমনঃ পুষ্পবৃন্তোপমং দৃঢ়ম্॥

উত্তর বস্তির নেত্র, আতুরের দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। ইহা স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত, গোলাকার, গোপুচ্ছসদৃশ, মসৃণ, দৃঢ় এবং কুন্দ, করবীর ও জাতীকুসুমের বৃন্তোপম। ইহার অগ্রছিদ্র শ্বেতসর্ষপ প্রবেশযোগ্য এবং মূল-প্রদেশে ও মধ্যভাগে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট।

তস্য বস্তির্মৃদুলঘুর্মাত্রা শুক্তির্বিকল্প্য বা।

নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজিত থাকে, উত্তর বস্তির স্নেহ মাত্রা ৪ তোলা, অথবা বল, বয়স, শরীরাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহ মাত্রা কল্পিত হইয়া থাকে।

অথ স্নাতাশিতস্যাস্য স্নেহবস্তি বিধানতঃ।
ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ।
হৃষ্টে মেঢ্রে স্থিতে চর্জ্জৌ শনৈঃ স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মাং শলাকাং প্রণয়েত্তয়া শুদ্ধেঽনু সেবনীম্ *।
আমেহনান্তং নেত্রঞ্চ নিষ্কম্পং গুদবত্ততঃ।
পীড়িতেঽন্তর্গতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ।

পূর্ব্বোক্ত স্নেহবস্তি বিধানানুসারে রোগী স্নান, ভোজন ও জানুসম উচ্চ মৃদু আসনে ঋজুভাবে সুখোপবেশন করিলে, স্রোতো-বিশুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও সরলভাবে অবস্থিত লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিবে, তৎপরে সেবনী লক্ষ্য করিয়া গুহ্যদেশের ন্যায় লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত (প্রায় ৬ অঙ্গুল) নিষ্কম্পভাবে নেত্র প্রয়োগ করিবে। নেত্র স্থাপনানন্তর বস্তিপুট পীড়ন দ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে স্নেহ বস্তির নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্ প্রদেশে আঘাত করিবে।

বস্তীননেন বিধিনা দদ্যাত্রীংশ্চতুরোঽপি বা।
অনুবাসনবচ্ছেষং সর্ব্বমেবাস্য চিন্তয়েৎ।

এইরূপ নিয়মে তিন বার বা চারি বার উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তর বস্তির বিধি, নিষেধ, সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসনের ন্যায় জানিবে।

স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু যোনির্গৃহ্ণাত্যপাবৃতেঃ।
বিদধীত তদা তস্মাদনৃতাবপি চাত্যয়ে।
যোনি বিভ্রংশ শূলেষু যোনিব্যাপদসৃগ্দরে।

এক্ষণে স্ত্রীদিগের উত্তর বস্তির বিধান বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে যোনি বিবৃত থাকে, অপাবরণ হেতু উহা অনায়াসেই উত্তর বস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব ঋতুকালেই উত্তর বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ ও অসৃগ্দরাদি আত্যয়িক ব্যাধিতে, ঋতুকাল অপেক্ষা না করিয়া অন্য সময়েও বস্তি প্রদান করিবে।

নেত্রং দশাঙ্গুলং মুদ্গপ্রবেশং চতুরঙ্গুলম্।
অপত্যমার্গে যোজ্যং স্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রবর্ত্মনি।
মূত্রকৃচ্ছ্রে বিকারেষু বালানাঙ্কেমঙ্গুলম্।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে উত্তরবস্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার নেত্র আতুরের দশাঙ্গুল পরিমিত নেত্রাগ্রের ছিদ্র মুদ্গ প্রবেশ যোগ্য। অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণে নেত্র প্রবেশ করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ সমূহে মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুলি পরিমিত নেত্র প্রবেশিত করাইবে। কিন্তু বালিকাদিগের এক অঙ্গুলি মাত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রকুঞ্চো মধ্যমা মাত্রা বালানাং শুক্তিরেব চ।

স্ত্রীদিগের উত্তর বস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা।

উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সংকোচ্য সক্থিনী।
উর্দ্ধজান্বাস্ত্রি চতুরানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ।
বস্তীংস্ত্রিরাত্রমেবঞ্চ স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়েৎ।

রোগিণী, পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া, উর্দ্ধজানু ও সম্যক্ উত্তান শায়িনী হইলে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধ কর্ষ ও কর্ষাদিক্রমে স্নেহ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া অহোরাত্রে তিন চারিবার বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই প্রকার তিন দিন করিবে।

ত্র্যহমেব চ বিশ্রম্য প্রণিদধ্যাৎ পুনস্ত্র্যহম্।

তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবার তিন দিন অন্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে।

* অনুসেবনীং সেবনীং অনুলক্ষীকৃত্য।

পক্ষাদ্বিরেকো বমিতে ততঃ পক্ষান্নিরূহণম্ ।
সন্ত্যো নিরূঢ়শ্চান্বাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ ।

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার এক পক্ষ পরে বিরেচন, এবং বিরেচনের এক পক্ষ পরে নিরূহণ, নিরূহণের দিনই অনুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন কর্ত্তব্য ।

যথা কুসুম্ভাদিযুক্তাত্তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ ।
তথা দ্রবীকৃতাদ্দেহাদ্বস্তির্নির্হরতে মলান্ ॥

বস্ত্র যেমন কুসুম্ভবর্ণ (কুসুম রং) যুক্ত জল হইতে লৌহিত্য মাত্র গ্রহণ করে, বস্তি ও তদ্রূপ ধাতু ও মল দ্বারা দ্রবীকৃত দেহ হইতে কেবল মলই নির্হরণ করিয়া থাকে ।

শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
মর্ম্মোর্দ্ধ সর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ ।
যে সন্তি তেষাং নতু কশ্চিদন্যো
বায়োঃ পরং জন্মনি হেতুরস্তি ॥

শাখা, কোষ্ঠ, মর্ম্ম ও উর্দ্ধাঙ্গাদি সর্ব্বাবয়ব গত যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য প্রধান কারণ আর কিছুই নাই, অর্থাৎ বায়ুই সেই সকল রোগোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ হেতু। উর্দ্ধাঙ্গজ রোগ অর্থাৎ মুখরোগাদি ; সর্ব্বাঙ্গজ জ্বরাদি ; অবয়বজ শ্বিত্রাদি ।

বিট্ শ্লেষ্মপিত্তাদিমলাচয়ানাং
বিক্ষেপ সংহারকরঃ স যস্মাৎ ।
তস্যাতি বৃদ্ধস্য শমায় নান্য-
দ্বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ ॥

বায়ুই যে রোগোৎপাদনের প্রধান হেতু, তাহার কারণ এই বায়ুই, সঞ্চিত পুরীষ, শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি মলের বিক্ষেপ ও সংহারের কর্ত্তা। সেই অতি প্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ভেষজ আর কিছুই নাই ।

তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধ ইতি প্রদিষ্টঃ
কৃৎস্না চিকিৎসাপি চ বস্তিরেকৈঃ ।
তথা নিজাগন্তু বিকারকারি
রক্তৌষধোত্তেন শিরাব্যধোঽপি ।

দোষ প্রধান বায়ু শান্তির প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা একমাত্র বস্তিকেই সমস্ত চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া বর্ণন করেন; কোন কোন পণ্ডিত, উহাকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই কহিয়া থাকেন। সেইরূপ দোষজ ও আগন্তুজ ব্যাধি সমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধ স্বরূপ শিরাব্যধকেও চিকিসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলেন ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো নস্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

উর্দ্ধজত্রুবিকারেষু বিশেষান্নস্যমিষ্যতে ।
নাসা হি শিরসো দ্বারং তেন তদ্ব্যাপ্য হন্তি তান্ ।

অতঃপর আমরা নস্যবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। উর্দ্ধজত্রুগত রোগে নস্যই বিশেষ হিতকর। কারণ নাসিকা মস্তকের দ্বার, নস্য, সেই মস্তকের দ্বার দিয়া সমস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া, উর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগ নাশ করে।

বিরেচনং বৃংহণঞ্চ শমনঞ্চ ত্রিধাপি তৎ ।
বিরেচনং শিরঃ শূলজাড্যস্যন্দ গলাময়ে ।
শোফ গণ্ড কৃমি গ্রন্থি কুষ্ঠাপস্মার পীনসে ॥

নস্য ত্রিবিধ, যথা বিরেচন, বৃংহণ ও শমন। তন্মধ্যে বিরেচন নস্য, শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ), গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনস রোগ নাশ করে।

বৃংহণং বাতজে শূলে সূর্য্যাবর্ত্তে স্বরক্ষয়ে ।
নাসাস্যশোষে বাক্সঙ্গে কৃচ্ছ্রবোধেঽববাহুকে ।

বৃংহণ নস্য দ্বারা বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসা ও মুখশোষ, বাগ্‌রোধ, নেত্রোন্মীলন, কৃচ্ছ্রতা ও অববাহুক রোগ নিবারিত হয়।

শমনং নীলিকাব্যঙ্গ কেশ দোষাক্ষিরাজিষু।

শমন নস্য, নীলিকা, ব্যঙ্গ (ক্ষুদ্র রোগে উক্ত) কেশপাত ও অক্ষিরাজি রোগে হিতকর।

যথাস্বং যৌগিকৈঃ স্নেহৈর্যথাস্বঞ্চ প্রসাধিতৈঃ।
কল্ক ক্বাথাদিভিশ্চাঢ্যং মধু পট্বাসবৈরপি।

সর্ষপ তৈলাদি যে যে স্নেহ যোগার্হ ও শুণ্ঠী মরিচাদি দ্বারা সংস্কৃত, এবং যাহা কল্ক ও ক্বাথাদি দ্বারা আঢ্য, তাহাদের দ্বারা আর মধু, সৈন্ধব ও আসব দ্বারাও বিরেচন নস্য হইয়া থাকে।

বৃংহণং ধন্বমাংসোত্থ রসাসৃক্ খপুরৈরপি।
শমনং যোজয়েৎ পূর্ব্বৈঃ ক্ষীরেণ চ জলেন চ।

যে সকল পশু পক্ষী মরুদেশে জন্মে, তাহাদের মাংসের ক্বাথ বা তাহাদের রক্ত দ্বারা এবং খপুর নামক নির্য্যাস বিশেষ দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য উৎপন্ন হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত অতীক্ষ্ণ ঘৃতাদি স্নেহ, মাংস রস, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমনাখ্য নস্য হইয়া থাকে।

মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বিধা স্নেহোঽত্র মাত্রয়া।

নস্যার্থ স্নেহ, কেবল মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে অভিহিত হয়, ইহাতে কোন বস্তুভেদ থাকে না। অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে কাহাকে মর্শ, বা কাহাকে প্রতিমর্শ বলা গিয়া থাকে। মর্শের মাত্রা পরে লিখিত হইবে।

কল্কাদ্যৈরবপীড়স্তু তীক্ষ্ণৈর্মূর্দ্ধবিরেচনঃ।

তীক্ষ্ণ কল্কাদি দ্বারা অবপীড় নামক নস্য হয়, ইহার নামান্তর শিরোবিরেচন।

ধ্মানং বিরেচনশ্চূর্ণো যুঞ্জ্যাৎ তং মুখবায়ুনা।
ষড়ঙ্গুল দ্বিমুখয়া নাড্যা ভেষজগর্ভয়া।
স হি ভূরিতরং দোষং চূর্ণত্বাদপকর্ষতি।

মরিচাদির চূর্ণ, বিরেচন নস্য, ইহার অন্য নাম প্রধ্মান। ঐ প্রধ্মান নস্য ছয় অঙ্গুলি লম্বা দুই মুখ বিশিষ্ট একটী নলের মধ্যে পুরিয়া, নলের এক মুখ নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দিয়া নাসাভ্যন্তরে নস্য প্রবেশ করাইবে। ইহা চূর্ণ বলিয়া ভূরিতর দোষ অপকর্ষণ করিতে সমর্থ।

প্রদেশিন্যঙ্গুলীপর্ব্বদ্বয়ান্ মগ্নসমুদ্ধৃতা।
যাবৎ পতত্যসৌ বিন্দুর্দশাষ্টৌ ষট্ ক্রমেণ তে।
মর্শস্যোৎকৃষ্টমধ্যোনা মাত্রাস্তা এব চ ক্রমাৎ।
বিন্দুদ্বয়োনাঃ কল্কাদের্যোজয়েন্নতু নাবনম্।

তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পর্ব্বদ্বয় স্নেহমধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে, তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর পরিমাণ। সেইরূপ দশ, আট ও ছয় বিন্দু, যথাক্রমে মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির মাত্রা দুই বিন্দু ন্যূন অর্থাৎ কল্কাদির উত্তম মাত্রা ৮, মধ্যম মাত্রা ৬ ও কনিষ্ঠ মাত্রা ৪ বিন্দু। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নস্য অযুক্ত।

তোয়মদ্যগর স্নেহপীতানাং পাতুমিচ্ছতাম্।
ভুক্ত-ভক্ত শিরঃ-স্নাত স্নাতুকাম স্রুতাসৃজাম্।
নবপীনসবেগার্ত্ত সূতিক শ্বাস কাসিনাম্।
শুদ্ধানাং দত্তবস্তীনাং তথা নার্ত্তব দুর্দ্দিনে।
অন্যত্রাত্যয়িকে ব্যাধেরথ নস্যং প্রয়োজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং নিশোশ্চলে।

যাহারা জল, মদ্য, গর ও স্নেহ পান করিয়াছে, বা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক

হইয়াছে, যাহারা অন্ন ভোজন করিয়াছে, যাহারা শিরঃস্নান করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহাদের রক্তস্রাব হইয়াছে, যাহারা নব পীনস, সূতিকা, শ্বাস ও কাস রোগার্ত্ত, যাহারা বমন, বিরেচন ও বস্তি দ্বারা শুদ্ধ দেহ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ও ঋতু বিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য প্রয়োজ্য নহে। কিন্তু ব্যাধির বিপজ্জনকত্ব হেতু যদি শীঘ্রই নস্য প্রদান আবশ্যক হয়, তবে অবশ্য প্রদেয়। শ্লেষ্ম রোগে প্রাতঃকালে, পিত্ত রোগে মধ্যাহ্নে ও বাতরোগে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে নস্য প্রযোজ্য।

স্বস্থবৃত্তে তু পূর্ব্বাহ্নে শরৎকালবসন্তয়োঃ।
শীতে মধ্যন্দিনে গ্রীষ্মে সায়ং বর্ষাসু সাতপে॥

সুস্থাবস্থায়, শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে শীতকালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে এবং বর্ষাকালে প্রখর রৌদ্রবিশিষ্ট দিনে নস্য গ্রহণীয়।

বাতাভিভূতে শিরসি হিধ্মায়ামপতানকে।
মন্যাস্তম্ভে স্বরভ্রংশে সায়ং প্রাতর্দ্দিনে দিনে।
একাহান্তরমন্যত্র সপ্তাহে চ তদাচরেৎ।

হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ রোগে এবং মস্তক বাতাভিভূত হইলে, দিন দিন প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে নস্য লইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য রোগে এক এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ নস্য গ্রহণীয়। সপ্তাহের পর নস্য বিধেয় নহে।

স্নিগ্ধ স্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য প্রাক্ কৃতাবশ্যকস্য চ।
নিবাত শয়নস্থস্য জত্রূর্দ্ধং স্বেদয়েৎ পুনঃ।
অথোত্তানর্জু দেহস্য পাণিপাদে প্রসারিতে।
কিঞ্চিদুন্নতপাদস্য কিঞ্চিন্মূর্দ্ধনি নামিতে।
নাসাপুটং পিধায়ৈকং পর্য্যায়েণ নিষেচয়েৎ।
উষ্ণাম্বু তপ্তং ভৈষজ্যং প্রণাড্যা পিচুনাথবা।

নস্য গ্রহণের পূর্ব্ব ক্রিয়া। অগ্রে স্নেহ দ্বারা মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া মলমূত্র ও দন্তধাবনাদি অবশ্য করণীয় কার্য্য সকল সমাপনানন্তর নিবাত স্থানে শয়ন পূর্ব্বক জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে পুনরায় স্বেদ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উত্তান (চিত) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্ত পদ প্রসারিত, কিন্তু পা কিছু উন্নত, ও মস্তক কিঞ্চিৎ নমিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক নাসাপুট টিপিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা কার্পাসাদিময় পলিতা দ্বারা উষ্ণ জল সন্তপ্ত ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে।

দত্তে পাদতলস্কন্ধ হস্ত কর্ণাদি মর্দ্দয়েৎ।
শনৈরুচ্ছিঙ্ঘ্য নিষ্ঠীবেৎ পার্শ্বয়োরুভয়োস্ততঃ।

নস্য প্রদত্ত হইলে পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি মর্দ্দন করিবে। এবং মর্দ্দনানন্তর ক্রমে ক্রমে উভয় পার্শ্বে নিষ্ঠীবন করিবে। কারণ এক পার্শ্বে নিষ্ঠীবনে সকল শিরা ঔষধদ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত হয় না।

আভেষজক্ষয়াদেবং দ্বিস্ত্রির্বা নস্যমাচরেৎ।
মূর্চ্ছায়াং শীততোয়েন সিঞ্চেৎ পরিহরন্ শিরঃ।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নস্য লওয়া হইলে, তখন ঔষধ ক্ষয় হইবে, তখন আবশ্যকানুসারে আরও দুই বা তিনবার নস্য লইবে। কিন্তু যদি ঔষধের তীক্ষ্ণতায় মূর্চ্ছা হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন অপর সমস্ত অঙ্গে শীতল বারি সেবন করিবে।

স্নেহং বিরেচনস্যান্তে দদ্যাদ্দোষাদ্যপেক্ষয়া।
নস্যান্তে বাক্‌শতং তিষ্ঠেদুত্তানো ধারয়েত্ততঃ।
ধূমং পীত্বা কবোষ্ণাম্বু কবলান্ কণ্ঠশুদ্ধয়ে।
সম্যক্ স্নিগ্ধে সুখোচ্ছ্বাস স্বপ্ন বোধাক্ষপাটবম্।

শিরোবিরেচনান্তে দেশ, দোষ ও সাত্ম্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক মস্তকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং শতমাত্রা (কিছুক্ষণ) উত্তানভাবে অবস্থান করিয়া পরে ধূমপান ও কণ্ঠ

শুদ্ধির জন্য ঈষদুষ্ণ জলের কবল করিবে। মস্তক সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, নিদ্রা ও চক্ষুর পটুতা হয়।

রুক্ষেঽক্ষিস্তব্ধতা শোষো নাসাস্যে মূর্দ্ধশূন্যতা।
স্নিগ্ধেঽতি কণ্ডুগুরুতা প্রসেকারুচি পীনসাঃ॥

মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষু স্তব্ধ, মুখ ও নাসিকা স্ফীত এবং মস্তক শূন্য হয়। অতি স্নিগ্ধ হইলে কণ্ডু, দেহভার, মুখস্রাব, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে।

সুবিরিক্তেঽক্ষিলঘুতা স্বর বক্ত্র বিশুদ্ধয়ঃ।
দুর্ব্বিরেকে গদোদ্রেকঃ ক্ষমতাতিবিরেচিতে॥

মস্তক সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের শুদ্ধি, দুর্বিরিক্ত হইলে রোগাধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়।

প্রতিমর্শঃ ক্ষত ক্ষাম বালবৃদ্ধ সুখাত্মসু।
প্রযোজ্যোঽকালবর্ষেঽপি ন ত্বিষ্টো দুষ্টপীনসে॥
মদ্যপীতেঽবলশ্রোত্রে কৃমিদূষিতমূর্দ্ধনি।
উৎকৃষ্টোৎক্লিষ্ট দোষে চ হীনমাত্রতয়া হি সঃ॥

অকাল বর্ষণ হইলেও প্রতিমর্শ নস্য (ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে), ক্ষত, ক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে, কিন্তু যাহারা দুষ্ট পীনসরোগগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুর্ব্বল শ্রোত্র, কৃমি দূষিত মস্তক ও কুপিত প্রবল দোষাক্রান্ত তাহাদের পক্ষে উহা ইষ্ট নহে, কারণ প্রতিমর্শের মাত্রা হীন, হীনমাত্রা দ্বারা উহাদের দোষের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

নিশাহর্ভুক্ত বান্তাহঃ স্বপ্নাধ্ব শ্রম রেতসাম্।
শিরোঽভ্যঞ্জন গণ্ডূষ প্রস্রাবাঞ্জন বর্চ্চসাম্।
দন্তকাষ্ঠস্য হাসস্য যোজ্যোঽন্তেঽসৌ দ্বিবিন্দুকঃ।

রাত্রি, দিবা, ভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোঽভ্যঞ্জন (মস্তকে তৈল মর্দ্দন), গণ্ডূষ ধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জন গ্রহণ, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য, ইহাদের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য এই প্রতিমর্শ নস্য দ্বিবিন্দু পরিমিত।

পঞ্চসু স্রোতসাং শুদ্ধিঃ ক্লমনাশস্ত্রিষু ক্রমাৎ।
দৃগ্‌বলং পঞ্চসু ততো দন্তদার্ঢ্যং মরুচ্ছমঃ॥

উপরোক্ত পঞ্চদশ প্রকার কালের মধ্যে দিবা, রাত্রি, ভোজন, বমন ও দিবা নিদ্রা এই পাচ প্রকার কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণ করিলে স্রোতঃশুদ্ধি; পথপর্যাটন, পরিশ্রম, মৈথুন এই ত্রিবিধ কালান্তে প্রতিমর্শ প্রযুক্ত হইলে শ্রমনাশ; শিরোঽভ্যঞ্জন, গণ্ডূষ ধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জন গ্রহণ ও মলত্যাগ পঞ্চবিধ কালান্তে উহা যোজিত হইলে দৃষ্টির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে গৃহীত হইলে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর সমতা হয়।

ন নস্যমূনসপ্তাব্দে নাতীতাশীতি বৎসরে।
ন চোনাষ্টাদশে ধূমঃ কবলো নো ন পঞ্চমে।
ন শুদ্ধিরূন দশমে ন চাতিক্রান্ত সপ্ততৌ।

সপ্তম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বর্ষ বয়সের পরে নস্য গ্রহণ, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পঞ্চম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কবল ধারণ এবং দশম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে।

আজন্ম মরণং শস্তঃ প্রতিমর্শস্তু বস্তিবৎ।
মর্শবচ্চ গুণান্ কুর্য্যাৎ স হি নিত্যোপসেবনাৎ।
ন চাত্র যন্ত্রণা নাপি ব্যাপদ্ভ্যো মর্শবদ্ভয়ম্॥

বস্তির ন্যায় প্রতিমর্শও জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত হিতজনক। নিত্য সেবন হেতু ইহা মর্শের ন্যায় গুণকর হয়। কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের অক্ষিস্তব্ধাদি যে সকল ব্যাপৎ আছে, তাহারও ভয় নাই।

তৈলমেব চ নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন শস্যতে।
শিরসঃ শ্লেষ্মধামত্বাৎ স্নেহাঃ স্বস্থস্য নেতরে।

মস্তক, শ্লেষ্মার স্থান অতএব সুস্থ ব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলই নিত্য নস্যার্থ ব্যবহার করা প্রশস্ত। অন্যান্য স্নেহ শ্লেষ্মজনক, সুতরাং সে সকল ব্যবহার্য্য নহে। (নিত্যাভ্যাস হেতু প্রতিমর্শ যেমন উপকারক, তৈলের নস্যও তেমনি হিতকর জানিবে)।

আশুকৃচ্চিরকারিত্বং গুণোৎকর্ষাপকৃষ্টতা।
মর্শে চ প্রতিমর্শে চ বিশেষো ন ভবেদ্ যদি।
কো মর্শং সপরীহারং সাপদঞ্চ ভজেত্ততঃ।
অচ্ছপানবিচারাখ্যৌ কুটী বাতাতপস্থিতি।
অন্বাসমাত্রাবস্তী চ তদ্বদেব চ নির্দ্দিশেৎ।

প্রতিমর্শ নস্য যদি নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয়, এবং উহাদের উপকারিতা বিষয়ে কোন বিশেষ না থাকে, তবে যে মর্শাখ্য নস্য সেবনে শীতল জলসেকাদি পরিহাররূপ নানা নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, এবং যাহাতে অক্ষিস্তব্ধাদি বিবিধ ব্যাপত্তি ঘটে, সে মর্শ নস্য কেন লোকে সেবন করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মর্শ আশুকারী অর্থাৎ শীঘ্র দোষ নির্হরণ করে, প্রতিমর্শ চিরকারী অর্থাৎ বিলম্বে দোষ হরণ করে, অতএব আশু দোষ নির্হরণ হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে দোষ নির্হরণ নিবন্ধন প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষতা আছে, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। অতএব যে ব্যক্তি আশু সুখোচ্ছাসাদির উপকার পাইবার ইচ্ছা করে, তাহার মর্শ নামক স্নেহ নস্য গ্রহণই প্রয়োজন। এইরূপ স্নেহাধ্যায়োক্ত অচ্ছপান ও বিচারণা, রসায়নযোগে কুটী প্রবেশ স্থিতি ও বাতাতপাদির অপরিহার স্থিতি, এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তি ইহারাও কোন চিরকারী শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

অণুতৈলম্।

জীবন্তী জল দেবদারু জলদত্বক্ সেব্য গোপীহিমম্
দার্ব্বীত্বঙ্মধুকপ্লবাগুরুবরা * পুণ্ড্রাহ্ববিল্বোৎপলম্।
ধাবন্যৌ সুরভিঃ স্থিরে কৃমিহরং পত্রং ত্রুটীং রেণুকম্
কিঞ্জল্কং কমলাহ্বয়ং শতগুণে দিব্যেঽম্ভসি কাথয়েৎ।
তৈলাদ্রসং দশগুণং † পরিশেষ্য তেন
তৈলং পচেচ্চ সলিলেন দশৈব বারান্।
পাকে ক্ষিপেচ্চ দশমে সমমাজদুগ্ধং
নস্যং মহাগুণমুশন্ত্যণুতৈলমেতৎ।

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুথা, গুড়ত্বক্ বেণার মূল, অনন্ত মূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, যষ্টিমধু, গন্ধতৃণ, অগুরু, ত্রিফলা, বরী (পাঠান্তর শতমূলী), পৌণ্ডরীক, বিল্ব, উৎপল (কুমুদ), বৃহতী, কণ্টকারী, সল্লকী, (কুন্দুরকী), শালপানি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, রেণুক, নাগকেশর, পদ্মরেণু (পাঠান্তরে বেড়েলা), এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া শতগুণ বৃষ্টির জলে কাথ করিবে এবং তৈলের দশগুণ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথদ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে, দশম পাকে তৈলসম ছাগদুগ্ধ দিয়া তাহা পুনঃ পাক করিবে। এইরূপে পক্ক তৈলকে অণুতৈল কহে। এই তৈল নস্যপ্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। ইহা অণু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া তাহাকে অণুতৈল কহে।

ঘনোন্নত প্রসন্নত্বক্ স্কন্ধ গ্রীবাস্য বক্ষসঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়াস্ত্বপলিতা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ।

নস্যশীল ব্যক্তিদিগের ত্বক্, স্কন্ধ, গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃ, ঘন উন্নত ও নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং কেশাদি অকাল পক্কতা বর্জ্জিত হয়।

* বরীতি পাঠান্তরম্।
† কমলাদ্বলামিতি পাঠান্তরম্।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধূমপানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

জত্রূর্দ্ধং কফবাতোত্থ বিকারাণামজন্মনে।
উচ্ছেদায় চ জাতানাং পিবেদ্ ধূমং সদাত্মবান্॥

অতঃপর আমরা ধূমপান বিধি ব্যাখ্যা করিব। ঊর্দ্ধ জত্রুগত বাতশ্লেষ্ম জনিত রোগের অনুৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন রোগের উচ্ছেদের নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধূমপান করিবে।

স্নিগ্ধো মধ্যঃ স তীক্ষ্ণশ্চ বাতে বাতকফে কফে।
যোজ্যো ন রক্তপিত্তার্ত্তি বিরিক্তোদর মেহিষু॥
তিমিরোর্দ্ধানিলাধ্মান রোহিণীদত্তবস্তিষু।
মৎস্য মদ্য দধি ক্ষীর ক্ষৌদ্র স্নেহ বিষাশিষু।
শিরস্যভিহতে পাণ্ডুরোগে জাগরিতে নিশি।

সেই ধূম ত্রিবিধ। যথা, স্নিগ্ধ, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। বাতে স্নিগ্ধ, বাত কফে মধ্য এবং কফে তীক্ষ্ণ ধূম প্রযোজ্য। কিন্তু রক্তপিত্ত, উদর রোগ, মেহ, তিমির নামক চক্ষু রোগ, ঊর্দ্ধ বায়ু, উদরাধ্মান ও রোহিণী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং বিরিক্ত ও দত্ত বস্তি ব্যক্তিদের, আর যাহারা মৎস্য, মদ্য, দধি, দুগ্ধ, মধু, স্নেহ ও বিষভোজী, তাহাদের এবং মস্তকাভিঘাতে, পাণ্ডুরোগে ও রাত্রি-জাগরণে ধূম সেব্য নহে।

রক্তপিত্তান্ধ্য বাধির্য্য তৃণ্মূর্চ্ছা মদ মোহকৃৎ।
ধূমোঽকালেঽতিপীতো বা তত্র শীতো বিধিহিতঃ।

অকালে অর্থাৎ উপরোক্ত নিষিদ্ধ স্থলে ধূমপান অথবা অতি মাত্র ধূমপান করিলে রক্তপিত্ত, আন্ধ্য, বধিরতা, তৃষ্ণা, সংজ্ঞানাশ ও চিত্তবিভ্রম হয়। অবৈধ ধূমপান জনিত রোগে ঘৃতের পান, নস্য, আলেপন ও পরিষেকাদি শীতল ক্রিয়া হিতকর।

ক্ষুত জৃম্ভিতবিণ্মূত্র স্ত্রীসেবা শস্ত্রকর্ম্মণাম।
হাসস্য দন্তকাষ্ঠস্য ধূমমন্তে পিবেন্মৃদু।
কালেষ্বেষু নিশাহার নাবনান্তে চ মধ্যমম্।
নিদ্রা নস্যাঞ্জন স্নান ছর্দ্দিতান্তে বিরেচনম্॥

হাঁচি, জৃম্ভা, মলমূত্রত্যাগ, স্ত্রীসঙ্গ, শস্ত্রকর্ম্ম, হাস্য ও দন্তধাবন ইহাদের অন্তে মৃদু অর্থাৎ স্নিগ্ধ ধূমপান, কিন্তু এই সকল কার্য্যের সময়ে এবং রাত্রিভোজন ও মধ্যম ধূমপান আর নিদ্রা, তীক্ষ্ণ নস্য গ্রহণ, অঞ্জন ধারণ, স্নান ও বমনান্তে বিরেচন ধূমপান বিধেয়।

বস্তি নেত্রসমদ্রব্যং ত্রিকোশং কারয়েদৃজু।
মূলাগ্রেঽঙ্গুষ্ঠ কোলাস্থি প্রবেশং ধূমনেত্রকম্॥

ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি ও বেণু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে বস্তিনেত্র প্রস্তুত করিতে হয় সেই সেই দ্রব্যদ্বারা ধূমনেত্র নির্ম্মাণ করাইবে। ধূমনেত্র ত্রিপর্ব্ব বিশিষ্ট ও ঋজু, ইহার মূলভাগের ছিদ্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এবং অগ্রভাগের ছিদ্র কোলাস্থি (কুলের আঁটি) প্রবেশ যোগ্য।

তীক্ষ্ণস্নেহনমধ্যেষু ত্রীণি চত্বারি পঞ্চ চ।
অঙ্গুলানাং ক্রমাৎ পাতুঃ প্রমাণেনাষ্টকানি তৎ।

তীক্ষ্ণ ধূমপানে নেত্রের দৈর্ঘ্য, ধূমপায়ীর অঙ্গুল পরিমাণের ২৪ অঙ্গুল, স্নেহন ধূমপানে ৩২ অঙ্গুল এবং মধ্য ধূমপানে ৪০ অঙ্গুল পরিমিত প্রস্তুত করাইতে হইবে।

ঋজ্বপবিষ্টস্তচ্চেতা বিবৃতাস্যস্ত্রিপর্য্যয়ম্ *।
পিধায় ছিদ্রমেকৈকং ধূমং নাসিকয়া পিবেৎ।

* ত্রিপর্য্যয়মিতি পর্য্যয়ো ব্যতিক্রমঃ। অত্র প্রকরণাদ্ ধূমস্যাক্ষেপবিসর্গয়োঃ ক্রমাদ্যথাস্বং পর্য্যায়শব্দ বাচ্যম্। (আক্ষেপঃ টানা ইতি লোকে) বিসর্গঃ (ছাড়া) ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ। (চরকে তু আক্ষেপবিসর্গৌ আপানশব্দেনোক্তৌ। ত্রয়ঃ পর্য্যায়াঃ আপান ব্যতিক্রমা বিদ্যন্তে যত্র ধূমপানেঽতৎ ত্রিপর্য্যয়মিতি পিবেদিত্যস্য বিশেষণত্বেন যোজ্যম্।

ঋজুভাবে উপবিষ্ট, ধূমপানে একাগ্রচিত্ত ও বিবৃতাস্য হইয়া নাসিকার এক ছিদ্র টিপিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা ধূম পান করিয়া মুখ দ্বারা ধূম ত্যাগ করিবে, পুনর্ব্বার অন্য ছিদ্র টিপিয়া অপর ছিদ্র দ্বারা ধূম পান করিয়া মুখ দ্বারা ত্যাগ করিবে, পুনর্ব্বার অপর ছিদ্র টিপিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা ধূম পান করিয়া মুখ দ্বারা ত্যাগ করিবে। এইরূপ এক এক নাসা ত্রিপর্য্যয় করিতে হইবে।

প্রাক্ পিবেন্নাসয়োৎক্লিষ্টে দোষে ঘ্রাণশিরোগতে।
উৎক্লেশনার্থং বক্ত্রেণ বিপরীতস্তু কণ্ঠগে॥
মুখেনৈব বমেদ্ ধূমং নাসয়া দৃগ্বিঘাতকৃৎ॥

নাসা বা শিরোগত দোষ বহির্গমনোন্মুখ হইলে, অগ্রে নাসিকাদ্বারা ধূম পান করিবে বহির্গমনোন্মুখ না হইলে, বহির্গমনোন্মুখ করিবার জন্য প্রথমে মুখ দ্বারা পশ্চাৎ নাসিকা দ্বারা পান করিবে, কিন্তু কণ্ঠগত দোষকে বহির্গমনোন্মুখ করণার্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ অগ্রে নাসিকা দ্বারা পরে মুখ দ্বারা ধূম পান করিতে হইবে। মুখ বা নাসিকা দ্বারা পীত ধূম মুখ দ্বারাই ত্যাগ করিবে, কারণ পীত ধূম, নাসা দ্বারা উৎসৃজ্যমান হইলে তিমিরাদি নেত্ররোগ জন্মাইয়া থাকে।

আক্ষেপমোক্ষৈঃ পাতব্যো ধূমস্তু ত্রিস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।

এক একবারে তিনবার করিয়া ধূম গ্রহণ ও ধূম ত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার ধূমপান করিবে।

অহ্নঃ পিবেৎ সকৃৎ স্নিগ্ধং দ্বির্মধ্যং শোধনং পরম্।
ত্রিশ্চতুর্বা মৃদৌ তত্র দ্রব্যাণ্যগুরু গুগ্‌গুলুঃ॥
মুস্ত স্থৌণেয় শৈলেয় নলদোশীর বালকম্।
বরাঙ্গ কৌন্তী মধুক বিল্বমজ্জৈলবালুকম্॥
শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসো ধামকং মদনং প্লবম্।
শল্লকী কুঙ্কুমং মাষা যবাঃ কুন্দুরকং তিলাঃ।
স্নেহঃ ফলানাং সারাণাং মেদো মজ্জা বসা ঘৃতম্॥

দিবসে একবার স্নিগ্ধধূম; দুইবার মধ্য-ধূম; তিন বা চারিবার শোধন (তীক্ষ্ণ) ধূম পান করিবে। এই ত্রিবিধ ধূমের মধ্যে মৃদুধূমে এই সকল দ্রব্য গ্রহণীয়, অর্থাৎ ইহাদের ধূম গ্রহণ করিবে। যথা, অগুরু, গুগ্‌গুলু, মুথা, স্থৌণেয় (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ গাঁটিয়ালা), শৈলেয় (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ), জটামাংসী, বেণার মূল, বালা, ত্রিফলা, রেণুক, যষ্টিমধু, বিল্বমজ্জা, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ধুনা, রোহিষ নামক গন্ধতৃণ, ময়না, কৈবর্ত্ত মুস্তক, শল্লকী, কুঙ্কুম, মাষকলাই, যব, কুন্দুরক, (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ), তিল এবং আখ্‌রোট ও নারিকেলাদির স্নেহ, খদির ও অসনাদির স্নেহ এবং মেদ, মজ্জা বসা ও ঘৃত।

শমনে শল্লকী লাক্ষা পৃথ্বিকা কমলোৎপলম্।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষ রোধ্রত্বচঃ সিতা।
যষ্টিমধুঃ সুবর্ণত্বক্ পদ্মকং রক্তযষ্টিকা।
গন্ধাশ্চ কুষ্ঠ তগরাস্তীক্ষ্ণে জ্যোতিষ্মতী নিশা॥
দশমূল মনোহ্বালং লাক্ষা শ্বেতা ফলত্রয়ম্।
গন্ধদ্রব্যাণি তীক্ষ্ণাণি গণো মূর্দ্ধবিরেচনঃ॥

শল্লকী. লাক্ষা, এলাইচ বা কৃষ্ণজীরক, পদ্ম, উৎপল এবং বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও লোধ ইহাদের ত্বক্, চিনি, যষ্টিমধু, হরিচন্দন ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল গন্ধদ্রব্য শমন (মধ্য) ধূমার্থ গ্রহণীয়। কুড় এবং তগরপাদুকা পরিত্যজ্য।

তীক্ষ্ণ (বিরেচন) ধূমে এই সকল শিরোবিরেচন দ্রব্য গ্রহণীয়। যথা, লতা-ফট্‌কী, হরিদ্রা, দশমূল, মনঃশিলা, হরিতাল, লাক্ষা, কাষ্ঠপাটলা ও ত্রিফলা এবং গন্ধদ্রব্য ও সংগ্রহোক্ত মূর্দ্ধবিরেচনগণ।

জলে স্থিতামহোরাত্রমিষীকাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্।
পিষ্টৈর্ধূমৌষধৈরেবং পঞ্চকৃত্বঃ প্রলেপয়েৎ॥
বর্ত্তিরঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূলা যবমধ্যা যথা ভবেৎ।

ছায়াশুষ্কাং বিগর্ভাস্তাং স্নেহাভ্যক্তাং যথাযথম্ ।
ধূমনেত্রাপিতাং পাতুমগ্নিপ্লুষ্টাং প্রয়োজয়েৎ ॥

দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ একগাছি কুশমূল, জলে ভিজাইয়া ধূম বিধানোক্ত ঔষধ সকল পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট ঔষধ দ্বারা ক্রমশঃ এরূপভাবে পাঁচবার প্রলেপ দিবে, যেন উহার মধ্যভাগ অঙ্গুলবৎ স্থূল ও দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম হয়। পরে ঐ বর্ত্তিকে ছায়া শুষ্ক করিয়া উহার মধ্য হইতে কুশমূল অপনীত করিয়া যথাযথ স্নেহাভ্যক্ত করিবে এবং বর্ত্তির এক প্রান্ত ধূমনেত্রের (ধূমপানার্থ নলের) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্ত অগ্নিপ্লুষ্ট করিয়া উহার ধূম পান করিবে।

শরাব সম্পুটচ্ছিদ্রে নাড়ী ন্যস্য দশাঙ্গুলাম্ ।
অষ্টাঙ্গুলাং বা বক্ত্রেণ কাসবান ধূমমাপিবেৎ ॥

কাসরোগীর ধূমপান বিধি। এক খানি শরাতে স্নেহাভ্যক্ত কাসঘ্ন চূর্ণ বা গুলি রাখিয়া উহার উপরে অপর এক খানি শরা উপুড় করিয়া চাপা দিয়া শরাব দ্বয়ের সংযোগ মুখ উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে এবং উপরের শরার মধ্যে একটি ছিদ্র করিয়া উহাতে ধূমপানার্থ একটি দ্বাদশাঙ্গুল বা অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত নল প্রবেশ করাইয়া দিবে, পরে ঐ শরার সম্পুট, নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে স্থাপন করিয়া যখন ঐ কাসহর, ঔষধের ধূম বাহির হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত নলদ্বারা উহা মুখে দিয়া পান করিবে।

কাসঃ শ্বাসঃ পীনসো বিস্বরত্বং
পূতির্গন্ধঃ পাণ্ডুতা কেশদোষঃ ।
কর্ণাস্যাক্ষিস্রাব কণ্ডূর্ত্তি জাড্যং
তন্দ্রা হিধ্মা ধূমপং ন স্পৃশন্তি ॥

কাস, শ্বাস, পীনস, বিস্বরত্ব, মুখ ও নাসিকার দুর্গন্ধ, পাণ্ডুতা, অকাল পকতাদি কেশদোষ, কর্ণ, মুখ ও নেত্রের স্রাব, কণ্ডূ বেদনা ও জড়তা, তন্দ্রা ও হিক্কা এই সকল ধূমপায়ীকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো গণ্ডূষাদিবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

চতুষ্প্রকারো গণ্ডূষঃ স্নিগ্ধঃ শমন শোধনৌ ।
রোপণশ্চ ত্রয়স্তত্র ত্রিষু যোজ্যাশ্চলাদিষু ॥
অন্ত্যো ব্রণঘ্নঃ স্নিগ্ধোঽত্র স্বাদ্বম্ল পটুসাধিতৈঃ ।
স্নেহৈঃ সংশমনৈস্তিক্ত কষায় মধুরৌষধৈঃ ॥
শোধন স্তিক্ত কট্বম্ল পটূষ্ণৈঃ রোপণঃ পুনঃ ।
কষায় তিক্তকৈ স্তত্র স্নেহক্ষীরং মধূদকম্ ॥
শুক্তং মদ্যং রসো মূত্রং ধান্যাম্লং যথাযথম্ ।
কল্কৈর্যুক্তং বিপক্বং বা যথাস্পর্শং প্রয়োজয়েৎ ॥

গণ্ডূষ চারি প্রকার যথা, স্নিগ্ধ, শমন, শোধন ও রোপণ; ইহার মধ্যে স্নিগ্ধাদি তিন প্রকার যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মায় প্রযোজ্য অর্থাৎ বাতে স্নিগ্ধ, পিত্তে শমন, কফে শোধন গণ্ডূষ ব্যবস্থেয়। রোপণ গণ্ডূষ ক্ষত নিবারক। মধুর, অম্ল ও লবণ রস সাধিত স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ গণ্ডূষ, তিক্ত, কষায় ও মধুর ঔষধ দ্বারা শমন গণ্ডূষ, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ দ্বারা শোধন গণ্ডূষ, এবং কষায় ও তিক্ত ঔষধ দ্বারা রোপণ গণ্ডূষ সাধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গণ্ডূষের মধ্যে ঘৃতাদি স্নেহ, দুগ্ধ, মধূদক, শুক্ত, মদ্য, মাংসযূষ, মূত্র ও ধান্যাম্ল, যথাযুক্ত কল্ক দ্বারা যুক্ত বা বিপক্ব করিয়া যথাস্পর্শ (শীতল বা উষ্ণ) প্রয়োগ করিবে।

দন্তহর্ষে দন্তচালে মুখরোগে চ বাতিকে ।
সুখোষ্ণমথবা শীতং তিলকল্কোদকং হিতম্ ॥

দন্তহর্ষে, চলদন্তে ও বাতিক মুখরোগে তিলকল্ক মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ অথবা শীতল জল হিতকর।

গণ্ডূষধারণে নিত্যং তৈলং মাংসরসোঽথবা।

নিত্য গণ্ডূষ ধারণে তৈল বা মাংস রস হিতকর।

উষা দাহান্বিতে পাকে ক্ষতে বাগন্তুসম্ভবে।
বিষক্ষারাগ্নিদগ্ধে চ সর্পির্ধার্য্যং পয়োঽথবা॥

উষা ও দাহযুক্ত ক্ষতপাকে বা আগন্তু ক্ষতে এবং বিষ, ক্ষার ও অগ্নিদগ্ধে ঘৃতের অথবা দুগ্ধের গণ্ডূষ ধার্য্য।

বৈশদ্যং জনয়ত্যাস্তে সন্দধাতি মুখব্রণান্।
দাহ তৃষ্ণাপ্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণম্॥

মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বৈশদ (পিচ্ছিলতা) দূরীভূত, মুখক্ষতের সন্ধান এবং দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়।

ধান্যাম্লমাস্যবৈরস্য মলদৌর্গন্ধ্যনাশনম্।
তদেবালবণং শীতং মুখশোষহরং পরম্॥

ধান্যাম্লের (কাঁজির) গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসতা দূর হয় এবং ঐ কাঁজি লবণ বিহীন হইলে শীতবীর্য্য ও মুখশোষ নাশক হইয়া থাকে।

আশু ক্ষারাম্বু গণ্ডূষো ভিনত্তি শ্লেষ্মণশ্চয়ম্।
সুখোষ্ণোদক গণ্ডূষৈর্জায়তে বক্ত্রলাঘবম্॥

ক্ষার মিশ্রিত জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে আশু শ্লেষ্ম সঞ্চয় বিনষ্ট হয়। সুখোষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণে মুখের লঘুতা জন্মে।

নিবাতে সাতপে স্বিন্ন মৃদিত স্কন্ধ কন্ধরঃ।
গণ্ডূষমপিবন্ কিঞ্চিদুন্নতাস্যো বিধারয়েৎ॥

নির্ব্বাতস্থানে সূর্য্যালোকে বসিয়া স্কন্ধ কন্ধর অগ্রে স্বিন্ন পশ্চাৎ মৃদিত করিয়া এবং কিঞ্চিৎ উন্নতাস্য হইয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে, উহা পান করিবে না।

কফপূর্ণাস্যতা যাবৎ স্রবেদ্ ঘ্রাণাক্ষতাথবা।
অসঞ্চার্য্যো মুখে পূর্ণে গণ্ডূষঃ কবলোঽন্যথা॥

যে পর্য্যন্ত মুখ পূর্ণ থাকে অথবা নাক মুখ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত গণ্ডূষ ধারণ করিবে (ক্রমশঃ পাঁচ সাতবার গণ্ডূষ ধারণ করা আবশ্যক)। দ্রব পদার্থ দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ থাকাতে যদি ঐ মুখগত দ্রব পদার্থকে সঞ্চারিত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উহাকে গণ্ডূষ এবং সঞ্চারিত করিতে পারিলে তাহাকে কবল বলা যায়।

মন্যা শিরঃ কর্ণ মুখাক্ষিরোগাঃ
প্রসেক কণ্ঠাময় বক্ত্র শোষাঃ।
হৃল্লাস তন্দ্রা রুচি পীনসাশ্চ
সাধ্যা বিশেষাৎ কবলগ্রহেণ॥

মন্যা, শির, কর্ণ, মুখ ও নেত্র রোগ, মুখ প্রসেক, নানাবিধ কণ্ঠরোগ, মুখশোষ, বমনভাব, তন্দ্রা, অরুচি ও পীনস রোগ, কবল ধারণ দ্বারা সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসার্হ হইয়া থাকে।

কল্কো রসক্রিয়া চূর্ণস্ত্রিবিধং প্রতিসারণম্ *।
যুঞ্জ্যাত্তৎ কফ রোগেষু গণ্ডূষ বিহিতৌষধৈঃ॥

প্রতিসারণ তিন প্রকার, যথা, কল্ক, রসক্রিয়া ও চূর্ণ। শোধন গণ্ডূষ বিহিত ঔষধ দ্বারা, কফরোগে উহা প্রযোজ্য। জলাদিপিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক, মধু প্রভৃতি দ্বারা দ্রবীকৃত দ্রব্যকে রস ক্রিয়া কহে।

মুখালেপস্ত্রিধা দোষ বিষহা বর্ণকৃচ্চ সঃ।
উষ্ণো বাত কফে শস্তঃ শেষেষত্যর্থশীতলঃ॥

মুখালেপ তিন প্রকার, যথা, দোষঘ্ন, বিষহর ও বর্ণকর। বাতকফে উষ্ণ, অন্য দোষে অতি শীতল মুখালেপ প্রশস্ত।

* যদৌষধং অঙ্গুল্যা প্রযুজ্যতে তৎ প্রতিসারণমুচ্যতে। প্রতিসারণমিত্যায়ুর্ব্বেদে পারিভাষিকী সংজ্ঞা।

ত্রিপ্রমাণশ্চতুর্ভাগ ত্রিভাগার্দ্ধাঙ্গুলোন্নতিঃ।
অশুষ্কস্য স্থিতিস্তস্য শুষ্কো দূষয়তি চ্ছবিম্‌।
তমার্দ্রয়িত্বাপনয়েত্তদন্তেঽভ্যঙ্গমাচরেৎ।
বিবর্জ্জয়েদ্দিবা স্বপ্ন ভাষ্যাগ্ন্যাতপশুক্ক্রুধঃ।

মুখালেপ, অঙ্গুলির চতুর্থাংশ তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধেক পরিমাণে পুরু হওয়া আবশ্যক। উহা যতক্ষণ আর্দ্র থাকিবে, ততক্ষণই রাখিবে, যে হেতু শুষ্ক আলেপ ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে। তুলিবার সময় উহাকে আর্দ্র করিয়া তুলিবে, তৎপর তৈলাদি অভ্যঙ্গ করিবে। মুখালেপী ব্যক্তি দিবা নিদ্রা, অধিক বাক্য কথন, অগ্নি ও আতপ সেবন, শোক এবং ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

ন যোজ্যঃ পীনসেঽজীর্ণে দত্তনস্যে হনুগ্রহে।
অরোচকে জাগরিতে স চ হন্তি সুযোজিতঃ।
অকাল পলিত ব্যঙ্গ বলিতিমির নীলিকাঃ॥

পীনস, অজীর্ণ, হনুগ্রহ ও অরোচক রোগে, নস্যদানান্তে এবং রাত্রিজাগরণে মুখালেপ প্রযোজ্য নহে। উহা বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে, কেশাদির অকাল পক্কতা, ব্যঙ্গ (মেচেতা), বলি, তিমির রোগ ও নীলিকা প্রশমিত হয়।

কোলমজ্জা বৃষামূলং শাবরং গৌরসর্ষপাঃ।
সিংহীমূলং তিলাঃ কৃষ্ণা দার্ব্বীত্বঙ্‌নিস্তুষা যবাঃ।
দর্ভমূল হিমোশীর শিরীষ মিশিতণ্ডুলাঃ।
কুমুদোৎপল কহ্লার দূর্ব্বামধুক চন্দনম্‌।
কালীয়ক তিলোশীর মাংসী তগর পদ্মকম্‌।
তালীশ গুন্দ্রা পুণ্ড্রাহ্ব যষ্টিকাশ নতাগুরুঃ॥
ইত্যর্দ্ধার্দ্ধোদিতা লেপা হেমন্তাদিষু ষট্‌ স্মৃতাঃ।

হেমন্তাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকোক্ত দ্রব্য সকলের মুখালেপ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ হেমন্তে কুল আঁটির শাঁস, বাসক মূল, মৌরী ও শ্বেত সর্ষপের মুখালেপ, শিশিরে কণ্টকারী মূল, কৃষ্ণতিল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি ও নিস্তুষ যবের, বসন্তে কুশমূল, চন্দন, বেণার মূল, শিরীষ, জটামাংসী বা মৌরী ও বিড়ঙ্গের, গ্রীষ্মে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও চন্দনের, বর্ষায় কৃষ্ণাগুরু, তিল, বেণার মূল, জটামাংসী, তগরপাদুকা ও পদ্মকাষ্ঠের, শরৎকালে তালীশপত্র, ভদ্রমুস্তক, পুণ্ডরীক, যষ্টিমধু, কাশ, তগরপাদী ও অগুরুর মুখালেপ প্রযোজ্য।

মুখালেপনশীলানাং দৃঢ়ং ভবতি দর্শনম্‌।
বদনঞ্চাপরিম্লানং শ্লক্ষ্ণং তামরসোপমম্‌॥

মুখালেপনশীল ব্যক্তির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং মুখ পদ্ম সদৃশ বিকসিত ও কোমল হয়।

অভ্যঙ্গ সেকপিচবো বস্তিশ্চেতি চতুর্ব্বিধম্‌।
মূর্দ্ধ তৈলং বহুগুণং তদ্বিদ্যাদুত্তরোত্তম্‌।

অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচু ও বস্তি, এই চারি প্রকারে মস্তকে তৈল প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহারা উত্তরোত্তর গুণবত্তর অর্থাৎ অভ্যঙ্গ অপেক্ষা পরিষেক, পরিষেক অপেক্ষা পিচু এবং পিচু অপেক্ষা বস্তি অধিক গুণবিশিষ্ট।

তত্রাভ্যঙ্গঃ প্রযোক্তব্যো রৌক্ষ্যকণ্ডু মলাদিষু।
অরুংষিকাশিরস্তোদ দাহ পাক ব্রণেষু তু॥
পরিষেকঃ পিচুঃ কেশপাত স্ফুটন ধূপনে।
নেত্রস্তম্ভে চ বস্তিস্তু প্রসুপ্ত্যর্দ্দিতজাগরে।
নাসাস্য শোষে তিমিরে শিরোরোগে চ দারুণে॥

উপরোক্ত অভ্যঙ্গাদি চারি প্রকার তৈল প্রয়োগের মধ্যে অভ্যঙ্গ তৈল মস্তকের রুক্ষতা, কণ্ডু ও মলাদি নিবারণের জন্য; পরিষেক, মস্তকের ব্রণ, সূচীবেধবৎ বেদনা, দাহ, পাক ও ক্ষত নিবারণের জন্য; পিচু (কার্পাসাদি দ্বারা তৈল প্রয়োগ), মস্তকের কেশপাত, কেশভূমি স্ফুটন (ফাটা), ধূম নির্গমবৎ বেদনা ও নেত্রস্তম্ভ নিবারণের জন্য; এবং বস্তি,

প্রসুপ্তি, অর্দ্দিত, নিদ্রানাশ, নাসা ও মুখশোষে তিমির নামক নেত্ররোগ ও দারুণ শিরোরোগে প্রযোজ্য।

শিরোবস্তিবিধিঃ।

বিধিস্তস্য নিষণ্ণস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ।
শুদ্ধাক্তস্বিন্নদেহস্য দিনান্তে গব্যমাহিষম্॥
দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণং চর্ম্মপট্টং শিরঃ সমম্।
আকর্ণ বন্ধন স্থানং ললাটে বস্ত্র বেষ্টিতে॥
চৈলবেণিকয়া বদ্ধা মাষ কল্কেন লেপয়েৎ।
ততো যথাব্যাধি শৃতং স্নেহং কোষ্ণং নিষেচয়েৎ॥
উর্দ্ধং কেশভুবো যাবদ্দ্ব্যঙ্গুলং ধারয়েচ্চ তম্।
আবক্ত্র নাসিকাক্লেদাদ্ দশাষ্টৌ ষট্ চলাদিষু॥
মাত্রা সহস্রাণ্যরুজিস্ত্বেবং স্কন্ধাদি মর্দ্দয়েৎ।
মুক্ত স্নেহস্য পরমং সপ্তাহং তস্য সেবনম্॥

দিবাবসানে, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ, তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত, স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন এবং মৃদু আস্তরণ বিশিষ্ট জানুতুল্য উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির ললাটে বস্ত্র বান্ধিয়া তদুপরিভাগে দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ মস্তকসম দীর্ঘ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বন্ধন যোগ্য স্থানবিশিষ্ট গব্য বা মহিষ চর্ম্মপট্ট চেল (বস্ত্রখণ্ড) নির্ম্মিত বেণী দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া উহা মাষকল্ক (বাটা মাষকলাই) দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর ব্যাধির উপযুক্ত ঈষদুষ্ণ পক্ব স্নেহ (তৈলাদি) চর্ম্মপট্টের উপরি ছিদ্র দ্বারা কেশভূমির উপরে দুই অঙ্গুল যাবৎ অবসেচন করিবে। এবং যে পর্য্যন্ত না মুখ ও নাসিকা দিয়া স্রাব নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ তৈল মস্তকে ধারণ করিবে। বাত দুষ্টিতে দশ সহস্র, পিত্ত দুষ্টিতে আট সহস্র, কফদুষ্টিতে ছয় সহস্র মাত্রা এবং সুস্থাবস্থায় এক সহস্র মাত্রা ধারণ করিতে হইবে। শিরোবস্তি অপনীত করিয়া স্কন্ধ গ্রীবাদি স্থান মর্দ্দন করিবে। এক সপ্তাহ কাল, শিরোবস্তি প্রয়োগের চরম সীমা।

কর্ণপূরণম্।

ধারয়েৎ পূরণং কর্ণে কর্ণমূলং বিমর্দ্দয়ন্।
রুজঃ স্যান্মার্দ্দবং যাবন্মাত্রা শতমবেদনে॥

কর্ণে স্নেহ পূরণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না কর্ণ বেদনার লাঘব হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ণে স্নেহ ধারণ করিবে এবং কর্ণমূল মর্দ্দন করিবে। সুস্থাবস্থায় শত মাত্রা পর্য্যন্ত কর্ণে স্নেহ ধারণ করিবে।

যাবৎ পর্য্যেতি হস্তাগ্রং দক্ষিণং জানুমণ্ডলম্।
নিমেষোন্মেষকালেন সমং মাত্রা তু সা স্মৃতা॥

দক্ষিণ হস্তাগ্র দ্বারা জানুর চতুর্দ্দিক্ আবর্ত্তন করিতে যে সময় লাগে তাহা যদি চক্ষুর নিমেষোন্মেষের স্বাভাবিক কালের সমান হয়, তবে সেই সময়কে মাত্রা কহা যায়।

কচ সদন সিতত্ব পিঞ্জরত্বং
পরিস্ফুটন শিরসঃ সমীররোগান্।
জয়তি জনয়তীন্দ্রিয়প্রসাদং
স্বরহনুমূর্দ্ধবলঞ্চ মূর্দ্ধতৈলম্॥

মূর্দ্ধতৈল, কেশের পতন, শুক্লত্ব, পিঙ্গলত্ব বা পরিস্ফুটন (নিম্নোচ্চভাব) মস্তকের বাতরোগ সমূহ নাশ করে এবং ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা, স্বর, হনু ও মস্তকের বল সাধন করে।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো আশ্চোতনাঞ্জনবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বেষামক্ষিরোগাণামাদাবাশ্চোতনং হিতম্।
রুক্ তোদ কণ্ডূ ঘর্ষাশ্রু দাহ রোগ নিবর্হণম্।

অতঃপর আমরা আশ্চোতন ও অঞ্জনবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সর্ব্বপ্রকার অক্ষিরোগের প্রথমে আশ্চোতন অর্থাৎ নেত্র

পরিষেক হিতকর। উহা দ্বারা চক্ষুর বেদনা, ব্যথা, কণ্ডু, ঘর্ষ (পাতাদ্বয়ের সংশ্লেষ), অশ্রুপাত, দাহ ও রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়।

উষ্ণং বাতে কফে কোষ্ণং তচ্ছীতং রক্তপিত্তয়োঃ।
নিবাতস্থস্য বামেন পাণিনোন্মীল্য লোচনম্।
শুক্ত্যা প্রলম্বয়ান্যেন পিচুবর্ত্ত্যা কনীনিকে।
দশ দ্বাদশ বা বিন্দূন্ দ্ব্যঙ্গুলাদবসেচয়েৎ॥
ততঃ প্রমৃজ্য মৃদুনা চৈলেন কফ বাতয়োঃ।
অন্যেন কোষ্ণ পানীয় প্লুতেন স্বেদয়েন্মৃদু॥

বাতে উষ্ণ, কফে ঈষদুষ্ণ এবং রক্তে ও পিত্তে শীতল পরিষেক প্রয়োজ্য। আশ্চোতনবিধি, যথা, বৈদ্য রোগীকে নিবাতস্থানে বসাইয়া বাম হস্ত দ্বারা তাহার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ঝিনুক বা কার্পাসবর্ত্তি দ্বারা দুই আঙ্গুল অন্তর হইতে কনীনিকায় (অক্ষিতারায়) দশ বা বার বিন্দু অবসেচন করিবে। তদনন্তর কোমল বস্ত্র খণ্ড দিয়া চক্ষু মুছিয়া, ঈষদুষ্ণ জলসিক্ত অপর চেল বর্ত্তি দ্বারা মৃদুভাবে চক্ষুতে স্বেদ দিবে। এইরূপ আশ্চোতন, বাত কফে প্রয়োজ্য, রক্তে বা পিত্তে উপযোগী নহে।

অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণং রুগ্রাগদৃঙ্নাশায়াক্ষি সেচনম্।
অতিশীতন্তু কুরুতে নিস্তোদস্তম্ভ বেদনাঃ॥
কষায় বর্ত্মতাং ঘর্ষং কৃচ্ছ্রোন্মেষণং বহু।
বিকার বৃদ্ধিমত্যল্পং সংরম্ভমপরিস্রুতম্॥

অতি উষ্ণ ও অতি তীক্ষ্ণ অক্ষি সেচন দ্বারা বেদনা, লৌহিত্য ও দৃষ্টি নাশ; অতি শীতল পরিষেক দ্বারা চক্ষুর নিস্তোদ (সূচীবেধনবৎ যন্ত্রণা), স্তব্ধতা ও শূল; বহু পরিষেক দ্বারা চক্ষুর পাতার রক্তবর্ণতা, পাতাদ্বয়ের সংযোগ এবং নেত্রোন্মীলন ও নিমীলনের কৃচ্ছ্রতা; অল্পমাত্র সেচন দ্বারা রোগের বৃদ্ধি এবং অপরিস্রুত (সমল) আশ্চোতন দ্বারা নেত্রক্ষোভ হইয়া থাকে।

গত্বা সন্ধিশিরো ঘ্রাণ মুখস্রোতাংসি ভেষজম্।
ঊর্দ্ধগান্নয়নে ক্ষিপ্ত মপবর্ত্তয়তে মলান্।

নয়নক্ষিপ্ত ভেষজ অক্ষিসন্ধি, মস্তক, নাসিকা ও মুখস্রোতে গমন করিয়া ঊর্দ্ধগ মল সকলকে অপনীত করে।

অথাঞ্জনং শুদ্ধতনোর্নেত্র মাত্রাশ্রয়ে মলে।
পক্ব লিঙ্গেঽল্প শোকার্তি কণ্ডু পৈচ্ছিল্য লক্ষিতে॥
মন্দ ঘর্ষাশ্রু রোগেঽক্ষি প্রযোজ্যং ঘনদূষিকে।
আর্ত্তং পিত্তকফাস্রগ্ভির্মারুতেন বিশেষতঃ॥

আশ্চোতনানন্তর অঞ্জন প্রযোজ্য। বিরেচনাদিদ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তির নেত্ররোগোৎপাদক দোষ, নয়নমাত্রকে আশ্রয় করিলে এবং অল্প শোথ, অতিকণ্ডু, পৈচ্ছিল্য, অল্প ঘর্ষ (পাতাযোড়া লাগা), অল্প অশ্রুপতন ও নেত্রমলের (পিচুটির) গাঢ়তা প্রভৃতি পক্ব লক্ষণ লক্ষিত হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পিত্ত, কফ, রক্ত ও বাত পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অঞ্জন বিশেষ উপযোগী।

লেখনং রোপণং দৃষ্টিপ্রসাদনমিতি ত্রিধা।
অঞ্জনং লেখনং তত্র কষায়াম্ল পটূষণৈঃ।
রোপণং তিক্তকৈর্দ্রব্যৈঃ স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনম্॥

অঞ্জন ত্রিবিধ। যথা, লেখন, রোপণ ও দৃষ্টি প্রসাদন। তন্মধ্যে কষায়, অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য দ্বারা লেখন, তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণ, মধুর ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা দৃষ্টি প্রসাদন অঞ্জন প্রস্তুত হয়। শস্ত্র দ্বারা যেমন কোন বস্তু চাঁচিয়া ফেলা যায়, তদ্রূপ যে অঞ্জন দ্বারা ছানি প্রভৃতি নেত্র রোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যায়, তাহাকে লেখন, যে অঞ্জন দ্বারা অভিষ্যন্দাদি অক্ষিরোগের সংরোহণ হয়, তাহাকে রোপণ এবং যদ্দ্বারা দৃষ্টি নির্ম্মলীকৃত হয়, তাহাকে দৃষ্টি প্রসাদন কহে।

দশাঙ্গুলা তনুর্মধ্যে শলাকা মুকুলাননা।
প্রশস্তা লেখনে তাম্রী রোপণে কাললোহজা।
অঙ্গুলী চ সুবর্ণোত্থা রূপ্যজা চ প্রসাদনে॥

অঞ্জন প্রদানার্থ দশ আঙ্গুল দীর্ঘ মধ্যে সূক্ষ্ম ও দুই মুখ মুকুলাকার এইরূপ শলাকাই প্রশস্ত। লেখনাঞ্জনে তাম্রের শলাকা, রোপণে কাল লৌহের শলাকা ও অঙ্গুলি এবং প্রসাদন অঞ্জনে স্বর্ণের বা রৌপ্যের শলাকা উপযুক্ত।

পিণ্ডী রসক্রিয়া চূর্ণস্ত্রিধৈবাঞ্জন কল্পনা।
গুরৌ মধ্যে লঘৌ দোষে তাঃ ক্রমেণ প্রযোজয়েৎ।

অঞ্জন কল্পনা ত্রিবিধ। যথা, পিণ্ডী, রসক্রিয়া (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ও চূর্ণ। গুরুদোষে পিণ্ডী, মধ্যদোষে রসক্রিয়া ও লঘুদোষে চূর্ণ প্রযোজ্য।

হরেণুমাত্রঃ পিণ্ডস্য বেল্লমাত্রা রসক্রিয়া।
তীক্ষ্ণস্য দ্বিগুণং তস্য মৃদুন শ্চূর্ণিতস্য চ।
দ্বে শলাকে তু তীক্ষ্ণস্য তিস্রঃ স্যারিতরস্য চ।

তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ মটর মাত্রা, মৃদু দ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ এবং রসক্রিয়ার পরিমাণ বিড়ঙ্গ মাত্র। তীক্ষ্ণ চূর্ণে দ্বিগুণ শলাকা, মৃদু চূর্ণে তিনগুণ শলাকা ব্যবহার্য্য।

নিশি স্বপ্নে ন মধ্যাহ্নে ম্লানে নোষ্ণগভস্তিভিঃ।
অক্ষিরোগায় দোষাঃ স্যুবর্দ্ধিতোৎপীড়িতঃ দ্রুতাঃ।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ তচ্ছান্ত্যৈ ব্যভ্রেহতীক্ষ্ণেহতোহঞ্জয়েৎ সদা।

রাত্রিকালে, নিদ্রাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং উষ্ণ রশ্মি দ্বারা নেত্র ম্লান হইলে অঞ্জন প্রযোজ্য নহে। কারণ এই সকল কালে প্রযুক্ত অঞ্জন দ্বারা দোষ সকল বর্দ্ধিত, উৎপীড়িত ও কালের উষ্ণত্ব হেতু দ্রবীভূত হইয়া অক্ষিরোগ উৎপাদন করে। অতএব নেত্ররোগ শান্তির জন্য পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যের অপ্রখর অবস্থায় অঞ্জন ধারণ করিবে।

বদন্ত্যন্যেতু ন দিবা প্রযোজ্যং তীক্ষ্ণমঞ্জনম।
বিরেক দুর্ব্বলং চক্ষুরাদিত্যং প্রাপ্য সীদতি।
স্বপ্নেন রাত্রৌ কালস্য সৌম্যত্বেন চ তর্পিতা।
শীতসাত্ম্যা দৃগাগ্নেয়ী স্থিরতাং লভতে পুনঃ॥

অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে, দিবায় তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রযোজ্য নহে। যেহেতু তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা বিরেচিত চক্ষু, সূর্য্য কিরণে অবসন্ন হয়। অতএব রাত্রিকালে অঞ্জন প্রদান কর্ত্তব্য, কারণ তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা নেত্র ক্ষোভিত হইলেও সৌম্যতা ও নিদ্রা দ্বারা আগ্নেয়ী দৃষ্টি পুনর্ব্বার তর্পিত হইয়া থাকে। যেহেতু নেত্র, শীতসাত্ম্য অর্থাৎ পিত্তজ্বরের ন্যায় অগ্নি গুণ বহুলা দৃষ্টি শীত গুণে স্নিগ্ধ হয়।

অত্যুদ্রিক্তে বলাসে তু লেখনীয়েহথবা গদে।
কামমহ্ন্যপি নাত্যুষ্ণে তীক্ষ্ণমক্ষি প্রযোজয়েৎ।

কফোল্বণ ব্যাধিতে অথবা শুক্রার্ম্মাদি লেখনীয় নেত্ররোগে ও নাত্যুষ্ণ দিনে নয়নে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু কালের উষ্ণত্ব ও অঞ্জনের তীক্ষ্ণত্ব এই অতিযোগ বশতঃ দৃষ্টির উপঘাত হয়।

অশ্মতো জন্ম লোহস্য তত এব চ তীক্ষ্ণতা।
উপঘাতোঽপি তেনৈব তথা নেত্রস্য তেজসঃ।

যেমন পাষাণ হইতে লৌহের উৎপত্তি (অর্থাৎ খনিস্থ লৌহাংশ সংযুক্ত পাষাণ হইতে লৌহ গৃহীত হয়) এবং পাষাণের ঘর্ষণ দ্বারা লৌহের তীক্ষ্ণতা হয়, আবার সেই পাষাণেই অত্যাঘাতাদি দ্বারা তীক্ষ্ণতা উপহতও হইয়া থাকে। সেইরূপ তেজঃ পদার্থ দ্বারা নেত্রের জন্ম, তেজঃ পদার্থের সম্যক্ যোগ দ্বারা নেত্রের তীক্ষ্ণতা ও অতিযোগ দ্বারা নেত্রের উপঘাত হয়। অতএব দিবার উষ্ণত্ব হেতু দিবাভাগে, নেত্রে অতি তীক্ষ্ণ আগ্নেয় দ্রব্যকৃত অঞ্জন প্রযোজ্য নহে।

ন রাত্রাবপি শীতেঽতি নেত্রে তীক্ষ্ণাঞ্জনং হিতম্'
দোষমস্রাবয়ৎ স্তম্ভকণ্ডূজাড্যাদিকারি তৎ।

কেহ কেহ বলেন, কফাধিক্য বশতঃ নেত্র অতি শীতল অর্থাৎ কণ্ডূ পৈচ্ছিল্যাদি কফ লক্ষণ সংযুক্ত হইলে রাত্রিতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন হিতজনক নহে। কারণ রাত্রিকালের সৌম্যত্ব হেতু তৎকালপ্রযুক্ত তীক্ষ্ণাঞ্জন ও দোষস্রাবণে সমর্থ না হইয়া নেত্রের স্তব্ধতা কণ্ডূ ও জাড্যাদি উৎপাদন করে।

নাঞ্জয়েদ্ভীত বমিত বিরিক্তাশিতবেগিতে।
ক্রুদ্ধজ্বরিততান্তাক্ষি * শিরোরুক্ শোকজাগরে॥
অদৃষ্টেঽর্কে শিরঃস্নাতে পীতয়োর্ধূমমদ্যয়োঃ।
অজীর্ণেঽগ্ন্যর্কসন্তপ্তে দিবা সুপ্তে পিপাসিতে॥

ভীত, বমিত, বিরিক্ত, সদ্যোভুক্ত, বেগার্ত্ত, ক্রুদ্ধ, জ্বরিত, গ্লানেনেত্র (অতি সূক্ষ্ম ও অতি উজ্জ্বলাদি দর্শনদ্বারা যাহার নেত্র অভিহত হইয়াছে), শিরোরোগগ্রস্ত, শোকার্ত্ত, রাত্রিজাগরিত, শিরঃস্নাত, ধূম, মদ্যপায়ী, অজীর্ণী, অগ্নি ও সূর্য্য সন্তপ্ত, দিবাসুপ্ত ও পিপাসিত ব্যক্তিদের পক্ষে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অঞ্জন প্রশস্ত নহে।

অতি তীক্ষ্ণ মৃদুস্তোক বহ্বচ্ছ ঘন কর্কশম্।
অত্যর্থ শীতলং তপ্তমঞ্জনং নাবচারয়েৎ॥

অতি তীক্ষ্ণ, অতি মৃদু, অতি অল্প, অত্যধিক, অতি তরল, অতি ঘন, অতি কর্কশ, অতি শীতল ও অতি তপ্ত অঞ্জন প্রযোজ্য নহে।

অথানুন্মীলয়ন্ দৃষ্টিমন্তঃ সঞ্চারয়েচ্ছনৈঃ।
অঞ্জিতে বর্ত্মনী কিঞ্চিচ্চালয়েচ্চৈবমঞ্জনম।
তীক্ষ্ণং ব্যাপ্নোতি সহসা ন চোন্মেষ নিমেষণম্।
নিষ্পীড়নঞ্চ বর্ত্মভ্যাং ক্ষালনং বা সমাচরেৎ।

* তান্তে সূক্ষ্মভাস্বরাদি দর্শনাদভিঘাতত্বাচ্চ গ্লানে অক্ষিণী যস্য স এবং তস্মিন্।

নেত্র অঞ্জিত হইলে, দৃষ্টিগোলক উন্মীলিত না করিয়া ক্রমে ক্রমে চক্ষুর পাতা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চালিত করিয়া নেত্রস্থ অঞ্জন ক্রমে ক্রমে সঞ্চালিত করিবে, তাহাতেই তীক্ষ্ণ অঞ্জন সমস্ত নেত্রে ব্যাপ্ত হইবে। সহসা অর্থাৎ বিধি অতিক্রম করিয়া নিমেষোন্মেষ বা বর্ত্ম দ্বারা পীড়ন অথবা ক্ষালন করিবে না।

অপেতৌষধসংরম্ভং নির্বৃত্তং নয়নং যদা।
ব্যাধি দোষর্ত্তু যোগ্যাভিরদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েত্তদা॥

ঔষধের ক্ষোভ অবগত হওয়াতে, যখন নয়ন নির্বৃত অর্থাৎ যন্ত্রণা রহিত হইবে, তখন অভিষ্যন্দাদি ব্যাধি, বাতাদি দোষ ও ঋতুর উপযুক্ত প্রস্তুত জল দ্বারা উহা ক্ষালন করিবে।

দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠকেনাক্ষ ততো বামং সবাসসা।
ঊর্দ্ধবর্ত্মন সংগৃহ্য শোধ্যং বামেন চেতরৎ।
বর্ত্মপ্রাপ্তাঞ্জনাদ্দোষো রোগান্ কুর্য্যাদতোঽন্যথা॥

নয়ন প্রক্ষালনানন্তর বস্ত্র বেষ্টিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রোগীর বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধবর্ত্ম ধরিয়া উহা শোধন করিবে এবং ঐরূপ বস্ত্রবেষ্টিত বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মুছাইয়া দিবে। নতুবা বর্ত্মপ্রাপ্ত অঞ্জন হেতুক দোষ ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে।

কণ্ডূজাড্যেঽঞ্জনং তীক্ষ্ণং ধূমং বা যোজয়েৎ পুনঃ।
তীক্ষ্ণাঞ্জনাভিতপ্তে তু চূর্ণং প্রত্যঞ্জনং হিতম্॥

ভাল পরিষ্কৃত না হওয়ায় চক্ষুর কণ্ডূ ও জড়তা হইলে, তীক্ষ্ণ অঞ্জন বা তীক্ষ্ণ ধূম প্রয়োগ করিবে। তীক্ষ্ণ অঞ্জন দ্বারা নয়ন অভিতপ্ত হইলে, প্রত্যঞ্জন চূর্ণ হিতজনক। (চক্ষু সন্তপ্ত হইলে, মধুর ও শীতল দ্রব্যের যে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে প্রত্যঞ্জন কহে)।

চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তর্পণপুটপাকবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নয়নে তাম্যতি স্তব্ধে শুষ্কে রুক্ষেঽভিঘাতিতে।
বাতপিত্তাতুরে জিহ্মে শীর্ণপক্ষ্মাবিলেক্ষণে॥
কৃচ্ছ্রোন্মীল শিরাহর্ষ শিরোৎপাততমোঽর্জ্জুনৈঃ।
স্যন্দমন্থান্যতো বাত বাত পর্য্যায় শুক্রকৈঃ॥
আতুরে শান্তরোগাশ্রু শূলসংরম্ভ দূষিকে।
নিবাতে তর্পণং যোজ্যং শুদ্ধয়োর্ম্মূর্দ্ধকায়য়োঃ।
কালে সাধারণে প্রাতঃ সায়ং চোত্তানশায়িনঃ॥

নয়ন গ্লানিযুক্ত, স্তব্ধ, শুষ্ক, রুক্ষ, অভিহত, বাতপিত্ত, কুটিল, শীর্ণপক্ষ্ম ও আবিল দৃষ্টি হইলে এবং নেত্র রোগাধিকারোক্ত কৃচ্ছ্রোন্মীলন, শিরাহর্ষ, শিরোৎপাত, তম, অর্জ্জুন, অভিষ্যন্দ, মন্থ, অন্যতোবাত, বাতপর্য্যায় ও শুক্ররোগে আক্রান্ত হইলে এবং লৌহিত্য, অশ্রুপতন, শূলানি, রোগবেগ ও দূষিক (পিচুটিজমা) প্রশমিত হইলে, রোগীকে নিবাতস্থানে উত্তান (চিত) শায়িত এবং বমন, বিরেচন ও নস্য দ্বারা তাহার মূর্দ্ধা ও দেহ শুদ্ধ করিয়া বসন্তাদি সাধারণকালে প্রাতে বা সায়াহ্নে তর্পণ ক্রিয়া করিবে।

যবমাষময়ীং পালীং নেত্রকোশাদ্বহিঃ সমাম্।
দ্ব্যঙ্গুলোচ্চাং দৃঢ়াং কৃত্বা যথাস্বং সিদ্ধমাবপেৎ॥
সর্পির্নিমীলিতে নেত্রে তপ্তাম্বু প্রবলাপিতম্॥

নেত্রকোশের উভয় পার্শ্বে, যবমিশ্রিত মাষকলাই নির্ম্মিত, দুই আঙ্গুল উচ্চ ও সমাকৃতি (অনিম্নোন্নত) একটি ঘন পালী (বাঁধ) করিয়া, দোষদূষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত ঔষধ সিদ্ধ ঘৃত, উষ্ণ জল দ্বারা উত্তমরূপে দ্রবীভূত করিয়া নিমীলিত নেত্রোপরি ক্ষেপণ করিবে।

নক্তান্ধ্যবাততিমির কৃচ্ছ্রবোধাদিকে বসাম্।
অপক্ষ্মাগ্রাদথোন্মেষং শনকৈস্তস্য কুর্ব্বতঃ॥
মাত্রাং বিগনয়েত্তত্র বর্ত্মসন্ধি সিতাসিতে।
দৃষ্টৌ চ ক্রমশো ব্যাধৌ শতং ত্রীণি চ পঞ্চ চ॥
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ মন্থে দশানিলে।
পিত্তে ষট্ স্বস্থবৃত্তে চ বলাসে পঞ্চ ধারয়েৎ॥

রাত্র্যন্ধ বাততিমির ও কৃচ্ছ্রবোধাদি নেত্ররোগে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসা প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় পালী করিয়া উষ্ণজল দ্বারা দ্রবীকৃত বসা নিমীলিত চক্ষুর উপরে ক্ষেপণ করিবে। পক্ষ্মাগ্র নিমজ্জন পর্য্যন্ত স্নেহ ক্ষেপণ করিতে হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ নেত্র উন্মীলন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত মাত্রা গণনা করিবে (নেত্রের স্বাভাবিক নিমেষোন্মেষের যে কাল, অথবা বিরাম না করিয়া হস্তাগ্র দ্বারা জানুর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে যত সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে)। বর্ত্মগত, সন্ধিগত, শুক্লগত, কৃষ্ণগত ও দৃষ্টিগত নেত্ররোগে যথাক্রমে শত মাত্রা, তিনশত মাত্রা, পাঁচশত মাত্রা, সাতশত মাত্রা ও আটশত মাত্রা পর্য্যন্ত নেত্র নিক্ষিপ্ত স্নেহ ধারণ করিবে এবং মন্থাখ্যরোগে দশশত মাত্রা, বাতরোগে দশশত মাত্রা, পিত্তরোগে ছয়শত মাত্রা, স্বস্থবৃত্তে ছয়শত মাত্রা ও কফরোগে পাঁচশত মাত্রা পর্য্যন্ত ঘৃতাদি ধারণ করিবে।

কৃত্বাপাঙ্গে ততো দ্বারং স্নেহং পাত্রে তু গালয়েৎ।
পিবেচ্চ ধূমং নেক্ষেত ব্যোমরূপঞ্চ ভাস্বরম্॥

উপরোক্ত মাত্রা ধারণানন্তর অপাঙ্গদেশে পালীর দ্বার করিয়া নেত্রনিক্ষিপ্ত স্নেহ একটি পাত্রে ঢালিবে। তৎপরে ধূমপান করিবে। আকাশ এবং ভাস্বর রূপাদি দর্শন করিবে না।

ইত্থং প্রতিদিনং বায়ৌ পিত্তে ত্বেকান্তরং কফে।
স্বস্থেচ দ্ব্যন্তরং দদ্যাদাতৃপ্তেরিতি যোজয়েৎ॥

এই প্রকারে বাতে প্রতিদিন, পিত্তে এক দিন অন্তর এবং কফে ও সুস্থাবস্থায় দুই দিন অন্তর তর্পণ দিবে। যে পর্য্যন্ত না নয়নের তৃপ্তি হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ তর্পণ করিতে হইবে।

প্রকাশক্ষমতা স্বাস্থ্যং বিশদং লঘুলোচনম্।
তৃপ্তে বিপর্য্যয়োঽতৃপ্তেঽতিতৃপ্তে শ্লেষ্মজা রুজঃ॥

নেত্র তৃপ্ত হইলে উহার প্রকাশ ক্ষমতা (প্রথা ও অতি চাকচিক্যশালী বস্তু দর্শন ক্ষমতা), স্বাস্থ্য বৈষম্য ও লঘুতা, অতৃপ্ত হইলে ইহার বৈপরীত্য এবং অতি তৃপ্ত হইলে কণ্ডূ, পৈচ্ছিল্যাদি শ্লেষ্মজ পীড়া সকল হইয়া থাকে।

স্নেহপীতা তনুরিব ক্লান্তা দৃষ্টির্হি সীদতি।
তর্পণানন্তরং কস্মাদ্দৃগ্ বলাধান কারিণম্॥
পুটপাকং প্রযুঞ্জীত পূর্ব্বোক্তেষ্বেব যক্ষ্মসু॥

ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ শরীর যেমন স্নেহ গ্লান হয়, তদ্রূপ স্নেহপীতা দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে। অতএব তর্পণানন্তর পূর্ব্বোক্ত (তর্পণোক্ত) রোগে, দৃষ্টির বলাধানকারী পুটপাক প্রয়োগ করিবে।

সবাতে স্নেহনঃ শ্লেষ্মসহিতে লেখনো হিতঃ।
দৃগ্দৌর্ব্বল্যেঽনিলে পিত্তে রক্তে স্বস্থে প্রসাদনঃ॥

বাতে স্নেহন পুটপাক, শ্লেষ্মযুক্ত বাতে লেখন পুটপাক হিতকর। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য প্রদ বাতে, পিত্তে ও রক্তে এবং স্বস্থে প্রসাদন পুটপাক প্রশস্ত।

ভূশয় প্রসহানূপ মেদোমজ্জাবসামিষৈঃ।
স্নেহনং পয়সা পিষ্টৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্পয়েৎ॥

বিলেশয় (ভেকগোধাদি), প্রসহ (গোগর্দ্দভাদি), আনূপ (মহামৃগ বারিচরাদি), ইহাদের মেদঃ, মজ্জা, বসা ও মাংস এবং জীবন্তী, কাকোল্যাদি জীবনীয় বর্গ, ইহাদের অন্যতম দ্রব্য দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া স্নেহন পুটপাক কল্পনা করিবে। বিলেশয়, প্রসহ, আনূপ ও জীবনীয় বর্গ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

মৃগপক্ষি যকৃন্মাংস মুক্তায়স্তাম্র সৈন্ধবৈঃ।
স্রোতোজ শঙ্খফেনালৈর্লেখনং মস্তুকল্পিতৈঃ॥

মৃগ ও পক্ষির যকৃৎ বা মাংস এবং মুক্তা, লৌহ, তাম্র বা সৈন্ধব, স্রোতোজ কৃষ্ণ সূর্ম্মা, শঙ্খ, ফেণা ও মস্তু দ্বারা পেষণ করিয়া লেখন পুটপাক কল্পনা করিবে। এস্থলে জাঙ্গল মৃগপক্ষীই গ্রাহ্য।

মৃগপক্ষি যকৃন্মজ্জা বসান্ত্র হৃদয়ামিষৈঃ।
মধুরৈঃ সঘৃতৈস্তন্য ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রসাদনম্॥

মৃগ ও পক্ষির যকৃৎ, মজ্জা, বসা, অন্ত্র, হৃদয় বা মাংস, ঘৃত ও মধুর বর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রসাদন পুটপাক প্রস্তুত করিবে।

বিল্বমাত্রং পৃথক্ পিণ্ডং মাংসভেষজ কল্কয়োঃ।
উরুবূক বটাম্ভোজপত্রৈঃ স্নেহাদিষু ক্রমাৎ।
বেষ্টয়িত্বা মৃদালিপ্তং ধব ধন্বন গোময়ৈঃ
পচেৎ প্রদীপ্তে রগ্নাভ্যাং পক্বং নিষ্পীড্য তদ্রসম্॥
নেত্রে তর্পণবদ্ যুঞ্জ্যাচ্ছতং দ্বে ত্রীণি ধারয়েৎ।
লেখন স্নেহনান্ত্যেষু পূর্ব্বৌ কোষ্ণৌ হিমোঽপরঃ॥

মাংস ও ভেষজ কল্ক প্রত্যেকে বিল্বফল প্রমাণ (আটতোলা পরিমিত) লইয়া পিণ্ড করিবে। ঐ পিণ্ড স্নেহনাদি ক্রমে এরণ্ড, বট ও জলজ পত্রদ্বারা অর্থাৎ স্নেহন পুটপাকে এরণ্ডপত্র দ্বারা, লেখন পুটপাকে বটপত্র দ্বারা ও প্রসাদন পুটপাকে জলজ পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে দুই অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে, (বৃদ্ধ বৈদ্যেরা কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার লেপদিয়া থাকেন) পরে ঐ মৃত্তিকা লিপ্ত পিণ্ড, ক্রমানুসারে অর্থাৎ স্নেহনে প্রদীপ্ত ধাওয়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা লেখনে ধামনীকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা ও

প্রসাদনে গোময়ের অগ্নিদ্বারা পুটপাক করিবে। যখন ঐ পিণ্ড অগ্নির ন্যায় লোহিতবর্ণ হইবে, তখন উহাকে বাহির ও অপনীত পত্র করিয়া বস্ত্রদ্বারা নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে এবং ঐ রস তর্পণের ন্যায় নয়নে প্রয়োগ করিবে। লেখনে সাত মাত্রা, স্নেহনে দুইশত মাত্রা ও প্রসাদনে তিনশত মাত্রা কাল ধারণ করিবে। স্নেহনে ও লেখনে ঈষদুষ্ণ এবং প্রসাদনে শীতল রস প্রযোজ্য।

ধূমপোঽন্তে তয়োরেব যোগাস্তত্র চ তৃপ্তিবৎ।
তর্পণং পুটপাকঞ্চ নস্যানর্হে ন যোঽর্জয়েৎ।
যাবন্ত্যহানি যুঞ্জীত দ্বিস্ততো হিতভাগ্ ভবেৎ।
মালতী মল্লিকা পুষ্পৈর্বদ্ধাক্ষো নিবসেন্নিশি।

স্নেহন ও লেখন পুটপাকান্তে, স্নেহোক্ত কফ শান্তির জন্য ধূম পান বিধেয়। তর্পণে যেরূপে সম্যগযোগ, অল্পযোগ ও অতিযোগের লক্ষণ হয়, পুটপাকেও তদ্বৎ জানিবে। নস্যের অযোগ্য ব্যক্তিকে তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করিবে না। যে পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক ব্যবহার করিবে, সে পর্যন্ত ও তাহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত হিতসেবী হইবে এবং রাত্রিকালে মালতী ও মল্লিকা পুষ্পদ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিয়া থাকিবে।

সর্ব্বাত্মনা নেত্রবলায় যত্নং
কুর্ব্বীত নস্যাঞ্জনতর্পণাদ্যৈঃ।
দৃষ্টিশ্চ নষ্টা বিবিধং জগচ্চ
তমোময়ং জায়ত একরূপম্।

নেত্রের বলের জন্য নস্য, অঞ্জন ও তর্পণাদিদ্বারা সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিবে। যে হেতু দৃষ্টি নষ্ট হইলে, বিবিধরূপসম্পন্ন জগৎ কেবল একমাত্র অন্ধকাররূপ ধারণ করে।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যন্ত্রবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নানাবিধানাং শল্যানাং নানাদেশপ্রবাদিনাম্।
আহর্ত্তুমভ্যুপায়ো যস্তদ্ যন্ত্রং যচ্চ দর্শনে।
অর্শো ভগন্দরাদীনাং শস্ত্রক্ষারাগ্নিযোজনে।
শেষাঙ্গ পরিরক্ষায়াং তথা বস্ত্যাদি কর্ম্মণি।
ঘটিকালাবু শৃঙ্গস্য জাম্ববোষ্ঠাদিকানি চ।

অতঃপর আমরা যন্ত্রবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। শরীরের নানাস্থানে প্রবিষ্ট নানাবিধ শল্যের আহরণ ও দর্শনের নিমিত্ত যে উপায়, অর্শঃ ভগন্দরাদিতে শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ করিলে যাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান আক্রান্ত না হয়, তাহার জন্য যে উপায়, বস্তি ও নস্যাদি কর্ম্মের নিমিত্ত যে উপায় করা যায়, তাহাকে এবং ঘটিকা, অলাবু, শৃঙ্গী ও জাম্ববোষ্ঠাদিকে যন্ত্র কহে।

অনেকরূপ কার্য্যাণি যন্ত্রাণি বিবিধান্যতঃ।
বিকল্প্য কল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথাস্থূলন্তু বক্ষ্যতে।

যন্ত্রের আকৃতি ও কার্য্য নানাপ্রকার, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যানুসারে উপযুক্ত যন্ত্র কল্পনা করিবে। এস্থলে স্থূল স্থূল যন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে, বুৎপন্নমতি বৈদ্য ইহাদিগকে আদর্শ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ অন্যান্য যন্ত্রেরও কল্পনা করিবেন।

স্বস্তিকযন্ত্রাণি।

তুল্যানি কঙ্কসিংহর্ক্ষকাকাদি মৃগপক্ষিণাম্।
মুখৈর্মুখানি যন্ত্রাণাং কুর্য্যাত্তৎসংজ্ঞকানি চ।
অষ্টাদশাঙ্গুলায়ামান্যায়সানি চ ভূয়শঃ।
মসূরাকার পর্য্যন্তৈঃ কণ্ঠে বদ্ধানি কীলকৈঃ।
বিদ্যাৎ স্বস্তিক যন্ত্রাণি মূলেঽঙ্কুশনতানি * চ।
তৈর্দৃঢ়ৈরস্থি সংলগ্ন শল্যাহরণমিষ্যতে।

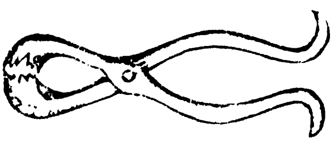
* অঙ্কুশবন্নতানি পরিণতানি।

স্বস্তিক যন্ত্র সকল প্রায় ১৮ অঙ্গুলি লম্বা এবং লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাদের কণ্ঠদেশে একটি কীলক বদ্ধ থাকে, ঐ কীলকের প্রান্তভাগ দেখিতে মসূরাকৃতি, যন্ত্রের মূল অর্থাৎ ধরিবার স্থান অঙ্কুশের ন্যায় বক্র। প্রয়োজনভেদে স্বস্তিকের মুখ, হাড়গিলা, সিংহ, ভল্লুক ও কাকাদি পশুপক্ষীর মুখের ন্যায় করা হইয়া থাকে। এবং ঐ পশু পক্ষীর নামানুসারে উহাদের নামও হইয়া থাকে, যেমন কঙ্কমুখ, ঋক্ষমুখ ইত্যাদি। এই যন্ত্র দ্বারা অস্থি সংলগ্ন শল্যের আহরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

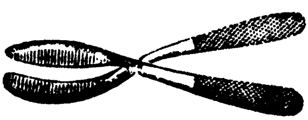
কঙ্কমুখম্।



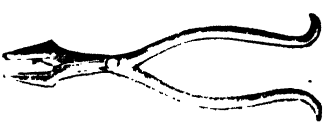
সিংহাস্যম্।



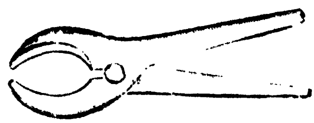
ঋক্ষমুখম্।



কাকমুখম্।



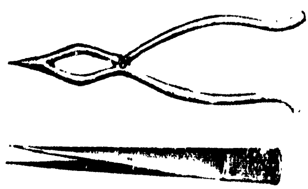
তরক্ষ্বাস্যম্।



সন্দংশযন্ত্রম্।

কীলবদ্ধবিমুক্তাগ্রৌ সন্দংশৌ ষোড়শাঙ্গুলৌ।
ত্বক্ শিরা স্নায়ু পিশিত লগ্নশল্যাপকর্ষণৌ।
ষড়ঙ্গুলোঽন্যো হরণে সূক্ষ্মশল্যোপপক্ষ্মণাম্॥

এই যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ইহা দুই প্রকার, এক প্রকারের অগ্রভাগ কীলক দ্বারা বদ্ধ, অপর প্রকার মুক্তাগ্র। সন্দংশ দ্বারা ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংস সংলগ্ন শল্যের আহরণ করা হয়। ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক প্রকার সন্দংশ আছে, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম শল্য ও নাসা-লোমাদি অপকর্ষণ করা যায়। সন্দংশের বাঙ্গালা নাম, সাঁড়াশী ও সন্না।



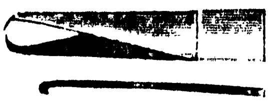
মুচুণ্ডীতালযন্ত্রে।

মুচুণ্ডী সূক্ষ্মদন্তর্জু মূলে রুচক ভূষণা।
গম্ভীরব্রণ মাংসানামর্ম্মণঃ শোষিতস্য চ॥
দ্বে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালবৎ হ্যেকতালকে।
তালযন্ত্রে স্মৃতে কর্ণনাড়ী শল্যাপহারিণী॥

মুচুণ্ডী নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে, ইহার মুখ দন্তবিশিষ্ট এবং মূলদেশে অঙ্গুরীয়ক

বদ্ধ। এই যন্ত্র ঋজু, ইহাদ্বারা মেদঃ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুগত ব্রণের পীড়াকর মাংস ও ছিন্নাবশিষ্ট অর্শ্ম (নেত্ররোগ বিশেষ) উদ্ধৃত করা যায়।

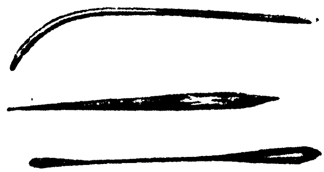
তালক যন্ত্র দুই প্রকার, দ্বিতালক ও একতালক। দ্বিতালক যন্ত্রের মুখ, উভয় পার্শ্বে এবং একতালক যন্ত্রের মুখ এক পার্শ্বে মৎস্য তালবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ অঙ্গুল। এই যন্ত্রদ্বারা কর্ণ, নাসা ও নাড়ীব্রণ হইতে শল্য আহরণ করা যায়। (মৎস্যতাল মৎস্যশঙ্ক)।



নাড়ীযন্ত্রাণি।

নাড়ীযন্ত্রাণি শুষিরাণ্যেকানেক মুখানি চ।
স্রোতোগতানাং শল্যানামাময়ানাঞ্চ দর্শনে॥
ক্রিয়াণাং সুকরত্বায় কুর্য্যাদাচূষণায় চ।
তদ্বিস্তার পরীণাহ দৈর্ঘ্যং স্রোতোঽনুরোধতঃ।

বস্তি নেত্রের ন্যায় নাড়ীযন্ত্র সকলও সচ্ছিদ্র। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ নাড়ীযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাহারও একদিকে মুখ, কাহারও দুইদিকেই মুখ। এই যন্ত্রদ্বারা কর্ণাদিস্রোতোগত শল্যের ও কণ্ঠাদিস্রোতোগত রোগের দর্শন, বিষবিদগ্ধ অঙ্গাদির আচূষণ এবং শস্ত্রক্ষার ও অগ্ন্যাহত স্থানের প্রক্ষালনার্থ ঔষধ প্রয়োগের সৌকর্য্য এই সকল কার্য্য সাধিত হয়। শারীরিক স্রোতোরন্ধ্রের পরিমাণানুসারে নাড়ীযন্ত্রের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও স্থূলত্ব কল্পিত হইয়া থাকে।



অন্তঃকণ্ঠশল্যাবলোকনী নাড়ী।

দশাঙ্গুলাৰ্দ্ধিনাহান্তঃ কণ্ঠশল্যাবলোকনে।

কণ্ঠান্তর্গত শল্যের দর্শনার্থ ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৫ অঙ্গুলি পরিধিবিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নাড়ী পঞ্চমুখচ্ছিদ্রা চতুষ্কর্ণস্য সংগ্রহে।
বারঙ্গস্য দ্বিকর্ণস্য ত্রিচ্ছিদ্রা তৎ প্রমাণতঃ।

চারিকর্ণবিশিষ্ট বারঙ্গের সংগ্রহার্থ পঞ্চমুখচ্ছিদ্রা এবং দুই কর্ণবিশিষ্ট বারঙ্গের সংগ্রহার্থ ত্রিমুখচ্ছিদ্রা নাড়ী ব্যবহার্য্য। বারঙ্গের প্রমাণানুসারে নাড়ীযন্ত্রের পরিমাণ হইয়া থাকে। শরাদিদণ্ড প্রবেশযোগ্য শিখাকার কীলককে বারঙ্গ কহে।



শল্যনির্ঘাতনী নাড়ী।

পদ্মকর্ণিকয়া মূৰ্দ্ধি সদৃশী দ্বাদশাঙ্গুলা।
চতুর্থ শুষিরা নাড়ী শল্যনির্ঘাতনী মতা॥

শিরোদেশে পদ্মের বীজকোষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৩ অঙ্গুলি

প্রস্থ ছিদ্র বিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র, শল্য নির্য্যাতনার্থ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ যন্ত্রের নাম শল্য-নির্ঘাতনী।

বারঙ্গকর্ণ সংস্থান নাহ দৈর্ঘ্যানুরোধতঃ।
নাড়ীরেবংবিধাশ্চান্যা দ্রষ্টুং শল্যানি কারয়েৎ।

শরীরান্তর্গত শল্যের দর্শনার্থ, বারঙ্গ কর্ণের আকৃতি বিস্তার ও দৈর্ঘ্যানুসারে অন্যান্য নাড়ীযন্ত্র কল্পনা করিবে।

অর্শোযন্ত্রম্।

অর্শসাং গোস্তনাকারং যন্ত্রকং চতুরঙ্গুলম্।
নাহে পঞ্চাঙ্গুলং পুংসাং প্রমদানাং ষড়ঙ্গুলম্।
দ্বিচ্ছিদ্রং দর্শনে ব্যাধেরেকচ্ছিদ্রন্তু কর্ম্মণি।
মধ্যেঽস্য ত্র্যঙ্গুলং ছিদ্রমঙ্গুষ্ঠোদর বিস্তৃতম্।
অর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রিতোদ্বৃত্ত কর্ণিকন্তু তদূর্দ্ধতঃ।
শম্যাখ্যাং তাদৃগচ্ছিদ্রং যন্ত্রমর্শঃ প্রপীড়নম্।

অর্শোযন্ত্র গোস্তনাকৃতি, ইহার দৈর্ঘ্য ৪ অঙ্গুলি ও পরিধি ৫ অঙ্গুলি। অর্শঃ দেখিবার জন্য দ্বিচ্ছিদ্র শস্ত্র, ক্ষারাদি প্রয়োগের জন্য একচ্ছিদ্র যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। যন্ত্র মধ্যস্থ ছিদ্রের দৈর্ঘ্য ৩ অঙ্গুলি এবং পরিধি অঙ্গুষ্ঠোদর পরিমিত। অর্শোযন্ত্রের উর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল উন্নত একটি কর্ণিকা নিবদ্ধ (দূর প্রবেশ নিষেধার্থ) থাকে। অর্শঃপীড়ন করিবার জন্য শমী নামক আর এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহারও এইরূপ, তবে উহা ছিদ্র বিহীন।

ভগন্দরযন্ত্রম্।

সর্ব্বথাপনয়েদোষ্ঠং ছিদ্রাদূর্দ্ধং ভগন্দরে।

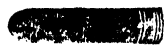
সর্ব্বথা ভগন্দরে ভগন্দর যন্ত্রে ওষ্ঠমপনয়েৎ। কুতঃ প্রভৃতি, ছিদ্রাদূর্দ্ধং উপরিষ্টাদর্দ্ধাঙ্গুলমপ-কর্ষেদিত্যর্থঃ। কর্ণিকা তু কার্য্যৈব। তদভগন্দর যন্ত্রং স্যাদর্শো যন্ত্রং নিরোষ্ঠকমিতি পাঠান্তরম্।

ভগন্দর যন্ত্রও অর্শোযন্ত্রের ন্যায়, তবে ইহার কর্ণিকা ছিদ্র হইতে উর্দ্ধে অপনীত করিতে হয়। কেহ কেহ কর্ণিকাবিহীন অর্শো-যন্ত্রকেই ভগন্দর যন্ত্র বলিয়া থাকেন।

অর্শোযন্ত্রম্।



শমীযন্ত্রম্।



নাসাযন্ত্রম্।

ঘ্রাণার্ব্বুদার্শসামেকচ্ছিদ্রা নাড্যঙ্গুলদ্বয়া।
প্রদেশিনী পরীণাহা স্যাদ্ ভগন্দরযন্ত্রবৎ।

নাসার্ব্বুদ ও নাসার্শঃ চিকিৎসার জন্য নাসাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা এক ছিদ্রবিশিষ্ট, ছিদ্রের দৈর্ঘ্য ২ অঙ্গুলি এবং পরিধি তর্জ্জনীর ন্যায় স্থূল। নাসাযন্ত্র, ভগন্দর যন্ত্রের ন্যায়।

অঙ্গুলিত্রাণযন্ত্রম্।

অঙ্গুলিত্রাণকং দান্তং বার্ক্ষং বা চতুরঙ্গুলম্।
দ্বিচ্ছিদ্রং গোস্তনাকারং তদ্বক্ত্র বিবৃতৌ সুখম্।

দন্ত বা কাষ্ঠ দ্বারা অঙ্গুলিত্রাণক যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ইহার আকৃতি গোস্তনের ন্যায়, এই যন্ত্র ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুইটি ছিদ্র বিশিষ্ট ইহা দ্বারা অনায়াসে মুখ ব্যাদান করান যায়। দন্তাঘাত হইতে অঙ্গুলিকে ত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম অঙ্গুলিত্রাণক।



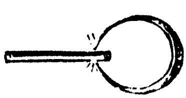
যোণিব্রণেক্ষণযন্ত্রম্।

যোনিব্রণেক্ষণং মধ্যে শুষিরং ষোড়শাঙ্গুলম্।
মুদ্রাবন্ধং চতুর্ভিস্তমম্ভোজ মুকুলাননম।
চতুঃশলাকমাক্রান্তং মূলে তদ্বিকসেন্মুখে।

যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র, ১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ, শূন্য-গর্ভ ও অঙ্গুরীয়ক বদ্ধ (এই অঙ্গুরীয়ক সরাইয়া দেওয়া যায়) ইহা খণ্ড চতুষ্টয়ে বিভক্ত। ঐ চারি খণ্ড মিলিত হইয়া একটি নাড়ীযন্ত্রের ন্যায় হয়। ইহার মুখভাগের আকৃতি পদ্মেরকুঁড়ির ন্যায়। মূলদেশে চতুর্থ শলাকা চাপিলে যন্ত্রের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়। ইহাদ্বারা যোনি-মধ্যস্থ ক্ষতাদি নিরীক্ষণকরাযায় বলিয়া এই যন্ত্রের নাম যোনিব্রণেক্ষণ।

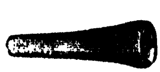
যন্ত্রে নাড়ীব্রণাভ্যঙ্গক্ষালনায় ষড়ঙ্গুলম।
বস্তিযন্ত্রাকৃতী মূলে মুখেঽঙ্গুষ্ঠকলায়খে।
অগ্রতোঽকর্ণিকে মূলে নিবদ্ধ মৃদুচর্ম্মণী।

নাড়ীব্রণের অভ্যঙ্গ ও প্রক্ষালনের নিমিত্ত ৬ অঙ্গুল দীর্ঘ এবং বস্তিযন্ত্রের ন্যায় বৃত্ত গোপুচ্ছাকার আকৃতি বিশিষ্ট দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ও মুখ ভাগে কলায় সদৃশ ছিদ্র এবং মূলাংশে কোমল চর্ম্মের থলি থাকে। বস্তিযন্ত্রের সহিত ইহাদের প্রভেদ এই, বস্তির অগ্রভাগে কণিকা থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না।



দ্বিদ্বারা নলিকা পিচ্ছনলিকা বা দকোদরে।

দকোদর হইতে জলস্রাবণার্থ, উভয় মুখী (দুই মুখবিশিষ্টা) নলিকা বা ময়ূরপুচ্ছের নল ব্যবহার করা যায়। ইহার নাম দকোদর যন্ত্র।



ধূম বস্ত্যাদি যন্ত্রাণি নির্দ্দিষ্টানি যথাযথম্।

ধূমযন্ত্র ও বস্তিযন্ত্রাদি সকল স্ব স্ব অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ত্র্যঙ্গুলাস্যং ভবেচ্ছৃঙ্গং চূষণেঽষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অগ্রে সিদ্ধার্থকচ্ছিদ্রং স্তনবদ্ধং চুচুকাকৃতি।

দূষিত রক্তাদির আচূষণার্থ শৃঙ্গযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ৩ অঙ্গুলি, অগ্র প্রান্তে সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র। স্ত্রীলোকের স্তনাগ্রের আকৃতির ন্যায়, ইহার অগ্রভাগের গঠন।

অলাবুযন্ত্রম্।

স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলোঽলাবুর্নাহে ত্বষ্টাদশাঙ্গুলঃ।
চতুস্ত্র্যঙ্গুল বৃত্তাস্যেদীপ্তোঽন্তঃ শ্লেষ্ম রক্তহৃৎ।

অলাবুযন্ত্র (শূন্যগর্ভ শুষ্কলাউ) ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ১৮ অঙ্গুলি স্থূল, ইহার মুখ গোলাকার এবং চারি বা তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত। অলাবু-যন্ত্রের গর্ভে প্রদীপ্ত বর্ত্তি রাখিয়া রোগস্থানের উপর বসাইয়া দিলে, উহাদ্বারা দূষিত শ্লেষ্মা বা রক্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তদ্বদ্ ঘটী হিতা গুল্ম বিলয়োন্নমনে চ সা।

গুল্মের বিলয়ন ও উন্নমনার্থে ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অলাবু যন্ত্রের ন্যায়, ইহার ও অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত বর্ত্তি নিহিত করিতে হয়।

শলাকাযন্ত্রম্।

শলাকাখ্যানি যন্ত্রাণি নানাকর্ম্মাকৃতীনি চ।
যথাযোগপ্রমাণানি তেষামেষণকর্ম্মণী।
উভে গণ্ডূপদমুখে স্রোতোভ্যঃ শল্যাহারিণী।
মসূরদলবক্ত্রে দ্বে স্যাতামষ্টনবাঙ্গুলে।

শলাকাযন্ত্র নানাপ্রকারে এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে তাহাদের আকৃতিও নানাপ্রকার

হইয়া থাকে তন্মধ্যে মহীলতার ন্যায় মুখবিশিষ্ট দুই প্রকার শলাকা, নাড়ীব্রণের শোষ অন্বেষণার্থ ব্যবহার করা যায়। আর দুই প্রকার শলাকা ৮।৯ অঙ্গুলী দীর্ঘ ও মসুর দলের ন্যায় মুখযুক্ত। ইহাদের দ্বারা স্রোতো-মার্গ হইতে শল্য আহরণ করা যায়।.



শঙ্কুযন্ত্রম্।

শঙ্কবঃ ষড়্ভৌ তেষাং ষোড়শ দ্বাদশাঙ্গুলৌ।
ব্যূহনেঽহিফণা বক্ত্রৌ দ্বৌ দ্বাদশদশাঙ্গুলৌ।
চালনে শরপুংখাস্যাবাহার্য্যে বড়িশাকৃতী॥

ছয় প্রকার শঙ্কুযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার, ব্যূহন (শল্যের উর্দ্ধীকরণ) কার্য্যে ব্যবহার্য্য। ইহাদের মুখ সর্পের ফণার ন্যায় এবং দৈর্ঘ্য ১৬ বা ১২ অঙ্গুলি। আর দুই প্রকার শঙ্কু চালন মুখ শরপুংখ সদৃশ এবং ১২ বা ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। অপর দুই প্রকার বড়িশাকৃতি শঙ্কু আহরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

গর্ভশঙ্কুঃ।

নতোঽগ্রে শঙ্কুনা তুল্যো গর্ভশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
অষ্টাঙ্গুলায়তস্তেন মূঢ়গর্ভং হরেৎ স্ত্রিয়াঃ॥

৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও শঙ্কুর ন্যায় বক্রাগ্র যন্ত্রবিশেষ দ্বারা মূঢ়গর্ভ আহরণ করা যায়। এই যন্ত্রকে গর্ভশঙ্কু বলে।



সর্পফণাখ্যযন্ত্রম্।

অশ্মর্য্যাহরণে সর্পফণাবদ্ বক্রমগ্রতঃ॥

অগ্রভাগে সর্প ফেণার ন্যায় মুখবিশিষ্ট যন্ত্রদ্বারা অশ্মরী (পাথরী) আকর্ষণ করিয়া আনা যায়। ইহাকে সর্পফণাখ্য যন্ত্র কহে।



শরপুঙ্খ মুখং দন্তপাতনং চতুরঙ্গুলম্॥

শরপুংখের ন্যায় মুখযুক্ত, ৪ অঙ্গুলী দীর্ঘ যন্ত্র বিশেষ দ্বারা কৃমিভক্ষিত দন্ত বা চলদন্ত পাতন করা যায়। ইহাকে দন্তপাতন বলে।

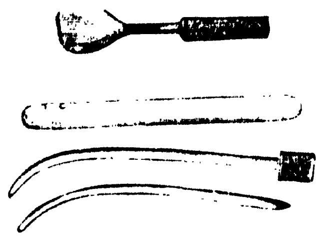
কার্পাস বিহিতোষ্ণীষাঃ শলাকাঃ ষট্ প্রমার্জ্জনে।
পায়াবসন্ন দূরার্থে দ্বে দশদ্বাদশাঙ্গুলে।
দ্বে ষট্ সপ্তাঙ্গুলে ঘ্রাণে দ্বে কর্ণেঽষ্ট নবাঙ্গুলে।
কর্ণ শোধন মশ্বত্থ পত্র প্রান্তং স্রুবাননম্।

ক্ষার ও ক্লেদাদি পরিমার্জ্জনার্থ ছয় প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অগ্রভাগে উষ্ণীষের ন্যায় কার্পাস জড়ান থাকে। নৈকট্য ও দূরতানুসারে গুহ্যদেশে ১০ বা ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ দুই প্রকার, নাসিকায় ৬ বা ৭ অঙ্গুলি দীর্ঘ দুই প্রকার এবং কর্ণে ৮ বা ৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ দুই প্রকার শলাকা, ক্লেদাদি মার্জ্জনের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়। কর্ণ শোধন যন্ত্রের প্রান্তভাগ অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় এবং মুখ স্রুব সদৃশ।

শলাকা জাম্ববোষ্ঠানাং ক্ষারেঽগ্নৌ চ পৃথক্ ত্রয়ম্।
যুঞ্জ্যাৎ স্থূলাণু দীর্ঘাণাং শলাকাযন্ত্র বর্ত্মনি।
মধ্যোর্দ্ধ বৃত্তদণ্ডাশ্চ মূলে চার্দ্ধেন্দু সন্নিভাম্।
কোলাস্থি দলতুল্যাস্তু নাসার্শোঽর্ব্বুদ দাহকৃৎ।

শলাকা এবং জাম্ববোষ্ঠ যন্ত্রের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ পৃথক্ পৃথক্ তিন প্রকার শলাকা

ও তিন প্রকার জাম্ববোষ্ঠ যবক্ষার প্রয়োগে এবং অগ্নিদাহ করণে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে যে শলাকা ব্যবহৃত হয়, তাহার দণ্ড মধ্য হইতে উর্দ্ধভাগে বৃত্তাকার ও মূল প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। নাসার্শঃ ও নাসার্ব্বুদ দাহ করণার্থ যে যন্ত্র ব্যবহার করা যায় তাহার মুখ বদরাস্থি খণ্ড সদৃশ।



অষ্টাঙ্গুলা নিম্ন মুখাস্তিস্রঃ ক্ষারৌষধক্রমে।
কনীনী মধ্যমানামীনখমান সমৈর্মুখৈঃ॥

ক্ষারৌষধ প্রয়োগে তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়। তাহাদের মুখ নিম্নাকৃতি এবং কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকার নখের সমান পরিমাণ বিশিষ্ট।

স্বং স্বমুক্তানি যন্ত্রাণি মেঢ্র শুদ্ধ্যঞ্জনাদিষু॥

মেঢ্র শোধন (উত্তর বস্ত্যাদি) ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ বিষয়ে ব্যবহার্য্য যন্ত্র সকল কথিত হইয়াছে।

অণুযন্ত্রাণ্যয়স্কান্ত রজ্জুবস্ত্রাশ্মমুদ্গরাঃ।
পট্টান্ত্র জিহ্বা বালাশ্চ শাখা নখ মুখদ্বিজাঃ।
কালঃ পাকঃ করঃ পাদোভয়ং হর্ষশ্চ তৎক্রিয়াঃ।
উপায়বিৎ প্রবিভজেদালোচ্য নিপুণং ধিয়া॥

অয়স্কান্ত, রজ্জু, বস্ত্র, প্রস্তর, মুদ্গর, রেশম, অন্ত্র (শুষ্কান্ত্র তাঁত), জিহ্বা, চুল, শাখা, নখ, মুখ , দাঁত, কাল, পাক, হস্ত, পদ, ভয় ও হর্ষ, ইহারা অনুযন্ত্র। উপায়বিৎ বৈদ্য বিবেচনা করিয়া এই সকল অনুযন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিবেন।

নির্ঘাতনোন্মথন পূরণমার্গ শুদ্ধি
সংব্যূহনাহরণ বন্ধনপীড়নানি।
আচূষণোন্নমননামনচালভঙ্গ।
ব্যাবর্ত্তনর্জ্জুকরণানি চ যন্ত্রকর্ম্ম॥

নির্ঘাতন (উন্মূলন বিঘট্টন), পূরণ, মার্গ শোধন, সংব্যূহন (উর্দ্ধীকরণ), আহরণ, বন্ধন, পীড়ন, আচূষণ, উন্নমন, নামন, ভঙ্গ, ব্যাবর্ত্তন (যন্ত্রের অন্তর্ভ্রামণ) ও ঋজুকরণ এই কয়েকটি যন্ত্রের কর্ম্ম।

ব্যাবর্ত্ততে সাধ্ববগাহতে চ
গ্রাহ্যং গৃহীত্বোদ্ধরতে চ যস্মাৎ।
যন্ত্রেষ্বতঃ কঙ্কমুখং প্রধানং *
স্থানেষু সর্ব্বেষ্বধিকারি যচ্চ॥

কঙ্কমুখ যন্ত্র অব্যাঘাতে আবর্ত্তন, শরীর প্রদেশে নিমজ্জন ও সহজে গ্রহণীয় শল্য গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিতে পারে, এবং ইহা শরীরের সকল অংশেই প্রয়োগোপযোগী, অতএব যন্ত্র সকলের মধ্যে কঙ্কমুখই প্রধান।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শস্ত্রবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ষড়্বিংশতিঃ সুকর্ম্মারৈর্ঘটিতানি যথাবিধি।
শস্ত্রাণি রোমবাহীনি বাহুল্যেনাঙ্গুলানি ষট্।
সুরূপাণি সুধারাণি সুগ্রহাণি চ কারয়েৎ।
অকরালানি সুধ্মাত সুতীক্ষ্ণাবর্ত্তিতেঽয়সি।
সমাহিত মুখাগ্রাণি নীলাম্ভোজচ্ছবীনি চ।
নামানুগত রূপাণি সদা সন্নিহিতানি চ।
স্বোম্নানার্দ্ধ চতুর্থাংশ ফলান্যেকৈকশোঽপি চ।
প্রায়োদ্বিত্রাণি যুঞ্জীত তানি স্থানবিশেষতঃ॥

অতঃপর আমরা শস্ত্রবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সচরাচর ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, বিংশতি প্রকার শস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* শল্যমিতি পাঠান্তরম্।

এই সকল শস্ত্র, সুনিপুণ কর্ম্মকার দ্বারা সুধ্মাত সুতীক্ষ্ণ ও আবৰ্ত্তিত (যাহা নোয়াইলে না ভাঙ্গিয়া ফেরে ঘোরে) লৌহে এরূপভাবে প্রস্তুত করাইবে, যেন তাহারা সুরূপ, সুধার, রোমচ্ছেদনে সমর্থ, অকরাল ও সুগ্রহ (যাহা সহজে ধরা যায়) হয়। শস্ত্রের মুখাগ্র অর্থাৎ ফলা অতি সাবধানে নির্ম্মাণ করাইবে। শস্ত্র সকল যেন নীল পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং যাহার যে নাম, রূপও যেন সেই অনুসারে হয়। উহাদিগকে সর্ব্বদা আপনার নিকটে রাখিবে। শস্ত্র সকলের ফলা, নিজ নিজ পরিমাণের অষ্টমাংশ করাইবে। স্থানবিশেষে এক একটি করিয়া দুই তিনটি শস্ত্রও প্রয়োগ করা গিয়া থাকে।

মণ্ডলাগ্রশস্ত্রম্।

মণ্ডলাগ্রং ফলে তেষাং তর্জ্জন্যন্তর্নখাকৃতি।
লেখনে ছেদনে যোজ্যং পোথকী-শুণ্ডিকাদিষু॥

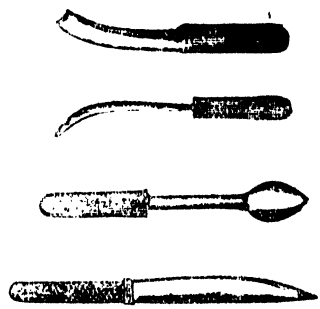
মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্র ফলের আকৃতি তর্জ্জনীর অন্তর্নখ সদৃশ। এই শস্ত্র পোথকী ও শুণ্ডিকা প্রভৃতি রোগে লেখন ও ছেদন বিষয়ে প্রযোজ্য।



বৃদ্ধিপত্রমুৎপলমধ্যার্দ্ধধারঞ্চ।

বৃদ্ধিপত্রং ক্ষুরাকারং ছেদভেদনপাটনে।
ঋজ্বগ্রমুন্নতে শোফে গম্ভীরে তু তদন্যথা॥
নতাগ্রং পৃষ্ঠতো দীর্ঘ হ্রস্ব বক্ত্রং যথাযথম্।
উৎপলাধ্যর্দ্ধধারাখ্যে ছেদনে ভেদনে তথা॥

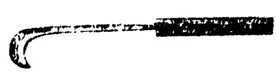
বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র, ছেদন, ভেদন ও উৎপাটন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আকৃতি ক্ষুরের ন্যায়। উন্নত শোথে সরলাগ্র বৃদ্ধিপত্র প্রযোজ্য, কিন্তু গম্ভীর শোথে অন্যরূপ অর্থাৎ যে বৃদ্ধিপত্র পৃষ্ঠভাগে নতাগ্র, সেই বৃদ্ধিপত্রই ব্যবহার্য্য। উৎপল এবং অধ্যর্দ্ধধার নামক শস্ত্র দ্বয়ের মুখ যথাক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব অর্থাৎ উৎপলপত্র দীর্ঘমুখ এবং অধ্যর্দ্ধধার হ্রস্বমুখ। ইহারা ছেদন ও ভেদন কার্য্যে প্রযোজ্য।



সর্পাস্যম্।

সর্পাস্যং ঘ্রাণ কর্ণার্শশ্ছেদনেঽর্দ্ধাঙ্গুলং ফলে।

সর্পবক্ত্র নামক শস্ত্র নাসার্শঃ ও কর্ণার্শঃ ছেদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ফলার দিকে ইহার পরিমাণ অৰ্দ্ধাঙ্গুল এই শস্ত্রের মুখ সর্পমুখ সদৃশ।

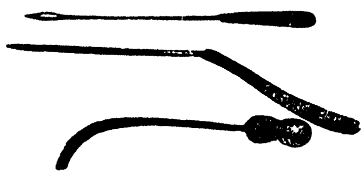


এষণী বেতসপত্রং শরারীমুখং ত্রিকূর্চ্চকঞ্চ।

গতেরন্বেষণে শ্লক্ষ্ণা গণ্ডূপদমুখৈষিণী।
ভেদনার্থেঽপরা সূচীমুখা মূলনিবিষ্টযা॥
বেতসং ব্যধনে স্রাবো শরার্য্যাস্য ত্রিকূর্চ্চকে॥

নাড়ী ব্রণের পোষ অন্বেষণার্থে এষণী ব্যবহৃত হয়। ইহা কোমলস্পর্শ ও মহীলতার

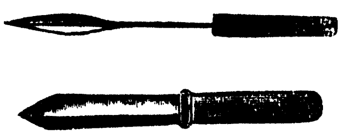
ন্যায় মুখবিশিষ্ট। নালীক্ষতের গতি ভেদ করিবার নিমিত্ত আর এক প্রকার এষণী ব্যবহার করা যায়, তাহার মুখ সূচীর ন্যায় এবং মূলদেশে সচ্ছিদ্র। বেতসপত্র নামক এষণী ব্যধনকার্য্যে এবং শরারীমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক এষণীদ্বয় স্রাবকার্য্যে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। শরারী এক প্রকার পক্ষী।



কুশপত্রমাটীমুখঞ্চ।

কুশাটী বদনে স্রাব্যে দ্ব্যঙ্গুলং স্যাত্তয়োঃ ফলম্।

কুশপত্র ও আটীমুখ নামক শস্ত্রদ্বয় স্রাবণার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের ফল দুই অঙ্গুলি পরিমিত।



অন্তর্ম্মুখমর্দ্ধচন্দ্রাননং ব্রীহিমুখঞ্চ।

তদ্বদন্তর্ম্মুখং তস্য ফলমধ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
অর্দ্ধচন্দ্রাননং চৈতৎ তথাধ্যর্দ্ধাঙ্গুলং ফলে॥
ব্রীহিবক্ত্রং প্রযোজ্যঞ্চ তচ্ছিরোদরয়োর্ব্যধে।

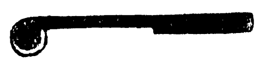
কুশপত্র ও আটিমুখ, এই দুইটি শস্ত্রের ন্যায় অন্তর্ম্মুখ নামক শস্ত্রও স্রাবণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলা ১।০ অঙ্গুলি পরিমিত। অর্দ্ধচন্দ্রানন নামক আর এক প্রকার শস্ত্র আছে, তাহাও স্রাবণ কার্য্যে প্রযোজ্য হয়, ইহা অন্তর্ম্মুখ শস্ত্রেরই প্রকার ভেদ মাত্র। ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্রও ১।০ অঙ্গুলি পরিমিত। ইহা শিরা ও উদর ব্যধনার্থ ব্যবহার্য্য।



কুঠারী।

পৃথুঃ কুঠারী গোদন্ত সদৃশার্দ্ধাঙ্গুলাননা।
তয়োর্দ্ধদণ্ডয়া বিধ্যেদুপর্য্যস্থ্যাং স্থিতাং শিরাম্॥

কুঠারী নামক শস্ত্রের দণ্ড বিস্তীর্ণ, মুখ গোদন্তের ন্যায় ও অর্দ্ধাঙ্গুলি আয়ত। ইহা দ্বারা অস্থিস্থিত শিরা বিদ্ধ করা যায়।



শলাকাশস্ত্রমঙ্গুলিশস্ত্রঞ্চ।

তাম্রী শলাকা দ্বিমুখা মুখে কুরবকাকৃতিঃ।
লিঙ্গনাশং তয়া বিধ্যেৎ কুর্য্যাদঙ্গুলি শস্ত্রকম্॥
মুদ্রিকা নির্গত মুখং ফলে ত্বর্দ্ধাঙ্গুলায়তম্।
যোগতো বৃদ্ধিপত্রেণ মণ্ডলাগ্রেণ বা সমম্॥
তৎ প্রদেশিন্যগ্রপর্ব্ব প্রমাণার্পণ মুদ্রিকম্।
সূত্রবদ্ধং গলস্রোতো রোগচ্ছেদন ভেদনে॥

শলাকা শস্ত্র তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত, ইহা দুই মুখবিশিষ্ট, মুখের আকৃতি রক্ত ঝিণ্টীপুষ্পের মুকুলের ন্যায়। এই শস্ত্র দ্বারা লিঙ্গনাশ নামক নেত্ররোগ বিদ্ধ করা যায়।

অঙ্গুলিশস্ত্র নামক এক প্রকার শস্ত্র আছে, তাহার মুখ, মুদ্রিকা (অঙ্গুরীয় বিশেষ) হইতে নির্গত, ঐ শস্ত্র, ফলভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি আয়ত। উহা বৃদ্ধিপত্র বা মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের

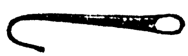
তুল্য। বৈদ্যের তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব্বের পরিমাণ দ্বারা মুদ্রিকার পরিমাণ করিবে। প্রয়োগ-কালে শস্ত্রটিকে সূত্র দ্বারা মণিবন্ধে রাখিবে। ইহা দ্বারা গলস্রোতোগত রোগের ছেদন ও ভেদন কার্য্য সম্পাদিত হয়।



বড়িশম্।

গ্রহণে শুণ্ডি কর্ম্মাদের্বড়িশং সুনতাননম্ ॥

বড়িশ নামক শস্ত্রের মুখ সম্যক্ নত। ইহা দ্বারা শুণ্ডিকা ও অর্শ্ম প্রভৃতি রোগ ধৃত হইয়া থাকে।



করপত্রম্।

ছেদেঽস্থ্নাং করপত্রন্তু খরধারং দশাঙ্গুলম্।
বিস্তারে দ্ব্যঙ্গুলং সূক্ষ্মদন্তং সুৎসরুবন্ধনম্ ॥

ৎসরুর্মুষ্টিঃ, বন্ধনং গ্রহণং শোভনে ৎসরুবন্ধনে যস্য তৎ সুৎসরুবন্ধনম্। অভিধান কোষে যদ্যপি ৎসরুরসিমুষ্টিরিত্যভিধায়ি তথাপি মুষ্টিমাত্রোঽস্ত্রেহোপলক্ষণার্থত্বান্মুষ্টাবপ্যুপপন্নমেব।

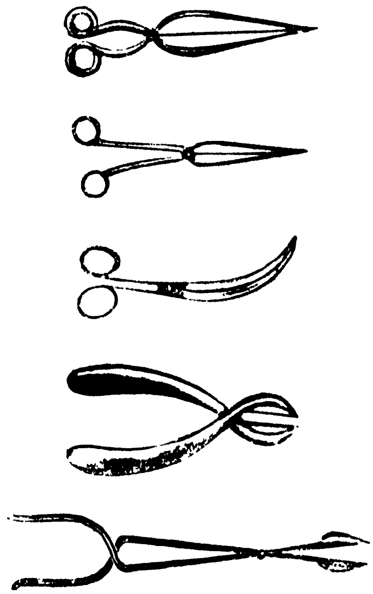
করপত্র অর্থাৎ করাত ইহা ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ ২ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও খরধার। ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দন্ত থাকে। করপত্রের মুষ্টি স্থান সুন্দররূপে সম্বদ্ধ। ইহা দ্বারা অস্থি ছেদন করা যায়।



কর্ত্তরী। (কাতারী)

স্নায়ুসূত্র কচচ্ছেদে কর্ত্তরী কর্ত্তরীনিভা ॥

কর্ত্তরী, কাঁচির ন্যায়। ইহা স্নায়ু, সূত্র ও কেশ ছেদনে ব্যবহৃত হয়।



নখশস্ত্রম্।

বক্রর্জ্জুধারং দ্বিমুখং নখশস্ত্রং নবাঙ্গুলম্।
সূক্ষ্মশল্যোদ্ধৃতিচ্ছেদ ভেদ প্রচ্ছান লেখনে ॥

নখশস্ত্র অর্থাৎ নরুন, দুই প্রকার, এক প্রকারের ধার বক্র, আর এক প্রকারের ধার, ঋজু। ইহা ৯ অঙ্গুলি পরিমিত। নরুন দ্বারা সূক্ষ্ম শল্যের উদ্ধার এবং ছেদন, ভেদন, প্রচ্ছান (চেরা), লেখন (চাঁচা) ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।



দন্তলেখনম্।

একধারং চতুষ্কোণং প্রবদ্ধাকৃতি চৈকতঃ।
দন্তলেখনকং তেন শোধয়েদ্দন্তশর্করাম॥

দন্তলেখন শস্ত্র, চতুষ্কোণ। ইহার এক-দিকে ধার, অপরদিকে আবদ্ধ। এই শস্ত্র দ্বারা দন্ত শর্করা কর্ষণ করা যায়।

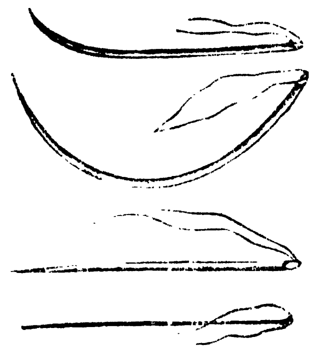


সূচীযন্ত্রং কূর্চ্চযন্ত্রঞ্চ।

বৃত্তা গূঢ়দৃঢ়াঃ পাশে তিস্রঃ সূচ্যোঽত্র সীবনে।
মাংসলানাং প্রদেশানাং ত্র্যস্রা ত্র্যঙ্গুলমায়তা॥
অল্পমাংসাস্থি সন্ধিস্থ ব্রণানাং দ্ব্যঙ্গুলায়তা।
ব্রীহিবক্ত্রা ধনুর্বক্রা পক্কামাশয় মর্ম্মসু॥
সা সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলা সর্ব্ববৃত্তাস্তাশ্চতুরঙ্গুলা।
কূর্চ্চো বৃত্তৈকপীঠস্থাঃ সপ্তাষ্টৌ বা সুবন্ধনাঃ।
সংযোজ্যা নীলিকা ব্যঙ্গ কেশশাতন কুট্টনে॥

সীবন অর্থাৎ সেলাই ক্রিয়া সাধনার্থ তিন প্রকার সূচী ব্যবহৃত হয়। সূচী সকল গোলাকার, ইহাদের পাশ নিবন্ধন স্থান গূঢ় ও দৃঢ়। মাংসল প্রদেশে ত্রিকোণাগ্র ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহৃত হয়। অল্প মাংসল স্থানে এবং সন্ধি ও অস্থির উপরিস্থিত ব্রণের সীবনার্থ দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহার করা যায়। পক্কাশয়, আমাশয় ও মর্ম্ম স্থানে সেলাই করিবার নিমিত্ত ২।০ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ধনুকের ন্যায় বক্র ও ব্রীহি সদৃশ মুখ বিশিষ্ট সূচী ব্যবহার্য্য।

চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ৭টি বা ৮টি গোলাকার সূচী বর্ত্তুল পৃষ্ঠ কোন কোন কাষ্ঠ খণ্ডে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইলে, তাহাকে সূচী কূর্চ্চ যন্ত্র কহে. এই যন্ত্রের আকার প্রায় ব্রীহির ন্যায়। নীলিকা, ব্যঙ্গ ও কেশপাতাদি রোগ কুট্টনার্থ ইহা ব্যবহার্য্য। এই সকল সূচী সর্ব্বতোভাবে গোল ও চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ।



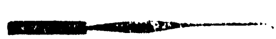
অর্দ্ধাঙ্গুল মুখৈর্বৃত্তৈরষ্টাভিঃ কণ্টকৈঃ খজঃ।
পাণিভ্যাং মথ্যমানেন ঘ্রাণাত্তেন হরেদসৃক্॥

অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৃত্তাকার আটটি কণ্টক দ্বারা নির্ম্মিত শস্ত্রকে খজ কহে। সেই খজশস্ত্র হস্ত দ্বারা বিলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব করিবে।

কর্ণবেধনযন্ত্রম্।

ব্যধনে কর্ণপালীনাং যূথিকামুকুলাননা॥

কর্ণের পালী এবং কানের পাটা বিন্ধিবার জন্য যূথিকা নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ যূইপুষ্পের মুকুলবৎ।



আরার্দ্ধাঙ্গুলবৃত্তাস্যা তৎপ্রবেশা ততোর্দ্ধতঃ।
চতুরস্রা তয়া বিধ্যেচ্ছোফং পক্কামসংশয়ে॥
কর্ণপালীঞ্চ বহুলাং বহুলায়াশ্চ শস্যতে।
সূচী ত্রিভাগ সুষিরা ত্র্যঙ্গুলা কর্ণবেধনী॥

আরা নামক যন্ত্রের মুখভাগের অর্দ্ধাঙ্গুলি গোলাকার এবং সেই গোলাকারের উপরিভাগ অর্থাৎ সর্ব্বশেষভাগ চতুষ্কোণ। পক্কাপক্ক

সন্দেহ স্থলে এই আরা যন্ত্র দ্বারাই শোথ বিদ্ধ করিবে। বহু মাংসবিশিষ্ট কর্ণপালি ব্যধনার্থও এই আরা যন্ত্র ব্যবহার্য্য।

কর্ণবেধনী নামক আর চারি প্রকার সূচী আছে তাহা তিন অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং তাহার তিনভাগ (প্রান্তভাগ হইতে) সচ্ছিদ্র। ইহাও বহু মাংসবিশিষ্ট কর্ণপালী বাধনার্থ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

জলৌকঃ ক্ষারদহন কচোপল নখাদয়ঃ।
অলোহান্যনুশস্ত্রাণি তান্যেবঞ্চ বিকল্পয়েৎ।
অপবাণ্যপি যন্ত্রাণীন্যুপযোগঞ্চ যৌগিকং।
উপযোগঞ্চ যৌগিকং সাধুতরং বুদ্ধা নিরূপয়েদিতি।

এস্থলে প্রধান প্রধান যন্ত্র ও শস্ত্রগুলির বর্ণন করা গেল, তদ্ভিন্ন অপর অনেক যন্ত্র ও শস্ত্র আছে, বুদ্ধিমান্‌ চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকলের প্রয়োগ করিবেন। জলৌকা, ক্ষার, অগ্নি, কেশ, প্রস্তর ও নখাদি এই সকল অলৌহ শস্ত্রদ্বারা এবং অপরাপর যন্ত্রদ্বারা ও শস্ত্রকর্ম্ম সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনুশস্ত্র বলা যায়।

উৎপাট্য পাট্য সীব্যেষ্য লেখ্য প্রচ্ছন্নকুট্টনম্‌।
ছেদ্যং ভেদ্যং ব্যধো মন্থো গ্রহো দাহশ্চ তৎক্রিয়াঃ।

উৎপাটন, পাটন, সীবন, এষণ, লেখন, প্রচ্ছান, কুট্টন, ছেদন, ভেদন, ব্যধন, মন্থন, গ্রহণ ও দহন, এই সকল পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিংশতি প্রকার শস্ত্রের কার্য্য।

কুণ্ঠ খণ্ড তনু স্থূল হ্রস্ব দীর্ঘত্ব বক্রতাঃ।
শস্ত্রাণাং খরধারত্বমষ্টৌ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

কুণ্ঠতা, খণ্ডত্ব, অতিসূক্ষ্মত্ব, অতিস্থূলত্ব, অতিহ্রস্বত্ব, অতিদীর্ঘত্ব, বক্রত্ব ও অতিধারত্ব, এই আট প্রকার শস্ত্রের দোষ।

ছেদ ভেদন লেখার্থং শস্ত্রং বৃন্তফলান্তরে।
তর্জ্জনী মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈ গৃহ্ণীয়াৎ সুসমাহিতঃ।
বিস্রাবণানি বৃন্তাগ্রে তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকেন চ।
তলপ্রচ্ছন্ন বৃন্তাগ্রং গ্রাহ্যং ব্রীহিমুখং মুখে।
মূলেম্বাহরণার্থানি ক্রিয়া সৌকর্য্যতোঽপরম্‌।

যে সকল শস্ত্রদ্বারা ছেদন, ভেদন ও লেখন ক্রিয়া সাধিত হয়, প্রয়োগকালে তাহাদের বৃন্ত ও ফলের মধ্যভাগে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা ধরিবে। বিস্রাবণ শস্ত্র, প্রয়োগকালে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহাদের বৃন্তাগ্রভাগ অবলম্বন করিবে। ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্রের বৃন্তাগ্রভাগ করতলে প্রচ্ছন্ন করিয়া ও উহার মুখের নিকট ধরিয়া কার্য্য সাধন করিবে। আহরণ যন্ত্র সকল মূলাংশে ধরিয়া ব্যবহার করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শস্ত্র কার্য্যের সুবিধা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থান ধরিয়া প্রয়োগ করিবে

আনবাঙ্গুলিবিস্তারঃ সুঘনো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
ক্ষৌমপট্টোর্ণকৌশেয় চর্ম্মমৃদুচর্ম্মজঃ।
বিন্যস্তপাশঃ সুস্যূতঃ সান্তরোর্ণাস্থ শস্ত্রকঃ।
শলাকাপিহিতাস্যশ্চ শস্ত্রকোষঃ সুসঞ্চয়ঃ।

শস্ত্র রাখিবার জন্য ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৯ অঙ্গুলি বিস্তৃত কোষ (থাপ) ব্যবহৃত হয়। ইহা পট্টাদি বস্ত্রে ও কোমল চর্ম্মে নির্ম্মিত এবং বিন্যস্ত পাশ (সূচীদ্বারা সেলাইকরা) কোষের অভ্যন্তর উর্ণাব্যাপ্ত এবং মুখ শলাকাদ্বারা বদ্ধ থাকে। শস্ত্র সকল মেষাদি লোমের মধ্যস্থিত ও পরস্পর ব্যবহিত করিয়া কোষমধ্যে রাখিতে হয়।

জলৌকসম্ভ সুখিনাং রক্তস্রাবায় যোজয়েৎ।

সুখোচিত ব্যক্তিদের (নৃপ, আঢ্য, বালক, স্থবির, ভীরু, দুর্ব্বল, স্ত্রী ও সুকুমারদিগের) রক্তস্রাবণার্থ জলৌকা প্রয়োগ করিবে।

দুষ্টাম্বুমৎস্য ভেকাহি শবকোথমলোদ্ভবাঃ।
রক্তাঃ শ্বেতা ভৃশং কৃষ্ণাশ্চপলাঃ স্থূলপিচ্ছিলাঃ।
ইন্দ্রায়ুধ বিচিত্রোর্দ্ধরাজয়ো রোমশাশ্চ তাঃ।
সবিষা বর্জ্জয়েত্তাভিঃ কণ্ডূপাক জ্বরভ্রমাঃ।
বিষপিত্তাস্রনুৎ কার্য্যং তত্র শুদ্ধাম্বুজাঃ পুনঃ।
নির্ব্বিষাঃ শৈবলশ্যাবা বৃত্তা নীলোর্দ্ধরাজয়ঃ।
কষায় পৃষ্ঠাস্তন্বঙ্গ্যঃ কিঞ্চিৎ পীতোদরাশ্চ যাঃ।

দুষ্টজল এবং মৎস্য, ভেক, সর্প ও মৃতদেহের পচন ও মল হইতে সবিষ জলৌকার উদ্ভব হয়। ইহারা রক্ত শ্বেত বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চল, স্থূল, পিচ্ছিল, ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণের ঊর্দ্ধরেখাবিশিষ্ট ও রোমশ। সবিষ জলৌকা প্রয়োগ করিবে না। কারণ ইহারা প্রযোজিত হইলে, কণ্ডু, পাক, জ্বর ও ভ্রমাদি উপস্থিত হয়। যদি ভ্রম বশতঃ কখন প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে বিষ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক ক্রিয়া করিবে। নির্ব্বিষ জলৌকা নির্ম্মল জলে জন্মে, ইহারা শৈবালের ন্যায় শ্যামবর্ণ, গোলাকার, নীলবর্ণ, ঊর্দ্ধরেখা বিশিষ্ট, রঞ্জিত পৃষ্ঠ, সূক্ষ্মদেহ ও কিঞ্চিৎ পীতোদর। এই নির্ব্বিষ জলৌকাই ব্যবহার্য্য।

তা অপ্যসম্যগ্‌ বমনাৎ প্রততঞ্চ নিপাতনাৎ।
সীদন্তীঃ সলিলং প্রাপ্য রক্তমত্তা ইতি ত্যজেৎ।

কেবল যে সবিষ জলৌকা ত্যাগ করিবে, তাহা নহে, যে সকল জলৌকা সতত নিযোজিত হইয়া প্রচুর দুষ্ট রক্তপান করে, অথচ সেই দুষ্টরক্ত সম্যগ্‌ বমন না করে, সেই সকল দুষ্ট রক্তপূর্ণ নির্ব্বিষ জলৌকাকেও পরিত্যাগ করিবে। দুষ্ট রক্তবিশিষ্ট জলৌকার লক্ষণ এই উহাদিগকে জলে ফেলিলে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

অথেতরা নিশাকল্ক যুক্তেঽম্ভসি পরিপ্লুতাঃ।
অবন্তিসোমে * তক্রে বা পুনশ্চাশ্বাসিতা জলে।

* কাঞ্জিকে।

লাগয়েদ্‌ ঘৃত মৃৎস্নাঙ্গ শস্ত্র রক্ত নিপাতনৈঃ।
পিবন্তীরুন্নত স্কন্ধাশ্ছাদয়েন্মৃদুবাসসা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষার পর, নির্ব্বিষ জলৌকাকে, হরিদ্রা কল্কযুক্তজলে অথবা কাঞ্জিকে কিংবা তক্রে পরিপ্লুত ও নির্ম্মল জলে উৎসাহিত করিয়া লাগাইয়া দিবে, যদি ধরে, তাহা হইলে পীড়িত স্থানে ঘৃতাদি ম্রক্ষণ বা শস্ত্রদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া ধরাইবে। যখন দেখিবে, লগিত জলৌকা উন্নতস্কন্ধ হইয়াছে, তখনই জানিবে, উহা রক্তশোষণ করিতেছে। মক্ষিকা প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণের জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা জলৌকার গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিবে।

সংপৃক্তাদ্দুষ্ট শুদ্ধাস্রাজ্জলৌকা দুষ্টশোণিতম্‌।
আদত্তে প্রথমং হংসঃ ক্ষীরং ক্ষীরোদকাদিব।

হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধের কেবল দুগ্ধাংশই পান করে, জলৌকাও তেমনই প্রথমে মিশ্রিত দুষ্ট ও শুদ্ধ রক্তের দুষ্টাংশই শোষণ করিয়া থাকে।

দংশস্য তোদে কণ্ডাং বা মোক্ষয়েদ্বাময়েচ্চ তাম্‌।
পটুতৈলাক্ত বদনাং শ্লক্ষ্ণ কণ্ডন রুক্ষিতাম্‌।
রক্ষন্‌ রক্তমদাদ্‌ ভূয়ঃ সপ্তাহং বা ন পাতয়েৎ।
পূর্ব্ববৎ পটুতা দার্ঢ্যং সম্যগ্‌ বান্তে জলৌকসাম্‌।
ক্লমোঽতিযোগান্মৃত্যুর্বা দুর্ব্বান্তে স্তব্ধতা মদঃ।

যখন জলৌকাদংশে তোদ বা কণ্ডু হইবে, তখন উহাকে ছাড়াইবে, রক্তপান লোলুপ হইয়া যদি না ছাড়ে, তাহা হইলে উহার মুখে লবণ ও তৈল দিয়া ম্রক্ষণ করিলেই ছাড়িবে। পরে সূক্ষ্ম তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা উহাকে রুক্ষিত করিয়া বমন করাইবে। এই রূপে বমন দ্বারা রক্তমদ হইতে জলৌকাকে রক্ষা করিয়া, সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আর তাহাকে রক্ত শোষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিবে না।

সম্যগ্ বমনে উহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় পটুতা ও দৃঢ়তা জন্মে, কিন্তু অতিবমনে ক্লান্তি বা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। আর স্তব্ধতা ও মত্ততা হইয়া থাকে।

অন্যত্রান্যত্র তাঃ স্থাপ্যা ঘটে মৃৎস্নাম্বুগর্ভিণি।
লালাদিক্লেদ নাশার্থং সবিষাঃ স্যুস্তদন্বয়াৎ॥

লালাদি ক্লেদ নাশার্থ জলৌকাদিগকে মৃত্তিকাক্ত জলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ঘটে (তিন দিন বা পাঁচ দিন অন্তরে অন্তরে) স্থাপন করিবে। ক্রমাগত একপাত্রে থাকিলে, লালাদির সংসর্গে নির্ব্বিষ জলৌকাও সবিষ হইয়া থাকে।

অশুদ্ধৌ স্রাবয়েদ্দংশান্ হরিদ্রা গুড়মাক্ষিকৈঃ।
শতধৌতাজ্যপিচবস্ততো লেপাশ্চ শীতলাঃ॥

অশুদ্ধ রক্তের সত্ত্বা লক্ষিত হইলে, দষ্টস্থানে হরিদ্রা, গুড় ও মধু প্রয়োগ করিয়া স্রাব করাইবে। তৎপরে শতধৌত ঘৃত লিপ্ত বস্ত্রখণ্ড, ক্ষতের উপর বসাইয়া দিবে এবং যষ্টিমধু চন্দন ও বেণার মূল প্রভৃতির শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

দুষ্টরক্তাপগমনাৎ সদ্যো রোগরুজাং শমঃ॥

দুষ্টরক্ত অপগত হইলে, সদ্যো রোগ-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

অশুদ্ধং চলিতং স্থানাৎ স্থিতং রক্তং ব্রণাশয়ে।
অম্লীভবেৎ পর্য্যুষিতং তস্মাৎ তৎ স্রাবয়েৎ পুনঃ॥

অশুদ্ধ রক্ত স্বস্থান হইতে চলিত হইয়া ব্রণস্থানে উপস্থিত হয় এবং পর্য্যুষিত হইয়া অম্লীভূত হইয়া থাকে, অতএব পুনর্ব্বার ঐ রক্তস্রাব করাইবে।

যুঞ্জ্যান্নালাবু ঘটিকা রক্তে পিত্তেন দূষিতে।
তাসামনলসংযোগাদ্ যুঞ্জ্যাচ্চ কফ বায়ুনা॥

পিত্ত দ্বারা রক্ত দুষ্ট হইলে, ঐ দুষ্ট রক্ত স্রাবার্থ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্র ব্যবহার করিবে না, কারণ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্রস্থ অগ্নি সংযোগে রক্ত পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। কিন্তু রক্ত, বায়ু ও কফ দ্বারা দূষিত হইলে ঐ যন্ত্র প্রয়োগ করা যায়।

কফেন দুষ্টং রুধিরং ন শৃঙ্গেণ বিনির্হরেৎ।
স্কন্নত্বাদ্ বাতপিত্তাভ্যাং দুষ্টং শৃঙ্গেণ নির্হরেৎ॥

কফদুষ্ট রক্ত শৃঙ্গ, দ্বারা নির্হরণ করিবে না, কারণ কফদুষ্ট রক্ত গাঢ় হয় বলিয়া, অগ্নি-সংযোগ রহিত শৃঙ্গ যন্ত্র দূষক কফের বিলয়ন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বাতপিত্ত দ্বারা দূষিত রক্ত, শৃঙ্গ দ্বারা নির্হরণ করিবে।

গাত্রং বদ্ধোপরি দৃঢ়ং রজ্জ্বা পট্টেন বা সমম্।
স্নায়ু সন্ধ্যস্থি মর্ম্মাণি ত্যজন্ প্রচ্ছানমাচরেৎ॥
অধোদেশ প্রবিসৃতৈঃ পদৈরুপরিগামিভিঃ॥
ন গাঢ় ঘনতির্য্যগ্ভির্ন পদে পদমাচরেৎ॥
প্রচ্ছানেনৈকদেশস্থং গ্রথিতং জলজন্মভিঃ।
হরেচ্ছৃঙ্গাদিভিঃ সুপ্তমসৃগ্ব্যাপি শিরাব্যধৈঃ॥

রক্তমোক্ষণোপযোগি স্থানের উপরিভাগ রজ্জু বা পট্ট দ্বারা দৃঢ় ও সমভাবে বান্ধিয়া, নিম্নদেশ হইতে উপরদিকে শস্ত্র পদ দ্বারা মৃদু ও সরলভাবে ধীরে ধীরে এরূপ সাবধানে প্রচ্ছান করিবে (শস্ত্রপাত বিশেষ, চেরা) যেন স্নায়ুসন্ধি অস্থি ও মর্ম্মস্থান আহত না হয়। প্রচ্ছানকালে শস্ত্রপাতের উপর শস্ত্র-পাত করিবে না। এক দেশস্থ রক্ত প্রচ্ছান দ্বারা, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদাদির গ্রথিত রক্ত, জলৌকা দ্বারা, চেতনাবিহীন রক্ত শৃঙ্গ দ্বারা এবং সর্ব্বশরীর ব্যাপি রক্ত শিরাব্যধ দ্বারা নির্হরণ করিবে।

প্রচ্ছানং পিণ্ডিতে বা স্যাদবগাঢ়ে জলৌকসঃ।
ত্বক্স্থেঽলাবু ঘটী শৃঙ্গং শিরৈব ব্যাপকেঽসৃজি।
বাতাদিধাম বা শৃঙ্গ জলৌকাঽলাবুভিঃ ক্রমাৎ॥

পিণ্ডিত রক্তে প্রচ্ছান, অবগাঢ় রক্তে জলৌকাপ্রয়োগ, ত্বক্স্থ রক্তে অলাবু, ঘটী ও

শৃঙ্গ যন্ত্র ব্যবহার এবং সর্ব্বশরীর ব্যাপি রক্তে শিরাব্যধন কর্ত্তব্য। অথবা বাতাদি স্থানস্থিত রক্ত যথাক্রমে শৃঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু যন্ত্র দ্বারা নির্হার্য্য। অর্থাৎ বাতাশয় (পক্বাধান) স্থিত রক্ত শৃঙ্গদ্বারা, পিত্তাশয়স্থিত রক্ত জলৌকা দ্বারা, শ্লেষ্মাশয়স্থ রক্ত অলাবু যন্ত্র দ্বারা নির্হরণ করিবে।

স্রুতাসৃজঃ প্রদেহাদ্যৈঃ শীতৈঃ স্যাদ্বায়ুকোপতঃ।
সতোদ কণ্ডুঃশোফস্তং সর্পিষোষ্ণেন সেচয়েৎ॥

যাহার রক্ত স্রুত হইতেছে, তাহার পক্ষে শীতবীর্য্য প্রলেপাদি উপযুক্ত নহে, কারণ শৈত্যগুণে বায়ুর প্রকোপ হওয়ায় তোদ ও কণ্ডুযুক্ত শোথ হইতে পারে, অতএব সেস্থলে উষ্ণ ঘৃত সেচন করা কর্ত্তব্য।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরাব্যধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মধুরং লবণং কিঞ্চিদশীতোষ্ণমসংহতম্।
পদ্মেন্দ্র গোপহেমাবি শশ লোহিত লোহিতম্।
লোহিতং প্রবদেচ্ছুদ্ধং তনোস্তেনৈব চ স্থিতিঃ॥

অতঃপর আমরা শিরাব্যধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। যে রক্ত, মধুর ও কিঞ্চিৎ লবণ রস, অম্ল কৃষ্ণবর্ণ, উষ্ণস্পর্শ, দ্রব, রক্তপদ্ম বা ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ রক্তবর্ণ, স্বর্ণাভ, শশরক্ত তুল্য লোহিত, তাহাই শুদ্ধ রক্ত। সেই রক্ত দ্বারাই দেহ রক্ষিত হয়।

তৎপিত্ত শ্লেষ্মলৈঃ প্রায়ো দূষ্যতে কুরুতে ততঃ।
বিসর্প বিদ্রধি প্লীহ গুল্মাগ্নি সদন জ্বরান্॥
মুখনেত্র শিরোরোগ মদতৃড়্ লবণাস্যতাঃ।
কুষ্ঠ বাতাস্র পিত্তাস্র কট্বম্লোদ্গীরণ ভ্রমান্।
শীতোষ্ণ স্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈরুপক্রান্তাশ্চ যে গদাঃ।
সম্যক্ সাধ্যা ন সিধ্যন্তি তে চ রক্তপ্রকোপজাঃ।
তেষু স্রাবয়িতুং রক্তমুদ্রিক্তং ব্যধয়েৎ শিরাম্॥

সেই শুদ্ধ রক্ত প্রায় পিত্ত ও শ্লেষ্মকর দ্রব্যাদি দ্বারা দূষিত হয় এবং দূষিত হইয়া বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর মুখরোগ, নেত্ররোগ, শিরঃপীড়া, মদ, তৃষ্ণা, লবণাস্যতা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কটু ও অম্লোদ্গার এবং ভ্রম উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত রোগ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি দ্বারা সম্যক্ চিকিৎসিত হইলে সাধ্য হইতে পারে, তাহারাও রক্ত প্রকোপজ হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। এতএব সেই সমস্ত রোগে উদ্রিক্ত রক্ত স্রাব করণার্থ শিরা বিদ্ধ করিবে।

নতূন্ ষোড়শাতীত সপ্তত্যব্দ স্রুতাসৃজান্।
অস্নিগ্ধাঽস্বেদিতাত্যর্থ স্বেদিতানিলরোগিণাম্।
গর্ভিণী সূতিকাজীর্ণ পিত্তাস্রশ্বাস কাসিনাম্।
অতিসারোদরচ্ছর্দ্দি পাণ্ডু সর্ব্বাঙ্গ শোফিনাম্।
স্নেহপীতে প্রযুক্তেষু তথা পঞ্চসু কর্ম্মসু।
নাযন্ত্রিতাং শিরাং বিধ্যেন্ন তির্য্যঙ্ নাপ্যনুত্থিতাম্।
নাতি শীতোষ্ণ বাতাভ্রেষ্বন্যত্রাত্যয়িকাদ্ গদাৎ।

ষোল বৎসরের ন্যূন কিংবা সপ্ততি বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির এবং স্রুতাস্র (যাহার রক্তস্রাব করান হইয়াছে), অস্নিগ্ধ, অস্বেদিত, বা অতি স্বেদিত অথবা যে গর্ভিণী বা সূতিকাজীর্ণ, তাহার পক্ষে এবং যে ব্যক্তি রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অতিসার, উদর রোগ, বমি, পাণ্ডু বা সর্ব্বাঙ্গ শোথে আক্রান্ত, যে স্নেহ পান করিয়াছে, তাহার পক্ষে শিরাব্যধ অবিধেয় এবং বমন, বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্ম প্রয়োগের পরেও শিরা না বান্ধিয়া অথবা অনুত্থিত থাকিলে, কিংবা অতি শীতে, অতি উষ্ণে, প্রবল বাতে বা নিবিড় মেঘাগমেও শিরা বিদ্ধ করিবে না। কিন্তু রোগ যদি অতি বিপজ্জনক হয়, তাহা হইলে শীতোষ্ণাদির যথাযথ প্রতিকার করিয়া শিরা মোক্ষণ করিবে।

শিরোনেত্রবিকারেষু ললাট্যাং মোক্ষয়েৎ শিরাম্।
অপাঙ্গ্যামুপনাস্যাং বা কর্ণরোগেষু কর্ণজাম্॥
নাসারোগেষু নাসাগ্রে স্থিতাং নাসাললাটয়োঃ
পীনসে মুখরোগেষু জিহ্বৌষ্ঠহনুতালুগাঃ॥
জত্রূর্দ্ধং গ্রন্থিষু গ্রীবাকর্ণশঙ্খশিরঃস্থিতাঃ।
উরোঽপাঙ্গললাটস্থা উন্মাদেঽপস্মৃতৌ পুনঃ॥
হনুসন্ধৌ সমস্তে বা শিরাং ভ্রূমধ্যগামিনীম্।
বিদ্রধৌ পার্শ্বশূলে চ পার্শ্বকক্ষস্তনান্তরে॥
তৃতীয়কে ত্রিকসন্ধিমধ্যে স্কন্ধস্যাধশ্চতুর্থকে।
প্রবাহিকায়াং শূলিন্যাং শ্রোণিতো দ্ব্যঙ্গুলে স্থিতাম্॥
শুক্রমেঢ্রাময়ে মেঢ্রে ঊরুগাং গলগণ্ডয়োঃ।
গৃধ্রস্যাং জানুনোঽধস্তাদূর্দ্ধং বা চতুরঙ্গুলে॥
ইন্দ্রবস্তেরধোঽপচ্যাং দ্ব্যঙ্গুলে চতুরঙ্গুলে।
ঊর্দ্ধং গুল্ফস্য সক্থ্নোঽথ তথা ক্রোষ্টুকশীর্ষকে॥
পাদদাহে খুড়ে হর্ষে বিপাদ্যাং বাতকণ্টকে।
চিপ্পে চ দ্ব্যঙ্গুলে বিধ্যেদুপরি ক্ষিপ্রমর্মণঃ॥
গৃধ্রস্যামিব বিশ্বাচ্যাং যথোক্তানামদর্শনে।
মর্ম্মহীনে যথাসন্নে দেশেঽন্যাং ব্যধয়েৎ শিরাম্॥

শিরঃপীড়া ও নেত্ররোগে, ললাটের, অপাঙ্গের বা নাসিকা সমীপের শিরা বিদ্ধ করিবে; কর্ণরোগে কর্ণস্থ শিরা, নাসারোগে নাসিকাগ্রস্থ শিরা, পীনস রোগে নাসা ও ললাটস্থ শিরা, মুখরোগে জিহ্বা, ওষ্ঠ, হনু ও তালুগত শিরা, জত্রুর ঊর্দ্ধস্থিত গ্রন্থিরোগে গ্রীবা, কর্ণ, শঙ্খদেশ ও ললাটস্থ শিরা, উন্মাদ রোগে বক্ষঃ, অপাঙ্গ ও ললাটস্থ শিরা, অপস্মার রোগে হনুসন্ধি বা সমস্ত হনু অথবা ভ্রূমধ্যস্থিত শিরা, বিদ্রধিরোগে ও পার্শ্বশূলে পার্শ্ব, কক্ষা ও উভয় স্তনের মধ্যস্থানগত শিরা, তৃতীয়ক জ্বরে ত্রিকসন্ধিস্থ শিরা, চতুর্থক জ্বরে স্কন্ধের অধস্থ শিরা, শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটী হইতে দুই অঙ্গুলি অন্তরে অবস্থিত শিরা, শুক্র ও মেঢ্র রোগে মেঢ্রস্থিত শিরা, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগে ঊরুস্থ শিরা, গৃধ্রসী রোগে জানুর চারি অঙ্গুলি নিম্নে বা উপরে অবস্থিত শিরা, অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তির (জঙ্ঘাস্তরস্থিত মর্ম্মের) দুই অঙ্গুলি নিম্নস্থ শিরা, সক্থির পীড়ায় এবং ক্রোষ্টুক শীর্ষরোগে গুল্‌ফের চারি অঙ্গুলি উপরিস্থ শিরা, পাদদাহে খুড়বাতে পাদহর্ষে, বিপাদিকায়, বাতকণ্টকে ও চিপ্পরোগে ক্ষিপ্র নামক সক্থি মর্ম্মের দুই অঙ্গুলি উপরিস্থিত শিরা ও বিশ্বচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় জানুর চারি অঙ্গুলি নিম্নে বা উপরে অবস্থিত শিরা, বিদ্ধ করিবে। যথোক্ত শিরা সকলের অদর্শন হইলে, ব্যাধি অনুসারে মর্ম্মবর্জ্জিত নিকটস্থ স্থানের অন্য শিরা বিদ্ধ করিবে।

শিরাব্যধনপূর্ব্ববিধিঃ।

অথ স্নিগ্ধতনুঃ সজ্জসর্ব্বোপকরণো বলী।
কৃতস্বস্ত্যয়নঃ স্নিগ্ধং রসান্নং প্রতিভোজিতঃ॥
অগ্নিতাপাতপস্বিন্নো জানূচ্চাসনসংস্থিতঃ।
মৃদুপট্টাত্তকেশান্তো জানুস্থাপিতকূর্পরঃ॥
মুষ্টিভ্যাং বস্ত্রগর্ভাভ্যাং মন্যে গাঢ়ং নিপীড়য়েৎ।
দন্তপ্রপীড়নোৎকাস গণ্ডাধ্মানানি চাচরেৎ॥
পৃষ্ঠতো যন্ত্রয়েচ্চৈনং বস্ত্রমাবেষ্টয়ন্ নরঃ।
কন্ধরায়াং পরিক্ষিপ্য ন্যস্যান্তর্বামতর্জনীম্॥
এষোঽন্তর্মুখবর্জ্জ্যানাং শিরাণাং যন্ত্রণে বিধিঃ।

রোগী স্নিগ্ধ দেহ, সর্ব্বপ্রকার উপকরণে সজ্জিত, বলবিশিষ্ট, কৃতস্বস্ত্যয়ন, স্নিগ্ধ মাংস যূষান্ন প্রতিভোজিত, অগ্নি ও আতপে স্বিন্নগাত্র ও জানুর সমান উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া [illegible] বস্ত্র দ্বারা কেশান্তভাগ বন্ধন ও জানুর উপরে কূর্পর [illegible] গ্রীবাদেশে বদ্ধ [illegible] দ্বারা টানিয়া ধরিয়া গ্রীবাস্থ মন্যা নামক শিরা দ্বয়কে পীড়ন ও পীড়ন কালে দন্ত প্রপীড়ন, উৎকাস এবং গণ্ডস্ফীতি করিবে। [illegible] রোগীর পৃষ্ঠদেশ এইরূপে যন্ত্রিত করিতে হইবে, যথা গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া

মধ্যে মধ্যে বামতর্জ্জনী স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্ত্র জড়াইতে থাকিবে, অর্থাৎ তর্জ্জনী পরিমিত স্থান অন্তরে অন্তরে বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠ যন্ত্রিত করিবে। ইহাই অন্তর্মুখ শিরা ভিন্ন উত্তমাঙ্গগত অন্য শিরাব্যধের বিধি।

তথা মধ্যময়াঙ্গুল্যা বৈদ্যোঽঙ্গুষ্ঠবিমুক্তয়া।
তাড়য়েদুত্থিতাং জ্ঞাত্বা স্পর্শাদ্ বাঙ্গুষ্ঠপীড়নৈঃ॥
কুঠার্য্যা লক্ষয়েন্মধ্যে বামহস্তগৃহীতয়া।
ফলোদ্দেশে সুনিষ্কম্পং শিরাং তদ্বচ্চ মোক্ষয়েৎ॥

যন্ত্রিত করণানন্তর, বৈদ্য বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বিমুক্ত মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা, অথবা অঙ্গুষ্ঠ পীড়ন দ্বারা কিংবা কেবল স্পর্শ দ্বারা শিরাকে উত্থিত জানিয়া, ফলদেশে নিষ্কম্পভাবে, কুঠারী শস্ত্র বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া শিরামধ্যে স্থাপন করতঃ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবে এবং লক্ষ্য স্থির হইলে উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা শিরা মোক্ষণ করিবে।

তাড়য়ন্ পীড়য়েচ্চৈনাং বিধ্যেদ্ ব্রীহিমুখেন তু।

ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা উপরোক্ত শিরা বিদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়ন করিবে।

অঙ্গুষ্ঠেনোন্নময্যাগ্রে নাসিকামুপনাসিকাম্।

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া নাসিকাসন্নদেশস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে।

অত্যুন্নতবিদষ্টাগ্রজিহ্বস্যাধস্তলাশ্রয়াম্।

রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগ তালুদেশে উন্নয়ন বা দন্ত দ্বারা বিশিষ্টরূপে দংশন করিলে (আটকাইলে) জিহ্বার অধঃস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে।

যন্ত্রয়েৎ স্তনয়োরূর্দ্ধং গ্রীবাশ্রিতশিরাব্যধে।

গ্রীবাস্থিত শিরাব্যধন করিতে হইলে, বস্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশ যন্ত্রিত করিবে।

পাষাণগর্ভহস্তস্য জানুস্থে প্রসৃতে ভুজে।
কুক্ষেরারভ্য মৃদিতে বিধ্যেদ্বদ্ধোর্দ্ধিপট্টকে॥

রোগী দুই খণ্ড প্রস্তর মুষ্টিদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া জানুতে স্থাপন করিলে, তাহার কুক্ষিদেশ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত (গ্রীবাস্থিত শিরাব্যধ যোগ্য স্থান পর্য্যন্ত) মর্দ্দিত এবং বস্ত্র দ্বারা ঊর্দ্ধভাগে বদ্ধ করিয়া গ্রীবাস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে।

বিধ্যেদ্ধস্তশিরাং বাহাবনাকুঞ্চিতকূর্পরে।
বদ্ধ্বা সুখোপবিষ্টস্য মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠগর্ভিণীম্।
ঊর্দ্ধং বেধ্যপ্রদেশাচ্চ পট্টিকাং চতুরঙ্গুলে।

হস্তশিরা বিদ্ধ করিবার ক্রম এই—বেধ্য স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র পট্ট বাঁধিবে এবং রোগী সুখাসীন হইয়া অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক বাহু প্রসারিত করিয়া থাকিবে।

বিধ্যেদালম্বমানস্য বাহুভ্যাং পার্শ্বয়োঃ শিরাম্।
প্রহৃষ্টে মেহনে জঙ্ঘাশিরাং জানুন্যকুঞ্চিতে॥

রোগীকে দুই বাহু দ্বারা কোন অবলম্ব্য বস্তু ধরাইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। মেঢ্র স্তব্ধ হইলে মেঢ্রস্থিত শিরা বিন্ধিবে এবং জানু প্রসারিত করাইয়া জঙ্ঘার শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে।

পাদে তু সুস্থিতেঽধস্তাজ্জানুসন্ধের্নিপীড়িতে।
গাঢ়ং করাভ্যামাগুল্ফং চরণে তস্য চোপরি॥
দ্বিতীয়ে কুঞ্চিতে কিঞ্চিদারূঢ়ে হস্তবত্ততঃ।
বদ্ধ্বা বিধ্যেৎ শিরামিত্থমনুক্তেষ্বপি কল্পয়েৎ।
তেষু তেষু প্রদেশেষু তত্তদ্ যন্ত্রমুপায়বিৎ॥

পাদশিরা বিদ্ধ করিবার ক্রম এই - বেধ্য চরণ ভূম্যাদিতে সুস্থাপিত করিয়া জানুসন্ধির অধো হইতে গুলফ পর্য্যন্ত হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন ও বেধ্যচরণের উপর দ্বিতীয় চরণ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ভাবে স্থাপন করিবে এবং পদস্থাপনের পর, হস্তশিরা বিদ্ধ করিবার

সময় যেমন বেধাস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্রপট্টক বাঁধিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপে বান্ধিবে।

এই প্রকারে অনুক্ত অন্যান্য প্রদেশে উপায়জ্ঞ বৈদ্য যথোপযুক্ত যন্ত্র কল্পনা করিবেন।

মাংসলে নিঃক্ষিপেদ্দেশে ব্রীহ্যাস্যং ব্রীহিমাত্রকম।
যবার্দ্ধমস্থ্নামুপরি শিরাং বিধ্যন কুঠারিকাম॥

মাংসল প্রদেশে ব্রীহিমুখ শস্ত্র ব্রীহি পরিমাণে এবং অস্থির উপরে কুঠারিকা শস্ত্র যবার্দ্ধ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

সম্যগ্বিদ্ধে স্রবেদ্ধারাং যন্ত্রে মুক্তে তু ন স্রবেৎ।
অল্পকালং বহত্যল্পং দুর্ব্বিদ্ধা তৈলচূর্ণনৈঃ।
সশব্দমতিবিদ্ধা তু স্রবেদ্দুঃখেন ধার্য্যতে।

শিরা সম্যক্ বিদ্ধ হইলে রুধিরধারা স্রাব করে, কিন্তু যন্ত্র (বন্ধন) মুক্ত হইলে আর রক্ত বহির্গত হয় না। অল্প বিদ্ধ হইলে অল্পকাল স্রাব করে, দুর্ব্বিদ্ধ (অসম্যগ্‌বিদ্ধ) হইলে তৈল ও চূর্ণৌষধ প্রয়োগ দ্বারা সশব্দ স্রাব করে। অতি কষ্টে ঐ স্রাব বন্ধ হয়।

ভীমূর্চ্ছা যন্ত্রশৈথিল্য কুণ্ঠশস্ত্রাতিভুক্তয়ঃ।
ক্ষামত্বং বেগিতাস্বেদা রক্তস্যাস্রুতিহেতবঃ॥

ভয়, মূর্চ্ছা, বন্ধনশৈথিল্য, ভগ্ন শস্ত্র, অতি-ভোজন, দৌর্ব্বল্য, মলমূত্রাদির বেগাগম ও অস্বেদ (স্বেদক্রিয়া না করণ), এইগুলি রক্তস্রাব না হইবার হেতু। অতএব রক্তস্রাব বিষয়ে এ সকল দোষ পরিত্যাগ্য।

অসম্যগস্রে স্রবতি বেল্লব্যোষ নিশানতৈঃ।
সাগারধূম লবণ তৈলৈর্দিহ্যাচ্ছিরামুখম্।
সম্যক্ প্রবৃত্তে কোষ্ণেন তৈলেন লবণেন চ॥

রক্তস্রাব সম্যক্‌রূপ না হইলে, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), হরিদ্রা, তগরমূল ঝুল, লবণ ও তৈল দ্বারা শিরামুখে দগ্ধ করিবে এবং সম্যক্‌রূপে হইলে শিরামুখে ঈষদুষ্ণ জল ও তৈল প্রয়োগ করিবে।

অগ্রে স্রবতি দুষ্টাস্রং কুসুম্ভাদিব পীতিকা।
সম্যক্ স্রুত্বা স্বয়ং তিষ্ঠেচ্ছুদ্ধং তদিতি নাহরেৎ॥

যেমন রক্ত পীত মিশ্রিত কুসুম ফুল হইতে অগ্রে পীতবর্ণ নিঃস্রুত হয়, তদ্রূপ মিলিত দুষ্টাদুষ্ট রক্ত হইতে অগ্রে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। যখন রক্ত সম্যক্ স্রুত হইয়া তৈল চূর্ণাদি বিনা, স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, তখন জানিবে আর দুষ্ট রক্ত নাই। অতঃপর স্রাব করাইলে শুদ্ধ রক্ত বহির্গত হইবে, শুদ্ধরক্ত কদাচ স্রাব করাইবে না, কারণ উহা জীবনের হেতু।

যন্ত্রং বিমুচ্য মূর্চ্ছায়াং বীজিতে ব্যজনৈঃ পুনঃ।
স্রাবয়েন্মূর্চ্ছতি পুনস্ত্বপরেহ্ন্যস্ত্র্যহেঽপি বা॥

মূর্চ্ছা হইলে যন্ত্র খুলিয়া দিয়া বাতাস দিবে এবং রোগী সুস্থ হইলে পুনর্ব্বার স্রাব করাইবে। কিন্তু যদি আবার মূর্চ্ছিত হয়, তাহা হইলে সেদিন আর স্রাব না করাইয়া পর দিন বা তৃতীয় দিন স্রাব করাইবে।

বাতাচ্ছ্যাবারুণং রুক্ষং বেগস্রাব্যচ্ছফেনিলম্।
পিত্তাৎ পীতাসিতং বিস্রমস্কন্দ্যৌষ্ণ্যাৎ সচন্দ্রকম্॥
কফাৎ স্নিগ্ধমসৃক্ পাণ্ডু তন্তুমৎ পিচ্ছিলং ঘনম্।
সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিদোষং মলিনাবিলম্॥

বায়ু দুষ্ট রক্ত শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, বেগস্রাবী, স্বচ্ছ ও ফেনিল; পিত্ত দুষ্ট রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, আমগন্ধি এবং উষ্ণত্ব হেতু অস্কন্দি (পাতলা) ও ময়ূর পুচ্ছবৎ সচন্দ্রক; কফদুষ্ট রক্ত স্নিগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ, তন্তুবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও ঘন; দ্বিদোষ দুষ্ট রক্ত উভয় লক্ষণাক্রান্ত এবং ত্রিদোষ দুষ্টরক্ত মলিন ও আবিল; কিন্তু এস্থলে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয়ের লক্ষণও বিদ্যমান থাকে।

অশুদ্ধৌ বলিনোঽপ্যস্রং ন প্রস্রাবং স্রাবয়েৎ পরম।
অতিস্রুতৌ হি মৃত্যুঃ স্যাদ্দারুণা বা চলাময়াঃ॥

বলবান্ ব্যক্তিরও এক প্রস্থের (তুইসের) অধিক রক্ত স্রাব করাইবে না। যেহেতু অতিস্রাবে দারুণ বাতরোগে এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

তত্রাভ্যঙ্গরসক্ষীররক্তপানানি ভেষজম্।

অভ্যঙ্গ, মাংসরস, দুগ্ধ ও রক্ত পান, এই সকল অতি স্রাবের ঔষধ।

স্রুতে রক্তে শনৈর্যন্ত্রমপনীয় হিমাম্বুনা।
প্রক্ষাল্য তৈলপ্লোতাক্তং বন্ধনীয়ং শিরামুখম্॥

রক্ত স্রুত হইলে, যন্ত্র ক্রমে ক্রমে খুলিয়া শীতল জল দ্বারা শিরামুখে প্রক্ষালন করিয়া উহাতে তৈলপটী দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

অশুদ্ধং স্রাবয়েদ্ভূয়ঃ সায়মহ্ন্যপরেঽপি বা।
স্নেহোপস্কৃতদেহস্য পক্ষাদ্বা ভৃশদূষিতম্॥

স্রাবের পরও যদি দুষ্ট রক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেইদিন অপরাহ্ণে, বা তৎপর দিনে পুনর্ব্বার আবার অশুদ্ধ রক্তস্রাব করাইবে। অথবা রোগীকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ দেহ করিয়া, অতিদূষিত রক্ত পক্ষান্তে স্রাব করাইবে।

কিঞ্চিদ্ধি শেষে দুষ্টাস্রে নৈব রোগোঽতিবর্ত্ততে।
সশেষমপ্যতো ধার্য্যং ন চাতিস্রুতিমাচরেৎ॥

দুষ্ট রক্ত কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলেও তজ্জনিত রোগ (উপদ্রব) উপস্থিত হয় না। অতএব সশেষ দুষ্টরক্তও ধার্য্য; কারণ রক্ত, প্রাণের অধিষ্ঠান, অতএব দুষ্টরক্তেরও অতি স্রাব ভাল নয়, কিছু শেষ থাকিলেও উহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

হরেচ্ছৃঙ্গাদিভিঃ শেষং প্রসাদমথবানয়েৎ।
শীতোপচারপিত্তাস্রক্রিয়াশুদ্ধিবিশোষণৈঃ।
দুষ্টরক্তমনুদ্রিক্তমেবমেব প্রসাদয়েৎ॥

ক্ষতশেষ দুষ্টরক্ত শিরাবাধন দ্বারা নির্হরণ না করিয়া, শৃঙ্গ, অলাবু ও ঘটিকাদি যন্ত্র দ্বারা হরণ করিবে অথবা শৈত্য প্রয়োগ, পিত্তহরণ ক্রিয়া যথা বিরেচনাদি শুদ্ধি, বা শোষণকর ক্রিয়া দ্বারা সেই অনুদ্রিক্ত দুষ্ট রক্তকে প্রসন্ন অর্থাৎ কলুষরহিত শুদ্ধ করিবে।

রক্তে ত্বতিস্রুতে ক্ষিপ্রং স্তম্ভনীমাচরেৎ ক্রিয়াম্।
লোধ্রপ্রিয়ঙ্গুপত্তঙ্গমাষযষ্ট্যাহ্বগৈরিকৈঃ।
মৃৎকপালাঞ্জনক্ষৌমমষী ক্ষীরীত্বগঙ্কুরৈঃ।
বিচূর্ণয়েদ্ ব্রণমুখং পদ্মকাদিহিমং পিবেৎ॥

রক্তস্রাব না থামিলে সত্বর নিম্নলিখিত স্তম্ভনী ক্রিয়া করিবে। যথা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বকম কাষ্ঠ, মাষকলাই, যষ্টিমধু, গেরিমাটী, মৃৎকপাল (খাপরা) অঞ্জন, রেসমি বস্ত্র ভস্ম এবং বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ত্বক্ ও অঙ্কুর এই সকল রক্তশোধক ঔষধ ব্রণমুখে প্রয়োগ করিবে এবং পদ্মকাষ্ঠ প্রভৃতির শীতল কষায় পান করিবে।

তামেব বা শিরাং বিধ্যেদ্ব্যধাৎ তস্মাদনন্তরম্।
শিরামুখঞ্চ ত্বরিতং দহেত্তপ্তশলাকয়া॥

অথবা প্রাগ্‌বাধনের অব্যবহিত পরে আবার সেই শিরা বিদ্ধ করিবে, কিংবা শীঘ্র তপ্ত শলাকা দ্বারা শিরামুখ দগ্ধ করিয়া দিবে।

উন্মার্গগা যন্ত্রনিপীড়নেন
স্বস্থানমায়ান্তি পুনর্ন যাবৎ।
দোষাঃ প্রদুষ্টা রুধিরং প্রপন্না-
স্তাবদ্ধিতাহারবিহারভাক্ স্যাৎ॥

যন্ত্রনিপীড়ন দ্বারা উন্মার্গগত এবং রক্ত প্রাপ্ত প্রদুষ্ট দোষ সকল, যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে আইসে, সেপর্য্যন্ত হিতজনক আহার ও বিহার করা কর্ত্তব্য।

নাত্যুষ্ণশীতং লঘু দীপনঞ্চ
রক্তেঽপনীতে হিতমন্নপানম্।
তদা শরীরং হ্যনবস্থিতাস্র-
মগ্নির্বিশেষাদিতি রক্ষণীয়ঃ॥

রক্ত স্রাবিত হইলে, অনতি উষ্ণ, অনতি শীতল, লঘু ও দীপনীয় অন্নপান হিতজনক। যেহেতু তৎকালে শরীরে রক্ত অনবস্থিত (চলিতবৃত্তি) থাকে, অতএব হিতকর অন্নপান দ্বারা অগ্নিকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে কারণ অগ্নিই রক্তোৎপত্তির প্রধান কারণ।

প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ার্থা-
নিচ্ছন্তমব্যাহতপক্তৃবেগম্।
সুখান্বিতং তুষ্টিবলোপপন্নং
বিশুদ্ধরক্তং পুরুষং বদন্তি॥

যে ব্যক্তির রক্ত বিশুদ্ধ, তাহার বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল নির্মল হয়, দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, পরিপাকের সামর্থ্য অব্যাহত থাকে এবং সুখ সচ্ছন্দতা, শরীরের পুষ্টি ও বলাধান হইয়া থাকে।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ শল্যাহরণবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বক্রর্জুতির্যগূর্দ্ধাধঃ শল্যানাং পঞ্চধা গতিঃ॥

অতঃপর আমরা শল্যাহরণ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। শল্যের গতি পাঁচ প্রকার। যথা, বক্রগতি, ঋজুগতি তির্য্যগ্‌গতি, ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি। তৃণ, কাষ্ঠ পাষাণ, পাংশু, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি কেশ নখ, পূয ও মৃতগর্ভ প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য শরীরস্থ হইয়া সমস্তশরীরে পীড়া জন্মায় তাহাকে শল্য কহে। শল ধাতুর অর্থ গতি, শরীর মধ্যে ইহাদের গতি, হয় বলিয়া, শরীরগত কষ্টপ্রদ তৃণ কাষ্ঠাদিকে শল্য বলা যায়।

শ্যামং শোফরুজাবন্তং স্রবন্তং শোণিতং মুহুঃ।
অভ্যুন্নতং বুদ্বুদবৎ পিটিকোপচিতং ব্রণম্।
মৃদুমাংসং বিজানীয়াৎ সশল্যং সমাসতঃ॥

যে ব্রণ শ্যামবর্ণ, শোথ ও বেদনাযুক্ত, মুহুর্মুহুঃ রক্তস্রাবী, বুদবুদের ন্যায় উন্নত, পিড়কাব্যাপ্ত ও কোমল মাংসবিশিষ্ট তাহাকে সংক্ষেপে সশল্য বলিয়া জানিবে।

বিশেষাৎ ত্বগ্গতে শল্যে বিবর্ণঃ কঠিনায়তঃ।
শোফো ভবতি মাংসস্থে চোষঃ শোফো বিবর্দ্ধতে।
পীড়নাসহতা পাকঃ শল্যমার্গো ন রোহতি।
পেশ্যন্তরগতে মাংসপ্রাপ্তবচ্চ বিনা শ্বয়থুম্।
আক্ষেপঃ স্নায়ুজালস্য সংরম্ভঃ স্তম্ভবেদনাঃ
স্নায়ুগে দুর্হরঞ্চৈতৎ শিরাধ্মানং শিরাশ্রিতে।
স্বকর্মগুণহানিঃ স্যাৎ স্রোতসাং স্রোতসি স্থিতে।
ধমনীস্থেঽনিলো রক্তং ফেনযুক্তমুদীরয়েৎ।
নিষ্ক্রামেৎ সশব্দো হৃল্লাসঃ সাঙ্গবেদনঃ।
সন্ধ্যোরস্থিশল্যে তু বিবিধা বেদনা ভবেৎ।
... শোফস্তদ্বচ্চ সন্ধিগে।
... ছেদনক ব্রণানলে।
... শল্যং মর্ম্মবিক্ষোপলক্ষণৈঃ
যথাস্বং পরিস্রাবৈশ্চ গাদিষু বিভাবয়েৎ॥

শল্য ত্বক্‌গত হইলে বিবর্ণ, আয়ত ও কঠিন শোথ উৎপন্ন হয়। মাংসগত হইলে, চোষ (সর্ব্বাঙ্গীন তীব্র দাহ) শোথের অতি বৃদ্ধি, পীড়নাসহিষ্ণুতা ও পাক হয়। ইহাতে ব্রণ মুখ পূরে না। পেশীগত শল্যের লক্ষণও মাংসগত শল্য লক্ষণের তুল্য, তবে ইহাতে শোথ হয় না। শল্য স্নায়ুগত হইলে, স্নায়ুমণ্ডলের আক্ষেপ, ক্ষোভ, স্তব্ধতা ও বেদনা হয়, স্নায়ুগত শল্য দুর্হরণীয়। শিরাগত হইলে শিরাধ্মান, স্রোতোগত হইলে স্রোতের কার্য্য ও গুণের হানি হয়। ধমনীস্থিত

হইলে বায়ু সফেন রক্ত নিঃসারণ করে এবং শব্দবান্ হইয়া নির্গত হয়, ইহাতে হৃল্লাস ও অঙ্গবেদনা হইয়া থাকে। শল্য, অস্থিসন্ধি গত হইলে, অস্থির পূর্ণতা ও প্রবল ক্ষোভ হয়। অস্থিগত হইলে বিবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব ও শোথ হয়। শল্য সন্ধিগত হইলে অস্থিগত শল্যের তাবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু সন্ধিচেষ্টার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত হইলে আটোপ, আনাহ ও ক্ষত মুখ দিয়া অন্ন, মল ও মূত্র নির্গত হয় এবং মর্ম্মগত হইলে মর্ম্মবেধের যে সকল লক্ষণ, তৎসমস্তই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেবল যে এই সকল লক্ষণ দ্বারাই ত্বগাদিস্থ শল্য লক্ষ্য করিবে, তাহা নহে, পরিস্রাব ও রূপ দ্বারাও শরীরস্থ শল্য নিরূপণ করিবে।

রুহ্যতে শুদ্ধদেহানামনুলোমস্থিতন্তু তৎ।
দোষকোপাভিঘাতাদিক্ষোভাদ্ভূয়োঽপি বাধতে॥

বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তির শরীরে, শল্য যদি অনুলোম ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ শল্য সংরূঢ় হয়, অর্থাৎ শল্য প্রবেশ মার্গ পুরিয়া যায়। কিন্তু ক্ষতমুখ পূর্ণ হইলেও বাতাদি দোষের প্রকোপ এবং অভিঘাতাদির ক্ষোভ বশতঃ উহা পুনরায় পীড়াজনক হইয়া থাকে।

ত্বঙ্নষ্টে যত্র তত্র স্যাদভ্যঙ্গ স্বেদমর্দ্দনৈঃ।
রাগরুগ্দাহ সংরম্ভা যত্র চাজ্যং বিলীয়তে।
আশু শুষ্যতি লেপো বা তৎস্থানং শল্যবদ্বদেৎ।
মাংসপ্রনষ্টং সংশুদ্ধ্যা কর্শনাচ্ছ্লথতাং গতম্॥
ক্ষোভাদ্রাগাদিভিঃ শল্যং লক্ষয়েত্তদ্বদেব চ।
পেশ্যস্থিসন্ধিকোষ্ঠেষু নষ্টমস্থিষু লক্ষয়েৎ।
অস্থ্নামভ্যঞ্জন স্বেদ বন্ধ পীড়ন মর্দ্দনৈঃ।
প্রসারণাকুঞ্চনতঃ সন্ধিনষ্টং তথাস্থিবৎ।
নষ্টে স্নায়ু শিরা স্রোতোধমনিষ্বসমে পথি।
অশ্বযুক্তং রথং খণ্ড চক্রমারোপ্য রোগিণম্।
শীঘ্রং নয়েত্ততস্তস্য সংরম্ভাচ্ছল্যমাদিশেৎ।
মর্ম্মনষ্টং পৃথঙ্নোক্তং তেষাং মাংসাদিসংশ্রয়াৎ।
সামান্যেন সশল্যন্তু ক্ষোভিণ্যা ক্রিয়য়া সরুক্।
বৃত্তং পৃথু চতুষ্কোণং ত্রিপুটঞ্চ সমাসতঃ।
অদৃশ্যশল্যসংস্থানং ব্রণাকৃত্যা বিভাবয়েৎ।

ত্বকের কোন স্থানে শল্য অলক্ষিত ভাবে থাকিলে অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও মর্দ্দন দ্বারা, যেস্থানে লৌহিত্য, বেদনা, দাহ ও ক্ষোভ উপস্থিত হইবে; কিংবা যেস্থানে গাঢ় ঘৃত যোজিত হইলে গলিয়া যাইবে, অথবা কোন প্রলেপ দিলে আশু শুষ্ক হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে।

মাংস মধ্যে শল্য অনুদ্দিষ্ট হইলে, বমন বিরেচনাদি সংশুদ্ধি রূপ কর্শন ক্রিয়া দ্বারা যে স্থান শিথিল হইবে, অথবা ক্ষোভ (নানা-প্রকারে নাড়াচাড়া) দ্বারা যেস্থান লৌহিত্যাদি বর্ণযুক্ত হইবে, তথায় শল্য আছে জানিবে। পেশী, অস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠগত অদৃশ্য শল্যের ও এইরূপ পরীক্ষা করিবে। অস্থিগত অদৃশ্য শল্য, অভ্যঞ্জন, স্বেদ, বন্ধন, পীড়ন, মর্দ্দন, আকুঞ্চন ও এইরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবে। স্নায়ু, শিরাস্রোত ও ধমনীমধ্যে শল্য অনুদ্দিষ্ট হইলে, রোগীকে অশ্বযুক্ত, ভগ্নচক্র গাড়ীতে আরোহণ করাইয়া উচ্চনীচ পথে ভ্রমণ করাইবে, সেই যানের ক্ষোভে রোগীর যেস্থানে বেদনা অনুভূত হইবে, সেই স্থানেই শল্য আছে বুঝিবে। মর্ম্ম, মাংসাদি সংশ্রিত, অতএব মাংসাদিগত অনুদ্দিষ্ট শল্যের প্রাক্ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা ক্রমেই মাংসাদি মর্ম্মগত শল্যেরও পরীক্ষা হইতে পারে। সুতরাং মর্ম্মগত অনুদ্দিষ্ট শল্যের পরীক্ষা পৃথক্ উক্ত হইল না। শ্বাস, প্রশ্বাস ও প্রাণায়ামাদি ক্ষোভোৎপাদক ক্রিয়া দ্বারা যেস্থান ব্যথিত হইবে, সামান্যতঃ সেই স্থানই সশল্যবলিয়া জানিবে। ক্ষতস্থানের

আকৃতি দ্বারা অর্থাৎ ক্ষত মুখ বৃত্তাকার, কি স্থূল, কি চতুঃকোণ কি ত্রিকোণ, ইহা দেখিয়া স্থূলতঃ অদৃশ্য শল্যের আকৃতি নির্ণয় করিবে।

তেষামাহরণোপায়ৌ প্রতিলোমানুলোমকৌ।
অর্ব্বাচীনপরাচীনে নির্হরেত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ।
সুখাহার্য্যং যত্তশ্ছিত্বা তত্তস্তির্য্যগ্গতং হরেৎ॥

মহৎ বা সূক্ষ্ম সমুদায় শল্যের আহরণ প্রতিলোম ও অনুলোম, এই দুই উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধোমুখে ও উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট শল্য বিপরীত দিকে আহরণ করিবে, অর্থাৎ শল্য অধোমুখে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিলোমভাবে ও উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট হইলে অনুলোম ভাবে আকর্ষণীয়। তির্য্যগ্গত শল্য মাংসাদি ছেদন করিয়া সহজেই বাহির করা যাইতে পারে, অতএব উহা মাংসাদি ছেদন করিয়াই নির্হরণ করিবে।

শল্যং ন নির্ঘাত্যমুরঃ কক্ষাবঙ্ক্ষণপার্শ্বগম্।
প্রতিলোমমনুত্তুণ্ডং ছেদ্যং পৃথুমুখঞ্চ যৎ॥

উরঃস্থ কক্ষাস্থ, বংক্ষণস্থ, পার্শ্বগত, প্রতিলোমগ, অনুত্তুণ্ড (যাহা বাহ্যে বুদ্বুদবৎ উন্নত না হয়) ও বিস্তীর্ণমুখ, ছেদ্য, শল্যও নির্ঘাত করিয়া আহরণ করিবে না। (কক্ষা কাঁক) (নির্ঘাত শল্যের ইতস্ততঃ চালনা)।

নৈবাহরেদ্বিশল্যঘ্নং নষ্টং বা নিরুপদ্রবম্॥

বিশল্যঘ্ন বা নিরুপদ্রব শল্য নির্হরণ করিবে না। যে শল্য শরীর হইতে বহির্গত হইলেই প্রাণনাশ হয়, তাহাকে বিশল্যঘ্ন শল্য কহে।

অথাহরেৎ করপ্রাপ্যং করেণৈবেতরৎ পুনঃ।
দৃশ্যং সিংহাহিমকরবমি কর্কটকাননৈঃ॥

হস্ত প্রাপ্য শল্য হস্ত দ্বারাই আহরণ করিবে। যাহা হস্ত প্রাপ্য নহে, অথচ দৃশ্য, তাহা সিংহাস্য, সর্পাস্য, মকরাস্য, বমিমুখ ও কর্কটানন, শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিবে।

অদৃশ্যং ব্রণসংস্থানাদ্ গ্রহীতুং শক্যতে যতঃ।
কঙ্ক ভৃঙ্গাহ্ব কুরর শরারি বায়সাননৈঃ।

যেস্থলে অদৃশ্য শল্য ব্রণসংস্থান হইতে কঙ্কমুখাদি শস্ত্র দ্বারা বাহির করিতে পারা যাইবে, সেস্থলে ঐ অদৃশ্য শল্য, কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারাই আহরণ করিবে।

সন্দংশাভ্যাং ত্বগাদিস্থং তালাভ্যাং শুশিরং হরেৎ।
শুশিরস্থন্তু নলকৈঃ শেষং শেষৈর্যথাযথম্॥

ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসাদিগত শল্য সন্দংশ দ্বারা, ত্বগাদিস্থ শুশির (সচ্ছিদ্র) শল্য তালাখ্য শস্ত্র দ্বারা, শুশিরস্থ শল্য নাড়ী যন্ত্রদ্বারা এবং অপরাপর শল্য যথোপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা নির্হরণ করিবে।

শস্ত্রেণ বা বিশস্যাদৌ ততো নির্লোহিতং ব্রণম্।
কৃত্বা ঘৃতেন সংস্বেদ্য বদ্ধাচারিকমাদিশেৎ॥

শস্ত্র দ্বারা প্রথমে মাংসাদি ছেদন করিয়া তদনন্তর ব্রণমুখের রক্তাপনয়ন, ঘৃত দ্বারা স্বেদ প্রদান ও বস্ত্রপট্ট দ্বারা বন্ধন করিয়া, স্নেহ বিধ্যুক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবে।

সিরাস্নায়ু বিলগ্নন্ত চালয়িত্বা শলাকয়া।
হৃদয়ে সংস্থিতং শল্যং ত্রাসিতস্য হিমাম্বুনা।
ততঃ স্থানান্তরং প্রাপ্তমাহরেত্তদ্ যথাযথম্।
যথামার্গং দুরাকর্ষমন্যতোঽপ্যেবমাহরেৎ।

শিরা ও স্নায়ু বিলগ্ন শল্য, শলাকা দ্বারা শিথিলীকৃত (পরিচালিত) করিয়া নির্হরণ করিবে। শল্য হৃদয়ে সংস্থিত হইলে, শীতল জলসেক দ্বারা রোগীকে ত্রাসিত করিলে শল্য হৃদয় হইতে সরিয়া যাইবে, তখন সেই স্থানান্তরিত শল্য যথোপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা আহরণ করিবে। অন্য স্থানস্থ শল্যও দুরাকর্ষ হইলে

এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়া আকর্ষণ করিবে।

অস্থি দষ্টে নরং পদ্‌ভ্যাং পীড়য়িত্বা বিনির্হরেৎ।
ইত্যশক্যো সুবলিভিঃ সুগৃহীতস্য কিঙ্করৈঃ॥
তথাপ্যশক্যে বারঙ্গং বক্রীকৃত্য ধনুর্জ্যয়া।
সুবদ্ধ বক্তকটকে বধ্নীয়াৎ সুসমাহিতঃ॥
সুসংযতস্য পঞ্চাঙ্গ্যা বাজিনঃ কশয়াথ তম্।
তাড়য়েদিতি মূর্দ্ধানং বেগেনোন্নময়ন্ যথা॥
উদ্ধরেচ্ছল্যমেবং বা শাখায়াং কল্পয়েদ্বো।
[illegible] বারঙ্গং কুশাভিঃ শল্যাং নয়েৎ।
[illegible] বারঙ্গং শোথমুপী [illegible]॥

বলবান্ ব্যক্তির অস্থিগত শল্য [illegible] পায়ের দ্বারা পীড়ন ও যন্ত্রদ্বারা [illegible] ধরিয়া ঐ শল্য আকর্ষণ করিবে। অসমর্থ হইলে অত্যন্ত বলবান্ ভৃত্যদিগের দ্বারা সুগৃহীত করিয়া [illegible] যন্ত্রদ্বারা উহা বাহির করিবে। ইহাতেও অশক্য হইলে, ধনুক নোয়াইয়া উহার জ্যাদ্বারা বারঙ্গ (শল্যাদিমধ্য শল্যের শিখাকার কীলক বিশেষ) উত্তমরূপে বাঁধিয়া ধনুক ছাড়িয়া দিলে শল্য উৎক্ষিপ্ত হইবে, অথবা পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন বিশেষ দ্বারা অশ্বকে সুসংযত করিয়া উহার বক্তকটকে (লাগামে) সাবধান হইয়া ঐ শল্য বান্ধিয়া অশ্বকে কশাদ্বারা তাড়না করিবে, তাহাতে অশ্ব যেমন বেগে মস্তক উন্নমন করিবে, তৎসঙ্গে শল্যও উদ্ধৃত হইবে। কিংবা বৃক্ষশাখা নোয়াইয়া রজ্জুদ্বারা ঐ শাখা ও শল্য বান্ধিয়া শাখা ছাড়িয়া দিবে, তাহাতে শল্য উদ্ধৃত হইবে। শল্যবারঙ্গ শক্ত না হইলে কুশাদিদ্বারা বান্ধিয়া উৎপাটন করিবে। বারঙ্গ শল্য, শোথদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে যুক্তিপূর্ব্বক ঐ শোথকে ঊর্দ্ধদিকে টিপিয়া শল্য আহরণ করিবে।

মুদ্গরাহতয়া নাড্যা নির্ঘাত্যোত্তুণ্ডিতং হরেৎ।
তৈনৈব চানয়েন্মার্গমমার্গোত্তুণ্ডিতং তু যৎ॥

উত্তুণ্ডিত (বুদ্‌বুদ অভিমুখীভূত) শল্য মুদ্গরাহত নাড়ীযন্ত্রদ্বারা চালিত করিয়া আহরণ করিবে। অমার্গে উত্তুণ্ডিত শল্য ও ঐরূপে চালিত করিয়া মার্গে আনয়ন পূর্ব্বক আহরণ করিবে।

সুনিশ্চা [illegible] কর্ণং নাড্যাপ্যেন [illegible]।
[illegible] নিক্ষ [illegible] স্তমুক্ত [illegible]॥

কর্ণ (কাণ) বিবিধ শল্যের কর্ণ [illegible] [illegible] পুনাও [illegible] বিশিষ্ট নাড়ী [illegible] করিয়া কর্ণশল্য [illegible] [illegible] এবং [illegible] শল্য পূর্ব্বক লোহদ্বারা আহরণ করিবে।

[illegible] শল্যং [illegible] নির্হরেৎ
[illegible] বক্রং [illegible] চূর্ণনঃ॥

[illegible] শল্য, [illegible] এবং [illegible] শল্য [illegible] দ্বারা নির্হরণ করিবে

কণ্ঠস্রোতোগতে শল্যে সূত্রং কণ্ঠে প্রবেশয়েৎ।
বিসেনাক্তে ততঃ শল্যে বিসং সূত্রং সমং হরেৎ॥

শল্য কণ্ঠস্রোতোগত হইলে একগাছি সূত্র মৃণালের সহিত সংলগ্ন করিয়া কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে, শল্য মৃণাল সংলগ্ন হইলে মৃণাল ও সূত্র এক সময়ে আকর্ষণ করিয়া নির্হরণ করিবে।

নাড্যাগ্নিতাপিতাং ক্ষিপ্ত্বা শলাকামপ্সুস্থিরীকৃতাং।
আনয়েজ্জাতুষং কণ্ঠাজ্জতুদিগ্ধামজাতুষম্॥

জতুময় (লাক্ষা) শল্য, কণ্ঠস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে, একটি লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত ও জলে নির্বাপিত এবং নাড়ীযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ঐ নাড়ীযন্ত্রদ্বারা কণ্ঠস্রোতোগত শল্য নির্হরণ করিবে। কিন্তু যদি ঐ শল্য জতুময় না হইয়া তৃণ কাষ্ঠাদিরূপ হয়, তাহা হইলে লাক্ষালিপ্ত শলাকাদ্বারা উহা পূর্ব্ববৎ আহরণ করিবে।

কেশোন্দুকেন পীতেন দ্রবৈঃ কণ্টকমাক্ষিপেৎ।
সহসা সূত্রবদ্ধেন বমতস্তেন চেতরৎ।

কণ্ঠস্রোতে মৎস্যাদির কণ্টক প্রবিষ্ট হইলে, কতকগুলি চুল দৃঢ় সূত্রদ্বারা বান্ধিয়া ঐ কেশসমূহ বমনকারক পানীয় দ্রব্যের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে, তাহাতে ঐ কণ্টক, কেশ বন্ধনসূত্রসংলগ্ন হইয়া বহির্গত হইবে। এইরূপ অন্য শল্যও উক্ত প্রকারে নির্হরণ করিবে।

অশক্যং মুখনাসাভ্যামাহর্ত্তুং পরতো নুদেৎ।
অপ্পান স্কন্ধঘাতাভ্যাং গ্রাসশল্যং প্রবেশয়েৎ॥

মুখ ও নাসাগত শল্য বাহির করিতে না পারিলে, উহাকে যে কোন উপায়ে অন্য স্থানে অর্থাৎ কোষ্ঠে নীত করিয়া বহির্গত করিবে। ভুক্ত দ্রব্যের গ্রাস গলায় আট্‌কাইয়া গেলে জলপান ও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া উহাকে প্রবেশ করাইবে।

সূক্ষ্মাক্ষি ব্রণশল্যানি ক্ষৌম বাল জলৈর্হরেৎ।

চক্ষুতে ও ব্রণস্থানে সূক্ষ্ম শল্য থাকিলে, পট্টবস্ত্র, কেশ ও জলসেক দ্বারা তাহা নির্হরণ করিবে।

অপাং পূর্ণং বিধুনুয়াদবাক্‌শিরসমায়তম্।
বাময়েদ্বা মুখং ভস্মরাশৌ বা নিখনেন্নরম্।

জলমজ্জনাদি কারণে উদর জলপূর্ণ হইলে অধোমস্তক ও ঊর্দ্ধদিকে পদ করিয়া ঘুরাইয়া বমন করাইবে, অথবা ভস্মরাশিতে মুখপর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিবে।

কর্ণেঽম্বু পূর্ণে হস্তেন মথিত্বা তৈলবারিণী।
ক্ষিপেদধোমুখং কর্ণং হস্তাদ্বাচুষয়েত বা।

কর্ণে জল প্রবেশ করিলে, ঐ কর্ণে জল বা তৈল দিয়া হস্ত দ্বারা আলোড়ন করিয়া অধোমুখ হইয়া কর্ণে আঘাত করিবে অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা চূষণ করিবে, তাহাতে ঐ জল বাহির হইয়া যাইবে।

কীটে স্রোতোগতে কর্ণং পূরয়েল্লবণাম্বুনা।
শুক্তেন বা সুখোষ্ণেন মৃতে ক্লেদহরো বিধিঃ॥

কর্ণে কীট প্রবিষ্ট হইলে লবণাম্বু অথবা ঈষদুষ্ণ শুক্ত দ্বারা পূরণ করিবে, তাহাতে ঐ কীট মরিয়া যাইবে এবং মৃত হইলে, ক্লেদহর যে সকল বিধি আছে, তখন তাহাই করিবে।

জাতুষং হেমরূপ্যাদি ধাতুজঞ্চ চিরস্থিতম্।
উষ্মণা প্রায়শঃ শল্যং দেহজেন বিলীয়তে।
মৃদ্‌বেণু দারু শৃঙ্গাস্থি দন্তবালোপলানি চ।
শল্যানি ন বিশীর্য্যন্তে শরীরে মৃণ্ময়ানি বা।

জতু শল্য এবং রৌপ্যাদি ধাতুজ শল্য, দীর্ঘকাল শরীরে থাকিলে শরীরস্থ উষ্মা দ্বারাই উহারা প্রায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বেণু, কাষ্ঠ, শৃঙ্গ, অস্থি, দন্ত, কেশ, প্রস্তরখণ্ড ও মৃণ্ময় শল্য দেহোষ্মা দ্বারা বিলয় পায় না।

বিষাণ বেণ্বয়স্তাল দারুশল্যং চিরাদপি।
প্রায়ো নির্ভুজ্যতে তদ্ধি পচত্যাশু পলাসৃজী।

শৃঙ্গ, বেণু, লৌহ ও তালকাষ্ঠরূপ শল্য দীর্ঘকালেও বিলয় প্রাপ্ত হয় না, উহারা শীঘ্রই মাংস ও রক্তকে পচায়, সুতরাং সেই পচন জনিত উষ্মাদ্বারা ঐ শল্য প্রায়ই নির্ভুগ্ন অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত হইয়া থাকে।

শল্যে মাংসাবগাঢ়ে চ সদেশো ন বিদহ্যতে।
ততস্তং মর্দ্দন স্বেদ শুদ্ধি কর্ষণ বৃংহণৈঃ।
তীক্ষ্ণোপনাহ পানান্ন ঘনশস্ত্রপদাঙ্কনৈঃ *।
পাচয়িত্বা হরেচ্ছল্যং পাটনৈষণ ভেদনৈঃ।

শল্য, মাংসের অত্যন্ত ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে যদি সে স্থান না পাকে, তাহা হইলে

* শস্ত্রপদানি, ঘনানি সংহতানি চ তানি শস্ত্রপদানি চ তেষামঙ্কনং লক্ষণং তৈঃ।

মর্দ্দন, স্বেদপ্রয়োগ অথবা কদাচিৎ বমন বিরেচনাদি শুদ্ধিকার্য্য, কদাচিৎ উপবাসাদি কর্ষণ ক্রিয়া, কদাচিৎ বৃংহণ, কদাচিৎ তীক্ষ্ণ প্রলেপ, তীক্ষ্ণ অন্নপান, কখন বা ঘন শস্ত্র পদাঙ্কনদ্বারা ঐ স্থান পাকাইয়া পাটন, এষণ ও ভেদনাদি উপায়ে ঐ শল্য নির্হরণ করিবে।

শল্য প্রদেশ যন্ত্রাণামবেক্ষ্য বহুরূপতাম্।
তৈস্তৈস্তৈরুপায়ৈর্মতিমান্ শল্যং বিদ্যাত্তথা হরেৎ।

নানাপ্রকার শল্য, ত্বক্ মাংসাদি শল্য প্রদেশ ও স্বস্তিকাদি যন্ত্র সকলের বহুবিধ আকৃতি বুঝিয়া, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য উক্তানুক্ত উপায় সমূহ দ্বারা শল্য নিশ্চয় ও আহরণ করিবেন।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শস্ত্রকর্ম্মবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ব্রণঃ সংজায়তে প্রায়ঃ পাকাচ্ছ্বয়থুপূর্ব্বকাৎ।
তমেবোপচরেৎ তস্মাদ্রক্ষন্ পাকং প্রযত্নতঃ।
সুশীতলেপ সেকাস্রমোক্ষ সংশোধনাদিভিঃ।

অতঃপর আমরা শস্ত্রকর্ম্মবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। প্রায় শোথ পাকিয়াই ব্রণ (ক্ষত) হয়, অতএব সুশীতল প্রলেপ, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ ও সংশোধনাদি (বমন বিরেচনাদি) ক্রিয়া দ্বারা পাক করিবে।

শোফোঽল্পোঽল্পোষ্মরুক্ চামঃ সবর্ণঃ কঠিনঃ স্থিরঃ।
পচ্যমানো বিবর্ণস্তু রাগী বস্তিরিবাততঃ।
স্ফুটতীব সনিস্তোদঃ সাঙ্গমর্দ্দবিজৃম্ভিকঃ।
সংরম্ভারুচিদাহোষা তৃড়্জ্বরা নিদ্রতান্বিতঃ।
স্ত্যানং বিষ্যন্দয়ত্যাজ্যং ব্রণবৎ স্পর্শনাসহঃ।

পক্বেঽল্পবেগতা ম্লানি পাণ্ডুতা বলিসম্ভবঃ।
নামোঽন্তেষূন্নতির্মধ্যে কণ্ডুশোফাদিমার্দ্দবম্।
স্পৃষ্টে পূয়স্য সঞ্চারো ভবেদ্বস্তাবিবাম্ভসঃ।

শোথের তিন প্রকার অবস্থা। যথা, আমাবস্থা, পচ্যমানাবস্থা ও পক্বাবস্থা। তন্মধ্যে আম (কাঁচা) শোথ, অল্প স্ফীত, অল্পোষ্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, ত্বক্ সমবর্ণ, কঠিন ও স্থির। পচ্যমান (যাহা পাকিতেছে) শোথ বিবর্ণ বা লোহিতবর্ণ, বস্তির ন্যায় আতত অর্থাৎ বাতপূর্ণ ভস্ত্রা সদৃশ, স্ফুটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট, সূচীবেধবৎ ব্যথাযুক্ত, অঙ্গমর্দ্দ ও জৃম্ভিকান্বিত এবং সংরম্ভ (অঙ্গপীড়ন, ছেদন ও দংশনাদি নানারূপ বেদনা), অরুচি, দাহ, ঊষা (অরতিপ্রদ দাহ), তৃষ্ণা, জ্বর ও অনিদ্রা, এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত, পচ্যমান শোথ ব্রণস্পর্শাসহ, ইহাতে গাঢ় ঘৃত দিলে গলিয়া যায়। শোথ সম্পূর্ণ পাকিলে বেদনার অল্পতা, ম্লানত্ব, পাণ্ডুবর্ণতা, বলির উদ্ভব (মাংস কুঁচ্কাইয়া যাওয়া), অন্তভাগে নিম্নতা, মধ্যে উন্নতি, কণ্ডু ও শোথের অল্পতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। জলপূর্ণ বস্তি টিপিলে, তাহাতে যেমন জলের সঞ্চার হয়, ইহাতেও তদ্রূপ পূঁযের সঞ্চার হইয়া থাকে।

শূলং নর্ত্তেঽনিলাদ্দাহঃ পিত্তাচ্ছোফঃ কফোদয়াৎ।
রাগো রক্তাচ্চ পাকঃ স্যাদতো দোষৈঃ সশোণিতৈঃ।

বায়ু ব্যতিরেকে বেদনা, পিত্ত ব্যতিরেকে দাহ, কফাধিক্য বিনা স্ফীতি এবং রক্ত বিনা লৌহিত্য হয় না। অতএব রক্তের ও কফাদি দোষত্রয়ের প্রকোপেই শোথের পাক হইয়া থাকে।

পাকেঽতিবৃত্তে শুষিরস্তনুত্বক্ দোষভক্ষিতঃ।
বলীভিরাচিতঃ শ্যাবঃ শীর্য্যমাণতনূরুহঃ।

শোথের পাক অতিক্রান্ত হইলে অভ্যন্তরস্থ পূঁয স্নায়ু মাংসাদিকে দূষিত করে। শোথাভ্যন্তরে ছিদ্র ও শোথের ত্বক্ পাতলা হয়। এবং শোথ বলিসমূহে ব্যাপ্ত ও শ্যাববর্ণ হইয়া থাকে। উহার উদরস্থ রোম সকল খসিয়া পড়ে।

কফজেষু তু শোফেষু গম্ভীরং পাকমেত্যসৃক্।
পকলিঙ্গং ততোঽস্পষ্টং যত্র স্যাচ্ছীতশোফতা॥
ত্বক্সাবর্ণ্যং রুজোঽল্পত্বং ঘনস্পর্শত্বমশ্মবৎ।
রক্তপাকমিতি ব্রূয়াৎ তং প্রাজ্ঞো মুক্তসংশয়ঃ॥

কফজ শোথের পাক গম্ভীর অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য। ইহার অভ্যন্তরস্থ রক্ত, পাক প্রাপ্ত হয়, পক্ক লক্ষণ সকল অস্পষ্ট প্রকাশ পায়, সুতরাং পক্ক কি অপক্ক নিশ্চয় করা কঠিন হইয়া উঠে কিন্তু যদি শোথ শীতল, ত্বক্ সমবর্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত ও প্রস্তরবৎ ঘনস্পর্শ অনুমিত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক মুক্তসংশয় হইয়া উহাকে রক্তপাক কহিয়া থাকেন।

অল্পসত্ত্বেঽবলে বালে পাকে চাত্যর্থমুদ্ধতে।
দারণং মর্ম্মসন্ধ্যাদিস্থিতে চান্যত্র পাটনম্॥

অল্পসত্ব গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির, দুর্ব্বল ব্যক্তির ও বালকদিগের যে শোথ এবং যে শোথের পাক অতিক্রান্ত হইয়াছে ও যে শোথ মর্ম্ম সন্ধ্যাদি স্থানে জন্মিয়াছে, তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া বিদারক ঔষধের প্রলেপ দিয়া ফাটাইবে, অপর স্থলে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

আমচ্ছেদে শিরাস্নায়ুব্যাপদোঽসৃগতিস্রুতিঃ।
রুজোঽতিবৃদ্ধির্দরণং বিসর্পো বা ক্ষতোদ্ভবঃ॥
তিষ্ঠন্নন্তঃ পুনঃ পূয়ঃ সিরাস্নায়ুসৃগামিষম্।
বিবৃদ্ধো দহতি ক্ষিপ্রং তৃণোপলমিবানলঃ॥

কাঁচা অবস্থায় শোথ কাটিলে শিরা ও স্নায়ুর ব্যাপন্নতা, রক্তের অতিস্রাব, তীব্র বেদনা, বিদারণ বা ক্ষতজনিত বিসর্প উপস্থিত হয় এবং পরে শোথাভ্যন্তরে পূঁয সঞ্চিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া, অগ্নি যেমন তৃণ ও ঘুঁটেকে শীঘ্র দহন করে, ঐ সঞ্চিত পূঁযও তেমনি শিরা, স্নায়ু, শোণিত ও মাংসকে ত্বরায় বিনষ্ট করিয়া থাকে।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্ যশ্চ পক্কমুপেক্ষতে।
শ্বপচাবিব বিজ্ঞেয়ৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ॥

যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্রণের আমাবস্থায় ছেদন অথবা পক্কাবস্থায় উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকারী দুই ব্যক্তিকেই চণ্ডাল সদৃশ জ্ঞান করিবে।

প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদন্নমাতুরম্।
পানপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যো বেদনাক্ষমঃ॥
ন মূর্চ্ছত্যন্নসংযোগান্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।
অন্যত্র মূঢ়গর্ভাশ্মমুখরোগোদরাতুরাৎ॥

শস্ত্রপাত করিবার পূর্ব্বে আতুরকে অন্ন ভোজন করাইবে, আতুর যদি শস্ত্রপাত জনিত বেদনা সহ্য করিতে না পারে ও মদ্যপায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবে। কারণ অন্ন বল সত্ত্বে সহজে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে পারে না এবং মদ্যজনিত মত্ততা দ্বারা শস্ত্রপাতজ ক্লেশও অনুভূত হয় না। কিন্তু মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, মুখরোগ ও উদররোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ভোজন ও মদ্যপান কর্ত্তব্য নহে।

অথাহৃতোপকরণং বৈদ্যঃ প্রাঙ্মুখমাতুরম্।
সম্মুখো যন্ত্রয়িত্বাশু স্যন্মর্ম্মাদি বর্জ্জয়ন্॥
অনুলোমং সুনিশিতং শস্ত্রমাপূয়দর্শনাৎ।
সকৃদেবাহরেৎ তচ্চ পাকে তু সুমহত্যপি॥
পাটয়েদ্ দ্ব্যঙ্গুলং সম্যগ্ দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলান্তরম্।
এষিত্বা সম্যগেষিণ্যা পরিতঃ সুনিরূপিতম্॥
অঙ্গুলীনাল বালৈর্ব্বা যথাদেশং যথাশয়ম্॥

শস্ত্র প্রয়োগ সময়, যন্ত্র শস্ত্রাদি সমস্ত উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক রোগীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ও যন্ত্রিত করিয়া চিকিৎসক পশ্চিমাস্য হইয়া আশু তীক্ষ্ণ শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। শস্ত্র প্রয়োগকালে সাবধান হইতে হইবে, যেন মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি স্থানের অস্থি ও ধমনী, এই সকলের উপর কিছুতে আঘাত না লাগে। শস্ত্র প্রয়োগ যেন অনুলোম ভাবে হয় এবং একবারেই যেন কার্য্য সিদ্ধি করে। অস্ত্র পূঁয স্থান পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইলেই উহা তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করিয়া লইবে। মহৎপাকেও দুই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, ইহার অধিক বসাইবেন না। পুনর্ব্বার কাটা আবশ্যক হয়, প্রথম ক্ষতের দুই বা তিন অঙ্গুলি অন্তরে অস্ত্রপাত করিবে। কিন্তু এষণী যন্ত্র অথবা অঙ্গুলি, নল বা কেশ প্রয়োগ দ্বারা চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্য স্থানে পূযস্থান পর্য্যন্ত শস্ত্রপাত করিবে।

যতো গতাং গতিং * বিদ্যাদুৎসঙ্গো যত্র যত্র চ।
তত্র তত্র ব্রণং কুর্য্যাৎ সুবিভক্তং নিরাশয়ম্।
আয়তঞ্চ বিশালঞ্চ যথা দোষো ন তিষ্ঠতি।

যতদূর পর্য্যন্ত শোষ দেখিবে এবং যে যে স্থান কোটরবৎ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থানে শস্ত্র নিঃক্ষেপ করিবে। শস্ত্রপাত জনিত ক্ষত যেন আয়ত, বিশাল, সুবিভক্ত ও নিরাশয় (পূঁযাদির আশয় শূন্য) হয়, তাহা হইলে তথায় পূঁয আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

শৌর্য্যমাশুক্রিয়া তীক্ষ্ণং শস্ত্রমস্বেদ বেপথু।
অসম্মোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্ম্মণি শস্যতে।

* গতাং দূরযাতাং, গতিং নাড়ীম্।

শৌর্য্য, চতুরহস্ততা, তীক্ষ্ণ শস্ত্র, অস্বেদ, অকম্পন ও অসম্মোহ (তৎকালোচিত কার্য্য করণে সম্যক্ প্রবৃত্তি) শস্ত্রকর্ম্ম বিষয়ে, এই কয়েকটি প্রশস্ত।

তির্য্যক্ ছিন্দ্যাল্ললাটভ্রূ দন্তবেষ্টক জত্রুণি।
কুক্ষি কক্ষাক্ষিকূটৌষ্ঠ কপোল গলবঙ্ক্ষণে।
অন্যত্র চ্ছেদনাত্তির্য্যক্ সিরা স্নায়ু বিপাটনম্।

ললাট, ভ্রূ, দাঁতের মাড়ি, জত্রু, কুক্ষি, কক্ষা, অক্ষিকূট, ওষ্ঠ, কপোল, গল ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যস্থানে তির্য্যক্ ছেদন করিলে শিরা ও স্নায়ু সমূহের ব্যাপত্তি ঘটিয়া থাকে।

শস্ত্রেঽবচারিতে বাগ্‌ভিঃ শীততোয়েশ্চ রোগিণম্।
আশ্বাস্য পরিতোঽঙ্গুল্যা পরিপীড্য ব্রণং ততঃ।
ক্ষালয়িত্বা কষায়েণ প্লোতেনাম্ভোঽপনীয় চ।
গুগ্‌গুল্বগুরু সিদ্ধার্থ হিঙ্গু সর্জ্জরসান্বিতৈঃ।
ধূপয়েৎ পটু ষড়্‌গ্রন্থা নিম্বপত্রৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ।

শস্ত্রাবচারণান্তে তৎকালোচিত আশ্বাস-জনক মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং মুখে ও চক্ষু প্রভৃতিতে শীতল জল সেচন দ্বারা রোগীকে আশ্বাসিত করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ব্রণের চতুর্দ্দিক টিপিয়া পূঁয বাহির করিবে, পরে মধুযষ্ট্যাদি সাধিত কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া দিবে। তৎপরে গুগ্‌গুলু, অগুরু, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু, ধূনা, লবণ, পিপুলমূল ও নিম্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া ধূপ প্রদান করিবে।

তিলকল্কাজ্য মধুভির্যথাস্বং ভেষজেন চ।
দিগ্ধাং বর্ত্তিং ততো দদ্যাত্তৈরেবাচ্ছাদয়েচ্চ তাম্।
ঘৃতাক্তৈঃ শক্তুভিশ্চোর্দ্ধ্বং ঘনাং কবলিকাং ততঃ।
নিধায় যুক্ত্যা বধ্নীয়াৎ পট্টেন সুসমাহিতম্।
পার্শ্বে সব্যেঽপসব্যে বা নাধস্তান্নৈব চোপরি।

তদনন্তর তিলকল্ক ঘৃত ও মধু লিপ্ত বর্ত্তি, ক্ষত মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। বাত ব্রণে তিলকল্ক দিগ্ধ, পিত্তব্রণে ঘৃতাক্ত ও কফব্রণে মধু লিপ্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে (কাহার কাহার মতে ঐ তিন দ্রব্য দ্বারা প্রলিপ্ত বর্ত্তি, বাতাদি সকল ক্ষতেই প্রদেয়)। কেবল যে তিলকল্কাদি প্রদিগ্ধ বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা নহে, যথোপযুক্ত ঔষধ লিপ্ত বর্ত্তি ও প্রযোজ্য। ক্ষত প্রবিষ্ট বর্ত্তি উক্ত তিলকল্কাদি দ্বারা স্থগিত করিয়া, ভৃষ্ট যবশক্তু জলে সুমর্দিত ও ঘৃতাক্ত করিয়া তদ্দ্বারা উহার উপরিভাগে ঘন কবলিকা (পুল্‌টিস্) দিয়া যত্নপূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বান্ধিয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে বান্ধিবে, ক্ষতের উপর ও নীচে বান্ধিবে না।

শুচি সূক্ষ্ম দৃঢ়াঃ পট্টাঃ কবল্যঃ সাবকেশিকাঃ।
ধূপিতা মৃদবঃ শ্লক্ষ্ণা নির্ব্বলিকা ব্রণে হিতাঃ * ॥

শুচি, সূক্ষ্ম ও দৃঢ় (আকর্ষণ সহ) বস্ত্র খণ্ড এবং পলিতা বিশিষ্ট, ধূপিত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ ও বলিরহিত কবলিকা ব্রণের (ক্ষতের) পক্ষে হিতজনক।

কুর্ব্বীতানন্তরং তস্য রক্ষাং রক্ষোনিবৃত্তয়ে।
বলিঞ্চোপহরেত্তেভ্যঃ সদা মূর্দ্ধ্না বধারয়েৎ।
লক্ষ্মীং গুহামতিগুহাং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীম্।
বচাং ছত্রামতিচ্ছত্রাং দূর্ব্বাং সিদ্ধার্থকানপি।

কৃতশস্ত্রকর্ম্মা ব্যক্তি মাংসাশী রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তাহাদিগকে বলি প্রদান করিবে এবং পদ্মচারিণী (উত্তরাপথ জাত স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ), চাকুলে, শালপানী, জটামাংসী বামুনহাটী, বচ, শুল্‌ফা, বিষাণিকা, দূর্ব্বা ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিবে।

ততঃ স্নেহদিনেহোক্তং † তস্যাচারং সমাদিশেৎ।

তদনন্তর স্নেহপান দিবসীয় বিধ্যুক্ত আচরণ সকল প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবে, অর্থাৎ স্নেহপান দিবসে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই সকল বিধানানুসারে রোগীকে রাখিবে।

দিবাস্বপ্নো ব্রণে কণ্ডূ রাগরুক্ শোফ পূয়কৃৎ।
স্ত্রীণান্তু স্মৃত সংস্পর্শ দর্শ নৈশ্চলিতস্রুতে।
শুক্রে ব্যবায়জান্ দোষানসংসর্গেঽপ্যবাপ্নুয়াৎ।

দিবানিদ্রায় ক্ষতে কণ্ডূ, ও লৌহিত্য, বেদনা, শোথ ও পূয় হয় এবং স্ত্রীলোকদিগের স্মরণ, সংস্পর্শ ও দর্শনে শুক্র স্বস্থান হইতে চলিত ও ক্ষরিত হওয়ায়, অমৈথুনজনিত দোষ সকল ঘটিয়া থাকে, অতএব কৃতশস্ত্রকর্ম্মা ব্যক্তির, দিবানিদ্রা এবং স্ত্রীলোক দিগের দর্শন স্পর্শনাদি কর্ত্তব্য নহে।

ভোজনন্তু যথাসাত্ম্যং যবগোধূমষষ্টিকাঃ।
মসূর মুদ্গ তুবরী জীবন্তী সুনিষণ্ণকাঃ।
বালমূলক বার্ত্তাক তণ্ডুলীয়ক বাস্তুকম্।
কারবেল্লক কর্কোট পটোল কটুকাফলম্।
সৈন্ধবং দাড়িমং ধাত্রী ঘৃতং তপ্তহিমং জলম্।
জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্।
ভুঞ্জানো জাঙ্গলৈর্মাংসৈঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি ॥

যথাসাত্ম্য ভোজন করিবে, অর্থাৎ যে দ্রব্য যাহার সাত্ম্য (দেহানুকূল) তাহার তাহাই আহার করা কর্ত্তব্য। তথা যব, গোধূম, ষষ্টিধান্যের তণ্ডুল, মসূর, মুগ, অরহর, জীবন্তীশাক, সুশুনিশাক, কচিমূলা, বেগুণ, চাঁপানটে বেতোশাক, করলা, কাঁকরোল, পটোল, কাঁকুলা, সৈন্ধব, দাড়িম, আমলকী, ঘৃত ও শীতল সিদ্ধজল এবং সদ্যত অন্ন পরিমিত, অল্প

---

* ভেষজকল্কলিপ্তা বর্ত্তয়ঃ।

† স্নেহ দিনং স্নেহোপলক্ষিতমহস্তত্রেহ্য চেষ্টা তস্যানুক্তম্।

উষ্ণ ও অধিক যূষাদি দ্রব সংযুক্ত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিলে ক্ষত শীঘ্রই পুরিয়া উঠে।

অশিতঃ মাত্রয়া কালে পথ্যং যাতি জরাং সুখম।
অজীর্ণে হ্যনিলাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ।
ততঃ শোফ রুজাপাক দাহানাহানবাপ্নুয়াৎ।

উপযুক্ত সময়ে ভুক্ত ও পরিমিত পথ্য সহজেই জীর্ণ হয়, অতএব ব্রণের পক্ষে যাহা পথ্য, তাহা উপযুক্তকালে পরিমিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে বাতাদির বলবান্ বিভ্রম (ক্ষোভ) উপস্থিত হয় এবং সেই বিভ্রম হইতে শোথ, বেদনা, পাক, দাহ ও আনাহ হইয়া থাকে।

নবধান্যং তিলান্ মাষান্ মদ্যং মাংসং ত্বজাঙ্গলম্।
ক্ষীরেক্ষুবিকৃতীরম্লং লবণং কটুকং ত্যজেৎ।
যচ্চান্যদপি বিষ্টম্ভি বিদাহি গুরু শীতলম্।
বর্গোঽয়ং নবধান্যাদির্ব্রণিনঃ সর্ব্বদোষকৃৎ।
মদ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষাম্লমাশু ব্যাপাদয়েদ্ ব্রণম্।

নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মাষকলাই, মদ্য, জাঙ্গল মাংস ভিন্ন অন্য মাংস এবং ক্ষীর, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকৃতি ও গুড় চিনি প্রভৃতি ইক্ষু বিকৃতি, অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য এবং অন্য যে কোন দ্রব্য বিষ্টম্ভি, বিদাহি, গুরু ও শীতল তাহা পরিত্যাগ করিবে, যে হেতু এই সকল দ্রব্য, ব্রণিতব্যক্তির সকল দোষের প্রকোপক। আর তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লরসবিশিষ্ট মদ্য শীঘ্রই ব্রণকে (ক্ষতকে) দূষিত করে, অতএব উহা বিশেষরূপে ত্যজ্য।

বালোশীরৈশ্চ বীজ্যেত ন চৈনং পরিঘট্টয়েৎ।
ন তুদেন্ন চ কণ্ডূয়েচ্চেষ্টমানশ্চ পালয়েৎ।
স্নিগ্ধ বৃদ্ধ দ্বিজাতীনাং কথাঃ শৃণ্বন্ মনঃপ্রিয়াঃ।
আশাবান্ ব্যাধিমোক্ষায় ক্ষিপ্রং ব্রণমপোহতি।

চামর ও বেণার মূলের পাখাদ্বারা ক্ষতে বাতাস করিবে, ব্রণ ঘাঁটিবে না, টেপাটিপি করিবে না ও চুলকাইবে না। অতি সচেষ্ট হইয়া ব্রণ রক্ষা করিবে। ব্যাধি মুক্তির জন্য আশাবান্ হইয়া স্নিগ্ধ বৃদ্ধব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের মুখে মনোরঞ্জন কথা সকল শ্রবণ করিবে, তাহাতে ব্রণ শীঘ্রই বিদূরিত হইবে।

তৃতীয়েঽহ্নি পুনঃ কুর্য্যাদ্ব্রণ চর্ম্ম চ পূর্ব্ববৎ।
প্রক্ষালনাদি দিবসে দ্বিতীয়ে নাচরেত্তথা।
তীব্রব্যথো বিগ্রথিতশ্চিরাৎ সংরোহতি ব্রণঃ।

তৃতীয় দিবসে পটী তুলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্ষালনাদি ব্রণকর্ম্ম সকল করিবে। ব্যস্ত হইয়া দ্বিতীয় দিবসে প্রক্ষালনাদি করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তদ্দ্বারা তীব্র বেদনা ও বহুগ্রন্থি জন্মে এবং ক্ষত রোপণও অনেক বিলম্বে হয়।

স্নিগ্ধাং রুক্ষাং শ্লথাং গাঢ়াং দুর্ন্যস্তাঞ্চ বিকেশিকাম্।
ব্রণে ন দদ্যাৎ কল্কঞ্চ স্নেহাৎ ক্লেদো বিবর্দ্ধতে।
মাংসচ্ছেদোঽতিরুগ্রৌক্ষ্যাদ্দরণং শোণিতাগমঃ।
শ্লথাতিগাঢ়দুর্ন্যাসৈর্ব্রণবর্ত্মাবঘর্ষণম্।

ব্রণে যে বর্ত্তি (পলিতা) প্রদত্ত হইবে, তাহা যেন অতি স্নিগ্ধ, অতি রুক্ষ, শিথিল (ঢিলা), গাঢ় (কশাকশি করিয়া প্রবিষ্ট) ও দুর্ন্যস্ত (অনুপযুক্ত স্থাপিত) না হয় এবং যে কল্কের প্রলেপ দেওয়া যাইবে, তাহাও অতি স্নিগ্ধাদি গুণবিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ অতিস্নেহ দ্বারা ক্লেদ বৃদ্ধি, অতি রৌক্ষ্যে মাংসচ্ছেদ, তীব্র বেদনা, অবদরণ, রক্তস্রাব এবং শিথিলতা, অতিগাঢ়তা ও দুস্থাপন দ্বারা ক্ষত মুখের অবঘর্ষণ হয়।

সপূতিমাংসং সোৎসঙ্গং সগতিং পূয়গর্ভিণম্।
ব্রণং বিশোধয়েচ্ছীঘ্রং স্থিতা হ্যন্তর্বিকেশিকা।

ব্রণান্তর্গত বর্ত্তি, ব্রণ মধ্যে থাকিয়া উহার পচা মাংস, উচ্চতা, নালী ও অভ্যন্তরস্থ পূঁয শীঘ্র বিশোধিত করে।

ব্যস্তন্তু পাটিতং শোথং পাচনৈঃ সমুপাচরেৎ।
ভোজনৈশ্চপনাহৈশ্চ নাতিব্রণবিরোধিভিঃ॥

শোথ ভাল না পাকিলে অর্থাৎ বিদগ্ধ পক্কাবস্থায়, যদি উহা কাটা হয়, তাহা হইলে শোথের অতি পাচক প্রলেপাদি না দিয়া এরূপ প্রলেপ ও আহারাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, যাহাতে শোথ পাকিয়া কেবল পূঁযাদি দুষ্ট পদার্থ নির্গত হয়।

সদ্যঃ সদ্যোব্রণান্ সীব্যেদ্ বিবৃতানভিঘাতজান্।
মেদোজান্ লিখিতান্ গ্রন্থীন্ হ্রস্বাঃ পালীশ্চ কর্ণয়োঃ।
শিরোঽক্ষিকূটনাসৌষ্ঠ গণ্ড কর্ণোরুবাহুষু।
গ্রীবা ললাট মুষ্ক স্ফিক্ মেঢ্র পায়ূদরাদিষু।
গম্ভীরেষু প্রদেশেষু মাংসলেষ্বচলেষু চ।
নতু বঙ্ক্ষণ কক্ষাদাবল্প মাংস চলে ব্রণান্।
বায়ুনির্ব্বাহিনঃ শল্যগর্ভান্ ক্ষারবিষাগ্নিজান্।

শস্ত্রাদির অভিঘাতজ বিবৃতমুখ সদ্যো ব্রণ (ক্ষত) তৎক্ষণাৎ সেলাই করিবে। মেদোজনিত গ্রন্থি সকল লিখিত করিয়া (চাঁচিয়া) পরে সেলাই করা উচিত। হ্রস্ব কর্ণ-পালী এবং মস্তক, অক্ষিকূট, নাসা, ওষ্ঠ, গণ্ড, কর্ণ, উরু, বাহু, গ্রীবা, ললাট, অণ্ডকোষ, পাছা, লিঙ্গ, গুহ্যদেশ ও উদর প্রভৃতিতে এবং গম্ভীর প্রদেশে ও অচল মাংসল স্থানে যে ক্ষত হয়, তাহা সেলাই করিবে। কিন্তু বঙ্ক্ষণ ও কক্ষাদি স্থান, যদিও গম্ভীর ও মাংসল তথাপি উহাতে যে ক্ষত হয়, তাহা সীবন যোগ্য নহে। আর অল্প মাংস বিশিষ্ট সচল স্থান জাত যে ক্ষত, যে ক্ষত হইতে বাতোচ্ছ্বাস হয়, যাহার মধ্যে শল্য আছে এবং যাহা ক্ষার, বিষ বা অগ্নিজাত, তাহা সেলাই করা কর্ত্তব্য নহে।

সীব্যেচ্চলাস্থি শুষ্কাস্র তৃণরোমাপনীয় তু।
প্রলম্বি মাংসং বিচ্ছিন্নং নিবেশ্য স্বনিবেশনে।

সন্ধ্যস্থ্যবস্থিতে রক্তে স্নায়ু সূত্রেণ বল্কলৈঃ।
সীব্যেন্ন দূরে নাসন্নে গৃহ্ণীয়ান্ন বা বহু॥

স্বস্থান বিচ্যুত অস্থি, ক্ষতস্থ শুষ্ক রক্ত, তৃণ ও রোমাদি অপনীত এবং লম্বিত মাংস ও বিচ্ছিন্ন সন্ধ্যস্থি স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, স্নায়ু সূত্র বা বল্কলোৎপন্ন সূত্রদ্বারা ক্ষতৌষ্ঠ (ক্ষতপ্রান্ত) দ্বয় সেলাই করিবে। সেলাই যেন ক্ষতৌষ্ঠের অতিদূরে বা অতি নিকটে না হয় এবং ক্ষত প্রান্তদ্বয়ের মাংসও যেন অল্প বা বহুভাগে গৃহীত না হয়।

সান্ত্বয়িত্বা ততশ্চার্ত্তং ব্রণে মধু ঘৃত প্লুতৈঃ।
অঞ্জন ক্ষৌমজ মসী ফলিনী শল্লকী ফলৈঃ।
সরোধ্র মধুকৈর্দিগ্ধে যুঞ্জ্যাদ্ বন্ধাদি পূর্ব্ববৎ।

সীবনানন্তর শীতল জলসেক ও ব্যজনাদি দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা করিয়া, অঞ্জন (সুর্ম্মা), দগ্ধ পট্টবস্ত্রের মসী, প্রিয়ঙ্গু ও শল্লকী ফল, লোধ ও যষ্টিমধু এই সকল পেষিত ও ঘৃত মধু দ্বারা আলোড়িত করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষতে প্রলেপ দিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিবে।

ব্রণো নিঃশোণিতৌষ্ঠো যঃ কিঞ্চিদেবাবলিখ্য তম্।
সঞ্জাতরুধিরং সীব্যেৎ সন্ধানং হ্যস্য শোণিতম্॥

ক্ষতৌষ্ঠে যদি শোণিত না থাকে, তাহা হইলে শস্ত্র দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র আচড়াইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, তখন সেলাই করিবে, যেহেতু রক্তই ক্ষতের সংযোজক।

বন্ধনানি তু দেশাদীন্ বীক্ষ্য যুঞ্জীত তেষু চ।
আবিকাজিন কৌশেয়মুষ্ণং ক্ষৌমন্তু শীতলম্।
শীতোষ্ণং তুলসন্তান কার্পাস স্নায়ু বল্কলম্।

দেশ, কাল ও সাত্ম্য বুঝিয়া মেষচর্ম্মাদির অন্যতম বন্ধনদ্রব্য ক্ষতে প্রয়োগ করিবে। মেষ চর্ম্ম, মৃগ চর্ম্ম ও রেসমী বস্ত্র এই বন্ধন-দ্রব্য উষ্ণ বীর্য্য; শণ বস্ত্র শীত বীর্য্য এবং

শাল্মলাদিজ বস্ত্র, কার্পাসজ বস্ত্র, স্নায়ু ও বল্কল শীতোষ্ণ বীর্য্য।

তাম্রায়স্ত্রপুসীসানি ব্রণে মেদঃ কফাধিকে।
ভঙ্গে চ যুঞ্জ্যাৎ ফলকং চর্ম্মবল্ক কুশাদি চ॥

মেদঃ ও কফোল্বণ ক্ষতে, লেখনার্থ তাম্র বঙ্গ ও সীস প্রয়োগ করিবে। ভঙ্গস্থানেও তাম্রাদি প্রযোজ্য এবং যথাবস্থিত করিবার জন্য কাষ্ঠ ফলক, চর্ম্ম, বল্কল ও কুশাদি ব্যবহার্য্য।

স্বনামাম্নগতাকারা বন্ধাস্তু দশ পঞ্চ চ।
কোশস্বস্তিকমুত্তোলী চীনদামাম্নু বেল্লিতম্॥
খট্বাবিবন্ধ স্থগিকা বিতানোৎসঙ্গ গোফণাঃ।
যমকং মণ্ডলাখ্যঞ্চ পঞ্চাঙ্গী চেতি যোজয়েৎ॥
যো যত্র সুনিবিষ্টঃ স্যাত্তং তেষাং তত্র বুদ্ধিমান্॥

বন্ধন পঞ্চদশ প্রকার। যথা, কোশ, স্বস্তিক, উত্তোলী, চীন, দাম, অনুবেল্লিত, খট্বা, বিবন্ধ, স্থগিকা, বিতান, উৎসঙ্গ, গোফণ, যমক, মণ্ডল ও পঞ্চাঙ্গী। ইহাদের আকার নামের অর্থানুযায়ী। কোশাদি পঞ্চদশ প্রকার বন্ধনের মধ্যে যে বন্ধন যে স্থানের উপযোগী বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, তাহা সেই স্থানেই যোজনা করিবেন। প্রত্যেক বন্ধনের লক্ষণ ও তাহার ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে, বিস্তর বাহুল্য হইয়া পড়ে, তজ্জন্য এস্থলে লিখিত হইল না। সুশ্রুতের ডল্বণকৃত টীকায় দেখিবেন।

বধ্নীয়াদ্ গাঢ় মুরু স্ফিক্ কক্ষা বঙ্ক্ষণ মূর্দ্ধসু।
শাখাবদন কর্ণোরঃ পৃষ্ঠ পার্শ্ব গলোদরে।
সমং মেহন মুষ্কে চ নেত্রে সন্ধিষু চ শ্লথম্।
বধ্নীয়াচ্ছিথিল স্থানে বাতশ্লেষ্মোদ্ভবে সমম্।
গাঢ়মেব সমস্থানে ভৃশং গাঢ়ং তদাশ্রয়ে।
শীতে বসন্তে চ তথা মোক্ষণীয়ৌ ত্র্যহাদ্ত্র্যহাৎ।

উরু, স্ফিক্ (পাছা), কক্ষা, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি স্থান) ও মস্তকের ক্ষত দৃঢ়রূপে, হস্ত, পদ, বদন, কর্ণ, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, গলদেশ, উদর, লিঙ্গ ও মুষ্কের ক্ষত সমভাবে, নয়ন ও সন্ধিস্থলের ক্ষত শ্লথভাবে বন্ধন করিবে। যে শিথিলস্থানে শিথিল বন্ধন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই শিথিল স্থানে যদি বাতজ কি শ্লেষ্মজ ব্রণ হয়, তাহা হইলে সেই ব্রণ শিথিলভাবে না বান্ধিয়া সমভাবে বান্ধিবার বিধি আছে। তথায় যদি ঐরূপ বাতশ্লেষ্মজ ব্রণ হয়, তাহা হইলে উহা দৃঢ়রূপে ও গাঢ় বন্ধন স্থানে হইলে অতি গাঢ়ভাবে বন্ধন করিবে এবং ঐ বন্ধন শীত ও বসন্তকালে তিন দিন অন্তর খুলিবে।

পিত্তরক্তোত্থয়োর্বন্ধো গাঢ়স্থানে সমো মতঃ।
সমস্থানে শ্লথো নৈব শিথিলস্থাশয়ে তথা॥
সায়ং প্রাতস্তয়োর্মোক্ষো গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে॥

গাঢ়বন্ধন যোগ্যস্থানে পিত্তরক্ত জনিত ব্রণ হইলে, গাঢ়ভাবে না বান্ধিয়া সমভাবে ও সমবন্ধন যোগ্যস্থানে হইলে শিথিলভাবে বন্ধন করিবে, শিথিল বন্ধন স্থানে হইলে উহা একেবারে বান্ধিবে না। ঐ রক্ত পিত্তজ ব্রণের বন্ধন, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে খুলিবে।

অবন্ধো দংশ মশক শীতবাতাদি পীড়িতঃ।
দুষ্টীভবেচ্চিরক্কাত্র ন তিষ্ঠেৎ স্নেহ ভেষজম্।
কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধিং রূঢ়িং বা যাতি রূঢ়ো বিবর্ণতাম্॥

অদুষ্ট ব্রণও অবদ্ধ থাকিলে দংশ মশক, শীত ও বাতাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া দুষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে ব্রণস্থ তৈলাদি বা কোন ভেষজ যোজিত হইলে অধিক ক্ষণ থাকে না। বন্ধন বিনা সম্যক্ চিকিৎসিত ব্রণও অতিকষ্টে বিশুদ্ধি বা রূঢ়তা (পূরিয়া যাওয়া) প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষত পূরণ হইলেও ব্রণস্থান বিবর্ণ হইয়া থাকে।

বদ্ধস্তু চূর্ণিতো ভগ্নো বিশ্লিষ্টঃ পাটিতোহপি বা ।
ছিন্নস্নায়ুশিরোহপ্যাশু সুখং সংরোহতি ব্রণঃ ।
উত্থানশয়নাদ্যাসু সর্ব্বেহাসু ন পীড্যতে ॥

চূর্ণিতাস্থি, ভগ্নাস্থি, বা বিশ্লিষ্ট সন্ধি সমাশ্রিত ব্রণ, পাটিত ব্রণ, কিংবা যে ব্রণের স্নায়ু ও শিরা সকল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে সকল ব্রণও বন্ধনের মাহাত্ম্যে সহজে পূরিয়া উঠে এবং উত্থান ও শয়নাদি কোন কার্য্যেই ব্যথিত হয় না।

উদ্ধৃতৌষ্ঠঃ সমুৎসন্নো বিষমঃ কঠিনোঽতিরুক্ ।
সমো মৃদুররুক্ শীঘ্রং ব্রণঃ শুধ্যতি রোহতি ॥

যে ব্রণ, বর্ত্তুলোষ্ঠ, সমুন্নত, বিষম, কঠিন বা অতি বেদনাযুক্ত, তাহাও বন্ধন মাহাত্ম্যে সম, মৃদু ও বেদনাবিহীন হইয়া শীঘ্রই শুদ্ধ ও সংরূঢ় হয়।

স্থিরাণামল্পমাংসানাং রৌক্ষ্যাদনুপরোহতাম্ ।
প্রচ্ছাদ্যমৌষধং পত্রৈর্যথাদোষং যথর্ত্তু চ ।
অজীর্ণ তরুণাচ্ছিদ্রৈঃ সমগ্রাং সুনিবেশিতৈঃ ।
ধৌতৈরকর্কশৈঃ ক্ষীরী ভূর্জ্জার্জ্জুন কদম্বজৈঃ ॥

দীর্ঘকালস্থায়ী ও অল্পমাংসবিশিষ্ট ব্রণ সকল রুক্ষতা প্রযুক্ত পূরিয়া না উঠিলে, তাহাতে কল্ক স্নেহাদি যে ভেষজ প্রদত্ত হইবে, তাহা ক্ষীরী, ভূর্জ্জ, অর্জ্জুন বা কদম্ব-পত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে বেষ্টিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ঐ পত্র যেন জীর্ণ, তরুণ, ছিদ্রযুক্ত বা কর্কশ না হয়। পত্রগুলি ধৌত করিয়া লইবে।

কুষ্ঠিনামগ্নিদগ্ধানাং পিটিকা মধুমেহিনাম্ ।
কর্ণিকাশ্চোন্দুক বিষে ক্ষারদগ্ধা বিষান্বিতাঃ ।
ন মাংসপাকে বধ্নীয়াদ্ গুদপাকে চ দারুণে ।
শীর্য্যমাণাঃ সরুগ্ দাহাঃ শোফাবস্থাবিসর্পিণঃ ॥

• কুষ্ঠরোগী, মধুমেহী ও অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ব্রণ, উন্দুর বিষজাত ব্রণ, ক্ষারদগ্ধ ও বিষান্বিত ব্রণ, মাংসপাক ও গুদপাক জনিত ব্রণ এবং শীর্য্যমাণ, বেদনান্বিত, দাহযুক্ত, শোথাবস্থিত ও বিসর্পভাবাপন্ন যে ব্রণ, তাহা বন্ধন যোগ্য নহে।

অবক্ষয়া ব্রণে যস্মিন্ মক্ষিকা নিক্ষিপেৎ ক্রিমীন্ ।
তে ভক্ষয়ন্তঃ কুর্ব্বন্তি রুজা শোফাস্র সংস্রবান্ ॥

ব্রণ অরক্ষিত হইলে, মক্ষিকা তাহাতে ক্রিমি প্রসব করে, সেই সকল ক্রিমি ব্রণমাংস ভক্ষণ করিয়া বেদনা, শোথ ও রক্তস্রাব আনয়ন করিয়া থাকে।

সুরসাদি প্রযুঞ্জীত তত্র ধাবন পূরণে
সপ্তপর্ণ করঞ্জার্ক নিম্বরাজাদনত্বচঃ ॥
গোমূত্র কল্কিতো লেপঃ সেকঃ ক্ষারাম্বুনা হিতঃ ।
প্রচ্ছাদ্য মাংসপেশ্যা * বা ব্রণং তানাশু নিষ্ক্রমেৎ ।

যে ব্রণে ক্রিমি জন্মে, তাহার ধৌত করণ ও পূরণার্থ, সুশ্রুতোক্ত সুরসাদি গণ প্রয়োগ করিবে এবং ঐ গণে ছাতিম, করঞ্জ, আকন্দ, নিম ও সোঁদালের ত্বক্ গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, ক্ষারজ জল দ্বারা পরিষেক করিবে, অথবা মাংসপেশী দ্বারা আচ্ছাদন করিবার কারণ, এই যে, ক্রিমিগণ মাংস লোভে শীঘ্রই ব্রণ মধ্য হইতে বাহিরে আসিবে।

ন চৈনং ত্বরমাণোঽন্তঃ সদোষমুপরোহয়েৎ ।
সোঽল্পেনাপ্যপচারেণ ভূয়ো বিকুরুতে যতঃ ॥

ভিতরে দোষ থাকিলে, তাড়াতাড়ি করিয়া কদাচ ব্রণ রোহণ করিবে না। কারণ ঐ ব্রণ উপরে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলেও তাহার অন্তর্গত দোষ সামান্য অপচারে উহাকে পুনর্ব্বার বিকৃত করিয়া ফেলে অতএব উহাকে নির্দ্দোষ করিয়া ব্রণ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

* মাংসপেশ্যা প্রচ্ছাদনঞ্চ ক্রিমীণাং প্রলোভনার্থং তে হি মাংসগন্ধেন শীঘ্রমেব বহিরাগচ্ছন্তীতিভাবঃ।

রূঢেঽপ্যজীর্ণ ব্যায়াম ব্যবায়াদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ।
হর্ষং ক্রোধং ভয়ং বাপি যাবদাস্থৈর্য্যসম্ভবাৎ।
আদরেণানুবর্ত্ত্যোঽয়ং মাসাঃ ষট্ সপ্ত বা বিধিঃ।

ব্রণ রূঢ় হইলেও যত দিন না সম্পূর্ণ স্থৈর্য্য হয়, তত দিন পর্য্যন্ত অজীর্ণে ভোজন, ব্যায়াম, মৈথুন, হর্ষ, ক্রোধ বা ভয়ানক কার্য্য করিবে না। এই নিয়ম অন্ততঃ ছয় বা সাত মাস পর্য্যন্ত আদরে রক্ষণীয়।

উৎপদ্যমানাসু চ তাসু তাসু
বার্ত্তাসু দোষাদিবলানুসারী।
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ প্রবর্ত্তশিচকিৎ-
সেদালোচয়ন্ বিস্তরমুক্তরোক্তম্।

এস্থলে ব্রণের অন্যান্য যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইল না, সেই সকল অবস্থা বৈদ্য যত্নবান্ হইয়া, উত্তর তন্ত্রোক্ত বিধি সকল আলোচনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত উপায় দ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষারাগ্নিকর্ম্মবিধিমধ্যায়ং
ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বশস্ত্রানুশস্ত্রাণাং ক্ষারঃ শ্রেষ্ঠো বহূনি যৎ।
ছেদ্যভেদ্যাদি কর্ম্মাণি কুরুতে বিষমেষ্বপি॥
দুঃখাবচার্য্য শস্ত্রেষু তেন সিদ্ধিমযাংস্ত চ।
অতিকৃচ্ছ্রেষু রোগেষু যচ্চ পানেঽপি যুজ্যতে॥

অতঃপর আমরা ক্ষার ও অগ্নি কর্ম্ম নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র ও অনুশস্ত্র অপেক্ষা ক্ষার প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাদ্বারা ছেদন, ভেদন, লেখন ও পাটনাদি বহুবিধ কার্য্য সাধিত হয়। শরীরের যে স্থানে অতি কষ্টে শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, এমন বিষম স্থানেও উহা সহজে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। অতি কষ্টসাধ্য যে সকল রোগ, শস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সে সকল রোগও ক্ষার প্রয়োগে সুসিদ্ধ হইতে পারে। ক্ষার, পানেও ব্যবহৃত হয়, অতএব ক্ষারই শ্রেষ্ঠ।

স পেয়োঽর্শোঽগ্নিসাদাশ্ম গুল্মোদরগরাদিষু।
যোজ্যঃ সাক্ষাদ্মষশ্বিত্র বাহ্যার্শঃ কুষ্ঠসুপ্তিষু।
ভগন্দরার্ব্বুদ গ্রন্থি দুষ্ট নাড়ীব্রণাদিষু।

অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অশ্মরী, গুল্ম, উদর রোগ ও বিষাদিতে ক্ষার পেয়। মষ, শ্বিত্র, বাহ্যার্শ, কুষ্ঠ, সুপ্তি, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, দুষ্ট নাড়ী ও দুষ্ট ব্রণাদি রোগে ক্ষার, লেপনরূপে ব্যবহার্য্য।

নতূভয়োঽপি যোক্তব্যঃ পিত্তে রক্তে বলেঽবলে।
জ্বরেঽতিসারে হৃন্মূর্দ্ধ রোগে পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
তিমিরে কৃতসংশুদ্ধৌ শ্বয়থৌ সর্ব্বগাত্রগে।
ভীরু গর্ভিণ্যৃতুমতী প্রোদ্বৃত্তফল যোনিষু *
অজীর্ণেঽন্নে শিশৌ বৃদ্ধে ধমনী সন্ধিমর্ম্মসু।
তরুণাস্থি সিরা স্নায়ু সেবনী গলনাভিষু।
দেশেঽল্পমাংসে বৃষণ মেঢ্র স্রোতো নখান্তরে।
বর্ত্মরোগাদৃতেঽক্ষ্ণোশ্চ শীত বর্ষোষ্ণ দুর্দ্দিনে।

পিত্তদুষ্টি, রক্তদুষ্টি, অতিবল, ক্ষীণবল, জ্বর, অতিসার, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, তিমিররোগ, কৃতসংশুদ্ধি (বমন বিরেচনাদি দ্বারা যাহার শুদ্ধিক্রিয়া করা হইয়াছে), সর্ব্বশরীরব্যাপী শোথ, ভীরু, গর্ভিণী, ঋতুমতী, উদাবর্ত্তাযোনি (যোনিব্যাপদধিকারে উক্ত) অজীর্ণ, শিশু, বৃদ্ধ, ধমনী, সন্ধি, মর্ম্ম, তরুণাস্থি, শিরা, স্নায়ু, সেবনী, গল, নাভি, অল্প মাংসবিশিষ্ট স্থান বৃষণ, মেঢ্রস্রোত, নখান্তর, বর্ত্মরোগ ভিন্ন অন্য নেত্র রোগ এবং শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মকাল,

* প্রকর্ষেণোদ্বৃত্তং ফলং রজোরূপং যস্যা যোনেঃ সা প্রোদ্বৃত্তফলযোনিঃ।

ও মেঘাকুলিত দুর্দ্দিন, এই সকলস্থলে পান ও লেপন উভয়স্থলেই ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

কালমুষ্কক সম্পাক কদলী পারিভদ্রকান্।
অশ্বকর্ণ মহাবৃক্ষ পলাশাস্ফোত বৃক্ষকান্।
ইন্দ্র বৃক্ষার্ক পূতীক নক্তমালাশ্বমারকান্।
কাকজঙ্ঘামপামার্গমগ্নিমন্থাগ্নিতিল্বকান্॥
সার্দ্রান্ সমূলশাখাদীন্ খণ্ডশঃ পরিকল্পিতান।
কোশাতকীশ্চতস্রশ্চ শূকনালং যবস্য চ॥
নিবাতে নিচয়ীকৃত্য পৃথক্তানি শিলাতলে।
প্রক্ষিপ্য মুষ্ককচয়ে সুধাশ্মানি চ দীপয়েৎ॥
ততস্তিলানাং কুন্তালৈর্দগ্ধাগ্নৌ বিগতে পৃথক্।
কৃত্বা সুধাশ্মনাং ভস্ম দ্রোণং দ্বিতরভস্মনঃ॥
মুষ্ককোত্তরমাদায় প্রত্যেকং জলমূত্রয়োঃ।
গালয়েদর্দ্ধভাবেণ মহতা বাসসা চ তৎ॥
যাবৎ পিচ্ছিলরক্তাচ্ছস্তীক্ষ্ণো জাতস্তদা চ তম।
গৃহীত্বা ক্ষারনিস্যন্দং পচেল্লৌহ্যাং বিঘট্টয়ন্॥
পচ্যমানে ততস্তস্মিংস্তাঃ সুধাভস্ম শর্করাঃ।
শুক্তিক্ষারপঙ্ক শঙ্খনাভীশ্চায়সভাজনে॥
কৃত্বাগ্নিবর্ণান্ বহুশঃ ক্ষারোথে কুড়বোন্মিতে।
নির্বাপ্য পিষ্ট্বা তেনৈব প্রতীবাপং বিনিঃক্ষিপেৎ।
শ্লক্ষ্ণং শকৃদ্দক্ষ শিখি গৃধ্র কঙ্ক কপোতজম।
চতুষ্পাৎ পক্ষি পিত্তাল মনোহ্বা লবণানি চ॥
পরিতঃ স্বতবাক্কাতো দর্ব্যা ত্বমবঘট্টয়েৎ।
সবাষ্পৈশ্চ যদোত্তিষ্ঠেদ্ বুদ্বুদৈর্লেহবদ্ ঘনঃ॥
অবতার্য্য ততঃ শীতো যবরাশাবয়োময়ে।
স্থাপ্যোঽয়ং মধ্যমঃ ক্ষারো নতু পিষ্ট্বা ক্ষিপেন্মৃদৌ॥
নির্বাপ্যাপনয়েৎ তীক্ষ্ণে পূর্ব্ববৎ প্রতিবাপনম।
তথা লাঙ্গলিকা দন্তী চিত্রকাতিবিষা বচাঃ॥
স্বর্জিকা কনকা ক্ষীরি হিঙ্গু পূতিকপল্লবাঃ।
তালপত্রী বিড়ঞ্চেতি সপ্তরাত্রাৎ পরন্তু সঃ।
যোজ্যস্তীক্ষ্ণোঽনিল শ্লেষ্মমেদোজেষর্ব্বুদাদিষু।
মধ্যেষ্বেব চ মধ্যোঽস্যঃ পিত্তাস্রগুদজন্মসু।
বলার্থং ক্ষীণপানীয়ে ক্ষারাম্বু পুনরাবপেৎ॥

ক্ষার প্রস্তুত করিবার নিয়ম। ক্ষার ত্রিবিধ। যথা, মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ। ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত ঘণ্টা-পারুলাদি কোন ক্ষারবৃক্ষকে মূল, পত্র ও শাখাদির সহিত খণ্ড খণ্ড ও নির্ব্বাতস্থলে শিলাপৃষ্ঠে রাশীকৃত করিয়া, তাহার মধ্যে কতকগুলি ঘুটিং দিয়া তিল কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা পোড়াইবে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কাষ্ঠ-ভস্ম ও ঘুটিং পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে। পরে ঐ কাষ্ঠ ভস্ম ২ দ্রোণ ও ঘুটিংভস্ম ১ দ্রোণ লইবে। এবং ঐ কাষ্ঠ ভস্ম বিংশতি তুলা পরিমিত জলে ও বিংশতি পল পরিমিত গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ২১ বার ছাঁকিবে এবং ঐ পরিস্রুত ক্ষারজল লৌহ কটাহে রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ দর্ব্বী দ্বারা আলোড়ন করিবে। পচ্যমান ক্ষারজল যখন পিচ্ছিল, রক্তবর্ণ, নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইবে, তখন উহা হইতে ৮ পল লইয়া অপর একটি লৌহপাত্রে রাখিবে। তৎপরে কতকগুলি ঝিনুক, ঘুটিকা ও শঙ্খনাভি, অগ্নিতে পোড়াইয়া লোহিতবর্ণ হইলে, উহা বার বার ঐ ক্ষারজলে নির্ব্বাপিত এবং ঐ জলেই উহা ও পূর্ব্বোক্ত ঘুটিংভস্ম পেষিত করিবে। তৎপরে ঐ পেষিত দ্রব্য, পচ্যমান সেই ক্ষারজলে প্রতীবাপ নিক্ষেপ করিবে। (শ্লক্ষ্ণপিষ্ট দ্রব্যান্তর, দ্রবদ্রব্যে নিক্ষেপ করাকে প্রতীবাপ কহে)। কেবল যে এই প্রতীবাপই নিক্ষিপ্য, তাহা নহে, কুক্কুট, ময়ূর, শ্যেন, কঙ্ক ও কপোতের পুরীষ এবং গবাদি চতুষ্পদ জন্তুর ও পক্ষীর পিত্ত, হরিতাল, মনঃশিলা ও সৈন্ধবাদি লবণ শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া প্রতিবাপ নিক্ষেপ করিবে। প্রতী-বাপানন্তর উহা দর্ব্বী দ্বারা সতত অবঘট্টন করিবে। যখন ঐ ক্ষারজল, সবাষ্প বুদ্বুদের সহিত লেহবৎ ঘন হইয়া উঠিবে, তখন উহা নামাইয়া শীতল হইলে লৌহকলসে রাখিয়া যবরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার। মৃদুক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে,

ক্ষারজলে পূর্ব্বোক্ত দগ্ধ ঝিনুকাদি কেবল নির্ব্বাপিত করিতে হয়, উহা পেষণ করিয়া প্রতীবাপ নিক্ষেপ করিতে হয় না।

তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, মধ্যম ক্ষারের ন্যায় ক্ষারজলে দগ্ধ ঝিণুকাদি পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাপন ও পেষণ করিয়া প্রতিবাপন করিতে হয়। অধিকন্তু ইহাতে ঈষলাঙ্গলা, দন্তী, চিতা, আতইচ, বচ, সাচিক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী হিঙ্গু, নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, ইন্দুরকাণি ও বিট-লবণ এই সকল দ্রব্য ও প্রতীবাপ নিক্ষেপ করা যায়। তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইবার সাতদিন পরে উহা ব্যবহার্য্য হয়।

যে যে বৃক্ষের ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। যথা ঘণ্টাপারুল, সোঁদাল, কদলী, পালিধামাদার, অশ্বকর্ণ, (শালভেদ), সীজমনসা, পলাশ, গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা), কুড়চী, আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, করঞ্জ, করবীর, কাকজঙ্ঘা, আপাঙ্, গণিয়ারি, চিতা ও লোধ। ক্ষারবৃক্ষের সহিত চারিটি ঝিঙ্গা ও যবের শকনাল দগ্ধ করিতে হয়।

তীক্ষ্ণ ক্ষার, বাতশ্লেষ্মজ ও মেদোজ প্রবল অর্ব্বুদাদি রোগে; মধ্যক্ষার, উক্ত বাতজাদি মধ্য অর্ব্বুদাদি রোগে এবং মৃদুক্ষার রক্তজ ও পিত্তজ অর্শোরোগে প্রযোজ্য হয়। ক্ষার ঘনীভূত হইলে, তাহার বলাধানার্থ পুনর্ব্বার তাহাতে ক্ষারজল নিক্ষেপ করিতে হয়।

নাতিতীক্ষ্ণো মৃদুঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলঃ শীঘ্রগঃ সিতঃ।
শিখরী * সুখনির্বাপ্যো † ন বিষ্যন্দী ন চাতিরুক্।
ক্ষারো দশগুণঃ শস্ত্রতেজসোরপি কর্ম্মকৃৎ।

ক্ষার, অনতি তীক্ষ্ণ, অনতি মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, শীঘ্রগ (আশু দেহ প্রবেশক), শুক্ল, শিখরী (শিখর বিশিষ্ট), সুখ নির্ব্বাপ্য (কাঞ্জি-কাদি দ্বারা যাহা সহজে শীতীকৃত করা যায়), অস্রুতিমান্ ও অনতিরুজাকর, এই দশ গুণ-বিশিষ্ট। শস্ত্র ও অগ্নিদ্বারা ছেদন, পাটন, লেখন ও দাহনাদি যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, ক্ষার দ্বারাও তাহা হইয়া থাকে।

আচূষন্নিব সংরম্ভাদ গাত্রমাপীড়য়ন্নিব।
সর্ব্বতোঽনুসরন্ দোষানুন্মূলয়তি মূলতঃ।
কর্ম্ম কৃত্বা গতরুজঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি।

অভ্যন্তরপ্রযুক্ত ক্ষার, পরিসর্পণ হেতু উর্দ্ধাধস্তির্য্যগ্‌গামী হইয়া দেহকে যেন আচুষিত ও মর্দ্দিত করিয়া, দোষদিগকে সমূলে উন্মূলিত করতঃ গতব্যথ হইয়া স্বয়ংই উপশমিত হয়।

ক্ষারসাধ্যে গদে ছিন্নে লিখিতে স্রাবিতেঽথবা।
ক্ষারং শলাকয়া দত্ত্বা প্লোতপ্রাবৃতদেহয়া।
মাত্রাশতমুপেক্ষেত তত্রার্শঃস্বাবৃতাননম্।
হস্তেন যন্ত্রং কুর্ব্বীত বর্ত্মযোগেষু বর্ত্মনা।
নির্ভুজ্য পিচুনাচ্ছাদ্য কৃষ্ণভাগং বিনিক্ষিপেৎ।
পদ্মপত্রতনুঃ ক্ষারলেপো ঘ্রাণার্ব্বুদেষু চ।
প্রত্যাদিত্যং নিষণ্ণস্য সমুন্নম্যাগ্রনাসিকাম্।
মাত্রা বিধার্য্যাঃ পঞ্চাশৎ তদ্বদর্শাংসি কর্ণজে।

ক্ষারসাধ্য অর্ব্বুদাদি রোগে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন, ঘৃষ্ট অথবা স্রাবিত করিয়া, একটি শলাকায় নেকৃড়া জড়াইয়া তদ্দ্বারা উহাতে ক্ষার প্রদান করিবে। ক্ষার প্রদানানন্তর মাত্রা শতকাল (১০০ শত বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ) অপেক্ষা করিবে, শীঘ্রই কাঞ্জিকাদি দ্বারা নির্ব্বাপণ করিবার চেষ্টা করিবে। (রোগীর হস্তরক্ষা করিবার জন্যই সমস্ত শলাকায় নেকড়া জড়াইতে হয়) অর্শোরোগে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে, শলাকার মুখে নেকড়া জড়াইয়া

* শিখরং উপরিষ্টাৎ পিটিকোত্থানং তদ্বান্।
† সুখেন কাঞ্জিকাদিনা নির্ব্বাপ্যতে শীতীক্রিয়তে সুখনির্বাপ্যঃ।

তদ্দ্বারা ক্ষারপাত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মাত্রা শতকাল অপেক্ষা করিবে। অর্শের সন্নিহিত স্থানে ক্ষার না লাগে এই জন্যই শলাকার মুখ আচ্ছাদন করিতে হয়)। বর্ত্মরোগে ক্ষার প্রদান করিতে হইলে, হস্ত দ্বারা বর্ত্ম (চক্ষুর পাতা) দ্বয় বক্রীকৃত এবং কার্পাসাদি দ্বারা কৃষ্ণভাগ (তারা) আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণভাগ রক্ষার জন্যই আচ্ছাদিত করিতে হয়)। নাসার্ব্বুদে ক্ষার পাত করিতে হইলে, রোগীকে সূর্য্যাভিমুখে বসাইয়া, তাহার নাসিকাগ্র উন্নত করিয়া পদ্মপত্রের ন্যায় পাতলা প্রলেপ দিবে এবং পঞ্চাশৎ মাত্রা পর্য্যন্ত ক্ষার প্রলেপ রাখিবে। কর্ণার্শেও এই প্রকার ক্ষারপাত করিবে।

ক্ষারং প্রমার্জ্জনেনাশু পরিমৃজ্যাবগম্য চ।
সুদগ্ধং ঘৃতমধ্বক্তং তৎ পয়োমস্তু কাঞ্জিকৈঃ।
নির্ব্বাপয়েত্ততঃ সাজ্যৈঃ স্বাদুশীতৈঃ প্রদেহয়েৎ॥

ক্ষার লেপদানের নিয়মিত কাল পরে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডাদি দ্বারা ঐ ক্ষারলেপ সম্যক্ অপনীত করিয়া, ক্ষারপ্রযুক্ত স্থান দাহাদি লক্ষণ দ্বারা সুদগ্ধ দৃষ্ট হইলে, ঐ দগ্ধস্থান ঘৃত ও মধুদ্বারা লেপিত এবং জল, দধির মাত ও কাঞ্জিক দ্বারা নির্ব্বাপিত (শীতীকৃত) করিয়া উহাতে সঘৃত যষ্টিমধু প্রভৃতি স্বাদু ও শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে।

অভিষ্যন্দীনি ভোজ্যানি ভোজ্যানি ক্লেদনায় চ॥

ক্ষার দগ্ধ স্থানের বিক্লেদনার্থ, রোগীকে দধিমৎস্যাদি অভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মস্রুতি কারক ভোজ্য) ভোজন করিতে দিবে। (ক্ষারদগ্ধ স্থান, ক্লিন্ন হইলে শীঘ্র শীর্ণ হয়)।

যদি চ স্থিরমূলত্বাৎ ক্ষারদগ্ধং ন শীর্য্যতে।
ধান্যাম্লবীজযষ্ট্যাহ্বতিলৈরালেপয়েত্ততঃ॥

অভিষ্যন্দি ভোজন প্রযুক্ত হইলেও যদি দৃঢ়মূলত্ব হেতু ক্ষারদগ্ধ স্থান বিশীর্ণ না হয়, তাহা হইলে ধান্যাম্লের বীজ (ধান্যাম্লের অধোভাগস্থ পদার্থ) যষ্টিমধু ও তিলের প্রলেপ দিবে।

তিলকল্কঃ সমধুকো ঘৃতাক্তো ব্রণরোপণঃ।

ঘৃতাক্ত তিলকল্ক দ্বারা ক্ষারদগ্ধ ক্ষত রোপিত (সঞ্জাত মাংসাঙ্কুর) হয়।

পক্বজম্বসিতং সন্নং সম্যগ্দগ্ধং বিপর্য্যয়ে।
তাম্রতা তোদকণ্ড্বাদ্যৈর্দুর্দগ্ধং তং পুনর্দহেৎ।
অতিদগ্ধে স্রবেদ্রক্তং মূর্চ্ছা দাহ জ্বরাদয়ঃ॥

সম্যক্ ক্ষার দগ্ধ স্থান, পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও ম্লান; দুর্দগ্ধ স্থান ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, তাম্রবর্ণ এবং কণ্ডু ও তোদাদি বিশিষ্ট; অতিদগ্ধস্থান রক্ত স্রাবশীল এবং মূর্চ্ছা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রবকারী।

গুদে বিশেষাদ্বিণ্মূত্র সংরোধোঽতিপ্রবর্ত্তনম্।
পুংস্ত্বোপঘাতো মৃত্যুর্ব্বা গুদস্য শাতনাদ্ধ্রুবম্।
নাসায়াং নাসিকাবংশ দরণাকুঞ্চনোদ্ভবঃ।
ভবেচ্চ বিষয়াজ্ঞানং তদ্বচ্ছ্রোত্রাদিকেষ্বপি॥

গুহ্যদেশ অতিদগ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্তস্রাবাদি লক্ষণ ব্যতীত, মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি বা কদাচিৎ অতিপ্রবৃত্তি ও পুরুষত্ব নাশাদি উপস্থিত হয় এবং গুহ্যদেশের বিদারণ হেতু মরণও নিশ্চয় ঘটে। ক্ষার দ্বারা নাসিকা অতিদগ্ধ হইলে, নাসাবংশের বিদারণ, সঙ্কোচ ও বিষয়াজ্ঞান (ঘ্রাণশক্তি নাশ) হয়। কর্ণাদি অতি দগ্ধ হইলেও এইরূপ লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বিশেষাদত্র সেকোঽম্লৈর্লেপো মধু ঘৃতং তিলাঃ।
বাতপিত্তহরা চেষ্টা সর্ব্বৈব শিশিরা ক্রিয়া॥
অম্লো হি শীতঃ স্পর্শেন ক্ষারস্তেনোপসংহিতঃ।
যাত্যাশু স্বাদুতাং তস্মাদম্লৈর্নির্ব্বাপয়েৎ ত্বরাম্॥

অতিক্ষারদগ্ধে কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্যের পরিষেক, ঘৃত, মধু ও তিলের প্রলেপ এবং বাতপিত্তকর সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়াই বিশেষ হিতজনক। অম্ল শীতস্পর্শ এবং ক্ষার উষ্ণ স্পর্শ, ঐ উষ্ণ স্পর্শ ক্ষার, শীতস্পর্শ অম্লসংযোগে শীঘ্রই নিজ স্বাভাবিক কটু লবণ ভূয়িষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া মধুরতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মধুরতা গুণে উহা শীঘ্রই প্রশমিত হয়। অতএব ত্বরায় অম্লরস দ্বারাই ক্ষারাতিদগ্ধ স্থান নির্ব্বাপিত করিবে।

অগ্নিঃ ক্ষারাদপি শ্রেষ্ঠস্তদ্দগ্ধানামসম্ভবাৎ।
ভেষজক্ষারশস্ত্রৈশ্চ ন সিদ্ধানাং প্রসাধনাৎ।

ক্ষার অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ। কারণ অগ্নি দগ্ধ অর্শঃ প্রভৃতি রোগের আর পুনরুদ্ভব হয় না। ঔষধ, ক্ষার ও শস্ত্র দ্বারা যে সকল রোগ প্রশান্ত না হয়, অগ্নি দ্বারা সে সকল রোগও সাধিত হইয়া থাকে।

ত্বচি মাংসে শিরা স্নায়ু সন্ধ্যস্থিষু স যুজ্যতে।
মষাঙ্গগ্লানি মূর্দ্ধার্ত্তি মন্থকীলতিলাদিষু।
ত্বগ্দাহো বর্ত্তি গোদন্ত সূর্য্যকান্ত শরাদিভিঃ।

ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি প্রভৃতিতে অগ্নিদাহ করণীয়। মষ (ক্ষুদ্র রোগবিশেষ), অঙ্গগ্লানি, শিরোবেদনা, মন্থ (নেত্ররোগ বিশেষ), চর্ম্মকীল ও তিল প্রভৃতি রোগে বর্ত্তি, গোদন্ত, সূর্য্যকান্ত মণি ও শরাদি দ্বারা ত্বগ্‌দাহ করিবে।

অর্শো ভগন্দর গ্রন্থি নাড়ীদুষ্ট ব্রণাদিষু।
মাংসদাহো মধু স্নেহ জাম্ববৌষ্ঠ গুড়াদিভিঃ।

অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ ও দুষ্ট ব্রণাদি রোগে মধু ও ঘৃতাদি স্নেহ, জাম্ববৌষ্ঠ নামক শস্ত্র বা গুড়াদি তপ্ত করিয়া মাংস দাহ করিবে।

শ্লিষ্টবর্ত্মন্যসৃক্‌ স্রাব নীল্য সম্যগ্‌ ব্যধাদিষু।
শিরাদি দাহস্তৈরেব ন দহেৎ ক্ষারবারিতান্‌।
অন্তঃ শল্যাসৃজো ভিন্নকোষ্ঠান্‌ ভূরিব্রণাতুরান্‌।

শ্লিষ্টবর্ত্ম (চক্ষুর পাতা জোড়া লাগা) রোগে, রক্তস্রাবে, নীলিকারোগে (ক্ষুদ্র রোগ বিশেষ) ও অসম্যক্‌ শিরাব্যধে পূর্ব্বোক্ত উত্তপ্ত মধু প্রভৃতি দ্বারাই শিরাদি দাহ করিবে। ক্ষার প্রয়োগের অযোগ্যস্থানে এবং অন্তঃশল্য, অন্তঃশোণিত, ভিন্নকোষ্ঠ ও ভূরিব্রণপীড়িত ব্যক্তি অগ্নিদাহের অযোগ্য।

সুদগ্ধং ঘৃতমধ্বক্তং স্নিগ্ধশীতৈঃ প্রদেহয়েৎ।

রোগাধিষ্ঠান স্থানে সুদগ্ধ হইলে, ঘৃত মধু দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া, তাহাতে যষ্টিমধু, শতাবরী প্রভৃতি স্নিগ্ধ শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে।

তস্য লিঙ্গং স্থিতে রক্তে শব্দবল্লসিকান্বিতম্‌।
পক্বতাল কপোতাভং সুরোহং নাতিবেদনম্‌।
প্রমাদ দগ্ধবৎ সর্ব্বং দুর্দগ্ধাত্যর্থদগ্ধয়োঃ।

সুদগ্ধ স্থানের লক্ষণ এই, দহ্যমানাবস্থা প্রবৃত্ত রক্ত নিবৃত্ত হইলে, এই স্থান বুদ্‌বুদের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট, লসিকান্বিত পক্ক তাল সদৃশ বর্ণ বা কপোতাভ সুরোহণশীল ও অনতিবেদন হইয়া থাকে।

দুর্দগ্ধ ও অতিদগ্ধের লক্ষণ, প্রমাদদগ্ধ লক্ষণ সমূহের তুল্য। অসাবধানতা বশতঃ আগন্তুক অগ্নি দ্বারা যে দগ্ধ তাহাকে প্রমাদ দগ্ধ কহে।

চতুর্ধা তত্ত্ব তুচ্ছেন সহ তুচ্ছস্য লক্ষণম্‌ *।
ত্বগ্বিবর্ণোষ্যতেঽত্যর্থং ন চ স্ফোটসমুদ্ভবঃ।

* যৎকিঞ্চিন্মাত্রমেব অগ্নিনা স্পৃষ্টং তত্তুচ্ছদগ্ধমিত্যুচ্যতে।

সম্ফোট দাহতীব্রোষং দুর্দগ্ধমতিদাহতঃ।
মাংস লম্বন সঙ্কোচং দাহ ধূপন বেদনাঃ।
শিরাদি নাশস্তৃণ্মূর্চ্ছা ব্রণ গাম্ভীর্য্য মৃত্যবঃ।

তুত্থদগ্ধ লক্ষণের সহিত প্রমাদদগ্ধ চারি প্রকার। অর্থাৎ প্রমাদ দগ্ধ, কদাচিৎ সম্যগ্ দগ্ধ, কদাচিৎ দুর্দ্দগ্ধ, কদাচিৎ অতিদগ্ধ, কদাচিৎ তুত্থদগ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। তুত্থদগ্ধ স্থানের ত্বক্ বিবর্ণ (তুতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট) অত্যন্ত সন্তাপযুক্ত ও স্ফোটোত্থান রহিত। দুর্দ্দগ্ধ স্থান স্ফোট (ফোস্কা), দাহ ও তীব্র সন্তাপবিশিষ্ট। অতিদাহে মাংস লম্বন, শিরাদির সঙ্কোচ, দাহ, ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, শিরাদির ব্যাপত্তি, ক্ষতের গাম্ভীর্য্য ও মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অগ্নি দ্বারা অল্পমাত্র দগ্ধকে তুত্থদগ্ধ কহে।

তুত্থস্যাগ্নি প্রতপনং কার্য্যমুষ্ণঞ্চ ভেষজম্।
স্ত্যানেঽস্রে বেদনাত্যর্থং বিলীনে মন্দতা রুজঃ।
দুর্দ্দগ্ধে শীতমুষ্ণঞ্চ যুঞ্জ্যাদাদৌ ততো হিমম্।
সম্যগ্ দগ্ধে তুগাক্ষীরী প্লক্ষ চন্দন গৈরিকৈঃ।
লিম্পেৎ সাজ্যামৃতৈরূর্দ্ধং পিত্তবিদ্রধিবৎ ক্রিয়া।
অতি দগ্ধে দ্রুতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বং পিত্তবিসর্পবৎ।

তুত্থদগ্ধ স্থানে অগ্নিসন্তাপ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কারণ দগ্ধস্থানের রক্ত গাঢ় হইলে বেদনার আধিক্য এবং বিলীন হইলে বেদনার অল্পতা হয়। অতএব রক্তের বিলয়ন জন্য উষ্ণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। দুর্দ্দগ্ধ স্থানে শীত ও উষ্ণক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে করিবে, তন্মধ্যে শীতক্রিয়া প্রথমে করণীয়। সম্যগ্দগ্ধে অগ্রে ঘৃতের সহিত বংশলোচন, পাকুড়, রক্তচন্দন, গেরিমাটী ও গুড়ূচীর প্রলেপ দিবে, তৎপরে পিত্তবিদ্রধিবৎ চিকিৎসা করিবে। অতিদগ্ধে শীঘ্রই পিত্ত বিসর্পবৎ সকল ক্রিয়া করিবে।

স্নেহদগ্ধে ভৃশতরং রুক্ষং তত্র তু যোজয়েৎ।

প্রতপ্ত তৈলাদি স্নেহদগ্ধে অত্যর্থ রুক্ষ ভেষজ প্রয়োগ করিবে।

সমাপ্যতে স্থানমিদং হৃদয়স্য রহস্যবৎ।
অত্রার্থাঃ সূত্রিতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রতন্যন্তে হি সর্ব্বতঃ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের রহস্যবৎ অর্থাৎ অতি নিগূঢ়ার্থ বিশিষ্ট এই সূত্রস্থান সমাপ্ত হইল। ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অর্থ সূত্রিত হইয়াছে, তাহারাই বক্ষ্যমান সমস্ত স্থানে বিস্তারিত হইবে, তজ্জন্য এইস্থান, অন্যস্থানের রহস্যবৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইতি বাগভটে সূত্রস্থানং সমাপ্তম্।

শারীরস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভাবক্রান্তিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইতি হ স্মাহুরাত্রেয়াদয়ো মহর্ষয়ঃ।

গর্ভস্যাবক্রান্তিরবক্রমণং সম্প্রাপ্তিঃ। যথা অগর্ভো গর্ভতাং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

অতঃপর আমরা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ-প্রণীত গর্ভাবক্রান্তি অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তি নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

শুদ্ধে শুক্রার্ত্তবে সত্ত্বঃ স্বকর্ম্মক্লেশচোদিতঃ।
গর্ভঃ সম্পদ্যতে যুক্তিবশাদগ্নিরিবারণৌ।

যেমন নির্ম্মন্থ কাষ্ঠের পরস্পর অবঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জীব, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অবিদ্যা, অহঙ্কার ও রাগদ্বেষাভিনিবেশরূপ ক্লেশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন শুদ্ধ শুক্র শোণিতে প্রবেশ করে, তখনই সংযোগ প্রভাবে গর্ভরূপে পরিণত হয়।

সস্ফোট দাহতীব্রোষং দুর্গন্ধমতিদাহতঃ।
মাংস লম্বন সঙ্কোচং দাহ ধূপন বেদনাঃ।
শিরাদি নাশস্তৃণ্মূর্চ্ছা ব্রণ গাম্ভীর্য্য মৃত্যবঃ।

তুথদগ্ধ লক্ষণের সহিত প্রমাদদগ্ধ চারি প্রকার। অর্থাৎ প্রমাদ দগ্ধ, কদাচিৎ সম্যগ্ দগ্ধ, কদাচিৎ দুর্দ্দগ্ধ, কদাচিৎ অতিদগ্ধ, কদাচিৎ তুথদগ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। তুথদগ্ধ স্থানের ত্বক্ বিবর্ণ (তুতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট) অত্যন্ত সন্তাপযুক্ত ও স্ফোটোত্থান রহিত। দুর্দ্দগ্ধ স্থান স্ফোট (ফোস্‌কা), দাহ ও তীব্র সন্তাপবিশিষ্ট। অতিদাহে মাংস লম্বন, শিরাদির সঙ্কোচ, দাহ, ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, শিরাদির ব্যাপত্তি, ক্ষতের গাম্ভীর্য্য ও মৃত্যু-পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অগ্নি দ্বারা অল্পমাত্র দগ্ধকে তুথদগ্ধ কহে।

তুথস্যাগ্নি প্রতপনং কার্য্যমুষ্ণঞ্চ ভেষজম্।
স্ত্যানেঽস্রে বেদনাত্যর্থং বিলীনে মন্দতা রুজঃ।
দুর্দ্দগ্ধে শীতমুষ্ণঞ্চ যুঞ্জ্যাদাদৌ ততো হিমম্।
সম্যগ্ দগ্ধে তুগাক্ষীরী প্লক্ষ চন্দন গৈরিকৈঃ।
লিম্পেৎ সাজ্যামৃতৈরূর্দ্ধং পিত্তবিদ্রধিবৎ ক্রিয়া।
অতি দগ্ধে দ্রুতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বং পিত্তবিসর্পবৎ।

তুথদগ্ধ স্থানে অগ্নিসন্তাপ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কারণ দগ্ধস্থানের রক্ত গাঢ় হইলে বেদনার আধিক্য এবং বিলীন হইলে বেদনার অল্পতা হয়। অতএব রক্তের বিলয়ন জন্য উষ্ণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। দুর্দ্দগ্ধ স্থানে শীত ও উষ্ণক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে করিবে, তন্মধ্যে শীতক্রিয়া প্রথমে করণীয়। সম্যগ্দগ্ধে অগ্রে ঘৃতের সহিত বংশলোচন, পাকুড়, রক্তচন্দন, গেরিমাটী ও গুড়ূচীর প্রলেপ দিবে, তৎপরে পিত্তবিদ্রধিবৎ চিকিৎসা করিবে। অতিদগ্ধে শীঘ্রই পিত্ত বিসর্পবৎ সকল ক্রিয়া করিবে।

স্নেহদগ্ধে ভৃশতরং রুক্ষং তত্র তু যোজয়েৎ।

প্রতপ্ত তৈলাদি স্নেহদগ্ধে অত্যর্থ রুক্ষ ভেষজ প্রয়োগ করিবে।

সমাপ্যতে স্থানমিদং হৃদয়স্য রহস্যবৎ।
অত্রার্থাঃ সূত্রিতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রতন্যন্তে হি সর্ব্বতঃ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের রহস্যবৎ অর্থাৎ অতি নিগূঢ়ার্থ বিশিষ্ট এই সূত্রস্থান সমাপ্ত হইল। ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অর্থ সূত্রিত হইয়াছে, তাহারাই বক্ষ্যমাণ সমস্ত স্থানে বিস্তারিত হইবে, তজ্জন্য এইস্থান, অন্যস্থানের রহস্যবৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইতি বাগ্‌ভটে সূত্রস্থানং সমাপ্তম্।

শারীরস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভাবক্রান্তিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইতি হ স্মাহুরাত্রেয়াদয়ো মহর্ষয়ঃ।

গর্ভস্যাবক্রান্তিরবক্রমণং সম্প্রাপ্তিঃ। যথা অগর্ভো গর্ভতাং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

অতঃপর আমরা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ-প্রণীত গর্ভাবক্রান্তি অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তি নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

শুদ্ধে শুক্রার্ত্তবে সত্ত্বঃ স্বকর্ম্মক্লেশচোদিতঃ।
গর্ভঃ সম্পদ্যতে যুক্তিবশাদগ্নিরিবারণৌ।

যেমন নির্ম্মন্থ কাষ্ঠের পরস্পর অবঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জীব, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অবিদ্যা, অহঙ্কার ও রাগদ্বেষাভিনিবেশরূপ ক্লেশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন শুদ্ধ শুক্র শোণিতে প্রবেশ করে, তখনই সংযোগ প্রভাবে গর্ভরূপে পরিণত হয়।

বীজাত্মকৈর্মহাভূতৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সত্ত্বানুগৈশ্চ সঃ।
মাতুশ্চাহাররসজৈঃ ক্রমাৎ কুক্ষৌ বিবর্দ্ধতে ॥

জীবানুগত, সূক্ষ্ম (যোগিদৃশ্য) বীজাত্মক (শুক্রশোণিত রূপে পরিণত) ও মাতার আহাররসজ পৃথিব্যাদি মহাভূত দ্বারা জীব, গর্ভাশয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তেজো যথার্করশ্মীনাং স্ফটিকেন তিরস্কৃতম্।
নেন্ধনং দৃশ্যতে গচ্ছৎ সত্ত্বো গর্ভাশয়ং তথা ॥

সূর্য্যরশ্মির তেজঃ, স্ফটিকের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া যেরূপে অদৃশ্যভাবে নিম্নস্থ তৃণাদি ইন্ধনে প্রবেশ করে, অথচ ইন্ধন কার্য্যদ্বারা পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ জীব ও অলক্ষিতভাবে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ কার্য্য দ্বারা লোকের উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা।
নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতো দ্রুতলোহবৎ।

কার্য্যের করণানুবিধায়িত্ব হেতু, কারণ সদৃশই কার্য্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ কারণ যেরূপ, কার্য্যও তদ্রূপ হয়। অগ্নিসন্তাপে দ্রুত (গলা) লৌহ যেমন বালুকাদি কল্পিত নানা আকৃতির ছাঁচে নিষিক্ত হইয়া, সেই ছাঁচের আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা কর্ম্মবশে মনুষ্যাদি নানা যোনিতে প্রবেশ করিয়া তত্তদ্ যোনির আকার ধারণ করে।

অতএব চ শুক্রস্য বাহুল্যাজ্জায়তে পুমান্।
রক্তস্য স্ত্রী তয়োঃ সাম্যে ক্লীবঃ শুক্রার্ত্তবে পুনঃ ॥
বায়ুনা বহুশো ভিন্নে যথাস্বং বহ্বপত্যতা।
বিযোনি বিকৃতাকারা জায়ন্তে বিকৃতৈর্মলৈঃ ।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য কারণ সাদৃশ্য হেতুই শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে স্ত্রী ও শুক্রশোণিত উভয়ের সমতায় ক্লীব জন্মিয়া থাকে এবং ঐ শুক্রশোণিত, গর্ভাশয়স্থ বায়ু কর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে বহু অপত্য জন্মে। আর বিকৃত বাতাদি মলদ্বারা শুক্রশোণিত দুষ্ট হইলে বিযোনি (যেমন গর্ভে সর্প বৃশ্চিকাদি) ও বিকৃতাকার (ন্যূনাধিক অবয়ব বিশিষ্ট) হইয়া থাকে।

মাসি মাসি রজঃ স্ত্রীণাং রসজং স্রবতি ত্র্যহম্।
বৎসরাদ্‌দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে প্রতিমাসে স্ত্রীলোকদিগের, তিনদিন করিয়া রসজনিত রজঃ নিঃসৃত হয় এবং সেই রজঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণ বিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি ॥
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততো ন্যূনাব্দয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা ॥

গর্ভাশয়, অপত্যমার্গ, শুক্র, শোণিত, হৃদয় ও বায়ু বিশুদ্ধ থাকিলে, পূর্ণ ষোড়শ-বর্ষীয়া স্ত্রী ও পূর্ণ বিংশবর্ষীয় পুরুষের সঙ্গমে বীর্য্যবান পুত্র জন্মে। ইহার ন্যূনাধিক বয়সে রোগী, অল্পায়ু বা দুর্ভাগ্য সন্তান হয়, অথবা একেবারেই সন্তান হয় না।

বাতাদি কুণপগ্রন্থি পূয়ক্ষীণ মলাহ্বয়ম্।
বীজাসমর্থং রেতোঽস্রং স্বলিঙ্গৈর্দোষজং বদেৎ ॥
রক্তেন কুণপং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং গ্রন্থিসন্নিভম্।
পূয়াভং রক্তপিত্তাভ্যাং ক্ষীণং মারুতপিত্ততঃ।
কৃচ্ছ্রাণ্যেতান্যসাধ্যন্তু ত্রিদোষং মূত্রবিট্‌প্রভম্।

শুক্র ও শোণিত এই ধাতুদ্বয় বাতাদি দোষ, কুণপ, গ্রন্থি, পূয়, ক্ষীণ ও মল, এই সকল নামে অভিহিত হয়। যথা, বাতশুক্র, পিত্তশুক্র, কফশুক্র, কুণপশুক্র, গ্রন্থিশুক্র, পূয়শুক্র, ক্ষীণশুক্র ও মলশুক্র (মূত্রশুক্র ও পুরীষশুক্র)। শোণিতও এইসকল সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। এরূপ শুক্র শোণিত গর্ভোৎ-পাদনে অসমর্থ। বাতাদি দোষসংজ্ঞক শুক্র শোণিতে যে দোষলক্ষণ লক্ষিত হইবে,

তাহাকে তদ্দোষ সংজ্ঞক জানিবে। দুষ্ট রক্তদ্বারা কুপণ (শবদুর্গন্ধি), দুষ্ট বাত-শ্লেষ্মদ্বারা গ্রন্থিসদৃশ, দুষ্ট রক্তপিত্তদ্বারা পূয়াভ, দুষ্ট বাতপিত্তদ্বারা ক্ষীণ হয় ইহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ত্রিদোষ দ্বারা মলাভ্র অর্থাৎ মূত্র ও পুরীষ সদৃশ শুক্র শোণিত হয়। এই ত্রিদোষ-দুষ্ট মলাভ্র শুক্র শোণিত অসাধ্য।

কুর্য্যাদ্বাতাদিভির্দুষ্টে স্বৌষধং কুণপে পুনঃ।
ধাতকী পুষ্প খদির দাড়িমার্জ্জুন সাধিতম্॥
পায়য়েৎ সর্পিরথবা বিপক্কমসনাদিভিঃ।
পলাশভস্মাশ্মভিদা গ্রন্থ্যাভে পূয়রেতসি॥
পরূষক বটাদিভ্যাং ক্ষীণে শুক্রকরী ক্রিয়া।
(স্নিগ্ধং বান্তং বিরিক্তঞ্চ নিরূঢ়মনুবাসিতম্॥
যোজয়েচ্ছুক্রদোষার্ত্তং সম্যগুত্তরবস্তিভিঃ।)
সংশুদ্ধ বিট্প্রভে সর্পির্হিঙ্গু সেব্যাদি সাধিতম্॥
পিবেদ্ গ্রন্থ্যার্ত্তবে পাঠাব্যোষ বৃক্ষকজং জলম্।
পেয়ং কুণপ পূয়াস্রে চন্দনং বক্ষ্যতে তু যৎ॥
গুহ্যরোগে চ তৎ সর্ব্বং কার্য্যং সোত্তরবস্তিকম্॥

শুক্রশোণিত, বাতাদি যে দোষাক্রান্ত হইবে, তদ্দোষপ্রশমক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুক্র কুপণ অর্থাৎ শবদুর্গন্ধি হইলে, ধাইফুল, খদির, দাড়িম ও অর্জ্জুন সাধিত অথবা অসনাদি গণোক্ত ঔষধসিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে। গ্রন্থ্যাভ হইলে, পলাশক্ষার ও পাষাণভেদী নামক লতা বিশেষের কল্কসাধিত ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। পূয সদৃশ হইলে, ফল্সা ও বটাদি কল্কসিদ্ধ ঘৃতপান করিতে দিবে। ক্ষীণ হইলে শুক্রকরী ক্রিয়া কর্ত্তব্য। স্নিগ্ধ, বান্ত, বিরিক্ত, নিরূঢ়, অনুবাসিত ও শুক্রদোষার্ত্ত ব্যক্তিকে, সম্যক্ উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। শুক্র মল সদৃশ হইলে, বমনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া, হিঙ্গু ও বেণার মূলাদি দ্বারা পক্ক ঘৃত পান করাইবে।

রজঃ গ্রন্থ্যাভ হইলে, আকনাদি ত্রিকটু সাধিত ক্বাথ পেয়। কুপণ ও পূয সদৃশ হইলে ক্বাথ এবং গুহ্যরোগ সাধনোপযোগী উত্তর বস্তি প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (এস্থলে ক্ষীণ শোণিতের চিকিৎসা উক্ত না হইলেও বুঝিতে হইবে যে ক্ষীণ শুক্রে যেমন শুক্রকরী ক্রিয়া করিতে হয়, ক্ষীণ শোণিতেও তদ্রূপ রক্তকরী ক্রিয়া করিতে হইবে)।

শুক্রং শুক্লং গুরু স্নিগ্ধং মধুরং বহুলং বহু।
ঘৃত মাক্ষিক তৈলাভং সদ্গর্ভায়ার্ত্তবং পুনঃ।
লাক্ষারস শশাস্রাভং ধৌতং যচ্চ বিরজ্যতে॥

বিশুদ্ধ শুক্র, শুক্লবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, ঘন, বহু এবং ঘৃত মধুর বা তৈলাভ। আর বিশুদ্ধ রজঃ, লাক্ষারস সদৃশ বা শশশোণিত-প্রভ, উহা জলে ধৌত করিলে বস্ত্রে দাগ থাকে না। এইরূপ বিশুদ্ধ শুক্র শোণিতই সদ্গর্ভোৎপাদনে সমর্থ।

শুদ্ধ শুক্রার্ত্তবং স্বস্থং সংরক্তং মিথুনং মিথঃ।
স্নেহৈঃ পুংসবনৈঃ স্নিগ্ধং শুদ্ধং শীলিত বস্তিকম্॥
নরং বিশেষাৎ ক্ষীরাজ্যৈর্মধুরৌষধ সংস্কৃতৈঃ।
নারীং তৈলেন মাষৈশ্চ পিত্তলৈঃ সমুপাচরেৎ॥

শুদ্ধ শুক্রার্ত্তববিশিষ্ট, রোগশূন্য, পরস্পর অনুরক্ত, বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ ও বস্তি গ্রহণশীল দম্পতী যুগলকে, পুংসবন স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। (যথাভিমতগর্ভপ্রদ ফল-কল্যাণ ঘৃত ও মহাকল্যাণকাদি ঘৃত পান দ্বারা গর্ভিণীর সংস্কার বিশেষকে পুংসবন কহে)। দম্পতী যুগলের মধ্যে পুরুষকে, জীবনীয়াদি মধুরৌষধ সংস্কৃত ঘৃত এবং স্ত্রীকে, তৈল মাষকলাই ও পিত্তকর দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন করিতে দিবে।

ক্ষাম প্রসন্ন বদনাং স্ফুরচ্ছ্রোণিপয়োধরাম্।
স্রস্তাক্ষিকুক্ষিং পুংস্কামাং বিদ্যাদৃতুমতীং স্ত্রিয়ম্॥

বদনের তীক্ষ্ণতা অথচ প্রসন্নতা, শ্রোণি ও পয়োধরের স্ফূর্ত্তি, অক্ষি ও কুক্ষির শিথিলতা এবং পুরুষকামনা এই সকল লক্ষণ দ্বারা

নারীকে ঋতুমতী জানিবে। অর্থাৎ ঋতুকালে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

পদ্মং সঙ্কোচমায়াতি দিনেঽতীতে যথা তথা।
ঋতাবতীতে যোনিঃ সা শুক্রং নাতঃ প্রতীচ্ছতি।

প্রফুল্ল পদ্ম যেমন দিবাবসানে সঙ্কুচিত হয়, ঋতুকাল অতীত হইলেও যোনি (গর্ভাশয় দ্বার) তদ্রূপ মুদ্রিত হইয়া থাকে, অতএব ঋতুর অবসানে যোনি, বীজ গ্রহণে সমর্থ হয় না।

মাসেনোপচিতং রক্তং ধমনীভ্যামৃতৌ পুনঃ।
ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখান্নুদেৎ॥

আহার রস দ্বারা এক মাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, গন্ধরহিত, (রজঃ সংজ্ঞক) রক্ত, পুনর্ব্বার ঋতুকালে, বায়ু কর্ত্তৃক ধমনীদ্বয় দ্বারা যোনিমুখ হইতে নিঃসারিত হয়।

ততঃ পুষ্পেক্ষণাদেব কল্যাণধ্যায়িনী ত্র্যহম্।
মৃজালঙ্কার রহিতা দর্ভসংস্তর শায়িনী।
ক্ষৈরেয়ং যাবকং স্তোকং কোষ্ঠ শোধন কর্ষণম্।
পর্ণে শরাবে হস্তে বা ভুঞ্জীত ব্রহ্মচারিণী॥
চতুর্থেঽহ্নি ততঃ স্নাত্বা শুক্লমাল্যাম্বরা শুচিঃ।
ইচ্ছন্তী ভর্ত্তৃসদৃশং পুত্রং পশ্যেৎ পুরঃ পতিম্॥

রজোদর্শনের দিন হইতেই তিন দিন যাবৎ স্ত্রী মঙ্গলচিন্তনশীলা, অঙ্গমার্জ্জনাদি স্নানক্রিয়া ও অলঙ্কার রহিতা এবং কুশশয্যাশায়িনী হইবে। দুগ্ধপক্ক যবান্ন, অথবা কোষ্ঠের শোধক ও কর্ষক যে কোন অন্ন কদল্যাদি পত্রে, শরাবে বা হস্তে রাখিয়া ভোজন করিবে। ঐ তিন দিন ব্রহ্মচারিণী হইবে, অর্থাৎ মৈথুন করিবে না। চতুর্থ দিবসে স্নানানন্তর শুচি, শুক্ল মাল্যাম্বরধারিণী হইয়া অগ্রেই পতি দর্শন ও ভর্ত্তৃসদৃশ পুত্র কামনা করিবে। (ঋতুস্নাতা স্ত্রী যাদৃশ বস্তু বা ব্যক্তি দর্শন বা চিন্তন করে, তাদৃশ পুত্র প্রসব করিয়া থাকে)।

ঋতুস্তু দ্বাদশ নিশাঃ পূর্ব্বাস্তিস্রশ্চ নিন্দিতাঃ।
একাদশী চ যুগ্মাসু স্যাৎ পুত্রোঽন্যাসু কন্যকা॥

রজোদর্শনের দিন হইতে দ্বাদশ দিন ঋতুকাল, এই দ্বাদশ দিবসের মধ্যে প্রথম তিন দিন ও একাদশ দিন, পুরুষ সংসর্গে গর্হিত। অবশিষ্ট দিবসের মধ্যে যুগ্ম দিনে অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ দিবসে মৈথুন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিনে কন্যা জন্মে। (অচিন্ত্য কারণ বশতঃ ঐ সকল যুগ্ম দিবসে আর্ত্তব অল্পীভূত হয়)।

উপাধ্যায়োঽথ পুত্রীয়ং কুর্ব্বীত বিধিবদ্বিধিম্।
নমস্কারপরায়াস্তু শূদ্রায়া মন্ত্রবর্জ্জিতম॥

অনন্তর অথর্ব্ববেদবিৎ পুরোহিত যথাবিধি পুত্রীয় যাগ করিবেন। (এই বিধি, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই কর্ত্তব্য), কিন্তু শূদ্রা নমস্কারপরায়ণা ও মন্ত্র বর্জ্জিতা হইয়া কেবল মাত্র নমঃশব্দ উচ্চারণ করিয়া পুত্রীয় সর্ব্ববিধি সম্পন্ন করিবে।

অবন্ধ্য এবং সংযোগঃ স্যাদপত্যঞ্চ কামতঃ।
সন্তো হ্যাহুরপত্যার্থং দম্পত্যোঃ সঙ্গতিং রহঃ।
দুরপত্যং কুলাঙ্গারং গোত্রে জাতং মহত্যপি॥

এবম্প্রকার বিধানানুসারে স্ত্রী পুরুষের যে সংযোগ, তাহা অবন্ধ্য অর্থাৎ সফল (গর্ভ সম্ভব হেতু) হয়। সাধু ব্যক্তিগণ বলেন, অপত্য জননার্থ দম্পতীর মিথুনীভাব গোপনে কর্ত্তব্য। গোপনভাবে মিথুনীভাব সাধিত না হইলে, মহদ্‌বংশে জাত অপত্যও দুর্ভাগ্য ও কুলাঙ্গার হয়।

ইচ্ছেতাং যাদৃশং পুত্রং তদ্রূপচরিতাংশ্চ তৌ।
চিন্তয়েতাং জনপদাংস্তদাচারপরিচ্ছদৌ॥

সেই দম্পতী, যাদৃশ পুত্র কামনা করেন, তাদৃশ বর্ণ, আকৃতি, আচার ও ব্যবহারবিশিষ্ট জনপদবাসিদিগকে চিন্তা করিবেন এবং

তাহাদের ন্যায় আচার ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট হইবেন।

> কর্ম্মান্তে চ পুমান্ সর্পিঃ ক্ষীরশাল্যোদনাশিতঃ।
> প্রাগ্দক্ষিণেন পাদেন শয্যাং মৌহূর্ত্তিকাজ্ঞয়া।
> আরোহেৎ স্ত্রী তু বামেন তস্য দক্ষিণপার্শ্বতঃ।
> তৈলমাষোত্তরাহারা তত্র মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ॥

পুত্রীয় যজ্ঞান্তে পুরুষ সঘৃত দুগ্ধ শাল্যন্ন ভোজন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের আজ্ঞানুসারে (শুভ মুহূর্ত্ত করণাদি বিচার করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ যে সময় স্থির করিয়া দেন সেই সময়ে), প্রথমে দক্ষিণ চরণ দ্বারা শয্যায় আরোহণ করিবে এবং পত্নী, তৈল ও মাষ প্রধান আহার করিয়া, বাম চরণ দ্বারা শয্যারোহণ করনান্তর পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

> "অহিরসি আয়ুরসি সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠাসি ধাতা ত্বাম্।
> দধাতু বিধাতা ত্বাং দধাতু ব্রহ্মবর্চ্চসা ভবেতি॥
> ব্রহ্মা বৃহস্পতির্বিষ্ণুঃ সোমঃ সূর্য্যস্তথাশ্বিনৌ।
> ভগোঽথ মিত্রাবরুণৌ বীরং দদতু মে সুতম্॥"

"অহিরসি" হইতে "সুতম্" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহার অর্থ এই। হে প্রিয়ে তুমি আয়ু ও সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা স্বরূপিণী, ধাতা, বিধাতা, তোমাকে ব্রহ্মতেজদ্বারা যুক্ত করুন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, সোম, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভগ, মিত্র ও বরুণ ইহারা সকলে তোমার বীর পুত্র প্রদান করুন।

> সান্ত্বয়িত্বা ততোঽন্যোন্যং সম্বিশেতাং মুদান্বিতৌ।
> উত্তানা তন্মনা যোষিৎ তিষ্ঠেদঙ্গৈঃ সুসংস্থিতৈঃ।
> তথাহি বীজং গৃহ্ণাতি দোষৈঃ স্বস্থানমাস্থিতৈঃ॥

মন্ত্র পাঠানন্তর দম্পতী যুগল, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয় বচনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সানন্দে মিথুনীভাব অবলম্বন করিবে। সম্মিলন সময়ে স্ত্রী, অঙ্গ সকল সুসংস্থিত করিয়া তন্মনা হইয়া উত্তানভাবে থাকিবে। কারণ উত্তান শয়ন দ্বারা বাতাদি দোষ সকল স্বস্বস্থানে অবস্থিত থাকাতেই নির্দ্দোষভাবে বীজ গৃহীত হয়।

> লিঙ্গন্তু সদ্যোগর্ভায়া যোন্যাং বীজস্য সংগ্রহঃ।
> তৃপ্তির্গুরুত্বং স্ফুরণং শুক্রাস্রানমুবন্ধনম্।
> হৃদয়স্পন্দনং তন্দ্রা তৃড়্গ্লানির্লোমহর্ষণম্॥

সদ্যো গর্ভের লক্ষণ, যোণিতে বীজের সম্যক্ গ্রহণ, তৃপ্তি (আহারে অনিচ্ছা), কুক্ষির গুরুত্ব ও স্ফুরণ, অথবা পদাদির গুরুত্ব ও যোনির স্ফুরণ, শুক্রশোণিতের অনুবন্ধতা শূন্যত্ব অর্থাৎ যোনিমুখ হইতে অনিঃসরণ, হৃদয়স্পন্দন, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, গ্লানতা ও লোমাঞ্চ।

> অব্যক্তঃ প্রথমে মাসি সপ্তাহাৎ কললীভবেৎ।
> গর্ভঃ পুংসবনান্যত্র পূর্ব্বং ব্যক্তেঃ প্রযোজয়েৎ।
> বলী পুরুষকারো হি দৈবমপ্যতিবর্ত্ততে॥

গর্ভধানের সপ্তাহানন্তর সেই গর্ভ কললীভূত হইয়া প্রথমমাসে অব্যক্ত থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষাদ্যুৎপত্তি লক্ষণ প্রকাশ পায় না। গর্ভ ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমমাসে পুংসবনাদি (গর্ভিণীর সংস্কার বিশেষ) করিবে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে প্রেরিত হইয়া, স্ত্রী অথবা পুরুষ রূপ ধারণ করে, অতএব সেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মাধীন জীব, যখন কর্ম্মবশে স্ত্রীগর্ভ উৎপাদন করিতে আক্ষিপ্ত হয়, তখন পুংসবনাদির প্রয়োজন দ্বারা কখনই পুংগর্ভ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। তবে পুংসবনাদির প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই—পুরুষকার যদি বলবান্ হয় এবং দৈব যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে বলবান পুরুষকার দুর্ব্বল দৈবকেও পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু

বলবান্ দৈবকে, দুর্ব্বল পুরুষকার, কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পুংসবনাদি দ্বারা সিদ্ধি বা অসিদ্ধি অনুমীয়মান হইয়া প্রাক্কৃত কর্ম্মের হীনবলত্ব কি প্রবলত্ব বুঝা যায়।

অধুনা পুংসবনপ্রয়োগমাহ।

পুষ্যে পুরুষকং হৈমং রাজতং বাথ বায়সম।
কৃত্বাগ্নিবর্ণং নির্ব্বাপ্য ক্ষীরে তস্যাঞ্জলিং পিবেৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্তকালে, সুবর্ণ, রজত বা লৌহ নির্ম্মিত পুরুষাকার পুত্তলিকা অগ্নিতাপে লোহিতবর্ণ করিয়া উহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করতঃ সেই দুগ্ধ চতুষ্পল পরিমিত পান করিবে।

গৌরদণ্ডমপামার্গং জীবকর্ষভ শৈর্য্যকান।
পিবেৎ পুষ্যে জলে পিষ্টানেক দ্বিত্রিসমস্তশঃ॥

শ্বেত আপাং, জীবক, ঋষভক, ঝিণ্টি, এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের কোন একটি, দুইটি তিনটি বা সমস্তই জলে পেষণ করিয়া পুষ্যা-নক্ষত্রে পান করিবে।

ক্ষীরেণ শ্বেত বৃহতী মূলং নাসাপুটে স্বয়ম।
পুত্রার্থং দক্ষিণে সিঞ্চেদ্বামে দুহিতৃবাঞ্ছয়া॥

স্ত্রী ও পুত্র জননার্থ স্বয়ং শ্বেতপুষ্পবিশিষ্ট ও বৃহতীর মূল দুগ্ধে বাটিয়া, দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে এবং কন্যা জননার্থ বাম নাসারন্ধ্রে সেচন করিবে।

পয়সা লক্ষণামূলং পুত্রোৎপাদস্থিতিপ্রদম্।
নাসয়াস্যেন বা পীতং বট শুঙ্গাষ্টকং তথা।
ওষধীর্জীবনীয়াশ্চ বাহ্যান্তরুপযোজয়েৎ॥

যে স্ত্রীর পুত্র হয় না, বা পুত্র হইয়া রক্ষা পায় না, সে পুত্রোৎপত্তি বা জাত পুত্রের স্থিতির নিমিত্ত লক্ষণার মূল অথবা আটটি বটাঙ্কুর দুগ্ধে বাঁটিয়া মুখ বা নাসিকা দ্বারা পান করিবে এবং জীবন্তী ও কাকোল্যাদি জীবনীয় ঔষধী বাহ্যান্তঃ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ স্নানোদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা বাহ্য প্রয়োগ ও আহার পানাদি দ্বারা অন্তঃপ্রয়োগ করিবে।

উপচারঃ প্রিয়হিতৈর্ভর্ত্রা ভৃত্যৈশ্চ গর্ভধৃক্।
নবনীত ঘৃতক্ষীরৈঃ সদা চৈনামুপাচরেৎ॥

পতি ও অনুচরবর্গ, প্রিয় ও হিতকর পথ্যাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে উপচার (সেবা) করেন, সেই উপচারই গর্ভধৃক্, অর্থাৎ তদ্দ্বারাই গর্ভ স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ করিলে অকালে গর্ভ পতিত হয় না। নবনীত, ঘৃত ও ক্ষীরাদি যথাসাত্ম্য পথ্য প্রদান দ্বারা গর্ভবতী স্ত্রীর সতত সেবা করিবে।

অতিব্যবায়মায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু।
অকাল জাগর স্বপ্ন কঠিনোৎকটকাসনম॥
শোক ক্রোধ ভয়োদ্বেগ বেগ শ্রদ্ধাবিধারণম।
উপবাসাধ্ব তীক্ষ্ণোষ্ণ গুরু বিষ্টম্ভি ভোজনম্॥
রক্তং নিবসনং শ্বভ্র কূপেক্ষাং মদ্যমামিষম।
উত্তানশয়নং যচ্চ স্ত্রিয়ো নেচ্ছন্তি তত্ত্যজেৎ।
তথা রক্তস্রুতিং শুদ্ধিং বস্তিমামাসতোঽষ্টমাৎ *।
এভির্গর্ভঃ স্রবেদামঃ কুক্ষৌ শুষ্যেন্ ম্রিয়েত বা॥

অতিমৈথুন, পরিশ্রমজনক কর্ম্ম, ভার-বহন, গুরু উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ, রাত্রি-জাগরণ, দিবানিদ্রা, কঠিন ও উৎকটক আসন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, স্পৃহারোধ, উপবাস, পথপর্য্যটন এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুরু ও বিষ্টম্ভী ভোজন, রক্ত বস্ত্রাদি ধারণ, গর্ত্ত ও কূপ-নিরীক্ষণ, মদ্যপান, মাংস ভোজন, উত্তান শয়ন, রক্তমোক্ষণ ও বমন বিরেচনাদি

* বস্তিমষ্টবাসনমষ্টমং মাসং মর্য্যাদীকৃত্য বর্জ্জয়েৎ। অষ্টমে মাসি বস্তিং প্রযোজয়েদেবেত্যর্থঃ।

শুদ্ধিক্রিয়া এবং বহুপ্রসূত তৎকাল ব্যাপার নিপুণ স্ত্রীগণ, যাহা যাহা ইচ্ছা করেন না, সেই সমস্ত বিষয়, গর্ভিণী স্ত্রী ত্যাগ করিবে এবং অষ্টম মাসের পূর্ব্বে গর্ভিণীকে বস্তি অর্থাৎ অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না. কিন্তু অষ্টম মাসে প্রযোজ্য। এই সকল বর্জ্জনীয় বিষয় আসেব্যমান হইলে, অকালে গর্ভস্রাব হয়, কিংবা কুক্ষিমধ্যে গর্ভ শুষ্ক হইতে থাকে, অথবা মরিয়া যায়।

বাতলৈশ্চ ভবেদ্ গর্ভঃ কুব্জান্ধজড় বামনঃ।
পিত্তলৈঃ স্খলিতঃ পিঙ্গঃ শ্বিত্রী পাণ্ডুঃ কফাত্মভিঃ॥

বাতজনক দ্রব্য আহার করিলে, গর্ভ কুব্জ, অন্ধ, জড় ও বামন; পিত্তকর দ্রব্য ভোজন করিলে, খলিত (টাকপড়া) ও পিঙ্গলবর্ণ, কফাত্মক দ্রব্য ভোজন করিলে, শ্বিত্রী (ধবল রোগী) ও পাণ্ডুবর্ণ হয়।

ব্যাধীংশ্চাস্যা মৃদু সুখৈরতীক্ষ্ণৈরৌষধৈর্জ্জয়েৎ॥

গর্ভিণীর উৎপন্ন ব্যাধি সকল, মৃদু সুখোপভোগ্য অতীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা জয় করিবে।

দ্বিতীয়ে মাসি কললাদ্ ঘনঃ পেশ্যথবার্ব্বুদম্।
পুং স্ত্রী ক্লীবাঃ ক্রমাত্তেভ্যস্তত্র ব্যক্তস্য লক্ষণম॥

দ্বিতীয় মাসে কলল গর্ভ, ঘন, পেশী বা অর্ব্বুদাকার হয়। ঘন—গাঢ়। পেশী—মাংসপেশী সদৃশ দীর্ঘ। অর্ব্বুদ—অর্দ্ধ বিভক্ত গোলাকার বস্তু তুল্য। এই ঘনাদিরূপ হইতেই যথাক্রমে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব হয়, অর্থাৎ ঘন হইতে পুরুষ, পেশী হইতে স্ত্রী ও অর্ব্বুদাকার হইতে ক্লীব হইয়া থাকে। সম্প্রতি ব্যক্ত গর্ভের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

ক্ষামতা গরিমা কুক্ষৌ মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দিররোচকঃ।
জৃম্ভা প্রসেকঃ সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্।
অম্লেষ্টতা স্তনৌ পীনৌ সস্তন্যৌ কৃষ্ণচুচুকৌ।
পাদশোফো বিদাহোঽন্নে শ্রদ্ধাশ্চ বিবিধাত্মিকাঃ।

ব্যক্ত গর্ভের লক্ষণ—ক্ষীণতা, উদরের গুরুতা, মূর্চ্ছা, অরুচি, জৃম্ভা, মুখস্রাব, অবসাদ, রোমাবলীর উদ্গম, অম্ল ভোজনেচ্ছা, স্তনের পীবরত্ব, স্তনে দুগ্ধোদ্গম, চুচুকের (স্তনাগ্রভাগের) কৃষ্ণবর্ণতা, পাদশোথ, ভুক্তান্নের বিদগ্ধতা এবং বিবিধ প্রকার স্পৃহা হইয়া থাকে।

মাতৃজং হ্যস্য হৃদয়ং মাতুশ্চ হৃদয়েন তৎ।
সম্বন্ধং তেন গর্ভিণ্যা নেষ্টং শ্রদ্ধাবিধারণম্।
দেয়মপ্যহিতং তস্যৈ হিতোপহিতমল্পকম্।
শ্রদ্ধাবিঘাতাদ্ গর্ভস্য বিকৃতিশ্চ্যুতিরেব বা।

গর্ভের হৃদয়, মাতৃ অংশ সম্ভূত ও মাতৃহৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ। এই জন্যই গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী বলে। কোন কারণে একের হৃদয় সন্তপ্ত হইলে অপরের হৃদয়ও তাপিত হয়। তৎকালে পরায়ত্ত হৃদয় বলিয়া গর্ভিণীর স্বস্বভাবোচিত অভিলাষ ব্যতীতও অন্য নানাবিষয়ে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর যে অভিলাষ, গর্ভেরও সেই অভিলাষ গণ্য করিতে হইবে। অতএব গর্ভিণীর অভিলাষ অপ্রতিপূরণ কখনই হিতকর নহে। তাহার অপথ্য বিষয়েও যদি স্পৃহা জন্মে, তাহা হইলে সেই অপথ্যও পথ্যসংযুক্ত করিয়া অল্পপরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ স্পৃহাবিঘাতে গর্ভ বিকৃত বা চ্যুত হইতে পারে। অতএব গর্ভিণীর অভিলাষ পূরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ব্যক্তীভবতি মাসেঽস্য তৃতীয়ে গাত্রপঞ্চকম্।
মূর্দ্ধা দ্বে সক্থিনী বাহূ সর্ব্ব সূক্ষ্মাঙ্গজন্ম চ।
সমমেব হি মূর্দ্ধাদ্যৈর্জ্ঞানঞ্চ সুখদুঃখয়োঃ।

তৃতীয় মাসে গর্ভের মস্তক, দুই পা ও দুই হাত, এই পঞ্চাঙ্গ এবং চেতনার অধিষ্ঠান যাবতীয় সূক্ষ্মাঙ্গ প্রব্যক্ত হয়, আর মস্তকাদি

ব্যক্তীভূত হইবার সমকালেই সুখ দুঃখ জ্ঞান ও জন্মিয়া থাকে।

গর্ভস্য নাভৌ মাতুশ্চ হৃদি নাড়ী নিবধ্যতে।
যয়া স পুষ্টিমাপ্নোতি কেদার ইব কুল্যয়া।

গর্ভের নাভিস্থলে ও মাতার হৃদয়ে একটি নাড়ী নিবদ্ধ থাকে, সেই নাড়ী দ্বারাই গর্ভের পুষ্টি হয়। যেমন কুল্যা জলবহন দ্বারা কেদারস্থ শস্যকে বৰ্দ্ধিত করে, সেইরূপ মাতৃ-হৃদয়-নিবদ্ধ নাড়ীও মাতার আহার রস বহন করিয়া গর্ভের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। কুল্যা—পয়োনালী কৃত্রিম খাল। কেদার—চতুর্দ্দিকে আলিবদ্ধ ক্ষেত্রভূমি।

চতুর্থে ব্যক্ততাঙ্গানাং চেতনায়াশ্চ পঞ্চমে।
ষষ্ঠে স্নায়ু শিরা রোম বল বর্ণ নখত্বচাং।
সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভাবৈঃ পুষ্যতি সপ্তমে।

চতুর্থ মাসে সমস্ত সূক্ষ্মাঙ্গ, পঞ্চম মাসে চেতনা, ষষ্ঠ মাসে স্নায়ু, শিরা, রোম, বর্ণ, নখ ও ত্বক্, ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তম মাসে সর্ব্বপ্রকার উপাদান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া গর্ভ পুষ্ট হইতে থাকে।

গর্ভেণোৎপীড়িতা দোষাস্তস্মিন্ হৃদয়মাশ্রিতাঃ।
কণ্ডুং বিদাহং কুর্ব্বন্তি গর্ভিণ্যাঃ কিক্কিসানি চ।
উরুস্তনোদরে বলিবিশেষা রেখাকারাস্তৎকালে প্রায়ো যে জায়ন্তে তে কিকৃকিসসংজ্ঞাঃ।

সপ্তম মাসে বাতাদি দোষ সকল, পূর্ণাবয়ব গর্ভ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া হৃদয় আশ্রয় করতঃ গর্ভিণীর কণ্ডু, বিদাহ ও কিক্কিস উৎপাদন করে। গর্ভিণীর উরু, স্তন ও উদরে যে রেখাকার বলিবিশেষ হয়, তাহাকে কিক্কিস কহে।

নবনীতং হিতং তত্র কোলাম্বুমধুরৌষধৈঃ।
সিদ্ধমল্প পটু স্নেহং লঘু স্বাদু চ ভোজনম্।
চন্দনোশীরকল্কেন লিম্পেদূরু স্তনোদরম্।
শ্রেষ্ঠয়া চৈণ হরিণ শশশোণিত যুক্তয়া।
অশ্বত্থপত্রসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ।
পটোল নিম্ব মঞ্জিষ্ঠা সুরসৈঃ সেচয়েৎ পুনঃ।
দার্ব্বী মধুকতোয়েন মৃজাঞ্চ পরিশীলয়েৎ।

গর্ভিণীর কণ্ডূ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত রোগ প্রশমনার্থ, কুল ভিজান জল দ্বারা দ্রাক্ষাদি মধুর ঔষধ কল্কীকৃত করিয়া, সেই কল্কের সহিত সিদ্ধ নবনীত এবং লবণ ঘৃতাদি সংযুক্ত স্বাদু ও লঘু পথ্য প্রয়োগ করিবে। এবং চন্দন ও বেণার মূল, জলে বাটিয়া অথবা স্থলপদ্ম, হরিণাদির রক্তে বাটিয়া উরু, স্তন ও উদরে লেপন করিবে। করবীর পত্র সিদ্ধ তৈল মাখিয়া পলতা, নিমপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও তুলসীপত্রের কল্কদ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন করিবে। দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু সিদ্ধ জল দ্বারা দেহ পরিষেক করিবে এবং স্নানাদিকা মৃজা অর্থাৎ শরীর পরিমার্জ্জন করিবে।

ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ।
তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ তত্র জাতো ন জীবতি।
শিশুরোজোঽনবস্থানান্নারী সংশয়িতা ভবেৎ।

অষ্টমমাসে ওজঃপদার্থ (সর্ব্বধাতুর তেজঃ) ক্রমান্বয়ে মাতা ও পুত্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণ করে, তজ্জন্য মাতা ও পুত্র, কখন ম্লান ও হর্ষিত হয়, অর্থাৎ ওজঃ যখন মাতাতে সঞ্চরণ করে, তখন মাতা হর্ষিত ও পুত্র ম্লান এবং যখন পুত্রে সঞ্চরণ করে, তখন পুত্র হর্ষিত ও মাতা ম্লান হয়। ঐ ওজঃপদার্থ যখন সন্তানে অবস্থিতি না করে, তখন যদি ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান রক্ষা পায় না এবং অষ্টম মাসে ওজঃ পদার্থের অনবস্থান হেতু তৎকালে গর্ভিণীও সংশয়িতা হইয়া থাকে।

ক্ষীরপেয়া চ পেয়াত্র সঘৃতান্বাসনং ঘৃতম্।
মধুরৈঃ সাধিতং শুদ্ধ্যৈ পুরাণশকৃতস্তথা।

শুষ্কমূলককোলাম্লকষায়েণ প্রশস্যতে।
শতাহ্বাকল্কিতো বস্তিঃ সতৈল ঘৃত সৈন্ধবঃ।

অষ্টম মাসে, দুগ্ধের সহিত পেয়া পাক করিয়া, সেই পেয়া ঘৃত সহ পান করিতে দিবে। স্নেহনার্থ দ্রাক্ষা ও মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের অনুবাসন এবং সঞ্চিত মল নিঃসারণার্থ শুষ্ক মূলকাদি কষায়, শুল্ফার কল্কের সহিত সাধিত এবং ঘৃত, তৈল ও সৈন্ধবযুক্ত নিরুহ প্রয়োগ করিবে।

তস্মিংস্ত্বেকাহযাতেঽপি কালঃ সূতেরতঃ পরম্।
বর্ষাদ্বিকারকারী স্যাৎ কুক্ষৌ বাতেন ধারিতঃ।

এক দিনাধিক অষ্টম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবের কাল, দ্বাদশ মাসের উর্দ্ধ কুক্ষিস্থ গর্ভ বায়ু কর্ত্তৃক ধারিত হইয়া ভূমিস্থ হইতে না পারিলে, অবশ্য রোগকারী হইয়া থাকে।

শস্তশ্চ নবমে মাসি স্নিগ্ধো মাংসরসৌদনঃ।
বহুস্নেহা যবাগুর্বা পূর্ব্বোক্তং চানুবাসনম্।

নবম মাসে মাংসরসযুক্ত স্নিগ্ধ অন্ন অথবা বহু স্নেহ (ঘৃতাদি) যুক্ত পেয়া এবং দ্রাক্ষাদি মধুর দ্রব্য পক্ক ঘৃতান্বিত অনুবাসন প্রশস্ত। এবং ঐ নবম মাসে স্নেহাভ্যক্ত কার্পাস বর্ত্তি, গর্ভিণীর যোনিতে নিত্য প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন পত্র সমূহের সহিত সিদ্ধ জল শীতলীকৃত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রতিদিন উহাকে স্নান করাইবে।

অতএব পিচুস্তস্যা যোনৌ নিত্যং নিধাপয়েৎ।
বাতঘ্নপত্রভঙ্গাম্ভঃ শীতং স্নানেঽন্বহং হিতম্।
নিঃস্নেহাঙ্গীং ন নবমাম্মাসাৎ প্রভৃতি বাসয়েৎ।

নবম মাস হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে নিঃস্নেহাঙ্গী হইয়া থাকিতে দিবে না, অর্থাৎ তৈলভ্যক্তাঙ্গী করিয়া রাখিবে।

প্রাগ্দক্ষিণস্তনস্তন্যা পূর্ব্বং তৎপার্শ্ব চেষ্টিনী।
পুন্নাম দৌহৃদ প্রশ্নরতা পুংস্বপ্ন দর্শিনী।
উন্নতে দক্ষিণে কুক্ষৌ গর্ভে চ পরিমণ্ডলে।
পুত্রং সূতেঽন্যথা কন্যাং যা চেচ্ছতি নৃসঙ্গতিম্।
নৃত্যবাদিত্র গান্ধর্ব্ব গন্ধমাল্যপ্রিয়া চ যা।
ক্লীবং তৎ সঙ্করে তত্র মধ্যং কুক্ষেঃ সমুন্নতম্।
যমৌ পার্শ্বদ্বয়োন্নামাৎ কুক্ষৌ দ্রোণ্যামিব স্থিতে।

যে গর্ভিণীর প্রথমে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ হয় এবং যে গমনকালে অগ্রে দক্ষিণ পদে গমন, গ্রহণকালে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে দক্ষিণ পার্শ্বে চেষ্টা করে, যে পুন্নামধেয় দৌহৃদে ও পুন্নামক প্রশ্নে রত, যে পুংস্বপ্নদর্শিনী এবং যাহার দক্ষিণ কুক্ষি উন্নত ও গর্ভস্থান মণ্ডলাকার হয়, সে গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে। আর যে গর্ভিণীর পুত্র প্রসব লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ প্রথমে বামস্তনে দুগ্ধ ও বামপার্শ্বে চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং যে পুরুষসঙ্গ ইচ্ছা করে, যে নৃত্য, বাদ্য, গান্ধর্ব্ব (গীতাদি), গন্ধ ও মাল্য প্রিয়, সে গর্ভিণী কন্যা প্রসব করে। এই উভয় লক্ষণের মিশ্র লক্ষণ উপস্থিত ও কুক্ষির মধ্যভাগ সমুন্নত হইলে ক্লীব জন্মে। আর উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও মধ্যভাগ দ্রোণীর ন্যায় নিম্ন হইলে যমজ সন্তান হইয়া থাকে।

প্রাক্ চৈব নবমাম্মাসাৎ সূতিকাগৃহমাশ্রয়েৎ।
দেশে প্রশস্তে সম্ভারৈঃ সম্পন্নং সাধকেঽহনি।
তত্রোদীক্ষেত সা সূতিং সূতিকা পরিবারিতা।

গর্ভিণী নবম মাসের পূর্ব্বেই শুভ পুষ্যা-নক্ষত্রে, প্রশস্ত স্থানে নির্ম্মিত ও সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন সূতিকা গৃহ আশ্রয় করিয়া তথায় বহুপ্রসূতা স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রসব-কাল প্রতীক্ষা করিবে।

অদ্যশ্বঃ প্রসবে গ্লানিঃ কুক্ষ্যক্ষিশ্লথতা ক্লমঃ।
অধো গুরুত্বমরুচিঃ প্রসেকো বহুমূত্রতা।

বেদনোরুদরকটী পৃষ্ঠ হৃদ্ বস্তিবঙ্ক্ষণে।
যোনি ভেদরুজাতোদ স্ফুরণ স্রাবণানি চ।
আবীনামনুজন্মাতস্ততো গর্ভোদকস্রুতিঃ।

অন্য বা কল্য অর্থাৎ আসন্ন প্রসবকালে গ্লানি, কুক্ষি ও অক্ষির শৈথিল্য, ক্লান্তি, অধোগুরুত্ব, অরুচি, মুখপ্রসেক, বারংবার প্রস্রাব এবং উরু, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, বস্তি ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে বেদনা, যোনিতে ভেদনবৎ বা সূচিবেধবৎ পীড়া, রুজা, (বেদনা), স্ফূর্ত্তি ও স্রাব হয় এবং যোনিভেদনাদির পর আবির (প্রসববেদনার) উৎপত্তি তদনন্তর গর্ভ হইতে জলস্রাবমাত্র হইয়া থাকে।

অথোপস্থিতগর্ভাং তাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্।
হস্তস্থপুন্নামফলাং স্বভ্যক্তোষ্ণাম্বুসেচিতাম্॥
পায়য়েৎ সঘৃতাং পেয়াং তনৌ ভূশয়নে স্থিতাম্।
আভুগ্ন সক্থিমুত্তানামভ্যক্তাঙ্গীং পুনঃ পুনঃ॥
অধো নাভের্বিমৃদ্নীয়াৎ কারয়েজ্জিস্তচংক্রমম॥

অনন্তর, আসন্ন প্রসবা সেই গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া সুখোষ্ণ জলে স্নান করাইবে, এবং রক্ষাবন্ধ প্রভৃতি কৌতুকাখ্য মঙ্গলাচরণ করিয়া তাহাকে সঘৃত পেয়া পান করিতে দিবে। গর্ভিণী, পুংনাম বিশিষ্ট দাড়িমাদি ফল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পেয়া পানানন্তর মৃদু ভূশয়নে পদদ্বয় আভুগ্ন করিয়া উত্তান ভাবে (চিত হইয়া) শয়ন করিবে। তাহার নাভীর অধোভাগ পুনঃ পুনঃ তৈলাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং তাহাকে বক্রভ্রমণ করাইবে।

গর্ভঃ প্রবাত্যবাগেবং তল্লিঙ্গং হৃদি মোক্ষতঃ।
আবিশ্য জঠরং গর্ভো বস্তেরুপরি তিষ্ঠতি।
গর্ভোঽবাক্ প্রয়াতি উর্দ্ধাদধো গচ্ছতি।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা গর্ভ মাতৃহৃদয় বিমুক্ত হইয়া অধোগমন করে। মাতৃহৃদয় বিমুক্ত গর্ভের লক্ষণ এই, হৃদয় মোচনানন্তর সেই গর্ভ উদরে আসিয়া বস্তির উপরে অবস্থিতি করে।

আব্যো হি ত্বরয়ন্ত্যেনাং খট্বামারোপয়েত্ততঃ।
অথ সংপীড়িতে গর্ভে যোনিমস্যাঃ প্রসাধয়েৎ।
মৃদু পূর্ব্বং প্রবাহেত গাঢ়মা প্রসবাচ্চ সা।
হর্ষয়েত্তাং মৃদু পুত্র জন্ম শব্দ জলানিলৈঃ।
প্রত্যায়াস্তি তথা প্রাণাঃ সূতিক্লেশাবসাদিতাঃ।

যখন পুনঃ পুনঃ আবি (প্রসবকালের বেদনা বিশেষ) উপস্থিত হইবে, তখন গর্ভিণীকে, খট্বায় শয়ন করাইবে। পরে যখন গর্ভ বিশেষরূপ পীড়িত হইবে, তখন তৈলাভ্যঙ্গাদি দ্বারা যোনিদ্বার প্রশস্ত করিয়া দিবে। গর্ভ যতক্ষণ না যোনিমুখে আসে, গর্ভিণী ততক্ষণ মৃদু মৃদু বেগ দিবে এবং যোনিমুখে উপস্থিত হইলে, প্রসবকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গাঢ়তর বেগ প্রদান করিবে এবং অপরাপর স্ত্রীগণ, সুভগে! তুমি এখন পুত্র প্রসব করিবে, তোমার কার্ত্তিকেয়ের মত সন্তান হইবে। ইত্যাদি আনন্দসূচক বাক্যে তাহার মনে হর্ষোৎপাদন করিবে, কষ্ট নিবারণার্থ মুখে জল দিবে ও বাতাস করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর, আবিক্লেশ অপসারিত ও প্রাণ নবীভূত হইবে।

ধূপয়েদ্ গর্ভসঙ্গে তু যোনিং কৃষ্ণাহিকঞ্চুকৈঃ।
হিরণ্যপুষ্পমূলঞ্চ পানি পাদেন ধারয়েৎ।
সুবর্চ্চলাং বিশল্যাং বা জরায়ুপতনেঽপি চ।
কার্য্যমেতত্তথোৎক্ষিপ্য বাহ্বোরেনাং বিকম্পয়েৎ।
কটীমাকোটয়েৎ পার্ষ্ণ্যা স্ফিজৌ গাঢ়ং নিপীড়য়েৎ।
তালু কণ্ঠং স্পৃশেদ্বেণ্যা মূর্দ্ধ্নি দন্তাৎ স্নুহীপয়ঃ।
ভূর্জ্জ লাঙ্গলকী তুম্বী সর্পত্বক্ কুষ্ঠ সর্ষপৈঃ।
পৃথগ্ দ্বাভ্যাং সমস্তৈর্বা যোনিলেপন ধূপনম্।
কুষ্ঠ তালীশ কল্কং বা সুরামণ্ডেন পায়য়েৎ।
যূষেণ বা কুলত্থানাং বিল্বজেনাসবেন বা।

গর্ভ আটকাইয়া গেলে, কৃষ্ণসর্পের খোলস পোড়াইয়া যোনিতে তাহার ধূম প্রয়োগ করিবে। তালমূলী, সূর্য্যমুখী অথবা ঈশলাঙ্গলার মূল হাতে ও পায়ে বান্ধিয়া দিবে। ফুল না পড়িলেও এই সকল কার্য্য করিবে এবং বাহুদ্বয়ের নিম্নে ধরিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রসূতীর নাভির উপরিভাগ ও বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া উহাকে কাঁপাইবে। কটিদেশে পার্ষ্ণি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবে। নিতম্বদ্বয় টিপিবে, কেশবেণী দ্বারা উহার কণ্ঠ ও তালু ঘর্ষণ করিবে। মস্তকে মনসা সীজের আটা দিবে। যোনিতে ভূর্জ্জপত্র, ঈশলাঙ্গলা, তিতলাউ, সাপের খোলস, কুড় ও শ্বেত সর্ষপ, ইহাদের কোন একটি বা দুইটি অথবা সমস্ত গুলিরই প্রলেপ বা ধূপ প্রদান করিবে। কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক সুরামণ্ডের বা কুলত্থযূষের অথবা বিল্বজ আসবের সহিত পান করিতে দিবে।

শতাহ্বা সর্ষপাজাজী শিগ্রু তীক্ষ্ণক চিত্রকৈঃ।
সহিঙ্গু কুষ্ঠ মদনৈর্মূত্রে ক্ষীরে চ সার্ষপম্॥
তৈলং সিদ্ধং হিতং পায়ৌ যোন্যাং বাপ্যনুবাসনম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠ কণা সর্ষপ কল্কিতঃ॥
নিরূহঃ পাতয়ত্যাশু সস্নেহ লবণোহপরম।
তৎসঙ্গে হ্যনিলো হেতুঃ সা নির্যাত্যাশু তজ্জয়াৎ॥
কুশলা পানিনাক্তেন হরেৎ কৃপ্তনখেন বা॥

শতমূলী, শ্বেতসর্ষপ, কৃষ্ণজীরা, সজিনা বীজ, ঘণ্টাপারুল, চিতা, হিং ও ময়নাফল, এই সকল দ্রব্যের সহিত সর্ষপ তৈল গোমূত্রে ও দুগ্ধে পাক করিয়া, সেই তৈলদ্বারা গুহ্য বা যোনিতে অনুবাসন দিবে। শতমূলী, বচ, কুড়, পিঁপুল ও শ্বেত সর্ষপের কল্ক এবং ঘৃতাদি স্নেহ বা লবণ সংযুক্ত, নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই ফুল পতিত হইবে। যেহেতু ফুল আটকাইবার প্রধান কারণ বায়ু, সেই বায়ুনাশের উৎকৃষ্ট উপায় বস্তি, অতএব বস্তি প্রয়োগে আশু নির্গত হইয়া থাকে। অথবা কোন নিপুণ স্ত্রী নখ কাটিয়া ঘৃতাদি স্নেহাভ্যক্ত হস্ত দ্বারা উহা বাহির করিবে।

মুক্তগর্ভাং পরং যোনিং তৈলেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ।
মক্কল্লাখ্যে শিরোবস্তি কোষ্ঠশূলে তু পায়য়েৎ॥
সুচূর্ণিতং যবক্ষারং ঘৃতেনোষ্ণজলেন বা।
ধান্যাম্বু বা গুড়ব্যোষ ত্রিজাতকরজোঽন্বিতম্॥

গর্ভ ও ফুল পতিত হইলে যোনিতে তৈল মাখাইয়া মর্দ্দন করিবে। মক্কল্ল নামক শূল এবং মস্তক, বস্তি ও কোষ্ঠশূল উপস্থিত হইলে, সুচূর্ণিত যবক্ষার ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত কিংবা ধান্যাম্বু (কাঞ্জিক বিশেষ), পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, (শুঠ পিপুল মরিচ) ও ত্রিজাতক (তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি) চূর্ণের সহিত পান করিতে দিবে।

অথ বালোপচারেণ বালং যোষিদুপাচরেৎ।
সূতিকা ক্ষুদ্বতী তৈলাদ্ ঘৃতাদ্ বা মহতীং পিবেৎ॥
পঞ্চকোলকিনীং মাত্রামনুচোষ্ণং গুড়োদকম্।
বাতঘ্নৌষধ তোয়ং বা তথা বায়ুর্ন কুপ্যতি॥
বিশুধ্যতি চ দুষ্টাস্রং দ্বিত্রিরাত্রময়ং ক্রমঃ।
স্নেহাযোগ্যা তু নিঃস্নেহমমুমেব বিধিং ভজেৎ।
পীতবত্যাশ্চ জঠরং যমকাক্তং বিবেষ্টয়েৎ॥

বালকপ্রতিপালনে নিপুণা পরিচারিণী নারী, বালোপচরণীয় বিধানোক্ত আহার বিহারাদি দ্বারা জাত শিশুর শুশ্রূষা করিবে। প্রসূতী ক্ষুধার্ত্ত হইলে সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত পঞ্চকোল সংযুক্ত তৈল বা ঘৃতের মহতী মাত্রা (অষ্ট প্রহরে যাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়) পান করিতে দিবে, পশ্চাৎ উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ জল পান করাইবে। এইরূপ করিলে বায়ু কুপিত হইবে না এবং দুষ্ট রক্তও বিশুদ্ধ হইবে। দুই তিন দিন

পর্য্যন্ত এই নিয়মে প্রসূতিকে রাখিবে। স্নেহ পানের অযোগ্যা প্রসূতী, স্নেহ ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিধিই প্রতিপালন করিবে। স্নেহ পানযোগ্যা স্ত্রীর, স্নেহ পানানন্তর অথবা স্নেহ পানযোগ্যা প্রসূতীর উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ জল পানের পর তাহার জঠর, তৈল ও ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে।

জীর্ণে স্নাত্বা পিবেৎ পেয়াং পূর্ব্বোক্তৌষধসাধিতাম্।
ত্র্যহাদূর্দ্ধং বিদার্য্যাদি বর্গ ক্বাথেন সাধিতাম্॥
হিতা যবাগূঃ স্নেহাঢ্যা সাত্ম্যতঃ পয়সাথবা।
সপ্তরাত্রাৎ পরং চাস্যৈ ক্রমশো বৃংহণং হিতম্॥
দ্বাদশাহেঽনতিক্রান্তে পিশিতং নোপযোজয়েৎ॥

স্নেহ, উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ জল জীর্ণ হইলে, প্রসূতী স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোলাদি ঔষধ সাধিত পেয়া পান করিবে। তিন দিনের পর বিদারী গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ সাধিত অথবা সাত্ম্য হইলে দুগ্ধসাধিত যবাগূ অধিক স্নেহ সংযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে। সপ্ত রাত্রের পর প্রসূতীকে ক্রমশঃ বলকারক পথ্য প্রদান করিবে। কিন্তু দ্বাদশ দিবস অতিক্রান্ত না হইলে, মাংস ভোজন করিতে দিবে না।

যত্নেনোপচরেৎ সূতাং দুঃসাধ্যা হি তদাময়াঃ।
গর্ভবৃদ্ধি প্রসবরুক্ ক্লেদাস্রস্রুতি পীড়নৈঃ॥
এবঞ্চ সামাদধ্যর্দ্ধাসমুক্তাহারাদি যন্ত্রণা।
গত সূতাভিধানা স্যাৎ পুনরার্ত্তবদর্শনাৎ॥

অতি যত্নপূর্ব্বক প্রসূতা স্ত্রীর সুশ্রূষা করিবে, কারণ তৎকালের রোগ সকল, উদর বৃদ্ধি, প্রসব জনিত বেদনা, ক্লেদ ও রক্তস্রাব এবং গর্ভপীড়নাদি লক্ষণ দ্বারা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুশ্রূষাদি দ্বারা প্রসূতা নারী দেড় মাসের পর ক্রমে ক্রমে আহার বিহারাদির ক্লেশকর নিয়ম হইতে বিমুক্তা হইলে ও পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলে সূতিকাভিধান ত্যাগ করে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভব্যাপদং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গর্ভিণ্যা পরিহার্য্যাণাং সেবয়া রোগতোঽপিবা।
পুষ্পে দৃষ্টেঽথবা শূলে বাহ্যান্তঃ স্নিগ্ধ শীতলম্॥
সেব্যাম্ভোজহিম ক্ষীরী বল্ক কল্কাজ্য লেপিতান্।
ধারয়েদ্ যোনি বস্তিভ্যামার্দ্রার্দ্রান্ পিচু নক্তকান্॥

অতঃপর আমরা গর্ভব্যাপৎ শারীর ব্যাখ্যা করিব। গর্ভাবস্থায় অতি মৈথুনাদি পরিহার্য্য বিষয়ের সেবা করণ অথবা রোগদ্বারা গর্ভিণীর রজঃ (রক্ত) স্রাব বা বেদনা উপস্থিত হইলে, বাহ্যান্তঃ স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্নিগ্ধ শীতল প্রদেহ পরিষেকাদি বাহ্যপ্রয়োগ এবং স্নিগ্ধ শীতল অন্নপানাদি আভ্যন্তর প্রয়োগ করিবে। আর বেণার মূল, পদ্ম, রক্তচন্দন ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া, তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, সেই সঘৃত কল্কদ্বারা চেলখণ্ড বিশেষরূপ আর্দ্র করিয়া উহা যোনি ও বস্তিতে নিহিত করিবে।

শতধৌত ঘৃতাক্তাং স্ত্রীং তদম্ভস্যবগাহয়েৎ।
সসিতাক্ষৌদ্র কুমুদ কমলোৎপল কেশরম্॥
লিহ্যাৎ ক্ষীরঘৃতং খাদেচ্ছৃঙ্গাটক কশেরুকম্।
পিবেৎ কান্তাক্ত শালূক বালোডুম্বরবৎ পয়ঃ॥
শৃতেন শালিকাকোলী দ্বিবলা মধুকেক্ষুভিঃ।
পয়সা রক্তশাল্যন্নমদ্যাৎ সমধু শর্করম্॥
রসৈর্ব্বা জাঙ্গলৈঃ শুদ্ধিবর্জ্জ্যঞ্চাস্রোক্তমাচরেৎ।

গর্ভিণীকে শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া, উপরোক্ত বেণার মূল, পদ্ম, রক্তচন্দন ও ক্ষীরিবৃক্ষ বল্কলের ক্বাথে স্নান করাইবে। তৎপরে উহাকে কুমুদ, কমল ও উৎপল ইহাদের রেণু মিশ্রিত এবং চিনি ও মধু সংযুক্ত ঘৃত ও দুগ্ধ লেহন, পানিফল ও কেশুর ভক্ষণ, নাগরমুতা, পদ্ম, উৎপলমূল ও কচি যজ্ঞডুমুরের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ (কহারও মতে জল) পান এবং শালি ধান্যের মূল, কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, যষ্টিমধু ও ইক্ষুমূলের সহিত পক্ক দুগ্ধ অথবা জাঙ্গল মাংসের যূষ, ইহার সহিত মধু ও চিনিসংযুক্ত শালি অন্ন ভোজন করিতে দিবে এবং শুদ্ধি (বমন বিরেচন) ভিন্ন রক্তপিত্ত চিকিৎসোক্ত অপর সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করাইবে।

অসম্পূর্ণ ত্রিমাসায়াঃ প্রত্যাখ্যায় প্রসাধয়েৎ।
আমান্বয়ে চ তত্রেষ্টং শীতং রুক্ষোপসংহিতম্॥
উপবাসো ঘনোশীব গুড়ুচ্যরলু ধান্যকাঃ।
দুরালভা পর্পটক চন্দনাতিবিষাবলাঃ।
ক্বথিতাঃ সলিলে পানং তৃণধান্যাদি ভোজনম্।
মুদ্গাদি যূষৈরামে তু জিতে স্নিগ্ধাদি পূর্ব্ববৎ॥

অসম্পূর্ণ তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর, রক্তস্রাবাদি ব্যাপৎ উপস্থিত হইলে, কিংবা ঐ রক্তস্রুতির সহিত আম সম্বন্ধ থাকিলে, উহা অসাধ্য মনে করিয়া, সাবধানে চিকিৎসা করিবে। ঐরূপ অবস্থায়, তিক্ত কষায়াদি রুক্ষ গুণযুক্ত শীতলক্রিয়া এবং দেশ, কাল, রোগীর বল ও সাত্ম্য বুঝিয়া উপবাস এবং মুস্তক, বেণার মূল, গুলঞ্চ, শোনাছাল ও ধনে সিদ্ধ জলপান ও মুদ্গাদি যূষের সহিত নীবারাদি অন্ন ভোজন হিতজনক। আমদোষ অপগত হইলে, পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

গর্ভে নিপতিতে তীক্ষ্ণং মদ্যং সামর্থতঃ পিবেৎ।
গর্ভকোষ্ঠ বিশুদ্ধ্যর্থমর্ত্তিবিস্মরণায় চ॥
লঘুনা পঞ্চমূলেন রুক্ষাং পেয়াং ততঃ পিবেৎ।
পেয়ামমদ্যপা কল্কে সাধিতাং পাঞ্চকৌলিকে॥
বিল্বাদিপঞ্চক ক্বাথে তিলোদ্দালক তণ্ডুলৈঃ।
মাসতুল্য দিনান্যেবং পেয়াদিঃ পতিতে ক্রমঃ।
লঘুরস্নেহলবণো দীপনীয়যুতো হিতঃ॥
দোষধাতুপরিক্লেদশোষার্থং বিধিরিত্যয়ম।
স্নেহান্ন বস্তয়শ্চোর্দ্ধ্বং বল্যজীবনদীপনাঃ।

উপরোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলেও যদি দুরদৃষ্টবশতঃ গর্ভচ্যুতি হয়, তাহা হইলে গর্ভাশয় ও কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য এবং বেদনা বিস্মরণার্থ যথাশক্তি তীক্ষ্ণ মদ্যপান ও মদ্যপানানন্তর স্বল্প পঞ্চমূল সাধিত, রুক্ষ পেয়া পান করিবে। অমদ্যপা স্ত্রী মদ্যপান না করিয়া, বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূলের ক্বাথে ও পিপ্পল্যাদি পঞ্চ কোলকের কল্কে, কৃষ্ণ তিল ও কোদ্রব তণ্ডুল দ্বারা সাধিত পেয়া পান করিবে। যত মাস গর্ভ ছিল, গর্ভ পতিত হইলে ততদিন যাবৎ ঘৃতাদি স্নেহ ও লবণবিরহিত এবং চিতামূল, পিঁপুল ও শুঠ্যাদি অগ্নিকর দ্রব্যযুক্ত পেয়া প্রভৃতি হিতকর। এই বিধি দ্বারা দোষ (পিত্ত, কফ) ও ধাতুর পরিক্লেদ শুষ্ক হইয়া থাকে। দোষ, ধাতুপরিক্লেদ শোষণানন্তর বলপ্রদ অগ্নিকর ও জীবনহিতকর ঘৃতাদি চতুর্ব্বিধ স্নেহ, স্নিগ্ধ অন্ন ও স্নিগ্ধ বস্তি প্রশস্ত।

সঞ্জাতসারে মহতি গর্ভে যোনিপরিস্রবাৎ।
বৃদ্ধিমপ্রাপ্নুবন্ গর্ভঃ কোষ্ঠে তিষ্ঠতি সস্ফুরঃ।
উপবিষ্টকমাহুস্তং বর্দ্ধতে তেন নোদরম্।

গর্ভ, পরিবর্দ্ধিত ও সঞ্জাতসার (বলবান্ সম্পূর্ণাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট) হইলে, যদি অনিয়ম বশতঃ রক্ত ক্লেদাদি যোনিস্রাব হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া, স্পন্দন-

বিশিষ্ট হইয়া গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে, এইরূপ গর্ভকে উপবিষ্টক গর্ভ কহা যায়। উপবিষ্টক গর্ভে উদর বর্দ্ধিত হয় না।

শোকোপবাস রুক্ষাদ্যৈরথবা যোন্যতিস্রবাৎ।
বাতে ক্রুদ্ধে কৃশঃ শুষ্যেদ্‌ গর্ভো নাগোদরস্তু তৎ।
উদরং বৃদ্ধমপ্যত্র হীয়তে স্ফুরণং চিরাৎ॥

শোক, উপবাস ও রুক্ষাদি সেবা অথবা যোনির অতিস্রাব হেতু বায়ু কুপিত হইলে গর্ভ কৃশ হইয়া শুকাইতে থাকে, এইরূপ গর্ভকে নাগোদর কহে। ইহাতে বর্দ্ধিত উদরও ক্ষীণ ও বিলম্বে বিলম্বে স্পন্দিত হয়।

তয়োর্বৃংহণ বাতঘ্ন মধুর দ্রব্য সংস্কৃতৈঃ।
ঘৃতক্ষীররসৈস্তৃপ্তিরামগর্ভাংশ্চ খাদয়েৎ।
তৈরেব চ সুতৃপ্তায়াঃ ক্ষোভণং যানবাহনৈঃ॥

বৃংহণ (পুষ্টিকর), বাতঘ্ন ও মধুর দ্রব্য সাধিত ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরস পান দ্বারা, সেই উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভের তৃপ্তি হয়। গর্ভিণীকে আমগর্ভ (শশকাদির অসম্পূর্ণাঙ্গাবয়ব বিশিষ্ট অপক্ব গর্ভ অথবা পক্ষ্যাদির ডিম্বরূপ আমগর্ভ) খাওয়াইবে এবং বৃংহণাদি দ্রব্য সংস্কৃত ঘৃতাদি পান করাইয়া উহাকে রথাদি যান ও গজ তুরগাদি বাহন দ্বারা বেগে গমনাগমনাদি ক্ষোভণ কার্য্যে নিযোজিত করিবে।

লীনাখ্যে নিস্ফুরে শ্যেন গোমৎস্যোৎক্রোশবর্হিজাঃ।
রসা বহুঘৃতা দেয়া মাষমূলকজা অপি।
বালবিল্বং তিলান্মাষান্‌ শক্তুংশ্চ পয়সা পিবেৎ।
সমেদ্যমাংসং মধু বা কটুভাণ্ডঙ্ক শীলয়েৎ।
হর্ষয়েৎ সততঞ্চৈনামেবং গর্ভো প্রবর্দ্ধয়েৎ॥

যে গর্ভ সঞ্জাতসার কিন্তু স্পন্দনরহিত, তাহাকে লীনাখ্য গর্ভ কহে। লীনাখ্যগর্ভে বহু ঘৃতের সহিত শ্যেন, গোমৎস্য, উৎক্রোশ ও ময়ূরের মাংস, মাষকলাই ও মূলাসিদ্ধ ঝোল, দুগ্ধের সহিত কচিবেল, কৃষ্ণতিল, মাষকলাই ও ছাতু অথবা মেদুর মাংসসহ মার্দ্দীক মদ্য প্রদেয়। গর্ভিণীর কটীদেশে সতত কটু তৈলাভ্যঙ্গ করিবে এবং উহাকে সর্ব্বদা আনন্দিত রাখিবে। এইরূপ করিলে লীনাখ্য গর্ভ বর্দ্ধিত হইবে।

পুষ্টোঽন্যথা বর্ষগণৈঃ কৃচ্ছ্রাজ্জায়েত নৈব বা।

উক্ত বিধির অন্যথাচরণ করিলে পুষ্ট গর্ভ, বহু বৎসর পরে অতিকষ্টে নির্গত হয়, অথবা চিরকাল গর্ভিণীর গর্ভে অবস্থিতি করে।

উদাবর্ত্তস্তু গর্ভিণ্যাঃ স্নেহৈরাশুতরাং জয়েৎ।
যোগ্যোশ্চ বস্তিভির্হন্যাৎ সগর্ভাং স হি গর্ভিণীম্‌॥

গর্ভিণীর উদাবর্ত্ত নামক রোগ উপস্থিত হইলে, স্নেহ পান ও তৎকালোচিত স্নেহ-বস্তি প্রলেপ দ্বারা ঐ রোগ শীঘ্রই প্রশমিত করিবে; কারণ সেই উদাবর্ত্ত, গর্ভের সহিত গর্ভিণীকে নাশ করিতে পারে। অতএব ত্বরায় উদাবর্ত্ত জয় করিবে।

গর্ভেঽতিদোষোপচয়াদপথ্যৈর্দৈবতোঽপি বা।
মৃতেঽন্তঃকুদরং শীতং স্তব্ধং ধ্মাতং ভৃশব্যথম্‌॥
গর্ভাস্পন্দো ভ্রমস্তৃষ্ণা কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসনং ক্লমঃ।
অরুচিঃ স্রস্তনেত্রত্বমাবীনামসমুদ্ভবঃ॥

বাতাদি দোষের অতিপ্রকোপ, অপথ্য সেবন অথবা গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ উদর মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইলে, উদর শীতল, স্তব্ধ, আধ্মাত, অতিশয় বেদনাযুক্ত, স্পন্দনরহিত, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কৃচ্ছ্রতা, ক্লান্তি, অরুচি, নেত্রশৈথিল্য এবং আবিনামক বেদনা বিশেষের অনুৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তস্যাঃ কোষ্ণাম্বুসিক্তায়াঃ পিষ্ট্বা যোনিং প্রলেপয়েৎ।
গুড়ং কিণ্বং সলবণং তথান্তঃ পূরয়েন্মুহুঃ॥
ঘৃতেন কল্কীকৃতয়া শাল্মল্যতসিপিচ্ছয়া।
মন্ত্রৈর্যোগৈর্জরায়ুক্তৈর্মূঢ়গর্ভো ন চেৎ পতেৎ॥

অথাপৃচ্ছ্যেশ্বরং বৈদ্যো যত্নেনাশু তমাহরেৎ।
হস্তমভ্যজ্য যোনিঞ্চ সাজ্য শাল্মলীপিচ্ছয়া॥
হস্তেন শক্যং তেনৈব গাত্রঞ্চ বিষমং স্থিতম্।
আঞ্ছনোৎপীড় সংপীড় বিক্ষেপোৎক্ষেপণাদিভিঃ॥
অনুলোম্য সমাকর্ষেদ্ যোনিং প্রত্যার্জবাগতম্॥

সেই অন্তর্মৃতগর্ভা স্ত্রীকে ঈষতুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া, গুড়, সুরাবীজ ও সৈন্ধব লবণ, পেষণ করিয়া উহার যোনিতে প্রলেপ দিবে। ঘৃত দ্বারা এবং শাল্মলীনির্য্যাস ও মসিনা কল্কীকৃত করিয়া, তদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ যোনির অভ্যন্তর পূরণ করিবে। মূঢ়-গর্ভ পাতনার্থ সিদ্ধ মন্ত্র ও জরায়ুক্ত মন্ত্র (জরায়ু না পড়িলে যে মন্ত্র পাঠ করিতে বলা হইয়াছে, তাহা,) পাঠ করিবে। এইরূপ নিয়ম অনুষ্ঠীয়মান হইলেও যদি মূঢ়-গর্ভ পতিত না হয়, তাহা হইলে রাজাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, বৈদ্য ঘৃতাক্ত শাল্মলীনির্য্যাস দ্বারা নিজহস্তে গর্ভিণীর যোনি অভ্যক্ত করিয়া, সেই হস্ত দ্বারা অতি যত্নসহকারে মূঢ়গর্ভ বাহির করিবে। গর্ভের গাত্র যদি বিষমভাবে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে আঞ্ছন, উৎপীড়, সংপীড়, বিক্ষেপ ও উৎক্ষে-পণাদি কার্য্য বিশেষ দ্বারা গর্ভকে অনুলোম অর্থাৎ যথাবস্থিত ও ঋজুভাবে যোনিমুখে আনীত করিয়া হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিবে। (আঞ্ছন দীর্ঘীকরণ, উৎপীড় উর্দ্ধপীড়ন, সংপীড় চতুর্দ্দিকে টেপা,. বিক্ষেপ চালন ও উৎক্ষেপণ উর্দ্ধক্ষেপণ)।

হস্তপাদ শিরোভির্যো যোনিং ভুগ্নঃ প্রপদ্যতে।
পাদেন যোনিমেকেন ভুগ্নোঽন্যেন গুদঞ্চ যঃ।
বিষ্কম্ভৌ নাম তৌ মূঢ়ৌ শস্ত্রদারণমর্হতঃ।
মণ্ডলাঙ্গুলিশস্ত্রাভ্যাং তত্র কর্ম্ম প্রশস্যতে।
বৃদ্ধিপত্রং হি তীক্ষ্ণাগ্রং ন যোনাববচারয়েৎ॥

যে গর্ভ হস্ত, পদ ও মস্তক দ্বারা বক্রী ভূত হইয়া যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় এবং যে গর্ভ এক পদদ্বারা যোনিদ্বার ও দ্বিতীয়দ্বারা পায়ুদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুটিলভাবে অবস্থিতি করে, সেই মূঢ় গর্ভদ্বয় বিষ্কম্ভ নামে অভিহিত এবং উহা শস্ত্রচ্ছেদ যোগ্য। মণ্ডলাগ্র ও অঙ্গুলিশস্ত্র দ্বারা বিষ্কম্ভ মূঢ় গর্ভের ছেদন কার্য্য প্রশস্ত। বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্র তীক্ষ্ণাগ্র বলিয়া উহা যোনিতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বং শিরঃ কপালানি দারয়িত্বা বিশোধয়েৎ;
কক্ষোরস্তালুচিবুকে প্রদেশেঽন্যতমে ততঃ।
সমালম্ব্য দৃঢ়ং কর্ষেৎ কুশলো গর্ভশঙ্কুনা।
অভিন্নশিরসং ত্বক্ষিকূটয়োর্গণ্ডয়োঽপি॥
বাহুং ছিত্বাংসসক্তস্য বাতাধ্মাতোদরস্য তু।
বিদার্য্য কোষ্ঠমন্ত্রাণি বহির্বাসং নিরস্য চ॥
কটীসক্তস্য তদ্বচ্চ তৎকপালানি দারয়েৎ॥

শস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ বৈদ্য অগ্রে মস্তকের কপালাস্থি কাটিয়া বাহির করিবে, তৎপরে গর্ভশঙ্কু নামক শস্ত্র দ্বারা কক্ষ, বক্ষঃ, তালু ও চিবুক, ইহাদের কোন স্থান দৃঢ়রূপে ধরিয়া আকর্ষণ করিবে। কখন বা মস্তক কপাল না কাটিয়াই অক্ষিকূট অথবা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিবে। স্কন্ধ দ্বারা আটকাইয়া থাকিলে বাহুচ্ছেদ করিয়া; উদরাধ্মান হেতু বহির্গত হইতে না পারিলে, কোষ্ঠ কাটিয়া অন্ত্র সকল বাহির করিয়া গর্ভ বাহির করিবে। কটীদ্বারা আট্‌কাইলে, অস্থি বহিষ্করণ পূর্ব্বক কটির অস্থি সকল কাটিয়া বাহির করিবে।

যদ্ যদ্ বায়ুবশাদঙ্গং সজ্জেদ্ গর্ভস্য খণ্ডশঃ।
তৎ তচ্ছিত্বাহরেৎ সম্যগ্রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥
গর্ভস্য হি গতিং চিত্রাং করোতি বিগুণোঽনিলঃ।
তত্রানল্পমতিস্তস্মাদবস্থাপেক্ষমাচরেৎ॥

মূঢ় গর্ভের যে যে অঙ্গ আট্‌কাইয়া থাকিবে, সেই সেই অঙ্গ কাটিয়া বাহির

করিবে, কিন্তু অতি সাবধানে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে. যেন গর্ভিণীর আঘাত না লাগে। নারীকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে, কারণ বিগুণ বায়ু দ্বারা গর্ভের অবস্থিতি নানা প্রকার হইয়া থাকে, অতএব অনন্যচিত্তে গর্ভের অবস্থিতি বুঝিয়া শস্ত্রচালনা করিবে।

ছিন্দ্যাদ্ গর্ভং ন জীবন্তং মাতরং স হি মারয়েৎ।
সহাত্মনা নচোপেক্ষ্যঃ ক্ষণমপ্যস্তজীবিতঃ॥

জীবিত গর্ভ ছেদন করিবে না, যেহেতু অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সেই ছিন্ন গর্ভ আপনিও মরে, জননীকেও মারে, কিন্তু মৃত গর্ভকে ও ক্ষণমাত্র উপেক্ষা করিবে না, অর্থাৎ উহা কাটিয়া ত্বরায় নিষ্কাশন করিবে।

যোনি সম্বরণ ভ্রংশ মকল্ল শ্বাস পীড়িতাম।
পূত্যুদ্গারাং হিমাঙ্গীঞ্চ মূঢ়গর্ভাং পরিত্যজেৎ॥
অথাপতন্তীমপরাং পাতয়েৎ পূর্ব্ববদ্ ভিষক্।
এবং নির্হৃতশল্যাস্তু সিঞ্চেদুষ্ণেণ বারিণা॥
দদ্যাদভ্যক্তদেহায়ৈ যোনৌ স্নেহপিচুং ততঃ।
যোনির্মৃদুর্ভবেত্তেন শূলঞ্চাস্যাঃ প্রশাম্যতি॥

মূঢ়গর্ভা স্ত্রীর যোনী সম্বরণ, যোনী ভ্রংশ, মকল্ল বেদনা, শ্বাস, পূতি উদ্গার ও হিমাঙ্গ হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিবে। ফুল না পড়িলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে। মৃত গর্ভ ও ফুল বাহির করিয়া নারীকে ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত, তৎপরে তৈলাভ্যক্ত করিয়া তাহার যোনিতে স্নেহাভ্যক্ত বস্ত্রখণ্ড প্রয়োগ করিবে, তাহাতে যোনি মৃদু ও বেদনা প্রশমিত হইবে।

দীপ্যকাতিবিষা রাস্না হিঙ্গেলা পঞ্চকোলকান্।
চূর্ণং স্নেহেন কল্কং বা ক্বাথং বা পায়য়েত্ততঃ॥
কটুকাতিবিষা পাঠা শাকত্বগ্‌হিঙ্গু তেজিনীঃ।
তদ্বচ্চ দোষস্যন্দার্থং বেদনোপশমায় চ॥
ত্রিরাত্রমেবং সপ্তাহং স্নেহমেব ততঃ পিবেৎ।
সায়ং পিবেদরিষ্টং বা তথা সুকৃতমাসবম্॥

শিরীষ ককুভক্বাথ পিচূন্ যোনৌ বিনিক্ষিপেৎ।
উপদ্রবাশ্চ যেঽন্যে স্যুস্তান যথাস্বমুপাচরেৎ॥
পয়ো বাতঘ্নৈঃ সিদ্ধং দশাহং ভোজনে হিতম্।
রসো দশাহঞ্চ পরং লঘ্‌ পথ্যাল্প ভোজনা॥
স্বেদাভ্যঙ্গপরা স্নেহান্ বলাতৈলাদিকান্ ভজেৎ।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যঃ সা ক্রমেণ সুখানি চ॥

তদনন্তর দোষের স্রাবণ ও বেদনার প্রশমনার্থ, যমানী, আতইচ, রাস্না, হিঙ্গু, এলাইচ ও পঞ্চকোলের অথবা কট্‌কী, আতইচ, আকনাদি, শাক, ত্বক্ (খরচ্ছদ, সোগানখ্যাত), হিং ও মূর্ব্বা, ইহাদের চূর্ণ, কল্ক বা কসায়, যথোপযুক্ত স্নেহের সহিত পান করাইবে। মূঢ়গর্ভ নিষ্কাশনের পর তিন দিন এইরূপ নিয়মে রাখিবে। তৎপরে সাতদিন স্নেহ পান করাইবে এবং সায়ংকালে অরিষ্ট বা আসব পান করিতে দিবে। যোনিতে শরীষ ও অর্জ্জুনের ক্বাথাক্ত বস্ত্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিবে। জ্বরাদি যে সকল উপদ্রব হইবে, তাহাদের যথাযথ চিকিৎসা করিবে। তদনন্তর দশদিন যাবৎ বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ দুগ্ধ ও হিতজনক পথ্য দিবে। তৎপরে দশদিন মাংস যূষ ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর সেই স্ত্রী লঘু সুপথ্য ও অল্প ভোজনশীলা এবং স্নান ও অভ্যঙ্গপরা হইয়া বলাতৈলাদি স্নেহ ব্যবহার করিবে এবং চারিমাসের পর ক্রমে ক্রমে সুখজনক আহার বিহার করিতে থাকিবে।

বলাতৈলম্।

বলামূলকষায়স্য ভাগাঃ ষট্ পয়সস্তথা।
যবকোল কুলত্থানাং দশমূলস্য চৈকতঃ॥
নিঃক্বাথভাগো ভাগশ্চ তৈলস্য চ চতুর্দ্দশ।
দ্বিমেদো দারু মঞ্জিষ্ঠা কাকোলীদ্বয় চন্দনৈঃ॥

সারিবা কুষ্ঠ তগর জীবকর্ষভ সৈন্ধবৈঃ।
কালানুসার্য্যা শৈলেয় বচাগুরু পুনর্নবৈঃ।
অশ্বগন্ধা বরী ক্ষীর-শুক্লা যষ্টি বরা রসৈঃ।
শতাহ্বা সুপ্যপর্ণ্যেলা ত্বক্ পত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণকল্কিতৈঃ॥
পক্বং মৃদ্বগ্নিনা তৈলং সর্ব্ববাতবিকারজিৎ।
সুতিকা বালমর্ম্মাস্থি ক্ষত ক্ষীণেষু পূজিতম্॥
জ্বর গুল্ম গ্রহোন্মাদ মূত্রাঘাতান্ত্রবৃদ্ধিজিৎ।
ধন্বন্তরেরভিমতং যোনিরোগক্ষয়াপহম্॥

তৈলের পরিমাণ যত, বেড়েলা মূলের ক্বাথ তাহার ৬ গুণ, দুগ্ধ ৬ গুণ এবং মিলিত যব, কুল, কুলত্থকলাই ও দশমূলের ক্বাথ ১ ভাগ, তৈল ১ ভাগ, অর্থাৎ সমুদায়ে ১৪ ভাগ। কল্কার্থ, মেদ ও মহামেদ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, কুড়, তগরপাদুকা, জীবক, ঋষভক, সৈন্ধব, কালিয়াকাষ্ঠ, শৈলেয়, বচ, অগুরু, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, বোল, শতমূলী, মুগানি, মাষাণী, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র। এই ক্বাথ ও কল্কদ্বারা তৈলকে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। বলাতৈল, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, সুতিকারোগ, বালরোগ, চর্ম্ম ও অস্থিগত রোগ, ক্ষত ক্ষীণরোগ এবং জ্বর, গুল্ম, ভূতোন্মাদ, মূত্রাঘাত, অন্ত্রবৃদ্ধি, যোনিরোগ ও ক্ষয়রোগ নাশ করে।

বস্তিদ্বারে বিসন্নায়াঃ কুক্ষিঃ প্রস্পন্দতে যদি।
জন্মকালে ততঃ শীঘ্রং পাটয়িত্বোদ্ধরেচ্ছিশুম্॥

প্রসবোন্মুখ সময়ে গর্ভিণী মৃত হইলেও যদি তাহার বস্তিদ্বার অত্যন্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ত্বরায় মৃতগর্ভিণীর উদর কাটিয়া সজীব শিশুকে বাহির করিবে।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকঃ কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী শতাবরী।
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা চ মধুযষ্টিকা।
বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্যঃ ক্ষীরিশুঙ্গত্বচো ঘৃতম্।
পৃশ্নিপর্ণী বলা শিগ্রুঃ শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা।
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কসেরু মধুকং সিতা।
সপ্তৈতান্ পয়সা যোগানর্দ্ধশ্লোকসমাপনান্॥
ক্রমাৎ সপ্তসু মাসেষু গর্ভে স্রবতি যোজয়েৎ॥

গর্ভস্রাব হইলে, অর্দ্ধ শ্লোকোক্ত সাতটি যোগ, যথাক্রমে সাত মাসে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ প্রথম মাসে গর্ভ পতিত হইলে, যষ্টিমধু, সেগুন বৃক্ষের বীজ, দুগ্ধিকা ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে গর্ভ পতিত হইলে, যমল পত্রক, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে গর্ভ পতিত হইলে, বন্দা (বান্দরা), দুগ্ধিকা, লতাকস্তুরিকা ও অনন্তমূল। চতুর্থ মাসে গর্ভ পতিত হইলে, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রাস্না, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে পতিত হইলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ঝুরি ও ত্বক্ এবং ঘৃত। ষষ্ঠমাসে পতিত হইলে, চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও গাম্ভারী। সপ্তম মাসে পতিত হইলে, পাণিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। এই সাতটি রোগের ক্বাথ, কল্ক বা চূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিবে।

কপিত্থ বিল্ব বৃহতী পটোলেক্ষুনিদিগ্ধিজৈঃ।
মূলৈঃ শৃতং প্রযুঞ্জীত ক্ষীরং মাসে তথাষ্টমে॥
নবমে সারিবানন্তা পয়স্যা মধু যষ্টিভিঃ॥
যোজয়েদ্দশমে মাসি সিদ্ধং ক্ষীরং পয়স্যয়া।
অথবা যষ্টিমধুক নাগরামরদারুভিঃ॥

ঐরূপ অষ্টম মাসে গর্ভ পতিত হইলে, কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, পলতা, ইক্ষু ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। নবম মাসে পতিত হইলে, অনন্তমূল, শ্যামালতা,

ভূম্বিকা ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত এবং দশম মাসে গর্ভ পতিত হইলে, ভূম্বিকার সহিত অথবা যষ্টিমধু, শুঁঠ ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে।

অবস্থিতঃ লোহিতমঙ্গনায়া
বাতেন গর্ভং ব্রুবতে হনভিজ্ঞাঃ।
গর্ভাকৃতিত্বাং কটুকোষ্ণতীক্ষ্ণৈঃ
স্রুতে পুনঃ কেবল এব রক্তে॥
গর্ভং জড়া ভূতহৃতং বদন্তি
মূর্ত্তের্ন দৃষ্টং হরণং যতস্তৈঃ।
ওজোহশনত্বাদথবাব্যবস্থৈঃ
ভূতৈরুপেক্ষ্যেত ন গর্ভমাতা॥

অঙ্গনার রজোরূপ শোণিত, বায়ু কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলে, গর্ভের ন্যায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তজ্জন্য অনভিজ্ঞ লোকে ভ্রমবশতঃ ঐ রুদ্ধ শোণিতকে গর্ভ কহিয়া থাকে। কটু ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কেবল মাত্র রক্তস্রাব হইলে, জড়বুদ্ধি লোকে বলে যে, গর্ভ ভূতে হরণ করিয়াছে, কিন্তু ভূতের দেহ দৃষ্ট হয় না। অব্যবস্থিত ভূতেরা ওজো-ভক্ষণ প্রিয় বলিয়া গর্ভ হরণ করে, তাহারা গর্ভের মাতাকেও উপেক্ষা করে না, অর্থাৎ উপচিত শরীর বলিয়া কখন বা তাহাকেও হরণ করিয়া থাকে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽঙ্গবিভাগশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শিরোঽন্তরাধির্দ্বৌ বাহূ সক্থিনী চ সমাসতঃ।
ষড়ঙ্গমঙ্গং প্রত্যঙ্গং তস্যাক্ষিহৃদয়াদিকম্॥

অতঃপর আমরা অঙ্গবিভাগ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব। শরীরের মধ্যে মস্তক, মধ্যভাগ এবং দুই হাত ও দুই পা, সংক্ষেপতঃ এই ছয়টি অঙ্গ এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও হৃদয়াদি ইহারা প্রত্যঙ্গ।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধঃ ক্রমাদ্‌গুণাঃ।
খানিলাগ্ন্যব্‌ভুবামেকগুণ বৃদ্ধ্যন্বয়ঃ পরে॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি যথাক্রমে আকাশ, অনিল, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর গুণ জানিবে, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, অনিলের গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ। এইরূপে অনিলাদি মহাভূত চতুষ্টয়ে যথাক্রমে আকাশ পক্ষের এক একটি গুণ অধিক যথা, আকাশে কেবলমাত্র শব্দ গুণের সম্বন্ধ, অনিলে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সম্বন্ধ আছে।

তত্রখাৎ খানি দেহেঽস্মিন্ শ্রোত্রং শব্দো বিবিক্ততা।
বাতাৎ স্পর্শত্বগুচ্ছ্বাসা বহ্নের্দৃগ্‌রূপপক্তয়ঃ।
আপ্যা জিহ্বা রসক্লেদা ঘ্রাণ গন্ধাস্থিপার্থিবম্॥

সেই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশ হইতে মনুষ্যাদি দেহে ছিদ্রসমূহ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দ ও বিবিক্ততা (শূন্যতা), বায়ু হইতে স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয় ও উচ্ছ্বাস; বহ্নি হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রূপ ও পাকশক্তি; জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, রস ও ক্লেদ এবং পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অস্থি ও গন্ধ জন্মে। যদিও উক্ত সকল ভাব আকাশাদির পঞ্চ মহাভূত দ্বারাই উদ্ভূত হয়, তথাপি যে ভাবে, যে ভূতের সত্তা অধিক থাকে, তাহাকে সেই ভূতোদ্ভূত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মৃদ্বত্র মাতৃজং রক্তমাংসমজ্জ গুদাদিকম্।
পৈতৃকন্তু স্থিরং শুক্রং ধমন্যস্থি কচাদিকম্।
চৈতন্যং চিত্তমক্ষাণি নানা যোনিষু জন্ম চ।

এই দেহে রক্ত, মাংস, মজ্জা ও গুদনাড়ী প্রভৃতি যে কিছু মৃদু বস্তু, তৎসমুদায়ই মাতৃজ অর্থাৎ তৎসমুদায়ে মাতার অংশই অধিক। এবং শুক্র, ধমনী, অস্থি, কেশাদি দ্রব্য ও শরীরস্থ যাবতীয় স্থিরাংশ তৎসমুদায়ই পিতৃজ। তদ্ভিন্ন চিত্ত, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও নানা যোনিতে জন্ম, এই সমস্ত চৈতন্য বিষয়ও পিতৃজ। চেতনা আত্মা। চৈতন্য আত্মজ।

সাত্ম্যজন্ত্বায়ুরারোগ্যমনালস্যং প্রভা বলম্।
রসজং বপুষো জন্ম বৃত্তির্বৃদ্ধিরলোলতা।
সাত্ত্বিকং শৌচমাস্তিক্যং শুক্ল ধর্ম্ম রুচির্মতিঃ।
রাজসং বহুভাষিত্বং মানক্রুদ্দম্ভমৎসরাঃ।
তামসং ভয়মজ্ঞানং নিদ্রালস্যং বিষাদিতা॥

আয়ুঃ, আরোগ্য, অনালস্য, কান্তি ও বল এই সমস্ত সাত্ম্যজ, অর্থাৎ দেহানুকূল আহার বিহারাদি হইতে উৎপন্ন। দেহের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও অলোলতা, ইহারা রসজ অর্থাৎ মাতার আহারের রস হইতে জাত। শৌচ, আস্তিক্য এবং নির্ম্মল ধর্ম্মে রুচি ও মতি, এই সমস্ত সত্ত্বজ। বহুভাষিত্ব, মান (আপনাতে পূজ্যতা বুদ্ধি), ক্রোধ, দম্ভ ও মৎসর (পরশ্রী-কাতরতা) ইহারা রাজস এবং ভয়, অজ্ঞান, নিদ্রা, আলস্য ও বিষাদিতা এই সমস্ত তামস অর্থাৎ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন।

ইতি ভূতময়ো দেহস্তত্র সপ্ত ত্বচোঽসৃজঃ।
পচ্যমানাৎ প্রজায়ন্তে ক্ষীরাৎ সন্তানিকা ইব॥

ভূতময় দেহসম্ভব বর্ণিত হইল। পচ্যমান দুগ্ধ হইতে যেমন সন্তানিকা (সর) উৎপন্ন হয় পচ্যমান রক্ত হইতেও সেইরূপ সপ্ত-সংখ্যক ত্বক্ জন্মিয়া থাকে। (যথা, প্রথমা অবভাসিনী, দ্বিতীয়া লোহিতা, তৃতীয়া শ্বেতা, চতুর্থী তাম্রা, পঞ্চমী বেদিনী, ষষ্ঠী রোহিণী, সপ্তমী মাংসধরা, এই সপ্তত্বক্)।

ধাত্বাশয়ান্তর ক্লেদো বিপক্কঃ স্বং স্বমূষ্মণা।
শ্লেষ্মস্নায়্বপরাচ্ছন্নঃ কলাখ্যঃ কাষ্ঠসারবৎ।
তাঃ সপ্ত সপ্ত চাধারা রক্তস্যাদ্যঃ ক্রমাৎ পরে।
কফামপিত্তপক্কানাং বায়োর্মূত্রস্য চ স্মৃতাঃ।
গর্ভাশয়োঽষ্টমঃ স্ত্রীণাং পিত্ত পক্কাশয়ান্তরে।
কোষ্ঠাঙ্গানি স্থিতান্যেষু হৃদয়ং ক্লোম ফুপ্ফুসম্।
যকৃৎ প্লীহোন্দুকং বৃক্কৌ নাভিডিম্বান্ত্রবস্তয়ঃ।

রসরক্তাদি ধাতুর আধারস্থ ক্লেদ সকল, নিজ নিজ ধাত্বগ্নি দ্বারা পক্ক এবং শ্লেষ্মা, স্নায়ু ও জরায়ু (পাতলা চর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে শরীরের ভাববিশেষ পরিণত হয়, তাহাকে কলা কহে। কলা কাষ্ঠসারবৎ। সমুদায়ে সাত কলা, যথা, প্রথমা মাংসধরা, দ্বিতীয়া রক্তধরা, তৃতীয়া মেদোধরা, চতুর্থী শ্লেষ্মধরা, পঞ্চমী পুরীষধরা, ষষ্ঠী পিত্তধরা, সপ্তমী শুক্রধরা। ধাত্বাদির আধার ও সাতটি যথা—রক্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, পক্কাশয়, বাতাশয় ও মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ব্যতীত গর্ভাশয় নামক আর একটি অষ্টম আশয় আছে, উহা পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। হৃদয়, ক্লোম, ফুস্ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা, উন্দুক, বৃক্কদ্বয়, নাভি, ডিম্ব, অন্ত্র ও বস্তি ইহারা কোষ্ঠাঙ্গ।

দশ জীবিতধামানি শিরোরসনবন্ধনম্।
কণ্ঠোঽস্রং হৃদয়ং নাভির্বস্তিঃ শুক্রৌজসী গুদম্।

মস্তক, জিহ্বামূল, কণ্ঠ, রক্ত, হৃদয়, নাভি, বস্তি, ওজঃ ও গুদনাড়ী এই দশটি জীবিতাধার অর্থাৎ এই সকল আধারে প্রাণ বিশেষ-রূপে অবস্থিতি করে, ইহাদের নাশে জীবনের নাশ হইয়া থাকে।

জালানি কণ্ডরাশ্চাস্যে পৃথক্ ষোড়শ নির্দ্দিশেৎ।
ষট্ কূর্চ্চাঃ সপ্ত সেবন্যো মেঢ্র জিহ্বা শিরোগতাঃ।

শস্ত্রেণৈতাঃ পরিহরেচ্ছতস্রো মাংসরজ্জবঃ।
চতুর্দ্দশাস্থি সংঘাতাঃ সীমন্তা দ্বিগুণা নব।
অস্থ্নাং শতানি ষষ্টিশ্চ ত্রীণি দন্ত নখৈঃ সহ ॥

দেহে জালসংখ্যা ১৬, কণ্ডরা ১৬, কূর্চ্চ ৬, মেঢ্র, জিহ্বা ও শিরোগত সেবনী ৭, সেবনীতে শস্ত্রপাত করিবে না। মাংসরজ্জু ৪, অস্থিসংঘাত ১৪, সীমন্ত ১৮ এবং অস্থিদন্ত ও নখের সংখ্যা সমুদায়ে ৩৬০। (জাল কণ্ডরা প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও অবস্থিতিস্থান আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে লিখিত হইয়াছে, বাহুল্য বশতঃ এস্থানে লিখিত হইল না)।

ধন্বন্তরিস্তু ত্রীণ্যাহ সন্ধীনাঞ্চ শতদ্বয়ম্।
দশোত্তরং সহস্রে দ্বে নিজগাদাত্রিনন্দনঃ।

ধন্বন্তরি বলেন, দেহে অস্থিসংখ্যা ৩০০ এবং সন্ধি সমূহ ২১০। কিন্তু আত্রেয় মুনি, স্নায়ু, পেশী ও শিরাশ্রিত সন্ধির সহিত অন্য সন্ধির গণনা করিয়া সমুদায়ে দুই সহস্র সন্ধির বর্ণনা করেন।

স্নায়বো নবশতী পঞ্চ পুংসাং পেশীশতানি তু।
অধিকা বিংশতিঃ স্ত্রীণাং যোনিস্তন সমাশ্রয়াঃ।

পুরুষের শরীরে স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ এবং পেশীর সংখ্যা ৫০০। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের যোনি ও স্তনাশ্রিত আর ২০টি পেশী অধিক আছে।

দশমূলশিরা হৃৎস্থাস্তাঃ সর্ব্বং সর্ব্বতো বপুঃ।
রসাত্মকং বহন্ত্যোজস্তন্নিবদ্ধং হি চেষ্টিতম্ ॥
স্থূলমূলাঃ সুসূক্ষ্মাগ্রাঃ পত্ররেখাপ্রতানবৎ।
ভিদ্যন্তে তাস্ততঃ সপ্ত শতান্যাসাং ভবন্তি তু ॥

হৃদয়স্থ দশটি মূলশিরা, তাহারা সমস্ত শরীরে সর্ব্বদা রসাত্মক ওজঃ বহন করে এবং শারীরিক যাবতীয় চেষ্টা, তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে, অতএব উহারাই প্রধান শিরা। যেমন বৃক্ষপত্রের শিরাসকল স্থূলমূল ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়, সেইরূপ ঐ দশটি মূল শিরাও স্থূলমূল, সুসূক্ষ্মাগ্র ও বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সাত শত সংখ্যক হইয়া থাকে।

তত্রৈকৈকঞ্চ শাখায়াং শতং তস্মিন্ন বেধয়েৎ।
সিরাং জালন্ধরাং নাম তিস্রশ্চাভ্যন্তরাশ্রিতাঃ ॥
ষোড়শদ্বিগুণাঃ শ্রোণ্যাং তাসাং দ্বে দ্বে তু বঙ্ক্ষণে।
দ্বে দ্বে কটীক তরুণে শস্ত্রেণাষ্টৌ স্পৃশেন্ন তাঃ ॥
পার্শ্বয়োঃ ষোড়শৈকৈকামূর্দ্ধগাং বর্জ্জয়েৎ শিরাম্।
দ্বাদশদ্বিগুণাঃ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠবংশস্য পার্শ্বগে ॥
দ্বে দ্বে তত্রোর্দ্ধগামিন্যৌ ন শস্ত্রেণ পরামৃশেৎ।
পৃষ্ঠবজ্জঠরে তাসাং মেহনস্যোপরি স্থিতে।
রোমরাজীমুভয়তো দ্বে দ্বে শস্ত্রেণ ন স্পৃশেৎ ॥

সেই সাত শত শিরার মধ্যে, শাখাতে অর্থাৎ দুই পদে ও দুই হস্তে এক শত করিয়া চারিশত শিরা আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক শাখায় (হস্তে পদে) জালধরা নামক একটি ও অন্তর্মুখ তিনটি, সমুদায়ে ১৬টি শিরা আছে, উহারা বেধ্য নহে। বঙ্ক্ষণদ্বয়ে দুই দুইটি করিয়া চারিটি এবং পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীকাণ্ডস্থিত কটিক ও তরুণ নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুই দুইটি করিয়া চারিটি, এই আটটি শিরাতেও অস্ত্রপাত করিবে না। উভয় পার্শ্বে ১৬টি শিরা আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগ এক একটিকে বর্জ্জন করিবে। পৃষ্ঠদেশে ২৪টি শিরা আছে, তন্মধ্যে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুই দুইটি করিয়া চারিটি উর্দ্ধগামিনী শিরা বেধনযোগ্য নহে। পৃষ্ঠবৎ উদরেও ২৪টি শিরা আছে, তাহার মধ্যে লিঙ্গের উপরিস্থিত লোমরাজীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই দুইটি করিয়া চারিটি শিরায় শস্ত্রাঘাত করিবে না।

চত্বারিংশদ্বক্ষস্তাসাং চতুর্দ্দশ ন বেধয়েৎ।
স্তন রোহিততন্মূল হৃদয়ে তু পৃথগ্‌দ্বয়ম্।
অপস্তম্ভাখ্যয়োরেকাং তথাপলাপয়োরপি ॥

বক্ষঃস্থলে ৪০ টি শিরা আছে, তন্মধ্যে স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুইটি করিয়া ৪ টি, স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়ে ৪ টি, হৃদয়মর্ম্মে ২ টি, অপস্তম্ভাখ্য মর্ম্মদ্বয়ে একটি করিয়া ২ টি ও অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয়ে একটি করিয়া ২ টি এই চতুর্দ্দশটি শিরা অবেধ্য। অর্থাৎ ইহা-দিগকে বিদ্ধ করিবে না।

গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবত্তাসাং নীলে মন্যে কৃকাটিকে।
বিধুরে মাতৃকাশ্চাষ্টৌ ষোড়শেতি পরিত্যজেৎ॥

পৃষ্ঠবৎ গ্রীবাতেও ২৪ টি শিরা তন্মধ্যে ২ টি নালী, ২ টি মন্যা, ২ টি কৃকাটিকা, ২ টি বিধুরা ও ৮ টি মাতৃকা, এই ১৬ টি শিরা, শস্ত্রপ্রয়োগার্হ নহে।

হন্বোঃ ষোড়শ তাসাং দ্বে সন্ধিবন্ধনকর্ম্মণী।
জিহ্বায়াং হনুবত্তাসামধো দ্বে রসবোধনে॥
দ্বে চ বাচঃ প্রবর্ত্তিন্যৌ নাসায়াং চতুরুত্তরা।
বিংশতির্গন্ধবেদিন্যৌ তাসামেকাঞ্চ তালুগাম॥
ষট্ পঞ্চাশন্নয়নয়োর্নিমেষোন্মেষ কর্ম্মণী।
দ্বে দ্বে অপাঙ্গয়োর্দ্ধে চ তাসাং ষড়িতি বর্জ্জয়েৎ॥

হনুদ্বয়ে ১৬ টি শিরা, তন্মধ্যে হনুসন্ধি-বন্ধনকারী ২ টি, জিহ্বাতে ও হনুবৎ অর্থাৎ ১৬ টি, তন্মধ্যে অধঃস্থিত আস্বাদবোধন ২ টি ও বাক্যপ্রবর্ত্তিনী ২ টি। নাসিকায় ২৪ টি, তন্মধ্যে গন্ধবোধন ২ টি ও তালুগত ১ টি। নয়নে ৫৬ টি, তন্মধ্যে নিমেষোন্মেষণকারী দুই দুইটি করিয়া ৪ টি ও অপাঙ্গদ্বয়ে ২ টি। এই সকল শিরা শস্ত্রনিপাত যোগ্য নহে।

নাসানেত্রাশ্রিতাঃ ষষ্টির্ললাটে স্থপনীশ্রিতাম্।
তত্রৈকাং দ্বৌ তথাবর্ত্তৌ চতস্রশ্চ কচান্তগাঃ॥
সপ্তৈবং বর্জ্জয়েত্তাসাং কর্ণয়োঃ ষোড়শাত্র তু।
দ্বে শব্দবোধনে শঙ্খৌ শিরাস্তা এব চাশ্রিতাঃ॥
দ্বে শঙ্খসন্ধিগে তাসাং মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশ তত্র তু।
একৈকাং পৃথগুৎক্ষেপ সীমন্তাধিপতিস্থিতাম্॥

নাসা ও নেত্রগত যে সকল শিরা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের ৩০ টি শিরা, ললাটে আছে, তন্মধ্যে স্থপনী নামক মর্ম্মস্থিত ১ টি, আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয়স্থিত ২ টি ও কেশান্তঃস্থ ৪ টি, এই সাতটি শিরা এবং কর্ণদ্বয়ে যে ১৬টি শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবোধন ২ টি ও শঙ্খদ্বয়স্থিত শঙ্খবন্ধন ২ টি, এই ৪ টি; আর মস্তকে যে ১২ টি শিরা আছে, তন্মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ২ টি, পঞ্চ সীমন্তে ৫ টি ও অধিনিপাত নামক মর্ম্মে ১ টি, এই ৮ টি শিরা শস্ত্রপাত বিষয়ে বর্জ্জনীয়।

ইত্যবেধ্যবিভাগার্থং প্রত্যঙ্গ বর্ণিতাঃ শিরাঃ।
অবেধ্যাস্তত্র কার্ৎস্নেন দেহেঽষ্টনবতিস্তথা॥
সঙ্কীর্ণা গ্রথিতাঃ ক্ষুদ্রা বক্রাঃ সন্ধিষু চাশ্রিতাঃ॥

অবেধ্য শিরাবিভাগ বিজ্ঞানার্থ প্রত্যেক অঙ্গের শিরা বর্ণিত হইল। সেই শিরা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশরীরে যে অষ্টনবতি অবেধ্য শিরা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত যে সকল শিরা পরস্পর নিবদ্ধ, বহুশিরায় গ্রথিত, ক্ষুদ্র, বক্র বা সন্ধিসংশ্রিত তাহারাও বেধনযোগ্য নহে।

তাসাং শতানাং সপ্তানাং পাদোঽস্রং বহতে পৃথক্।
বাতপিত্তকফৈর্দুষ্টং শুদ্ধঞ্চৈব স্থিতা মলাঃ॥
শরীরমনুগৃহ্ণন্তি পীড়য়ন্ত্যন্যথা পুনঃ॥

উক্ত সাতশত শিরার পৃথক্ পৃথক্ চতুর্থ-ভাগ অর্থাৎ ১৭৫টি শিরা বাতসেবিত রক্ত, ১৭৫টি শিরা পিত্তসেবিত রক্ত, ১৭৫টি শিরা কফদুষ্ট রক্ত এবং ১৭৫টি শিরা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। এই প্রকারে রক্ত ও বাতাদি মল সকল অবস্থিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করে এবং ইহার বিপরীতভাবে অবস্থিত হইলে, শরীরে পীড়া জন্মিয়া থাকে।

তত্র শ্যাবারুণাঃ সূক্ষ্মাঃ পূর্ণা রিক্তা ক্ষণাৎ শিরাঃ।
প্রস্পন্দিন্যশ্চ বাতাস্রং বহন্তে পিত্তশোণিতম্॥

স্পর্শোষ্ণাঃ শীঘ্রবাহিন্যো নীলপীতাঃ কফং পুনঃ।
গৌর্য্যঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ শীতাঃ সংসৃষ্টং লিঙ্গসঙ্করে॥

তন্মধ্যে যে সকল শিরা শ্যাব বা অরুণবর্ণ, সূক্ষ্ম, স্পন্দনশীল এবং ক্ষণে পূর্ণ ক্ষণে রিক্ত সেই সকল শিরা বাতদুষ্ট রক্ত বহন করে। যে সকল শিরা উষ্ণস্পর্শ, দ্রুতগতি, নীল বা পীত বর্ণ, তাহারা পিত্তদুষ্ট রক্ত এবং যে সকল শিরা শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, স্থির ও শীতল, তাহারা কফসেবিত রক্ত বহন করে। আর যে সকল শিরা মিলিত লক্ষণাক্রান্ত, তাহারা সংসৃষ্ট রক্ত অর্থাৎ কফবাতদুষ্ট বাতপিত্তদুষ্ট, কফপিত্তদুষ্ট ও ত্রিদোষদুষ্ট রক্ত বহন করিয়া থাকে।

গূঢ়াঃ সমস্থিতাঃ স্নিগ্ধা রোহিণ্যঃ শুদ্ধ শোণিতম্।

গূঢ় (মাংসাদিদ্বারা আচ্ছন্ন) সমভাবে স্থিত ও স্নিগ্ধ রোহিণীনামক শিরা সকল শুদ্ধ শোণিত বহন করে।

ধমন্যো নাভিসম্বদ্ধা বিংশতিশ্চতুরুত্তরাঃ।
তাভিঃ পরিবৃতো নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥
তাভিশ্চোর্দ্ধমধস্তির্য্যগ্ দেহোঽয়মনুগৃহ্যতে।

চতুর্ব্বিংশতি ধমনী নাভিসম্বদ্ধ। যেমন আরক (চাকার পাখী) দ্বারা চাকার নাভি (মধ্যভাগ) বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ ধমনী সকল দ্বারাও নাভিস্থল পরিবৃত হইয়া থাকে। ধমনী সকল ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিয়া রসরক্তাদি বহনরূপ প্রাণকর্ম্ম দ্বারা দেহকে আপ্যায়িত করে।

স্রোতাংসি নাসিকে কর্ণৌ নেত্রে পায্বাস্যমেহনম্।
স্তনৌ রক্তপথশ্চেতি নারীনামধিকত্রয়ম্॥
জীবিতায়তনান্যন্তঃস্রোতাংস্যাহুস্ত্রয়োদশ।
প্রাণ ধাতুমলাম্ভোঽন্ন বাহীন্যহিতসেবনাৎ।
তানি দুষ্টানি রোগায় বিশুদ্ধানি সুখায় চ॥

পুরুষের ৯টি স্রোতঃ। যথা, নাসাপুটদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, পায়ু, মুখ ও লিঙ্গ। স্ত্রীলোকের এই নয়টি ব্যতীত আরও তিনটি অধিক আছে, যথা স্তনদ্বয় ও রক্তপথ (যদ্দ্বারা প্রতিমাসে যোনিতে রক্ত প্রবৃত্ত হয়)। এইগুলি বাহ্য স্রোতঃ। এতদ্ভিন্ন অন্তঃস্রোত ১৩টি আছে, তাহারা জীবনের প্রধান অধিষ্ঠান। যথা, প্রাণবায়ুবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, মেদবহ, অস্থিবহ, মজ্জবহ, শুক্রবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, স্বেদবহ, জলবহ ও অন্নবহ, এই ত্রয়োদশটি অন্তঃস্রোতঃ। অহিত সেবন দ্বারা এই সকল স্রোত দুষ্ট হইলে রোগকর এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ থাকিলে আরোগ্যদায়ক হয়।

স্বধাতু সমবর্ণানি বৃত্তস্থূলান্যণুনি চ।
স্রোতাংসি দীর্ঘাণ্যাকৃত্যা প্রতানসদৃশানি চ॥

স্রোতঃসকল, স্ব স্ব ধাতুসমবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ রসবাহি স্রোতঃ, রসধাতু তুল্যবর্ণ, রক্তবাহি স্রোতঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি। কোন কোন স্রোতঃ গোলাকার, কোন কোন স্রোতঃ স্থূল, কোন কোন স্রোতঃ সূক্ষ্ম, কিন্তু সকল স্রোতোই দীর্ঘ ও বৃক্ষপত্র রেখার ন্যায় শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট।

আহারশ্চ বিহারশ্চ যঃ স্যাদ্দোষ গুণৈঃ সমঃ।
ধাতুভির্বিগুণো যশ্চ স্রোতসাং স প্রদূষকঃ॥

যে আহার বা যে বিহার, বাতাদি যে দোষ গুণের (রৌক্ষ্যাদির) সমান গুণবিশিষ্ট, সেই আহার বা সেই বিহার দ্বারা তদ্দোষবহ স্রোতঃ সকল প্রদূষিত হয় এবং যে বিহার রসাদি যে কোন ধাতু দ্বারা বিগুণ হয়, সেই সেই আহার বা সেই বিহার দ্বারা তদ্ধাতুবহা স্রোতঃসমূহ ও দূষিত হইয়া থাকে।

অতিপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গো বা শিরাণাং গ্রন্থয়োঽপি বা।
বিমার্গতো বা গমনং স্রোতসাং দুষ্টি লক্ষণম্॥

যে স্রোতঃ যে বস্তু বহন করে, সেই স্রোতঃ হইতে সেই বস্তুর অতি নিঃসরণ বা অল্প নিঃসরণ এবং স্রোতের গ্রন্থির উদ্ভব বা বিমার্গ গমন, এই সকল স্রোতোদুষ্টির লক্ষণ।

বিসানামিব সূক্ষ্মাণি দূরং প্রবিসৃতানি চ।
দ্বারাণি স্রোতসাং দেহে রসো যৈরুপচীয়তে॥

পদ্মমৃণালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল যেমন সমস্ত মৃণাল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, দেহেও তদ্রূপ স্রোতঃ সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুখসমূহ সর্ব্বাবয়বে প্রসৃত হইয়া অবস্থিতি করে। সেই সকল মুখ দ্বারাই অন্নরস আসিয়া শরীরধারক রস ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ব্যধে তু স্রোতসাং মোহকম্পাধ্মানবমিজ্বরাঃ।
প্রলাপ শূল বিণ্মূত্ররোধা মরণমেব বা॥
স্রোতোবিদ্ধমতো বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় প্রসাধয়েৎ।
উদ্ধৃত্য শল্যং যত্নেন সদ্যঃ ক্ষতবিধানতঃ॥

স্রোতঃ বিদ্ধ হইলে, মূর্চ্ছা, কম্প, আধ্মান, বমি, জ্বর, প্রলাপ, শূলবদ্ বেদনা, মলমূত্ররোধ কিংবা মৃত্যুও উপস্থিত হয়। অতএব বৈদ্য, স্রোতোবিদ্ধ ব্যক্তির জীবন সংশয়, এই কথা তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট বলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক শল্য উদ্ধার ও সদ্যঃক্ষতচিকিৎসাবিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অন্নস্য পক্তা পিত্তন্তু পাচকাখ্যং পুরেরিতম্।
দোষধাতুমলাদীনামূষ্মেত্যাত্রেয়শাসনম্॥

পূর্ব্বে দোষভেদীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে পাচকাখ্য পিত্তই ভুক্তান্নের পরিপাককর্ত্তা, ইহা ধন্বন্তরির মত। কিন্তু আত্রেয়ের মত এই, বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও পুরীষাদি মলের উষ্মাই পাচকাগ্নি।

তদধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
সৈব ধন্বন্তরিমতে কলা পিত্তধরাহ্বয়া॥
আয়ুরারোগ্য বীর্য্যৌজোভূতধাত্বগ্নি পুষ্টয়ে।
স্থিতা পক্বাশয়দ্বারি ভুক্তমার্গার্গলেব সা॥

সেই পাচকাগ্নির আধার গ্রহণীনাড়ী, ভুক্তান্ন গ্রহণ করে বলিয়া এই নাড়ীর নাম গ্রহণী। ধন্বন্তরির মতে ইহাই পিত্তধরা কলা। গ্রহণী নাড়ী যখন পাচকাগ্নির আধারভূতা ও ভুক্তান্নের গ্রহণকর্ত্তা তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা দ্বারাই আয়ু, আরোগ্য, বীর্য্য, ওজঃ, পার্থিবাদি পঞ্চভূতাগ্নি ও সপ্ত ধাত্বগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভুক্তান্ন সহসা পক্বাশয়ে যাইতে না পারে, এই জন্য গ্রহণী নাড়ী, পক্বাশয়দ্বারে ভুক্তমার্গের অর্গল (হুড়কা) স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করে, ভুক্তান্ন গ্রহণী নাড়ীকর্ত্তৃক গৃহীত ও জঠরাগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া ক্রমে ক্রমে পক্বাশয়ে গমন করিতে থাকে।

ভুক্তমামাশয়ে রুদ্ধা সা বিপাচ্য নয়ত্যধঃ।
বলবত্যবলা ত্বন্নমামমেব বিমুঞ্চতি॥

সেই গ্রহণী নাড়ী যদি বলবতী থাকে, তাহা হইলে ভুক্তান্নকে আমাশয়ে অবরোধ করিয়া পাককরণানন্তর অধঃ (পক্বাশয়ে) প্রেরণ করে, কিন্তু যদি উহা দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ভুক্তান্নকে আমাবস্থাতেই ত্যাগ করে। আম অর্থাৎ অপক্ক অন্নের যে স্থান, তাহাকে আমাশয়, এবং ভুক্তান্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যেস্থানে অবস্থিতি করে, তাহাকে পক্বাশয় কহে। মলাশয়ের উপরিভাগকেই পক্বাশয় বলা গিয়া থাকে।

গ্রহণ্যা বলমগ্নির্হি স চাপি গ্রহণীবলঃ।
দূষিতেঽগ্নাবতো দুষ্টা গ্রহণী রোগকারিণী॥

যখন গ্রহণীর বল অগ্নি এবং অগ্নির বল গ্রহণী, তখন অগ্নি দূষিত হইলেই গ্রহণী দুষ্ট হইয়া রোগকারিণী হয় এবং গ্রহণী দূষিত

হইলেও অগ্নি দুষ্ট হইয়া রোগকর হইয়া থাকে।

যদন্নং দেহধাত্বোজো বলবর্ণাদিপোষণম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্নহ্যপক্কাদ্রসাদয়ঃ॥

আহার যে, দেহ, ধাতু, ওজঃ, বল ও বর্ণাদির পোষণ করে, তদ্বিষয়ে অগ্নিই হেতু। কারণ অপক্ক আহার হইতে রস রক্তাদি ধাতুর উদ্ভব হয় না, সুতরাং দেহাদিরও পুষ্টি হইতে পারে না। অগ্নিই অন্নপাকের কারণ এবং পক্ক অন্নই দেহাদির পোষক।

অন্নং কালেঽভ্যবহৃতং কোষ্ঠং প্রাণানিলাহৃতম্।
দ্রবৈর্বিভিন্ন সঙ্ঘাতং নীতং স্নেহেন মার্দ্দবম্॥
সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্॥

আহারোচিত কালে ভুক্ত অন্ন, প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক কোষ্ঠে নীত হইলে, তথায় উহা কোষ্ঠজ ও পীত দ্রব পদার্থ (জল দুগ্ধ যূষ মদ্যাদি) দ্বারা বিগতকাঠিন্য ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা মৃদু হয়, এবং বাহ্য অগ্নি যেমন স্থালীজ জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, সমান বায়ু দ্বারা প্রদীপ্ত জঠরাগ্নিও সেইরূপ আমাশয়স্থ ঐ ভুক্তান্নকে পাক করিয়া থাকে।

আদৌ ষড়্‌রসমপ্যন্নং মধুরীভূতমীরয়েৎ।
ফেনীভূতং কফং যাতং বিদাহাদম্লতাং ততঃ॥
পিত্তমামাশয়াৎ কুর্য্যাচ্চ্যবমানং চ্যুতং পুনঃ।
অগ্নিনা শোষিতং পক্কং পিণ্ডিতং কটুমারুতম্॥

ভুক্ত অন্ন মধুরাদি ছয় রসবিশিষ্ট হইলেও প্রথমাবস্থায় উহা মধুরীভূত হইয়া ফেনীভূত কফোৎপত্তি করে, তদনন্তর (মধ্যমাবস্থায়) আমাশয় হইতে চ্যবমান অন্ন, বিদাহ হেতু অম্লতা প্রাপ্ত হইয়া পিত্তোৎপাদন করে, তৎপরে তৃতীয়াবস্থায় সেই পক্বাশয়ে চ্যুত এবং অগ্নি দ্বারা শোষিত, পিণ্ডিত ও কটুরসান্বিত হইয়া বায়ু জন্মাইয়া থাকে।

ভৌমাপ্যাগ্নেয় বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্ত্যনু॥

তৎপরে পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার উষ্মা (ভূতাগ্নি) পাঞ্চভৌতিক আহারের পার্থিবাদি স্ব স্ব পঞ্চ গুণকে পাক করে। অর্থাৎ পার্থিব উষ্মা পার্থিব গুণকে, জলীয় উষ্মা জলীয় গুণকে, বায়ব্য উষ্মা বায়ব্য গুণকে ও নাভস উষ্মা নাভস গুণকে পাক করিয়া থাকে।

যথাস্বং তে চ পুষ্যন্তি পক্কা ভূতগুণান্ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পার্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ দেহগান্॥

সেই সকল পার্থিবাদি গুণ স্বকীয় উষ্মা দ্বারা পক্ক হইয়া দেহস্থ পার্থিবাদি পৃথক্ পৃথক্ গুণকে পুষ্ট করে, অর্থাৎ পক্ক পার্থিব গুণ, দেহগ পার্থিব গুণকে এবং জলীয়াদি অবশিষ্ট গুণ সকল অবশিষ্ট গুণকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

কিট্টং সারশ্চ তৎপকমন্নং সম্ভবতি দ্বিধা।
তত্রাচ্ছং কিট্টমন্নস্য মূত্রং বিদ্যাদ্‌ঘনং শকৃৎ।
সারস্তু সপ্তভির্ভূয়ো যথাস্বং পচ্যতেঽগ্নিভিঃ॥

অন্ন পক্ক হইয়া কিট্ট ও সার, দুইভাগে পরিণত হয়। তন্মধ্যে অন্নের দ্রব কিট্টকে মূত্র ও ঘন কিট্টকে পুরীষ বলে। সার অর্থাৎ প্রসাদাখ্য ভাগ, পুনর্ব্বার রসাদি সপ্তধাতুর সপ্ত অগ্নির দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অগ্নি সমুদায়ে ত্রয়োদশ প্রকার, যথা, জঠরাগ্নি, পঞ্চ ভূতাগ্নি ও সপ্ত ধাত্বগ্নি।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্‌গর্ভঃ প্রজায়তে॥

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষ্ প্রস্বেদো নখ রোম চ।
স্নেহোঽক্ষিত্বগ্বিশামোজো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ।

রস ধাতুর মল কফ, রক্তের মল পিত্ত, মাংসের মল খমল (খ অর্থাৎ নাসিকাদি বিবিধ, তকগত মল), মেদের মল ঘর্ম্ম, অস্থির মল নখ ও রোম, মজ্জার মল অক্ষিস্নেহ, ত্বক্-স্নেহ ও পুষ্টিস্নেহ, শুক্রের মল ওজঃ।

প্রসাদ কিট্টৌ ধাতুনাং পাকাদেবং দ্বিধার্চ্ছিতঃ *।
পরস্পরোপসংস্তম্ভাদ্ধাতু স্নেহ পরম্পরা॥

রসাদি ধাতু সকল ও ধাত্বগ্নি পাকে সার ও কিট্ট এই দুই ভাগে পরিণত হয়। পাক-বশতঃ প্রত্যেক ধাতুরই যথারূপ স্নেহ অর্থাৎ সার জন্মায়, পরস্পর উপসংশ্লেষ হেতু ধাতুসার পরম্পরা যথোত্তর শ্রেষ্ঠ। রসের সার রক্ত, রক্তের সার মাংস ইত্যাদি।

কেচিদাহুরহোরাত্রাং ষড়হাদপরে পরে।
মাসেন যাতি শুক্রত্বমন্নং পাকক্রমাদিভিঃ।

কেহ কেহ বলেন, পাকক্রম ও বীর্য্য প্রভাবাদি দ্বারা অন্ন অহোরাত্রেই শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বলেন, ছয় দিনে; অপর কতকগুলি পণ্ডিতেরা বলেন, এক মাসে আহার রস শুক্ররূপে পরিণত হয়।

সন্ততং ভোজ্যধাতুনাং পরিবৃত্তিস্তু চক্রবং।

পূর্ব্ববর্ত্তী যে ধাতু হইতে পরবর্ত্তী যে ধাতুর উৎপত্তি হয়, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুটিকে পর ধাতুর ভোজ্য ধাতু বলা যায়। যেমন রক্তের ভোজ্য ধাতু রস, মাংসের ভোজ্য ধাতু রক্ত ইত্যাদি। ভোজ্য ধাতুর পরিবর্ত্তন (ভ্রমণ) চক্রবৎ নিয়ত হইয়া থাকে। (আহার রসে পুনঃ পুনঃ আপ্যায়িত হয় বলিয়া ভোজ্য ধাতু, পর ধাতুরূপে পরিণত হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সমভাবে থাকিয়া নিয়ত পরিভ্রমণে সমর্থ হয়)।

বৃষ্যাদীনি প্রভাবেণ সদ্যঃ শুক্রাদি কুর্ব্বতে।
প্রায়ঃ করোত্যহোরাত্রাং কর্ম্মান্যদপি ভেষজম্॥

দুগ্ধ, মাংসরস ও হংসডিম্বাদি বৃষ্য দ্রব্য সদ্যঃই শুক্রাদি উৎপাদন করে। বৃষ্যাদি ভোজন ব্যতীত দীপনাদি অন্য ঔষধও অহো-রাত্রে প্রায় স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে।

ব্যানেন রস ধাতুর্হি বিক্ষেপোচিত কর্ম্মণা।
যুগপৎ সর্ব্বতোঽজস্রং দেহে বিক্ষিপ্যতে সদা॥
ক্ষিপ্যমাণঃ স্ববৈগুণ্যাদ্রসঃ সজ্জতি যত্র সঃ।
তস্মিন্ বিকারং কুরুতে খে বর্ষমিব তোয়দঃ॥
স্ববৈগুণ্যাৎ স্রোতোদুষ্টেঃ। খবৈগুণ্যাদিতি পাঠান্তরম্।

রস ধাতু, বিক্ষেপণকারী ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক সর্ব্বশরীরে সর্ব্বদা নিক্ষিপ্ত হয়, যদি স্রোতোবৈগুণ্যবশতঃ সেই রস, শরীরের কোন স্থানে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে রোগ উৎপাদন করে। আকাশে মেঘ যেমন যেস্থানে সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই বর্ষণ করে, রসও তদ্রূপ আবদ্ধ স্থানেই রোগ জন্মাইয়া থাকে।

দোষাণামপি চৈব স্যাদেকদেশপ্রকোপণম্॥

রসাদির ন্যায় বাতাদি দোষও ব্যান-বায়ু কর্ত্তৃক শরীরে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত হয়, এবং স্রোতোদুষ্টিবশতঃ যে স্থানে রুদ্ধ হয় সেই স্থানেই কুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে।

অন্নভৌতিকধাত্বগ্নি কর্ম্মেতি পারিভাষিতম্।

* দ্বিধা ঋচ্ছতঃ—দ্বৈবিধ্যং ব্রজতঃ।

অন্নাগ্নি কর্ম্ম, ভৌতিকাগ্নি কর্ম্ম ও ধাত্বগ্নি কর্ম্ম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে অন্নাগ্নির (পাচকাগ্নির) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৄণামধিকো মতঃ।
তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকাঃ॥
তস্মাত্তং বিধিবদ্‌যুক্তৈরন্নপানেন্ধনৈর্হিতৈঃ।
পালয়েৎ প্রযতস্তস্য স্থিতৌ হ্যায়ুর্বলস্থিতিঃ।

সর্ব্বপ্রকার অগ্নির মধ্যে অন্নপক্তা পাচকাগ্নিই শ্রেষ্ঠ, কারণ পাচকাগ্নিই ভৌতিকাগ্নি ও ধাত্বগ্নির মূল, পাচকাগ্নির বৃদ্ধি ও ক্ষয় দ্বারা উহাদেরও বৃদ্ধি ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব হিতজনক অন্ন পানরূপ ইন্ধনপ্রয়োগ দ্বারা অতি যত্নপূর্ব্বক পাচকাগ্নিকে রক্ষা করিবে। যেহেতু পাচকাগ্নির স্থিতিতেই আয়ুঃ ও বলের অবস্থিতি হয়।

সমঃ সমানে স্থানস্থে বিষমোঽগ্নির্বিমার্গগে।
পিত্তাভিমূর্চ্ছিতে তীক্ষ্ণো মন্দোঽস্মিন কফপীড়িতে।

সমান বায়ু স্বস্থানস্থ থাকিলে পাচকাগ্নি সম ও বিমার্গগ হইলে বিসম, পিত্তাভিমূর্চ্ছিত হইলে তীক্ষ্ণ এবং কফপীড়িত হইলে মন্দ হইয়া থাকে।

সমোঽগ্নির্বিষমস্তীক্ষ্ণো মন্দশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।

এই প্রকারে সমাদিভেদে অগ্নি চতুর্ব্বিধ। যথা, সমাগ্নি, বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি।

যঃ পচেৎ সম্যগেবান্নং ভুক্তং সম্যক্ সমস্বসৌ।
বিষমোঽসম্যগপ্যাশু সম্যগ্ বাপি চিরাৎ পচেৎ।
তীক্ষ্ণো বহ্নিঃ পচেচ্ছীঘ্রমসম্যগপি ভোজনম্।
মন্দস্তু সম্যগপ্যন্নমুপযুক্তং চিরাৎ পচেৎ।
কৃত্বাস্যশোষাটোপান্ত্রকূজনাধ্মান গৌরবম্।

যে অগ্নি যথাবিধি ভুক্ত অন্ন সম্যক্ পরিপাক করে, তাহাকে সমাগ্নি, যে অগ্নি কখন অতিমাত্র অনুপযোগি অন্নকেও আশু পাক করে, কখন বা যথামাত্র উপযোগি অন্নকেও অতিবিলম্বে পরিপাক করিয়া থাকে, তাহাকে বিষমাগ্নি; যে অগ্নি অসম্যক্ প্রযুক্ত ও অতিমাত্র অন্নকেও শীঘ্র পরিপাক করে, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি এবং যে অগ্নি, মুখশোষ, আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি) অন্ত্রকূজন, উদরাধ্মান ও উদরের গুরুতা উৎপাদন করিয়া যথোপযুক্ত অন্নও অতি বিলম্বে পরিপাক করে, তাহাকে মন্দাগ্নি কহে।

শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগী স্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

অগ্নি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, যথাবস্থিত থাকিলে মনুষ্য নীরোগ হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং বিকৃত হইলে রোগ জন্মায়। অতএব অগ্নিই দেহস্থিতির মূল।

সহজং কালজং যুক্তিকৃতং দেহবলং ত্রিধা।
তত্র সত্ত্ব শরীরোত্থং প্রাকৃতং সহজং বলম্।
বয়স্কৃতমৃতুত্থঞ্চ কালজং যুক্তিজং পুনঃ।
বিহারাহারজনিতং তথোর্জ্জস্করযোগজম্॥

দেহবল তিন প্রকার, যথা, সহজ, কালজ ও যুক্তিকৃত। তন্মধ্যে সত্ত্ব ও দেহসমুদ্ভূত যে প্রাকৃত বল, তাহা সহজ। বাল্য যৌবনাদি বয়োজাত ও হেমন্তাদি ঋতূৎপন্ন যে বল, তাহা কালজ। এবং আহারবিহারজনিত ও রসায়ন বাজীকরণাদি বলকর ভেষজপ্রয়োগ জনিত যে বল, তাহা যুক্তিকৃত।

দেশোঽল্পবারিদ্রুনগো জাঙ্গলঃ স্বল্পরোগদঃ।
আনূপো বিপরীতোঽস্মাৎ সমঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ।

দেশও তিন প্রকার। যথা, জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। জাঙ্গলদেশে জল, বৃক্ষ ও পর্ব্বত অল্প এবং রোগও অল্প হইয়া

থাকে। আনূপ দেশ, জাঙ্গল দেশের বিপরীত, অর্থাৎ তথায় জল, বৃক্ষ ও পর্ব্বত অধিক, রোগও অধিক হইয়া থাকে। সাধারণ দেশ সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ সেখানে জল, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও রোগের অল্পতা বা আধিক্য নাই। ইহা, জাঙ্গল ও আনূপ এই উভয় দেশের মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত।

মজ্জমেদো বসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্মশকৃন্ত্যস্কৃক্‌।
রসো জলঞ্চ দেহেঽস্মিন্নেকৈকাঞ্জলিবর্দ্ধিতম্‌॥
পৃথক্‌ স্বপ্রসৃতং প্রোক্তমোজো মস্তিষ্করেতসাং।
দ্বাবঞ্জলী তু স্তন্যস্য চত্বারো রজসঃ স্ত্রিয়াঃ।
সমধাতোরিদং মানং বিদ্যাদ্বৃদ্ধিক্ষয়াবতঃ॥

মনুষ্যদেহে, মজ্জা, মেদঃ, বসা, মূত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুরীষ, রক্ত, রস ও জল, এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে নিজহস্তের এক এক অঞ্জলি অধিক, অর্থাৎ মজ্জা এক অঞ্জলি, মেদ দুই অঞ্জলি ইত্যাদি এবং ওজঃ, মস্তিষ্ক ও শুক্র, প্রত্যেকে এক প্রসৃতি (অর্দ্ধাঞ্জলি)। স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য দুই অঞ্জলি ও রজঃ চারি অঞ্জলি। সমধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির এইরূপ পরিমাণ জানিবে, ইহার অধিক হইলে বৃদ্ধি ও অল্প হইলে ক্ষয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শুক্রাসৃগ্‌গর্ভিণী ভোজ্য চেষ্টা গর্ভাশয়র্ত্তুষু।
যঃ স্যাদ্দোষোঽধিকস্তেন প্রকৃতিঃ সপ্তধোদিতা॥

শুক্র, শোণিত, গর্ভিণীর আহার বিহার, গর্ভাশয় ও ঋতুতে (গর্ভোৎপত্তিকালে) বাতাদির মধ্যে যে দোষের আধিক্য থাকে, তদ্দোষানুসারে সন্তানের প্রকৃতি হয়। প্রকৃতি সাত প্রকার। যথা, বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতপিত্তপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি ও ত্রিদোষপ্রকৃতি।

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ॥

সর্ব্বশরীরব্যাপিত্ব, আশুকারিত্ব, বলিত্ব, অন্য দোষের প্রকোপত্ব, স্বাধীনত্ব ও বহুরোগকরত্ব হেতু দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান।

প্রায়োঽতএব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যা
দোষাত্মকাঃ স্ফুটিত ধূসর কেশ গাত্রাঃ।
শীতদ্বিষশ্চলধৃতি স্মৃতিবুদ্ধি চেষ্টা
সৌহার্দ্দ দৃষ্টিগতয়োঽতি বহুপ্রলাপাঃ॥
অল্পপিত্ত বলজীবিত নিদ্রাঃ
সন্নসক্ত চল জর্জ্জরবাচঃ।
নাস্তিকা * বহুভুজঃ সবিলাসা
গীতহাস মৃগয়াকলি লোলাঃ॥
মধুরাম্ল পটুষ্ণ সাত্ম্যকাঙ্ক্ষাঃ
কৃশঃ দীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযাতাঃ।
ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চার্য্যা
ন চ কান্তা দয়িতা বহুপ্রজা বা॥
নেত্রাণি চৈষাং খরধূসরাণি
বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমানি।
উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে
শৈলদ্রুমাংস্তে গমনঞ্চ যান্তি॥
অধন্যা মৎসরাধ্মাতাঃ স্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ।
শ্বশৃগালোষ্ট্র গৃধ্রাখুকাকানূকাশ্চ বাতিকাঃ॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ, প্রায়ই অসৎস্বভাব, ইহাদের কেশ ও গাত্র স্ফুটিত ও ধূসর বর্ণ, ইহাদের শীতে বিদ্বেষ এবং ধৈর্য্য, স্মৃতি, বুদ্ধি, চেষ্টা, বন্ধুত্ব, দৃষ্টি ও গতির অস্থিরতা হয়, ইহারা অনর্থক বহু বাক্য কহে। ইহাদের পিত্ত, বল, আয়ু ও নিদ্রা অল্প, বাক্য অবসন্ন, কণ্ঠলগ্ন, চল ও জর্জ্জর। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি নাস্তিক, বহুভোজী, বিলাসী এবং গীত, হাস্য, মৃগয়া ও কলহপ্রিয়, মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণাভিলাষী, কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি, সশব্দ গমনশীল, অদৃঢ় শরীর,

* নাস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যেষাং তে নাস্তিকাঃ।

অজিতেন্দ্রিয়, অনার্য্য, স্ত্রীর অনভিমত, অল্প সন্ততিবিশিষ্ট, ইহাদের নেত্র খর, ধূসরবর্ণ, গোল, অচারু ও মৃতোপম এবং নিদ্রাবস্থাতেও উন্মীলিতবৎ হইয়া থাকে। তাহারা স্বপ্নাবস্থায় পর্ব্বতে ও বৃক্ষে গমন করে। বাতপ্রকৃতিরা অভব্য, মাৎসর্য্যপূর্ণ ও চোর হয়। তাহাদের পায়ের ডিম উন্নত এবং স্বভাব কুক্কুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধ্র, ইন্দুর ও কাকের ন্যায় হইয়া থাকে।

পিত্তং বহ্নির্বহ্নিজং বা যদস্মাৎ
পিত্তোদ্রিক্তস্তীক্ষ্ণতৃষ্ণাবুভুক্ষুঃ।
গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্ঘ্রিবক্ত্রঃ
শূরো মানী পিঙ্গকেশোঽল্পলোমা।
দয়িতমাল্যবিলেপন মণ্ডনঃ
সুচরিতঃ শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ।
বিভব সাহস বুদ্ধি বলান্বিতো
ভবতি ভীষুগতির্দ্বিষতামপি॥
মেধাবী প্রশিথিল সন্ধিবন্ধমাংসো
নারীণামনভিমতোঽল্পশুক্রকামঃ।
আবাসঃ পলিতকব্যঙ্গ নীলিকানাং
ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং মধুর কষায় তিক্তশীতম্।
ঘর্ম্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধি-
র্ভূর্য্যুচ্চার ক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ।
স্বপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকারান্ পলাশান্
দিগ্‌দাহোল্কা বিদ্যুদর্কানলাংশ্চ।
তনূনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং
তন্বল্প পক্ষ্মাণি হিমপ্রিয়াণি।
ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা
রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি।
মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষকপি মার্জ্জার যক্ষানুকাশ্চ পৈত্তিকাঃ।

পিত্ত স্বয়ং অগ্নি অথবা অগ্নিজাত পদার্থ। সুতরাং পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি অতি তৃষ্ণার্ত্ত ও অতিক্ষুধার্ত্ত হয়। ইহারা গৌরবর্ণ, উষ্ণাঙ্গ, শূর ও অভিমানী, ইহাদের হাত, পা ও মুখ তাম্রবর্ণ, কেশ পিঙ্গল, লোম অল্প, ইহারা মাল্য, বিলেপন ও ভূষণপ্রিয়, সুচরিত, শুদ্ধি, আশ্রিতবৎসল, ঐশ্বর্য্য, সাহস, বুদ্ধি ও বলবিশিষ্ট, শত্রুদিগেরও ভয়ত্রাতা, মেধাবী, নারীদিগের অনভিমত, অল্পশুক্র, অল্পকাম, ইহাদের সন্ধিবন্ধন মাংসসকল শিথিল, ইহারা পলিত, ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগের আধার, মধুর, কষায়, তিক্ত ও শীতল অন্নভোজী, উষ্ণদ্বেষী, স্বেদযুক্ত, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, প্রভূত মলত্যাগশীল, অতিক্রোধান্বিত, বহুপানভোজনকারী ও অত্যন্ত পরশ্রীকাতর। ইহারা স্বপ্নে কর্ণিকার ও পলাশ পুষ্প, দিগ্‌দাহ, উল্কা, বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র, পিঙ্গলবর্ণ, চঞ্চল, অল্প পক্ষ্মবিশিষ্ট ও হিমপ্রিয়। ক্রোধে, মদ্যপানে বা সূর্য্যাতপে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি মধ্যায়ুঃ, মধ্যবল, পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু। ইহাদের স্বভাব ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল ও যক্ষসদৃশ।

শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মলস্তেন সৌম্যো
গূঢ় স্নিগ্ধ শ্লিষ্ট সন্ধ্যাস্থিমাংসঃ।
ক্ষুত্তৃড্ দুঃখঃ ক্লেশ ঘর্ম্মৈরতপ্তো
বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সাত্ত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ।
প্রিয়ঙ্গু দূর্ব্বা শরকাণ্ড শস্ত্র
গোরোচনা পদ্ম সুবর্ণবর্ণঃ।
প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষা
মহাললাটো ঘননীলকেশঃ।
মৃদ্বঙ্গঃ সম সুবিভক্ত চারুবর্ষ্মা
বহ্বোজোরতিরস শুক্রপুত্রভৃত্যঃ।
ধর্ম্মাত্মা বদতি ন নিষ্ঠুরঞ্চ জাতু
প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্।
সমদদ্বিরদেন্দ্র তুল্যযাতো
জলদাম্ভোধি মৃদঙ্গ সিংহঘোষঃ।
স্মৃতিমানতিভোগবান্ বিনীতো
ন চ বাল্যেঽপ্যতিরোদনো ন লোলঃ।

তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণ রুক্ষ-
মল্পং স ভুঙ্ক্তে বলবাংস্তথাপি।
রক্তান্ত সুস্নিগ্ধ বিশালদীর্ঘ
সুব্যক্ত শুক্লাসিত পক্ষ্মলাক্ষঃ॥
অল্পব্যাহার ক্রোধপানাশনেহ্যঃ
প্রাজ্যায়ুর্বিত্তো দীর্ঘদর্শী বদান্যঃ।
শ্রাদ্ধো গম্ভীরঃ স্থূললক্ষ্যঃ ক্ষমাবা
নার্য্যো নিদ্রালুর্দীর্ঘসূত্রঃ কৃতজ্ঞঃ॥
ঋজুর্বিপশ্চিৎ সুভগঃ সলজ্জো-
ভক্তো গুরূণাং স্থিরসৌহৃদশ্চ॥
স্বপ্নে সপদ্মান্ সবিহঙ্গমালাং-
স্তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ।
ব্রহ্ম রুদ্রেন্দ্র বরুণ তার্ক্ষ্যহংসগজাধিপৈঃ।
শ্লেষ্মপ্রকৃতয়স্তুল্যাস্তথা সিংহাশ্বগোবৃষৈঃ॥

শ্লেষ্মা সোম পদার্থ, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি সৌম্যমূর্ত্তি, ইহাদের সন্ধি, অস্থি ও মাংস দৃঢ়, স্নিগ্ধ ও সংশ্লিষ্ট। ইহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ ও ক্লেশে অক্লিষ্ট, বুদ্ধিমান, সাত্বিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, শাণিতাস্ত্র, গোরোচনা, পদ্ম ও সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, আজানুলম্বিত বাহু, স্থূল ও পীনবক্ষাঃ, প্রশস্ত ললাট, নীলবর্ণ ঘন কেশ, কোমলাঙ্গ, সম এবং সুবিভক্ত মনোহর শরীর, বহু ওজঃ রতিরস শুক্র পুত্র ও ভৃত্যবিশিষ্ট, ধর্ম্মাত্মা, কাহাকেও কখন নিষ্ঠুর বাক্য কহে না, শত্রুতা কখন বিস্মৃত হয় না, চিরকাল দৃঢ় ও প্রচ্ছন্নভাবে রাখে, ইহাদের গমন, মত্তগজেন্দ্র তুল্য, স্বর মেঘ, সমুদ্র, মৃদঙ্গ ও সিংহধ্বনি সদৃশ। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি স্মৃতিমান্, উদ্যোগশীল, বিনীত এবং বাল্যকালেও অতি রোদনশীল বা লোলুপ নহে। ইহারা তিক্ত, কষায়, কটু ও রুক্ষ গুণযুক্ত, বলনাশক অন্ন অল্পমাত্র ভোজন করে, তথাপি বলবান্। ইহাদের চক্ষু সুস্নিগ্ধ, বিশাল, দীর্ঘ ও পক্ষ্মল, নেত্রপ্রান্ত লোহিতবর্ণ, শ্বেতমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডল সুব্যক্ত, বাক্য, ক্রোধ, পান, ভোজন ও কায়িক চেষ্টা অল্প। ইহারা দীর্ঘায়ুঃ, বহু ঐশ্বর্য্যশালী, দূরদর্শী, বদান্য, শ্রদ্ধাবান্, গম্ভীর, উচ্চাশয়, ক্ষমাবান্, আর্য্য, নিদ্রালু, দীর্ঘসূত্রী, কৃতজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি, পণ্ডিত, সৌভাগ্যশালী, লজ্জাশীল, গুরুভক্ত ও স্থিরসৌহৃদ্যযুক্ত। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি স্বপ্নে পদ্ম ও হংসাদি পক্ষিগণে সুশোভিত জলাশয় ও মেঘ দর্শন করে। ইহাদের স্বভাব, ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র বরুণ গরুড় হংস গজাধিপ সিংহ অশ্ব গো ও বৃষ সদৃশ।

প্রকৃতির্দ্বয় সর্ব্বোত্থা দ্বন্দ্ব সর্ব্বগুণোদয়ে।

বাতাদি দোষদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং দোষত্রয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সান্নিপাতিক প্রকৃতি জানিবে।

শৌচাস্তিক্যাদিভিশ্চৈবং গুণৈর্গুণময়ীং বদেৎ॥

বাতাদি সপ্ত প্রকৃতির ন্যায়, শৌচ, আস্তিক্য ও ধর্ম্মরুচ্যাদি সত্বাদি গুণদ্বারাও সত্বাদিগুণময়ী সপ্ত প্রকৃতি হইয়া থাকে। যথা, সত্বপ্রকৃতি, রজঃপ্রকৃতি ও তমঃপ্রকৃতি, সত্বরজঃপ্রকৃতি, সত্বতমঃপ্রকৃতি, রজস্তমঃ-প্রকৃতি এবং ত্রিগুণ প্রকৃতি।

বয়স্ত্বাষোড়শাদ্বালং তত্র ধাত্বিন্দ্রিয়ৌজসাম্।
বৃদ্ধিরাসপ্ততের্মধ্যং তত্রাবৃদ্ধিঃ পরং ক্ষয়ঃ॥

ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল, এইকালে রসাদি ধাতু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ওজঃ পদার্থের বৃদ্ধি হয়। ষোড়শ হইতে সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্য বয়স, এই বয়সে ধাত্বাদির অবৃদ্ধি, সপ্ততি বর্ষের পর হইতে ক্ষয় হইতে থাকে। (বাল্যকাল ত্রিবিধ, যথা, কেবল দুগ্ধপানাবস্থা, দুগ্ধান্নভোজনাবস্থা ও অন্নাহারাবস্থা। মধ্য বয়সও ত্রিবিধ। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ধাতু,

ইন্দ্রিয় ও বলবীর্য্যাদির সমস্ত, তৎপরে অপরিহানি। ৭০ বৎসরের পর ক্ষয়)।

স্বঃ স্বঃ হস্তত্রয়ং সার্দ্ধং বপুঃ পাত্রং সুখায়ুষোঃ।
ন চ যদ্যুক্তমুত্রিক্তৈরষ্টাভিনির্নিন্দিতৈর্নিজৈঃ।
আরোমশাসিত স্থূল দীর্ঘৈঃ সবিপর্য্যয়ৈঃ।

যে শরীর নিজ নিজ হস্তের সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত, সেই শরীরই সুখ এবং আয়ুর আধার। কিন্তু উহা যদি আজন্ম অরোমশাদি অতি নিন্দিত, অষ্টদোষবিশিষ্ট, অর্থাৎ জন্মাবধি অতি অরোমশ বা অতি রোমশ, অতি কৃষ্ণ বা অতি গৌর, অতি স্থূল বা অতি কৃশ, অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব হয়, তাহা হইলে সুখ ও আয়ুর পাত্র হয় না।

সুস্নিগ্ধা মৃদবঃ সূক্ষ্মা নৈকমূলাঃ স্থিরাঃ কচাঃ।
ললাটমুন্নতং শ্লিষ্টশঙ্খমর্দ্ধেন্দু সন্নিভম্॥
কর্ণৌ নীচোন্নতৌ পশ্চান্মহান্তৌ শ্লিষ্টমাংসলৌ।
নেত্রে ব্যক্তসিতাসিতে সুবদ্ধে ঘনপক্ষ্মণী।
উন্নতাগ্রা মহোচ্ছ্বাসা পীনর্জুর্নাসিকা সমা।
ওষ্ঠৌ রক্তাবনুদ্বৃত্তৌ মহত্যৌ নোন্নতে হনূ॥
মহদাস্যং ঘনা দন্তাঃ স্নিগ্ধাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ সিতাঃ সমাঃ।
জিহ্বা রক্তায়তা তন্বী মাংসলং চিবুকং মহৎ॥
গ্রীবা হ্রস্বা ঘনা বৃত্তা স্কন্ধাবুন্নতপীবরৌ।
উদরং দক্ষিণাবর্ত্ত গূঢ়নাভি সমন্বিতম।
তনুরক্তোন্নতনখং স্নিগ্ধমাতাম্রমাংসলম
দীর্ঘাচ্ছিদ্রাঙ্গুলি মহৎ পানিপাদং প্রতিষ্ঠিতম্॥

শরীর যে যে গুণবিশিষ্ট হইলে সুখ ও দীর্ঘায়ুর পাত্র হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। কেশ সুচিক্কণ, মৃদু, সূক্ষ্ম, বহুমূলবিশিষ্ট ও দৃঢ়, ললাট উন্নত, দৃঢ় শঙ্খযুক্ত (শক্তরগ) ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কর্ণ অধোহ্রস্ব, ঊর্দ্ধ উন্নত, পশ্চাৎ বিস্তীর্ণ, দৃঢ় ও মাংসল, নেত্র সুব্যক্ত, শুক্ল কৃষ্ণমণ্ডল, সুসম্বদ্ধ ও ঘন পক্ষ্মবিশিষ্ট, নাসিকা উন্নতাগ্র, মহোচ্ছ্বাসবিশিষ্ট, পীন, সরল ও সম অর্থাৎ অনিম্নোন্নত, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও অনুত্তুলিত, হনু (চোয়াল) প্রশস্ত ও অনুন্নত, মুখবিবর মহৎ, দন্ত ঘন, চিক্কণ, মণিবৎ মসৃণ, শুভ্রবর্ণ ও সমপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট, জিহ্বা লোহিতবর্ণ, আয়ত ও পাতলা, চিবুক মাংসল ও মহৎ, গ্রীবা হ্রস্ব, ঘনাবয়ব ও গোলাকার, স্কন্ধ উন্নত ও পীবর, উদর দক্ষিণাবর্ত্ত, গভীর নাভিবিশিষ্ট, হস্ত ও পদ পাতলা, রক্তবর্ণ, উন্নত নখবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, তাম্রাভ, মাংসল এবং দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবিষ্ট অঙ্গুলিযুক্ত। এইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শরীরই সুখ ও দীর্ঘায়ুর ভাজন।

গূঢ়বংশং বৃহৎপৃষ্ঠং নিগূঢ়াঃ সন্ধয়ো দৃঢ়াঃ।
ধীরঃ স্বরোঽনুনাদী চ বর্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্থিরপ্রভঃ॥
স্বভাবজং স্থিরং সত্ত্বমবিকারি বিপৎস্বপি।
উত্তরোত্তর সুক্ষেত্রং বপুর্গর্ভাদিনীরুজম।
আয়াম জ্ঞান বিজ্ঞানৈর্বর্দ্ধমানং শনৈঃ শুভম্॥

পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত এবং অদৃশ্য মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট, সন্ধিসকল মাংসনিমগ্ন ও দৃঢ়, স্বর ধীর (প্রশস্ত) ও অনুনাদ (ঘণ্টাদি স্বনবৎ অনুনাদ বিশিষ্ট) বর্ণ স্নিগ্ধ ও স্থিরকান্তি, মন স্বভাব নির্ম্মল, স্থির ও বিপৎকালেও অবিকৃত। এইরূপ উত্তরোত্তর সুক্ষেত্র বিশিষ্ট, আগর্ভ নীরোগ এবং সংযম, লৌকিক ব্যবহার, জ্ঞান ও শাস্ত্রাভ্যাসাদি জনিত বিজ্ঞান দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত যে দেহ তাহাই শুভজনক।

ইতি সর্ব্বগুণোপেতে শরীরে শরদাং শতম।
আয়ুরৈশ্বর্য্যমিষ্টাশ্চ সর্ব্বে ভাবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বগুণযুক্ত শরীরে শতবর্ষ আয়ুঃ, ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার অভীপ্সিত বিষয় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ত্বগ্রক্তাদীনি সত্ত্বান্তান্যগ্রাণ্যষ্টৌ যথোত্তরম্।
বলপ্রমাণজ্ঞানার্থং সারাণ্যুক্তানি দেহিনাম্॥
সাবৈকরূপেতঃ সর্ব্বৈঃ স্যাৎ পরং গৌরবসংযুতঃ।
সর্ব্বারম্ভেষু চাশাবান্ সহিষ্ণুঃ সম্মতিঃ স্থিরঃ।

দেহিদিগের বলপ্রমাণ পরিজ্ঞানার্থ ঋষিরা ত্বগ্‌ রক্তাদি সত্ত্ব পর্য্যন্ত আট প্রকার সার বর্ণন করিয়াছেন। যথা, ত্বগ্‌সার, রক্তসার, মাংসসার, মেদোসার, অস্থিসার, মজ্জাসার, শুক্রসার ও সত্ত্বসার। এই আট প্রকার সারের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষা পর পরটি শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বসারবিশিষ্ট ব্যক্তি অতিগৌরবযুক্ত সর্ব্বকার্য্যে আশাবান্‌, সহিষ্ণু, সুমতি ও স্থিরবুদ্ধি হয়।

অনুৎসেকমদৈন্যঞ্চ সুখং দুঃখঞ্চ সেবতে।
সত্ত্ববাংস্তপ্যমানস্তু রাজসো নৈব তামসঃ।

রাজসঃ পুরুষঃ তপ্যমানোঽহমেবামুনা প্রকৃষ্টে-নানন্যসাধারণেন সুখেন সুখীত্যেবং সুখং সেবতে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি অভিমান ত্যাগ করিয়া সুখ এবং অদৈন্য ত্যাগ করিয়া দুঃখ ভোগ করেন। রাজস ব্যক্তি তপ্যমান হইয়া অর্থাৎ সাভিমানে সুখ ও সদৈন্যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তামস ব্যক্তি না সুখানুভব, না দুঃখানুভব কিছুই করিতে পারে না।

দানশীল দয়া সত্য ব্রহ্মচর্য্যঃ কৃতজ্ঞতাঃ।
রসায়নানি মৈত্রী চ পুণ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধিকৃদ্‌ গুণঃ।

মৈত্রী সর্ব্বসত্ত্বানামাত্মভাবনম্‌।

দানশীলতা, দয়া, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কৃতজ্ঞতা, রসায়নক্রিয়া ও মিত্রতা সর্ব্বজীবে আত্মবৎ জ্ঞান এইগুলি পুণ্যজনক ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক গুণ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মর্ম্মবিভাগং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

"সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং তেষামেকাদশাদিশেৎ।
পৃথক্‌ সক্‌থ্নোস্তথা বাহ্বোস্ত্রীণি কোষ্ঠে নবোরসি।
পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশোর্দ্ধন্তু জত্রোস্ত্রিংশচ্চ সপ্ত চ।

অতঃপর আমরা মর্ম্মবিভাগ শারীর ব্যাখ্যা করিব। মনুষ্যদেহে ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক পদে ও প্রত্যেক হস্তে ১১টি করিয়া ৪৪টি; জঠরে ৩টি; বক্ষঃস্থলে ৯টি; পৃষ্ঠে ১৪টি; জত্রুর ঊর্দ্ধে ৩৭টি মর্ম্ম আছে।

মধ্যে পাদতলস্যাঙ্গুরভিতো মধ্যমাঙ্গুলিম্‌।
তলহৃন্নামরুজয়া তত্র বিদ্ধস্য পঞ্চতা।
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমধ্যস্থং ক্ষিপ্রমাক্ষেপমারণম্‌।
তস্যোর্দ্ধং দ্ব্যঙ্গুলে কূর্চ্চঃ পাদভ্রমণ কম্পকৃৎ।

পদতলের মধ্যদেশে মধ্যমাঙ্গুলির অভি-মুখে তলহৃৎ নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে সাংঘাতিক বেদনা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়। পাদাঙ্গুষ্ঠ ও তৎসন্নিহিত অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্রনামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্র মর্ম্মের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে পাদব্যাবর্ত্তন ও কম্প উপস্থিত হয়।

গুল্‌ফসন্ধেরধঃ কূর্চ্চশিরঃ শোফরুজাকরম্‌।
জঙ্ঘাচরণয়োঃ সন্ধৌ গুল্‌ফো রুক্‌ স্তব্ধমান্দ্যকৃৎ।
জঙ্ঘান্তরে ত্বিন্দ্রবস্তির্মারয়ত্যসৃজঃ ক্ষয়াৎ।

গুল্‌ফসন্ধির অধোভাগে কূর্চ্চশিরোনামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে শোথ ও যন্ত্রণা; জঙ্ঘা ও চরণসন্ধিতে গুল্‌ফ নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে বেদনা, স্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য, জঙ্ঘা মধ্যে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়।

জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সঙ্গমে জানু খঞ্জতা তত্র জীবিতঃ।
জানুনস্ত্র্যঙ্গুলাদূর্দ্ধমাণ্যূরুস্তম্ভ শোফকৃৎ।
উর্ব্বাঃ ঊরুমধ্যে তন্মেধাৎ সক্‌থিশোষোঽস্রসংক্ষয়াৎ।
ঊরুমূলে লোহিতাখ্যং হন্তি পক্ষমসৃক্‌ক্ষয়াৎ।
মুষ্কবঙ্ক্ষণয়োর্মধ্যে বিটপং ষণ্ডতাকরম্‌।

জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে জানু মর্ম্ম তাহা বিদ্ধ হইলে মৃত্যু হয়, যদি বাঁচে, তাহা হইলে খঞ্জতা থাকে। জানুসন্ধির তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে আণী নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে উরুস্তম্ভ ও শোথ; উরুমধ্যে উর্ব্বী নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হেতু পাদশোষ; উরুমূলে লোহিতাখ্য মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে, রক্তক্ষয় হেতু পক্ষাঘাত; মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণ মধ্যে বিটপনামক সন্ধি, তাহা বিদ্ধ হইলে, পুরুষত্ব হানি হয়।

ইতি সক্‌থোস্তথা বাহ্বোর্মণিবন্ধোঽত্র গুল্ফবৎ।
কূর্পরং জানুবৎ কৌণ্যং তয়োর্বিটপবৎ পুনঃ।
কক্ষাক্ষমধ্যে কক্ষাধৃক্ কুণিত্বং তত্র জায়তে॥

প্রত্যেক পদে যেরূপ একাদশটী মর্ম্ম আছে, তাহা বর্ণিত হইল। প্রত্যেক হস্তে ও সেইরূপ তলহৃৎ প্রভৃতি একাদশ মর্ম্ম আছে, তবে বাহু মর্ম্মের মধ্যে কয়েকটী নামান্তর আছে, যথা গুল্ফ মর্ম্ম তুল্য মণিবন্ধ, জানুমর্ম্মবৎ কূর্পর, এইমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে কৌণ্য (হস্ত ও হস্তাঙ্গুলির কুঞ্চত্ব, নুলা) হয়। কক্ষা (কাঁক) ও অক্ষ (কক্ষা পার্শ্বস্থাস্থিকীলক) ইহাদের মধ্যে বিটপ সদৃশ কক্ষাধৃক্ নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে ও কৌণ্য উপস্থিত হয়।

স্থূলান্ত্রবদ্ধঃ সদ্যোঘ্নো বিড়্বাতবমনো গুদঃ।
মূত্রাশয়ো ধনুর্বক্রো বস্তিরল্পাস্রমাংসলঃ।
একাধোবদনং মধ্যে কট্যাঃ সদ্যো নিহন্ত্যসূন্।
ঋতেঽশ্মরীব্রণাদ্বিদ্ধস্তত্রাপ্যুভয়তশ্চ সঃ।
মূত্রস্রাবোকতো ভিন্নে ব্রণো রোহেচ্চ যত্নতঃ।
দেহামপক্বস্থানানাং মধ্যে সর্ব্বশিরাশ্রয়ঃ।
নাভিঃ সোঽপি চ সদ্যোঘ্নো দ্বারমামাশয়স্য চ।
সত্ত্বাদিধাম হৃদয়ং স্তনোরঃকোষ্ঠমধ্যগম্।

স্থূলান্ত্রবদ্ধ গুদনামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে পুরীষ ও বায়ু বমন করিয়া, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কটীর মধ্যদেশে বস্তি (মূত্রাশয়) নামক মর্ম্ম, উহা ধনুকের ন্যায় বক্র এবং একমাত্র অধোমুখবিশিষ্ট, তাহাতে রক্ত ও মাংসের ভাগ অল্প আছে। অশ্মরী আহরণার্থ ক্ষত ভিন্ন অন্যকারণে ক্ষত অর্থাৎ বিদ্ধ হইলে রোগীর সদ্যো মৃত্যু হয়। বস্তিমর্ম্মের উভয় পার্শ্বে বিদ্ধ হইলে মূত্র নিঃসৃত হয়, এক পার্শ্ব বিদ্ধ হইলে, অতিযত্নে ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে। দেহাভ্যন্তরে, আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থিত সর্ব্বশিরাধার নাভিনামক মর্ম্ম, উহা সদ্যো মারক। হৃদয় মর্ম্ম, আমাশয়ের মুখস্বরূপ এবং স্তন, বক্ষঃ ও কোষ্ঠের মধ্যস্থিত, উহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার; হৃদয় মর্ম্মও সদ্যো মারক।

স্তনরোহিতমূলাখ্যে দ্ব্যঙ্গুলে স্তনয়োর্বদেৎ।
ঊর্দ্ধাধোঽস্রকফাপূর্ণ কোষ্ঠো নশ্যেত্তয়োঃ ক্রমাৎ।

স্তনদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয় এবং অধোভাগে দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ঐ মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে মনুষ্য, রক্ত ও কফপূর্ণ কোষ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

অপস্তম্ভাবুরঃ পার্শ্বে নাড্যাবনিলবাহিনী।
রক্তেন * পূর্ণকোষ্ঠোঽত্র শ্বাসাৎ কাসাচ্চ নশ্যতি।

বক্ষঃস্থলে, উভয় পার্শ্বে অপস্তম্ভাখ্য দুইটি নাড়ীমর্ম্ম আছে, উহা অনিলবাহিনী, ঐ মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, মনুষ্য, রক্তপূর্ণ কোষ্ঠ (পাঠান্তরে বাতপূর্ণ কোষ্ঠ) ও শ্বাস কাস উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

পৃষ্ঠবংশোরসোর্মধ্যে তয়োরেব চ পার্শ্বয়োঃ।
অধোংশ কূটয়োর্বিদ্যাদপলাপাখ্যমর্ম্মণী।
তয়োঃ কোষ্ঠেঽসৃজাপূর্ণে নশ্যেদ্ বাতেন পূয়তাম্।

* বাতেনেতি পাঠান্তরম্।

পৃষ্ঠবংশ ও বক্ষঃস্থলের মধ্যপ্রদেশে উভয় পার্শ্বে স্কন্ধকূটের অধোভাগে অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, তাহা বিদ্ধ হইলে, কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হয় এবং সেই রক্ত পূযে পরিণত হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠবংশস্য শ্রোণীকর্ণৌ প্রতিষ্ঠিতে।
বংশাশ্রিতে স্ফিজোরূর্দ্ধং কটীক তরুণে স্মৃতে।
তত্র রক্তক্ষয়াৎ পাণ্ডুর্হীনরূপো বিনশ্যতি॥

পৃষ্ঠবংশের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে শ্রোণীকর্ণ নামক মর্ম্মদ্বয় নিতম্বের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশাশ্রিত কটীক ও তরুণ নামক দুইটী মর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। উহারা বিদ্ধ হইলে রক্তস্রাব হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও হীনরূপ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

পৃষ্ঠবংশং হ্যুভয়তো যৌ সন্ধী কটীপার্শ্বয়োঃ।
জঘনস্য বহির্ভাগে মর্ম্মণী তৌ কুকুন্দরৌ।
চেষ্টাহানিরধঃ কায়ে স্পর্শজ্ঞানঞ্চ তদ্ব্যধাৎ।

পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে জঘনের বহির্ভাগে (ভিতরে নহে) কটী ও পার্শ্বের সন্ধিদ্বয় কুকুন্দর মর্ম্ম নামে খ্যাত, তাহা বিদ্ধ হইলে অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ও স্পর্শজ্ঞান লোপ হয়।

পার্শ্বান্তর নিবদ্ধৌ যাবুপরি শ্রোণিকর্ণয়োঃ।
আশয়চ্ছাদনৌ তৌ তু নিতম্বৌ তরুণাস্থিগৌ।
অধঃ শরীরে শোফোঽত্র দৌর্ব্বল্যং মরণং ততঃ।

নিতম্বনামক মর্ম্মদ্বয়, পার্শ্বান্তর নিবদ্ধ তরুণাস্থিস্থিত এবং শ্রোণিকর্ণের উপরিভাগে মূত্রাদির যে সমস্ত আশয় আছে, উহারা তাহাদের আচ্ছাদক। নিতম্বমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে শোথ, দৌর্ব্বল্য ও মরণ উপস্থিত হয়।

পার্শ্বান্তরনিবদ্ধৌ চ মধ্যে জঘনপার্শ্বয়োঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ নির্দ্দিষ্টৌ পার্শ্বসন্ধী তয়োর্ব্যধাৎ।
রক্তপূরিত কোষ্ঠস্য শারীরান্তরসম্ভবঃ।

কটিপ্রদেশে, উভয়দিকে, পার্শ্বান্তর নিবদ্ধ, তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধাবস্থিত, জঘন ও পার্শ্বের মধ্যবর্ত্তী যে সন্ধিদ্বয়, তাহা পার্শ্বসন্ধি নামে অভিহিত। পার্শ্বসন্ধি বিদ্ধ হইলে মনুষ্য রক্তপূরিত কোষ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

স্তনমূলার্জবে ভাগে পৃষ্ঠবংশাশ্রয়ে শিরে।
বৃহত্যৌ তত্র বিদ্ধস্য মরণং রক্তসংক্ষয়াৎ।

স্তনমূল হইতে উভয়দিকে ঋজুভাবে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত যে দুই শিরা আছে, তাহা বৃহতীমর্ম্ম নামে খ্যাত। তাহা বিদ্ধ হইলে রক্তসংক্ষয় হেতু প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বাহুমূলাভিসম্বন্ধে পৃষ্ঠবংশস্য পার্শ্বয়োঃ।
অংসয়োঃ ফলকে বাহুস্বাপশোষৌ তয়োর্ব্বধাৎ।

পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে বাহুমূলসম্বন্ধ অংসফলকনামক দুইটী মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে বাহুর কার্য্যহানি ও বাহুশোষ হয়।

গ্রীবামুভয়তঃ স্নায়ূ গ্রীবাবাহুশিরোঽন্তরে।
স্কন্ধাংসপীঠ সম্বন্ধাবংসৌ বাহুক্রিয়াহরৌ॥

গ্রীবার উভয়দিকে, গ্রীবা, বাহু ও মস্তকের মধ্যগত, স্কন্ধ ও অংসপীঠবন্ধনার্থ অংসমর্ম্ম নামক দুই স্নায়ু আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে তাহার ক্রিয়ার হানি হয়।

কণ্ঠনাড়ীমুভয়তঃ শিরা হন্থসমাশ্রিতাঃ।
চতস্রস্তাসু নীলে দ্বে মন্যে দ্বে মর্ম্মণী স্মৃতে।
স্বরপ্রণাশ বৈকৃত্যং রসাজ্ঞানঞ্চ তদ্ব্যধে।

কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে হনুসংশ্রিত চারিটি শিরা মর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে দুইটি নীলা ও দুইটি মন্যা নামে অভিহিত, অর্থাৎ প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া নীলা ও একটি করিয়া মন্যা আছে। উহা বিদ্ধ হইলে স্বরনাশ, স্বরবৈকৃত্য ও আস্বাদনশক্তির লোপ হয়।

কণ্ঠনাড়ীমুভয়তো জিহ্বায়ামাগতাঃ শিরাঃ।
পৃথক্ চতস্রস্তাঃ সন্তো মন্তাস্তুন্ মাতৃকাহ্বয়াঃ।

কণ্ঠনালীর উভয়দিকে প্রত্যেক পার্শ্বে জিহ্বা ও নাসাশ্রিত চারি চারিটি শিরা আছে, তাহারা মাতৃকামর্ম্ম নামে কথিত। ঐ সকল বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ হয়।

কৃকাটিকে শিরো গ্রীবাসন্ধী তত্র চলং শিরঃ।
অধস্তাৎ কর্ণয়োর্নিম্নে বিধুরে শ্রুতিহারিণী।

মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে কৃকাটিকা নামে দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে, অধোদিকে, বিধুরাখ্য দুইটি অনুন্নত মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে, শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

ফণাবুভয়তো ঘ্রাণমার্গং শ্রোত্রপথানুগৌ।
অন্তর্গলস্থিতৌ বেধাদ্ গন্ধবিজ্ঞানহারিণৌ।

গলাভ্যন্তরে ঘ্রাণমার্গের উভয়পার্শ্বে কর্ণপথানুগ ফণনামক দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়।

নেত্রয়োর্বাহ্যতোঽপাঙ্গৌ ভ্রুবোঃ পুচ্ছান্তয়োরধঃ।
তথোপরি ভ্রুবোর্নিম্নাবাবর্ত্তাবান্ধ্যমেষু চ।

নেত্রদ্বয়ের বহিঃপ্রান্তে ভ্রূপুচ্ছের নিম্নে অপাঙ্গনামক দুই মর্ম্ম, এবং ভ্রূপুচ্ছের উপরে নিম্নাকার আবর্ত্ত নামক দুই মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়।

অনুকর্ণঃ ললাটান্তে শঙ্খৌ সদ্যো বিনাশনৌ।

ললাটের উভয় প্রান্তে শঙ্খনামক দুই মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনাশ হয়।

কেশান্তে শঙ্খয়োরূর্দ্ধমুৎক্ষেপৌ স্থপনী পুনঃ।
ভ্রুবোর্মধ্যে ত্রয়োঽপ্যত্র শল্যে জীবেদনুদ্ধৃতে।
স্বয়ং বা পতিতে পাকাৎ সদ্যো নশ্যতি তূদ্ধৃতে।

কেশান্তে, শঙ্খদ্বয়ের ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয় এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থপনী নামক মর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্মত্রয় বিদ্ধ হইলে যদি শল্য উদ্ধৃত না করা যায়, কিংবা যদি পাকিয়া ঐ শল্য স্বয়ং পতিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বাঁচে, কিন্তু শল্য উদ্ধৃত করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

জিহ্বাক্ষি নাসিকা শ্রোত্র খচতুষ্টয় সঙ্গমে।
তালুন্যাস্যানি চত্বারি স্রোতসাং তেষু মর্ম্মসু।
বিদ্ধঃ শৃঙ্গাটকাখ্যেষু সদ্যস্ত্যজতি জীবিতম্।

তালুপ্রদেশের যেস্থানে জিহ্বা, চক্ষু, নাশিকা ও কর্ণ, এই চারিটি স্রোতঃ মিলিত হইয়াছে, তৎস্থানস্থিত উক্ত স্রোতশ্চতুষ্টয়ের চারিটি মুখকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

কপাল-সন্ধয়ঃ পঞ্চ সীমন্তাস্তির্য্যগূর্দ্ধগাঃ।
ভ্রমোন্মাদমনোনাশৈস্তেষু বিদ্ধেষু নশ্যতি।

মস্তকে পঞ্চ কপালখণ্ডের পাঁচটি সন্ধি যাহারা তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত তাহাদিগকে সীমন্ত মর্ম্ম কহে। সীমন্ত মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে ভ্রম, উন্মাদ ও মনোভ্রংশ হইয়া মৃত্যু হয়।

আন্তরো মস্তকস্যোর্দ্ধং শিরাসন্ধি সমাগমঃ।
রোমাবর্ত্তোঽধিপো নাম মর্ম্ম সদ্যোহরত্যসূন্।

মস্তকাভ্যন্তরে ঊর্দ্ধভাগে শিরাসন্ধি সকলের মিলনস্থলে রোমাবর্ত্ত আছে, সেই রোমাবর্ত্তের নাম অধিপতি মর্ম্ম, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ প্রাণবিনাশ হয়।

বিষমং স্পন্দনং যত্র পীড়িতে রুক্ চ মর্ম্ম তৎ।
মাংসাস্থি স্নায়ু ধমনী শিরাসন্ধিসমাগমঃ।
স্যান্মর্ম্মেতি চ তেনাত্র সুতরাং জীবিতং স্থিতম্।

শরীরের যেস্থানে বিষম স্পন্দন হয়, অর্থাৎ যেস্থান অঙ্গুল্যাদি দ্বারা টিপিলে কখন কখন স্পন্দন অনুভূত হয় এবং যে স্থান টিপিলে অধিক বেদনা উপস্থিত হয়, সেই

স্থান মর্ম্ম। মাংস, অস্থি, স্নায়ু, ধমনী, শিরা ও সন্ধির সংযোগ স্থলই মর্ম্ম। অর্থাৎ মাংস-পেশীর সংযোগ স্থল মাংসমর্ম্ম, অস্থির সংযোগ অস্থিমর্ম্ম, স্নায়ুর সংযোগ স্নায়ুমর্ম্ম, ইত্যাদি। এই মর্ম্মস্থানই জীবনের প্রধান অধিষ্ঠান।

বাহুল্যেন তু নির্দ্দেশঃ ষোঢ়ৈব কর্ম্মকল্পনা।
প্রাণায়তন সামান্যাদৈক্যং বা মর্ম্মণাং মতম্॥

যে ১০৭টি মর্ম্ম নির্দ্দেশ করা গেল, তাহারাই প্রধান। তদ্ব্যতীত মাংসাদির সংযোগরূপ মর্ম্ম আরও অনেক আছে। মাংসাদি ভেদে মর্ম্মের কল্পনা উক্তরূপ ষড়্‌বিধই জানিবে, তাহাদিগকেও মর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে।

মাংসজানি দশেন্দ্রাখ্যতলহৃৎস্তন রোহিতাঃ।
শঙ্খৌ কটীকতরুণে নিতম্বাংসয়োঃ ফলে॥
অস্থ্যষ্টৌ স্নায়ু মর্ম্মাণি ত্রয়োবিংশতিরাণয়ঃ।
কূর্চ্চ কূর্চ্চশিরোঽপাঙ্গ ক্ষিপ্রোৎক্ষেপাংসবস্তয়ঃ॥
গুদোঽপস্তম্ভ বিধুর শৃঙ্গাটানি নবাদিশেৎ।
মর্ম্মাণি ধমনীস্থানি সপ্তত্রিংশৎ শিরাশ্রয়াঃ॥
বৃহত্যৌ মাতৃকা নীলে মন্যে কক্ষাধরৌ ফণৌ।
বিটপে হৃদয়ং নাভিঃ পার্শ্বসন্ধী স্তনান্তরে।
অপলাপৌ স্বপন্যুর্ব্ব্যশ্চতস্রো লোহিতানি চ।
সন্ধৌ বিংশতিরাবর্ত্তৌ মণিবন্ধৌ কুকুন্দরৌ।
সীমন্তাঃ কূর্পরৌ গুল্ফৌ কৃকাট্যৌ জানুনী পতিঃ॥

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাখ্য ৪, তলহৃদাখ্য ৪, স্তনরোহিতাখ্য ২, এই ১০টি মাংসমর্ম্ম। শঙ্খমর্ম্ম ২, কটীকতরুণ ২, নিতম্ব ২, অর্শফলক ২, এই ৮টি অস্থিমর্ম্ম। আণিমর্ম্ম ৪, কূর্চ্চ ৪, কূর্চ্চশিরঃ ৪, অপাঙ্গ ২, ক্ষিপ্র ৪, উৎক্ষেপ ২, অংশ ২, বস্তি ১, এই ২৩টি স্নায়ুমর্ম্ম। গুদমর্ম্ম ১, অপস্তম্ভ ২, বিধুর ২, শৃঙ্গাটক ৪, এই ৯টি ধমনীমর্ম্ম। বৃহতী ২, মাতৃকা ৮, নীলা ২, মন্যা ২, কক্ষাধর ২, ফণ ২, বিটপ ২, হৃদয় ১, নাভি ১, পার্শ্বসন্ধি ২, স্তনরোহিত মূল ২, অপলাপ ২, স্বপনী ১, উর্ব্বী ৪, লোহিতাক্ষ ৪, এই ৩৭টি শিরামর্ম্ম। আবর্ত্ত ২, মণিবন্ধ ২, কুকুন্দর ২, সীমন্ত ৫, কূর্পর ২, গুল্ফ ২, কৃকাটিকা ২, জানু ২, অধিপতি ১, এই ২০টি সন্ধিমর্ম্ম। মাংসাদি-ভেদে এই ১০৭টি মর্ম্ম বর্ণিত হইল।

মাংসমর্ম্ম গুদোঽন্তেবাং স্নায়ৌ কক্ষাধরৌ তথা।
বিটপৌ বিধুরাখ্যে চ শৃঙ্গাটানি শিরঃসু তু।
অপস্তম্ভাবপাঙ্গৌ চ ধমনীস্থং ন তৈঃ স্মৃতম্॥

কতকগুলি পণ্ডিতের মতে গুদ মাংসমর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে, কক্ষাধর ও বিপট স্নায়ুমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম নহে, বিধুর ও স্নায়ুমর্ম্ম, ধমনী মর্ম্ম নহে, শৃঙ্গাটক শিরামর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে এবং তাঁহারা অপস্তম্ভ ও অপাঙ্গ মর্ম্মকেও ধমনীমর্ম্ম বলেন না, স্নায়ুমর্ম্ম কহিয়া থাকেন।

বিদ্ধেঽজস্রমসৃক্স্রাবী মাংসধাবনবৎ তনুঃ।
পাণ্ডুত্বমিন্দ্রিয়াজ্ঞানং মরণঞ্চাশু মাংসজে॥

মাংসমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অনবরত মাংস-ধাবন জল সদৃশ পাতলা রক্তস্রাব, পাণ্ডুত্ব, ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ ও শীঘ্র মৃত্যু হয়।

মজ্জান্বিতোঽচ্ছো বিচ্ছিন্নস্রাবী রুক্ চাস্থিমর্ম্মণি।
আয়ামাক্ষেপকস্তম্ভাঃ স্নায়ুজেঽভ্যধিকং রুজা।
যানস্থানাসনাশক্তির্বৈকল্যমথবান্তকঃ॥

অস্থিমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, নিরন্তর মজ্জা-শ্রিত পাতলা রক্তস্রাব ও বেদনা উপস্থিত হয়। স্নায়ুমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে আয়াম (শরীরা-বয়ব বিস্তার), আক্ষেপ, স্তম্ভ ও অতি বেদনা এবং গমনে, অবস্থানে ও উপ-বেশনে অসামর্থ্য, অঙ্গবৈকল্য অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে।

রক্তং সশব্দফেনোক্ষং ধমনীস্থে বিচেসতঃ।
শিরামর্ম্মব্যধে সান্দ্রমজস্রং বহ্বসৃক্ স্রবেৎ।
তৎক্ষয়াত্তৃড্ ভ্রমশ্বাস মোহহিধ্মাভিরন্তকঃ॥

ধমনীস্থ মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, মূর্চ্ছা হয় এবং সশব্দ ও সফেন রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। শিরামর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, নিরন্তর বহু পরিমাণে ঘন রক্তস্রাব এবং রক্তক্ষয়হেতু তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, মোহ ও হিক্কাদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া মৃত্যুও ঘটে।

বাস্থ শূকৈরিবাকীর্ণং রুঢ়ে চ কুণি খঞ্জতা।
বলচেষ্টাক্ষয়ঃ শোষং পর্ব্ব শোফশ্চ সন্ধিজে॥

সন্ধিজ মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, বিদ্ধস্থান শূকাকীর্ণবৎ বোধ হয়, এমন মর্ম্মের ক্ষত রোপণ হইলেও কুণি (ঠুলা), খঞ্জতা, সন্ধির বল ও কার্য্যক্ষয়, শুষ্কতা ও পর্ব্বশোথ হইয়া থাকে।

নাভিশঙ্খাধিপাপানহৃচ্ছৃঙ্গাটকবস্তয়ঃ।
অষ্টৌ চ মাতৃকাঃ সদ্যো নিঘ্নন্ত্যেকোনবিংশতিঃ।
সপ্তাহঃ পরমস্তেষাং কালঃ কালস্য কর্ষণে॥

নাভি ১, শঙ্খ ২, অধিপতি ১, গুদ ১, হৃদয় ১, শৃঙ্গাটক ৪, বস্তি ১, মাতৃকা ৮, এই ১৯টি মর্ম্ম সদ্যোমারক। এই সকল মর্ম্মের সম্বন্ধে মৃত্যু আকর্ষণের চরমকাল এক সপ্তাহ। অর্থাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে মর্ম্মাহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশদপস্তম্ভতলহৃৎ পার্শ্বসন্ধয়ঃ।
কটীতরুণ সীমন্ত স্তনমূলেন্দ্রবস্তয়ঃ।
ক্ষিপ্রাপলাপ বৃহতী নিতম্বস্তন রোহিতাঃ।
কালান্তর প্রাণহরা মাসমাসার্দ্ধ জীবিতাঃ॥
উৎক্ষেপৌ স্থপনী ত্রীণি বিশল্যঘ্নানি তত্র হি।
বায়ুর্মাংসবসামজ্জ মস্তলুঙ্গানি শোষয়ন্।
শল্যাপায়ে বিনির্গচ্ছন্ শ্বাসাং কাসাচ্চ হন্ত্যসূন্।

অপস্তম্ভ ২, তলহৃৎ ৪, পার্শ্বসন্ধি ২, কটীক ও তরুণ ২, সীমন্ত ৫, স্তনমূল ২, ইন্দ্রবস্তি ৪, ক্ষিপ্র ৪, অপলাপ ২, বৃহতী ২, নিতম্ব ২, স্তনরোহিত ২, এই ৩৩টি মর্ম্ম কালান্তর মারক। ইহারা এক মাসে বা অর্দ্ধমাসে প্রাণনাশ করিয়া থাকে উৎক্ষেপ ২ ও স্থপনী ১, এই মর্ম্মত্রয় বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ শল্য বহির্গত করিলেই মৃত্যু আনয়ন করে। কারণ শল্যনির্গমে বায়ু বহির্গত হইয়া মাংস, বসা, মজ্জা ও মস্তিষ্ক শোষণপূর্ব্বক শ্বাস ও কাস উপস্থিত করিয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করে।

ফণাবপাঙ্গৌ বিধুরৌ নীলে মন্যে কৃকাটিকে।
অংসাংসফলকাবর্ত্ত বিটপোর্ব্বীকুকুন্দরাঃ।
সজান্বলোহিতাখ্যানি কক্ষাধৃক্ কূর্চ্চকূর্পরাঃ।
বৈকল্যমিতি চত্বারি চত্বারিংশচ্চ কুর্ব্বতে॥
হরন্তি তান্যপি প্রাণান্ কদাচিদভিঘাততঃ।

ফণ ২, অপাঙ্গ ২, বিধুর ২, নীলা ২, মন্যা ২, কৃকাটিকা ২, অংশ ২, অংসফলক ২, আবর্ত্ত ২, বিটপ ২, উর্ব্বী ৪, কুকুন্দর ২, জানু ২, লোহিত ৪, আণি ৪, কক্ষাধর ২, কূর্চ্চ ৪, কূর্পর ২, এই ৪৪টি মর্ম্ম শরীরের বৈকল্যকর। অভিঘাত হেতু ইহারা কখন প্রাণনাশও করিয়া থাকে।

অষ্টৌ কূর্চ্চশিরোগুলফ মণিবন্ধা রুজাকরাঃ॥

কূর্চ্চশিরঃ ৪, গুলফ ২, মণিবন্ধ ২, এই ৮টি মর্ম্ম যন্ত্রণাদায়ক, ইহারা প্রাণসংহারক নহে।

তেষাং বিটপকক্ষাধৃগুর্ব্ব্যঃ কূর্চ্চ শিরাংসি চ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানানি দ্ব্যঙ্গুলে মণিবন্ধনে।
গুলফৌ চ স্তনমূলে চ ত্র্যঙ্গুলৌ জানুকূর্পরৌ।

মর্ম্মসমূহের মধ্যে বিটপ, কক্ষাধৃক্, উর্ব্বী ও কূর্চ্চশিরঃ, ইহারা দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত, মণিবন্ধদ্বয়, গুলফদ্বয় ও স্তনমূলদ্বয় প্রত্যেকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত, জানুদ্বয় ও কূর্পর তিন অঙ্গুলি পরিমিত।

অপানবস্তিহৃন্নাভি নীলা সীমন্ত মাতৃকাঃ।
কূর্চ্চশৃঙ্গাটমন্যাশ্চ ত্রিংশদেকেন বর্জ্জিতাঃ।
আত্মপাণিতলোন্মানাঃ শেষাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলং বদেৎ।
পঞ্চাশৎ ষট্ চ মর্ম্মাণি তিলব্রীহিসমান্যপি।

ইষ্টানি মর্ম্মাণ্যন্তেষাং চতুর্ধোক্তাঃ শিরাস্তু যাঃ।
তর্পয়ন্তি বপুঃ কৃৎস্নং তা মর্ম্মাণ্যাশ্রিতাস্ততঃ ॥
তৎক্ষতাৎ ক্ষতজাত্যর্থপ্রবৃত্তের্ধাতুসংক্ষয়ে।
বৃদ্ধশ্চলো রুজস্তীব্রাঃ প্রতনোতি সমীরয়ন্ ॥
তেজস্তদঙ্গতং ধত্তে তৃষ্ণাশোষমদভ্রমান।
স্বিন্নস্রস্তশ্লথতনুং হরত্যেনং ততোঽন্তকঃ ॥

গুদমর্ম্ম, বস্তি, তলহৃৎ, নাভি, নীলা, সীমন্ত, মাতৃকা, কূর্চ্চ ও শৃঙ্গাটক এই ২৯ উনত্রিংশ মর্ম্ম নিজহস্ততল পরিমিত (নীলা প্রভৃতির সংখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে প্রত্যেকের সংখ্যা আর লিখিত হইল না) অবশিষ্ট ৫৬টী মর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত, কিন্তু অন্য তন্ত্রকৃৎদিগের মতে সমস্ত মর্ম্ম তিল বা ব্রীহি পরিমিত।

বাত, পিত্ত ও কফজুষ্ট এবং রক্তবহা যে চারি প্রকার পূর্ব্বোক্ত শিরা, সমস্ত শরীরকে তর্পিত করে, তাহারা সকলই মর্ম্মাশ্রিত। সেই মর্ম্মাশ্রয়ী শিরা সকল ক্ষত হইলে তাহা হইতে বহুল পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয় এবং রক্তের অতি নিঃসরণ হেতু পরম্পরাক্রমে সংসাদি ধাতুরও অপচয় হইয়া থাকে, সুতরাং ধাতুক্ষয়ে কুপিত ও ইতস্ততঃ চলিত বায়ু, উদ্ভূত পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া অতি যন্ত্রণাদায়িনী বেদনা উপস্থিত করে। তাহাতে শিরাক্ষত ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত, স্রস্ততনু, শিথিলাঙ্গ এবং তৃষ্ণা, শোষ, মত্ততা ও ভ্রমে আর্ত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

বর্দ্ধয়েৎ সন্ধিতো গাত্রং মর্ম্মণ্যভিহতে ক্রতম্।
ছেদনাৎ সন্ধিদেশস্য সঙ্কুচন্তি শিরা হ্যতঃ ॥
জীবিতং প্রাণিনাং তত্র রক্তে তিষ্ঠতি তিষ্ঠতি ॥

মর্ম্ম আহত হইলে ত্বরায় সন্ধিস্থান কাটিয়া ফেলিবে, কারণ সন্ধিচ্ছেদে শিরা সকল সঙ্কুচিত অর্থাৎ সংবৃতমুখ হয়, সুতরাং রক্ত বহির্গত হইতে পারে না। জীবিতাধারে রক্ত রক্ষিত হইলে, প্রাণও রক্ষিত হইয়া থাকে।

সুবিদ্ধতোঽপ্যতো জীবেদমর্ম্মণি ন মর্ম্মণি।
প্রাণঘাতিনি জীবেত্তু কশ্চিদ্বৈদ্যগুণেন চেৎ ॥
অসমগ্রাভিঘাতাচ্চ সোঽপি বৈকল্যমশ্নুতে।
তস্মাৎ ক্ষারবিষাগ্ন্যাদীন্ যত্নান্মর্ম্মসু বর্জ্জয়েৎ ॥

মর্ম্মরহিত স্থান শত শতবার বিদ্ধ হইলেও মনুষ্য বাঁচে, কিন্তু প্রাণঘাতি মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে প্রায়ই রক্ষা পায় না। যদিও কেহ বৈদ্যগুণে ও অসমগ্র অভিঘাত হেতু কদাচিৎ পরিত্রাণ পায়, তথাপি তাহাকে অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকিতে হয়। অতএব মর্ম্মস্থানে ক্ষার, বিষ ও অগ্ন্যাদি কখন প্রয়োগ করিবে না।

মর্ম্মাভিঘাতঃ স্বল্পোঽপি প্রায়শো বাধতেতরাম্।
রোগা মর্ম্মাশ্রিতাস্তদ্বৎ প্রক্রান্তা যত্নতোঽপি চ ॥

মর্ম্মাভিঘাত অত্যল্প হইলেও অতিশয় পীড়াকর হয় এবং যে সকল রোগ মর্ম্ম, স্থানে জন্মে, তাহারাও বিশেষ কষ্ট দিয়া থাকে। এতএব অতি যত্নপূর্ব্বক অভিঘাত হইতে মর্ম্ম রক্ষা করিবে। মর্ম্মাশ্রিত রোগেরও প্রতিকার করিবে।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বিকৃতবিজ্ঞানীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পুষ্পং ফলস্য ধূমোঽগ্নের্বর্ষস্য জলদোদয়ঃ।
যথা ভবিষ্যতো লিঙ্গং রিষ্টং মৃত্যোস্তথা ধ্রুবম্ ॥

অতঃপর আমরা বিকৃতবিজ্ঞানীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব। পুষ্প যেমন ভাবি ফলের, ধূম যেমন ভাবি অগ্নির, মেঘোদয় যেমন

ভাবি বৃষ্টির লিঙ্গ, রিষ্ট লক্ষণও তদ্রূপ ভাবি নিশ্চিত মৃত্যুর সূচক।

অরিষ্টং নাস্তি মরণং দৃষ্টরিষ্টঞ্চ জীবিতম্।
অরিষ্টে রিষ্টবিজ্ঞানং ন চ রিষ্টেঽপ্যনৈপুণাৎ।

রিষ্ট বিনা মৃত্যু হয় না এবং রিষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঁচে না। অনৈপুণ্য-হেতু অজ্ঞ লোকের, অরিষ্টে রিষ্ট জ্ঞান এবং রিষ্টে ও রিষ্ট জ্ঞান হয় না।

কেচিত্তু তদ্দ্বিধেত্যাহুঃ স্থায্যস্থায়িবিভেদতঃ।
দোষাণামপি বাহুল্যাদ্রিষ্টাভাসঃ সমুদ্ভবেৎ।
স দোষাণাং শমে শাম্যেৎ স্থায্যবশ্যং তু মৃত্যবে।

কতকগুলি আচার্য্যের মতে রিষ্ট দুই প্রকার। যথা, স্থায়ি ও অস্থায়ি। দোষ সমূহের আধিক্যে রিষ্টাভাস প্রকাশ পায়, সেই রিষ্টাভাস দোষের শমতায় প্রশমিত হয়, কিন্তু স্থায়ি অরিষ্ট অবশ্যই মৃত্যুর জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

রূপেন্দ্রিয়স্বরচ্ছায়া প্রতিচ্ছায়া ক্রিয়াদিষু।
অন্যেষ্বপি চ ভাবেষু প্রাকৃতেষ্বনিমিত্ততঃ।
বিকৃতির্যা সমাসেন রিষ্টং তদিতি লক্ষয়েৎ॥

রূপ, ইন্দ্রিয়, স্বর, কান্তি, প্রতিবিম্ব, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া এবং অন্য যে কোন প্রাকৃত ভাব, তাহা হঠাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে, সামান্যতঃ তাহাকেই অরিষ্ট বলিয়া জানিবে।

কেশরোম নিরভ্যঙ্গং যস্যাভক্তমিবেক্ষ্যতে।
যস্যাত্যর্থং চলে নেত্রে স্তব্ধান্তর্গতনির্গতে।
জিহ্মে বিস্তৃত সংক্ষিপ্তে সংক্ষিপ্তবিততভ্রুণী।
উদ্‌ভ্রান্ত দর্শনে হীনদর্শনে নকুলোপমে।
কপোতাভে অলাতাভে স্রুতে লুলিতপক্ষ্মণী।
নাসিকাত্যর্থবিবৃতা সংবৃতা পিটিকাচিতা।
উচ্ছুনা স্ফুটিতা ম্লানা যস্যোষ্ঠা যাত্যধোঽধরঃ।
ঊর্দ্ধং দ্বিতীয়ঃ স্যাতাং বা পকজম্বুনিভাবুভৌ।

দন্তাঃ সশর্করাঃ শ্যাবাস্তাম্রাঃ পুষ্পিতপঙ্কিতাঃ।
সহসৈব পতেয়ুর্ব্বা জিহ্বা জিহ্মা বিসর্পিণী।
শ্বেতা শুষ্কা গুরুঃ শ্যাবা লিপ্তা সুপ্তা সকণ্টকা।
শিরঃ শিরধরা বোঢ়ুং পৃষ্ঠং বা ভারমাত্মনঃ।
হনূ বা পিণ্ডমাস্যস্থং শক্রুবন্তি ন যস্য চ।
তস্যানিমিত্তমঙ্গানি গুরূণ্যতিলঘূনি বা।
বিষদোষাদ্বিনা যস্য খেভ্যো রক্তং প্রবর্ত্ততে।
উৎসিক্তং মেহনং যস্য বৃষণাবতিনিঃস্বতৌ।
অতোঽন্যথা বা যস্য স্যাৎ সর্ব্বে তে কালচোদিতাঃ

যাহার কেশ ও লোম তৈলাদি ম্রক্ষিত না হইয়াও তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্তবৎ বোধ হয়; নেত্র চঞ্চল বা স্তব্ধ, অন্তর্গত বা বহির্গত, কুটিল, সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভ্রূযুক্ত, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, হীনদৃষ্টি বা নকুলদৃষ্টি, কপোতাভ, অঙ্গার বর্ণ, অশ্রুস্রাবী ও লুলিত পক্ষ্ম, (বাতাহতবৎ বিশৃঙ্খল পক্ষ্ম); যাহার নাসিকা অত্যর্থ বিবৃত বা সংবৃত, পিড়কাব্যাপ্ত, স্ফীত, স্ফুটিত ও ম্লান; যাহার নিম্নোষ্ঠ অধঃক্ষিপ্ত, উর্দ্ধোষ্ঠ উর্দ্ধক্ষিপ্ত ও পক্ব জামফল সদৃশ, যাহার দন্ত শর্করাব্যাপ্ত, শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেত চিহ্ন বিশিষ্ট) ও ক্লেদান্বিত এবং সহসা নিপতিত; যাহার জিহ্বা কুটিল, অতিলোল, শ্বেত বা শ্যাববর্ণ, শুষ্ক, গুরু, লিপ্ত, রসজ্ঞানরহিত ও কণ্টকব্যাপ্ত; যাহার গ্রীবা শিরাবহনে, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠভার বহনে, হনু (চোয়াল) মুখবিবরস্থ অন্নগ্রাস ধারণে অসমর্থ; যাহার অঙ্গ সকল কারণ বিনা গুরু বা লঘু; যাহার বিষদুষ্টি বিনা শরীররন্ধ্র হইতে রক্ত নিঃসৃত; লিঙ্গ উর্দ্ধ ক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় অধঃ প্রলম্বিত; অথবা লিঙ্গ অধঃ-ক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত, তাহাদের সকলকেই কালপ্রেরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত।

যস্যাঽপূর্ব্বাঃ শিরালেখা বালেন্দ্বাকৃতয়োঽপিবা।
ললাটে বস্তিশীর্ষে বা ষণ্মাসান্ন স জীবতি।

পদ্মিনীপত্রবত্তোয়ং শরীরে যস্য দেহিনঃ।
প্লবতে প্লবমানস্য ষণ্মাসং তত্র জীবিতং॥
হরিতাভাঃ শিরা যস্য রোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে॥
যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধি মুখেঽপি বা।
সস্নেহং মূর্দ্ধি ধূমো বা মাসান্তং তস্য জীবিতম্॥
মূর্দ্ধি ভ্রুবোর্বা কুর্ব্বন্তি সীমন্তাবর্ত্তকা নবাঃ।
মৃত্যুং স্বস্থস্য ষড়াত্রাৎ ত্রিরাত্রাদাতুরস্য তু॥
জিহ্বা শ্যাবা মুখং পূতি সব্যমক্ষি নিমজ্জতি।
খগা বা মূর্দ্ধি লীয়ন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ।
যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি।
অকস্মাদ্ যুগপদ্ গাত্রে বর্ণৌ প্রাকৃতবৈকৃতৌ।
তথৈবোপচয়গ্লানি রৌক্ষ্য স্নেহাদি মৃত্যবে।
যস্য স্ফুটেয়ুরঙ্গুল্যো নাকৃষ্টা ন স জীবতি।
ক্ষবকাসাদিষু তথা যস্যাঽপূর্ব্বো ধ্বনির্ভবেৎ।
হ্রস্বো দীর্ঘোঽতিবোচ্ছাসঃ পূতিঃ সুরভিরেব বা।
আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধোঽতিমানুষঃ।
মলবস্ত্রব্রণাদৌ বা বর্ষান্তং তস্য জীবিতম্॥

যাহার ললাটে অথবা বস্তির শিরোভাগে অভিনব শিরারাজি বা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র আকৃতি সমুদ্ভূত হয়; কিংবা স্নানকালীন যাহার শরীরে জলবিন্দুসকল নলিনীদলগত-জলবৎ অর্থাৎ অনবস্থিতভাবে স্থিত হয়, তাহার জীবন কাল ছয়মাস। যাহার শিরা সকল হরিতাভ এবং রোমকূপ সমূহ সংবৃত হয়, সে অম্ল ভোজনাভিলাষী হইয়া পৈত্তিক-রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহার মস্তকে বা মুখে গোময়চূর্ণ সদৃশ সস্নেহ চূর্ণ দৃষ্ট হয়, কিংবা মস্তকে ধূম উদগত হয়, তাহার জীবন একমাস। সুস্থ ব্যক্তির মস্তকে বা ভ্রূতে হঠাৎ সীমন্ত বা রোমাবর্ত্ত উদ্ভূত হইলে, তাহার জীবন ছয়দিন, রোগী ব্যক্তির হইলে তিন দিন। যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, মুখ দুর্গন্ধ, বাম চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, বা মস্তকে কাকাদি পক্ষী উপবিষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবে। স্নাতানুলিপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকাতেও যদি প্রথমে তাহার বক্ষঃ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে সে অর্দ্ধ মাসও জীবিত থাকিবে না। অকস্মাৎ যাহার গাত্রে প্রাকৃত ও বৈকৃত বর্ণ, দেহের স্থৌল্য ও কার্শ্য, গ্লানি ও হর্ষ, রৌক্ষ্য ও স্নেহাদি যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। আকর্ষণ করিলেও যাহার অঙ্গুলি মটকায় না, হাঁচি ও কাস প্রভৃতিতে যাহার অলৌকিক ধ্বনি, যাহার নিঃশ্বাস অতিদীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, দুর্গন্ধি বা সুগন্ধি; যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে তথা মলিন বস্ত্রে ব্রণাদিতে অমানুষ গন্ধ হয়, (সুরভি বা অসুরভি) তাহার জীবন এক বৎসর।

ভজন্তেঽত্যঙ্গসৌরস্যাদ্ যং যূকা মক্ষিকাদয়ঃ।
ত্যজন্তি বাতি বৈরস্যাৎ সোঽপি বর্ষং ন জীবতি॥
সততোষ্মসু গাত্রেষু শৈত্যং যস্যোপলক্ষ্যতে।
শীতেষু ভৃশমৌষ্ণ্যং বা স্বেদঃ স্তম্ভোঽপ্যহেতুকঃ॥
যো জাতশীতপিটিকঃ শীতাঙ্গো বা বিদহ্যতে।
উষ্ণদ্বেষী চ শীতার্ত্তঃ স প্রেতাধিপগোচরঃ॥
উরস্যূষ্মা ভবেদ্ যস্য জঠরে চাতিশীততা।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ।
মূত্রং পুরীষং নিষ্ঠ্যূতং শুক্রং বাপসু নিমজ্জতি।
নিষ্ঠ্যূতং বহুবর্ণং বা যস্য মাসাৎ স নশ্যতি॥

অঙ্গের অতি সুরসত্ব হেতু কেশকীট (উকুন) ও মক্ষিকাদি যাহার শরীরে অভিসর্পন, অথবা দেহের অতি বিরসত্ব হেতু যাহার শরীর ত্যাগ করে, তাহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর। যাহার বাহ্য অঙ্গে সতত উষ্ণতা কিন্তু অন্তরে শৈত্য অথবা যাহার বহিরঙ্গে শৈত্য, অন্তরঙ্গে অত্যন্ত দাহ কিংবা হঠাৎ অতিঘর্ম্ম বা একবারে ঘর্ম্ম রোধ হয়, তাহাকে গতায়ু জানিবে; যে ব্যক্তি কফোদ্ভূত পিড়কাক্রান্ত অথবা

শীতাঙ্গ হইয়া বিদাহ অনুভব করে, যে শীতার্ত্ত হইয়াও উষ্ণদ্বেষী হয়, সে ব্যক্তিও মৃত্যুর গোচর। যাহার বক্ষঃস্থল উষ্ণ, জঠর শীতল, পুরীষ তরল, তৃষ্ণা অধিকতর হয়, সে প্রেতবৎ। যাহার মূত্র, পুরীষ, গয়ের বা শুক্র জলে মগ্ন বা যাহার গয়ের নানা বর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু এক মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে।

ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব যো ঘনম্।
অমূর্ত্তমিব মূর্ত্তঞ্চ মূর্ত্তং বা মূর্ত্তবৎ স্থিতম্।
তেজস্ব্যতেজস্তদ্বচ্চ শুক্লং কৃষ্ণমসচ্চ সৎ।
অনেত্ররোগশ্চন্দ্রঞ্চ বহুরূপ মলাঞ্ছনম্॥
জাগ্রদ্রক্ষাংসি গন্ধর্ব্বান্ প্রেতানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্।
রূপং ব্যাকৃতি তদ্বচ্চ যঃ পশ্যতি স নশ্যতি॥

যে ব্যক্তি আকাশকে ঘনীভূত এবং ঘটপটাদি ঘন বস্তুকে আকাশবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি বাতাদি অমূর্ত্ত বস্তুকে মূর্ত্তিমান্, এবং মূর্ত্তিমান্ বস্তুকে অমূর্ত্তবৎ বোধ করে, যে ব্যক্তি অগ্ন্যাদি ভাস্বর বস্তুকে নিস্তেজ, শুক্লকে কৃষ্ণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে সৎ, সৎ বস্তুকে অসৎ, এবং নেত্ররোগাক্রান্ত না হইয়াও চন্দ্রকে বহুরূপ বিশিষ্ট ও অকলঙ্ক দর্শন করে, যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থাতেও রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, প্রেত বা তদ্বিধ অন্য প্রাণীও বিকৃতরূপ দর্শন করে, তাহাকে গতাসু জানিবে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা স ন পশ্যতি তাং সমাম্।

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী, উত্তর কেন্দ্রস্থ ধ্রুব এবং আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু সেই বৎসরেই হয়।

মেঘতোয়ৌঘনির্ঘোষ বীণা পণব বেণুজান্।
শৃণোত্যন্যাংশ্চ যঃ শব্দানসতো ন সতোঽপিবা।
নিষ্পীড্য কর্ণে শৃণুয়ান্ন যো ধুক্ ধুক্ স্বনম্।

যে ব্যক্তি মেঘধ্বনি, জলতরঙ্গ নির্ঘোষ, বীণা, পণব (বাদ্যবিশেষ) ও বংশীর রব বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ শুনিতে না পায়, অথবা মেঘধ্বনি প্রভৃতি না হইলেও যে ঐ সকল শব্দ শুনে এবং যে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয় টিপিয়া ধুক্ ধুক্ (শব্দবিশেষ) শব্দ অনুভব না করে তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

তদ্বদ্গন্ধরসস্পর্শান্ মন্যতে যে বিপর্য্যয়াৎ।
সর্ব্বশো বা ন যো যশ্চ দীপগন্ধং ন জিঘ্রতি॥
বিধিনা যস্য দোষায় স্বাস্থ্যায়াবিধিনা রসাঃ।
যঃ পাংশুনেব কীর্ণাঙ্গো যোঽঙ্গঘাতং ন বেত্তি বা।
অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্।
জানাত্যতীন্দ্রিয়ং যশ্চ তেষাং মরণমাদিশেৎ।

পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি ধ্বনিবৎ, গন্ধ রস সত্তা ও স্পর্শে অসত্তাতেও যে তাহাদের সত্তা কিংবা বৈপরীত্য অর্থাৎ সুগন্ধকে দুর্গন্ধ মধুরকে অম্ল ইত্যাদি অনুভব করে, অথবা সর্ব্বথা গন্ধাদি কিছুই বোধ না করে, যে ব্যক্তি তৎকালে নির্ব্বাপিত দীপগন্ধ না পায়, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে প্রযুক্ত রস, যাহার রোগের নিমিত্ত এবং অবিধি প্রযুক্ত রস যাহার স্বাস্থ্যের জন্য হয়, যাহার অঙ্গ ধূলিব্যাপ্তবৎ হয়, যে ব্যক্তি অঙ্গাঘাত বুঝিতে পারে না এবং যে উগ্র তপস্যা বা বিধি পূর্ব্বক যোগ ব্যতিরেকেও অতীন্দ্রিয় বিষয় জানিতে পারে, সেই সকল ব্যক্তির মরণ উপস্থিত জানিবে।

হীনো দীনঃ স্বরোঽব্যক্তো যশ্চ স্যাদ্ গদ্গদোঽপিবা
সহসা যো বিমুহ্যেদ্ বা বিবক্ষুর্ন স জীবতি।

যাহার স্বর হীন, অবসন্ন, অব্যক্ত ও গদ্গদ, কিংবা যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছুক

হইয়া বিনা কারণে কথা কহিতে পারে না, সে ব্যক্তি রক্ষা পায় না।

স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিং বা বলবর্ণয়োঃ।
রোগ বৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ॥

যাহার স্বরের দৌর্ব্বল্য, বল ও বর্ণের হানি এবং কারণ ব্যতিরেকে রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারং চাস্য শব্দস্য দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে ব্যক্তি আমার মরণ উপস্থিত, আমি আর বাঁচিব না, এইরূপ অপস্বর (কাতর স্বর) করে, কিংবা এই প্রকার নিজ মৃত্যুর কথা যে পরস্পরের নিকট শোনে, বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন।

সংস্থানেন প্রমানেন বর্ণেন প্রভয়াপি বা।
ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বস্থোঽপি প্রেতএব সঃ॥

শরীরের গঠন, পরিমাণ, বর্ণ ও প্রভা-দ্বারা যাহার ছায়া অর্থাৎ মূর্ত্তি অন্যথাভূত হয়, সে যদি স্বস্থও হয়•তাহা হইলেও তাহাকে মৃত বলিয়া জ্ঞান করিবে। যথা সম অঙ্গ বিষম, বিষমাঙ্গ সম, দীর্ঘাকৃতি হ্রস্ব, হ্রস্বাকৃতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ গৌর, উজ্জ্বল প্রভা মলিন, মলিন প্রভা উজ্জ্বল ইত্যাদি বৈপরীত্য ঘটিলে রোগীর কথা দূরে যাউক স্বস্থ ব্যক্তিকেও মৃতবৎ গণ্য করিতে হইবে।

আতপাদর্শতোয়াদৌ যা সংস্থান প্রমাণতঃ।
ছায়াঙ্গাৎ সম্ভবত্যুক্তা প্রতিচ্ছায়েতি সা পুনঃ॥
বর্ণ প্রভাশ্রয়া যা তু সা চ্ছায়ৈব শরীরগা॥

শরীরের গঠন ও পরিমাণানুরূপ যে ছায়া অঙ্গ হইতে আতপ, দর্পণ ও জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয় তাহাকে প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কহে, প্রতিবিম্ব, বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় নহে, কিন্তু যাহা বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় এবং কেবল শরীর গত, অর্থাৎ যাহা প্রতিবিম্বের ন্যায় জলাদিতে যায় না, তাহাই দেহের ছায়া। প্রতিচ্ছায়া ও ছায়ায় এই প্রভেদ।

ভবেদ্‌ যস্য প্রতিচ্ছায়া ছিন্না ভিন্নাধিকাকুলা।
বিশিরা দ্বিশিরা জিহ্মা বিকৃতা যদি বান্যথা॥
তং সমাপ্তায়ুষং বিদ্যান্নচেল্লক্ষ্য নিমিত্তজা।
প্রতিচ্ছায়াময়ী যস্য ন চাক্ষ্ণীক্ষ্যেত কন্যকা॥

যাহার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য কারণ ব্যতিরেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন, অধিক চঞ্চল, নির্মস্তক বা দ্বিমস্তক, বক্র, বিকৃত বা অন্যথাভূত (পশ্বাদিবৎ প্রতিচ্ছায়া) হয়, অথবা যাহার নয়নে প্রতিচ্ছায়াময়ী কন্যকা (অক্ষিপুত্ত-লিকা) দৃষ্ট না হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিবে।

খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়াবিবিধ লক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ॥
বাতাদ্রজোঽরুণা শ্যাবা ভস্মরুক্ষা হতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া॥
শুদ্ধ বৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা তোয়জা সুখা।
স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শুদ্ধা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী।
বায়বী রোগমরণ ক্লেশায়ান্যাঃ সুখোদয়াঃ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের, বিবিধ লক্ষণান্বিত পাঁচ প্রকার ছায়া হয়। আকাশজা ছায়া নির্ম্মল, ঈষৎ নীলবর্ণ, সস্নেহ ও সপ্রভ বায়বী ছায়া রজোযুক্ত, অরুণ, শ্যাব, ভস্মবৎ রুক্ষ ও প্রভাহীন। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, দীপ্তাভ ও দর্শনপ্রিয়। তোয়জা ছায়া নির্মল বৈদূর্য্য মণিবৎ বিমল, সুস্নিগ্ধ ও সুখাবহ। পার্থিব ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, নির্ম্মল, শ্যাম বা শ্বেতবর্ণ। বায়বী ছায়া রোগ ও মরণের নিমিত্ত হয়, অন্য ছায়া সুখাবহ হইয়া থাকে।

প্রভোক্তা তৈজসী সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা।
রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা॥
তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃ স্নিগ্ধাশ্চ বিমলাশ্চ যাঃ। সংক্ষিপ্তাশ্চাসুখোদয়াঃ॥

মুনিগণ প্রভাকে তৈজসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রভা সাত প্রকার, যথা রক্তা, পীতা, শ্বেতা, শ্যামা, হরিতা, পাণ্ডুরা ও শ্যামা। ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রভা বিকাসী, স্নিগ্ধ ও বিমল, তাহারা শুভপ্রদ এবং যাহারা মলিন, রুক্ষ ও সংক্ষিপ্ত, তাহারা অশুভজনক।

বর্ণমাক্রামতি ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী॥

ছায়া রক্তাদি বর্ণকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ বর্ণকে পরাভব করিয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রভা বর্ণকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

আসন্নে লক্ষ্যতে ছায়া বিকৃষ্টে ভা প্রকাশতে।
নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্বিশেষাশ্চিহ্নয়ন্তি তু॥
নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে ছায়া প্রভাশ্রয়াঃ॥

ছায়া নিকটে লক্ষ্য হয়, প্রভা দূরপ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই ছায়াহীন ও প্রভারহিত নহে। ছায়া ও প্রভান্বিত দৈহিক বিশেষভাব সকল মনুষ্যদিগের শুভাশুভোৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিকষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিসর্পতি।
হীয়তে বলতঃ শশ্বদ্ যোঽন্নমশ্নন্ হিতং বহু॥
যোঽল্পাশী বহুবিণ্মূত্রো বহ্বাশী চাল্পমূত্রবিট্।
যোঽল্পাশী বা * কফেনার্ত্তো দীর্ঘং শ্বসিতি চেষ্টতে॥
দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নিঃশ্বস্য পরিতাম্যতি।
হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে ভৃশম্॥
শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছ্রাদ্ যোঽঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ।
যো ললাটাদ্ স্রুত স্বেদঃ শ্লথসন্ধানবন্ধনঃ॥
উত্থাপ্যমানঃ সংমুহ্যেদ্ যো বলী দুর্ব্বলোঽপি বা।
উত্তান এব স্বপিতি যঃ পাদৌ বিকরোতি চ॥

শয়নাসনকুড্যাদৌ যোঽসদেব জিঘৃক্ষতি।
অহাস্যহাসী সংমুহ্যন্ যো লেঢ়ি দশনচ্ছদৌ॥
উত্তরোষ্ঠং পরিলিহন্ ফুৎকারাংশ্চ করোতি যঃ।
যমভিদ্রবতি ছায়া কৃষ্ণা পীতারুণাপি বা॥
ভিষগ্ভেষজপানান্ন গুরু মিত্রদ্বিষশ্চ যে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সমবর্ত্তিনঃ॥

যে ব্যক্তি শিথিলস্কন্ধ হইয়া পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে ভূমিতে বিচরণ করে; যে নিরন্তর বহু পরিমাণে হিতজনক অন্ন ভোজন করিয়াও বলহীন হয়; যে অল্পভোজী হইয়াও বহু মল মূত্র কিংবা বহুভোজী হইয়া অল্প মলমূত্র ত্যাগ করে এবং যে অল্পাশী হইয়াও কফদ্বারা পীড়িত হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও পরিলুণ্ঠন করে; যে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসানন্তর হ্রস্ব নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্লিষ্ট হয়; যে হ্রস্ব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে কিন্তু নাড়ী যাহার বিষমভাবে অতিশয় স্পন্দন করে; যে প্রপাণিক (পাণির পশ্চাদ্ভাগস্থিত অবয়ব বিশেষ) বক্রীকৃত করিয়া কষ্টে মস্তক চালনা করে; যাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত এবং সন্ধিবন্ধন শিথীল হয়; বলবানই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যাহাকে তুলিয়া বসাইলে মোহপ্রাপ্ত হয়; যে পদদ্বয় বিকৃত করিয়া চিত হইয়া নিদ্রা যায়; যে শয্যায় আসনে ও ভিত্তি প্রভৃতিতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে (বিছানা প্রভৃতি খোঁজে), যে অহাস্য বিষয়ে হাসে, মূর্চ্ছা যায়, দাঁতের মাড়ী ও উপর ওষ্ঠ চাটে, নানাশব্দবিশিষ্ট ফুৎকার করে; কৃষ্ণ পীত বা অরুণ বর্ণ ছায়া যাহার পশ্চাদ্গামিনী হয়; যে ব্যক্তি চিকিৎসক, ঔষধ, অন্নপান, গুরু ও মিত্রের দ্বেষ করে; তাহাদের সকলকেই যমের বশবর্ত্তী জানিবে।

গ্রীবাললাটহৃদয়ং যস্য স্বিদ্যতি শীতলম্।
উষ্ণোঽপরঃ প্রদেশশ্চ শরণং তস্য দেবতা॥

* যোঽল্পমনর ইতি পাঠান্তরম্।

যাহার গ্রীবা, ললাট ও হৃদয় ঘর্ম্মাক্ত এবং শীতল, অপর অঙ্গ উষ্ণ, তাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতা অর্থাৎ দেবতা ভিন্ন তাহাকে রক্ষা করিতে বৈদ্য প্রভৃতি আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

যোঽণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
বলিং বলিভৃতো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে॥
নির্নিমিত্তঞ্চ যো মেধাং শোভামুপচয়ং শ্রিয়ম্।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং স প্রাপ্নোতি যমক্ষয়ম্॥

যে অণুজ্যোতি অর্থাৎ অল্পদৃষ্টি বা অল্পতেজা এবং ব্যাকুলচিত্ত, বিবর্ণকান্তি ও সদা দুর্ম্মনা হয়, কাক শৃগালাদি বলিভুক্ প্রাণী যাহার প্রদত্ত বলি ভোজন না করে এবং কারণ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মেধা, শোভা, দেহোপচয় ও ধন বা রাজ্যাদি শ্রী প্রাপ্ত অথবা মেধা প্রভৃতি হইতে বিভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সত্বর যমভবনে গমন করে।

গুণদোষময়ী যস্য স্বস্থস্য ব্যাধিতস্য বা।
বাত্যন্যথাত্বং প্রকৃতিঃ ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥

স্বস্থ বা ব্যাধিত যে ব্যক্তির সত্বাদি গুণময়ী ও বাতাদি দোষময়ী প্রকৃতি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকম্।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্ভির্মাসৈর্ম্মরিষ্যতঃ॥
মত্তবদ্গতিবাক্কম্পমোহা মাসান্মরিষ্যতঃ॥

ছয় মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার বুদ্ধি, স্বভাব, স্মৃতি, দানশীলতা ও বল, বিনা কারণে অপগত হয় এবং যাহার একমাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে, তাহার মত্তবৎ গতি ও বাক্য এবং কম্প ও মোহ হইয়া থাকে।

নশ্যত্যজানন্ ষড়হাৎ কেশলুঞ্চন বেদনম্।
ন যাতি যস্য চাহারঃ কণ্ঠং কণ্ঠাময়াদৃতে।
প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং যান্তি প্রেতাকৃতিরুদীর্য্যতে।
যস্য নিদ্রা ভবেন্নিত্যং নৈব বা ন স জীবতি।
বক্ত্রমাপূর্য্যতেঽশ্রূণাং স্বিদ্যতশ্চরণৌ ভৃশম্।
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাজ্যং গমিষ্যতঃ॥
যৈঃ পুরা রমতে ভাবৈররতিস্তৈর্ন জীবতি॥

কেশোৎপাটনজনিত বেদনা যে অনুভব করিতে না পারে এবং গলরোগ না থাকিলেও খাদ্য দ্রব্য যাহার গলাধঃকরণ না হয়, ছয় দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ভৃত্যগণ যাহার প্রতিকূল হয়, তাহাকে প্রেতাকৃতিই জানিবে। যে সতত নিদ্রা যায় বা একবারও ঘুমায় না, চক্ষু চঞ্চল হয়, তাহাকেও যমালয়ে যাইতে হইবে। ধন, জন ও বান্ধবাদি যে সকল বিষয় পূর্ব্বে আনন্দোৎপাদন করিত, সেই প্রীতিপ্রদ বিষয় সকল যাহার আর ভাল না লাগে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত।

সহসা জায়তে যস্য বিকারঃ সর্ব্বলক্ষণঃ।
নিবর্ত্ততে বা সহসা সহসা স বিনশ্যতি॥

যাহার জ্বরাদি ব্যাধি, কারণ ব্যতীত সহসা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হয়, অথবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত ব্যাধি হঠাৎ প্রশমতা পায়, তাহার মৃত্যু অচিরে ঘটিয়া থাকে।

জ্বরো নিহন্তি বলবান্ গম্ভীরো দৈর্ঘরাত্রিকঃ।
সপ্রলাপ ভ্রমশ্বাসঃ ক্ষীণং শূনং হতানলম্।
অক্ষামং সক্তবচনং রক্তাক্ষং হৃদি শূলিনম্।
সংশুষ্ককাসঃ পূর্ব্বাহ্ণে যোঽপরাহ্ণেঽপি বা ভবেৎ।
বলমাংসবিহীনস্য শ্লেষ্মকাসসমন্বিতঃ।

প্রবল বহু হেতুদ্বারা উৎপন্ন যে বলবান্ জ্বর; মজ্জা প্রভৃতি গভীর ধাত্বাশ্রয়ী যে গম্ভীর জ্বর; দীর্ঘকালানুবন্ধী যে দৈর্ঘরাত্রিকজ্বর এবং প্রলাপ, ভ্রম ও শ্বাসযুক্ত যে জ্বর; বলমাংসবিহীন ব্যক্তির শ্লেষ্ম ও কাসযুক্ত যে জ্বর; যে জ্বর পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে

শুষ্ককাস উৎপাদন করে, তাহা, ক্ষীণ শোথী, হতাগ্নি, অথবা অক্ষীণ গলবদ্ধবচন, রক্তাক্ষ এবং হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগীকে বিনষ্ট করে।

রক্তপিত্তং ভৃশং রক্তং কৃষ্ণমিন্দ্রধনুঃপ্রভম্।
তাম্রহারিদ্রহরিতং রূপং রক্তং প্রদর্শয়েৎ।
রোমকূপপ্রবিস্যূতং কণ্ঠাস্যহৃদয়ে সজৎ।
বাসসোঽরঞ্জনং পূতি বেগবচ্চাতি ভূরি চ।
বৃদ্ধং পাণ্ডুজ্বরচ্ছর্দ্দিকাসশোথাতিসারিণম্।

রক্তপিত্তরোগে রক্ত যদি অতি লোহিত বা অতি কৃষ্ণ অথবা ইন্দ্রধনুঃপ্রভ হয়, রোগী যদি দৃশ্যমান্ বস্তু তাম্র, হারিদ্র, হরিত বা রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিংবা রক্তপিত্তের রক্ত যদি সমস্ত রোমকূপ হইতে নিস্যূত হয়; অথবা কণ্ঠে, আস্যে ও হৃদয়ে যুগপৎ লিপ্ত হইয়া থাকে; কিংবা ঐ রক্ত যদি দুর্গন্ধি, অতি বেগে ও বহু পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং উহা বস্ত্রে লাগিলে যদি সেই বস্ত্র জলে প্রক্ষালন করিলেও দাগ না উঠে, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। অতি প্রবৃদ্ধ রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, জ্বর, বমি, কাস, শোথ ও অতিসারযুক্ত রোগীকে বিনষ্ট করে।

কাসশ্বাসৌ জ্বরচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাতীসার শোফিনম্।
যক্ষ্মা পার্শ্বরুজানাহ রক্তচ্ছর্দ্দ্যংসতাপিনম্।

কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার ও শোথোপদ্রবে উপদ্রুত রোগীকে বিনষ্ট করে। যক্ষ্মারোগে পার্শ্ববেদনা, আনাহ, রক্তবমন ও স্কন্ধদেশে অভিতাপ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

ছর্দ্দির্বেগবতী মূত্রশকৃদ্‌গন্ধ সচন্দ্রিকা।
সাস্রবিট্‌ পূয়রুক্‌কাস শ্বাসবত্যানুষঙ্গিণী॥

বমিরোগে বমন যদি মহাবেগে প্রবর্ত্তমান, মূত্র বা মলগন্ধি ও ময়ূরপুচ্ছবৎ নানা বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উহা যদি সরক্ত মল, পূয, বেদনা, কাস ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

তৃষ্ণান্যরোগক্ষপিতং বহির্জিহ্বং বিচেতনম্।

তৃষ্ণারোগে রোগী যদি অন্যান্য ব্যাধিদ্বারা কর্ষিতদেহ, নিঃসারিতজিহ্বা ও বিচেতন হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মদাত্যয়োঽতিশীতার্ত্তং ক্ষীণং তৈলপ্রভাননম্।

মদাত্যয়রোগে, রোগী অতিশয় শীতার্ত্ত, ক্ষীণ ও তৈলপ্রভানন হইলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে।

অর্শাংসি পাণিপন্নাভিগুদমুষ্কাস্যশোফিনম্।
হৃৎপার্শ্বাঙ্গরুজাচ্ছর্দ্দি পায়ুপাক জ্বরাতুরম্।

অর্শোরোগে যদি হস্ত, পদ, নাভি, গুহ্য, মুষ্ক ও মুখে শোথ এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, বমি, গুহ্যদেশে পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতীসারো যকৃৎ পিণ্ড মাংসধাবনমেচকৈঃ।
তুল্যতৈল ঘৃতক্ষীর দধিমজ্জবসাসবৈঃ।
মস্তুলুঙ্গমসীপূযবেসবারাম্বুমাক্ষিকৈঃ।
অতিরক্তাসিতস্নিগ্ধ পূত্যচ্ছঘনবেদনঃ।
কর্ব্বুরঃ প্রস্রবন্ ধাতূন্ নিষ্পুরীষোঽথবাতিবিট্।
তন্তুমান্ মক্ষিকাক্রান্তো রাজীমাংশ্চন্দ্রকৈর্যুতঃ।
শীর্ণপায়ুবলিং মুক্তনালং পর্ব্বাস্থিশূলিনম্।
স্রস্তপায়ুং বলীক্ষীণমন্নমেবোপবেশয়েৎ।
সতৃট্ শ্বাসজ্বরচ্ছর্দ্দি দাহানাহ প্রবাহিকঃ।

অতিসার রোগে মল যদি মেচকবর্ণ (কৃষ্ণ চিক্কণ) অথবা যকৃৎখণ্ড, মাংসধাবন জল এবং তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মজ্জা, বসা, আসব, মস্তিষ্ক, কালী, পূয, নিরস্থিপেশিত মাংসজল বা মধুবৎ হয়, কিংবা অতি রক্ত, অতিকৃষ্ণ, অতি চিক্কণ, দুর্গন্ধি, নির্ম্মল, ঘন

ও বেদনান্বিত হয়, কিংবা নানা ধাতুস্রাব হেতু কর্ব্বূর অর্থাৎ বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট, অথবা পুরীষহীন অথবা অতি পুরীষযুক্ত, তন্তুমান্‌, মক্ষিকাক্রান্ত, রেখাবিশিষ্ট বা ময়ূরপিচ্ছবৎ নানা বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং রোগীর যদি গুহ্যদেশ ও গুদনাড়ী শীর্ণ এবং মুক্তনাল (শিথিলবন্ধন), পর্ব্বাস্থি শূলবৎ বেদনাযুক্ত, পায়ু স্খলিত, বল ক্ষীণ, যথাভুক্ত মলত্যাগ এবং তৃষ্ণা, শ্বাস, জ্বর, বমি, দাহ, আনাহ বা প্রবাহিকা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

অশ্মরী শূনবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজার্দ্দিতম্‌।
মেহস্তৃড়্‌দাহপিটিকা মাংসকোথাতিসারিণম্‌।

অশ্মরীরোগে, বৃষণে (কোষ) শোথ, বদ্ধমূত্র, অতিশয় যন্ত্রণা থাকিলে এবং মেহ-রোগ, পিপাসা, দাহ, পিড়কা, মাংসপচন ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

পিটিকা মর্ম্ম হৃৎ পৃষ্ঠ স্তনাংস গুদ মূর্দ্ধগাঃ।
পর্ব্ব পাদ করস্থা বা মন্দোৎসাহঃ প্রমেহিনম্‌।
সর্ব্বঞ্চ মাংস সঙ্কোথ দাহ তৃষ্ণামজজ্বরৈঃ।
বিসর্প মর্ম্ম সংরোধ হিধ্মা শ্বাস ভ্রম ক্লমৈঃ।

প্রমেহ রোগে পিড়কা যদি মর্ম্মস্থানে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, স্তনে, স্কন্ধে, গুহ্যে, মস্তকে, পর্ব্বস্থানে, হস্তে ও পদে জন্মে, তাহা হইলে মন্দোৎসাহ প্রমেহ রোগীকে বিনষ্ট করে। আর পিড়কা রোগে যদি মাংসপচন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প, মর্ম্মরোধ, হিক্কা, শ্বাস, ভ্রম ও ক্লান্তি (দোষজা গ্লানি) উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রমেহী কেন, সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

গুল্মঃ পৃথুপরীণাহো ঘনঃ কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ।
শিরানদ্ধো জ্বরচ্ছর্দ্দি হিধ্মাধ্মানরুজান্বিতঃ।
কাসপীনসহৃল্লাস শ্বাসাতিসার শোথবান্‌।

গুল্ম যদি বৃহৎ, নিবিড়াবয়ব, কূর্ম্মবৎ উন্নত, শিরাব্যাপ্ত এবং জ্বর, বমি, হিক্কা, উদরাধ্মান, বেদনা, কাস, পীনস, বমনবেগ, শ্বাস, অতিসার ও শোথ এই সমস্ত বা ইহাদের কোন কোন উপদ্রবে উপক্রুত হয়, তাহা হইলে গুল্ম রোগীর জীবনের আশা নাই।

বিণ্মূত্রসংগ্রহ শ্বাস শোক হিধ্মা জ্বরভ্রমৈঃ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যাতিসারৈশ্চ জঠরং হন্তি দুর্ব্বলম্‌।
শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্‌।
বিরেচনকৃতানাহমানহ্যন্তং পুনঃ পুনঃ।

জঠররোগে যদি মলমূত্রবিবদ্ধতা, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, জ্বর, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বমি ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগীর নেত্র স্ফীত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্‌ ক্লেদযুক্ত ও পাতলা, বিরেচন জন্য আনাহ বা পুনঃ পুনঃ আনাহ, এই সকল লক্ষণ ঘটে, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাণ্ডুরোগঃ শ্বয়থুমান্‌ পীতাক্ষিনখদর্শনঃ।
তন্দ্রাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছাধ্মানাতিসারবান্‌।

পাণ্ডুরোগ যদি শোথ, তন্দ্রা, দাহ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, আধ্মান ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগীর অক্ষি ও নখ যদি পীতবর্ণ হয়, সে যাহা দর্শন করে, তাহাও যদি পীতবর্ণ দেখে, তবে রোগীর জীবন সংশয় জানিবে।

অনেকোপদ্রবযুতঃ পাদাভ্যাং প্রসৃতো নরম্‌।
নারীং শোফো মুখাদ্ধন্তি কুক্ষি গুহ্যাদুভাবপি।
রাজীচিতঃ স্রবন্‌ ছর্দ্দিজ্বর শ্বাসাতিসারিণম্‌।

পুরুষের শোথ যদি পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদেহে প্রসৃত ও জ্বর-শ্বাসাদি বহু উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে শোথ পুরুষঘাতী এবং স্ত্রীলোকের শোথ যদি মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাদদেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা

স্ত্রীঘাতী, আর কুক্ষি বা গুহ্য হইতে প্রসৃত শোথ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ঘাতী জানিবে। এবং শোথ যদি স্রাববিশিষ্ট ও শিরাব্যাপ্ত এবং রোগী যদি বমি, জ্বর, শ্বাস ও অতিসারোপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলেও আতুরকে গতাসু জ্ঞান করিবে।

জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বয়থুর্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ জায়ন্তেঽন্তায় দেহিনঃ।

শোথ রোগের অন্তে যদি জ্বর ও অতিসার অথবা জ্বরাতিসারের অবসানে শোথ হয়, তাহা হইলে এবংবিধ জ্বর, অতিসার ও শোথ দেহিকে বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে।

শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থঃ পরিস্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতঃ সক্‌থিনী চৈব তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ।

যাহার শোথ পাদাশ্রিত, পায়ের ডিম স্বস্থান চ্যুত এবং পদদ্বয় অবসন্ন, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

আননং হস্তপাদঞ্চ বিশেষাদ্ যস্য শুষ্যতি।
শূয়তে বা বিনা দেহাৎ স মাসাদ্ যাতি পঞ্চতাম্।

যাহার মুখ ও হাত পা বিশেষরূপে শুষ্ক হয়, অথবা দেহ বিনা মুখ ও হাত পা বিশেষরূপে স্ফীত হয়, সে রোগী এক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

বিসর্প্পী কাসবৈবর্ণ্য জ্বরমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গবান্।
ভ্রমাস্য শোষ হৃল্লাস দেহসাদাতিসারবান্।

বিসর্প রোগে কাস, বৈবর্ণ্য, জ্বর, মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মুখশোষ, বমনবেগ, অবসন্নতা ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগীকে ত্যাগ করিবে।

কুষ্ঠং বিশীর্য্যমানাঙ্গং রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
মন্দাগ্নিং জন্তুভির্জুষ্টং হন্তি তৃষ্ণাতিসারিণম্।

কুষ্ঠরোগে অঙ্গ ক্ষীয়মাণ, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর বিনষ্ট, অগ্নি মন্দ ও কৃমি সঞ্জাত হইলে এবং তৃষ্ণা ও অতিসার জন্মিলে, রোগীর মৃত্যু হয়।

বায়ুঃ সুপ্তত্বচং ভুগ্নং কম্পশোথরুজাতুরম্।

বাতব্যাধিতে ত্বক্ স্পর্শানভিজ্ঞ, অঙ্গ এবং কম্প, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে অসাধ্য জানিবে।

বাতাস্রং মোহমূর্চ্ছায় মদ স্বপ্ন জ্বরান্বিতম্।
শিরোগ্রহারুচিশ্বাস সঙ্কোচ স্ফোট কোথবৎ।

বাতরক্ত রোগে মোহ, মূর্চ্ছা, মদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা, জ্বর, শিরোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, অঙ্গসঙ্কোচ, স্ফোটক ও মাংসপচন উপস্থিত হইলে রোগীকে ত্যাগ করিবে।

শিরোরোগারুচি শ্বাস মোহবিড়্ভেদ তৃড়্ভ্রমৈঃ।
ঘ্নন্তি সর্ব্বাময়াঃ ক্ষীণস্বরধাতু বলানলম্।

স্বর, ধাতু, বল ও অগ্নি ক্ষীণ হইলে, সকল রোগেই শিরঃপীড়াদি উপদ্রব অর্থাৎ শিরোরোগ, অরুচি, শ্বাস, মোহ, মলভেদ, তৃষ্ণা ও ভ্রমাদি, আনয়ন করিয়া রোগীকে বিনষ্ট করে।

বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী রক্তোদরী ক্ষয়ী।
গুল্মী মেহী চ তান্ ক্ষীণান্ বিকারেঽল্পেঽপি
বর্জ্জয়েৎ।

বাতরোগী, অপস্মারী, কুষ্ঠী, রক্তপিত্তী, উদররোগী, ক্ষয়রোগী, গুল্মী ও মেহী, ইহারা যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগের বল অল্প হইলেও রোগীকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল রোগে ক্ষীণতাই প্রধান অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

বল মাংস ক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীন্ পক্ষান্ন স জীবতি।

যে রোগীর বল ও মাংসের অতিক্ষয়, রোগের বৃদ্ধি ও অরুচি দৃষ্ট হইবে, সে তিন পক্ষও জীবিত থাকিবে না।

বাতাষ্ঠীলাতিসংবৃদ্ধা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বাতাষ্ঠিলা অত্যন্ত বড় হইয়া হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বিশেষ কষ্টদায়ক হইলে, রোগী তৃষ্ণাভিভূত হইয়া সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

শৈথিল্যং পিণ্ডিকে বায়ুর্নীত্বা নাসাঞ্চ জিহ্মতাম্।
ক্ষীণস্যায়ম্য মন্যে বা সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বিকৃত বায়ু, পায়ের ডিমকে শিথিল, নাসিকাকে বক্র এবং মন্যানামক শিরাদ্বয়কে বিস্তারিত করিয়া শীঘ্রই ক্ষীণ রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করে।

নাভি গুদান্তরং গত্বা বঙ্ক্ষণৌ বা সমাশ্রয়ন্।
গৃহীত্বা পায়ু হৃদয়ে ক্ষীণদেহস্য বা বলী।
মলান্ বস্তিশিরোনাভিং বিবধ্য জনয়ন্ রুজম্।
কুর্ব্বান্ বঙ্ক্ষণয়োঃ শূলং তৃষ্ণাং ভিন্নপুরীষতাম্॥
শ্বাসং বা জনয়ন্ বায়ুর্গৃহীত্বা গুদবঙ্ক্ষণম্॥

অথবা বলবান্ বায়ু, নাভী ও গুদনাড়ীর মধ্যে গমন, বা বঙ্ক্ষণদ্বয়কে (কুচ্‌কী স্থান) আশ্রয় কিংবা গুহ্যদেশ ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বল রোগীর প্রাণবিনাশ করে। অথবা ঐ কুপিত বায়ু পুরীষাদি মলকে বস্তিমুখে ও নাভিস্থলে বিবদ্ধ এবং দারুণ বেদনা উপস্থিত করিয়া কিংবা বঙ্ক্ষণদেশে শূলোৎপাদন, তৃষ্ণা ও মলভেদরূপ উপদ্রব আনিয়া, বা গুদনাড়ী বঙ্ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষীণ রোগীকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত করিয়া থাকে।

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যাততাক্ষস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বায়ু রোগীর পার্শ্বাস্থি সকলের অগ্রভাগ বিস্তারিত, বক্ষঃস্থল পীড়িত, দেহ স্তিমিত এবং সদ্যই মৃত্যু আনয়ন করে।

সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির সহসা জ্বর, সন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিবিশ্লেষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ হঠাৎ জ্বর ও সন্তাপাদি উপস্থিত হওয়া, মৃত্যু লক্ষণ জানিবে।

গোসর্গে বদনাদ্ যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্।
লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

প্রলেপক জ্বরে উপতপ্ত ব্যক্তির যদি প্রত্যূষে মুখমণ্ডল দিয়া অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে উহার জীবন দুর্লভ জানিবে।

প্রবাল গুড়িকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি॥

যাহার শরীরে প্রবালের গুঁড়ার ন্যায় মসূরিকা সকল উৎপন্ন হইয়া সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

মসূরবিদল প্রখ্যাস্তথা বিদ্রুমসন্নিভাঃ।
অন্তর্বক্ত্রাঃ কিণাভাশ্চ বিস্ফোটা দেহনাশনাঃ॥

যে সকল বিস্ফোট মসূরকলাই সদৃশ, প্রবালসন্নিভ, অন্তর্মুখবিশিষ্ট বা শুষ্ক ব্রণবৎ তাহারা দেহনাশক।

কামলাক্ষোর্মুখং পূর্ণং শঙ্খয়োর্ম্মুক্তমাংসতা।
সন্ত্রাসশ্চোষ্ণতাঙ্গে চ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ উপচিত, শঙ্খমাংস শিথিল, ত্রাস সঞ্জাত এবং অঙ্গ উষ্ণ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অকস্মাদম্বুধাবচ্চ বিষ্টৈঃ ত্বক্ সমাশ্রয়ম্॥

যাহার বিস্থষ্ট (ঘর্ষণজাত ব্রণ) ত্বক্ সমাশ্রিত এবং বিনা কারণে অমুধাবনশীল হয়, অর্থাৎ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহাকেও ত্যাগ করিবে।

চন্দনোশীরমদিরা কুণপাঃ পদ্মগন্ধয়ঃ।
শৈবাল কুক্কুটশিখা কুন্দশালিমসিপ্রভাঃ।
অন্তর্দাহা নিরুষ্মাণঃ প্রাণনাশকরা ব্রণাঃ।

যে সকল ব্রণ (ক্ষত) চন্দন, বেণার মূল বা মদিরার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, অথবা শবদুর্গন্ধি বা পদ্মগন্ধি, যাহারা শৈবালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বা কুক্কুটশিখাকার, কুন্দ বা শালিবৎশুভ্র বা মসিপ্রভ, যাহারা অন্তরুষ্ণ কিন্তু বহিঃশীতল, তাহারা প্রাণনাশক।

যো বাতজো ন শূলায় স্যান্ন দাহায় পিত্তজঃ।
কফজো ন চ পূযায় মর্ম্মজশ্চ রুজেন যঃ।
অচূর্ণশ্চূর্ণকীর্ণাভো যত্রাকস্মাচ্চ দৃশ্যতে।
রূপং শক্তিধ্বজাদীনাং সর্ব্বাংস্তান্ বর্জ্জয়েদ্ ব্রণান্।

যে ব্রণ বাতজ কিন্তু বেদনারহিত, পিত্তজ কিন্তু দাহরহিত, কফজ কিন্তু পূযরহিত, মর্ম্মজ অথচ যন্ত্রণারহিত এবং অচূর্ণ (যাহাতে চূর্ণ ঔষধ প্রদত্ত হয় নাই) কিন্তু চূর্ণব্যাপ্তবৎ এবং যাহাতে অকস্মাৎ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ও ধ্বজাদির রূপ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত ব্রণ পরিবর্জ্জন করিবে।

বিণ্মূত্রমারুতবহং কৃমিলঞ্চ ভগন্দরম্।

যে ভগন্দর হইতে মল, মূত্র, বায়ু এবং ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা পরিত্যাজ্য।

ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুত্ক্ষিপ্য পাতয়ন্।
যোঽপাস্যতি মুহুর্ব্বক্ত্রমাতুরো ন স জীবতি।

যে রোগী জানুদ্বারা অপর জানু বিলোড়ন করতঃ পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া ক্ষেপণ করে, এবং মুহুর্মুহুঃ মুখ সঞ্চালন করিয়া থাকে, সে রোগী বাঁচে না।

দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি তৈশ্চ কেশাংস্তৃণানি চ।
ভূমিং কাষ্ঠেন বিলিখন্ লোষ্ট্রং লোষ্ট্রেণ তাড়য়ন্।
হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শুষ্ককাসী জ্বরী চ যঃ।
মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ।
মুহুশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি।

যে রোগী হৃষ্টরোমা, গাঢ় মূত্রণশীল, এবং শুষ্ক কাস ও জ্বরাক্রান্ত, সে যদি দন্ত দ্বারা নখ, কেশ বা তৃণ কাটে, কাষ্ঠিকা দ্বারা ভূমিতে দাগ পাড়ে, ঢিলের উপর ঢিল মারে, মুহুর্মুহুঃ হাসে ও মুহুর্মুহু ধ্বনি করে, শয্যায় পদাঘাত করে এবং মুখ নাসাদি ছিদ্র সকল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে (কেহ ছিদ্র শব্দে পরাপরাধ ঘোষণা এইরূপ অর্থ করেন) তাহা হইলে তাহাকে গতাসু জানিবে।

মৃত্যবে সহসার্ত্তস্য তিলক ব্যঙ্গপিপ্লবঃ।
মুখে দন্তে নখে পুষ্পং জঠরে বিবিধাঃ শিরাঃ।

রোগীর মুখে যদি সহসা তিলক ও ব্যাঙ্গসমূহ অর্থাৎ জটুল উৎপন্ন হয়, নখে ও দন্তে যদি পুষ্প (শুভ্রচিহ্ন) প্রকাশ পায় এবং উদরে যদি নানা বর্ণের ও নানা আকারের শিরা জন্মে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জানিবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।
শর্ম্মবা নাধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।

যাহার শ্বাস ঊর্দ্ধগত, গাত্র উষ্মাবিহীন ও বঙ্ক্ষণদ্বয় শূলবৎ বেদনা দ্বারা উপহত হয় এবং নানাপ্রকার প্রতিকারেও যাহার সুখামুভব হয় না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্।

যাহার রোগ সহসা বর্দ্ধিত, স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্যু তাহার জীবন সহসা হরণ করে।

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সম্পাদয়িতুমৌষধম্।
যতমানো ন শক্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

বৈদ্য যে রোগীর উদ্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহার জীবন দুর্লভ।

বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবিচারিতম্।
ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

যে ঔষধের গুণ ও কর্ম্মাদি বিশেষরূপে জানা আছে, যাহা প্রয়োগ করিয়া অনেকবার ফল পাওয়া গিয়াছে, সেই ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করাতে যাহার রোগ নাশ না হয়, তাহার আর অন্য চিকিৎসা নাই জানিবে।

ভবেদ্ যস্যৌষধেঽন্নে বা কল্প্যমানে বিপর্য্যয়ঃ।
অকস্মাদ্ বর্ণগন্ধাদেঃ স্বস্থোঽপি ন স জীবতি॥

যাহার ঔষধ বা অন্ন সম্পাদনে হঠাৎ গন্ধ বর্ণাদির বিপর্য্যয় ঘটে, রোগীর কথা দূরে যাউক সে সুস্থ হইলেও রক্ষা পায় না।

নিবাতে সেন্ধনং যস্য জ্যোতিশ্চাপ্যুপশাম্যতি।
আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা।
অতিমাত্রঞ্চ পাত্রাণি দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

যে রোগীর নিবাসগৃহে অগ্নি, কাষ্ঠাদি ইন্ধন সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয় এবং যে রোগীর গৃহে পাত্রাদি অতিমাত্র ভাঙ্গে বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্লভ।

যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়ং প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে॥

যে দুর্ব্বল ব্যক্তির রোগ সহসা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, আত্রেয় ঋষি, তাহার জীবন সংশয়াপন্ন মনে করেন।

কথয়েন্নৈব পৃষ্টোঽপি দুঃশ্রবং মরণং ভিষক্।
গতাসোর্বন্ধুমিত্রাণাং ন চেচ্ছেৎ তং চিকিৎসিতুম্॥

বৈদ্য জিজ্ঞাসিত হইলেও মুমূর্ষু রোগীর বন্ধুবান্ধবের নিকট মৃত্যুর দুঃশ্রাব্য কথা বলা উচিৎ নহে এবং গতাসু রোগীর চিকিৎসা করাও বৈদ্যের কর্ত্তব্য নহে।

যমদূতপিশাচাদ্যৈর্যৎ পরাসুরুপাস্যতে।
ঘ্নন্তিরৌষধবীর্য্যাণি তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ঔষধের বীর্য্যহারক যমদূত ও পিশাচাদি ভূতযোনিগণ যখন গতাসু রোগীর উপাসনা করে, তখন তাহাকে পরিবর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ যে মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যমদূত ও পিশাচাদি ভূতগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সুতরাং তাহাকে কোনক্রমেই রক্ষা করিতে পারা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নং যদায়ুর্জ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।
রিষ্টজ্ঞানাদৃতস্তস্মাৎ সর্ব্বদৈব ভবেদ্ ভিষক্॥

যখন আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত ফল, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন সর্ব্বদাই অরিষ্ট জ্ঞান বিষয়েও বৈদ্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য।

মরণং প্রাণিনাং দৃষ্টমায়ুঃ পুণ্যোভয়ক্ষয়াৎ।
তয়োরপ্যক্ষয়াদ্দৃষ্টং বিষমাপরিহারিণাম্॥

আয়ুঃ ও পুণ্য এই উভয়ের ক্ষয়েই প্রাণিগণের মৃত্যু দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা বিষম (অনুচিত) আহার বিহারাদি পরিত্যাগ না করে, তাহাদের আয়ুঃ ও পুণ্যক্ষয় না হইলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব বিষম আহার, বিহারাদি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দূতাদিবিজ্ঞানীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পাষণ্ডাশ্রম বর্ণানাং সবর্ণাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ত এব বিপরীতাঃ স্যুর্দূতাঃ কর্ম্মবিপত্তয়ে॥

অতঃপর আমরা দূতাদিবিজ্ঞানীয় নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব। কাপালিকাদি সংস্কারবিহীন, ছিয়ানব্বই প্রকার পাষণ্ড, ব্রাহ্মচারী প্রভৃতি চারি প্রকার আশ্রমী ও ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার বর্ণ, ইহাদের সমান জাতীয় দূতই কর্ম্মসিদ্ধির জন্য এবং অসমান-জাতীয় দূত কর্ম্মবিপত্তির জন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাষণ্ডের দূত পাষণ্ড, ব্রহ্মচারীর দূত ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের দূত ব্রাহ্মণ ইত্যাদিই প্রশস্ত। অতএব সজাতি দূতই বৈদ্যের আনয়নার্থ প্রেরিতব্য ভিন্ন জাতীয় দূতকে পাঠান কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

দীনং ভীতং দ্রুতং ত্রস্তং রুক্ষামঙ্গলবাদিনম্।
শস্ত্রিণং দণ্ডিনং ষণ্ডং মুণ্ডং শ্মশ্রুজটাধরম্॥
অমঙ্গলাহ্বয়ং ক্রূরকর্ম্মাণং মলিনং স্ত্রিয়ম্।
অনেকব্যাধিতং ব্যঙ্গং রক্তমাল্যানুলেপনম্।
তৈলপঙ্কাঙ্কিতং জীর্ণ বিবর্ণার্দ্রৈকবাসসম্।
খরোষ্ট্রমহিষারূঢ়ং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিমর্দ্দিনম্।
নানুগচ্ছেদ্ ভিষগ্ দূতমাহ্বয়ন্তঞ্চ দূরতঃ॥

বৈদ্য আনয়নার্থ প্রেরিত দূত সমান-জাতীয় হইলেও যদি সে দীনভাবাপন্ন, সাহসহীন, বেগাগত, কর্কশ ও অমঙ্গলবাদী, শস্ত্র বা দণ্ডধারী, ক্লীব, কৃতবপনশ্মশ্রু (দাড়ী গোঁপ কামান) কিন্তু জটাধারী, অকল্যাণনামা, ক্রূরকর্ম্মা, মলিন, স্ত্রীজাতী, বহুব্যাধিগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ, রক্তমাল্যধারী, রক্তচন্দনাদিকৃত অনুলেপনে অনুলিপ্ত, তৈলাঙ্কিত, পঙ্কাঙ্কিত, জীর্ণ বিবর্ণ বা আর্দ্র এক বস্ত্রধারী (উত্তরীয়-বিহীন), গর্দ্দভ উষ্ট্র বা মহিষারূঢ় ও কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি মর্দ্দনশীল হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুগমন করা বৈদ্যের কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ এরূপ দূতের সমভিব্যাহারে আসিলে চিকিৎসা নিষ্ফল হয়।

অশস্তচিন্তাবচনে নগ্নে ছিন্দতি ভিন্দতি।
জুহ্বানে পাবকং পিণ্ডান্ পিতৃভ্যো নির্বপত্যপি।
স্বপ্তে মুক্তকচেঽভ্যক্তে রুদত্য প্রযতে যথা।
বৈদ্যে দূতা মনুষ্যাণামাগচ্ছন্তি মুমূর্ষতাম্॥

বৈদ্য যখন কোন অমঙ্গল চিন্তা করিতেছেন বা অমঙ্গল বাক্য কহিতেছেন অথবা কিছু কাটিতেছেন বা ভাঙ্গিতেছেন, কিংবা অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন বা পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিতেছেন, কি নিদ্রিত আছেন, কি কেশবন্ধন খুলিয়াছেন, কি তৈল মাখিয়াছেন, কি রোদন করিতেছেন, কি চিকিৎসা বিষয়ে অপ্রযত্ন হইয়াছেন, এমন সময়ে যদি দূত যায়, তাহা হইতে জানিতে হইবে যে, সে মুমূর্ষু ব্যক্তির দূত। অর্থাৎ যে রোগীর দূত এরূপ অবস্থাপন্ন বৈদ্যের নিকট গমন-করে, সে রক্ষা পায় না।

বিকারসামান্যগুণে দেশে কালেঽথবা ভিষক্।
দূতমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা নাতুরং তমুপাচরেৎ॥

রোগের সমান গুণবিশিষ্টদেশে অথবা কালে দূতকে সমাগত দেখিয়া ভিষক্ কথনই সেই দূতপ্রেরক রোগীর চিকিৎসা করিবে না। যথা, কফজনিত রোগে ঘৃত জলাদি দ্রব সমীপে বা আনূপদেশে অথবা প্রাতঃকালে আগত দূত অশুভ, পিত্তজনিত রোগে অগ্ন্যাদি সন্তপ্তস্থানে বা মধ্যাহ্নকালে আগত দূত অশুভ, বাতজনিত রোগে পুরুষ রুক্ষ বা বালুকা ও পাষাণাদিবিশিষ্ট স্থানে অথবা সায়ংকালে সমাগত দূত অশুভ, ইহার বিপরীত শুভ। বমি, মেহ ও অতিসারাদি রোগে সেতুভঙ্গ অশুভ, সেতুবন্ধ শুভ।

স্পৃশন্তো নাভিনাসাস্যকেশরোম নখদ্বিজান্।
গুহ্য পৃষ্ঠস্তনগ্রীবা জঠরানামিকাঙ্গুলীঃ।
কার্পাস বসু সীসাস্থি পলালমুশলোপলম্।
মার্জ্জনী সূর্পচেলান্ত ভস্মাঙ্গার দশাতুষান্।

রজ্জুপানত্তুলাপাশমন্যদ্বা ভগ্নবিচ্যুতম্।
তৎপূর্ব্বদর্শনে দূতা ব্যাহরন্তি মরিষ্যতাম্॥

দূত ও বৈদ্যের প্রথম দর্শনকালে, দূত যদি নাভি, নাসিকা, মুখ, কেশ, রোম, নখ, দাঁত, গুহ্যদেশ, পৃষ্ঠ, স্তন, গ্রীবা, উদর, অনামিকাঙ্গুলি অথবা কার্পাস, ভুসি, সীসা, অস্থি, পোয়ালখড়, মুশল, পাষাণ, কিংবা ঝাঁটা, কুলা, বস্ত্রপ্রান্ত, ভস্ম, অঙ্গার, বস্ত্রের ফুঁপী, তুষ বা রজ্জু, চর্ম্মপাদুকা, তুলা, পাশ (পক্ষ্যাদি ধরিবার ফাঁদ প্রভৃতি) কিংবা কোন ভগ্ন বা বিচ্যুত বস্তু স্পর্শ করিতে করিতে রোগীর বিষয় বলিতে থাকে, তাহা হইলে, সেই দূতকে মুমূর্ষু ব্যক্তির দূত বলিয়া জানিবে।

তথার্দ্ধরাত্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োঃ পর্ব্ববাসরে।
ষষ্ঠী চতুর্থী নবমী রাহু কেতুদয়াদিষু।
ভরণী কৃত্তিকাশ্লেষা পূর্ব্বার্দ্রা পৈত্র্য নৈঋতে॥

অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে, দিবারাত্রির সন্ধি-সময়ে, পর্ব্বদিনে অথবা চতুর্থী, ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে, কিংবা রাহু, কেতু, ভরণী, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, পূর্ব্বফল্গুনী, আর্দ্রা, মঘা ও মূলা নক্ষত্রে আগত দূত অশুভ প্রকাশক।

যস্মিংশ্চ দূতে ব্রুবতি বাক্যমাতুরসংশ্রয়ম।
পশ্যেন্নিমিত্তমশুভং তঞ্চ নানুব্রজেদ্ভিষক্॥

দূত আসিয়া যখন বৈদ্যের নিকট আতুর সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহে, তখন বৈদ্য যদি নিম্নলিখিত কোন অশুভ চিহ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই দূতের সহিত গমন করিবেন না।

তদ্যথা বিকলঃ প্রেতঃ প্রেতালঙ্কার এব বা।
ছিন্নং দগ্ধং বিনষ্টং বা তদ্বাদীনি বচাংসি বা।
রসো বা কটুকস্তীব্রো গন্ধো বা কৌণপো মহান্।
স্পর্শো বা বিপুলঃ ক্রূরো যদ্বান্যদপি তাদৃশম্॥

তৎ সর্ব্বমভিতো বাক্যং বাক্যকালেঽথবা পুনঃ।
দূতমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা নাতুরং তমুপাচরেৎ॥

অশুভ চিহ্ন যথা—বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, শব, শবের কোন অলঙ্কার, ছেঁড়া কোন বস্তু, পোড়া বস্ত্রাদি, বিনষ্ট বস্তু (ভগ্ন কলসাদি) এবং ঐ ছেঁড়া পোড়া বিনষ্ট বস্তু সম্বন্ধীয় বাক্য সমূহ, তীব্র কটু রস, অতিশয় দুর্গন্ধ, বিপুল বা ক্রূরস্পর্শ (অগ্ন্যাদি স্পর্শ) এই সকল অশুভ লক্ষণ বা এতাদৃশ অন্য কোন অমঙ্গল চিহ্ন যদি আতুর সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপনের অগ্রে অথবা কথোপকথন সময়ে ঘটে এবং তৎকালে যদি দূত সমাগত হয়, তাহা হইলে সে রোগীর চিকিৎসা করিবে না।

হাহাক্রন্দিতমুৎক্রুষ্টং রুদিতং স্খলনং ক্ষুতম্।
বস্ত্রাতপত্র পাদত্র ব্যসনং ব্যসনীক্ষণম্॥
চৈত্যধ্বজানাং পাত্রাণাং পূর্ণানাঞ্চ নিমজ্জনম্।
হতানিষ্টপ্রবাদাংশ্চ দূষণং ভস্মপাংশুভিঃ॥

হাহাকার করিয়া ক্রন্দন, উচ্চৈঃস্বরে রোদন, পাদস্খলন, হাঁচী এবং বৈদ্যের বস্ত্র, ছত্রের ও জুতার বিনাশ, ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির দর্শন এবং চৈত্যধ্বজার ও পূর্ণপাত্রের পতন, "রক্ষা পাইবে না" এইরূপ অনিষ্টসূচক জনরব, বৈদ্যের গমন পথ ভস্ম ও পাংশু দ্বারা দূষিত হওয়া, এই সমস্ত লক্ষণ অশুভ।

পথশ্ছেদোঽহি মার্জ্জার গোধা শরট বানরৈঃ।
দীপ্তাং প্রতিদিশং বাচঃ ক্রূরাণাং মৃগপক্ষিণাম্।
কৃষ্ণধান্য গুড়োদশ্বিল্লবণাসব চর্ম্মণাম্।
সর্ষপাণাং বসা তৈল তৃণ পঙ্কেন্ধনস্য চ॥
ক্লীবক্রূরশ্বপাকানাং জালবাগুরয়োরপি।
ছর্দ্দিতস্য পুরীষস্য পূতিদুর্দ্দর্শনস্য চ।
নিঃসারস্য ব্যবায়স্য কার্পাসাদেররেরপি।
শয়নাসনযানানামুত্তানানাস্তু দর্শনম্।
ন্যুজ্জানামিতরেষাঞ্চ পাত্রাদীনামশোভনম্॥

সর্প, মার্জ্জার, গোধা, কৃকলাস ও বানর কর্ত্তৃক বৈদ্যের গমন পথের ছেদ, "দিক সকল যেন প্রজ্বলিত হইয়াছে" এইরূপ কথোপকথন এবং ক্রূর মৃগপক্ষী, কৃষ্ণধান্য, গুড়, উদশ্বিৎ (অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল), লবণ. আসব, চর্ম্ম, সর্ষপ, বসা, তৈল, তৃণ, পঙ্ক, ইন্ধন (কাষ্ঠাদি), ক্লীব, ক্রূর (নিষ্ঠুরবাদী), চণ্ডাল, জাল (মৃগাদি ধরা ফাঁদ), বমিত বস্তু, পুরীষ, দুর্গন্ধ ও দুর্দ্দৃশ্য দ্রব্য, অসার বস্তু, মৈথুন, কার্পাসাদি পদার্থ, শক্র এবং শয্যা, আসন ও যানে বিপরীত ভাবে অবস্থিতি এবং ন্যুব্জভাবে স্থিত কলস শরাবাদি পাত্র, এই সকল দুর্লক্ষণ বৈদ্যের গমন সময়ে দৃষ্ট হইলে রোগীর জীবন সংশয় জানিবে।

পুংসংজ্ঞাঃ পক্ষিণো বামাঃ স্ত্রীসংজ্ঞা দক্ষিণাঃ শুভাঃ ॥

হংস চাতকাদি পুরুষসংজ্ঞক পক্ষী বামপার্শ্বে এবং বলাকা ও সারিকা প্রভৃতি স্ত্রীবাচক পক্ষী দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিলে শুভ।

প্রদক্ষিণং খগমৃগা যান্তো নৈবং শ্বজম্বুকাঃ।
অযুগ্মাশ্চ মৃগাঃ শস্তাঃ শস্তা নিত্যঞ্চ দর্শনে।
চাস ভাস ভরদ্বাজ নকুল চ্ছাগ বর্হিণঃ।

মৃগ ও পক্ষিগণ, বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে শুভ, কিন্তু কুকুর ও শৃগালের ঐরূপ গমন অশুভ, ইহাদের দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে গমনই ভাল। আর বামদিকেই হউক ও দক্ষিণদিকেই হউক, অযুগ্ম মৃগ দর্শন এবং নীলকণ্ঠ, গোষ্ঠ কুক্কুট, ভারুই পক্ষী, নেউল, ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের নিত্য দর্শন হিতজনক।

অশুভঃ সর্ব্বথোলূক বিড়াল শরটেক্ষণম্।

বামদিকেই হউক আর দক্ষিণদিকেই হউক, যুগ্মই হউক আর অযুগ্মই হউক, পেচক, বিড়াল ও কৃকলাসের দর্শন অশুভ।

প্রশস্তাঃ কীর্ত্তনে কোল গোধাহিশশডাহুকাঃ *।
ন দর্শনে ন বিরুতে বানরর্ক্ষাবৃতেঽন্যথা।

শূকর, গোধা, সর্প, চাস ও ডাকপক্ষী, ইহাদের নাম কীর্ত্তন শুভ। কিন্তু দর্শন বা ধ্বনি অশুভ। বানর ও ভল্লুক ইহার বিপরীত অর্থাৎ ইহাদের দর্শন ও ধ্বনি শুভ, কিন্তু নামকীর্ত্তন অশুভ।

ধনুরৈন্দ্রঞ্চ লালাটমশুভং শুভমন্যতঃ।
অগ্নিপূর্ণানি পাত্রাণি ভিন্নানি বিশিখানি চ ॥
বিশিখানি—অন্তঃশূন্যানি।

ললাটাভিমুখে স্থিত ইন্দ্রধনুঃ অশুভ, অন্যদিকে (পার্শ্বে বা পৃষ্টদেশে) শুভ। অগ্নিপূর্ণ পাত্র, ভগ্নপাত্র বা শূন্যপাত্র অশুভ।

দধ্যক্ষতাদি নির্গচ্ছদ্ বক্ষ্যমাণঞ্চ মঙ্গলম্।
বৈদ্যো মরিষ্যতাং বেশ্ম প্রবিশন্নেব পশ্যতি ॥

বৈদ্য যদি রোগীর গৃহ প্রবেশকালে দধি ও আতপ তণ্ডুলাদি বক্ষ্যমাণ মঙ্গল দ্রব্য সকল বহির্গত হইতে দেখেন, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় করিবেন।

দূতাদ্যসাধু দৃষ্টেবং ত্যজ্যোদার্ত্তমতোঽন্যথা।
করুণাশুদ্ধ সন্তানো যত্নতঃ সমুপাচরেৎ ॥

এই প্রকার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দূতাদি অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, বৈদ্য রোগীকে ত্যাগ করিবেন। কিন্তু অন্যথা অর্থাৎ শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইলে, করুণাপূর্ণ চিত্তে ও বিশুদ্ধভাবে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন।

দধ্যক্ষতেক্ষুনিষ্পাব প্রিয়ঙ্গু মধু সর্পিষাম্।
যাবকাঞ্জন ভৃঙ্গার ঘণ্টা দীপ সরোরুহাম্।
দূর্ব্বার্দ্রমৎস্য মাংসানাং লাজানাং ফলভক্ষয়োঃ।
রত্নেভ পূর্ণকুম্ভানাং কন্যায়াঃ স্যন্দনস্য চ।
নরস্য বর্দ্ধমানস্য দেবতানাং নৃপস্য চ।
শুক্লানাং সুমনো বাল চামরাম্বর বাজিনাম্।

* ডাহকা ইতি পাঠান্তরম্।

শঙ্খসাধু দ্বিজোষ্ণীষতোরণস্বস্তিকস্য চ ॥
ভূমেঃ সমুদ্ধৃতায়াশ্চ বহ্নেঃ প্রজ্বলিতস্য চ ॥
মনোজ্ঞস্যান্নপানস্য পূর্ণস্য শকটস্য চ ॥
নৃভির্ধেন্বাঃ সবৎসায়া বড়বায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥
জীবঞ্জীবক সারঙ্গ সারসপ্রিয়বাদিনাম্ ।
রুচকাদর্শ সিদ্ধার্থ রোচনানাঞ্চ দর্শনম্ ॥
গন্ধঃ সুসুরভির্বর্ণঃ সুশুক্লো মধুরো রসঃ ।
গোপতেরনুকূলস্য স্বরস্তদ্বদ্‌গবামপি ॥
মৃগপক্ষিনরাণাঞ্চ শোভিনাং শোভনা গিরঃ ।
ছত্রধ্বজপতাকানামুৎক্ষেপণমভিষ্টুতিঃ ॥
ভেরীমৃদঙ্গ শঙ্খানাং শব্দাঃ পুণ্যাহনিঃস্বনাঃ ।
বেদাধ্যয়ন শব্দাশ্চ সুখো বায়ুঃ প্রদক্ষিণঃ ॥
পথি বেশ্মপ্রবেশে চ বিদ্যাদারোগ্যলক্ষণম্ ॥

বৈদ্য চিকিৎসার্থ, গমনকালে পথে বা রোগীর গৃহ প্রবেশ সময়ে, পশ্চাল্লিখিত ঘটনা সকল সংঘটিত হইলে শুভ ফল জানিবে। যথা দধি, আতপতণ্ডুল, তিলকল্ক, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, অলক্তক, অঞ্জন, ভৃঙ্গার (গাড়ু), ঘণ্টা, প্রদীপ, পদ্ম, দূর্ব্বা, টাটকা মৎস্য ও মাংস, খৈ, ফল, মোদকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, পদ্মরাগাদি মণি, হস্তী, পূর্ণকুম্ভ, কন্যা, রথ, শৌর্য্য ও দানাদি গুণসম্পন্ন মান্য ব্যক্তি, দেবতা, রাজা, জাতি প্রভৃতি শুক্ল পুষ্প, শুক্ল চামর, শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল ঘোটক, শঙ্খ, সাধু, দ্বিজ, উষ্ণীষ, তোরণ, স্বস্তিক, সমুদ্ধৃত-ভূমি, প্রজ্বলিত বহ্নি, উপাদেয় অন্নপান, মনুষ্যপূর্ণ শকট, সুবৎসা গাভী, সবৎসা ঘোটকী, সাপত্যা স্ত্রী এবং জীবঞ্জীবক, সারঙ্গ ও সারস প্রভৃতি পক্ষী, এই সকল দর্শন শুভ। সুরভি গন্ধ, শুক্লবর্ণ, মধুর রস, অক্রুদ্ধ বৃষের ও গাভীর ধ্বনি, প্রশস্ত (শৃগাল পেচক ও চণ্ডালাদি ভিন্ন) মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যের শোভন স্বর, ছত্র, ধ্বজ ও পতাকাদি উৎক্ষেপণ (উপরি স্থাপন), গমনকালে অভিষ্টুতি অর্থাৎ মনুষ্যদিগের জয়ধ্বনি, ভেরী মৃদঙ্গ শঙ্খধ্বনি, আরোগ্যার্থ প্রশস্ত শব্দ বেদাধ্যয়ন শব্দ এবং অনুকূল ও সুখপ্রদ বায়ুপ্রবাহ, এই সমস্ত আরোগ্য লক্ষণ জানিবে।

ইত্যুক্তং দূতশকুনং স্বপ্নানূর্দ্ধং প্রচক্ষতে ।
স্বপ্নে মদ্যং সহ প্রেতৈর্যঃ বিপন্ কৃষ্যতে শুনা ॥
স মর্ত্ত্যো মৃত্যুনা শীঘ্রং জ্বররূপেণ নীয়তে ।
রক্তমাল্যবপুর্বস্ত্রো যো হসন্ হ্রিয়তে স্ত্রিয়া ॥
সোঽস্রপিত্তেন মহিষশ্ববরাহোষ্ট্র গর্দ্দভৈঃ ।
যঃ প্রয়াতি দিশং যাম্যাং মরণং তস্য যক্ষ্মণা ॥
লতা কণ্টকিনী বংশস্তালো বা হৃদি জায়তে ।
যস্য তস্যাশু গুল্মেন যস্য বহ্নিমনর্চ্চিষম্ ॥
জুহ্বতো ঘৃতসিক্তস্য নগ্নস্যোরসি জায়তে ।
পদ্মং স নশ্যেৎ কুষ্ঠেন চণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেৎ ॥
স্নেহং বহুবিধং স্বপ্নে স প্রমেহেন নশ্যতি ।
উন্মাদেন জলে মজ্জেদ্ যো নৃত্যন্ রাক্ষসৈঃ সহ ॥
অপস্মারেণ যো মর্ত্ত্যো নৃত্যন্ প্রেতেন নীয়তে ।
যানং খরোষ্ট্রমার্জ্জারকপিশার্দ্দূল শূকরৈঃ ॥
যস্য প্রেতৈঃ শৃগালৈর্ব্বা স মৃত্যোর্বর্ত্ততে মুখে ।
অপূপশষ্কুলীর্জগ্ধ্বা বিবুদ্ধস্তদ্বিধং বমন্ ॥
ন জীবত্যক্ষি রোগায় সূর্য্যেন্দু গ্রহণেক্ষণম্ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পাতদর্শনং দৃষ্টিনাশনম্ ॥

শুভাশুভ সূচক দূত ও শকুন (হাহা-কারাদি দুর্লক্ষণ) অভিহিত হইল। অতঃ-পর স্বপ্ন দর্শনের বিষয় বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে প্রেতের সহিত মদ্যপান করে ও কুকুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, জ্বর রোগে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে। যে স্বপ্নে রক্তমাল্যাম্বরধারী ও রক্তবপুঃ হইয়া স্ত্রীর সহিত হাস্য করে ও স্ত্রীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সে রক্তপিত্ত রোগে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে মহিষ, কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভে চড়িয়া দক্ষিণ দিকে গমন করে সে যক্ষ্মারোগে, যে স্বপ্ন দেখে যে, তাহার হৃদয়ে কণ্টকিনী লতা, বংশ বা তালগাছ জন্মিয়াছে, সে আশু গুল্মরোগে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে উলঙ্গ ও ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া

শিখারহিত অগ্নিতে আহুতি দেয় ও আপন হৃদয়ে পদ্ম জন্মিয়াছে বলিয়া অনুভব করে, সে কুষ্ঠরোগে, যে স্বপ্নাবস্থায় চণ্ডালের সহিত ঘৃত তৈলাদি বহুবিধ স্নেহ পদার্থ পান করে, সে প্রমেহরোগে, যে স্বপ্নে রাক্ষসের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলমগ্ন হয়, সে উন্মাদ রোগে এবং যে নৃত্য করিতে করিতে প্রেত কর্ত্তৃক নীত হয়, সে অপস্মার রোগে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বিড়াল, বানর, ব্যাঘ্র, শূকর, প্রেত বা শৃগালে চড়িয়া গমন করে, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যে স্বপ্নে পিষ্টক বা শষ্কুলী ভক্ষণ করিয়া অর্থাৎ এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ও তদ্বৎ বমন করে, সে বাঁচে না। যে স্বপ্নে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করে, তাহার অক্ষিরোগ, যে সূর্য্য ও চন্দ্রের পতন দেখে, তাহার দৃষ্টি নাশ হয়।

মূর্দ্ধ্নি বংশলতাদীনাং সম্ভবো বয়সাং তথা।
নিলয়ো মুণ্ডতা কাকগৃধ্রাদ্যৈঃ পরিবারণম্॥
ততো প্রেত পিশাচ স্ত্রী দ্রবিড়ান্ধ্র গবাশনৈঃ।
সঙ্গো বেত্রলতাবংশ তৃণ কণ্টক সঙ্কটে॥
শ্বভ্রশ্মশানশয়নং পতনং পাংশুভস্মনোঃ।
মজ্জনং জলপঙ্কাদৌ শীঘ্রেণ স্রোতসা হৃতিঃ॥
নৃত্যবাদিত্র গীতানি রক্তস্রগ্বস্ত্রধারণম্।
বয়োঽঙ্গ বৃদ্ধিরভ্যঙ্গো বিবাহঃ শ্মশ্রুকর্ম্ম চ॥
পক্বান্ন স্নেহ মদ্যাশঃ প্রচ্ছর্দ্দন বিরেচনে।
হিরণ্য লোহয়োর্লাভঃ কলির্বন্ধ পরাজয়ৌ॥
উপানদ্‌যুগনাশশ্চ প্রপাতঃ পাদচর্ম্মণোঃ।
হর্ষো ভৃশং প্রকুপিতৈঃ পিতৃভিশ্চাবভর্ৎসনম॥
প্রদীপ গ্রহ নক্ষত্র দন্ত দৈবত চক্ষুষাম্।
পতনং বা বিনাশো বা ভেদনং পর্ব্বতস্য চ।
কাননে রক্তকুসুমে পাপকর্ম্ম নিবেশনে।
চিতান্ধকার সম্বাধে রজন্যাঞ্চ প্রবেশনম্।
পাতঃ প্রাসাদশৈলাদের্মৎস্যেন গ্রসনং তথা।
কাষায়িণামসৌম্যানাং নগ্নানাং দণ্ডধারিণাম্।
রক্তাক্ষাণাঞ্চ কৃষ্ণানাং দর্শনং জাতু নেষ্যতে।

পশ্চাল্লিখিত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলিও কদাচ ইষ্ট নহে। যথা, মস্তকে বংশলতাদির এবং পক্ষিগণের নিলয়, মস্তকের মুণ্ডনত্ব, কাক গৃধ্রাদি পক্ষী এবং প্রেত পিশাচ স্ত্রী দ্রবিড়ান্ধ্র (জাতিবিশেষ) ও গবাশন (গোমাংস ভক্ষক) কর্ত্তৃক পরিবৃতত্ব, বেত্রলতা বংশ তৃণ ও কণ্টক সঙ্কটে পরিবেষ্টিত, গর্ত্তমধ্যে ও শ্মশানে শয়ন, ধূলি ও ভস্মে পতন, জল ও পঙ্কাদিতে মজ্জন, স্রোতোদ্বারা শীঘ্র হরণ (টানিয়া লওয়া) নৃত্য গীত ও বাদ্য, রক্ত মাল্য ও রক্ত বস্ত্র ধারণ, বয়স ও অঙ্গের বৃদ্ধি, তৈলাভ্যঙ্গ, বিবাহ, শ্মশ্রু মুণ্ডন, পক্বান্ন ভোজন, তৈলাদি স্নেহ ও মদ্যপান ও বমন, বিরেচন, স্বর্ণ ও লৌহ প্রাপ্তি, অনর্থ, বন্ধন ও পরাজয়, পাদুকাদ্বয়ের নাশ, পায়ের চর্ম্ম পতন, অতি হর্ষ, কুপিত পিতৃগণের ভর্ৎসন এবং প্রদীপ, গ্রহ, নক্ষত্র, দন্ত, দৈবত, চক্ষুর পতন বা বিনাশ, পর্ব্বতভেদ, রক্তপুষ্পান্বিত কাননে, পাপিভবনে, চিতায়, ঘোর অন্ধকারে ও রজনীতে প্রবেশ, প্রাসাদ ও শৈলাদি হইতে পতন, মৎস্য কর্ত্তৃক গ্রাস এবং রক্তবস্ত্রাবৃত, দুর্দ্দর্শন, বিবস্ত্র, দণ্ডধারী, রক্ত বা কৃষ্ণনেত্র ব্যক্তিগণের দর্শন অশুভপ্রদ।

কৃষ্ণা পাপাননাচারা দীর্ঘকেশনখস্তনী।
বিরাগমাল্যবসনা স্বপ্নকালনিশা মতা॥
মনোবহানাং পূর্ণত্বাৎ স্রোতসাং প্রবলৈর্মলৈঃ।
দৃশ্যন্তে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতি পঞ্চতাম্।
আরোগঃ সংশয়ং প্রাপ্য কশ্চিদেব বিমুচ্যতে॥

কৃষ্ণবর্ণা, পাপাননা, পাপচারিণী, দীর্ঘকেশনখস্তনী ও ম্লান মাল্যবসনধারিণী কামিনী, স্বপ্নদৃষ্টা হইলে কালরাত্রিস্বরূপ জানিবে। অতি প্রবল বাতাদি মলদ্বারা মনোবহ স্রোতঃ সকলের পূর্ণত্বহেতু এরূপ

দারুণ (অপ্রশস্ত) স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হয় যে, সেই স্বপ্নদ্বারা রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, অথবা সুস্থ ব্যক্তিও সংশয়াপন্ন হইয়া কদাচিৎ মুক্তিলাভ করে।

দৃষ্টঃ শ্রুতোঽনুভূতশ্চ প্রার্থিতঃ কল্পিতস্তথা।
ভাবিকো দোষজশ্চেতি স্বপ্নঃ সপ্তবিধো মতঃ।

স্বপ্ন সকল সপ্তবিধ। যথা, দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিত ও দোষজ। জাগ্রদবস্থায় কোন বস্তু চক্ষুতে দেখিয়া তৎপরে নিদ্রা গেলে যদি সেই বস্তুরই স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে সেই স্বপ্নকে দৃষ্ট স্বপ্ন কহে। এইরূপ কোন শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সুপ্তাবস্থাতেও সেই শব্দ অনুভব করিলে তাহাকে শ্রুত স্বপ্ন, কোন বিষয় যথাযথ ইন্দ্রিয়ানুভব করিয়া নিদ্রাকালেও তাদৃশ অনুভব করিলে, তাহাকে অনুভূত স্বপ্ন, কোন শ্রুত বা অনুভূত বস্তু জাগ্রদবস্থায় প্রার্থনীয় হইলে স্বপ্নে ও যদি তাহাই প্রার্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রার্থিত স্বপ্ন; কোন বিষয় যদি প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা না দৃষ্ট না শ্রুত না অনুভূত না প্রার্থিত হইয়াও কেবলমাত্র মনে যথেচ্ছা উৎপ্রেক্ষণীয় হইয়া কোনরূপ কল্পনায় কল্পিত হয় এবং নিদ্রাকালে স্বপ্নেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কল্পিত স্বপ্ন এবং সুপ্তাবস্থায় যাহা স্বপ্ন দেখা যায়, উত্তরকালেও যদি তাহাই প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভাবিত স্বপ্ন আর বাতপিত্তাদি দোষ দ্বারা দোষানুরূপ যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে দোষজ স্বপ্ন বলা যায়।

তেষাদ্যা নিষ্ফলাঃ পঞ্চ যথাস্বং প্রকৃতির্দিবা।
বিস্মৃতো দীর্ঘ হ্রস্বোঽতি পূর্ব্বরাত্রে চিরাৎ ফলম্।
দৃষ্টঃ করোতি তুচ্ছঞ্চ গোসর্গে তদহর্মহৎ।
নিদ্রয়া চানুপহতঃ প্রতীপৈর্ব্বচনৈস্তথা।

উপরিউক্ত স্বপ্ন সকলের মধ্যে প্রথম পঠিত পাঁচ প্রকার স্বপ্ন নিষ্ফল অর্থাৎ যথানুরূপ শুভাশুভ ফল প্রদান করে না। যথাযথ প্রকৃতি স্বপ্নও অকিঞ্চিৎকর যথা, বাতপ্রকৃতির বাতপ্রকৃত্যনুরূপ স্বপ্ন দ্বন্দ্ব-প্রকৃতির দ্বন্দ্বপ্রকৃত্যনুরূপ স্বপ্ন ইত্যাদি অফল হইয়া থাকে। সেইরূপ দিবা দৃষ্ট যে স্বপ্ন এবং বিস্মৃত স্বপ্ন, অতি দীর্ঘ ও অতি হ্রস্ব যে স্বপ্ন, তাহাও নিষ্ফল। প্রথম রাত্রে দৃষ্ট স্বপ্ন বিলম্বে অল্প ফলপ্রদ হয় এবং প্রত্যূষে দৃষ্ট স্বপ্ন সেই দিনই মহৎ ফল প্রদান করে। আর রাত্রিশেষে দৃষ্ট স্বপ্ন যদি নিদ্রা বা অননুকূল বচন সমূহ দ্বারা উপহত না হয়, তাহা হইলে মহৎ ফল, অন্যথা অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার পর নিদ্রা বা প্রতিকূল সমূহ দ্বারা উপহত হইলে, স্বপ্ন সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে।

যাতি পাপোঽল্পফলতাং দান হোম জপাদিভিঃ।
অকল্যাণমপি স্বপ্নং দৃষ্ট্বা তত্রৈব যঃ পুনঃ।
পশ্যেৎ সৌম্যং শুভং তস্য শুভমেব ফলং ভবেৎ।

অশুভ স্বপ্ন, দান, হোম ও জপাদি দ্বারা অল্প ফলপ্রদ হয়। আর যদি অশুভ স্বপ্ন দর্শনের অব্যবহিত পরেই পশ্চাল্লিখিত সৌম্য শুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অশুভ ফলই হইয়া থাকে।

দেবান্ দ্বিজান্ গোবৃষভান্ জীবতঃ সুহৃদো নৃপান্।
সাধূন্ যশস্বিনো বহ্নিমিদ্ধং স্বচ্ছান্ জলাশয়ান্।
কন্যাঃ কুমারকান্ গৌরান্ শুক্ল বস্ত্রান্ সুতেজসঃ।
নরাসনং দীপ্ততনুং সমন্তাদ্রুধিরোক্ষিতম্।
যঃ পশ্যেল্লভতে যো বা ছত্রাদর্শবিষামিষম্।
শুক্লাঃ সুমনসো বস্ত্রমমেধ্যালেপনং ফলম্।
শৈল প্রাসাদ সফল বৃক্ষ সিংহনরদ্বিপান্।
আরোহেদ্‌গোঽশ্ব যানঞ্চ তরেন্নদহ্রদোদধীন্॥
পূর্ব্বোত্তরেণ গমনমগম্যাগমনং তথা।
সম্বাধান্নিঃসৃতির্দেবৈঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দনম্।

রোদনং পতিতোত্থানাং দ্বিষতাঞ্চৈব মর্দ্দনম্।
যস্ত স্যাদায়ুরারোগ্যং বিত্তং বহু চ সোঽশ্নুতে।

সৌম্য শুভ স্বপ্ন দর্শন, যথা—যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, সুহৃৎ, নৃপ, সাধু, যশস্বী, প্রজ্বলিত বহ্নি, স্বচ্ছ জলাশয়, কন্যা, শুক্লবস্ত্রধারী গৌরবর্ণ তেজস্বী বালক, নরাকৃতি আসন, রুধিরসিক্ত দীপ্ত তনু দর্শন করে, অথবা যে পুত্র দর্পন বিষ (বৎসনাভ) মাংস শুক্ল পুষ্প শুক্ল বস্ত্র অমেধ্য আলেপন ও ফল লাভ করে, যে ব্যক্তি পর্ব্বত প্রাসাদ ফলবান্ বৃক্ষ সিংহ নর হস্তী গো অশ্ব ও যানে আরোহণ করে, যে নদ হ্রদ ও সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, যে পূর্ব্বোত্তরদিকে গমন ও অগম্য স্থান হইতে আগমন করে, সম্বাধ (বাধা, শঙ্কট প্রভৃতি) হইতে নিঃসৃত ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়, যে রোদন পতিতোত্থান ও শত্রুগণের অবমর্দ্দন করে, সে আয়ুঃ আরোগ্য ও বহু বিত্ত ভোগ করিয়া থাকে।

মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ পরিবার স্তথাতুরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনুকূলশ্চ প্রভূত দ্রব্য সংগ্রহঃ।
সত্ত্বলক্ষণ সংযোগো ভক্তির্বৈদ্যদ্বিজাতিষু।
চিকিৎসায়ামনির্ব্বেদস্তদারোগস্য লক্ষণম্।

রোগী ও পরিবারের নিত্য প্রশস্তাচরণ ও অপ্রশস্ত বিসর্জ্জন, সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান, ঔষধে শ্রদ্ধা, দাক্ষিণ্য, প্রভূত দ্রব্য সংগ্রহ, সত্ত্ব লক্ষণের সংযোগ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে ভক্তি এবং চিকিৎসার উৎসাহ, এই গুলি আরোগ্য লক্ষণ জানিবে।

ইত্যত্র জন্মমরণং যতঃ সম্যগুদাহৃতম।
শরীরস্য ততঃ স্থানং শারীরমিদমুচ্যতে॥

গ্রন্থের এইস্থানে শরীরের জন্ম ও মরণ কথিত হইয়াছে বলিয়া, এইস্থানকে শারীরস্থান কহে। (গর্ভাবক্রান্ত্যাদি চারিটি অধ্যায়ে শরীরের উৎপত্তি এবং বিকৃতি বিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে শরীরের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি শারীরস্থানম্।

নিদানস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বরোগনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইতি স্মাহুরাত্রেয়াদয়ো মহর্ষয়ঃ।

আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিতেছেন অতঃপর আমরা সর্ব্বরোগের নিদান ব্যাখ্যা করিব।

রোগঃ পাপ্মা জ্বরো ব্যাধির্বিকারো দুঃখমাময়।
যক্ষ্মাতঙ্কগদাবাধশব্দাঃ পর্য্যায়বাচিনঃ।

রোগ, পাপ্মা, জ্বর, ব্যাধি, বিকার, দুঃখ, আময়, যক্ষ্মা, আতঙ্ক, গদ ও আবাধ এই শব্দগুলি রোগের পর্য্যায়বাচী অর্থাৎ ইহারা রোগের নামান্তর।

নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধাস্মৃতম্॥

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি, এই পাঁচটি রোগ নির্ণয় করিবার প্রধান উপায়। নিম্নে নিদানাদির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

নিমিত্তহেত্বায়তন প্রত্যয়োত্থান কারণৈঃ।
নিদানমাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ প্রাগ্‌রূপং যেন লক্ষ্যতে।
উৎপিৎসুরাময়ো দোষবিশেষেণানধিষ্ঠিতঃ।
লিঙ্গমব্যক্তমল্পত্বাদ্ ব্যাধীনাং তদ্ যথাযথম।

নিমিত্ত, হেতু, আয়তন, প্রত্যয়, উত্থান ও কারণ, এইগুলি নিদান শব্দের পর্য্যায়। (নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক হেতু।)

জ্বর বা অন্য কোন ব্যাধি উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাতে বাতপিত্তাদির বিশেষ দুষ্টি অর্থাৎ দাহ কম্পাদি লক্ষণ সকল লক্ষিত হয় না। কিন্তু বাতপিত্তাদিদোষ ও রস রক্তাদি দোষ পদার্থের পরস্পর সংমূর্চ্ছন দ্বারা এমন কতকগুলি রূপ প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যায় যে, জ্বরাদি কোন একটি বিশেষ ব্যাধি উৎপাদেচ্ছু হইয়াছে এইরূপ যে সকল লক্ষণদ্বারা কেবল ভাবি জ্বরাদি ব্যাধিমাত্র প্রতীত হয়, অথচ কোন দোষ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, তাহার নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। আর সেই সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি এমন কোন লক্ষণ অসম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ পায়, যদ্দ্বারা জানা যায় যে সেই উৎপাদেচ্ছু রোগটি বাতজ, কি পিত্তজ, কি কফজ, কি দ্বন্দ্বজ, কি ত্রিদোষজ তাহা হইলে বাতপিত্তাদির সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণগুলিকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায়, অর্থাৎ সামান্য পূর্ব্বরূপ দ্বারা কেবল উৎপাদেচ্ছু ব্যাধিমাত্র প্রতীত হয়, কোন দোষ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, কিন্তু বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ দ্বারা সেই ভাবী ব্যাধিটি, বাতাদি কোন্ দোষজ, তাহা জানা গিয়া থাকে।

তদেব ব্যক্ততাং যাতং রূপমিত্যভিধীয়তে।
সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নমাকৃতিঃ।

সেই অনভিব্যক্ত বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইলেই তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন ও আকৃতি এইগুলি রূপ শব্দের পর্য্যায়

হেতুব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্ *।
ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ।
বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যাভিসংজ্ঞিতঃ।

হেতুর, বা ব্যাধির, অথবা হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীত, কিংবা হেত্বাদির বিপরীত না হইয়াও কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ বিপরীত কার্য্যকরী এ প্রকার যে সকল ঔষধ অন্ন ও বিহার, তাহাদের উপযোগ (সেবন) যদি ব্যাধিশান্তিরূপ সুখাবহ হয়, তাহা হইলে সেই সুখাবহ উপযোগকে উপশয় কহা যায়। যেমন গুরুভারাক্রান্ত ব্যক্তি

---

* হেত্বাদি বিপরীত ঔষধাদির উদাহরণ। হেতু-বিপরীত ঔষধ যথা—শীত কফ জ্বরে শুঠ্যাদি উষ্ণ ভেষজ। হেতু বিপরীত অন্ন, যথা—শ্রমজনিত বাত-জ্বরে মাংস রসের সহিত অন্ন। হেতু বিপরীত বিহার, যথা—দিবানিদ্রাজনিত কফে রাত্রি জাগরণ।

ব্যাধি বিপরীত ঔষধ, যথা—অতিসারে মল-স্তম্ভন আকনাদি প্রভৃতি। ব্যাধি বিপরীত অন্ন, যথা—অতিসারে মলস্তম্ভন মসূরাদি। ব্যাধি বিপ-রীত বিহার, যথা—উদরাময় রোগে প্রবাহণাদি।

হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধ, যথা—বাতজনিত শোথে বাতহর ও শোথহর দশমূলাদি। হেতু ও ব্যাধি উভয় বিপরীত অন্ন, যথা—বাত কফজনিত গ্রহণী রোগে বাত কফ ও গ্রহণীহর তক্রাদি। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত বিহার, যথা—স্নিগ্ধক্রিয়া ও দিবানিদ্রা, এই উভয় কারণ-জাত কফও তন্দ্রা রোগে রুক্ষক্রিয়া ও রাত্রি জাগরণ।

হেতুর বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্য-করী ঔষধ, যথা—পিত্তপ্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে পিত্তকর উষ্ণ প্রলেপ বিপরীত কার্য্যকরী অন্ন, যথা—ঐ ব্রণশোথে বিদাহি দ্রব্য ভোজন। বিপরীত কার্য্যকরী বিহার, যথা—বাতোন্মাদে বাতকর ত্রাসন।

ব্যাধির বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্য-করী ঔষধ যথা—বমনরোগে বমনকারক মদনফল। বিপরীত কার্য্যকরী অন্ন, যথা—অতিসারে বিরে-চনার্থ দুগ্ধ। বিপরীত কার্য্যকরী বিহার যথা—বমনরোগে প্রবাহন।

হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্যকরী ঔষধ, যথা—বিষে বিষ। অন্ন, যথা—মদ্যপানজনিত মদাত্যয়ে মদকারক মদ্য। বিহার যথা—ব্যায়ামজনিত সংমূঢ় বাতে জলসন্তরণ রূপ ব্যায়াম।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, হেতু ব্যাধি বিপরীত ঔষধান্নবিহার দ্বারাই রোগের শান্তি হইয়া থাকে, তবে যে সকল ঔষধান্নবিহার হেত্বাদির বিপরীত না হইয়া অর্থাৎ সমানধর্ম্মী হইয়াও ব্যাধিনিবারণে সমর্থ হয়, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কোন অবান্তর বৈধর্ম্ম্য আছে, তদ্দ্বারা তাহারা হেত্বাদির বিপরীত না হইয়াও সেই অবান্তর বৈধর্ম্ম্যবশতঃই বিপরীত কার্য্যকরী অর্থাৎ ব্যাধিনিবারক হইয়া থাকে। যেমন বহু শ্লেষ্মজনিত বমনরোগে বমন হিতকর হয়, তাহার কারণ এই, যদি বমন দ্বারা সেই বহু শ্লেষ্মার বিলয় না করা যায়, তাহা হইলে রোগটি চিরানুবর্ত্তী বা অনুচ্ছেদ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্লেষ্মজনিত বমনরোগে বমনকারক ঔষধ হেতু বিপরীতই বলিতে হইবে। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা যদি রক্তকে স্থানান্তরিত না করিয়া শীতক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে সেই দাহকুপিত রক্ত শীতে ঘনীভূত হইয়া তথায় পচনক্রিয়া আরম্ভ করে, অতএব অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে উষ্ণবীর্য্য প্রলেপাদিই হেতুবিপরীত হইয়া থাকে। বিষে বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে বমনকারক জঙ্গম বিষে, বিরেচক মৌলবিষ প্রয়োজ্য। সুতরাং বিষত্বধর্ম্মে উভয়ের সমানত্ব থাকিলেও গতিভেদ পরস্পর বিপরীত। মদ্যকৃত মদাত্যয় রোগে যে মদ্যপ্রয়োগের বিধি আছে, তাহারাও ঔষধাদি সংযোগে বিপরীত ধর্ম্মী করিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে, অথবা রুক্ষ মাধ্বীকাদি মদ্যজনিত বাতমদাত্যয়ে স্নিগ্ধ পৈষ্টিকাদি মদ্য প্রয়োজ্য। অন্যান্য স্থলেও কোথাও বা গতিভেদ, কোথাও বা প্রভাব ভেদ নিশ্চয়ই আছে বুঝিতে হইবে।

ভারবিমুক্ত হইলে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে, উপশয় দ্বারা রোগীও আপনাকে তাদৃশ স্বচ্ছন্দ মনে করিয়া থাকে। উপশয়ের অপর নাম সাত্ম্য। আর ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ ঔষধাদির সেবন দুঃখাবহ হইলে, তাহাকে অসাত্ম্য কহে। ব্যাধি ও অসাত্ম্য ইহার পর্য্যায়।

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানু বিসর্পিতা।
নির্বৃত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তি র্জাতিরাগতিঃ।

বাতাদি দোষ রৌক্ষ্যাদি দুষ্টি দ্বারা যেরূপে দুষ্ট হইলে রোগকারী হইয়া থাকে, সেইরূপে দুষ্ট হইয়া এবং উর্দ্ধ, অধঃ অথবা তির্য্যক্ পথে যে প্রকারে গমন করিলে রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়, সেই প্রকারে গমন করিয়া রোগের উৎপত্তি করিলে, তদ্বিধ উৎপত্তিকে অর্থাৎ উক্তরূপ দোষের দুষ্ট ও গমনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট ব্যাধির জন্মকে সম্প্রাপ্তি কহে। সম্প্রাপ্তির অপর নাম জাতি ও আগতি।

সংখ্যা বিকল্প প্রাধান্য বলকাল বিশেষতঃ।
সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যন্তেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি।

সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালভেদে সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

সংখ্যার দৃষ্টান্ত, যেমন, জ্বর আট প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেজ ও ত্রিদোষজ এবং অভিঘাতাদি আগন্তু কারণে আগন্তুজ। এই আট প্রকার জ্বরের সম্প্রাপ্তিও আট প্রকার হয়। এইরূপ বিকল্পাদি দ্বারা সম্প্রাপ্তিও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোঽংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ।
হেত্বাদি কার্ৎস্ন্যাবয়বৈর্বলাবল বিশেষণম্।
নক্তং দিনর্ত্ত ভুক্তাংশৈর্ব্যাধিকালো যথামলম্।

বিকল্প—দ্বন্দ্ব ও সান্নিপাতিক রোগে মিলিত বাতাদি দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের রৌক্ষ্যাদি কোন্ কোন্ অংশ কি কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে, তাহার অংশাংশ কল্পনা করার নাম বিকল্প।

প্রাধান্য—মিলিত বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন দোষ, স্বহেতু দ্বারা কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিলে, অন্যান্য দোষও কুপিত হইয়া তাহার অনুধাবন করে, সুতরাং তিন দোষেরই প্রকোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দোষত্রয়ের মধ্যে যেটি স্বহেতু কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে, তাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান এবং যাহা তদধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ অপ্রধান। এই স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিবে। প্রায় প্রধানের শমতাতেই অপ্রধানের শান্তি হইয়া থাকে।

বলাবল—যে ব্যাধি সমস্ত হেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে সমস্ত পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ব্যাধিকে বলবান্ জানিবে। যে ব্যাধি অল্প হেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহাতে পূর্ব্বরূপ ও রূপের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে হীনবল জানিবে। এই বলাবল বিশেষেও সম্প্রাপ্তির ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কাল—রাত্রি ও দিবা ইহাদের প্রথম অংশ কফের, মধ্য অংশ পিত্তের ও শেষ অংশ বায়ুর প্রকোপকাল। এইরূপ ভোজনের প্রথম অংশ কফের, মধ্যম অংশ (পরিপাকের সময়) পিত্তের ও শেষ অংশ (সম্যক্ পরিপকাবস্থা) বায়ুর প্রকোপকাল। আর ঋতুবিশেষেও দোষবিশেষ প্রকুপিত হয়, অর্থাৎ বর্ষাকালে বায়ুর, শরৎকালে পিত্তের

ও বসন্তকালে কফের প্রকোপ হয়। এই-রূপ যে যে দোষের যে যে প্রকোপকাল নির্দ্দেশ আছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষজনিত ব্যাধিরও প্রকোপ হইয়া থাকে। এই কাল অনুসারেও সম্প্রাপ্তি বিভিন্ন প্রকার হয়।

ইতি প্রোক্তা নিদানার্থস্তদ্ব্যাসেনোপদেক্ষ্যতে।

এস্থলে নিদানার্থ অর্থাৎ নিদান, পূর্ব্ব-রূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি সংক্ষেপে অর্থাৎ প্রত্যেকের স্ব স্ব লক্ষণমাত্র বলা হইল। অতঃপর প্রতি রোগে ইহাদের বিষয় বিশেষরূপে বলা যাইবে।

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।

কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফই তাবৎ রোগের কারণ, আর নানাবিধ অহিত সেবনই সেই বাতাদি কোপের হেতু।

অহিতং ত্রিবিধো যোগস্ত্রয়াণাং প্রাগুদাহৃতঃ।

কাল, ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্ম ইহাদের হীন, মিথ্যা ও অতিমাত্র লক্ষণ যে ত্রিবিধ যোগ, তাহা পূর্ব্বে সূত্রস্থানে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে বাতাদি দোষের প্রকোপকারণ অন্ন, পান ও বিহারের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

তিক্তোষণ কষায়াল্প রূক্ষ প্রমিত ভোজনৈঃ।
ধারণোদীরণ নিশাজাগরাত্যুচ্চভাষণৈঃ।
ক্রিয়াতিযোগ ভী শোক চিন্তা ব্যায়াম মৈথুনৈঃ।
গ্রীষ্মাহোরাত্রিভুক্তান্তে প্রকুপ্যতি সমীরণঃ।

তিক্ত, কটু, কষায়, মাত্রাহীন প্রমিত ভোজন (ভোজনকাল অতীত হইলে ভোজন বা অত্যল্প ভোজন), মল মূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ ও অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান, রাত্রি জাগরণ, উচ্চভাষণ, বমন, বিরেচন ও স্থাপনাদি ক্রিয়ার অতিসেবন, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম ও মৈথুন, এই সকল কারণে এবং গ্রীষ্মাবসানে (বর্ষাকালে) দিবা ও রাত্রির শেষভাগে, এবং ভোজনান্তে (আহারের জীর্ণাবস্থায়) বায়ু প্রকুপিত হয়।

পিত্তং কট্বম্ল তীক্ষ্ণোষ্ণ পটু ক্রোধবিদাহিভিঃ।
শরন্মধ্যাহ্ন রাত্র্যর্দ্ধ বিদাহ সময়েষু চ।

কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য ভোজন এবং ক্রোধ, এই সকল কারণে এবং শরৎকালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে ও আহারের পচ্যমান অবস্থায় পিত্ত প্রকুপিত হয়।

স্বাদ্বম্ল লবণ স্নিগ্ধ গুর্ব্বভিষ্যন্দি শীতলৈঃ।
আস্যা স্বপ্ন সুখাজীর্ণ দিবাস্বপ্নাতি বৃংহণৈঃ।
প্রচ্ছর্দ্দনাদ্য যোগেন ভুক্তমাত্র বসন্তয়োঃ।
পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বরাত্রে চ শ্লেষ্মা দ্বন্দ্বস্তু সঙ্করাৎ।

মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরু, অভিষ্যন্দি (কফকর দধি প্রভৃতি) ও শীতল দ্রব্য ভোজন, নিরন্তর উপবেশনজনিত সুখ, নিদ্রাজনিত সুখ, অজীর্ণ, দিবানিদ্রা, অতি বৃংহণ ও বমনাদির অতিযোগ, এই সকল কারণে এবং ভুক্তমাত্রে, পূর্ব্বাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রে (রাত্রির প্রথমভাগে) ও বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। মিশ্র কারণে দ্বন্দ্বদোষ প্রকুপিত হয়, অর্থাৎ বাতপ্রকোপ ও পিত্ত-প্রকোপ কারণদ্বয়ের মিশ্রীভাবে বাতপিত্ত; বাত ও শ্লেষ্মপ্রকোপ কারণদ্বয়ের মিশ্রীভাবে বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্ত ও শ্লেষ্ম প্রকোপক কারণের মিশ্রীভাবে পিত্তশ্লেষ্ম প্রকুপিত হইয়া থাকে।

মিশ্রীভাবাৎ সমস্তানাং সন্নিপাতস্তথা পুনঃ।
সঙ্কীর্ণাজীর্ণ বিষম বিরুদ্ধাধ্যশনাদিভিঃ।
ব্যাপন্ন মদ্যপানীয় শুষ্কশাকাম মূলকৈঃ।
পিণ্যাক মৃদ্‌যবসুরা পূতিশুষ্ক কৃশামিষৈঃ।

দোষত্রয়করৈস্তৈস্তৈস্তথান্ন পরিবর্ত্তত: ॥
ধাতুদুষ্টাং পুরো বাতাদ্ গ্রহাবেশাদ্ বিষাদ্ গরাদ্।
দুষ্টান্নাৎ পর্ব্বতাশ্লেষাদ্ গ্রহৈর্জন্মর্ক্ষ পীড়নাৎ।
মিথ্যাযোগাচ্চ বিবিধাৎ পাপানাঞ্চ নিষেবণাৎ।
স্ত্রীণাং প্রসববৈষম্যাৎ তথা মিথ্যোপচারত: ।

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ কারণসমূহের মিশ্রীভাবে সন্নিপাত প্রকুপিত হয়। তদ্ব্যতীত সঙ্কীর্ণ, অজীর্ণ, বিষম ও বিরুদ্ধাদি ভোজন, ব্যাপন্ন মদ্য ও পানীয়, শুষ্ক শাক, কাঁচা মূলা, পিণ্যাক (নিস্নেহ সর্ষপাদি কল্ক, খইল) মৃৎ (মৃত্তিকা), যব, সুরা, পূতি শুষ্ক ও কৃশ পশুর মাংস ভক্ষণ, অন্ন পরিবর্ত্তন, ধাতুদুষ্টি, পূর্ব্বদিকের বায়ু, ভূতাদি গ্রহাবেশ, বিষ, গর (সংযোগবিষ), দুষ্টান্ন, পর্ব্বতাশ্লেষ, গ্রহ দ্বারা জন্মনক্ষত্রের পীড়ন, বিবিধ মিথ্যাযোগ, পাপাচরণ, প্রসব বৈষম্য ও অনুপযুক্ত উপচার এবং পূর্ব্বোক্ত দধি ফাণিতাদি ত্রিদোষজনক হেতু এই সকল কারণেও সন্নিপাত প্রকোপ প্রাপ্ত হয়।

প্রতিরোগমিতি ক্রুদ্ধা রোগাধিষ্ঠান গামিনী:।
রসায়নী: প্রপদ্যাশু দোষা দেহে বিকুর্ব্বতে।

প্রতি রোগেই, দোষ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকোপক হেতু দ্বারা প্রকুপিত হইয়া, রসরক্তাদি রোগাধিষ্ঠানগামী নাড়ী সমূহ আশু আশ্রয় করিয়া দেহে বিকার উৎপাদন করে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জ্বরনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম:।

জ্বরো রোগপতি: পাপ্মা মৃত্যুরোজোঽশনোঽন্তক:।
ক্রোধো দক্ষাধ্বরধ্বংসী রুদ্রোর্দ্ধনয়নোদ্ভব:।
জন্মান্তয়োর্মোহময়: সন্তাপাত্মাপচারজ:।
বিবিধৈর্নামভি: ক্রূরো নানাযোনিষু বর্ত্ততে।

অতঃপর আমরা জ্বরনিদান ব্যাখ্যা করিব। জ্বর—সর্ব্বরোগের প্রধান, পাপস্বভাব, মৃত্যুস্বরূপ, ওজোভুক্, অন্তকারী, ক্রোধাত্মক (দক্ষাপমানিত ভগবান্ মহেশ্বরের ক্রোধোদ্ভূত), দক্ষযজ্ঞধ্বংসী, রুদ্রনয়নোদ্ভূত, জন্ম ও মৃত্যুকালে মোহময়, সন্তাপাত্মক ও অপচারজ। ইহা অতি ক্রূর। ইহা বিবিধ নামে বিবিধ যোনিতে অবস্থান করে। যথা, পালক নামে হস্তীতে, অভিতাপ নামে ঘোটকে এবং গোকর্ণক নামে গোজাতিতে অবস্থান করে।

স জায়তেঽষ্টধা দোষৈ: পৃথঙ্মিশ্রৈ: সমাগতৈ:।
আগন্তুশ্চ মলাস্তত্র স্বৈ: স্বৈর্দুষ্ট্যা: প্রদূষণৈ:।
আমাশয়ং প্রবিশ্যামমনুগম্য পিধায় চ।
স্রোতাংসি পক্তিস্থানাচ্চ নিরস্য জ্বলনং বহি:।
সহ তেনাভিসর্পন্তস্তপন্ত: সকলং বপু:।
কুর্ব্বন্তো গাত্রমত্যুষ্ণং জ্বরং নির্বর্ত্তয়ন্তি তে।
স্রোতোবিবদ্ধ্যাৎ প্রায়েণ তত: স্বেদো ন জায়তে।

সেই সন্তাপলক্ষণ জ্বর আট প্রকার। বাতাদি পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, দ্বন্দ্বদোষে তিন প্রকার, মিলিত দোষে এক প্রকার এবং আগন্তু কারণে এক প্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুজ।

বাতাদি দোষ সকল নিজ নিজ প্রকোপ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক রসাদিবাহি স্রোত: সমূহকে আচ্ছাদিত ও পাকস্থান হইতে কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্নিষ্কাশিত করিয়া, সেই নিষ্কাশিত বহ্নিসহ সকল শরীরে পরিসর্পণ ও সন্তাপ প্রদান করত: গাত্রকে অত্যুষ্ণ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। জ্বরে দোষ দ্বারা স্রোতোরোধ হয় বলিয়াই তৎকালে ঘর্ম্ম হয় না।

তস্য প্রাগ্রূপমালস্যমরতির্গাত্রগৌরবম্।
আস্যবৈরস্যমরুচির্জৃম্ভা সাস্রাকুলাক্ষতা।
অঙ্গমর্দোঽবিপাকোঽল্পপ্রাণতা বহুনিদ্রতা।
রোমহর্ষো বিনমনং পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং ক্লমঃ।
হিতোপদেশেষ্বক্ষান্তিঃ প্রীতিরম্লপটূষণে।
দ্বেষঃ স্বাদুষু ভক্ষ্যেষু তথা বালেষু তৃড়্ভৃশম্।
শব্দাগ্নি শীত বাতাম্বুচ্ছায়োষ্ণেষ্বনিমিত্ততঃ।
ইচ্ছা দ্বেষশ্চ তদনু জ্বরস্য ব্যক্ততা ভবেৎ।

আলস্য, অরতি (অনবস্থিতচিত্তত্ব, কিছু ভাল না লাগা, খিট্‌খিটে হওয়া), গাত্রের গুরুত্ব, মুখের বিরসতা, অরুচি, জৃম্ভা, সজল ও আকুল নেত্রতা, গাত্রভঙ্গ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, বহুনিদ্রা, রোমাঞ্চ, গাত্রনমন, পায়ের ডিম কামড়ানি, ক্লান্তি, হিতোপদেশে অসহিষ্ণুতা, অম্ল, লবণ, ও মরিচাদিতে স্পৃহা, মধুর রসে ও সকল লোকবল্লভ বালকদের মনোহর কথাবার্ত্তাতেও দ্বেষ, অতিশয় পিপাসা, এবং মনোহর শব্দে, অগ্নিতে, শীতে, বাতে, জলে, ছায়ায় ও আতপে কখন ইচ্ছা কখন দ্বেষ এই সকল লক্ষণ, জ্বরের পূর্ব্বরূপ। অর্থাৎ জ্বর প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তৎপরে জ্বর ব্যক্ত হয়।

আগমাপগমক্ষোভ মৃদুতা বেদনোষ্মণাম্।
বৈষম্যং তত্র তত্রাঙ্গে তাস্তাঃ স্যুর্বেদনাশ্চলাঃ।
পাদয়োঃ সুপ্ততা স্তম্ভঃ পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং শ্রমঃ।
বিশ্লেষ ইব সন্ধীনাং সাদ ঊর্ব্বোঃ কটীগ্রহঃ।
পৃষ্ঠং ক্ষোদমিবাপ্নোতি নিষ্পীড্যত ইবোদরম্।
ছিদ্যন্ত ইব চাস্থীনি পার্শ্বগানি বিশেষতঃ।
হৃদয়স্য গ্রহস্তোদঃ প্রাজনেনেব বক্ষসঃ।
স্কন্ধয়োর্মথনং বাহ্বোর্ভেদঃ পীড়নমংসয়োঃ।
অশক্তির্ভক্ষণে হন্বোর্জৃম্ভণং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
নিস্তোদঃ শঙ্খয়োর্মূর্দ্ধ্নি বেদনা বিরসাস্যতা॥
কষায়াস্যত্বমথবা মলানামপ্রবর্ত্তনম্।
রুক্ষারুণ ত্বগাস্যাক্ষি নখ মূত্র পুরীষতা।
প্রসেকারোচকাশ্রদ্ধা বিপাকাস্বেদ জাগরাঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠশোষস্তৃট্ শুষ্কৌ চ্ছর্দ্দিকাসৌ বিষাদিতা॥
হর্ষো রোমাঙ্গ দন্তেষু বেপথুঃ ক্ষবথোগ্রহঃ।
ভ্রমঃ প্রলাপো ঘর্ম্মেচ্ছা বিনামশ্চানিলজ্বরে।

বাতিক জ্বরে, জ্বরাগমনকাল, জ্বর ত্যাগকাল, জ্বরবৃদ্ধি, জ্বরের মৃদুতা, বেদনা ও উষ্ণতা, এই সকলের বৈষম্য হয়, এবং নিম্নে যে যে অঙ্গে যে যে বেদনা বর্ণিত হইতেছে, তাহাদেরও অনবস্থিতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ুর চঞ্চলত্ব হেতু স্থিরভাবে থাকে না। বেদনা যথা,—পদদ্বয়ের সুপ্তি (নিশ্চেতনত্ব), স্তব্ধতা ও ডিমে ভেদবৎ বেদনা, শ্রান্তি, সন্ধিসকলের শিথিলতা, ঊরুদ্বয়ের অবসাদ, কটির স্তব্ধতা, পৃষ্ঠে কুট্টনবৎ, উদরে নিষ্পীড়নবৎ, অস্থি সকলে বিশেষতঃ পার্শ্বাস্থিতে ছেদনবৎ, হৃদ্‌ব্যথা, বক্ষঃস্থলে সূচীবেধবৎ, স্কন্ধদ্বয়ে মন্থনবৎ, বাহুযুগলে ভঙ্গবৎ ও অংসফলকে পীড়নবৎ বেদনা, ভক্ষণে হনু (চোয়াল) দ্বয়ের অসামর্থ্য, জৃম্ভণ, কর্ণে ধ্বনি, শঙ্খদ্বয়ে ও মস্তকে বেদনা, মুখের বিরসতা অথবা কষায়ত্ব, মলমূত্রাদির অপ্রবর্ত্তন এবং ত্বক্ মুখ নেত্র নখ মূত্র পুরীষের রুক্ষতা ও অরুণবর্ণতা, মুখপ্রসেক, অরুচি, অন্নে অভিলাষ, অপরিপাক, স্বেদাভাব, কণ্ঠৌষ্ঠ শোষ, তৃষ্ণা, শুষ্ক বমন ও শুষ্ক কাস, বিষণ্ণতা, রোমাঞ্চ, অঙ্গহর্ষ (গাত্র শিহরিয়া উঠা), দন্তহর্ষ (অম্লভক্ষণে যেরূপ হয়), কম্প, হাঁচীরোধ, ক্লান্তি, প্রলাপ, আতপেচ্ছা ও গাত্রবিনমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যুগপদ্ ব্যাপ্তিরঙ্গানাং প্রলাপঃ কটুবক্ত্রতা।
নাসাস্যপাকঃ শীতেচ্ছা ভ্রমো মূর্চ্ছা মদোঽরতিঃ।
বিট্‌স্রংসঃ পিত্তবমনং রক্তষ্ঠীবনমম্লকঃ।
রক্তকোঠোদ্‌গমঃ পীত হরীতত্বং ত্বগাদিষু।
স্বেদো নিঃশ্বাসবৈগন্ধ্যমতিতৃষ্ণা চ পিত্তজে।

পিত্তজ্বরে এক সময়ে শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে সন্তাপব্যাপ্তি এবং প্রলাপ, মুখের কটুতা, নাসা ও আস্যের পাক, শীতেচ্ছা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন), মূর্চ্ছা, মত্ততা, অরতি (অনবস্থিত চিত্ততা), তরল মলভেদ, পিত্তবমন, রক্তনিষ্ঠীবন, অম্লোদ্গার, রক্তবর্ণ কোঠোৎপত্তি (গাত্রে লালবর্ণ মণ্ডলাকার পিড়কা), ত্বক্ নখ নেত্র বক্তৄ মল মূত্রের পীতত্ব বা হরিতত্ব, ঘর্ম্মাগম, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ও অতিশয় তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বিশেষাদরুচির্জাড্যং স্রোতোরোধোঽল্পবেগতা।
প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং হৃল্লেপ শ্বাস পীনসাঃ।
হৃল্লাসশ্ছর্দ্দনং কাসঃ স্তম্ভঃ শ্বৈত্যং ত্বগাদিষু।
অঙ্গেষু শীত পীড়কাস্তন্দ্রাদর্দ্দঃ কফোদ্ভবে।

শ্লৈষ্মিক জ্বরে অন্নে বিশেষ অরুচি, শরীরের জড়তা, স্রোতোরোধ, জ্বরের স্তিমিত বেগ, মুখপ্রসেক, মুখের মধুরতা, হৃদয়ের কফলিপ্ততা, শ্বাস, পীনস (মুখ ও নাক দিয়া জলস্রাব), বমনবেগ, বমন, কাস, স্তম্ভ, ত্বগাদির শুক্লতা, অঙ্গে শীতপিত্ত ও উদর্দ্দের উৎপত্তি, এই সকল লক্ষিত হয়।

কালে যথাস্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তির্বৃদ্ধিরেব বা।

বাতাদি যে যে দোষের যে যে প্রকোপ-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষোৎপন্ন জ্বরের উৎপত্তি অথবা নিত্য জ্বর থাকিলে তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশায়িতা।

আহার ও বিহারাদি যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, সেই সেই কারণে অনুপশয় অর্থাৎ দুঃখজনকত্ব এবং বিপরীত কারণে উপশয় অর্থাৎ সুখজননশীলত্ব হইয়া থাকে।

যথাস্বলিঙ্গ সংসর্গে জ্বরঃ সংসর্গজোঽপি চ।

বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ কথিত হইল, কোন জ্বরে যদি সেই লক্ষণের মিশ্রণ ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে সংসর্গজ জ্বরও বলা যায়, কিন্তু সংসর্গজ জ্বরে কেবল যে মিশ্র লক্ষণই প্রকাশ পায়, তাহা নহে, অধিক লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিরোর্ত্তি মূর্চ্ছা বমি দাহ মোহ
কণ্ঠাস্য শোষারতি পর্ব্বভেদাঃ।
উন্নিদ্রতা তৃড়্ ভ্রম রোমহর্ষ
জৃম্ভাতি বাক্ত্বঞ্চ চলাৎ সপিত্তাৎ॥

বাতপিত্ত জ্বরে শিরোবেদনা, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, মোহ, কণ্ঠ ও আস্যশোষ, অরতি, পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা, নিদ্রানাশ, তৃষ্ণা, ভ্রম, রোমাঞ্চ, জৃম্ভা ও অতিবাক্য কথন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তাপহান্যরুচি পর্ব্বশিরোরুক্
পীনস শ্বসন কাস বিবন্ধাঃ।
শীত জাড্য তিমির ভ্রম তন্দ্রাঃ
শ্লেষ্ম বাতজনিত জ্বরলিঙ্গম্।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে তাপাভাব, পর্ব্ববেদনা, শিরোব্যথা, পীনস, শ্বাস, কাস, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, শীত, জড়তা, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

শীতস্তম্ভ স্বেদদাহাব্যবস্থা
তৃষ্ণা কাসঃ শ্লেষ্মপিত্তপ্রবৃত্তিঃ।
মোহস্তন্দ্রা লিপ্ততিক্তাস্যতা চ
জ্ঞেয়ং লিঙ্গং শ্লেষ্মপিত্ত জ্বরস্য।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে শীত, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম ও দাহ, ইহাদের অনিয়ম (অস্থিরতা), তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্ম ও পিত্ত নির্গম, মোহ, তন্দ্রা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সর্ব্বজো লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈর্দাহোহত্র চ মুহুর্মুহুঃ।
তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি॥
সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাস্বেদোহতি নৈব বা।
গীত নর্ত্তন হাস্যাদি বিকৃতেহাপ্রবর্ত্তনম্॥
সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী।
অক্ষিণী পিণ্ডিকাপার্শ্বমূর্দ্ধ পর্ব্বাস্থিরুগ্‌ভ্রমঃ॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাচিতঃ।
পরিদগ্ধা খরা জিহ্বা গুরুঃ স্রস্তাঙ্গ-সন্ধিতা॥
রক্তপিত্ত কফষ্ঠীবো চালনং শিরসোহতিরুক্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্॥
হৃদ্ব্যথা মলসংসর্গঃ প্রবৃত্তির্বাল্পশোহতি বা।
স্নিগ্ধাস্যতা বলিভ্রংশঃ স্বরসাদঃ প্রলাপিতা॥
দোষপাকশ্চিরাত্তন্দ্রা প্রততং কণ্ঠকূজনম।
সন্নিপাতমভিন্যাস তং ব্রূয়াচ্চ হৃতৌজসম্॥

সন্নিপাত জ্বরে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তদ্ভিন্ন মুহুর্মুহুঃ দাহ ও মুহুর্মুহুঃ শীত, দিবায় অতি নিদ্রা, রাত্রিতে অনিদ্রা অথবা সর্ব্বদা নিদ্রা বা একেবারেই নিদ্রাভাব অতি ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব, নৃত্য, গীত ও হাস্যাদির বিকৃত চেষ্টা, চক্ষুদ্বয় সজল, কলুষ, রক্তবর্ণ, কুটিল ও লুলিত পক্ষ্ম, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম), পার্শ্ব, মস্তক, পর্ব্ব ও অস্থিতে বেদনা, ভ্রম, কর্ণদ্বয়ে শব্দ ও বেদনা, কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শুঁয়া) ব্যাপ্ত, জিহ্বা দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ এবং গুরু, অঙ্গ ও সন্ধিসকলের শিথিলতা, কফ নিষ্ঠীবন, মস্তক চালন ও মস্তক বেদনা, গাত্রে শ্যাব (শাকবর্ণ) বা রক্তবর্ণ কোঠ (বোলতাদষ্ট স্থান তুল্য) মণ্ডলোৎপত্তি, হৃদ্ব্যথা, মল-মূত্রাদির অপ্রবৃত্তি, অতি প্রবৃত্তি বা অল্প প্রবৃত্তি, মুখের চিক্কণতা, বলের নাশ, স্বরের ক্ষীণতা, প্রলাপ বাক্যকথন, বিলম্বে দোষের পরিপাক ও নিরন্তর কণ্ঠকূজন, এই সকল ভয়ঙ্কর লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সন্নিপাত জ্বর অভিন্যাস ও হৃতৌজো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বধাতুসার ওজঃ-পদার্থ হৃত হয় বলিয়া ইহাকে হৃতৌজা কহে।

দোষে বিবদ্ধে নষ্টেহগ্নৌ সর্ব্ব সম্পূর্ণ লক্ষণঃ।
অসাধ্যঃ সোহন্যথা কৃচ্ছ্রো ভবেদ্বৈকল্যদোহপিবা॥

সন্নিপাত জ্বরের অসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরে যদি বাতাদি দোষত্রয় ও মল বিবদ্ধ এবং অগ্নি বিনষ্ট হয়, আর যদি উহাতে সর্ব্বসম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে কষ্টসাধ্য বা বৈকল্যপ্রদ, সুতরাং সন্নিপাত জ্বরের কখনই সুখসাধ্যত্ব নাই।

অন্যচ্চ সন্নিপাতোত্থে যত্র পিত্তং পৃথক্ স্থিতম।
ত্বচি কোষ্ঠেহথবা দাহং বিদধাতি পুরোহনুবা॥
অন্যশব্দার্থোহন্যদিত্যয়ং নিপাতঃ॥

অপর একপ্রকার সন্নিপাত জ্বর আছে, তাহাতে পিত্ত, বায়ু ও শ্লেষ্মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জ্বরের প্রথমাবস্থায় বা শেষাবস্থায় কদাচিৎ ত্বকে, কখন বা কোষ্ঠে (অন্তরে) দাহ উপস্থিত করে, অর্থাৎ পিত্ত যদি ত্বকে অবস্থিত হয় তাহা হইলে বাহিরে অধিক দাহ, অন্তরে অল্প এবং কোষ্ঠে অবস্থিত হইলে অন্তরে অধিক দাহ ও বাহিরে অল্প দাহ জন্মাইয়া থাকে।

তদ্বদ্বাতকফৌ শীতং দাহাদির্দুস্তরস্তয়োঃ।

ঐরূপ বায়ু ও শ্লেষ্মা যদি পিত্ত হইতে পৃথক্ থাকে, তাহা হইলে জ্বরের প্রথমে বা শেষে শীত আনয়ন করে। দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব সন্নিপাত জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহপূর্ব্ব সন্নিপাত কৃচ্ছ্রসাধ্য।

শীতাদৌ তত্র পিত্তেন কফে স্যন্দিতশোষিতে।
শীতে শান্তেহম্লকো মূর্চ্ছা মদস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
দাহাদৌ পুনরন্তে স্যুস্তন্দ্রাষ্ঠীব বমি ক্লমাঃ।

শীতপূর্ব্ব সন্নিপাত জ্বরে পিত্তকর্ত্তৃক কফ স্রাবিত ও শোষিত হইলে শীত নিবৃত্ত হয় এবং শীতাবসানে পিত্তপ্রাধান্য হেতু অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা জন্মে। আর দাহপূর্ব্ব সন্নিপাত জ্বরে, কফকর্ত্তৃক পিত্ত শমিত হইলে দাহান্তে কফোদ্রেক হেতু শীত, তন্দ্রা, নিষ্ঠীবন, বমি ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

আগন্তুরভিঘাতাভিষ্যঙ্গ শাপাভিচারতঃ।
চতুর্দ্ধাত্র ক্ষতচ্ছেদ দাহাদ্যৈরভিঘাতজঃ।
শ্রমাচ্চ তস্মিন্ পবনঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্।
সব্যথা শোথবৈবর্ণ্যং সরুজং কুরুতে জ্বরম্।

অভিঘাত, অভিষ্যঙ্গ (ভূতগ্রহের ও কামাদির সম্বন্ধ), ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, ও অভিচার (নিরপরাধ ব্যক্তির মারণার্থ শ্যেনাদিকৃত যাগবিশেষ), এই চারি প্রকার হেতুতে চারি প্রকার আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে অভিঘাত জ্বর, ক্ষত, শস্ত্রপ্রহার, দাহাদি ও শ্রমদ্বারা জন্মে। অভিঘাতাদি কারণে প্রায় বায়ুই কুপিত হইয়া সচরাচর রক্তকে দূষিত করিয়া এই জ্বর আনয়ন করে, কদাচিৎ অন্য দোষও কুপিত হইয়া থাকে। অভিঘাতজ জ্বরে ব্যথা, শোথ, বৈবর্ণ্য ও পীড়া উপস্থিত হয়।

গ্রহাবেশৌষধিবিষ ক্রোধভীশোক কামজঃ।
অভিষ্যঙ্গাদ্ গ্রহেণাস্মিন্নকস্মাদ্ধাসরোদনে।
ওষধিগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্ বেপথুঃ ক্ষবঃ।
বিষান্মূর্চ্ছাতিসারাস্যশ্যাবতা দাহ হৃদ্গদাঃ।
ক্রোধাৎ কম্পঃ শিরোরুক্ চ প্রলাপো ভয়শোকজে।
কামাদ্ ভ্রমোঽরুচির্দাহো হ্রী নিদ্রা ধী ধৃতিক্ষয়ঃ।

ভূতগ্রহাবেশ, ওষধি গন্ধ, বিষ, ক্রোধ, ভয়, শোক ও কামদ্বারা অভিষঙ্গজ জ্বর উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। যথা, ভূতগ্রহের অভিষঙ্গ হেতু যে জ্বর হয়, তাহাতে রোগী অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করে। ওষধি গন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, কম্প ও হাঁচী; বিষজ জ্বরে মূর্চ্ছা, অতিসার, মুখের শ্যাববর্ণতা, দাহ ও হৃদ্রোগ; ক্রোধজ জ্বরে কম্প ও শিরোবেদনা; ভয়জ ও শোকজ জ্বরে প্রলাপ; কামজ জ্বরে ভ্রম, অরুচি, দাহ এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধৈর্য্যনাশ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

গ্রহাদৌ সন্নিপাতস্য ভয়াদৌ মরুতস্ত্রয়ে।
কোপঃ কোপেঽপি পিত্তস্য যৌ তু শাপাভিচারজৌ।
সন্নিপাতজ্বরৌ ঘোরৌ তাবসহ্যতমৌ মতৌ।

গ্রহাবেশজ, ওষধিগন্ধজ ও বিষজ জ্বরে ত্রিদোষের প্রকোপ; ভয়জ, শোকজ ও কামজ জ্বরে বায়ুর প্রকোপ এবং ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ হয়। "অপি" শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ক্রোধজ জ্বরে বায়ুরও প্রকোপ হইয়া থাকে এই সকল জ্বরের মধ্যে শাপজ ও অভিচারজ জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ও অসহ্যতম।

তত্রাভিচারিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্হূয়মানস্য তপ্যতে।
পূর্ব্বং চেতস্ততো দেহস্ততো বিস্ফোটতৃড্ভ্রমৈঃ।
সদাহ মূর্চ্ছৈর্গ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ।

অথর্ব্ব বেদাদ্যুপদিষ্ট আভিচারিক মন্ত্র দ্বারা, মারণার্থ যাহার নামোচ্চারণ করিয়া আহুতি দেওয়া যায়, সেই হূয়মান ব্যক্তির মন প্রথমে সন্তপ্ত (সদুঃখ) পশ্চাৎ দেহ অভিতপ্ত (উষ্ণ) হয়। অনন্তর বিস্ফোট, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ ও মূর্চ্ছা এবং প্রতিদিন বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইতি জ্বরোঽষ্টধা দৃষ্টঃ সমাসাদ্বিবিধস্তু সঃ।
শারীরো মানসঃ সৌম্যস্তীক্ষ্ণোঽন্তর্বহিরাশ্রয়ঃ।
প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ সামো নিরামকঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্বর অষ্টবিধ অর্থাৎ সাত প্রকার নিজ ও এক প্রকার আগন্তুজ। বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া যে জ্বর আনয়ন

করে, তাহাকে নিজ এবং অভিঘাতাদি আগন্তু কারণে যে জ্বর অগ্রে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ বাতাদি দোষসম্বন্ধ হয়, তাহাকে আগন্তুজ কহে। সংক্ষেপতঃ এই জ্বর আবার দ্বিবিধ। দ্বৈবিধ্য যথা, প্রথম শারীর ও মানস, দ্বিতীয় সৌম্য ও তীক্ষ্ণ, তৃতীয় অন্তরাশ্রয় ও বহিরাশ্রয়, চতুর্থ প্রাকৃত ও বৈকৃত, পঞ্চম সাধ্য ও অসাধ্য, ষষ্ঠ সাম ও নিরাম।

শারীর মানসজ্বরলক্ষণ।

পূর্ব্বং শরীরে শারীরে তাপো মনসি মানসে।

শারীব জ্বরে প্রথমে শরীরে পশ্চাৎ মনে এবং মানসজ্বরে প্রথমে মনে পশ্চাৎ শরীরে তাপ উৎপাদন করে। বৈচিত্ত, অরতি ও গ্লানিকে মনঃসন্তাপ কহে।

পবনে যোগবাহিত্বাচ্ছীতং শ্লেষ্মযুতে ভবেৎ।
দাহঃ পিত্তযুতে মিশ্রং মিশ্রেঽন্তঃ সংশ্রয়ে পুনঃ।
জ্বরেঽধিকবিকারাঃ স্যুরন্তঃক্ষোভো মলগ্রহঃ।
বহিরেব বহির্বেগে তাপোঽপি চ সুসাধ্যতা।

সৌম্য ও তীক্ষ্ণ এবং অন্তরাশ্রয় জ্বর লক্ষণ। বায়ুর যোগবাহিত্ব হেতু অর্থাৎ উহা যে যে দোষের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই সেই দোষের স্বভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সোমগুণবিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়া জ্বরে শীত ও তেজোগুণান্বিত পিত্তসংযুক্ত হইয়া দাহ এবং পিত্তশ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া দাহ ও শীতমিশ্র লক্ষণ (মুহুর্দাহ মুহুঃশীত) আনয়ন করে। অতএব বাতশ্লেষ্ম জ্বর সৌম্য ও বাতপিত্ত জ্বর তীক্ষ্ণ।

অন্তরাশ্রয় জ্বরে অধিক অন্তবিকার এবং তীব্র অন্তর্দাহ ও মল মূত্রাদির নিগ্রহ হয়। বহিরাশ্রয় জ্বরে কেবল বাহিরেই তাপ হইয়া থাকে, ইহাতে তীব্র দাহ ও মলাদির বিবদ্ধতা হয় না। সুতরাং বহির্ব্বেগ জ্বর সুখসাধ্য ও অন্তর্ব্বেগ জ্বর দুঃসাধ্য।

প্রাকৃত ও বৈকৃতজ্বরলক্ষণ।

বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ।
বৈকৃতোঽন্যঃ স দুঃসাধ্য প্রায়শ্চ প্রাকৃতোঽনিলাৎ।

বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে যথাক্রমে বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা যে জ্বর হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর * কহে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বাত্তিক, শরৎকালে পৈত্তিক ও বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রাকৃত, ইহার অন্যথা হইলে বৈকৃত। যেমন বর্ষাকালে পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি। প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য, বৈকৃত জ্বর প্রায়ই দুঃসাধ্য † কিন্তু প্রাকৃত বাত্তিক জ্বরও দুঃসাধ্য।

বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিত জ্বরম্।
কুর্য্যাৎ পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ।
তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ ভয়ম্॥

বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবল হয়। আর শরৎকালে পিত্তদুষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করে, কফ তাহার অনুবল

---

*বর্ষা ঋতুতে বায়ু, শরৎ ঋতুতে পিত্ত এবং বসন্ত ঋতুতে কফ কুপিত হইয়া থাকে। এই যথর্ত্তু কুপিত দোষকে প্রকৃতি কহে, সেই প্রকৃতির দোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এইরূপ জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে।

† সকল প্রাকৃত রোগই দুঃসাধ্য ও বৈকৃত রোগমাত্রই সুখসাধ্য, কেবল জ্বররোগেই ব্যাধি মাহাত্ম্যে ইহার বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে।

হয়। পিত্তশ্লেষ্মার দ্রবত্ব প্রকৃতি হেতুও বিসর্গকাল বলিয়া এই পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে অনশনের ভয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দ্রব ধাতু মহৎ লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। পিত্তশ্লেষ্মাও দ্রবধাতু, সুতরাং ঐ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে অনশনে ভয় নাই। আর কাল দুই প্রকার যথা, বিসর্গকাল ও আদানকাল। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই ঋতুত্রয় বিসর্গকাল। এই কালে চন্দ্রের বলে প্রাণিসমূহ স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ হয়, সুতরাং অধিক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে, আর শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় আদানকাল। এইকালে সূর্য্য বলে প্রাণিগণ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সুতরাং তখন অধিক উপবাস সহ্য হয় না।

কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু।

বর্ষাকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল হয়।

সাধ্যজ্বরলক্ষণ।

বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ।

রোগীর বল থাকিলে এবং জ্বর অল্প দোষে সমুদ্ভূত ও নিরুপদ্রব হইলে, তাহা সুখসাধ্য জানিবে। (কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, শ্বাস ও অঙ্গবেদনা এই ১০ টি জ্বরের উপদ্রব)।

অসাধ্যজ্বর।

সর্ব্বথা বিকৃতিজ্ঞানে প্রাগসাধ্য উদাহৃতঃ।

যাদৃশ রোগীর যাদৃশ জ্বর অসাধ্য হয়, তাহা বিকৃতি বিজ্ঞানীয় শারীরাধ্যায়ে সর্ব্বথা উদাহৃত হইয়াছে।

সামজ্বরলক্ষণ।

জ্বরোপদ্রব তীক্ষ্ণত্বমগ্লানির্বহুমূত্রতা।
ন প্রবৃত্তির্ন বিড্জীর্ণা ন ক্ষুৎ সামজ্বরাকৃতিঃ।

এই জ্বরে প্রলাপ ও ভ্রমাদির তীব্রতা, অগ্লানি, বহুমূত্রতা, পুরীষের অপ্রবর্ত্তন বা অজীর্ণতা ও অক্ষুধা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পচ্যমানজ্বরলক্ষণ।

জ্বরবেগোঽধিকং তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্।

জ্বরের পরিপাকাবস্থায়, জ্বরবেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলপ্রবৃত্তি ও বমনবেগ, এই সকলের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

নিরাম (পক্ব) জ্বরলক্ষণ।

জীর্ণতামবিপর্য্যাসাৎ সপ্তরাত্রঞ্চ লঙ্ঘনাৎ।

এই জ্বরে পূর্ব্বোক্ত সামজ্বরের বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ জ্বরোপদ্রবের মৃদুত্ব, গ্লানি, অল্প মূত্রতা, পক্ব মলপ্রবৃত্তি ও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। সপ্তদিবস অনশনের পর যে অষ্টম দিনাদিকাল, তাহাও একটি নিরাম জ্বরের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে হেতু রস ও রক্তাদি সপ্ত ধাতুগত মল সাতদিনে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অষ্টমদিবসে জ্বর নিরাম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

জ্বরঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো মলকালবলাবলাৎ।
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন ভূয়সা তূপদিশ্যতে।
সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ।

বাতাদি মলের প্রকোপকাল ও বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক

ও চতুর্থক নামক পঞ্চবিধ বিষম জ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জ্বর প্রায়ই ত্রিদোষ সম্ভূত, কিন্তু বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই নামেই অভিহিত হয়।

ধাতু মূত্র শকৃদ্বাহিস্রোতসাং ব্যাপিনো মলাঃ।
তাপয়ন্তস্তনুং সর্ব্বাং তুল্যদূষ্যাদিবর্দ্ধিতাঃ।
বলিনো গুরবস্তব্ধা বিশেষেণ রসাশ্রিতাঃ।
সন্ততং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বা জ্বরং কুর্য্যুঃ সুদুঃসহম্।

ধাতু মূত্র পুরীষবাহি, স্রোতোব্যাপী, বলবান্, গুরু, নিশ্চল এবং প্রত্যনীকরহিত (যাহার প্রতিপক্ষ গুণাদিযুক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই অর্থাৎ দুর্দ্দম) বাতাদি মল সকল তুল্য গুণবিশিষ্ট রসাদি দূষ্য পদার্থ দ্বারা বর্দ্ধিত এবং বিশেষরূপে রসাশ্রিত হইয়া সন্তাপাদি দ্বারা সর্ব্বশরীরকে পীড়িত করিয়া অতি দুঃসহ সন্তত জ্বর উৎপাদন করে।

মলং জ্বরোষ্মা ধাতূন্ বা স শীঘ্রং ক্ষপয়েত্ততঃ।
সর্ব্বাকারং রসাদীনাং শুদ্ধ্যাশুদ্ধ্যাপি বা ক্রমাৎ।
বাতপিত্তকফৈঃ সপ্ত দশ দ্বাদশ বাসরান্।
প্রায়োঽনুযাতি মর্য্যাদাং মোক্ষায় চ বধায় চ॥
ইত্যগ্নিবেশস্য মতং হারীতস্য পুনঃ স্মৃতিঃ।
দ্বিগুণা সপ্তমী যাবন্নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ।

সকল বস্তু ক্ষপণভাব, অনলধর্ম্ম জ্বরোষ্মা কদাচিৎ পুরীষাদি মলকে কদাচিৎ বা রসাদি ধাতুকে শীঘ্র ক্ষয় করিয়া ফেলে। মলক্ষয় নিরাম লক্ষণ দ্বারা জানিবে। নিরাম লক্ষণ যথা, স্রোতঃসকলের অসংরোধ, বলাধান, গাত্রলাঘব, বায়ুর অনুলোম, বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিষয়ে অনালস্য, অগ্নির দীপ্তি, মুখের বৈশদ্য, মূত্র পুরীষাদির প্রবর্ত্তন, ক্ষুদ্‌বোধ এবং অগ্লানি।

বাত, পিত্ত ও কফভূয়িষ্ঠ সন্তত জ্বর, রসাদির (রসাদি সপ্তধাতু, বাতাদি তিন দোষ এবং মল ও মূত্র এই দ্বাদশ পদার্থ) সম্পূর্ণ শুদ্ধি বা অশুদ্ধি দ্বারা রোগীর মোক্ষ বা বিনাশার্থ যথাক্রমে সাত, দশ ও দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সীমা প্রায় অনুগমন করে, অর্থাৎ বাতোল্বণ সন্তত, রসাদির শুদ্ধি দ্বারা সাতদিনে, পিত্তোল্বণ সন্তত দশদিনে, কফোল্বণ সন্তত দ্বাদশ দিনে রোগীকে জ্বরমুক্ত এবং রসাদির অশুদ্ধি দ্বারা ঐ দিনে রোগীকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ইহাই অগ্নিবেশের মত। হারীতের মতে রোগীর মুক্তি ও বিনাশের জন্য চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ, ও দ্বাবিংশতি দিন পর্য্যন্ত ত্রিদোষের সীমা।

শুদ্ধ্যশুদ্ধৌ জ্বরঃ কালং দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে।

পূর্ব্বোক্ত রসাদির মধ্যে কতক শুদ্ধ ও কতক অশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ তাহাদের শুদ্ধাশুদ্ধি ঘটিলে সন্তত জ্বর দীর্ঘকালও অনুবর্ত্তন করে।

কৃশানাং ব্যাধিমুক্তানাং মিথ্যাহারাদিসেবিনাম্।
অল্পোঽপি দোষো দূষ্যাদের্লব্ধ্বান্যতমতো বলম্।
সবিপক্ষো জ্বরং কুর্য্যাদ্বিষমং ক্ষয়বৃদ্ধিভাক্।

ব্যাধিমুক্ত হইয়াই কৃশ ও দুর্ব্বলাবস্থায় যে ব্যক্তি অনুপযুক্ত আহার বিহারাদি করে, তাহাদের অল্প দোষও রসাদি দূষ্য পদার্থের অন্যতম হইতে লব্ধবল ও সবিপক্ষ হইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

দোষঃ প্রবর্ত্ততে তেষাং স্বে কালে জ্বরয়ন্ বলী।
নিবর্ত্ততে পুনশ্চৈব প্রত্যনীকবলাবলঃ।

পূর্ব্বোক্ত জ্বরমুক্ত, দুর্ব্বল ও অনুচিত আহার বিহারাদি সেবনশীল ব্যক্তিদিগের বাতাদ্যন্যতম দোষ নিজ প্রকোপকালে যখন রসাদির কোন সপক্ষ দূষ্য পদার্থ হইতে লব্ধবল হয়, তখনই সন্তাপানয়ন পূর্ব্বক

স্বব্যাপারে অর্থাৎ সন্ততাদি বিষম জ্বরোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই জ্বরোৎপাদক দোষেই আবার যখন বিপক্ষ বলবৎ দূষ্য দ্বারা হীনবল হয়, তখনই স্বকার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে।

ক্ষীণে দোষে জ্বরঃ সূক্ষ্মো রসাদিষ্বেব লীয়তে।
লীনত্বাৎ কার্শ্য বৈবর্ণ্য জাড্যাদীনাদধাতি সঃ।

বিষম জ্বরকারি দোষ ক্ষীণ হইলেও জ্বর একেবারে যায় না, সূক্ষ্ম হইয়া রসাদিতে লীন হইয়া অবস্থিতি করে এবং সেই লীনত্ব হেতুই শরীরে কার্শ্য, বৈবর্ণ্য ও জাড্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

আসন্ন বিবৃতাস্যত্বাৎ স্রোতসাং রসবাহিনাম্।
আশু সর্ব্বস্য বপুষো ব্যাপ্তির্দোষেণ জায়তে।
সন্ততঃ সততস্তেন বিপরীতো বিপর্য্যয়াৎ।

বিষমজ্বরে বাতাদি দোষপ্রকোপ তুল্য হইলেও সন্তত জ্বরেই আশু সর্ব্বশরীরে দোষব্যাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই রসবাহী স্রোতের মুখ স্থূল, নিকটবর্ত্তী ও বিবৃত, তজ্জন্যই জ্বরোৎপাদক দোষ শীঘ্র স্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, এবং সেই কারণেই রসধাতুস্থ সন্তত জ্বর নিরন্তর হইয়া থাকে, তাহার বিরাম দৃষ্ট হয় না। আর ইহার বিপর্য্যয় হেতু অর্থাৎ রসবহ স্রোতঃ হইতে রক্তবহ ও মেদোবহ স্রোতঃ সকল ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাস্য বলিয়া তাহাতে জ্বরোৎপাদক দোষ বিলম্বে প্রবিষ্ট ও অসম্পূর্ণ শরীরব্যাপ্ত হইয়া বিচ্ছিন্নকালে সততাদি জ্বর আনয়ন করে। অতএব সততাদি জ্বর সন্তত জ্বরের বিপরীত অর্থাৎ সন্তত জ্বর নিরন্তর হয়, আর সততাদি জ্বর বিচ্ছিন্নকালে হইয়া থাকে।

বিষমজ্বরলক্ষণ।

বিষমো বিষমারম্ভ ক্রিয়াকালোঽনুষঙ্গবান্।

এই জ্বরের আরম্ভ, ক্রিয়া ও কাল, বিষম হইয়া থাকে এবং এই জ্বর দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়। বিষমারম্ভ যথা, ইহা কখন মস্তক, কখন পৃষ্ঠ, কখন বা জঙ্ঘা হইতে উৎপন্ন হয়। বিষম ক্রিয়া যথা, কখন শীতকৃৎ কখন দাহকৃৎ। বিষম কাল যথা, কখন পূর্ব্বাহ্ণে, কখন মধ্যাহ্নে, কখন বা নিশীথ সময়ে উপস্থিত হয়।

দোষো রক্তাশ্রয়ঃ প্রায়ঃ করোতি সততং জ্বরম্।
অহোরাত্রস্য স দ্বিঃ স্যাৎ সকৃদন্যেদ্যুরাশ্রিতঃ।
তস্মিন্ মাংসবহা নাড়ীর্মেদোনাড়ীস্তৃতীয়কে।
গ্রাহী পিত্তানিলাম্মূর্দ্ধ্নি স্ত্রিকস্য কফপিত্ততঃ।
স পৃষ্ঠস্যানিল কফাৎ চৈকাহান্তরতঃ স্মৃতঃ।

দোষ প্রায় রক্তস্থ হইয়া সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার হয়, অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিংবা কদাচিৎ দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতে দুইবার হইয়া থাকে। দোষ মাংসবহা নাড়ী আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুষ্ক নামক বিষমজ্বর আনয়ন করে। এই জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে একবার হয়, অর্থাৎ কদাচিৎ দিবায়, কদাচিৎ বা রাত্রিতে উপস্থিত হয়।

দোষ, মেদোবহা নাড়ী আশ্রয় করিয়া তৃতীয়ক নামক বিষমজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ এক দিন অন্তর হয়। তৃতীয়ক জ্বর ত্রিবিধ; যথা, বাতপিত্তোল্বণ হইলে প্রথমে মস্তক হইতে, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইলে ত্রিক হইতে এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ হইলে পৃষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

চতুর্থকো মলে মেদোমজ্জাস্থ্যন্যতমস্থিতে।
মজ্জস্থ এবেত্যপরে প্রভাবং স তু দর্শয়েৎ।
দ্বিধা কফেন জঙ্ঘাভ্যাং স পূর্ব্বং শিরসোঽনিলাৎ।

দোষ, মেদঃ, মজ্জা ও অস্থি এই ধাতুত্রয়ের অন্যতম কোন ধাতু আশ্রয় করিলে চতুর্থক নামক বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। অপর আচার্য্যের মতে দোষ কেবল মজ্জা ধাতু আশ্রয় করিয়াই চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। ইহা প্রতি চতুর্থ দিনে, অর্থাৎ প্রথম দিন জ্বর হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন হয় না, আবার চতুর্থদিনে হইয়া থাকে। চতুর্থক জ্বর দুই প্রকার প্রভাব দেখায়; যথা, কফোল্বণ হইলে প্রথমে জঙ্ঘাদ্বয় হইতে এবং বাতোল্বণ হইলে মস্তক হইতে আরব্ধ হইয়া ক্রমে সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হয়।

অস্থিমজ্জোভয়গতে চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
ত্রিধা দ্ব্যহং জ্বরয়তি দিনমেকন্তু মুঞ্চতি।

দোষ, অস্থি ও মজ্জা এই উভয় ধাতুগত হইলে, চতুর্থক বিপর্য্যয় নামক বিষম জ্বর উপস্থিত হয়। ইহা সন্নিপাতোদ্ভূত হইলেও বাতাদি দোষত্রয়ের আধিক্যে ত্রিবিধ হয়। এই জ্বর উপর্য্যুপরি দুই দিন ব্যাপিয়া হয়, আদ্য ও অন্ত্য দিন ত্যাগ করে।

বলাবলেন দোষাণামন্ন চেষ্টাদি জন্মনা।
জ্বরঃ স্যান্মনসস্তদ্বৎ কর্ম্মণশ্চ তদা তদা।
দোষদূষ্যর্ত্তহোরাত্র প্রকৃতীনাং বলাজ্জ্বরঃ।
মনসো বিষয়ানাঞ্চ কালং তং তং প্রপদ্যতে।

যে যে সময়ে আহার বিহারাদি দ্বারা বাতাদি শারীর দোষের বলাবল হয়, সেই সেই সময়ে ঐ দোষ বলাবল দ্বারা সততাদি জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্বৎ যে যে সময়ে মানস দোষের ও মানস কার্য্যের (কাহার মতে পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের) বলাবল হয়, সেই সেই সময়েও ঐ সততাদি জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে এবং বাতাদি দোষের, রসাদি দূষ্যের, শিশিরাদি ঋতুর, দিবা ও রাত্রির, প্রকৃতির, মনের ও রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের বল বশতঃই সততকাদি জ্বর, সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কাল প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই কখন সততক, কখন অন্যেদ্যুষ্ক, কখন তৃতীয়ক বা চতুর্থক হইয়া পরে তৃতীয়ক অন্যেদ্যুষ্ক বা সতত জ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।

ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালে বিলীয়তে।
ততো নরঃ শ্বসন্ স্বিদ্যন্ কূজন্ বমতি চেষ্টতে।
বেপতে প্রলপত্যুষ্ণৈঃ শীতৈশ্চাঙ্গৈর্হতপ্রভঃ।
বিসংজ্ঞো জ্বরবেগার্ত্তঃ সক্রোধ ইব বীক্ষ্যতে।
সদোষ শব্দঞ্চ শকৃদ্দ্রবং সৃজতি বেগবৎ।

প্রচণ্ড পবন মহাজলাশয়কে যেমন আলোড়িত করে, বাতাদি দোষও জ্বরমোক্ষ কালে সেইরূপ রসাদি ধাতুকে ক্ষোভিত করিয়া পরে বিলীন হয়, তাহাতেই রোগী ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ঘামে এবং কুন্থন, বমন ও ভূমিলুণ্ঠন করে, কাঁপে ও প্রলাপ বাক্য কহে। জ্বরবেগার্ত্তব্যক্তির কোন অঙ্গ শীতল ও কোন অঙ্গ উষ্ণ হয় এবং সে সংজ্ঞাহীন ও সক্রোধবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, রোগী আম ও শব্দবিশিষ্ট বেগবৎ দ্রব মল ত্যাগ করে।

বিগতজ্বরলক্ষণ।

দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লম মোহতাপঃ
পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্।
স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগিমনোঽন্নলিপ্সা
কণ্ডুশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বরলক্ষণানি।

দেহের লঘুতা, কান্তি, মোহ ও তাপের নাশ, মুখে পাক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পটুতা, অব্যথা, ঘর্ম্মাগম, হাঁচি, মনের প্রকৃতিস্থতা, অন্নাভিলাষ ও মস্তকে কণ্ডু, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইতি জ্বরনিদান।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তপিত্তকাসনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ভৃশোষ্ণ তীক্ষ্ণকট্বম্ল লবণাদি বিদাহিভিঃ।
কোদ্রবোদ্দালকৈশ্চান্নৈস্তদ্যুক্তৈরতিসেবিতৈঃ॥
কুপিতং পিত্তলৈঃ পিত্তং দ্রবং রক্তঞ্চ মূর্চ্ছিতে।
তে মিথস্তুল্যরূপত্বমাগম্য ব্যাপ্নুতস্তনুম্॥

অতঃপর আমরা রক্তপিত্ত ও কাসনিদান ব্যাখ্যা করিব। অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি কটু, অতি অম্ল ও অতি লবণাদি বিদাহি দ্রব্য এবং কোদ্রব (কোদ্‌ধান্য) ও ও উদ্দালকনামক পিত্তকর ধান্যবিশেষের অন্ন, অতি সেবিত হইলে দ্রবস্বভাব পিত্ত ও রক্ত কুপিত, মিশ্রিত ও পরস্পর সমবর্ণ হইয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়।

পিত্তং রক্তস্য বিকৃতিঃ সংসর্গাদ্দূষণাদিতি।
গন্ধবর্ণানুবৃত্তেশ্চ রক্তেন ব্যপদিশ্যতে॥

পিত্ত, রক্তের বিকৃতি (মল) এবং সেই পিত্ত ও রক্তের পরস্পর মিশ্রীভাব, পিত্তদ্বারা রক্তের আশু দুষ্টি ও রক্ত দূষণ দ্বারা পিত্তদুষ্টি এবং রক্তের যাদৃশ গন্ধ, বর্ণ, পিত্তেরও তাদৃশ গন্ধবর্ণ, এই সকল কারণে রক্তের সহিত পিত্তের ব্যপদেশ (উল্লেখ) হইয়া রক্তপিত্ত নাম হইয়া থাকে।

প্রভবত্যসৃজঃ স্থানং প্লীহতো যকৃতশ্চ তৎ॥

রক্তস্থান প্লীহা ও যকৃৎ হইতে সেই রক্তাখ্য পিত্ত অর্থাৎ উচ্ছ্রিত রক্ত প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়।

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ।

শিরোগুরুত্বমরুচিঃ শীতেচ্ছা ধূমকোঽম্লকঃ।
ছর্দ্দিশ্ছর্দ্দিতবৈভৎস্যং কাসঃ শ্বাসো ভ্রমঃ ক্লমঃ॥
লোহলোহিত মৎস্যাম গন্ধাস্যত্বং স্বরক্ষয়ঃ।
রক্তহারিদ্র হরিত বর্ণতা নয়নাদিষু॥
নীল লোহিত পীতানাং বর্ণানামবিরেচনম্।
স্বপ্নে তদ্বর্ণদর্শিত্বং ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥

মস্তক ভার, অরুচি, শৈত্যাভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, অম্লোদ্গার, বমি, বমনে বীভৎসতা, কাস, শ্বাস, ভ্রম, ক্লম এবং মুখে লৌহ, রক্ত ও মৎস্যাম গন্ধ, স্বরক্ষয়, নয়নাদিতে রক্ত, হারিদ্র বা হরিত বর্ণতা, নীল, লোহিত ও পীত বর্ণের অবিরেচন এবং স্বপ্নাবস্থায় রক্তবর্ণ আকার দর্শন। এই সকল লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়।

ঊর্দ্ধং নাসাক্ষি কর্ণাস্যৈর্মেঢ্র যোনি গুদৈরধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে॥

সেই দুষ্ট রক্তপিত্ত, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ রূপ, ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া অথবা লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্য রূপ অধোমার্গ দ্বারা কিংবা ঊর্দ্ধাধো উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হয় এবং অতি কুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দিয়াও নির্গত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধং সাধ্যং কফাদ্ যস্মাৎ তদ্বিরেচনসাধনম্।
বহ্বৌষধঞ্চ পিত্তস্য বিরেকো হি বরৌষধম্।
অনুবন্ধী কফো যশ্চ তত্র তস্যাপি শুদ্ধিকৃৎ।
কষায়াঃ স্বাদবোঽপ্যস্য বিশুদ্ধ শ্লেষ্মণো হিতাঃ।
কিমু তিক্তাঃ কষায়া বা যে নিসর্গাৎ কফাপহাঃ॥

কফের আধিক্য থাকিলে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগ হয়; ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের বিরেচনই চিকিৎসা; যেহেতু বিরেকই পিত্তের প্রধান ঔষধ; আর ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যে কফ অনুবন্ধি থাকে, সেই অনুবন্ধি কফেরও বিরেচন শুদ্ধিকারী; ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের ঔষধও যথেষ্ট আছে; স্বরস, কল্ক, শৃতশীত ও ফাণ্টাখ্য কষায় সকল যদি স্বাদুরসও হয়, তাহা হইলেও উহারা ব্যাধি প্রতিপক্ষতা হেতু শ্লেষ্মজনক না হইয়া, বিশুদ্ধ (বাতাদিদুষ্ট

শ্লেষ্মান্বিত রক্তপিত্তের) হিতকরই হইয়া থাকে। তিক্ত রসান্বিত যে সকল কষায় স্বভাবতঃ কফঘ্ন, তাহারা যে ব্যাধি ও দোষ উভয় প্রতিপক্ষতাহেতু কফ সংসৃষ্ট ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব এই সকল কারণে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য হইয়া থাকে।

অধো যাপ্যং চলাদ্ যস্মাৎ তৎ প্রচ্ছর্দ্দনসাধনম্।
অল্পৌষধঞ্চ পিত্তস্য বমনঞ্চ বরৌষধম্।
অনুবন্ধী চলো যশ্চ শান্তয়েঽপি ন তস্য তৎ।
কষায়াশ্চ হিতাস্তস্য মধুরা এব কেবলম্॥

বাতাধিক্য বশতঃ রক্তপিত্ত অধোগামী হয়। অধোগ রক্তপিত্তের বমনই চিকিৎসা কিন্তু পিত্তের বমন শ্রেষ্ঠ ঔষধ নহে, আর অধোগ রক্তপিত্তে যে বায়ু অনুবন্ধী থাকে, বমন সেই অনুবন্ধি বায়ুরও প্রশমক নহে, অধোগামি রক্তপিত্তের ঔষধও অল্প আছে, স্বরসাদি যে সকল কষায় মধুর, তাহারাই কেবল অধোগামি রক্তপিত্তে হিতকর, তিক্ত ও কষায় রস বাত প্রকোপ বলিয়া উপকারী নহে। অতএব অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য।

কফমারুতসংসৃষ্টমসাধ্যমুভয়ায়নম।
অশক্যপ্রাতিলোমত্বাদভাবাদৌষধস্য চ॥

রক্তপিত্ত বাতশ্লেষ্ম সংসৃষ্ট হইলে ঊর্দ্ধাধ উভয়মার্গগামী হয়। ঊর্দ্ধমার্গের প্রতিলোম অধোমার্গ, সুতরাং ঊর্দ্ধাধ উভয় মার্গের প্রতিলোম অসম্ভব, অতএব উভয় মার্গের প্রতিলোম করা অসাধ্য বলিয়া এবং ঔষধের অল্পতা হেতু উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য।

ন হি সংশোধনং কিঞ্চিদস্ত্যস্য প্রতিলোমগম্।
শোধনং প্রতিলোমঞ্চ রক্তপিত্তে ভিষগ্জিতম্॥

রক্তপিত্ত রোগে প্রতিলোমগ শোধনই (ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বিরেচন শোধন এবং অধোগ রক্তপিত্তে বমন শোধন) ঔষধ, কিন্তু ঊর্দ্ধাধ উভয় মার্গগামী রক্তপিত্তে প্রতিলোমগ শোধন অসম্ভব; বিরেচন প্রযুক্ত হইলে অধোগ রক্তপিত্তের এবং বমন প্রযুক্ত হইলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রতিলোমগ শোধন ঔষধের অভাব। তজ্জন্য উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত সাধ্য হয় না।

এবমেবোপশমনং সর্ব্বশো নাস্য বিদ্যতে।
সংসৃষ্টেষু হি দোষেষু সর্ব্বজিচ্ছমনং হিতম্॥

উভয়মার্গগামী রক্তপিত্তের প্রশমনার্থ যেমন বমন বিরেচনরূপ শোধন ঔষধের অভাব, তদ্রূপ ইহার কোন শমন ঔষধ দেখা যায় না। যেহেতু মিলিত দোষত্রয়ে ত্রিদোষ-নাশক শমনই হিতকর; ত্রিদোষঘ্ন শমন, সন্তর্পণ ও অপতর্পণ ভেদে দ্বিবিধ। বাতসংসৃষ্ট অধোগ রক্তপিত্তে বাতশমনার্থ যদি সন্তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিভোজনাদি বৃংহণ শমন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তকারি শ্লেষ্মার বৃদ্ধি এবং কফ সংসৃষ্ট ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যদি কফশমনার্থ অপতর্পণ (উপবাসাদি) শমন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে অধোগ রক্তপিত্ত-কারি বায়ুর প্রকোপ হইবে। নৃসিংহবৎ উভয়াত্মক এমন কোন একটি শমন ঔষধ নাই, যাহা প্রয়োজিত হইয়া উভয়মার্গগামী রক্তপিত্তের প্রশম করে। অতএব উভয়মার্গগ রক্তপিত্ত অসাধ্য।

তত্র দোষানুগমনং শিরাস্র ইব লক্ষয়েৎ।
উপদ্রবাংশ্চ বিকৃতিজ্ঞানতন্ত্রেষু চাধিকম্।
আশুকারী যতঃ কাসস্তমেবাতঃ প্রবক্ষ্যতে॥

শিরাব্যধ বিধানে, রক্তের শ্যাবারুণ-রুক্ষত্বাদি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা যেরূপ বাতাদি দোষের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, রক্তপিত্ত

রোগেও সেইরূপ লক্ষণ দ্বারা বাতাদি দোষের অনুবন্ধ লক্ষ্য করিবে। এবং বিকৃতিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে রক্তপিত্তের উপদ্রব সকল জানিবে, উপদ্রব সমস্তের মধ্যে কাসই প্রবল ও আশুমারক, তজ্জন্য অতঃপর কাসরোগ বলিব।

ইতি রক্তপিত্তনিদান।

কাসনিদান।

পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তম্।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয়, এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাস উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত জরানিবন্ধন এক প্রকার জরাকাস হয়, তাহা দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত জানিবে। সকল প্রকার কাসই উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া শেষে ধাতুক্ষয় করে।

কাসরোগস্য পূর্ব্বরূপম্।

তেষাং ভবিষ্যতাং রূপং কণ্ঠে কণ্ডুররোচকঃ।
শূকপূর্ণাভকণ্ঠত্বং তত্রাধো বিহিতোঽনিলঃ।
ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তং প্রাপ্যোরস্তস্মিন্ কণ্ঠে চ সংসজন্।
শিরঃ স্রোতাংসি সংপূর্য্য ততোঽঙ্গান্যুৎক্ষিপন্নিব।
ক্ষিপন্নিবাক্ষিণী পৃষ্ঠমুরঃ পার্শ্বে চ পীড়য়ন্।
প্রবর্ত্ততে স বক্ত্রেণ ভিন্নকাংস্যোপমধ্বনিঃ।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠে কণ্ডূ আহারে অরুচি এবং কণ্ঠ যেন যব ধান্যাদির শূক (সোঁয়া) ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার কাসরোগের সম্প্রাপ্তি। কাসরোগে বায়ু অধঃ প্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং ক্রমে হৃদয়ে তৎপর কণ্ঠে সংসক্ত হইয়া মস্তকের স্রোতঃ সকলকে পূর্ণ করিয়া তদনন্তর অঙ্গ সকলকে যেন উৎক্ষিপ্ত, চক্ষুর্দ্বয়কে পীড়িত করিতে করিতে ভগ্ন কাংস্যপাত্রধ্বনি তুল্য শব্দ বিশিষ্ট হইয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়।

হেতুভেদাৎ প্রতীঘাতভেদো বায়োঃ সরংহসঃ।
যদ্রুক্‌শব্দবৈষম্যং কাসানাং জায়তে ততঃ।

নিদানভেদে কাসোৎপাদক বেগবান্ বায়ুরও প্রতিঘাতভেদ হয়, তজ্জন্যই সকল কাসে রুজা ও শব্দ একরূপ হয় না।

কুপিতো বাতলৈর্বাতঃ শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্ত্রতাম্।
হৃৎপার্শ্বোরঃ শিরঃশূলং মোহক্ষোভস্বরক্ষয়ান্।
করোতি শুষ্কং কাসঞ্চ মহাবেগ রুজাস্বনম্।
সোঽঙ্গহর্ষো কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ॥

অত্যন্ত বাতপ্রকোপণ হেতু দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া বক্ষঃস্থলের, কণ্ঠের ও মুখের শুষ্কতা করে, হৃদয়ে, পার্শ্বদেশে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা জন্মায়, মোহ ও ক্ষোভ (চাঞ্চল্য) ও স্বরক্ষয় করে, এবং মহাবেগ, রুজা ও শব্দবিশিষ্ট শুষ্ক কাস নিষ্ঠীবন করিয়া তৎকালের জন্য কিছু আরাম প্রাপ্ত হয়।

পিত্তাৎ পীতাক্ষিকফতা তিক্তাস্যত্বং জ্বরো ভ্রমঃ।
পিত্তাস্রগ্‌বমনং তৃষ্ণা বৈস্বর্য্যং ধূমকো মদঃ।
প্রততং কাসবেগেন জ্যোতিষামিব দর্শনম্।

পিত্তজনিত কাসে চক্ষুর ও কফের পীতবর্ণতা, মুখের তিক্ততা, জ্বর, ভ্রম, পিত্ত ও রক্তবমন, তৃষ্ণা, স্বরবিকৃতি, মুখ দিয়া ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, মত্ততা, নিরন্তর কাসবেগহেতু তারকাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের অসত্বাতেও জ্যোতিষ্ক দর্শন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফাদুরোঽল্পরুক্ মূর্দ্ধ হৃদয়ং স্তিমিতং গুরু।
কণ্ঠোপলেপঃ সদনং পীনস চ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
রোমহর্ষো ঘনস্নিগ্ধ শ্বেত শ্লেষ্মপ্রবর্ত্তনম্।

শ্লৈষ্মিককাসে বক্ষঃস্থল অল্প বেদনাযুক্ত, মস্তক ও হৃদয় স্তিমিত ও গুরু, কণ্ঠ শ্লেষ্মলিপ্ত, শরীরের অবসাদ, পীনস, বমি, অরুচি, রোমাঞ্চ এবং ঘন, স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্ম নির্গম হয়।

যুদ্ধাদ্যৈঃ সাহসৈস্তৈস্তৈঃ সেবিতৈরযথাবলম্।
উরস্যন্তঃ ক্ষতে বায়ুঃ পিত্তেনানুগতো বলী।
কুপিতঃ কুরুতে কাসং কফং তেন সশোণিতম্।
পীতং শ্যামঞ্চ শুষ্কঞ্চ গ্রথিতং কুথিতং বহু।
ষ্ঠীবেৎ কণ্ঠেন রুজতা বিভিন্নেনেব চোরসা।
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
পর্ব্বভেদ জ্বর শ্বাস তৃষ্ণাবৈস্বর্য্য কম্পবান্।
পারাবত ইবাকূজন্ পার্শ্বশূলী ততোঽস্য চ।
ক্রমাদ্ বীর্য্যং রুচিঃ পক্তির্বলং বর্ণশ্চ হীয়তে।
ক্ষীণস্য সাসৃঙ্‌মূত্রত্বং স্যাচ্চ পৃষ্ঠকটীগ্রহঃ।

অযথা বলসেবিত মল্লযুদ্ধ, কঠিন ধনুরাকর্ষণ, অশ্বাদিতে গমন, উচ্চ কথন, গুরুভার বহন ও বেগবন্নদীতে স্রোতের বিপরীতাভিমুখে সন্তরণ, ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য দ্বারা বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর ক্ষত হইলে, কুপিত বলবান্ বায়ু পিত্তানুগত হইয়া রক্তদূষণ কাস উৎপাদন করে, তাহাতে পীত বা শ্যামবর্ণ শুষ্ক গ্রথিত (গাঁট গাঁট) পূতিগন্ধ ও বহুপরিমিত সশোণিত কফ নির্গত হয়। কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে বিদারণবৎ ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা ও শূল নিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ, কম্প, পার্শ্বশূল ও কাসিবার কালে কপোতধ্বনির ন্যায় অব্যক্ত শব্দ নির্গম, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং রোগীর ক্রমে বীর্য্য, রুচি, পরিপাকশক্তি, বল ও বর্ণ হীন হয়। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে তাহার মূত্র সরক্ত এবং পৃষ্ঠ ও কটিদেশ বেদনানুবদ্ধ হইয়া থাকে

বায়ুপ্রধানাঃ কুপিতা ধাতবো রাজযক্ষ্মিণঃ
কুর্ব্বন্তি যক্ষ্মায়তনৈঃ কাসং ষ্ঠীবেৎ কফং ততঃ।
পূতিপূযোপমং পীতং বিস্রং হরিত লোহিতম্।
লুপ্যেত ইব পার্শ্বে চ হৃদয়ং পততীব চ।
অকস্মাদুষ্ণশীতেচ্ছা বহ্বাশিত্বং বলক্ষয়ঃ।
স্নিগ্ধ প্রসন্নবক্ত্রত্বং শ্রীমদ্দর্শননেত্রতা।
ততোঽস্য ক্ষয়রূপাণি সর্ব্বাণ্যাবির্ভবন্তি চ।

যক্ষ্মানিদানোক্ত সাহসাদি দ্বারা রাজযক্ষ্মরোগীর বাতোল্বণ দোষ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া কাস উৎপাদন করে। তাহাতে পূতি পূযোপম, মৎস্যাম গন্ধি, পীত, হরিত বা লোহিতবর্ণ কফ নিষ্ঠীবন হয়। রোগীর পার্শ্বদ্বয় যেন স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত, হৃদয় যেন ভ্রষ্ট, অকারণে কখন উষ্ণাভিলাষ, কখন শীতেচ্ছা, বহু ভোজন কিন্তু বলক্ষয়, মুখের স্নিগ্ধতা ও নির্ম্মলতা, দন্ত ও নেত্রের সৌন্দর্য্য এবং তৎপরে পীনস শ্বাসাদি সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

ইত্যেষ ক্ষয়জং কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
যাপ্যো বা বলিনাং তদ্বৎ ক্ষতজোঽভিনবৌ তু তৌ।
সিধ্যেতামপি সানাথ্যাৎ সাধ্যা দোষৈঃ পৃথক্ ত্রয়ঃ।
মিশ্রা যাপ্যা দ্বয়াঃ সর্ব্বে জরসা স্থবিরস্য চ।

এবংবিধ ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস, ক্ষীণ রোগীর দেহ নাশ করে। কিন্তু রোগীর বল থাকিলে উহারা যাপ্যও হইতে পারে। আর যদি ঐ কাসদ্বয় নবোত্থিত হয় এবং ভাগ্যক্রমে যদি সুচিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত পরিচারক ঘটে ও রোগও যদি সত্ত্ব বলাদি যুক্ত হয়, তাহা হইলে কখন বা সুফল লাভ অর্থাৎ রোগের শান্তি হইতেও পারে। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ কাস সাধ্য; সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বজ কাস এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি দিগের জরানিবন্ধন কাস যাপ্য।

কাসাচ্ছ্বাসক্ষয়চ্ছর্দ্দি স্বরসাদাদয়ো গদাঃ।
ভবন্ত্যপেক্ষয়া যস্মাৎ তস্মাত্তং ত্বরয়া জয়েৎ।

চিকিৎসায় অবহেলা করিলে, কাস হইতে শ্বাস, ক্ষয়, বমন ও স্বরভঙ্গাদি রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য অতি যত্নপূর্ব্বক শীঘ্র কাসরোগ জয় করিবে।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শ্বাসহিধ্বানিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কাসবৃদ্ধ্যা ভবেচ্ছ্বাসঃ পূর্ব্বৈর্ব্বা দোষকোপনৈঃ।
আমাতিসার বমথু বিষ পাণ্ডুজ্বরৈরপি।
রজোধূমানিলৈর্ম্মর্ম্মঘাতাদতিহিমাম্বুনা।
ক্ষুদ্রকস্তমকশ্ছিন্নো মহানূর্দ্ধশ্চ পঞ্চমঃ॥

অতঃপর আমরা শ্বাস ও হিক্কানিদান ব্যাখ্যা করিব। কাসবৃদ্ধি, আমাতিসার, বমনরোগ, বিষ, পাণ্ডু, জ্বর, নাসাদিপথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, প্রবল বায়ুসেবন, মর্ম্মাঘাত, অতি শীতল জল ব্যবহার এবং পূর্ব্বোক্ত কটু তিক্তাদি দোষ প্রকোপণ এই সকল কারণে শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়। শ্বাস পাঁচ প্রকার। যথা, ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, মহাশ্বাস ও উর্দ্ধশ্বাস।

কফোপরুদ্ধগমনঃ পবনো বিশ্বগাস্থিতঃ।
প্রাণোদকান্নবাহীনি দুষ্টঃ স্রোতাংসি দূষয়ন্।
উরঃস্থঃ কুরুতে শ্বাসমামাশয়সমুদ্ভবম্।

সর্ব্বদেহব্যাপী কুপিত বায়ু কফ দ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া, প্রাণবায়ুবহ, উদকবহ ও অন্নবহ স্রোতঃসকলকে দূষিত করিয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক আমাশয় সমুদ্ভূত শ্বাসকে উৎপাদন করে।

প্রাগ্রূপং তস্য হৃৎপার্শ্বশূলং প্রাণবিলোমতা।
আনাহঃ শঙ্খভেদশ্চ তত্রায়াসাতিভোজনৈঃ।
প্রেরিতঃ প্রেরয়েৎ ক্ষুদ্রং স্বয়ং সংশমনং মরুৎ।

হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, প্রাণবায়ুর বিমার্গগমন, আনাহ ও শঙ্খদেশে ভেদবৎ বেদনা এইগুলি শ্বাসরোগের পূর্ব্বরূপ।

ব্যায়ামাদি পরিশ্রম ও অতিভোজন দ্বারা বায়ু বিমার্গে প্রেরিত হইয়া ক্ষুদ্র শ্বাস উৎপাদন করে। এই শ্বাস চিকিৎসা ব্যতিরেকে আপনিই কিছুকাল পরে প্রশমিত হয়।

তমকশ্বাসঃ।

প্রতিলোমং শিরাগচ্ছন্নুদীর্য্য পবনঃ কফম্।
পরিগৃহ্য শিরো গ্রীবমুরঃ পার্শ্বে চ পীড়য়ন্।
কাসং ঘুর্ঘুরকং মোহমরুচিঃ পীনসং তৃষম্।
করোতি তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণোপতাপিণম্।
প্রতাম্যেৎ তস্য বেগেন নিষ্ঠ্যুতান্তে ক্ষণং সুখী।
কৃচ্ছ্রাচ্ছয়ানঃ শ্বসিতি নিষন্নঃ স্বাস্থ্যমৃচ্ছতি।
উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমর্ত্তিমান্।
বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসী কাঙ্ক্ষত্যুষ্ণং সবেপথুঃ।
মেঘাম্বু শীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে।
স যাপ্যস্তমকঃ সাধ্যো নবো বা বলিনো ভবেৎ॥

বায়ু যখন প্রতিলোমভাবে শিরা সকলকে প্রাপ্ত হয়, তখন উহা কফকে উর্দ্ধে নীত, মস্তক ও গ্রীবাকে বেদনা দ্বারা ব্যথিত এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদ্বয়কে পীড়িত করিয়া কাস, ঘুর্ঘুর শব্দ, মোহ, অরুচি, পীনস ও তৃষ্ণা এবং অতিতীব্রবেগযুক্ত, প্রাণোপতাপী শ্বাস উৎপাদন করে। কাসবেগে রোগী মূর্চ্ছা যায়, শ্লেষ্মা যতক্ষণ নির্গত না হয়, ততক্ষণ বিশেষ ক্লেশানুভব করে, নির্গত হইলে ক্ষণকালের জন্য সুখী হয়। শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে অতি কষ্ট পায়, বসিলে কিছু আরাম বোধ করে। তদ্ভিন্ন নয়নের স্ফীততা, ললাটে ঘর্ম্ম, যন্ত্রণার আতিশয্য, মুখের শুষ্কতা, মুহুর্মুহুঃ শ্বাস, উষ্ণাভিলাষ ও কম্প এই

সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই তমকশ্বাস, মেঘ, বৃষ্টি, শীতকাল, পূর্ব্ববায়ু ও শ্লেষ্মকর আহার বিহারাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ইহা যাপ্যরোগ, কিন্তু যদি অচিরোৎপন্ন হয় ও রোগীর বল থাকে, তাহা হইলে কখন কখন বা সাধ্যও হইয়া থাকে।

জ্বরমূর্চ্ছাযুতঃ শীতৈঃ শাম্যেৎ প্রতমকস্তু সঃ।

তমকশ্বাসে যদি জ্বর ও মূর্চ্ছা থাকে এবং যদি উহা শীতবীর্য্য ঔষধ, আহার ও বিহার দ্বারা বর্দ্ধিত না হইয়া শমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ শ্বাস প্রতমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা তমক শ্বাসেরই প্রকার ভেদ।

ছিন্নাচ্ছ্বসিতি বিচ্ছিন্নং মর্ম্মচ্ছেদরুজার্দ্দিতঃ।
সম্বেদমূর্চ্ছঃ সানাহা বস্তিদাহনিরোধবান্॥
অধোদৃগ্ বিপ্লুতাক্ষশ্চ মুহ্যন্ রক্তৈকলোচনঃ।
শুষ্কাস্যঃ প্রলপন্ দীনো নষ্টচ্ছায়ো বিচেতনঃ॥

ছিন্ন শ্বাসে ছিন্ন ছিন্ন শ্বাস, মর্ম্মচ্ছেদ তুল্য বেদনা, ঘর্ম্মাগম, মূর্চ্ছা, আনাহ, বস্তিদাহ ও বস্তিরোধ, অধোদৃষ্টি, নেত্রচাঞ্চল্য, মোহ, এক চক্ষু লাল, মুখের শুষ্কতা, প্রলাপ, ক্লান্তচিত্ততা, নষ্টকান্তি ও সংজ্ঞানাশ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মহাশ্বাসঃ।

মহতা মহতা দীনো নাদেন শ্বসিতি ক্রথন্।
উদ্ধূয়মানঃ সংরব্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশম্।
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানো বিভ্রান্তনয়নাননঃ।
বক্ষঃ সমাক্ষিপন্ বদ্ধমূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্।
শুষ্ককণ্ঠো মুহুর্ম্মুহ্যন্ কর্ণশঙ্খশিরোঽতিরুক্।

মত্ত বৃষ সংরুদ্ধ হইলে যেমন আস্ফালন পূর্ব্বক নিরন্তর শব্দ করে, মহাশ্বাসে বায়ু ঊর্দ্ধগত হওয়াতে রোগীও অতি ক্লিষ্ট হইয়া সেইরূপ সশব্দ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে এবং আর্ত্তনাদ করে। এই রোগে জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (কর্ম্ম কৌশল) নষ্ট, লোচনদ্বয় চঞ্চল, মুখ মলিন, বক্ষঃ আক্ষিপ্ত, মলমূত্র বিবদ্ধ, বাক্য বিশীর্ণ, কণ্ঠ শুষ্ক, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা এবং শঙ্খ ও মস্তক বেদনার্ত্ত হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসঃ।

দীর্ঘমূর্দ্ধ্বং শ্বসিত্যূর্দ্ধ্বান্ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ।
শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতাঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ।
ঊর্দ্ধদৃগ্ বীক্ষতে ভ্রান্তমক্ষিণী পরিতঃ ক্ষিপন্।
মর্ম্মসু ছিদ্যমানেষু পরিদেবী নিরুদ্ধবাক্।

এই শ্বাসে রোগী যেরূপ দীর্ঘ ঊর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, সেরূপ বেগে অধঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার মুখ ও স্রোতঃ সকল, শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হওয়াতে বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্তলোচন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে থাকে। মর্ম্ম সকল ছিদ্যমান হইলে যেরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করে এবং উহার বাক্য নিরুদ্ধ হয়।

এতে সিধ্যেয়ুরব্যক্তাঃ ব্যক্তাঃ প্রাণহরা ধ্রুবম্।

এই তমকাদি পঞ্চপ্রকার শ্বাস, অব্যক্ত লক্ষণ হইলে সাধ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্ত লক্ষণ হইলে প্রাণহর হইয়া থাকে।

শ্বাসৈকহেতু প্রাগ্‌রূপ সংখ্যা প্রকৃতি সংশ্রয়াঃ।
হিধ্মা ভক্তোদ্ভবা ক্ষুদ্রা যমলা মহতীতি চ।
গম্ভীরা চ মরুত্তত্র ত্বরয়া যুক্তিসেবিতৈঃ।
রুক্ষতীক্ষ্ণ খরাসাত্ম্যৈরন্নপানৈঃ প্রপীড়িতঃ।
করোতি হিধ্মামরুজাং মন্দশব্দাং ক্ষবানুগাম।
শমং সাত্ম্যান্নপানেন যা প্রয়াতি চ সান্নজা।

শ্বাসরোগের যেরূপ নিদান, পূর্ব্বরূপ, সংখ্যা, প্রকৃতি ও আশ্রয়স্থান, হিক্কারোগেরও ঠিক তদ্রূপই জানিবে।

অন্নজা, ক্ষুদ্রা, যমলা, মহতী ও গম্ভীরা এই পাঁচ প্রকার হিক্কা। রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, খর ও অসাত্ম্য অন্নপান তাড়াতাড়ি করিয়া যথেচ্ছ ভোজন করিলে, বায়ু অতি প্রপীড়িত হইয়া যন্ত্রণারহিত অল্প শব্দবিশিষ্ট ও ক্ষবাথুবন্ধ (হাঁচীর সহিত যুক্ত) যে হিক্কা আনয়ন করে এবং যাহা সাত্ম্য অন্নপান দ্বারা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

আয়াসাৎ পবনঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রাং হিধ্মাং প্রবর্ত্তয়েৎ।
জত্রুমূলপ্রবিসৃতামল্পবেগাং মৃদুঞ্চ সা।
বৃদ্ধিমায়াস্যতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মার্দ্দবম্‌॥

ব্যায়ামাদি কারণে বায়ু অল্প কুপিত হইয়া ক্ষুদ্রা হিক্কা আনয়ন করে। ইহা জত্রু (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতে উৎপন্ন হইয়া অল্পবেগে ও মৃদুভাবে প্রবৃত্ত হয়। এই হিক্কা পরিশ্রমে বাড়ে এবং ভুক্ত মাত্রে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়।

চিরেণ যমলৈর্বেগৈরাহারে যা প্রবর্ত্ততে।
পরিণামোন্মুখে বৃদ্ধিং পরিণামে চ গচ্ছতি।
কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবামাধ্মাতস্যাতিতৃষ্যতঃ।
প্রলাপচ্ছর্দ্দ্যতীসারনেত্রবিপ্লুত জৃম্ভিণঃ॥
যমলা বেগিনী হিধ্মা পরিণামবতী চ সা॥

যে হিক্কা মস্তকে ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমলবেগে অর্থাৎ জোড়া জোড়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে যমলা কহে। ইহা আহারের পরিপাকোন্মুখে বা পরিপাক সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যমল হিক্কায় আধ্মান, তৃষ্ণা, প্রলাপ, বমি, অতিসার, নেত্রবিপ্লব ও জৃম্ভা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। যমলা, বেগিনী ও পরিণামবতী এই তিনটি ইহার সংজ্ঞা অর্থাৎ নামান্তর।

স্তব্ধ ভ্রূ শঙ্খযুগ্মস্য সাস্র বিপ্লুতচক্ষুষঃ।
স্তম্ভয়ন্তীং তনুং বাচং স্মৃতিং সংজ্ঞাঞ্চ মুষ্ণতী।
রুন্ধতী মার্গমন্নস্য কুর্ব্বতী মর্ম্মঘট্টনম্‌।
পৃষ্ঠতো নমনং শোষং মহাহিধ্মা প্রবর্ত্ততে।
মহামূলা মহাশব্দা মহাবেগা মহাবলা।

মহাহিক্কা, ভ্রূযুগল ও শঙ্খদ্বয়কে স্তব্ধ, লোচনদ্বয়কে অশ্রুপূর্ণ ও চঞ্চল, দেহকে নিশ্চল, বাক্য স্তব্ধ, স্মৃতি ও সংজ্ঞাকে বিনষ্ট, অন্নপথকে রুদ্ধ, হৃদয়াদি মর্ম্মকে ঘট্টিত এবং পৃষ্ঠদেশকে নমিত ও শরীরকে শুষ্ক করিয়া প্রবৃত্ত হয়। ইহা মহামূলা (ইহার উৎপত্তির কারণ মহৎ) এবং মহাশব্দ, মহাবেগ ও মহাবলবিশিষ্টা এই বিশেষণত্রয় দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহাহিক্কা আশু প্রাণহারিণী।

পক্বাশয়াদ্বা নাভের্বা পূর্ব্ববদ্‌ যা প্রবর্ত্ততে।
তদ্রূপা সা মুহুঃ কুর্য্যাজ্জৃম্ভামঙ্গপ্রসারণম্‌॥
গম্ভীরেণানুনাদেন গম্ভীরা তাস্তু সাধয়েৎ।
আদ্যে দ্বে বর্জ্জয়েদন্ত্যে সর্ব্বলিঙ্গাঞ্চ বেগিনীম্‌।
সর্ব্বাশ্চ সঞ্চিতামস্য স্থবিরস্য ব্যবায়িনঃ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ॥

যে হিক্কা পক্বাশয় বা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ ভ্রূ-শঙ্খস্তম্ভাদি উৎপাদন করিয়া মহাহিক্কার ন্যায় প্রবৃত্ত ও মহাহিক্কা সদৃশ লক্ষণান্বিত হয় এবং যাহাতে মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভা ও অঙ্গপ্রসারণ এই অধিক লক্ষণদ্বয় বিদ্যমান থাকে, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে। ইহা গম্ভীরানুনাদ অর্থাৎ ঘণ্টাদির ন্যায় গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গম্ভীরা হইয়াছে।

এই পাঁচ প্রকার হিক্কার মধ্যে অন্নজা ও ক্ষুদ্রা নামক হিক্কাদ্বয় চিকিৎসাসাধ্য এবং মহা ও গম্ভীরাখ্য হিক্কাদ্বয় অসাধ্য। আর

সর্ব্ব লক্ষণান্বিত যমলাও অসাধ্য জানিবে। কেবল যে এইগুলিই অসাধ্য তাহা নহে, স্থবিরের, অতি মৈথুনকারীর, ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণদেহ ও অন্নাভাবে কৃশ ব্যক্তির যে কোন হিক্কা এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন যে হিক্কা, সে সমস্তই অসাধ্য।

সর্ব্বেঽপি রোগা নাশায় নত্বেবং শীঘ্রকারিণঃ।
হিধ্মাশ্বাসৌ যথা তৌ হি মৃত্যুকালে কৃতালয়ৌ॥

সন্নিপাত জ্বরাদি সর্ব্বপ্রকার রোগই প্রাণনাশের নিমিত্ত হয়, সত্য বটে, কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস এই দুইটি রোগ যেমন আশু প্রাণনাশক, তাহারা সেরূপ নহে। যেহেতু হিক্কা ও শ্বাস, মরণকালে বিহিতবসতি অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে ইহারা অবশ্যম্ভাবী ও শীঘ্র মারণ স্বভাব।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রাজযক্ষ্মাদিনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরোগমঃ।
রাজযক্ষ্মা ক্ষয়ঃ শোষো রোগরাড়িতি চ স্মৃতঃ।

অতঃপর আমরা রাজযক্ষ্মাদি নিদান ব্যাখ্যা করিব। রাজা যেমন প্রাক্ পশ্চাৎ জনসমূহে অনুগম্যমান হন, রাজযক্ষ্মাও তদ্রূপ জ্বর ও অতিসারাদি বহুরোগে পরিবৃত হইয়া থাকে। ইহা জ্বর গুল্মাদি সকল রোগের প্রধান। রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শোষ ও রোগরাজ, এই চারিটি ইহার পর্য্যায়।

নক্ষত্রাণাং দ্বিজানাঞ্চ রাজ্ঞোঽভূদ্ যদয়ং পুরা।
যচ্চ রাজা চ যক্ষ্মা চ রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ।
দেহৌষধ ক্ষয়কৃতেঃ ক্ষয়স্তৎসম্ভবাচ্চ সঃ।
রসাদিশোষণাচ্ছোষো রোগরাট্ তেষু রাজনাৎ।

পুরাকালে নক্ষত্র ও ব্রাহ্মণগণের রাজা চন্দ্রদেবের এই যক্ষ্মা রোগ হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, নক্ষত্রপতি চন্দ্র, রোহিণীর প্রতি অতি আসক্ত হওয়াতে অন্যান্য নক্ষত্র অপমানিত হইয়া পিতা দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন, কিন্তু চন্দ্র, শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতিকে মিথ্যা কথা দ্বারা বঞ্চনা করাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করেন, যে তোমার ক্ষয় রোগ হউক। তজ্জন্য চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়। আর ইহা সকল রোগের রাজা বলিয়া মুনিগণ ইহাকে রাজযক্ষ্মা কহিয়া থাকেন। দেহ ও ঔষধের ক্ষয়কারিত্ব হেতু এবং দেহ ও ঔষধের ক্ষয় হইতেও ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষয়, রসাদি ধাতুর শোষণ হেতু ইহাকে শোষ এবং বহু রোগের মধ্যে রাজত্ব ইহাতে বিরাজিত বলিয়া ইহাকে রোগরাট্ বলা যায়।

সাহসং বেগসংরোধঃ শুক্রৌজঃ স্নেহসংক্ষয়ঃ।
অন্নপানবিধিত্যাগশ্চত্বারস্তস্য হেতবঃ।

বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি সাহসের কার্য্য, মল মূত্রাদির বেগধারণ, শুক্র, ওজঃ ও শারীরিক স্নেহের ক্ষয় এবং অন্নপানের বিধি ত্যাগ, এই চারি প্রকার হেতু হইতে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয়।

তৈরুদীর্ণোঽনিলঃ পিত্তং কফং চোদীর্য্য সর্ব্বতঃ।
শরীরসন্ধিনাবিশ্য তান্ শিরাশ্চ প্রপীড়য়ন্।
মুখানি স্রোতসাং রুদ্ধা তথৈবাতিবিবৃত্য চ।
সর্পন্নূর্দ্ধমধস্তির্য্যগ্ যথাস্বং জনয়েদ্ গদান্।

উপরি উক্ত সাহসাদি কারণ চতুষ্টয় দ্বারা বায়ু উল্বণ হইয়া পিত্ত ও কফকে স্ব স্ব স্থান হইতে চালিত করিয়া শরীরের সন্ধি ও শিরাসমূহে প্রবেশানন্তর তাহাকে প্রপীড়িত ও অন্যান্য স্রোতের মুখকে রুদ্ধ বা অতিবিবৃত করিয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্ গমন

করিয়া যথাস্ব রোগ সকল উৎপাদন করে, অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে যাইয়া পীনসাদি, অধোদিকে যাইয়া তরল মলভেদ বা মলশোষ ও তির্য্যগ্‌দিকে যাইয়া পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে।

যক্ষ্মায়াঃ পূর্ব্বরূপম্।

রূপং ভবিষ্যতস্তস্য প্রতীশ্যায়ো ভৃশং ক্ষবঃ।
প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং সদনং বহ্নিদেহয়োঃ॥
স্থাল্যমত্রান্নপানাদৌ শুচাবপ্যশুচীক্ষণম্।
মক্ষিকা তৃণ কেশাদিপাতঃ প্রায়োঽন্নপানয়োঃ॥
হৃল্লাসশ্ছর্দ্দিররুচিরশ্নতোঽপি বলক্ষয়ঃ।
পাণ্যোরবেক্ষা পাদাস্যশোফোঽক্ষ্ণোরতিশুক্লতা॥
বাহ্বোঃ প্রমাণজিজ্ঞাসা কায়ে বৈভৎস্যদর্শনম্।
স্ত্রী মদ্য মাংস প্রিয়তা ঘৃণিত্বং মূদ্ধগুণ্ঠনম॥
নখ কেশাতি বৃদ্ধিশ্চ স্বপ্নে চাভিভবো ভবেৎ।
পতঙ্গ কৃকলাসাহিকপি শ্বাপদ পক্ষিভিঃ॥
কেশাস্থি তুষ ভস্মাদিরাশৌ সমধিরোহণম্।
শূন্যানাং গ্রামদেশানাং দর্শনং শুষ্যতোঽম্ভসঃ।
জ্যোতির্গিরীণাং পততাং জ্বলতাঞ্চ মহীরুহাম্॥

অতিসার, প্রতীশ্যায় (মুখ নাসাদি হইতে জল স্রাব), হাঁচী, মুখপ্রসেক, মুখমাধুর্য্য, অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, অন্নপানাদির শুক্লতা ও শুচি অন্নপানে অশুচি দর্শন ও অন্নপানে প্রায়ই মক্ষিকা ও তৃণ কেশাদি পতন, বমনবেগ, বমন, অরুচি, ভোজন করিলেও বলক্ষয়, বারংবার হস্ত দর্শন, পাদ ও মুখ শোষ, নয়নের শুক্লতা, নিজ বাহুর পরিমাণ জিজ্ঞাসা, শোভন শরীরে বীভৎস দর্শন, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসপ্রিয়তা, ঘৃণিত, বস্ত্রাদিদ্বারা মস্তকাচ্ছাদন, নখ ও কেশের অতি বৃদ্ধি এবং স্বপ্নে পতঙ্গ, কৃকলাস, সর্প, বানর, শ্বাপদ ও পক্ষিদ্বারা পরাজয়, কেশ, অস্থি, তুষ ও ভস্মাদি রাশিতে অধিরোহণ, শূন্য গ্রাম ও দেশ, শুষ্ক জলাশয় এবং উজ্জ্বল পর্ব্বত ও জলন্ত বৃক্ষপতন দর্শন, এই সকল লক্ষণ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

পীনস শ্বাস কাসাংস মূর্দ্ধ স্বররুজোঽরুচিঃ।
উর্দ্ধবিড়্ভ্রংশ সংশোষাবধশ্ছর্দ্দিশ্চ কোষ্ঠগে॥
তির্য্যক্‌স্থে পার্শ্বরুগ্‌দোষে সন্ধিগে ভবতি জ্বরঃ।
রূপাণ্যেকাদশৈতানি জায়ন্তে রাজযক্ষ্মিণঃ॥

যক্ষ্মারোগে দোষ উপস্থিত হইলে পীনস, শ্বাস, কাস, অংসদেশে বেদনা ও সঙ্কোচ, শিরঃপীড়া, স্বরভঙ্গ ও অরুচি; কোষ্ঠগত (অধঃস্থিত) হইলে তরল মলভেদ বা মলবদ্ধতা ও বমি; তির্য্যগ্‌গত হইলে পার্শ্ববেদনা এবং সন্ধিগত হইলে জ্বর, এই একাদশটি রূপ প্রকাশিত হয়।

তেষামুপদ্রবান্ বিদ্যাৎ কণ্ঠোদ্ধ্বংসমুরোরুজম্।
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দনিষ্ঠীব বহ্নিসাদাস্যপূতিতাম্।

কণ্ঠোদ্ধ্বংস (গলা সুরসুর করা, কার্ত্তিকেয়ের মতে উৎকাসিকা), বক্ষোবেদনা, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, নিষ্ঠীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের দৌর্গন্ধ্য এই সাতটি, পূর্ব্বোক্ত পীনসাদি একাদশ লক্ষণের উপদ্রব জানিবে।

তত্র বাতাচ্ছিরঃ পার্শ্বশূলমংসাঙ্গমর্দ্দনম্।
কণ্ঠোদ্ধ্বংসঃ স্বরভ্রংশঃ পিত্তাৎ পাদাংসপাণিষু॥
দাহোঽতিসারোঽসৃক্‌ছর্দ্দির্মুখগন্ধো জ্বরো মদঃ।
কফাদরোচকশ্ছর্দ্দিঃ কাসো মূর্দ্ধাঙ্গগৌরবম্।
প্রসেকঃ পীনসঃ শ্বাসঃ স্বরসাদোঽল্পবহ্নিতা॥

রাজযক্ষ্মা রোগে বাতাধিক্য থাকিলে, মস্তকে ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা, অংসদেশে ব্যথা, কণ্ঠোদ্ধ্বংস ও স্বরভঙ্গ, পিত্তাধিক্যে স্কন্ধদেশে ও হস্তপদে জ্বালা, অতিসার, রক্তবমন, মুখদৌর্গন্ধ্য, জ্বর ও মত্ততা, কফাধিক্যে অরুচি, বমি, কাস, মস্তকভার, দেহ গৌরব, মুখপ্রসেক, পীনস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

দোষৈর্মন্দানলত্বেন সোপলেপঃ কফোল্বণৈঃ।
স্রোতোমুখেষু রুদ্ধেষু ধাতুষ্বল্পকেষু চ।
বিদহ্যমানঃ স্বস্থানে রসস্তাংস্তানুপদ্রবান্।
কুর্য্যাদগচ্ছন্ মাংসাদীনসৃক্ চোর্দ্ধং প্রধাবতি।
পচ্যতে কোষ্ঠ এবান্নমন্নপক্তৈব চাস্য যৎ।
প্রায়োঽস্মান্মলতাং যাতং নৈবালং ধাতুপুষ্টয়ে।

কফপ্রধান বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা রসবহ স্রোতোমুখ সকল রুদ্ধ ও উপলিপ্ত এবং মন্দানলত্ব হেতু ধাত্বগ্নি অল্প হওয়াতে, রস স্বস্থানেই বিদ্যমান হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল উৎপাদন করে এবং অবরোধ হেতু মাংসাদিতে যাইতে না পারিয়া তাহাদের পুষ্টি সাধনেও অসমর্থ হয়, ঐ বিদহ্যমান রস রক্তরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক মুখ দিয়া নির্গত বা গায়ের সহিত অল্প অল্প বহির্গত হয়। আর কেবল জঠরাগ্নিভুক্ত অন্নকে কোষ্ঠতেই (আম পকাশয়েই) পরিপাক করে, অল্পতা হেতু ধাত্বগ্নি সকল অন্ন রসকে পরিপাক করিতে পারে না, তজ্জন্যই ভুক্তান্ন প্রায় মলমূত্রাদিরূপে পরিণত হয়, ধাতুপুষ্টি করিতে সমর্থ হয় না।

রসোঽপ্যস্য ন রক্তায় মাংসায় কুত এব তু।
উপস্তব্ধঃ স শকৃতা কেবলং বর্ত্ততে ক্ষয়ী।

যক্ষ্মারোগীর আহার রস, যখন নিকটবর্ত্তী রক্ত ধাতুরই পোষণ করিতে পারে না, তখন দূরবর্ত্তী মাংস ধাতুর পুষ্টি সাধনে কিরূপে সমর্থ হইবে? যক্ষ্মারোগী কেবল পূরীষ দ্বারা স্তব্ধ হইয়া প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ তাহার মাংসাদি ধাতু সকল যৎকিঞ্চিৎ আহার রস দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া তাহাকে ধারণ করে মাত্র।

লিঙ্গেষ্বল্পেষ্বপি ক্ষীণং ব্যাধ্যৌষধবলাক্ষমম্।
বর্জ্জয়েৎ সাধয়েদেব সর্ব্বেষ্বপি ততোঽন্যথা।

পীনসাদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অল্পত্ব হইলেও যদি রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ এবং ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। কিন্তু রোগীর যদি বল, মাংস এবং ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে।

দোষৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষয়াৎ ষষ্ঠশ্চ মেদসা।
স্বরভেদো ভবেত্তত্র ক্ষামো রুক্ষশ্চলঃ স্বরঃ।
শূকপূর্ণাভকণ্ঠত্বং স্নিগ্ধোষ্ণোপশয়োঽনিলাৎ।
পিত্তাত্তালুগতে দাহঃ শোষ উক্তাবসূয়নম্।
লিম্পন্নিব কফাৎ কণ্ঠং মন্দো ঘুরঘুরায়তে।
স্বরো বিবদ্ধঃ সর্ব্বৈস্তু সর্ব্বলিঙ্গঃ ক্ষয়াৎ কষেৎ।
ধূমায়তীব চাত্যর্থং মেদসা শ্লেষ্মলক্ষণঃ।
কৃচ্ছ্রলক্ষ্যাক্ষরশ্চাত্র সর্ব্বৈরন্ত্যাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।

বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে, মিলিত ত্রিদোষে, ক্ষয় কারণে ও মেদোদুষ্টি হেতু স্বরভেদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা ছয়প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষয়জ ও মেদোজ। এই ছয় প্রকার স্বরভেদের মধ্যে বাতিক স্বরভেদে স্বর ক্ষীণ, কর্কশ ও চঞ্চল এবং কণ্ঠ শূকপূর্ণবৎ হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে। পৈত্তিক স্বরভেদে তালু ও গলদেশে দাহ এবং শোষ, বাক্যকথনে অসামর্থ্য। শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে কণ্ঠ প্রলিপ্তবৎ, স্বর মৃদু, অব্যক্ত ঘুর ঘুর ধ্বনিকারী ও কণ্ঠলগ্ন। সান্নিপাতিক স্বরভেদে স্বর বাতজাদ্যুক্ত লক্ষণান্বিত। ক্ষয়জ স্বরভেদে স্বর বিধ্বস্ত এবং নাসিকাদিদেশে ধূমনির্গমবৎ অনুভব হয়, মেদোজ স্বরভেদে, শ্লেষ্মজনিত স্বরভেদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, অধিকন্তু ইহাতে স্বর অতি অস্পষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ ও মেদোজ স্বরভেদ অসাধ্য।

অরোচকনিদানম্।

অরোচকো ভবেদ্দোষৈর্জিহ্বাহৃদয় সংশ্রয়ৈঃ।
সন্নিপাতেন মনসঃ সন্তাপেন চ পঞ্চমঃ॥

জিহ্বা ও হৃদয় বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে, মিলিত ত্রিদোষে ও মনঃসন্তাপে অরোচক রোগ জন্মে। অরোচক পাঁচ প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও মনস্তাপজ। পঞ্চম মনস্তাপজ অরোচক আগন্তুজ, ইহাতে বাতাদি দোষ সম্বন্ধ পরে হয় এবং সেই দোষ জিহ্বা ও হৃদয়কেই আশ্রয় করে।

কষায় তিক্তমধুরং বাতাদিষু মুখং ক্রমাৎ।
সর্ব্বোত্থে বিরসং শোক ক্রোধাদিষু যথামলম্॥

বাতাদি অরোচকে মুখ যথাক্রমে কষায়, তিক্ত ও মধুর হয়। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখ বিরস এবং শোক ক্রোধাদি মনঃসন্তাপজনিত অরোচকে বাতাদি যে দোষের সম্বন্ধ থাকিবে, মুখ তদ্দোষজ রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতসম্বন্ধে কষায়, পিত্তসম্বন্ধে তিক্ত ও কফসম্বন্ধে মধুর এবং ত্রিদোষ সম্বন্ধে বিরস হয়।

ছর্দ্দিনিদানম্।

ছর্দ্দির্দ্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্দ্বিষ্টৈরর্থৈশ্চ পঞ্চমী।
উদানো বিকৃতো দোষান্ সর্ব্বানপ্যূর্দ্ধমস্যতি॥

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং অনভিপ্রেত রূপ রসাদি, এই পঞ্চ প্রকার হেতুতে পঞ্চবিধ ছর্দ্দি (বমন রোগ) উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকল প্রকার ছর্দ্দিতেই বিকৃত উদান বায়ু, বাতপিত্ত ও কফকে উৎক্ষিপ্ত করে।

* সর্ব্বোত্থে সন্নিপাতজেঽরোচকে বিরসমাস্যং ভবতি নিশ্চিতরসাজ্ঞানাৎ।

ছর্দ্দিরোগস্য পূর্ব্বরূপম্।

তাস্বুৎক্লেশাস্যলাবণ্য প্রসেকারুচয়োঽগ্রগাঃ।

বমনবেগ, মুখলাবণ্য, মুখস্রাব ও অরুচি এই সকল লক্ষণ, সকল প্রকার ছর্দ্দিরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উপস্থিত হয়।

নাভিপৃষ্ঠং রুজন্ বায়ুঃ পার্শ্বে চাহারমুৎক্ষিপেৎ।
ততো বিচ্ছিন্নমল্পাল্পং কষায়ং ফেনিলং বমেৎ॥
শব্দোদ্গারযুতং কৃষ্ণমচ্ছং কৃচ্ছ্রেণ বেগবৎ।
কাসাস্যশোষহৃন্মূর্দ্ধস্বরপীড়াক্লমান্বিতঃ॥

কুপিত বায়ু, নাভি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদ্বয়ে পীড়া প্রদান পূর্ব্বক ভুক্তদ্রব্য উৎক্ষিপ্ত করে। বাতজ ছর্দ্দিরোগে, বিচ্ছিন্ন (নিরন্তর নহে) অল্প অল্প কষায় রসবিশিষ্ট, ফেনিল, শব্দ ও উদ্গারবহুল কৃষ্ণবর্ণ এবং অতিবেগবিশিষ্ট বমন কষ্টে নির্গত হয়। ইহাতে কাস, মুখশোষ, হৃদয় ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ ও ক্লান্তি হইয়া থাকে।

পিত্তাৎ ক্ষারোদকনিভং ধূম্রং হরিতপীতকম্।
সাস্রগম্লং কটূষ্ণঞ্চ তৃণ্মূর্চ্ছা তাপদাহবৎ॥

পৈত্তিক ছর্দ্দিরোগে বমন, ক্ষারোদক সদৃশ, ধূম্র, হরিত বা পীতবর্ণ, সরক্ত, অম্ল, কটু ও উষ্ণ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, তাপ ও দাহ হইয়া থাকে।

কফাৎ স্নিগ্ধং ঘনং শীতং শ্লেষ্মতন্তুসমাচিতম্।
মধুরং লবণং ভূরি প্রসক্তং লোমহর্ষণম্।
মুখশ্বয়থুমাধুর্য্য তন্দ্রা হৃল্লাস কাসবৎ।

শ্লৈষ্মিক ছর্দ্দিরোগে স্নিগ্ধ (চিক্কণ) ঘন, শীতল, মধুর, লবণ, শ্লেষ্মতন্তুব্যাপ্ত ও ভূরিপরিমিত বমন নিরন্তর হয়। ইহাতে

রোমাঞ্চ, মুখশোষ, মুখমাধুর্য্য, তন্দ্রা, বমনভাব ও কাস হইয়া থাকে।

সর্ব্বলিঙ্গা মলৈঃ সর্ব্বৈরিষ্টোক্তা যা চ তাং ত্যজেৎ।

সান্নিপাতিক ছর্দ্দিরোগে, বাতাদি পৃথক্ দোষজ ছর্দ্দিরোগের লক্ষণসমূহ সংঘটিত হয় এবং বিকৃতি বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে রিষ্টোক্তা যে ছর্দ্দি, তাহাও সর্ব্বলক্ষণান্বিত হইয়া থাকে। ইহা ত্যাজ্য।

পূত্যমেধ্যাশুচি দ্বিষ্ট দর্শন শ্রবণাদিভিঃ।
তপ্তে চিত্তে হৃদি ক্লিষ্টে ছর্দ্দির্দ্বিষ্টার্থযোগজা॥

পূতি, অপবিত্র, অশুচি ও অনিষ্ট দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা চিত্ত উপতপ্ত ও হৃদয় ক্লিষ্ট হইলে, দ্বিষ্টার্থযোগজা অর্থাৎ বীভৎসজ্জা আগন্তু ছর্দ্দি উৎপন্ন হয়।

বাতাদীনেব বিমৃশেৎ কৃমিতৃষ্ণামদৌহৃদে।
শূল বেপথুহৃল্লাসৈর্বিশেষাৎ কৃমিজাং বদেৎ।
ক্রিমি হৃদ্রোগ লিঙ্গৈশ্চ স্মৃতাঃ পঞ্চ তু হৃদ্গদাঃ॥

ক্রিমি, তৃষ্ণা, আমদোষ ও গর্ভিণী দৌহৃদজনিত ছর্দ্দিরোগে দোষলক্ষণ দেখিয়া বাতাদি দোষাবধারণ করিবে। কিন্তু ক্রিমিজনিত ছর্দ্দিরোগে বাতাদি দোষ লক্ষণ ব্যতীত শূল, কম্প ও বমনভাব এবং ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়, এই মাত্র বিশেষ। হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার। হৃদ্রোগের বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

হৃদ্রোগনিদানম্।

তেষাং গুল্মনিদানোক্তৈঃ সমুত্থানৈশ্চ সম্ভবঃ॥

গুল্মনিদানোক্ত কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগনিদানম্।

বাতেন শূল্যতেঽত্যর্থং তুদ্যতে স্ফুটতীব চ।
ভিদ্যতে শুষ্যতি স্তব্ধং হৃদয়ং শূন্যতা দ্রবঃ।
অকস্মাদ্দীনতা শোকো ভয়ং শব্দাসহিষ্ণুতা।
বেপথুর্বেষ্টনং মোহঃ শ্বাসরোধাল্পনিদ্রতা॥

বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় শূলনিখাতবৎ ও সূচীবেধবদ্ বেদনায় অতি পীড়িত, স্ফুটিত, দ্বিধা ভিন্ন, শুষ্ক, স্তব্ধ, শূন্য ও দ্রব হয়। ইহাতে অকস্মাৎ দীনতা, শোক ও ভয় এবং শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণুতা, কম্প, বেষ্টনবৎ পীড়া, মোহ, শ্বাসরোধ ও নিদ্রাল্পতা হইয়া থাকে।

পিত্তাত্তৃষ্ণা ভ্রমো মূর্চ্ছা দাহঃ স্বেদোঽম্লকঃ ক্লমঃ।
ছর্দ্দনং চাম্লপিত্তস্য ধূমকঃ পীততা জ্বরঃ॥

পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ, ঘর্ম্ম, অম্লোদ্গার, ক্লান্তি, অম্লপিত্ত, বমন, ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, পীতবর্ণতা ও জ্বর হয়।

শ্লেষ্মণা হৃদয়ং স্তব্ধং ভারিকং সাশ্মগর্ভবৎ।
কাসাগ্নিসাদ নিষ্ঠীব নিদ্রালস্যারুচিজ্বরাঃ॥

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয় স্তব্ধ ও গুরু হয়, এবং প্রস্তরগর্ভবৎ অনুভূত হয়। ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, নিষ্ঠীবন, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে।

তৃষ্ণানিদানম্।

সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিভির্দোষৈঃ কৃমিভিঃ শ্যাবনেত্রতা।
তমঃপ্রবেশো হৃল্লাসঃ শোষঃ কণ্ডূঃ কফস্রুতিঃ॥
হৃদয়ং প্রততং চাত্র ক্রকচেনৈব দার্য্যতে।
চিকিৎসেদাময়ং ঘোরং তং শীঘ্রং শীঘ্রকারিণম্॥

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে ত্রিদোষের লক্ষণ সংঘটিত হয়। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে শ্যাবনেত্রতা, অন্ধকার দর্শন, বমন বেগ, দোষ, কণ্ডু ও

কফস্রাব হয় এবং বোধ হয় যেন, করাতদ্বারা হৃদয় নিরন্তর বিদীর্ণ করিতেছে। আশু বিপজ্জনক এই ভয়ঙ্কর হৃদ্রোগের শীঘ্র চিকিৎসা করিবে। যেহেতু প্রধান মর্ম্ম হৃদয়, ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে নিশ্চয় প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

তৃষ্ণাধিকারঃ।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাতৃষ্ণা সন্নিপাতাৎ রসক্ষয়াৎ।
ষষ্ঠী স্বাদুপসর্গাচ্চ বাতপিত্তে তু কারণম্॥
সর্ব্বাসু তৎপ্রকোপো হি সৌম্যধাতুপ্রশোষণাৎ।
সর্ব্বদেহ ভ্রমোৎকম্প তাপ তৃড় দাহ মোহকৃৎ॥

তৃষ্ণা ছয় প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রসক্ষয়জ ও উপসর্গজ। এই ছয় প্রকার তৃষ্ণারোগের কারণ বায়ু ও পিত্ত। আহারাদিদ্বারা শরীরস্থ রসাদি-সৌম্যধাতুর প্রশোষণ বশতঃ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ হয়, সেই প্রকোপ হেতুই সর্ব্ব শরীর ঘূর্ণন, কম্প, তাপ, তৃষ্ণা, দাহ ও মোহ জন্মিয়া থাকে। অতএব বাতপিত্তই সকল তৃষ্ণারোগের মূল।

জিহ্বামূলগলক্লোম তালুতোয়বহাঃ শিরাঃ।
সংশোষ্য তৃষ্ণা জায়ন্তে তাসাং সামান্যলক্ষণম্॥
মুখশোষো জলাতৃপ্তিরন্নদ্বেষঃ স্বরক্ষয়ঃ।
কণ্ঠোষ্ঠজিহ্বাকার্কশ্যং জিহ্বানিক্রমণং ক্লমঃ।
প্রলপশ্চিত্তবিভ্রংশস্তৃড় গ্রহোক্তাস্তথাময়াঃ॥

জিহ্বামূল, গলদেশ, ক্লোমনামক যন্ত্র ও তালুদেশস্থ জলবহ শিরা সকল শুষ্ক করিয়া তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হয়। মুখশোষ, পুনঃ পুনঃ জলপানেও অতৃপ্তি, অন্নদ্বেষ, স্বরক্ষয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও জিহ্বার কার্কশ্য, জিহ্বাক্লান্তি, প্রলাপ ও চিত্তভ্রংশ এবং শোষ, অঙ্গাবসাদ ও বাধির্য্যাদি তৃড় গ্রহোক্ত রোগ সমূহ সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ।

মারুতাৎ ক্ষামতা দৈন্যং শঙ্খতোদঃ শিরোভ্রমঃ।
গন্ধাজ্ঞানাস্যবৈরস্য শ্রুতিনিদ্রাবলক্ষয়াঃ।
শীতাম্বুপানাদ্বৃদ্ধিশ্চ পিত্তান্মূর্চ্ছাস্যতিক্ততা
রক্তেক্ষণত্বং প্রততং শোষো দাহোঽতিধূমকঃ।

বাতিক তৃষ্ণারোগে ক্ষীণতা, দীনতা, শঙ্খদেশে তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা), শিরোঘূর্ণন, গন্ধাজ্ঞান (কোন গন্ধ টের না পাওয়া), মুখের বিরসতা, শ্রবণশক্তি, নিদ্রা, ও বলের ক্ষয় এবং শীতল জলপানে তৃষ্ণা বৃদ্ধি; পৈত্তিক তৃষ্ণায়, মূর্চ্ছা, মুখের তিক্ততা, নেত্রের লৌহিত্য, নিরন্তর শোষ, দাহ ও ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফো রুণদ্ধি কুপিতস্তোয়বাহিষু মারুতম।
স্রোতঃসু সকফস্তেন পঙ্কবচ্ছোষ্যতে ততঃ॥
শূকৈরিবাচিতঃ কণ্ঠো নিদ্রা মধুরবক্ত্রতা।
আধ্মানং শিরসো জাড্যং স্তৈমিত্যচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আলস্যমবিপাকশ্চ সর্ব্বৈঃ স্যাৎ সর্ব্বলক্ষণা॥

কফ কুপিত হইয়া যখন জলবাহি ধমনী সমূহ মারুতকে রুদ্ধ করে, তখন সেই কফ মারুতদ্বারা পঙ্কবৎ শুষ্ক হয় এবং কফ শুষ্ক হইলে, কণ্ঠ যেন শূকদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণায়, নিদ্রা, মুখমাধুর্য্য, উদরাধ্মান, মস্তকের জড়তা, স্তৈমিত্য, বমি, অরুচি, আলস্য ও অপরিপাক, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সান্নিপাতিক তৃষ্ণায় বাতজাদি সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে।

আমোদ্ভবা চ ভক্তস্য সংরোধাদ্বাতপিত্তজা॥

আহারের সংরোধ হেতু আমোদ্ভবা তৃষ্ণা জন্মে। ইহা বাতপিত্তজ।

উষ্ণক্লান্তস্য সহসা শীতাম্ভো ভজতস্তথম্।
উষ্মা রুদ্ধো গতঃ কোষ্ঠং যাং কুর্য্যাৎ পিত্তজৈব সা।
যা চ পানাতিপানোত্থা তীক্ষ্ণাগ্নেঃ স্নেহজা চ যা॥

উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সহসা শীতল জল পান করিলে, উষ্মা রুদ্ধ ও কণ্ঠগত হইয়া যে তৃষ্ণা জন্মায়; মদ্যের অতিপানদ্বারা যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির স্নেহজনিত যে তৃষ্ণা হইয়া থাকে, সে সমুদায় পিত্তজনিতই জানিবে।

স্নিগ্ধ গুর্ব্বম্ল লবণ ভোজনেন কফোদ্‌ভবা।
তৃষ্ণা রসক্ষয়োক্তেন লক্ষণেন ক্ষয়াত্মিকা॥

স্নিগ্ধ ও গুরু অম্ল এবং লবণ ভোজন দ্বারা যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহা কফোদ্ভব এবং রসক্ষয়োক্ত (রসের রুক্ষতা, ভ্রম ইত্যাদি গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট) লক্ষণের সহিত যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষয়জ জানিবে।

শোষ মোহজ্বরাদ্যন্য দীর্ঘরোগোপসর্গতঃ।
যা তৃষ্ণা জায়তে তীব্রা সোপসর্গাত্মিকা স্মৃতা॥

যক্ষ্মা, মূর্চ্ছা ও জ্বরাদি রোগের এবং দীর্ঘকালস্থায়ী অন্যান্য রোগের উপসর্গ হইতে যে তীব্র তৃষ্ণা জন্মে, তাহাকে উপসর্গজা তৃষ্ণা কহে।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মদাত্যয়নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তীক্ষ্ণোষ্ণ রুক্ষ সূক্ষ্মাম্লং ব্যবায়াশুকরং লঘু।
বিকাশি বিশদং মদ্যমোজসোঽস্মাদ্বিপর্য্যয়ঃ।

অতঃপর আমরা মদাত্যয়নিদান ব্যাখ্যা করিব। মদ্য তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, ব্যবায়ী আশুকারী, লঘু, বিকাশী ও বিশদ। ওজঃ ইহার বিপরীত গুণান্বিত, অর্থাৎ, ওজঃ মন্দ, শীত, স্নিগ্ধ, স্থূল (নিবিড়াবয়ব), মধুর, স্থির চিরকারী, গুরু, শ্লক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল।

তীক্ষ্ণাদয়ো বিষেঽপ্যুক্তাশ্চিত্তোপপ্লাবিনো গুণাঃ।
জীবিতান্তায় জায়ন্তে বিষে ত্বুৎকর্ষবৃত্তিতঃ॥

তীক্ষ্ণোষ্ণাদি চিত্তবিভ্রমকর যে দশটি গুণ মদ্যে আছে, বিষেও সেই সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, তবে মদ্য অপেক্ষা বিষে ঐ সকল গুণ তীব্রতররূপে থাকে বলিয়া উহা প্রাণনাশক হয়।

তীক্ষ্ণাদিভির্গুণৈর্মদ্যং মন্দাদীনোজসো গুণান্।
দশভির্দশ সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াম্॥
আদ্যে মধ্যে দ্বিতীয়ে স প্রমাদায়তনে স্থিতঃ।
দুর্ব্বিকল্পহতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যধিমুচ্যতে॥

প্রথম মদে (অল্পমাত্রায়) মদ্য তীক্ষ্ণাদি দশটি স্বকীয় গুণদ্বারা মন্দাদি ওজো গুণ দশটিকে দুষ্ট করিয়া চিত্তের বিকৃতি জন্মাইয়া থাকে। দ্বিতীয় মদ প্রমাদ স্থান অর্থাৎ ইহাতে মনুষ্য বিবিধ দুষ্ট কল্পনায় হত (পুরুষার্থ বিনষ্ট), সুতরাং মূঢ় (কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ) হইয়া দ্বিতীয় মদকে অধিক সুখকর বলিয়া বর্ণনা করে।

মধ্যমোত্তময়োঃ সন্ধিং প্রাপ্য রাজসতামসঃ।
নিরঙ্কুশ ইব ব্যালো ন কিঞ্চিন্নাচরেজ্জড়ঃ॥

রাজস বা তামস পুরুষ মধ্যমোত্তম সন্ধি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মদের মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিরঙ্কুশ দুষ্ট হস্তীর ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও শুভ আচরণ করে না। (তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে মদ, রাজস পুরুষে দুঃশীলত্ব, সসাহস আত্মত্যাগ ও স্থায়ী কলহ এবং তামস পুরুষে অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য, অগম্যাগমন ও মিথ্যা কথন এই সকল নিন্দিত কার্য্য ঘটাইয়া থাকে, সাত্বিক পুরুষ, এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, ভূষণপ্রিয়ত্ব, সৌভাগ্য ও রমণোৎসাহ হয়)।

ইয়ং ভূমিরবদ্ধানাং দৌঃশীল্যস্যেদমাস্পদম্।
একোঽয়ং বহুমার্গায়া দুর্গতের্দৈশিকঃ পরম্॥

এই মদাবস্থা, নিন্দনীয় বিষয় সমূহের আকর ও দুঃশীলতার আস্পদ। ইহা বহুমার্গ

দুর্গতির প্রধান আচার্য্য অর্থাৎ এই একমাত্র মদাবস্থা অশেষবিধ দুর্গতিপথে প্রেরণ করে।

নিশ্চেষ্টঃ শববচ্ছেতে তৃতীয়ে তু মদে স্থিতঃ।
মরণাদপি পাপাত্মা গতঃ পাপতরাং দশাম্‌॥

তৃতীয় মদাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এই পাপাত্মা মরণাপেক্ষাও পাপতর দশা প্রাপ্ত হয়, যেহেতু মরণের পর মনুষ্য দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া সুখাদি অনুভব করে, কিন্তু তৃতীয় মদাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি, অন্য দেহ প্রাপ্তির অভাবে সুখাদি কিছুই ভোগ করিতে পারে না, সুতরাং এতাদৃশী অবস্থা মরণাপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখমর্থানর্থং হিতাহিতম্‌।
যদাসক্তো ন জানাতি কথং তচ্ছীলয়েদ্বুধঃ॥

যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, হিত ও অহিত কিছুই জানিতে পারে না, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি কেন সে অবস্থা অভ্যাস করিবে?

মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতা।
সোন্মাদমদমূর্চ্ছায়াঃ সাপস্মারাপতানকাঃ।
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশস্তত্র সর্ব্বমসাধু যৎ। *

মদ্য অতি পীত হইলে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, উন্মত্ততা, মদ, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে অথবা অধিক কি বলিব, যাহাতে এক স্মৃতি-ভ্রংশ আছে, তাহাতে যাহা কিছু বিদ্যমান হইবে, সমস্তই গর্হিত জানিবে।

অযুক্তিযুক্তমন্নং হি ব্যাধয়ে মরণায় বা।
মদ্যং ত্রিবর্গধীধৈর্য্য লজ্জাদেরপি নাশনম্‌॥

জীবের জীবন যে অন্ন, তাহাও অযথা যোজিত হইলে যেমন ব্যাধির বা মরণের হেতু হয়। তদ্রূপ মদ্যও অবৈধ পীত হইলে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম), বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও লজ্জাদির নাশক হইয়া থাকে।

নাতিমাদ্যন্তি বলিনঃ কৃতাহারা মহাশনাঃ।
স্নিগ্ধাঃ সত্ত্ববয়োযুক্তা মদ্যনিত্যাস্তদন্বয়াঃ।
মেদঃ কফাধিকা মন্দবাতপিত্তা দৃঢ়াগ্নয়ঃ॥

যাহারা বলবান্‌, কৃতাহার, বহুভোজী, স্নিগ্ধদেহ, সত্ত্বগুণান্বিত, যুবা, নিত্য মদ্যপায়ী, মদ্যপবংশসম্ভূত, মেদস্বী, কফাধিক্য, মন্দবাত-পিত্ত ও দৃঢ়াগ্নি, তাহারা মদ্যপানে অতি মত্ত হয় না।

বিপর্য্যয়েঽতি মাদ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ কুপিতাশ্চ যে।
মদ্যেন চাম্লরুক্ষেণ সাজীর্ণ বহুনাভি চ॥

উপর্য্যুক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণান্বিত ব্যক্তি এবং বিশ্রব্ধ ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তি মদ্যপান করিলে অতি মত্ত হয়। অত্যম্ল বা অতি রুক্ষ অথবা অত্যধিক মদ্য কিংবা ঈষৎ জীর্ণে মদ্যপান করিলেও অধিক মত্ততা হইয়া থাকে। (মদ্য অমৃতের ন্যায় স্পৃহনীয়, ইহা দেবতাদিগকেও আমাদের নিবেদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ জ্ঞানে তদ্‌গতচিত্ত ব্যক্তিকে এস্থলে বিশ্রব্ধ বলা যায়)।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ সর্ব্বৈশ্চত্বারঃ স্যুর্মদাত্যয়াঃ।
সর্ব্বেঽপি সর্ব্বৈজায়ন্তে ব্যপদেশস্তু ভূয়সা॥

* যত্রৌজসো ন বিহতির্হর্ষং প্রবোধাশ্চ স প্রথমো মদঃ। যত্রাল্পা বিহতিরোজসঃ স মধ্যমঃ। যত্র সমস্ততেজোবিহতিঃ স উত্তমঃ।

মদের যে অবস্থায় ওজঃপদার্থের নাশ হয় না, হৃদয়ের প্রফুল্লতা হয়, তাহাকে প্রথম মদ, যাহাতে ওজঃপদার্থের অল্পনাশ, তাহাকে মধ্যম মদ এবং যাহাতে সমস্ত তেজের নাশ, তাহাকে উত্তম (তৃতীয়) মদ কহে।

মদাত্যয় চারি প্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। কিন্তু সকল মদাত্যয়ই ত্রিদোষজ, তবে বাতাদির আধিক্যানুসারেই বাতিকাদির নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রমোহো হৃদয়ব্যথা।
বিড়্‌ভেদঃ প্রততং তৃষ্ণা সৌম্যাগ্নেয়ো জ্বরোঽরুচি।
শিরঃপার্শ্বাস্থিহৃৎকম্পো মর্ম্মভেদস্ত্রিকগ্রহঃ।
উরো বিবদ্ধস্তিমিরং কাসঃ শ্বাসঃ প্রজাগরঃ।
স্বেদোঽতিমাত্রং বিষ্টম্ভঃ শ্বয়থুশ্চিত্তবিভ্রমঃ।
প্রলাপশ্ছর্দ্দিরুৎক্লেশো ভ্রমো দুঃস্বপ্নদর্শনম্‌।

মোহ, হৃদয়ব্যথা, মলভেদ, নিরন্তর তৃষ্ণা, সৌম্য ও আগ্নেয় জ্বর, অরুচি ও মস্তক পার্শ্ব অস্থি ও হৃদয়ের কম্প, মর্ম্মব্যথা, ত্রিক বেদনা, বক্ষঃস্থল ভার, অন্ধকার দর্শন, প্রলাপ, বমি, বমনবেগ, ভ্রম ও দুঃস্বপ্ন দর্শন, এইগুলি মদাত্যয়েরই সাধারণ লক্ষণ।

বিশেষাজ্জাগর শ্বাস কম্পমূর্দ্ধরুজোঽনিলাৎ।
স্বপ্নে ভ্রমত্যুৎপততি প্রেতৈশ্চ সহ ভাষতে।

বাতাধিক মদাত্যয় রোগে অনিদ্রা শ্বাস, কম্প, শিরঃপীড়া এবং স্বপ্নে ভ্রমণ, পতন ও প্রেতের সহিত কথোপকথন, এই সকল বিশেষ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তাদ্দাহজ্বর স্বেদমোহাতীসার তৃড়্‌ ভ্রমাঃ।
দেহো হরিত হারিদ্রো রক্তনেত্রকপোলতা।

পিত্তাধিক মদাত্যয়ে দাহ, জ্বর, স্বেদ, মোহ, অতিসার, তৃষ্ণা, ভ্রম, হরিত বা হরিদ্রাবর্ণ দেহ, নেত্র ও গণ্ডস্থলের লৌহিত্য এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্লেষ্মণশ্ছর্দ্দি হৃল্লাস নিদ্রোদর্দ্দাঙ্গগৌরবম্‌।
সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গত্বং মুক্ত্বা মদ্যং পিবেত্তু যঃ।
সহসানুচিতঞ্চান্যত্তস্য ধ্বংসকবিক্ষয়ৌ।
ভবেতাং মারুতাৎ কষ্টৌ দুর্ব্বলস্য বিশেষতঃ।

শ্লেষ্মাধিক মদাত্যয়ে, বমন, বমনবেগ, নিদ্রা, উদর্দ্দরোগ ও অঙ্গের গুরুতা এবং ত্রিদোষাধিক মদাত্যয়ে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়।

মদ্য পানোচিত দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সেই মদ্য অথবা অন্য প্রকার অনুচিত (অসাত্ম্য) মদ্য সহসা অতিমাত্রায় পান করে, তাহাদের বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির বায়ুজনিত ধ্বংসক ও বিক্ষয় নামক অতি কষ্টসাধ্য দুই প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

ধ্বংসকে শ্লেষ্মনিষ্ঠীবঃ কণ্ঠশোষোঽতিনিদ্রতা।
শব্দাসহত্বং তন্দ্রা চ বিক্ষয়েঽঙ্গশিরোঽতিরুক্‌।
হৃৎকণ্ঠরোগঃ সংমোহঃ কাসস্তৃষ্ণা বমির্জ্বরঃ।

ধ্বংসকরোগে কফনিষ্ঠীবন, কণ্ঠশোষ, অতিনিদ্রা, শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণুতা ও তন্দ্রা এবং বিক্ষয়রোগে অঙ্গে ও মস্তকে বেদনা, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, মূর্চ্ছা, কাস, তৃষ্ণা, বমি ও জ্বর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নিবৃত্তো যস্তু মদ্যেভ্যো জিতাত্মা বুদ্ধিপূর্ব্বকৃৎ।
বিকারৈঃ স্পৃশ্যতে জাতু ন স শারীরমানসৈঃ।

মদ্য শারীর ও মানসরোগ সমূহের কারণ, ইহা জ্ঞান করিয়া যে জিতাত্মা ব্যক্তি মদ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করে, শারীর বা মানসরোগ কখন তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।

রজোমোহাহিতাহারপরস্য স্যুস্ত্রয়ো গদাঃ।
রসাসৃক্‌ চেতনাবাহি স্রোতোরোধসমুদ্ভবাঃ।
মদ মূর্চ্ছায় সন্ন্যাসা যথোত্তরবলোত্তরাঃ।

রজোগুণবহুল, মোহপ্রধান ও অহিতাহারসেবী ব্যক্তির, রস, রক্ত ও চেতনাবাহি স্রোতোরোধ হেতু মদ, মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস নামক তিনটি রোগ উৎপন্ন হয়। এই তিনটি রোগের পরপরটি যথাক্রমে বলবত্তর অর্থাৎ

মদ অপেক্ষা মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা অপেক্ষা সন্ন্যাস বলবত্তর।

মদোঽত্র দোষৈঃ সর্ব্বৈশ্চ রক্তমদ্যবিষৈরপি।

উক্ত মদাদি রোগত্রয়ের মধ্যে মদরোগ সাত প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মিলিত ত্রিদোষজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ।

সক্তানল্পদ্রুতাভাষশ্চলঃ স্খলিতচেষ্টিতঃ।
রুক্ষ শ্যাবারুণতনুর্মদে বাতোদ্ভবে ভবেৎ॥
পিত্তেন ক্রোধনো রক্তপীতাভঃ কলহপ্রিয়ঃ।
স্বল্পাসম্বদ্ধবাক্ পাণ্ডুঃ কফাদ্ধ্যানপরোঽলসঃ॥
সর্ব্বাত্মা সন্নিপাতেন রক্তাৎ স্তব্ধাঙ্গ-দৃষ্টিতা।
পিত্তলিঙ্গঞ্চ মদ্যেন বিকৃতেহাস্বরাঙ্গতা।
বিষে কম্পোঽতিনিদ্রা চ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকস্তু সঃ।
লক্ষয়েল্লক্ষণোৎকর্ষাদ্বাতাদীন্ শোণিতাদিব॥

বাতিক মদরোগে রোগী টলটলায়মান ও স্খলিতচেষ্ট হয় এবং তাহার বাক্য কণ্ঠলগ্ন, অনল্প ও দ্রুত; দেহ রুক্ষ, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে। পৈত্তিক মদে রোগী ক্রোধালু, রক্তবর্ণ বা পীতাভ ও কলহপ্রিয়; শ্লৈষ্মিক মদে রোগী অল্প অসম্বদ্ধভাসী, পাণ্ডুবর্ণ, চিন্তান্বিত ও অলস; সান্নিপাতিক মদে রোগী সর্ব্বদোষ লক্ষণান্বিত, রক্তজনিত মদরোগে রোগী পিত্তমদলক্ষণান্বিত, স্তব্ধাঙ্গ ও স্তব্ধদৃষ্টি; মদ্যজনিত মদে রোগী কম্পমান ও অতিনিদ্রালু হয়। এই রোগোত্থ মদ সকল মদাপেক্ষা প্রবল। রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ মদরোগে বাতাদি দোষ লক্ষণের উৎকর্ষ দেখিয়া তাহাদের দোষসম্বন্ধ লক্ষ্য করিবে, অর্থাৎ ঐ মদত্রয়ে যে যে দোষের লক্ষণ অধিক দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দোষের চিকিৎসা করিবে।

অরুণং কৃষ্ণনীলং বা খং পশ্যন্ প্রবিশেত্তমঃ।
শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যেত হৃৎপীড়া বেপথুভ্রমঃ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণচ্ছায়া মূর্চ্ছায়োমারুতাত্মকে॥

বাতিক মূর্চ্ছারোগে রোগী অরুণ, কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে। ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প, ভ্রম, দেহের কৃশতা এবং শ্যাব বা অরুণ বর্ণ কান্তি হয়।

পিত্তেন রক্তং পীতং বা নভঃ পশ্যন্ বিশেত্তমঃ।
বিবুধ্যেত চ সস্বেদো দাহতৃট্ তাপপীড়িতঃ।
ভিন্নবিণ্নীলপীতাভো রক্তাপীকুলেক্ষণঃ॥

পিত্তজ মূর্চ্ছা রোগে রোগী রক্ত বা পীতবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাপনোদনকালে ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা, সন্তাপ ও ভাঙ্গামল এবং নীল বা পীতাভ দেহ, রক্ত বা পীতবর্ণ চঞ্চলনেত্র, এই লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফেন মেঘসঙ্কাশং পশ্যন্নাকাশমাবিশেৎ।
তমশ্চিরাচ্চ বুদ্ধেত স হৃল্লাসঃ প্রসেকবান্।
গুরুভিস্তিমিতৈরঙ্গৈরার্দ্রচর্ম্মাবনদ্ধবৎ।

কফজ মূর্চ্ছা রোগী মেঘাভ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করে। সংজ্ঞালাভ কালে বমনবেগ ও মুখস্রাব হয় এবং রোগী আপন অঙ্গ সকল আর্দ্রচর্ম্ম বেষ্টিতবদ্ গুরু বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

সর্ব্বাকৃতিস্ত্রিভির্দোষৈরপস্মার ইবাপরঃ।
পাতয়ত্যাশু নিশ্চেষ্টং বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ॥

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতাদি দোষত্রয়েরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়। এই ত্রিদোষজ মূর্চ্ছা দ্বিতীয় অপস্মারের ন্যায় উপস্থিত হইয়া রোগীকে চেষ্টাহীন করিয়া শীঘ্র পাতিত করে। তবে অপস্মারে ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্র-বিকৃতি প্রভৃতি বীভৎস লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, এইমাত্র প্রভেদ।

দোষেষু মদমূর্চ্ছায়াঃ হৃতবেগেষু দেহিনাম্ ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্বিনা ॥

বাতাদি দোষের বেগ কমিয়া গেলেই মদ ও মূর্চ্ছারোগ স্বয়ংই (ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে) প্রশান্ত হয়, কিন্তু সন্ন্যাসরোগ ঔষধ বিনা কখনই নিবৃত্ত হয় না।

বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ ।
সন্ন্যাসং সন্নিপতিতাঃ প্রাণায়তনসংশ্রয়াঃ ॥
কুর্ব্বন্তি তেন পুরুষঃ কাষ্ঠীভুতো মৃতোপমঃ ।
ম্রিয়তে শীঘ্রং শীঘ্রং চেচ্চিকিৎসা ন প্রযুজ্যতে ॥

বাতাদি দোষ সকল অতি কুপিত ও এক কার্য্যোদ্যত হইয়া প্রাণস্থান হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশপূর্ব্বক সন্ন্যাসরোগ উৎপাদন করে। সন্ন্যাসরোগপীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদি সূচীবেধ, অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ ও আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃ-ফলপ্রদ চিকিৎসা শীঘ্র শীঘ্র না করা যায়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অগাধে গ্রাহবহুলে সলিলৌঘ ইবাহতটে ।
সন্ন্যাসে বিনিমজ্জন্তং নরমাশু নিবর্ত্তয়েৎ ॥

মকরাদি প্রাণহর প্রাণিসঙ্কুল, অগাধ সলিলতরঙ্গে অকুল জলমধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার করা কর্ত্তব্য, তেমনি আশু প্রাণহর সন্ন্যাসরোগে পতিত ব্যক্তিকেও সদ্যঃফলপ্রদ চিকিৎসা দ্বারা আশু রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

মদমানরোষতোষপ্রভৃতিভিররিভির্নিজৈঃ পরিষঙ্গঃ ।
যুক্তাযুক্তঞ্চ সমং যুক্তিবিযুক্তেন মদ্যেন ॥

যুক্তিবিরুদ্ধ মদ্যপান দ্বারা মদ, মান, রোষ, ও সন্তোষ প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্ট বিনাশকারি নিজ শত্রুগণের বিশেষ সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ ইহারা সর্ব্বদা অনিষ্ট করিতে থাকে। আর কেবল যে মদাদি শত্রুগণের অতি সংশ্লেষ হয়, তাহাও নহে, যুক্তিবিরুদ্ধ মদ্যপান দ্বারা বৈধ অবৈধ মদ্যপানের ফলও সমান হইয়া থাকে অর্থাৎ বৈধ মদ্যপানেও তখন ফল হয় না।

বলকালদেশসাত্ম্য প্রকৃতি সহায়াময়বয়াংসি ।
প্রবিভজ্য তদনুরূপং যদি পিবতি ততঃপিবত্যমৃতম্ ॥

শরীরের বল, হেমন্তাদি কাল, দেশ, সাত্ম্য, বাতাদি প্রকৃতি, সহায়, রোগ ও বয়স বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ যদি মদ্য পান করা যায়, তাহা হইলে সেই মদ্য অমৃতোপম হইয়া থাকে।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথার্শসাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অরিবৎ প্রাণিনো মাংসকীলকা বিশসন্তি যৎ ।
অর্শাংসি তস্মাদুচ্যন্তে গুদমার্গনিরোধতঃ ॥
দোষাস্ত্বঙ্মাংস মেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্ ।
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ ॥

অতঃপর আমরা অর্শোনিদান ব্যাখ্যা করিব। মাংসাঙ্কুর সকল গুহ্যদ্বার রোধ করিয়া অরিবৎ প্রাণিসকলকে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে অর্শঃ কহিয়া থাকে।

বাতাদি দোষত্রয়, ত্বক্, মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া গুহ্যদেশে ও নাসা প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন করে। এই সকল মাংসাঙ্কুরকে অর্শঃ কহিয়া থাকে।

সহজন্মোত্তরোত্থান ভেদাদ্দ্বেধা সমাসতঃ ।
শুষ্কস্রাবিবিভেদাচ্চ গুদ স্থূলান্ত্র সংশ্রয়ঃ ।
অর্দ্ধ পঞ্চাঙ্গুলস্তস্মিংস্তিস্রোঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলাঃ স্থিতাঃ ।
বল্যঃ প্রবাহিণী তাসামন্তর্মধ্যে বিসর্জ্জনী ।

বাহ্যা সম্বরণী তস্যা গুদোষ্ঠো বহিরঙ্গুলে।
যবাধ্যর্দ্ধ প্রমাণেন রোমাণ্যত্র ততঃ পরম্।

অর্শঃসকল জন্মভেদে সংক্ষেপতঃ দ্বিবিধ যথা, সহজজন্ম ও জন্মোত্তরজাত। অর্থাৎ কোন অর্শঃ শরীরোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জন্মে, কোন অর্শঃ শরীরোৎপত্তির পরে সমুদ্ভূত হয়। এইরূপ শুষ্ক ও স্রাবিভেদেও অর্শকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, কোন অর্শঃ শুষ্ক, কোন অর্শঃ স্রাববিশিষ্ট।

স্থূলার্শঃপ্রতিবদ্ধ অর্দ্ধোনপঞ্চাঙ্গুল অর্থাৎ সার্দ্ধ চতুরঙ্গুল (৪॥) পরিমাণ যে গুদ-নাড়ী আছে, তাহা প্রবাহিনী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণীসংজ্ঞক তিনটি বলিবিশিষ্ট। প্রবাহিণী অন্তঃস্থিত, বিসর্জ্জনী মধ্যস্থিত, সম্বরণী বহিঃ-স্থিত। প্রত্যেক বলির পরিমাণ ১॥০ অঙ্গুলি কিন্তু সম্বরণী বলির এক অঙ্গুল পরে বহির্দ্দিকে ১॥০ যব পরিমিত গুদোষ্ঠ, গুদোষ্ঠের পরে রোমস্থান।

তত্র হেতুঃ সহোত্থানাং বলীবীজোপতপ্ততা।
অর্শসাং বীজতপ্তিস্তু মাতাপিত্রপচারতঃ।
দৈবাচ্চ তাভ্যাং কোপো হি সন্নিপাতস্য তান্ততঃ।
অসাধ্যান্যেবমাখ্যাতাঃ সর্ব্বে রোগাঃ কুলোদ্ভবাঃ।

সহজ ও উত্তরকালজ অর্শের মধ্যে সহজ অর্শের হেতু, বলীবীজের উপতপ্ততা। বলির বীজ, পিতা মাতার শুক্র শোণিত, অর্শোজনক্ষম বাতাদি দ্বারা উপতপ্ত (পীড়িত) হয় সেই উপতপ্ততা নিবন্ধনই সহজ অর্শঃ জন্মিয়া থাকে। পিতা মাতার আহার বিহারাদিকৃত অপচার ও দৈব কারণদ্বয়ে বীজোৎপত্তি হয়। এই বীজোৎপত্তি কারক কারণদ্বয় দ্বারা সান্নিপাতের প্রকোপ হয় বলিয়া সহজ কুলজ রোগও অসাধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত।

সহজানি বিশেষেণ রুক্ষ দুর্দ্দর্শনানি চ।
অন্তর্মুখানি পাণ্ডুনি দারুণোপদ্রবাণি চ।

সহজার্শঃ সকল বিশেষ রুক্ষ, দুর্দ্দর্শন, অন্ত-মুখবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও দারুণ উপদ্রবযুক্ত।

ষোঢ়ান্যানি পৃথগ্দোষ সংসর্গ নিচয়াস্রতঃ।
ষোঢ়াশব্দঃ পৃষোদরাদিঃ ষট্‌সংখ্যাবাচকঃ।

উত্তরকালজ অর্শঃ সকল ছয় প্রকার, যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সংসর্গজ (দ্বন্দ্বজ), ত্রিদোষজ ও রক্তজ।

দোষপ্রকোপ হেতুস্তু প্রাগুক্তস্তেন সাদিতে।
অগ্নৌ মলেঽতিনিচিতে পুনশ্চাতি ব্যবায়তঃ।
যান সংক্ষোভবিষম কঠিনোৎকটকাসনাৎ।
বস্তি নেত্রাশ্মলোষ্ট্রোর্ব্বীতলচৈলাদিঘট্টনাৎ।
ভৃশং শীতাম্বু সংস্পর্শাৎ প্রততাতিপ্রবাহণাৎ।
বাতমূত্রশকৃদ্বেগধারণাত্তদুদীরণাৎ।
জ্বর গুল্মাতিসারাম গ্রহণী শোফপাণ্ডুভিঃ।
কর্শনাদ্বিষমাভ্যাশ্চ চেষ্টাভ্যো যোষিতাং পুনঃ।
আমগর্ভ প্রপতনাদ্ গর্ভবৃদ্ধিপ্রপীড়নাৎ।
ঈদৃশৈশ্চাপরৈর্বায়ুরপানঃ কুপিতো মলম্।
পায়োর্ব্বলীষু সন্ধত্তে তাস্বভিষ্যন্ন মূর্ত্তিষু।
জায়ন্তেঽর্শাংসি তৎ পূর্ব্বলক্ষণং মন্দবহ্নিতা।

পূর্ব্বে সর্ব্বরোগনিদানে দোষপ্রকোপ হেতু দর্শিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ প্রকোপ কারণে অগ্নিমান্দ্য হেতু আহারের সম্যক্ পরিপাকাভাবে অধিক মলসঞ্চয় হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দোষপ্রকোপ কারণে ও অতি মৈথুনাদি নিম্নলিখিত কারণে অপান বায়ু কুপিত হইয়া সেই অতি সঞ্চিত মলকে গুহ্যদেশের বলিতে নিবদ্ধ করে। মলের অতি সম্পর্কে সেই সকল বলি প্রক্লিন্ন হইলে তাহাতে অর্শঃ অর্থাৎ মাংসাঙ্কুর সকল জন্মাইয়া থাকে; অতিমৈথুন, সর্ব্বদা যানারোহণ, বিষমভাবে উপবেশন, উৎকটকাসন (উবু হইয়া বসা) ও কঠিনাসন এবং বস্তিত্র (বস্তির নল), প্রস্তর, লোষ্ট্র, পৃথিবীতল ও বস্ত্রাদি দ্বারা পায়ুদেশের ঘট্টন, অতি শীতল

জলসংস্পর্শ, নিরন্তর প্রবাহণ (কুন্থন) দ্বারা দোষাদি বেগের প্রবর্ত্তন, বাতমূত্র পুরীষের উপস্থিত বেগে বেগ ধারণ, বা অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান, জ্বর, গুল্ম, অতিসার, আমদোষ, গ্রহণী, শোথ বা পাণ্ডুরোগ অথবা অতিসাহসাদি বিষম চেষ্টা দ্বারা কর্ষন, আমগর্ভপাত বা গর্ভবৃদ্ধি দ্বারা প্রপীড়ন, এই সকল কারণে ও এতাদৃশ অন্যান্য কারণে বস্ত্যাদির ঘট্টন হেতু অপান বায়ু কুপিত হয়।

অর্শোরোগস্য পূর্ব্বরূপম্।

বিষ্টম্ভঃ সক্থি সদনং পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ।
সাদোঽঙ্গে নেত্রয়োঃ শোফঃ শকৃদ্ভেদোঽথবা গ্রহঃ।
মারুতঃ প্রচুরো মূঢপ্রায়ো নাভেরধশ্চরন্।
সরুক্ সপরিকর্ত্তশ্চ কৃচ্ছ্রান্নির্গচ্ছতি স্বনন্।
অন্ত্রকূজনমাটোপঃ ক্ষামতোদ্গারভূরিতা।
প্রভূতং মূত্রমল্পা বিট্ শ্রদ্ধা বৈধূমকোঽম্লকঃ।
শিরঃ পৃষ্ঠোরসাং শূলমালস্যং ভিন্নবর্ণতা।
তথেন্দ্রিয়াণাং দৌর্ব্বল্যং ক্রোধো দুঃখোপচারতা।
আশঙ্কা গ্রহণীদোষ পাণ্ডুগুল্মোদরেষু চ।
এতান্যেব বিবর্দ্ধন্তে জাতেসু হতনামসু।

অগ্নিমান্দ্য (পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত), উদর-বিষ্টম্ভ, উরুদ্বয়ের অবসাদ, পায়ের ডিমে উদ্বেষ্টন (মোচড়ানবৎ ব্যথা), ভ্রম, শরীরের অবসাদ, নেত্রগোলকে শোথ, মলভেদ বা মলবদ্ধতা, উদরে প্রচুর বায়ুসঞ্চয়, বায়ুর, স্তব্ধতা, নাভির নিম্ন স্থলেই বায়ুর সঞ্চার, বায়ুজনিত বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, অতি কষ্টে শব্দায়মান বায়ুনির্গম, অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা), উদরে গুড় গুড় ধ্বনি, ক্ষীণতা, উদ্গারবাহুল্য, প্রভূত মূত্র, অল্প মল, ভোজনে অনিচ্ছা, ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, অম্লোদ্গার, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে শূলবৎ বেদনা, আলস্য, দেহের বিবর্ণতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, ক্রোধ, দুশ্চিকিৎস্যতা এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, গুল্ম ও জঠর রোগের আশঙ্কা, এই সকল লক্ষণ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়। অর্শঃ জন্মিলে এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নিবর্ত্তমানোঽপানো হি তৈরধোমার্গরোধতঃ।
ক্ষোভয়ন্ননিলানন্যান্ সর্ব্বেন্দ্রিয়শরীরগান্।
তথা মূত্রশকৃৎপিত্ত কফান্ ধাতূংশ্চ সাশয়ান্।
মৃদ্নাত্যগ্নিং ততঃ সর্ব্বো ভবতি প্রায়শোঽর্শসঃ।
কৃশো ভৃশং হতোৎসাহো দীনঃ ক্ষামোঽতিনিষ্প্রভঃ।
অসারো বিগতচ্ছায়ো জন্তুজুষ্ট ইব দ্রুমঃ।
কৃৎস্নৈরুপদ্রবৈর্গ্রস্তো যথোক্তৈর্মর্ম্মপীড়নৈঃ।
তথা কাস পিপাসাস্যবৈরস্য শ্বাস পীনসৈঃ।
ক্লমাঙ্গভঙ্গ বমথু ক্ষবথু শ্বয়থু জ্বরৈঃ।
ক্লৈব্য বাধির্য্য তৈমির্য্য শর্করাশ্মরিপীড়িতঃ।
ক্ষামভিন্নস্বরো ধ্যায়ন্ মুহুঃ ষ্ঠীবন্নরোচকী।
সর্ব্ব পর্ব্বাস্থি হৃন্নাভিপায়ুবঙ্ক্ষণ শূলবান্।
গুদেন স্রবতা পিচ্ছাং পুলাকোদকসন্নিভাম্ *।
বিবদ্ধমুক্তং শুষ্কার্দ্রং পক্বামকান্তরান্তরা।
পাণ্ডুপীতং হরিদ্রক্তং পিচ্ছিলঞ্চোপবেশ্যতে।

অর্শো দ্বারা অধোমার্গের নিরোধহেতু অপান বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া সর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়গত সমানাদি অন্যান্য বায়ুকে, এবং মল, মূত্র, পিত্ত, কফ ও রসাদি ধাতুকে আধারের সহিত ক্ষোভিত করিয়া অগ্নিকে মন্দীভূত করে। অগ্নিমান্দ্য হেতু প্রায় সকল অর্শরোগীই অত্যন্ত কৃশ, হতোৎসাহ, দীন, ক্ষীণ ও অসার এবং ছায়াহীন (পত্রাভাব প্রযুক্ত ছায়াশূন্য), কীটভক্ষিত বৃক্ষের ন্যায় অতি নিষ্প্রভ,

---

* অপ্রাপ্তপাকং ধান্যং পুলাকশব্দবাচ্যম্। অথবা পুলাকঃ কুৎসিতং ধান্যং তচ্চোদকেন তুল্যম্। অন্যে তু যবগোধূমাদিস্বেদঃ পুলাকোদক মিত্যাহুঃ তেন তুল্যম্।

পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মপীড়াকর উপদ্রব সমূহে উপদ্রুত ও কাস, পিপাসা, মুখবৈরস্য, শ্বাস, পীনস, ক্লান্তি, অঙ্গমর্দ্দ, বমি, হাঁচি, শোথ, জ্বর, ক্লীবতা, বধিরতা, তিমিররোগ, শর্করা ও অশ্মরীরোগে পীড়িত হয়। অর্শরোগীর স্বরভেদ, সদা চিন্তা, মুহুর্মুহুঃ নিষ্ঠীবন, অরুচি, পর্ব্বাস্থি হৃদয় নাভি পায়ু ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে শূলবৎ বেদনা, গুহ্য পুলাকোদক তুল্য পিচ্ছা (আটাবৎ পদার্থ) স্রাব এবং কদাচিৎ বিবদ্ধ, কদাচিৎ মুক্ত, কদাচিৎ আর্দ্র, কদাচিৎ পক্ব, কদাচিৎ অপক্ব ও পাণ্ডু, পীত, হরিত বা রক্ত বা পিচ্ছিল মল নির্গম হয়। (অপ্রাপ্তপাক ধান্যকে অথবা কুৎসিত ধান্যকে পুলাক কহে। কেহ কেহ যব ও গোধূমাদির স্বেদকেও পুলাক কহিয়া থাকেন, তত্তুল্য উদককে পুলাকোদক বলা যায়)।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষমাঃ পুরুষাঃ খরাঃ॥
মিথো বিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণ বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীখর্জ্জুর কর্কন্ধু কার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃ পার্শ্বাংস কট্যূরু বঙ্ক্ষণাভ্যধিকব্যথাঃ॥
ক্ষবথূদ্গার বিষ্টম্ভ হৃদ্গ্রহারোচক প্রদাঃ।
কাস শ্বাসাগ্নিবৈষম্য কর্ণনাদ ভ্রমাবহাঃ॥
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
সফেন পিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্ নখবিণ্মূত্র নেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।
গুল্ম প্লীহোদরাষ্ঠীলা সম্ভবস্তত এব চ॥

বাতোল্বণ অর্শঃ স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনাবিশিষ্ট, ম্লানভাবাপন্ন, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কঠিন, বিষমাকৃতি, অপিচ্ছিল (ধূলি স্পর্শবৎ), কর্কশ (গোজিহ্বা স্পর্শবৎ), খর (কাঁকরোল ফলবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হয়। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচা ফল বা খর্জ্জুরের ন্যায়, কাহার আকার কুলের ন্যায়, কাহার আকার বনকার্পাসী ফলের ন্যায়, কাহার আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কাহার বা আকার শ্বেত সর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে।

বাতার্শো রোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটী, উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতি স্থানে অতি বেদনা, হাঁচি, উদ্গার, উদরভার, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে পাষাণবৎ গুটলেযুক্ত প্রবাহিকালক্ষণান্বিত, ফেনবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, বদ্ধমল অল্প অল্প নির্গত হয়, মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনা ও শব্দ হইয়া থাকে। অর্শোরোগীর ত্বক্ নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও বক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদরী ও অষ্ঠিলা রোগের উৎপত্তি হয়।

পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ॥
শুকজিহ্বা যকৃৎখণ্ড জলৌকাবক্ত্রসন্নিভাঃ।
দাহপাক জ্বরস্বেদ তৃণ্মূর্চ্ছারুচি মোহদাঃ॥
সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণ পীতরক্তামবর্চ্চসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীত হারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ॥

পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলাগ্র, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, তরল রক্তস্রাবী আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল ও লম্বনশীল। ইহারা শুকজিহ্বা, যকৃৎখণ্ড বা জোঁকের মুখের আকৃতি বিশিষ্ট, যববৎ মধ্যে স্থূল ও উষ্ম-বিশিষ্ট। ইহাতে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও মোহ উপস্থিত হয় এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণ উষ্ণ-অপক্ব মলভেদ হইয়া থাকে। রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র ও বক্ত্র হরিতপীত (হরিতালবর্ণ) বা হরিদ্রা বর্ণ হয়।

শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ ।
উচ্ছূনোপচিতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্তব্ধবৃত্ত গুরুস্থিরাঃ ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্নাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ ॥
বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্থি নাভি বিকাষিণঃ ।
সকাসশ্বাসহৃল্লাস প্রসেকারুচি পীনসাঃ ॥
মেহকৃচ্ছ্র শিরোজাড্য শিশিরজ্বরকারিণঃ ।
ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দি রাম প্রায়বিকারদাঃ ॥
বসাভাঃ সকফ প্রাজ্য পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ ।
ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধ ত্বগাদয়ঃ ॥

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শোঽঙ্কুর সকল মহামূল (ইহাদের মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত অবগাহন করে), ঘন অর্থাৎ নিবিড়াবয়ব, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, উৎসন্ন ও স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ, অনল্প, বর্ত্তুলাকৃতি, গুরু দ্রব্যাক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তনসদৃশ। এই অর্শ বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভিস্থলে আকর্ষণবৎ বেদনা, কাস, শ্বাস, বমনবেগ, মুখস্রাব, ও গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীত জ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমি ও অতিসার গ্রহণ্যাদি আমবহুল পীড়ার উদ্ভব এবং বসাসদৃশ কফমিশ্রিত ও প্রবাহিকা লক্ষণান্বিত বহু মলনির্গম, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে ক্লেদ রক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য সত্ত্বেও অর্শোঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। রোগীর ত্বগাদি পাণ্ডুবর্ণ ও তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

সংসৃষ্ট লিঙ্গাঃ সংসর্গান্নিচয়াৎ সর্ব্বলক্ষণাঃ ।

দোষদ্বয়ের সংসর্গে অর্শোঽঙ্কুর সকল দ্বিদোষলিঙ্গ ও দোষত্রয়ের সংসর্গে ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ ।
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুম সন্নিভাঃ ॥
তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্‌ প্রতিপীড়িতাঃ ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ ॥
ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয় সম্ভবৈঃ ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ ।
বিট্‌শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধো বায়ুর্ন বর্ত্ততে ॥

রক্তার্শের লক্ষণ, পিত্তার্শোলক্ষণের ন্যায় জানিবে। ইহার মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুর সদৃশ, বর্ণ কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত, ইহারা কঠিন মলদ্বারা পেষিত হইলে, সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্তস্রাব করে এবং সেই রক্তের অতি স্রাব হেতু রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত এবং বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল ও আবিলচক্ষুঃ বা ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না।

মুদ্গ কোদ্রব জূর্ণাহ্ব করীর চণকাদিভিঃ ।
রুক্ষৈঃ সংগ্রাহিভির্বায়ুঃ স্বস্থানে কুপিতো বলী ॥
অধোবহানি স্রোতাংসি সংরুধ্যাধঃ প্রশোষয়ন্‌ ।
পুরীষং বাতবিণ্মূত্রসঙ্গং কুর্ব্বতি দারুণম্‌ ॥
তেন তীব্রা রুজা কোষ্ঠ পৃষ্ঠহৃৎ পার্শ্বগা ভবেৎ ।
আধ্মান মুদরাবেষ্টো হৃল্লাসঃ পরিকর্ত্তনম্‌ ॥
বস্তৌ চ সুতরাং শূলং গণ্ডশ্বয়থু সম্ভবঃ ।
পবনস্যোর্দ্ধ গামিত্বং ততশ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরাঃ ॥
হৃদ্রোগ গ্রহণীদোষ মূত্রসঙ্গ প্রবাহিকাঃ ।
বাধির্য্য তিমিরশ্বাস শিরোরুক্‌ কাসপীনসাঃ ॥
মনোবিকার তৃষ্ণাস্র পিত্ত গুল্মোদরাদয়ঃ ।
তে তে চ বাতজা রোগা জায়ন্তে ভৃশদারুণাঃ ॥
দুর্নাম্নামিত্যুদাবর্ত্তঃ পরমোঽয়মুপদ্রবঃ ।
বাতাভিভূতকোষ্ঠানাং তৈর্বিনাপি স জায়তে ॥

মুদ্গ, কোদ্রধান্য, জূর্ণা (দেধান), বংশাঙ্কুর ও চণকাদি রুক্ষ ও সংগ্রহাদি দ্রব্য ভোজন দ্বারা অপান বায়ু, বস্ত্যাদি স্বকীয়

স্থানে বলবান্ ও কুপিত হইয়া অধোবহ স্রোতঃসকলকে সংরুদ্ধ ও অধোভাগস্থ পুরীষকে সংশুদ্ধ করিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে বাতমূত্র রোধ করে। তাহাতে কোষ্ঠ, পৃষ্ঠ, হৃদয় ও পার্শ্বদেশে তীব্র বেদনা, উদরাধ্মান, উদরাবেষ্টন (পেট টানিয়া ধরা), বমনবেগ, কর্ত্তনবৎ পীড়া, বস্তিতে দারুণ শূলবেদনা, গণ্ডদেশে শোথ, অপানবায়ুর ঊর্দ্ধগমন, এবং তজ্জন্য বমি, অরুচি ও জ্বর, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, মূত্ররোধ, প্রবাহিকা, বধিরতা, তিমির, (নেত্ররোগবিশেষ), শ্বাস, শিরোবেদনা, কাস, পীনস, মনোবিকার, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, গুল্ম, জঠররোগ ও নখভেদাদি অতি দুঃখাবহ নানাপ্রকার বাতজ রোগ এবং অর্শোরোগের প্রধান উপদ্রব উদাবর্ত্ত জন্মে। কোষ্ঠ যদি বাতব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে অর্শো ব্যতিরেকেও উদাবর্ত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরে বলৌ।
স্থিতানি তান্যসাধ্যানি যাপ্যন্তেঽগ্নিবলাদিভিঃ॥

আজন্মজাত বা সান্নিপাতিক কিংবা অভ্যন্তর বলিতে উৎপন্ন অর্শঃ সকল অসাধ্য, কিন্তু যদি অগ্নিবলাদি থাকে, অর্থাৎ যদি কায়াগ্নির বল, আয়ুর শেষ, উপযুক্ত চিকিৎসকাদি ও নিয়মাদি পালনক্ষম রোগী এই পাদচতুষ্টয়ের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে যাপ্য।

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ॥

মধ্য বলিতে জাত বা বর্ষাতীত অথবা দ্বিদোষান্বণ অর্শঃ সকল কষ্টসাধ্য।

বাহ্যায়ান্ত বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ॥

বাহ্য বলিতে জাত, একদোষোল্বণ ও অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ বর্ষাভ্যন্তরজাত অর্শঃ সকল সুখসাধ্য।

মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথাস্বং নাভিজানি তু।
গণ্ডূপদাস্যরূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ॥

লিঙ্গাদি স্থানে ও নাভিতে যে অর্শঃ হয়, তাহার আকার কেঁচুয়ার মুখসদৃশ এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল।

ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ।
কীলোপমং স্থির খরং চর্ম্মকীলন্তু তং বিদুঃ॥

ব্যানবায়ু কফকে আশ্রয় করিয়া ত্বকের উপরে কীল (গোঁজ) সদৃশ, নিশ্চল, কর্কশ-মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে চর্ম্মকীল (আঁচিল) কহে।

বাতেন তোদ পারুষ্যং পিত্তাদসিতবক্তৃতা।
শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা॥

চর্ম্মকীল বাতজ হইলে সূচীবেধবৎ বেদনাবিশিষ্ট এবং কর্কশ; পিত্তজ হইলে কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট, শ্লেষ্মজ হইলে স্নিগ্ধ (চিক্কণ), গ্রন্থিল ও ত্বকের সমবর্ণ হইয়া থাকে।

অর্শসাং প্রথমে যত্নমাশু কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্।
তান্যাশু হি গুদং বদ্ধা কুর্য্যুর্বদ্ধগুদোদরম্॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্শঃশান্তির জন্য শীঘ্র যত্ন করিবেন, তাহা না হইলে মাংসাঙ্কুর সকল গুহ্যদ্বার রোধ করিয়া বদ্ধ গুদোদর রোগ আনয়ন করিবে।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽতীসারগ্রহণীরোগনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দোষৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ভয়াচ্ছোকাচ্চ ষড়্বিধঃ।
অতীসারঃ স সুতরাং জায়তেঽত্যম্বুপানতঃ।
কৃশশুষ্কামিষাসাত্ম্যতিলপিষ্টবিরূঢ়কৈঃ।
মদ্যরুক্ষাতি মাত্রান্নৈরর্শোভিঃ স্নেহবিভ্রমাৎ।

কৃমিভ্যো বেগরোধাচ্চ তদ্বিধৈঃ কুপিতোঽনিলঃ।
বিস্রংসয়ত্যধোঽব্‌ধাতুং হত্বা তেনৈব চানলম্।
ব্যাপদ্যানুশকৃৎ কোষ্ঠং পুরীষং দ্রবতাং নয়ন্।
প্রকল্পতেঽতিসারায় লক্ষণং তস্য ভাবিনঃ।

অতঃপর আমরা অতিসার ও গ্রহণী নিদান ব্যাখ্যা করিব। বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার এবং ভয়ে ও শোকে এক এক প্রকার, সমুদায়ে ছয় প্রকার অতিসার হয়। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ভয়জ ও শোকজ।

অধিক জলপান, কৃশ পশুর মাংস, শুষ্কমাংস ও অসাত্ম্য অর্থাৎ দেহের অননুকূল ও অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, তিলপিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, মদ্যপান, রুক্ষান্ন ভোজন, অতি ভোজন, অর্শঃ, স্নেহবিভ্রম (বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহার্থ স্নেহক্রিয়ার অতিযোগ বা অল্পযোগ), ক্রিমি, মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ এবং তাদৃশ অন্যান্য বাতপ্রকোপ হেতু দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া শরীরস্থ রক্তাদি জলীয় ধাতুকে কোষ্ঠদেশে মলসমীপে নীত ও সেই জলীয় ধাতু দ্বারা অগ্নিকে বিনষ্ট এবং মল ধাতুকে দ্রবীভূত ও অধঃপ্রেরিত করিয়া অতিসার রোগ উৎপাদন করে। অতিসারের পূর্ব্বরূপ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অতিসারস্য পূর্ব্বরূপম্।

তোদো হৃদ্‌গুদ কোষ্ঠেষু গাত্রসাদো মলগ্রহঃ।
আধ্মানমবিপাকশ্চ তত্র বাতেন বিড়্‌জলম্।
অল্পাল্পং শব্দশূলাঢ্যং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে।
রুক্ষং সফেন মচ্ছঞ্চ গ্রথিতং বা মুহুর্মুহুঃ।
তথা দগ্ধগুড়াভাসং সপিচ্ছাপরিকর্ত্তিকম্।
শুষ্কাস্যো ভ্রষ্টপায়ুশ্চ হৃষ্টরোমা বিনিষ্টনন্।

হৃদয়, গুহ্য ও কোষ্ঠদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, দেহের অবসন্নতা, মলবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও অপরিপাক, এই সকল লক্ষণ অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়।

ছয় প্রকার অতিসারের মধ্যে বাতাতিসারে রোগী শুষ্কমুখ, ভ্রষ্টপায়ু, রোমাঞ্চ ও কাতর হইয়া রুক্ষ, সফেন, দগ্ধগুড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, কর্ত্তনবৎ পীড়াদায়ক, শব্দ ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত স্বচ্ছ বা গ্রথিত জলবৎ বা বিবদ্ধ মল অল্প অল্প অথচ মুহুর্মুহুঃ ত্যাগ করে।

পিত্তেন পীতমসিতং হারিতং শাদ্বলপ্রভম্।
সরক্তমতিদুর্গন্ধং তৃণ্মূর্চ্ছা স্বেদ দাহবান্।
সশূলপায়ুসন্তাপং পাকবান্ শ্লেষ্মণা ঘনম্।

পিত্তজনিত অতিসারে মল পীত, কৃষ্ণ, হরিত, সরক্ত বা নবতৃণবৎ হরিদ্বর্ণ ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, দাহ, শূলবৎ বেদনা, গুহ্যদেশে সন্তাপ ও পাক হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাতিসারে মল ঘন ও পরশ্লোকোক্ত লক্ষণান্বিত হয়।

পিচ্ছিলং তন্তুমচ্ছ্বেতং স্নিগ্ধমাংসং কফান্বিতম্।
অভীক্ষ্ণং গুরু দুর্গন্ধং বিবদ্ধমনুবদ্ধরুক্।
নিদ্রালুরলসোঽন্নদ্বিড়ল্পাল্পং সপ্রবাহিকম্।
সরোমহর্ষঃ সোৎক্লেশো গুরুবস্তিগুদোদরঃ।
কৃতেঽপ্যকৃতসংজ্ঞশ্চ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলক্ষণঃ।

শ্লেষ্মাজনিত অতিসারে মল ঘন (পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত), পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, শ্বেত বর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), মাংস ও কফযুক্ত, গুরু (জলে ডুবিয়া যায়), দুর্গন্ধ, বিবদ্ধ, নিরন্তর বেদনান্বিত ও প্রবাহিকা লক্ষণাক্রান্ত হয় এবং অল্প অল্প নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে রোমাঞ্চ, বমনবেগ এবং বস্তি, গুদনাড়ী ও উদরের গুরুতা হয় ও মলত্যাগ করিলেও

বোধ হয় না যে, মলত্যাগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ উদর খোলশা হয় না, সর্ব্বদাই মলবেগ থাকে। সান্নিপাতিক অতিসারে বাতাদি দোষত্রয়েরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

ভয়জোঽতিসারঃ।

ভয়েন ক্ষোভিতে চিত্তে সপিত্তো দ্রাবয়েচ্ছকৃৎ।
বায়ুস্ততোঽতিসার্য্যেত ক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবং প্লবম্‌।
বাতপিত্তসমং লিঙ্গৈরাহুস্তদ্বচ্চ শোকতঃ।

ভয়দ্বারা চিত্ত ক্ষোভিত হইলে, পিত্তযুক্ত লক্ষণান্বিত, উষ্ণ, দ্রব মল অতি বেগে নিঃসৃত হইতে থাকে। শোকজ অতিসারও ভয়জ অতিসারের ন্যায় জানিবে।

অতীসার সমাসেন দ্বিধা সামো নিরামকঃ।
সাসৃক্‌ নিরস্রস্তত্রাদ্যে গৌরবাদপ্সু মজ্জতি।
শকৃদ্দুর্গন্ধমাটোপবিষ্টম্ভার্ত্তি প্রসেকিনঃ।

অতিসার বাতাদিভেদে ছয় প্রকার হইলেও মোটামুটি তাহাদিগকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সাম ও নিরাম এবং সরক্ত ও নীরক্ত। সামাতিসারে মল অতিশয় দুর্গন্ধ হয় এবং জলে ন্যস্ত হইলে ডুবিয়া যায়। ইহাতে আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), উদরের স্তব্ধতা এবং গুহ্যস্রাব ও মুখস্রাব হইয়া থাকে।

বিপরীতো নিরামস্তু কফাৎ পক্বোঽপি মজ্জতি।

আমাতিসারের বিপরীত লক্ষণান্বিত হইলে অর্থাৎ মল জলে ভাসিলে ও রোগী আটোপাদি উপদ্রব রহিত হইলে, তাহাকে নিরামাতিসার (পক্বাতিসার) বলা যায়। কিন্তু কফাধিক্য থাকিলে পক্ব মলও জলে ডুবিয়া যায়।

অতীসারেষু যো নাতি যত্নবান্‌ গ্রহণী গদঃ।
তস্য স্যাদগ্নিবিধ্বংসকরৈরত্যর্থসেবিতৈঃ।

অতিসার প্রতিকারে যে ব্যক্তি বিশেষ যত্নবান না হয়, তাহার গ্রহণীরোগ জন্মিয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যকর অন্নপানেরও অতি সেবন দ্বারা গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়।

সামং শকৃন্নিরামং বা জীর্ণে যেনাতিসার্য্যতে।
সোঽতিসারোঽতিসরণাদাশুকারী স্বভাবতঃ।

আহার জীর্ণ হইলে, যে ব্যাধি দ্বারা আমসংযুক্ত বা নিরাম মল অতি নিঃসৃত হয়, তাহাকে অতিসার কহে। অতি নিঃসরণ হেতু ইহা অতিসার নামে অভিহিত। অতিসার স্বভাবতঃ আশুকারী।

গ্রহণীদোষস্য স্বরূপম্‌।

সামং সান্নমজীর্ণেঽন্নে জীর্ণে পক্বন্তু নৈকধা।
অকস্মাদ্বা মুহুর্বদ্ধমকস্মাচ্ছিথিলং মুহুঃ।
চিরকৃদ্‌ গ্রহণীদোষঃ সঞ্চয়াচ্চোপবেশয়েৎ।

ভুক্তান্ন অজীর্ণ হইলে কখন আমযুক্ত, কখন বা সান্নমল (যথাভুক্ত) নির্গত হয় এবং জীর্ণ হইলে কখন পক্ব মল বহির্গত হয়, কখন বা কিছু নিঃসৃত হয় না, অথবা অকস্মাৎ মুহুর্মুহুঃ বদ্ধমল কিংবা হঠাৎ বারংবার শিথিল মল নির্গত হইতে থাকে। গ্রহণীদোষ চিরকারী। অতিসার ও গ্রহণী-রোগের প্রভেদ এই, অতিসার আশুকারী, গ্রহণী চিরকারী।

স চতুর্দ্ধা পৃথগ্‌দোষৈঃ সন্নিপাতাচ্চ জায়তে।

গ্রহণীরোগ চারিপ্রকার অর্থাৎ বাতাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দোষে তিন প্রকার ও মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার।

প্রাগ্রূপং তস্য সদনং চিরাৎ পচনমম্লকঃ।
প্রসেকোবক্ত্রবৈরস্যমরুচিস্তৃট্ ক্লমো ভ্রমঃ।
আনদ্ধোদরতা ছর্দ্দিঃ কর্ণক্ষ্বেড়োঽন্ত্রকূজনম্।

শরীরের অবসাদ, বিলম্বে পরিপাক, অম্লোদ্গার, মুখপ্রসেক, মুখের বিরসতা অরুচি, তৃষ্ণা, ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন), আনাহ (বায়ুদ্বারা পেট টানিয়া ধরা), বমি, কর্ণনাদ ও অন্ত্রকূজন, এইগুলি গ্রহণীরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

সামান্যং লক্ষণং কার্শ্যং ধূমকস্তমকো জ্বরঃ।
মূর্চ্ছা শিরোরুগ্‌বিষ্টম্ভঃ শ্বয়থুঃ করপাদয়োঃ।

দেহের কৃশতা, ধূমোদ্গার, তমক, জ্বর, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, উদরের স্তব্ধতা এবং হাতে ও পায়ে শোথ এইগুলি গ্রহণীরোগের সাধারণ লক্ষণ।

তত্রানিলাত্তালুশোষস্তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুজাভীক্ষ্ণং বিসূচিকা॥
রসেষু গৃদ্ধিঃ সর্ব্বেষু ক্ষুত্তৃষ্ণা পরিকর্ত্তিকা।
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যং সমশ্নুতে।
বাত হৃদ্রোগ গুল্মার্শঃ প্লীহপাণ্ডুত্ব শঙ্কিতঃ।
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ পায়ুরুক্ শ্বাস কাসবান্।

বাতিক গ্রহণীরোগে তালুশোষ, তিমির (অন্ধকার দর্শন), কর্ণে শব্দ, পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা (ভেদ বমি), মধুরাদি সকল প্রকার দ্রব্য ভোজনে স্পৃহা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাক সময়ে উদরাধ্মান, কিন্তু কিছু আহার করিলে স্বাস্থ্যবোধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগী বাতজনিত হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ প্লীহা ও পাণ্ডুরোগের আশঙ্কা করে এবং কখন দ্রব, কখন বা শুষ্ক শব্দ ও ফেনাবিশিষ্ট, অল্পপরিমিত অপক্ক মল অতি কষ্টে, বিলম্বে বিলম্বে বা পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করে এবং রোগী গুহ্যবেদনা, শ্বাস ও কাসরোগে পীড়িত হয়।

পিত্তেন নীলং পীতাভং পীতাভঃ সৃজতি দ্রবম্।
পূত্যম্লোদ্গার হৃৎকণ্ঠ দাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগী পীতাভ হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃৎ ও কণ্ঠের দাহ, অরুচি ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকে এবং নীল বা পীতবর্ণ দ্রব মল ত্যাগ করে।

শ্লেষ্মণা পচ্যতে দুঃখমন্নঃ ছর্দ্দিররোচকঃ।
আস্যোপদেহনিষ্ঠীব কাস হৃল্লাস পীনসাঃ।
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
উদ্গারো দুষ্টমধুরঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্।
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্ট গুরুবর্চ্চঃ প্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যং সর্ব্বজে সর্ব্বসঙ্করঃ।

শৈষ্মিক গ্রহণীরোগে ভুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পরিপাক হয় এবং বমি, অরুচি, শ্লেষ্মাদ্বারা মুখের লিপ্ততা, নিষ্ঠীবন, কাস, বমনবেগ, পীনস, হৃদয় যেন পিণ্ডিত, উদর নিশ্চল ও গুরু, উদ্গার দুষ্ট ও মধুর, শরীর অবসন্ন, স্ত্রীতে অনাহ্লাদ এবং আম ও শ্লেষ্মাযুক্ত, গুরু, ভাঙ্গা মলভেদ, রোগী কৃশ না হইলেও বলহীন, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগে, বাতজাদি গ্রহণী-রোগের মিশ্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বিভাগেঽঙ্গস্য যে চোক্তা বিষমাদ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তেঽপি স্যুর্গ্রহণীদোষাঃ সমস্তু স্বাস্থ্যকারণম্।

অঙ্গবিভাগে, বিষম, তীক্ষ্ণ ও মন্দভেদে যে তিন প্রকার অগ্নি উক্ত হইয়াছে, তাহারাও গ্রহণীরোগে জানিবে। সম অগ্নি স্বাস্থ্যের অর্থাৎ আরোগ্যের কারণ।

বাতব্যাধ্যশ্মরী কুষ্ঠ মেহোদর ভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ সুদুস্তরাঃ।

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটি মহারোগ, ইহারা অতি দুঃসাধ্য, অতএব ইহাদের প্রতিকারে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূত্রাঘাতনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বস্তি বস্তিশিরো মেঢ্র কটী বৃষণ পায়বঃ।
একসম্বন্ধনাঃ প্রোক্তা গুদাস্থিবিবরাশ্রয়াঃ॥

অতঃপর আমরা মূত্রাঘাত নিদান ব্যাখ্যা করিব। বস্তি, বস্তিশিরঃ, মেঢ্র (লিঙ্গ), কটি, বৃষণ, (অণ্ডকোষ) ও পায়ু (গুহ্যদেশ), ইহারা একস্থানে গ্রথিত অর্থাৎ সকলেই গুদাস্থিগহ্বরে অবস্থিত।

অধোমুখোঽপি বস্তির্হি মূত্রবাহিশিরামুখৈঃ॥
পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে সূক্ষ্মৈঃ স্যন্দমানৈরনারতম্‌।
যৈস্তৈরেব প্রবিশ্যেনং দোষাঃ কুর্ব্বন্তি বিংশতিম্‌।
মূত্রাঘাতান্‌ প্রমেহাংশ্চ কৃচ্ছ্রান্মর্ম সমাশ্রয়ান্‌॥

যদিও বস্তি অধোমুখে অবস্থিত, তথাপি চতুষ্পার্শ হইতে নিরন্তর স্যন্দমান (মূত্রস্রাবী) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূত্রবাহি শিরামুখ দ্বারা উহা মূত্রপূর্ণ হইতে থাকে এবং যে সকল শিরা দ্বারা উহাতে মূত্র প্রবেশ করে, সেই সকল শিরাপথ দ্বারা দোষ সকল উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বস্তিমর্ম্মাশ্রিত অতি কষ্টসাধ্য বিংশতি প্রকার মূত্রাঘাত ও বিংশতি প্রকার মেহরোগ উৎপন্ন করে।

বস্তিবঙ্ক্ষণ মেঢ্রার্ত্তিযুক্তোঽল্পাল্পং মুহুর্মুহুঃ।
মূত্রয়েদ্বাতজে কৃচ্ছ্রে পৈত্তে পীতং সদাহরুক্‌।
রক্তং বা কফজে বস্তি মেঢ্রগৌরব শোকবান্‌।
সপিচ্ছং সবিবন্ধঞ্চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকং মলৈঃ॥

বাতজ মূত্রাঘাতে বস্তি, বঙ্ক্ষণ ও মেঢ্র বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগী অল্প অল্প অথচ মুহুর্মুহুঃ মূত্র ত্যাগ করে। পিত্তজ মূত্রাঘাতে মূত্র জ্বালাযন্ত্রণাযুক্ত এবং পীত বা রক্তবর্ণ, কফজ মূত্রাঘাতে বস্তি ও মেঢ্র গুরু ও স্ফীত এবং মূত্র পিচ্ছিল ও বিবদ্ধ (আট্‌কাইয়া আট্‌কাইয়া মূত্র হয়)। ত্রিদোষজ মূত্রাঘাতে মূত্র, ত্রিদোষলক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

অশ্মরীরোগস্য পূর্ব্বরূপম্‌।

যদা বায়ুর্মুখং বস্তেরাবৃত্য পরিশোষয়েৎ।
মূত্রং সপিত্তং সকফং সশুক্রং বা তদা ক্রমাৎ॥
সঞ্জায়তেঽশ্মরী ঘোরা পিত্তাদ্‌গোরিব রোচনা।
শ্লেষ্মাশ্রয়া চ সর্ব্বা স্যাদথাস্যাঃ পূর্ব্বলক্ষণম্‌॥
বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্নদেশেষু পরিতোঽতিরুক্‌।
মূত্রে চ বস্তগন্ধত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ॥

কুপিত বায়ু যখন বস্তির মুখকে রুদ্ধ করিয়া কেবল মূত্রকে কিংবা সপিত্ত সকফ বা সশুক্র মূত্রকে পরিশোধিত করে, তখনই অতি দারুণ অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রাশ্মরী অপেক্ষা পিত্তাশ্মরী, পিত্তাশ্মরী অপেক্ষা শ্লেষ্মাশ্মরী, অধিকতর ভয়ঙ্কর। সকল অশ্মরী শ্লেষ্মাশ্রয়া অর্থাৎ শ্লেষ্মা সকলেরই সমবায়ি কারণ। যেমন গোপিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে গোরোচনারূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও ঠিক সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তির স্ফীততা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘোরতর বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অশ্মরীসাধারণলক্ষণম্।

সামান্যলিঙ্গং রুঙ্‌নাভি সেবনী বস্তি মূর্দ্ধসু।
বিশীর্ণধারং মূত্রং স্যাত্তথা মার্গনিরোধনে।
তদ্ব্যপায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমম্।
তৎসংক্ষোভাৎ ক্ষতে সাস্রমায়াসাচ্চাতিরুগ্‌ভবেৎ।

নাভি, সেবনী (পায়ু হইতে কোষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের ন্যায় যে স্থান), ও বস্তির শিরোদেশে অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্নভাবে মূত্রনির্গম হয়, কিন্তু যদি কখন অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মূত্রমার্গ হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে বিনা ক্লেশে গোমেদক মণির ন্যায় ঈষৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিরুদ্ধপথপ্রবৃত্ত মূত্রের আঘাতে অথবা অশ্মরীপীড়নে (টেপাটেপি করাতে) মূত্রস্রোতঃ ক্ষত হইলে, সরক্তমূত্র নির্গত হয়, বেগ দিয়া প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে, অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে।

বাতাশ্মরীলক্ষণম্।

তত্র বাতাদ্‌ভৃশার্ত্ত্যার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে।
মৃদ্‌নাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যনিশং ক্বণন্।
সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্মেহতি বিন্দুশঃ।
শ্যাবারুক্ষাশ্মরী চাস্য স্যাচ্চিতা কণ্টকৈরিব॥

বায়ুজনিত অশ্মরীরোগে রোগী যাতনায় অতি কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দাঁত কামড়ায়, কাঁপে, সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থল টিপিতে থাকে। মূত্র ত্যাগার্থ কুন্থন করিলে বায়ুর সহিত মল ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। বাতজ অশ্মরী শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং কণ্টকবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্কুরসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্তাশ্মরীলক্ষণম্।

পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান ইবোষ্মবান্।
ভল্লাতকাস্থিসংস্থানা রক্তপীতাসিতাশ্মরী।

পিত্তজনিত অশ্মরীরোগে বস্তিদেশে দাহ উপস্থিত হয়, বোধ হয় যেন উহা ক্ষার দ্বারা পচ্যমান হইতেছে। পিত্তাশ্মরী অতি উষ্ণস্পর্শ ও ভল্লাতকবীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ইহা রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজাশ্মরীলক্ষণম্।

বস্তির্নিস্তুদ্যত ইব শ্লেষ্মণা শীতলো গুরুঃ।
অশ্মরী মহতী শ্লক্ষ্ণা মধুবর্ণাথবা সিতা।

কফজনিত অশ্মরীরোগে বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কফজ অশ্মরী শীতল, গুরু, বৃহদাকার ও মসৃণ, এবং মধুবৎ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ বা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

এতা ভবন্তি বালানাং তেষামেব চ ভূয়সা।
আশ্রয়োপচয়াল্পত্বাদ্ গ্রহণাহরণে সুখাঃ॥

দিবানিদ্রা, মিষ্টদ্রব্য আহার, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন প্রভৃতি যে যে কারণে অশ্মরীরোগ জন্মে, বালকদিগের প্রায় সর্ব্বদাই সেই সকল কারণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য বালকদিগেরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহাদিগের বস্তিযন্ত্র ও অশ্মরীর আকৃতি ক্ষুদ্র বলিয়া অনায়াসে অশ্মরীকে বড়িশাদি যন্ত্র দ্বারা ধারণ ও অস্ত্রাদি দ্বারা উৎপাটন করিতে পারা যায়।

শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাৎ।
স্থানাচ্চ্যুতমমুক্তং হি মুষ্কয়োরন্তরেঽনিলঃ।
শোষয়ত্যুপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী।
বস্তিরুক্‌ কৃচ্ছ্রমূত্রত্ব মুষ্কশ্বয়থুকারিণী।

তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে।
পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিনশ্মর্য্যেব চ শর্করা॥
অণুশো বায়ুনা ভিন্না সা ত্বস্মিন্নমুলোমগে।
নিরেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে বিবধ্যতে॥

শুক্রবেগ ধারণ করিলে, শুক্রাশ্মরী জন্মে। যে হেতু উপস্থিত মৈথুনবেগে স্বস্থানচ্যুত শুক্র মৈথুনাভাবে বহির্গত হইতে না পারিয়া লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত বস্তিমুখে বায়ু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শোষিত হয়, সেই শুষ্ক শুক্রই শুক্রাশ্মরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অশ্মরী, মৈথুনক্ষম পুরুষদিগেরই জন্মে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা উৎপন্ন হইলে বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অণ্ডকোষে শোথ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইবামাত্র উহাতে শুক্র আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু যদি লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত অশ্মরীস্থান পীড়ন (টেপাটেপি) করা যায়, তাহা হইলে অশ্মরী বিলয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহা বায়ু দ্বারা ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত হইয়া শর্করা ও সিকতারূপে পরিণত হয়। শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা ও সিকতা অতি সূক্ষ্মতম অংশে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। বায়ু অনুলোমগ থাকিলে সেই শর্করা বা সিকতা মূত্রের সহিত মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হয় কিন্তু প্রতিলোমগ থাকিলে উহা বহির্গত হইতে না পারিয়া মূত্রস্রোতে উপস্থিত হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

বাতবস্তিবিধী।

মূত্রসন্ধারিণঃ কুর্য্যাদ্ রুদ্ধা বস্তের্মুখং মরুৎ।
মূত্র সঙ্গং রুজং কণ্ডুং কদাচিচ্চ স্বধামতঃ।
প্রচ্যাব্য বস্তিং মুদ্বৃত্তং গর্ভাভং স্থূল বিপ্লুতম্।
করোতি তত্র রুগ্‌দাহ স্পন্দনোদ্বেষ্টনানি চ।
বিন্দুশশ্চ প্রবর্ত্তেত মূত্রং বস্তৌ তু পীড়িতে।
ধারয়া দ্বিবিধোঽপ্যেষ বাতবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥
দুস্তরো দুস্তরতরো দ্বিতীয়ঃ প্রবলানিলঃ॥

যে ব্যক্তি মূত্রের বেগ ধারণ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিমুখ রোধ করে, তাহাতে মূত্ররোধ, যন্ত্রণা ও কণ্ডু উপস্থিত হয় এবং ঐ বায়ু কখন বা বস্তিকে স্বস্থান হইতে উদ্‌বৃত্ত (উর্দ্ধমুখ) গর্ভবৎ স্থূল ও চঞ্চল করিয়া থাকে, তাহাতে বেদনা, দাহ, স্পন্দন (মূত্রক্ষরণ), উদ্বেষ্টন (পীড়নবৎ বেদনা) ও বিন্দু বিন্দু মূত্র প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু বস্তি টিপিলে ধারায় মূত্রনির্গম, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই দ্বিবিধ বাতবস্তির মধ্যে প্রথমোক্ত বাতবস্তি কৃচ্ছ্রসাধ্য, দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষোক্ত বাতবস্তি অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে, যেহেতু ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকে।

শকৃন্মার্গস্য বস্তেশ্চ বায়ুরন্তরমাশ্রিতঃ।
অষ্ঠীলাভং ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতম্॥
বাতাষ্ঠীলেতি সাধ্মান বিণ্মূত্রানিল সঙ্গকৃৎ॥

কুপিত বায়ু মলাশয় ও মূত্রাশয়ের মধ্যভাগ আশ্রয় করিয়া উন্নতাকার নিবিড়াবয়ব ও অচল অষ্ঠীলাসদৃশ যে গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহা দ্বারা উদরাধ্মান এবং মলমূত্র ও অধোবায়ুর রোধ হইয়া থাকে। (কার্ত্তিক বলেন, উত্তরাপথে বর্ত্তুলাকার পাষাণবিশেষকে অষ্ঠীলা কহে। গয়দাস কহেন, কর্ম্মকারদিগের দীর্ঘ গোলাকার লৌহদাণ্ডী অর্থাৎ হাতুড়ী বিশেষকে অষ্ঠীলা বলে)।

বিগুণঃ কুণ্ডলীভূতো বস্তৌ তীব্রব্যথোঽনিলঃ।
আবিশ্য মূত্রং ভ্রমতি সস্তম্ভোদ্বেষ্ট গৌরবঃ॥
মূত্রমল্পাল্পমথবা বিমুঞ্চতি শকৃৎ সৃজন।
বাতকুণ্ডলিকেত্যেষা মূত্রং তু বিনৃতং চিরম্।
ন নিরেতি বিবদ্ধং বা মূত্রাতীতং তদল্পরুক্॥

কুপিত বায়ু, বস্তিদেশে মূত্রকে ক্ষোভিত করিয়া তীব্র বেদনা, স্তব্ধতা, উদ্বেষ্টন ও গুরুত্ব জন্মাইয়া আবর্ত্তের ন্যায় কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে অথবা পুরীযোদ্গমন করাইয়া অল্প অল্প মূত্র নিঃসারণ করিতে থাকে। এইরূপ ব্যাধিকে বাতকুণ্ডলিকা কহে। মূত্রের বেগ দীর্ঘকাল বিধৃত হইলে প্রস্রাব হয় না, অথবা বিবদ্ধ মূত্র অল্প বেদনার সহিত নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে মূত্রাতীত কহে।

বিধারণাৎ প্রতিহতং বাতোদাবর্ত্তিতং যদা।
নাভেরধস্তাদুদরং মূত্রমাপূরয়েত্তদা।
কুর্য্যাৎ তীব্ররুজাধ্মানমপক্তি মলসংগ্রহম্।
তন্মূত্রজঠরং ছিদ্রবৈগুণ্যেনানিলেন বা।
আক্ষিপ্তং মল্পমূত্রস্তু বস্তৌ নালেঽথবা মনৌ।
স্থিত্বা স্রবেচ্ছনৈঃ পশ্চাৎ সরুজং বাথবারুজম্।
মূত্রোৎসঙ্গঃ সবিচ্ছিন্নস্তচ্ছেষ গুরুশেফসঃ।

মূত্রবেগ ধারণ হেতু মূত্র যখন কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক উদাবর্ত্তিত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরকে পূর্ণ করে, তখন তীব্র বেদনা, আধ্মান, অপরিপাক ও মলবিবদ্ধতা উপস্থিত হয়। এই রোগকেই মূত্রজঠর কহে। মূত্রদ্বারের দোষে অথবা কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত হইয়া অল্পমাত্র বা লিঙ্গনালে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে সংযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ বেদনার সহিত অথবা বেদনা ব্যতিরেকে শনৈঃ শনৈঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হইতে থাকে, ইহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ কহে। এই রোগে মূত্র বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ নির্গত হওয়াতে লিঙ্গ ভারাক্রান্ত হয়।

অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ।
অশ্মরীতুল্যরুগ্ গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে॥

বস্তিমুখের অভ্যন্তরভাগে সহসা উৎপন্ন অশ্মরীতুল্য বেদনাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থির গ্রন্থিকে মূত্রগ্রন্থি কহে। (অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই যে, অশ্মরী ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মিয়া থাকে। অপর প্রভেদ এই অশ্মরীরোগে পিত্তাদি কুপিত হয়, মূত্রগ্রন্থিতে কেবল রক্তমাত্র কুপিত হইয়া থাকে।)

মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধতম্।
স্থানাচ্চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে।
ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে।

মূত্রবেগযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক উদ্ধনীত হয় এবং মূত্রত্যাগকালে ভস্ম মিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাৎ নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকে মূত্রশুক্র কহে।

রুক্ষ দুর্ব্বলয়োর্বাতাদুদাবৃত্তং শকৃদ্ যদা।
মূত্রস্রোতোঽনুপর্য্যেতি স সৃষ্টং শকৃতা তদা।
মূত্রং বিট্‌তুল্যগন্ধং স্যাদ্ বিড়্‌বিঘাতং তথাদিশেৎ।

দেহ অতিশয় রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে পুরীষ বায়ুদ্বারা উর্দ্ধগত ও মূত্রস্রোতে উপনীত হইয়া মলসংসৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মূত্র মলতুল্য গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকেই বিড়্‌বিঘাত রোগ বলে।

পিত্তং ব্যায়াম তীক্ষ্ণোষ্ণ ভোজনাধ্বাত পাদিভিঃ।
প্রবৃত্তং বায়ুনা ক্ষিপ্তং বস্ত্যুপস্থার্ত্তি দাহবৎ।
মূত্রং প্রবর্ত্তয়েৎ পীতং সরক্তং রক্তমেব বা।
উষ্ণং পুনঃ পুনঃ কৃচ্ছ্রাদুষ্ণবাতং বদন্তি তম্॥

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, অধিক পথপর্য্যটন ও আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত ও বায়ু দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া বস্তি ও লিঙ্গে বেদনা ও দাহ প্রদানপূর্ব্বক পীত, আরক্ত বা রক্তবর্ণ উষ্ণ মূত্র অতি কষ্টে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করে, ইহাকেই পণ্ডিতেরা উষ্ণবাত রোগ কহিয়া থাকেন।

রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্।

রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিস্থিত পিত্ত ও মারুত কুপিত হইয়া মূত্র ক্ষয় করে, ইহারই নাম মূত্রক্ষয়। মূত্রক্ষয় রোগে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়।

পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং সৃজেৎ॥
সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ।
শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্‌॥

যদি পিত্ত বা কফ অথবা উভয়ই বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়, তাহা হইলে শ্বেত, পীত বা লোহিতবর্ণ অথবা গোরাচনা বা শঙ্খচূর্ণ সম বর্ণ কিংবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণবিশিষ্ট অল্প পরিমিত ঘন মূত্র প্রবর্ত্তন করে। মূত্রণকালে কষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রসাদ।

ইতি বিস্তরতঃ প্রোক্তা রোগা মূত্রাপ্রবৃত্তিজাঃ॥
নিদান লক্ষণৈরূর্দ্ধং বক্ষ্যান্তেঽতিপ্রবৃত্তিজাঃ॥

মূত্রের অপ্রবর্ত্তনজনিত রোগসকল নিদান ও লক্ষণের সহিত সবিস্তর বলা হইল, অতঃপর অপ্রবর্ত্তনজাত প্রমেহাখ্য রোগসকল বর্ণিত হইবে।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

প্রমেহো বিংশতিস্তত্র শ্লেষ্মণো দশ পিত্ততঃ।
ষট্‌ চত্বারোঽনিলাৎ তেষাং মেদোমূত্র কফাবহম্‌॥
অন্নপানক্রিয়াজাতং যৎ প্রায়স্তৎ প্রবর্ত্তকম।
স্বাদ্বম্ললবণ স্নিগ্ধ গুরু পিচ্ছিল শীতলম্‌॥
নবধান্য সুরানূপ মাংসেক্ষু গুড় গোরসম।
একস্থানাসনরতিঃ শয়নং বিধিবর্জ্জিতম্‌॥

অতঃপর আমরা প্রমেহনিদান ব্যাখ্যা করিব। প্রমেহ বিংশতি প্রকার, এই বিংশতি প্রকারের মধ্যে দশ প্রকার মেহ শ্লেষ্মা হইতে, ছয় প্রকার পিত্ত হইতে ও চারি প্রকার বায়ু হইতে জন্মিয়া থাকে। মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও শীতল দ্রব্য, নূতন ধান্য, সুরা, আনূপ মাংস, ইক্ষু, গুড়, দুগ্ধ এবং মেদ মূত্র ও কফজনক যাবতীয় অন্নপান ও ক্রিয়া, নিয়ত একস্থানে ও এক আসনে অবস্থান ও অবৈধ নিদ্রা, এই সমস্ত প্রমেহের হেতু।

বস্তিমাশ্রিত্য কুরুতে প্রমেহান্‌ দূষিতঃ কফঃ।
দূষয়িত্বা বপুঃ ক্লেদ স্বেদ মেদোবসামিষম্‌॥

দুষ্ট কফ বস্তিকে আশ্রয় করিয়া শরীরজ ক্লেদ, স্বেদ, মেদ, রস ও মাংসকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে।

পিত্তং রক্তমপি ক্ষীণে কফাদৌ মূত্রসংশ্রয়ম্‌॥

কফাদি সৌম্যধাতু ক্ষীণ হইলে, কুপিত পিত্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেদাদি পদার্থকে ও মূত্রসংশ্রিত রক্তকে দূষিত করিয়া মেহরোগ আনয়ন করে।

ধাতূন্‌ বস্তিমুপানীয় তৎক্ষয়েঽপি চ মারুতঃ॥

কুপিত বায়ু, বাতপ্রমেহসম্পাদনযোগ্য ধাতুসমূহকে বস্তিতে আনয়ন অথবা অধঃক্ষরণাদি দ্বারা তাহাদের ক্ষয় করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে।

সাধ্য যাপ্য পরিত্যাজ্যা মেহাস্তেনৈব তদ্ভবাঃ।
সমাসম ক্রিয়তয়া মহাত্যয়তয়াপি চ॥

তদ্ভবাঃ কফাদিসমুত্থাঃ তেনৈব বিশিষ্টেন সম্প্রাপ্তিবিশেষেণ সাধ্যযাপ্যপরিত্যাজ্যাঃ স্যুঃ। তথাচ। কফপ্রমেহা বপুরাদিদূষণমাত্রোত্থিতত্বাৎ সাধ্যাঃ। পিত্তপ্রমেহাণাং সৌম্যধাতুক্ষয়ে বপুরাদেঃ রক্তস্য চ দূষণেন চ সমুত্থানাদ্‌ যাপ্যত্বম্‌। বাতপ্রমেহাস্ত সর্ব্বধাতুক্ষয়োদ্ভূতত্বাদসাধ্যাঃ। অন্যদপি হেত্বন্তরং সাধ্যযাপ্যাসাধ্যান্‌ বক্তি। সমেত্যাদি

সমক্কাসমক্ক সমাসমে সমানাসমানে সমাসনে ক্রিয়ে যয়োস্তাবেবং তয়োর্ভাবঃ সমাসমক্রিয়তা তয়া, তথা মহাত্যয়তয়া মহাংশ্চাসাবত্যয়ো বিনাশঃ শরীরবিঘটনরূপো মহাত্যয়স্তস্য ভাবো মহাত্যয়তা তয়া। তত্র কফস্য তথা শরীরক্লেদাদেঃ প্রমেহদূষ্য-স্যাপ্যপতর্পণরূপয়ৈকয়ৈব ক্রিয়য়া সাধ্যত্বাৎ কফ-প্রমেহাঃ সাধ্যাঃ। পিত্তস্য শীতমধুরাদিরূপক্রিয়া প্রমেহাণাং রুক্ষতীক্ষ্ণাদিকা দূষ্যপ্রতিপক্ষত্বাদৌ-পয়িকীতি তস্মাত্তে পিত্তমেহা যাপ্যাঃ। বাতপ্রমে-হাণাং রুক্ষাতীক্ষ্ণাদি পথ্যং, বাতস্য স্নিগ্ধ মধুরাদিকং সন্তর্পণরূপং পথ্যং, তদেবং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বাদ বাতমেহা অসাধ্যাঃ। অপি চেতি সমুচ্চয়ে।

কফজনিত দশ প্রকার মেহ সাধ্য, কারণ তাহারা শরীরের ক্লেদাদি দূষণ পদার্থ মাত্রে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের সমক্রিয়ত্ব আছে, অর্থাৎ কটু তিক্তাদি যে যে ভেষজ দ্বারা কফদোষের শান্তি হয়, সেই সেই ভেষজ দ্বারাই ক্লেদ মেদ প্রভৃতি দূষ্য পদার্থেরও শান্তি হইয়া থাকে। অতএব কফজ মেহ সাধ্য।

পিত্তজনিত ছয় প্রকার মেহ যাপ্য, কারণ তাহারা শরীরের ও রক্তের দূষণ দ্বারা এবং ধাতুক্ষয়ের উৎপন্ন, অপিচ তাহারা বিষমক্রিয়, যথা, মধুরাদি যে ভেষজ পিত্তহর, তাহা মেদস্কর এবং কটু তিক্তাদি যে ভেষজ মেদো-হর, তাহা পিত্তকর, এইরূপ দোষদূষ্য সম্বন্ধে ক্রিয়াবৈষম্য হেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য।

বায়ুজনিত চারি প্রকার মেহ অসাধ্য, কারণ তাহারা সর্ব্বধাতুক্ষয় হেতু উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের মহাত্যয়ত্ব আছে, অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহু বিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্টকারী হওয়াতে কোনপ্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না, বিশেষ স্নিগ্ধ মধুরাদি, সন্তর্পণরূপ ভেষজ বায়ুর হিত-কর, কিন্তু রুক্ষ তীক্ষ্ণাদি অপতর্পণরূপ ক্রিয়া প্রমেহের উপযোগী, অতএব বিরুদ্ধক্রিয়ত্ব হেতুই বাতজ অসাধ্য।

সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিল মূত্রতা।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলবর্ণতা এই দুইটি লক্ষণ সকলপ্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগ বিশেষতঃ।
মূত্র বর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥

বাতজাদি সকলপ্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকল সমান, তথাপি মেহরোগ এক প্রকার না হইয়া যে বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে, যেমন শ্বেত, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে কপিলাদি নানাপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহ সম্বন্ধে দোষদূষ্য সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদি ভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই ১০ টি কফজ। ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্।
মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিল পিচ্ছিলম্॥

উদক মেহে রোগী স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলবৎ, গন্ধহীন, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্র ত্যাগ করে।

ইক্ষোরস মিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ।

ইক্ষুমেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়।

সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহী প্রমেহতি।

সান্দ্রমেহে মূত্র পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহী সুরাতুল্য মুপর্য্যচ্ছমধো ঘনম্।

সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য হয় এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।

সংহৃষ্ট রোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্ বহুলং সিতম্।

পিষ্টমেহে রোগী মূত্রকালে রোমাঞ্চিত হয় এবং বহুপরিমাণে পিটুলিগোলা জলের ন্যায় প্রস্রাব করে।

শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি।

শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে।

মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্।

সিকতামেহে বলুকাকণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়।

শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্।

শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে।

শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি।

শনৈর্মেহে অল্প অল্প মূত্র শনৈঃ শনৈঃ নির্গত হয়।

লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।

লালামেহে মূত্র লালাযুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হয়।

ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠামেহ ও রক্তমেহ, এই ৬ টি পিত্তজ। ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

গন্ধবর্ণ রসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বং।

ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়।

নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্।

নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ এবং কালমেহে মূত্র মসীনিভ হয়।

হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রা সন্নিভং দহং।

হারিদ্রমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস হয় এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালে জ্বালা হইয়া থাকে।

বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠং মেহেন মঞ্জিষ্ঠা সলিলোপমম্।

মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধি (মৎস্যামগন্ধ) ও মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।

বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ।

রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধি, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়।

বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ, এই ৪ টি বাতজ। ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ।

বসামেহে বসাভ বা বসামিশ্র মূত্র মুহুর্মুহুঃ নির্গত হয়। (সুশ্রুতগ্রন্থে এই বসামেহ সর্পির্মেহ নামে পঠিত)।

মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্মুহুঃ।

মজ্জমেহে মূত্র মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র হয়।

হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্।
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি॥

হস্তিমেহে রোগী মত্তহস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জ্জিত মূত্র ত্যাগ করে, কখন বা মূত্র রুদ্ধ হইয়া যায়। হস্তিমেহীর মূত্রে লসীকানামক পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

মধুমেহে মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা।
ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্ বায়ৌ দোষাবৃতপথেঽথবা।

অ.বৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়ন্।
ক্ষণাং ক্ষীণ: ক্ষণাং পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাম্॥

মধুমেহে মূত্র মধুবৎ হইয়া থাকে। মধুমেহ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ধাতু-ক্ষয় হেতু কুপিত কেবলমাত্র বায়ুদ্বারা অথবা পিত্তাদি দোষকর্ত্তৃক আবৃতমার্গ বাতদ্বারা মধুমেহের উৎপত্তি হয়। ধাতুক্ষয় হেতু কুপিত বাতজনিত মধুমেহের রূপ কেবল বাতিক মেহের ন্যায়, কিন্তু পিত্তাদি দোষাবৃত বায়ুজনিত মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ এবং বায়ু, পিত্তাদি যে দোষকর্ত্তৃক আবৃতমার্গ হইয়া মেহ উৎপাদন করে, তাহারও লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই মেহ বিনা কারণে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হয় এবং আবরণে আবৃত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষণে ক্ষণে প্রবল হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য জানিবে।

কালেনোপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে যদ্যান্তি মধুমেহতাম।
মধুরং যচ্চ সর্ব্বেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি।
সর্ব্বেঽপি মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোরতঃ॥

অচিকিৎসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার মেহই শেষে মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অচিকিৎসিত সকল প্রকার মেহেই মূত্র মধুর এবং দেহ মধুররসভূয়িষ্ঠ হয়, তজ্জন্য পরিশেষে মেহই মধুমেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কফজমেহোপদ্রবাঃ।

অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রাকাসঃ সপীনসঃ।
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্॥

আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাস ও পীনস ইহারা কফজ।

পিত্তজমেহোপদ্রবাঃ।

বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ।
দাহস্তৃষ্ণাম্লকো মূর্চ্ছা বিড়্‌ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্॥

বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, পাক, নিবন্ধন, অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ পিত্তজ।

বাতজমেহোপদ্রবাঃ।

বাতিকানামুদাবর্ত্ত কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহলোলতাঃ।
শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে॥

উদাবর্ত্ত, কণ্ঠ ও হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্ব-প্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোষ (যক্ষ্মা), কাস ও শ্বাস বাতজ।

শরাবিকাদিলক্ষণম্।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতাঽলজী।
মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা॥
বিদ্রধিশ্চেতি পিটিকাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ।
সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু॥

প্রমেহরোগ অচিকিৎসিত হইলে, শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি নামক দশ প্রকার পিড়কা, সন্ধিস্থলে ও মাংসল ধমনীতে উৎপন্ন হয়।

শরাবিকা।

অন্তোন্নতা মধ্যনিম্না শ্যাবা ক্লেদরুজান্বিতা।
শরাব মান সংস্থানা পিটিকা স্যাচ্ছরাবিকা॥

প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যভাগে নিম্ন, শ্যাববর্ণ, ক্লেদ ও রুজাযুক্ত, শরাবের ন্যায়

আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে পিড়কা হয়, তাহাকে শরাবিকা কহে।

কচ্ছপিকা।

অবগাঢ়ার্ত্তি নিস্তোদা মহাবস্তু পরিগ্রহা।
শ্লক্ষ্ণা কচ্ছপ পৃষ্ঠাভা পিটিকা কচ্ছপী মতা।

কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও চিক্কণ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ইহা অত্যন্ত দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনান্বিত এবং গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী।

জালিনী।

স্তব্ধা শিরাজালবতী স্নিগ্ধস্রাবা মহাশয়া।
রুজা নিস্তোদ বহুলা সূক্ষ্মচ্ছিদ্রা চ জালিনী।

জালিনী নামক পিড়কা স্তব্ধ, স্নিগ্ধ, স্রাবশীল, গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, তীব্র দাহ ও বেদনাযুক্ত, শিরাজাল ব্যাপ্ত ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিনতা।

অবগাঢ় রুজা ক্লেদা পৃষ্ঠে বা জঠরেঽপিবা।
মহতী পিটিকা নীলা বিনতা বিনতা স্মৃতা।

বিনতা পৃষ্ঠ বা উদরে জন্মে। ইহা বৃহদাকৃতি, অত্যন্ত বেদনা ও ক্লেদবিশিষ্ট, নীলবর্ণ ও অবনত।

অলজী।

দহতি ত্বচমুত্থানে ভৃশং কষ্টা বিসর্পিণী।
রক্ত কৃষ্ণাতিতৃট্ স্ফোটদাহমোহ জ্বরালজী।

অলজী রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত, অতি কষ্টদায়ক ও বিসর্পণশীল, ইহাতে অত্যন্ত তৃষ্ণা, দাহ, মোহ ও জ্বর হয় উত্থানসময়ে ইহা ত্বকে দাহ উপস্থিত করে।

মসূরিকা।

মান সংস্থানয়োস্তুল্যা মসূরেণ মসূরিকা।

মসূরিকা মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট।

সর্ষপিকা।

সর্ষপা মানসংস্থানো ক্ষিপ্রপাকা মহারুজা।
সর্ষপা সর্ষপা তুল্য পিটিকা পরিবারিতা।

সর্ষপিকা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট, শীঘ্র পাকশীল, মহারুজান্বিত ও সর্ষপাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা সমূহে পরিবৃত।

পুত্রিণী।

পুত্রিণী মহতী ভূরি সুসূক্ষ্ম পিটিকাবৃতা।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্ফোটাবৃত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী কহে।

বিদারিকা।

বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধিঃ।

বিদ্রধির্বক্ষ্যতেঽন্যত্র তত্রাঙ্গং পিটিকাত্রয়ম্।
পুত্রিণী চ বিদারী চ দুঃসহা বহুমেদসঃ।
সহ্যাঃ পিত্তোল্বণাস্ত্বন্যাঃ সম্ভবস্ত্বল্পমেদসঃ।

বিদ্রধি লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র কথিত হইবে। দশবিধ পিড়কার মধ্যে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, পুত্রিণী ও বিদারিকা, এই পাঁচ প্রকার পিড়কা বহুমেদোবিশিষ্ট, সুতরাং, অতি দুঃসহ ও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য পিড়কা অল্প মেদোবিশিষ্ট ও পিত্তোল্বণ, তাহারা দুঃসহ নহে অর্থাৎ সহ্য ও সুখসাধ্য।

তাসু মেহবসাচ্চ স্যাদ্দোষোদ্রেকো যথাযথম্।

মেহানুসারে পিড়কায় যথাযথ দোষোদ্রেক জানিবে, অর্থাৎ যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন, সেই মেহজাত পিড়কাও তদ্দোষজ হইয়া থাকে।

প্রমেহেণ বিনাপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ।
তাবচ্চ নোপলক্ষ্যন্তে যাবদ্ বস্তুপরিগ্রহঃ।

কেবল যে প্রমেহ হইতেই পিড়কা জন্মে তাহা নহে, দুষ্ট মেদঃ হইতেও ইহারা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উদর পৃষ্ঠাদি আপন আপন বস্তু পরিগ্রহ না করে, সে পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ নিজ নিজ লক্ষণ প্রকাশ করে না।

হারিদ্রবর্ণং রক্তং বা মেহপ্রাগ্রূপবর্জ্জিতম্।
যো মূত্রয়েন্ন তং মেহং রক্তপিত্তন্তু তদ্বিদুঃ।

রক্ত বা হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত উভয় রোগেরই সাধারণ লক্ষণ। কোন ব্যক্তি যদি রক্ত বা হরিদ্রাবর্ণ প্রস্রাব করে, তাহা হইলে ঐ রোগদ্বয়ের মধ্যে তাহার কোন্ রোগ হইয়াছে, ইহা স্থির করিতে হইলে, উভয় রোগেরই পূর্ব্বরূপ দেখিতে হইবে। যদি প্রমেহ রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা প্রমেহ নহে রক্তপিত্ত।

মেহস্য পূর্ব্বরূপম্।

স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ শিথিলত্বমঙ্গে
শয্যাসনস্বপ্নসুখাভিষঙ্গঃ।
হৃন্নেত্রজিহ্বাশ্রবণোপদেহো
ঘনাঙ্গতা কেশ নখাতিবৃদ্ধিঃ।
শীতপ্রিয়ত্বং গলতালুশোষো
মাধুর্য্যমাস্যে করপাদদাহঃ।
ভবিষ্যতো মেহগণস্য রূপম্
মূত্রেঽভিধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ।

ঘর্ম্মাগম, গাত্রে দৌর্গন্ধ, অঙ্গশিথিলতা এবং শয্যা, আসন ও নিদ্রা জনিত সুখে বিশেষ আসক্তি, হৃদয়ের উপলেপ (শ্লেষ্ম-পূর্ণত্ব), নেত্র, জিহ্বা ও কর্ণের মলাঢ্যত্ব, গল ও অঙ্গের ঘনত্ব (মাংসলত্ব), কেশ ও নখের অতি বৃদ্ধি, শীতপ্রিয়ত্ব, গল ও তালুশোষ, মুখের মধুরতা ও হস্ত পদে দাহ, এই সকল লক্ষণ মেহ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়।

দৃষ্ট্বা প্রমেহং মধুরং সপিচ্ছং
মধূপমং স্যাদ্দ্বিবিধো বিচারঃ।
সন্তর্পণাদ্বা কফসম্ভবঃ স্যাৎ
ক্ষীণেষু দোষেষ্বনিলাত্মকো বা।

প্রমেহ রোগে মূত্র মধুর ন্যায় মধুর ও শাল্মলী নির্য্যাসবৎ পিচ্ছিল, দেখিলে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের মনে দ্বিবিধ বিচার উপস্থিত হয়, তাহারা ভাবে, ইহা কি সন্তর্পণ হেতুক, কফসম্ভূত, অপতর্পণসাধ্য মেহ, অথবা দোষ সকল ক্ষীণ হওয়াতে কফাদি দোষক্ষয়জাত

সন্তর্পণসাধ্য বাতাত্মক মেহ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা এইরূপ দ্বিবিধ সন্দেহ করিয়া থাকে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তি, কেবল মূত্রের মধুরাদি লক্ষণ দেখেন না, তাঁহারা অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ঐ মেহ কফজ কি বাতজ তাহা স্থির করেন।

সপূর্ব্বরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ।
ক্রমেণ যে বাতকৃতাশ্চ মেহাঃ॥
সাধ্যা ন তে পিত্তকৃতাস্তু যাপ্যাঃ।
সাধ্যাস্তু মেদো যদি নাতিদুষ্টম্॥

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বরূপ সমূহের সহিত বিদ্যমান যে কফজ ও পিত্তজ মেহ এবং যে মেহ ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে কফজ তৎপরে পিত্তজ ও শেষে বাতজরূপে পরিণত হয়, তাহারা অসাধ্য, অর্থাৎ কফজ মেহ সাধ্য ও পিত্তজ মেহ যাপ্য হইলেও যদি সমস্ত পূর্ব্বরূপবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা অসাধ্য হইবে। আর পিত্তজ মেহ যাপ্য হইলেও যদি তাহাতে মেদের অতিদুষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সেই পিত্তজ মেহও সাধ্য হইয়া থাকে।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ভুক্তৈঃ পর্য্যুষিতাত্যুষ্ণরুক্ষ শুষ্কবিদাহিভিঃ।
জিহ্মশয্যাবিচেষ্টাভিস্তৈস্তৈশ্চাসৃক্ প্রদূষণৈঃ॥
দুষ্টত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থি স্নায়্বসৃক্কণ্ডরাশ্রয়ঃ।
যঃ শোফো বহিরন্তর্বা মহামূলো মহারুজঃ॥
বৃত্তঃ স্যাদায়তো যো বা স্মৃতঃ ষোঢ়া স বিদ্রধিঃ।
দোষৈঃ পৃথক্ সমুদিতৈঃ শোণিতেন ক্ষতেন চ॥

অতঃপর আমরা বিদ্রধি, বৃদ্ধি ও গুল্ম-নিদান ব্যাখ্যা করিব। পর্য্যুষিত অথবা অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, শুষ্ক ও বিদাহজনক অন্ন ভোজন এবং দুষ্ট শয্যা, বিরুদ্ধ চেষ্টা ও নানাবিধ নির্দ্দিষ্ট রক্তদুষ্টিকর হেতু, এই সকল কারণে ত্বক্, মাংস, মেদঃ, অস্থি, স্নায়ু, রক্ত ও কণ্ডরা প্রদুষ্ট হইলে, সেই দুষ্ট ত্বগাদিকে আশ্রয় করিয়া মহামূল ও মহাবেদনান্বিত, বৃত্ত বা আয়ত যে শোথ শরীরের বহির্ভাগে বা অন্তর্ভাগে জন্মে, তাহাকে বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি ছয় প্রকার, যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও ক্ষয়জ।

বাহ্যোঽত্র তত্র তত্রাঙ্গে দারুণো গ্রথিতোন্নতঃ।
আন্তরো দারুণতরো গম্ভীরো গুল্মবদ্ঘনঃ॥
বল্মীকবৎ সমুচ্ছ্রায়ী শীঘ্রঘাত্যগ্নিশস্ত্রবৎ।

বাহ্যবিদ্রধি শরীরের বহির্ভাগে (নাভি প্রভৃতি স্থানে) জন্মে, ইহা দারুণতর (অতি যন্ত্রণাদায়ক), গম্ভীর, গুল্মবৎ নিবিড়াবয়ব, বল্মীকের ন্যায় শিখর বিশিষ্ট, সমুন্নত এবং অগ্নি ও শস্ত্রবৎ আশু মারাত্মক।

নাভিবস্তি যকৃৎ প্লীহা ক্লোম হৃৎ কুক্ষিবঙ্ক্ষণে।
স্যাদ্বৃক্কয়োরপানে চ বাতাৎ তত্রাতি তীব্ররুক্॥
শ্যাবারুণশ্চিরোত্থানপাকো বিষম সংস্থিতিঃ।
ব্যধ চ্ছেদ ভ্রমানাহ স্পন্দ সর্পণ শব্দমান্॥

নাভি, বস্তি, যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, হৃদয়, কুক্ষি, বঙ্ক্ষণ ও অপানপ্রদেশে বিদ্রধি জন্মে। বাতিক বিদ্রধি শ্যাব বা অরুণবর্ণ, তীব্র বেদনাযুক্ত, বিষমস্থিত অর্থাৎ কখন ক্ষুদ্র কখন বৃহৎ। এবং ইহা ব্যধ ও ছেদবৎ পীড়া, ভ্রম, আনাহ, স্পন্দন, পরিসর্পণ ও শব্দবিশিষ্ট। ইহার উৎপত্তি ও পাক বিলম্বে হয়।

রক্ততাম্রাসিতঃ পিত্তাৎ তৃণ্মোহজ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ পাণ্ডু কণ্ডুযুতঃ কফাৎ॥
সোৎক্লেশশীতকস্তম্ভ জৃম্ভারোচক গৌরবঃ।
চিরোত্থান বিদাহশ্চ সঙ্কীর্ণঃ সন্নিপাততঃ॥

পিত্তজ বিদ্রধি রক্ত, তাম্র বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর ও দাহ হইয়া থাকে। ইহা শীঘ্র উত্থিত হয় ও পক্ক হয়। বিদ্রধি পাণ্ডুবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত। ইহাতে বমনবেগ, শীত, দেহের জড়তা ও গুরুতা, জৃম্ভা ও অরুচি হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক বিলম্বে হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ বিদ্রধি, বাতাদি ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত।

সামর্থ্যাচ্চাত্র বিভজেদ্‌বাহ্যাভ্যন্তর লক্ষণম্।

পূর্ব্বোক্ত দারুণত্ব ও দারুণতরত্বাদি সামর্থ্যানুসারে বিদ্রধির বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় লক্ষণই জানিবে।

কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তলিঙ্গোঽসৃজা বাহ্যঃ স্ত্রীণামেব তথান্তরঃ।

রক্তজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত, ও শ্যাববর্ণ এবং পিত্তবিদ্রধির লক্ষণযুক্ত। ইহাতে তীব্র দাহ, বেদনা ও জ্বর হয়। পুরুষদিগের রক্তজ বিদ্রধি বাহ্য, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের রক্তজনিত আভ্যন্তর বিদ্রধিও হইয়া থাকে।

শস্ত্রাদ্যৈরভিঘাতেন ক্ষতে বাপথ্যকারিণঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিক্ষিপ্তঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্।
পিত্তাসৃগ্‌লক্ষণং কুর্য্যাদ্ বিদ্রধিং ভূর্য্যুপদ্রবম্।

শস্ত্র ও লোষ্ট্রাদির অভিঘাতে ক্ষত হইলে অথবা অভিঘাতান্তর অপথ্য সেবন হেতু ক্ষত জন্মিলে, সেই ক্ষতজনিত উষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে, ইহাকে ক্ষতজ বিদ্রধি কহে। ক্ষতজ বিদ্রধি, পিত্তজ ও রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণান্বিত। ইহাতে জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহাদি ভূরি ভূরি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়।

তেষূপদ্রবভেদশ্চ স্মৃতোঽধিষ্ঠানভেদতঃ।
নাভ্যাং হিধ্মা ভবেদ্ বস্তৌ মূত্রং কৃচ্ছ্রেণ পূতি চ।
শ্বাসো যকৃতি রোধস্তু প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসস্য তৃট্ পুনঃ।
গলগ্রহশ্চ ক্লোম্নি স্যাৎ সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহো হৃদি।
প্রমেহস্তমকঃ কাসো হৃদয়ে ঘট্টনং ব্যথা।
কুক্ষিপার্শ্বান্তরাংসার্ত্তিঃ কুক্ষাবাটোপজন্ম চ।
সক্থ্যোর্গ্রহো বঙ্ক্ষণয়োর্ব্বৃক্কয়োঃ কটিপৃষ্ঠয়োঃ।
পার্শ্বয়োশ্চ ব্যথা পায়ৌ পবনস্য নিরোধনম্।

স্থানভেদে বিদ্রধির উপদ্রব ভেদ হইয়া থাকে। নাভিতে হইলে হিক্কা, বস্তিতে হইলে মূত্রের কৃচ্ছ্রতা ও দৌর্গন্ধ্য, যকৃতে হইলে শ্বাস, প্লীহায় শ্বাসরোধ, ক্লোমে পুনঃ পুনঃ পিপাসা ও গলরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্রবেদনা, প্রমেহ, তমকশ্বাস, কাস হৃদয়ঘট্টন ও হৃদব্যথা, কুক্ষিতে হইলে কুক্ষি ও পার্শ্বের অভ্যন্তরে ও স্কন্ধদেশে বেদনা এবং কুক্ষিতে গুড় গুড় ধ্বনি, বঙ্ক্ষণ স্থানে হইলে পাদগ্রহ (পায়ের কার্য্যহানি), বৃক্কে হইলে কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে বেদনা, গুদনাড়ীতে হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

আমপক্কবিদগ্ধত্বং তেষাং শোথবদাদিশেৎ।

বিদ্রধি সকলের অপকত্ব ও বিদগ্ধত্ব (পাকাতিক্রান্তত্ব) শোথের ন্যায় জানিবে।

নাভেরূর্দ্ধং মুখাৎ পক্কাঃ প্রস্রবন্ত্যধরে গুদাৎ।
উভাভ্যাং নাভিজো বিদ্যাদ্দোষং ক্লেদাচ্চ বিদ্রধৌ।
যথাস্বং ব্রণবৎ তত্র বিবর্জ্জ্যঃ সন্নিপাতজঃ।
পক্কো হৃন্নাভিবস্তিস্থো ভিন্নোঽন্তর্বহিরেব বা।
পক্কশ্চান্তঃ স্রবন্ বক্ত্রাৎ ক্ষীণস্যোপদ্রবান্বিতঃ।

নাভির ঊর্দ্ধপ্রদেশে অর্থাৎ বৃক্ক, প্লীহাদি স্থানে যে সকল বিদ্রধি হয়, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে পূযাদি মুখ দিয়া এবং নাভিজাত বিদ্রধির পূযাদি মুখ ও গুহ্য উভয় দ্বার দিয়াই নির্গত হইয়া থাকে।

বাতজাদি ব্রণে ক্লেদের যেরূপ আকৃতি হয়, বিদ্রধিরও সেইরূপ হইয়া থাকে, অতএব

ক্লেদ দেখিয়া বিদ্রধির বাতাদি দোষসম্বন্ধ লক্ষ্য করিবে।

ত্রিদোষজ বিদ্রধি অসাধ্য। হৃদয়, নাভি ও বস্তিদেশে যে বিদ্রধি জন্মে, তাহা পক্ক হইয়া অন্তর্ভিন্নই হউক, অথবা তাহাকে অস্ত্রাদি দ্বারা বাহির হইতেই বিদারিত করা যাউক, সেই বিদ্রধি মারাত্মক জানিবে। হৃদয়, নাভি ও বস্তি ভিন্ন অন্যস্থান জাত বিদ্রধিরও পূয়াদি যদি মুখদিয়া নির্গত হয়, এবং রোগী যদি ক্ষীণ ও উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে অন্যস্থানজাত বিদ্রধিকেও ত্যাগ করিবে।

এবমেব স্তনশিরা বিবৃতাঃ প্রাপ্য যোষিতাম্।
সূতানাং গর্ভিণীনাং বা সম্ভবেচ্ছ্বয়থুর্ঘনঃ॥
স্তনে সদুগ্ধেঽদুগ্ধে বা বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণঃ।
নাড়ীনাং সূক্ষ্মবক্ত্বাৎ কন্যানাস্তু ন জায়তে॥

পূর্ব্বোক্ত বিদ্রধিজনক কারণসমূহে প্রসূতা বা গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের সদুগ্ধ বা অদুগ্ধস্তনে নিবিড়াবয়ব শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথ স্তনের বিবৃত শিরা সকলকে আক্রমণ করিয়া বাহ্য বিদ্রধি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। বালিকাদিগের স্তনশিরার মুখ সূক্ষ্ম বলিয়া, উহাদিগের স্তনে বিদ্রধি জন্মে।

বৃদ্ধিরোগঃ। (কুরণ্ড)

ক্রুদ্ধো রুদ্ধগতির্বায়ুঃ শোথশূলকরশ্চরন্।
মুষ্কৌ বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ।
প্রপীড্য ধমনীর্বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ।

শোথ ও শূলোৎপাদক কুপিত বায়ু দ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া বঙ্ক্ষ (কুঁচকি) স্থান হইতে মুষ্কে (অণ্ডকোষে) আগমন করিয়া ফলকোষবাহিনী শিরাসমূহকে প্রপীড়িত করিয়া ফলকোষের বৃদ্ধি করে।

দোষাস্রমেদো মূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ।
মূত্রান্ত্রজা বাপ্যনিলাদ্ধেতুভেদস্তু কেবলম্॥

বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার যথা, বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ (অন্ত্রবৃদ্ধি)। ইহাদের মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রজ বৃদ্ধি বায়ুর প্রকোপেই উৎপন্ন হয়, তবে কেবল উৎপাদক হেতুর ভেদ থাকাতেই উহারা পৃথক্ পরিগণিত হইয়া থাকে।

বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্।
পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্॥
কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোঽল্পরুক্।
কৃষ্ণস্ফোটবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্ততঃ।
কফবন্মেদসা বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ।

বায়ুজনিত বৃদ্ধি অকারণে বা অল্প কারণে বেদনাযুক্ত, রুক্ষ ও বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট।

পিত্তজ বৃদ্ধি পক্ক উড়ুম্বর ফলসদৃশ, দাহ ও উষ্মাবিশিষ্ট; ইহা পাকে। কফজ বৃদ্ধি শীতল, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনান্বিত। রক্তজ বৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত। মেদজ বৃদ্ধি মৃদু ও পক্কতালফলসদৃশ নীল, বর্ত্তুলাকার এবং কফজ বৃদ্ধিলক্ষণযুক্ত।

মূত্রধারণ শীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ।
অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্ মৃদুঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রমধস্তাচ্চ বলয়ং ফলকোষয়োঃ।

যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজ বৃদ্ধি জন্মে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ, গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় ক্ষোভিত হয়, ইহা বেদনাযুক্ত ও মৃদু। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র ও ফলকোষের অধোভাগে বলয় (অণ্ডকোষের অধোভাগে বলয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ।
ধারণে রণভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ॥
ক্ষোভনৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা।
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ॥
কুর্য্যাদ্ বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা॥

বাতপ্রকোপ আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ ও অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন এবং অন্যান্য প্রকোপণ হেতুদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে বিগুণীকৃত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে।

উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধি-
মাধানরুক্ স্তম্ভবতী বসায়ুঃ।
প্রপীড়িতোঽন্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি
প্রাধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ॥
অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধি সমাকৃতিঃ॥

অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে কোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। ইহা প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) বায়ু শব্দবিশিষ্ট হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি বাতজ, বৃদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

গুল্মনিদানলক্ষণে।

রুক্ষ কৃষ্ণারুণশিরাতন্তুজালগবাক্ষিতঃ।
গুল্মোঽষ্টধা পৃথগ্দোষৈঃ সংসৃষ্টৈ র্নিচয়ং গতৈঃ।
আর্ত্তবস্য চ দোষেণ নারীণাং জায়তেঽষ্টমঃ॥

গুল্ম সকল রুক্ষ এবং কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহা আট প্রকার, যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ এবং আর্ত্তব দোষজ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন শোণিতজ দোষ হইতে উৎপন্ন হয়।

জ্বরচ্ছর্দ্দ্যতিসারাদ্যৈর্বমনাদ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
কর্শিতো বাতলান্যত্তি শীতং বাম্বু বুভুক্ষিতঃ।
যঃ পিবত্যনুচান্নানি লঙ্ঘনং প্লবনাদিকম্।
সেবতে দেহসংক্ষোভি ছর্দ্দিং বা সমুদীরয়েৎ।
অনুদীর্ণামুদীর্ণান্ বা বাতাদীন্ন বিমুঞ্চতি।
স্নেহ স্বেদাবনভ্যস্য শোধনং বা নিষেবতে।
শুদ্ধ বাশু বিদাহীনি ভজতে স্যন্দনানি বা।
বাতোল্বণাস্তস্য মলাঃ পৃথক্ ক্রুদ্ধা দ্বিশোঽথবা।
সর্ব্বে বা রক্তযুক্তা বা মহাস্রোতোঽনুশায়িনঃ।
ঊর্দ্ধাধো মার্গমাবৃত্য কুর্ব্বতে শূল পূর্ব্বকম।
স্পর্শোপলভ্যং গুল্মাখ্যমুৎপ্লুং তং গ্রন্থিরূপিণম॥

যে ব্যক্তি জ্বর, বমি ও অতিসারাদি রোগে অথবা বমন বিরেচনাদি কর্ম্ম দ্বারা কর্শিত হইয়া বায়ুজনক অন্ন আহার করে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অগ্রে শীতল জলপান করিয়া পশ্চাৎ অন্ন আহার করে, কিংবা উপবাস বা জলসন্তরণাদি করে যে ব্যক্তি বমনবেগ উপস্থিত না হইলেও চেষ্টা দ্বারা বমন করে অথবা বাত, মূত্র ও পুরীষাদির বেগ উপস্থিত হইলেও বেগ ধারণ করে, যে ব্যক্তি অগ্রে স্নেহ ও স্বেদক্রিয়া না করিয়া বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি কার্য্য করে, কিংবা যে ব্যক্তি শুদ্ধি ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধ হইয়াই আশু বিদাহজনক বা শ্লেষ্মকর অন্ন ভোজন করে, তাহার বাতাদি দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা দ্বন্দ্বভাবে অথবা সকলে মিলিতভাবে কিংবা রক্তযুক্ত হইয়া মহাস্রোতে (আমপক্বাশয় স্থানে) গমন ও ঊর্দ্ধাধোমার্গ আবরণ করিয়া গুল্ম উৎপাদন করে। স্পর্শ দ্বারা গুল্মের

উপলব্ধি হয়। ইহা উন্নত ও গ্রন্থিসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট। গুল্ম উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। সর্ব্বপ্রকার গুল্মেই বায়ুর আধিক্য থাকে।

কর্শনাৎ কফবিট্‌পিত্তৈর্মার্গস্যাবরণেন বা।
বায়ুঃ কৃতাশয়ঃ কোষ্ঠে রৌক্ষ্যাৎ কাঠিন্যমাগতঃ॥
স্বতন্ত্রঃ স্বাশ্রয়ে দুষ্টঃ পরতন্ত্রঃ পরাশ্রয়ে।
পিণ্ডিতত্বাদমূর্ত্তোঽপি মূর্ত্তত্বমিব সংশ্রিতঃ।
গুল্ম ইত্যুচ্যতে বস্তিনাভি হৃৎ পার্শ্বসংশ্রয়ঃ॥

ধাতুক্ষয় হেতু অথবা কফ, পুরীষ ও পিত্ত দ্বারা পথের অবরোধ বশতঃ বায়ু কোষ্ঠে অবস্থান ও রুক্ষত্ব হেতু কাঠিন্য (পিণ্ডিতত্ব) প্রাপ্ত হয়। ইহা স্বস্থানে অর্থাৎ পক্বাশয়ে স্বতন্ত্রভাবে দুষ্ট ও পরাশ্রয়ে অর্থাৎ আমাশয় স্থানে পিত্ত কফের আয়ত্ত হইয়া পরতন্ত্র ভাবে দুষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু মূর্ত্তিমান না হইলেও পিণ্ডিতত্ব হেতু মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাকেই তন্ত্রকারেরা গুল্ম কহিয়া থাকেন। বস্তি, নাভি, হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয় গুল্মের স্থান।

বাতান্মন্যাশিরঃ শূলং জ্বরপ্লীহান্ত্র কূজনম্‌।
ব্যধঃ সূচ্যেব বিট্‌সঙ্গঃ কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসনং মুহুঃ॥
স্তম্ভো গাত্রে মুখে শোষঃ কার্শ্যং বিষমবহ্নিতা।
রুক্ষকৃষ্ণত্বগাদিত্বং চলত্বাদনিলস্য চ॥
অনিরূপিত সংস্থান স্থান বৃদ্ধিক্ষয়ব্যথঃ।
পিপীলিকাব্যাপ্ত ইব গুল্মঃ স্ফুরতি তুদ্যতে॥

বাতজ গুল্মে মন্যা ও মস্তকে শূল এবং জ্বর, প্লীহা, অন্ত্রকূজন, সূচীবেধবৎ পীড়া, মলবিবদ্ধতা, অতি কষ্টে মুহুর্মুহুঃ শ্বাসত্যাগ, শরীরের স্তব্ধতা, মুখের শোষ, দেহের কৃশতা, জঠরাগ্নির বিষমতা, ত্বক্‌ ও নখাদির রুক্ষতা ও কৃষ্ণবর্ণতা এবং বায়ুর অস্থিরত্ব হেতু গুল্মের আকার, স্থান ক্ষয়, বৃদ্ধি ও বেদনার অনির্দ্দিষ্টতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতজ গুল্ম পিপীলিকা ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা স্পন্দিত ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তাদ্দাহোঽম্লকে মূর্চ্ছাবিড়্‌ভেদস্বেদতৃড়্‌জ্বরাঃ।
হারিদ্রত্বং ত্বগাদ্যেষু গুল্মশ্চ স্পর্শনাসহঃ।
দূয়তে দীপ্যতে সোষ্মা স্বস্থানং দহতীব চ॥

পৈত্তিক গুল্মে দাহ, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা, মলভেদ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, জ্বর এবং ত্বক্‌ ও নখাদির পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা স্পর্শাসহ (অত্যন্ত বেদনাযুক্ত), উপতপ্ত, জ্বালাবিশিষ্ট ও উষ্ণ হইয়া থাকে এবং গুল্ম-স্থান যেন দগ্ধ হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়।

কফাৎ স্তৈমিত্যমরুচিঃ সদনং শিশিরজ্বরঃ।
পীনসালস্য হৃল্লাস কাস শুক্লত্বগাদিতাঃ।
গুল্মোঽবগাঢ়ঃ কঠিনো গুরুঃ সুপ্তঃ স্থিরোঽল্পরুক্‌॥

কফজ গুল্মে স্তৈমিত্য, অরুচি, অবসন্নতা, শীতজ্বর, পীনস, আলস্য, বমনবেগ, কাস এবং ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা অবগাঢ়, কঠিন, গুরু, সুপ্ত (স্পর্শনাভিজ্ঞ), স্থির ও অল্প বেদনা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

স্বদোষস্থানধামানঃ স্বে স্বে কালে চ রুক্‌করাঃ।
প্রায়শস্তু দ্বন্দ্বোত্থা গুল্মাঃ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ॥
সর্ব্বজস্তীব্ররুগ্দাহঃ শীঘ্রপাকী ঘনোন্নতঃ।
সোঽসাধ্যো রক্তগুল্মস্তু স্ত্রিয়া এব প্রজায়তে॥

বাতাদি যে যে দোষের যে যে স্থান, তত্তদ্দোষজ গুল্মেরও প্রায় সেই সেই স্থান জানিবে। গুল্ম সকল স্ব স্ব দোষের প্রকোপ কালে অধিক যন্ত্রণা দিয়া থাকে, দ্বন্দ্বজ গুল্মত্রয় দ্বিদোষলক্ষণান্বিত এবং ত্রিদোষজ গুল্ম, তীব্র বেদনাযুক্ত, দাহান্বিত, শীঘ্র পাকী (ইহা শীঘ্র পাকে), নিবিড়াবয়ব ও উন্নত, ইহা অসাধ্য। রক্তজনিত গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই

হইয়া থাকে। (শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে, ধাতুরূপ রক্ত হইতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই গুল্ম হইতে পারে, কিন্তু ঋতুশোণিতজ গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই হয়)।

ঋতৌ বা নবসূতা বা যদি বা যোনিরোগিণী।
সেবতে বাতলানি স্ত্রী ক্রুদ্ধস্তস্যাঃ সমীরণঃ॥
নিরুণদ্ধ্যার্ত্তবং যোন্যাং প্রতিমাসমবস্থিতম্।
কুক্ষিং করোতি তদ্‌গর্ভলিঙ্গমাবিষ্করোতি চ।
হৃল্লাসদৌহৃদ স্তন্যদর্শনং ক্ষামতাদিকম্॥

যে স্ত্রী ঋতুকালে বা প্রসবান্তে অথবা যোনিরোগ সত্ত্বে বায়ুজনক অন্নপান সেবন করে, তাহার বায়ু কুপিত হইয়া যে ঋতুশোণিত প্রতিমাসে যোনিতে অবস্থিত হয়, তাহা নিরুদ্ধ করে। সেই নিরুদ্ধ শোণিত কুক্ষিকে গর্ভলক্ষণযুক্ত করিয়া থাকে, এবং বমনবেগ, দৌহৃদ, স্তন্যদর্শন ও ক্ষীণতাদি আবিষ্কার করে।

ক্রমেণ বায়ুসংসর্গাৎ পিত্তযোনিতয়া চ তৎ।
শোণিতং কুরুতে তস্যা বাতপিত্তোত্থগুল্মজান্।
রুক্ স্তম্ভদাহাতীসারতৃড্ জ্বরাদীনুপদ্রবান্।
গর্ভাশয়ে চ সুতরাং শূলং দুষ্টাসৃগাশ্রয়ে।
যোন্যাশ্চ স্রাবদৌর্গন্ধ্যতোদস্পন্দন বেদনাঃ॥

সেই গর্ভলক্ষণোৎপাদক, নিরুদ্ধ ঋতুশোণিত, বায়ুর সংসর্গ ও পিত্তের কারণত্ব হেতু বেদনা, স্তব্ধতা, দাহ, অতিসার, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি বাতপিত্ত জনিত গুল্মোপদ্রব উৎপাদন করে। সেই রক্তজ গুল্ম দুষ্ট রক্তের আধারভূত গর্ভাশয়ে অত্যন্ত শূল এবং যোনিতে স্রাব, দৌর্গন্ধ্য, তোদ, স্ফুরণ ও বেদনা জন্মায়।

নচাঙ্গৈ গর্ভবদ্ গুল্মঃ স্ফুরত্যপি তু শূলবান্।
পিণ্ডীভূতঃ স এবাস্যাঃ কদাচিৎ স্পন্দতে চিরাৎ।
ন চাস্যা বর্দ্ধতে কুক্ষিগুল্ম এব তু বর্দ্ধতে।

গর্ভ যেমন হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বেদনা ব্যতিরেকে নিরন্তর স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গাভাবে সেরূপ স্পন্দিত হইতে পারে না। তবে সেই পিণ্ডীভূত গুল্ম শূলবিশিষ্ট হইয়া কদাচিৎ দীর্ঘকালান্তে স্পন্দিত হইতে পারে; ইহাতে কুক্ষি বর্দ্ধিত হয় না, গুল্মই বাড়িয়া থাকে।

স্বদোষসংশ্রয়ো গুল্মঃ সর্ব্বো ভবতি তেন যঃ।
পাকং চিরেণ ভজতে নৈব বা বিদ্রধিঃ পুনঃ॥
পচ্যতে শীঘ্রমত্যর্থং দুষ্টরক্তাশ্রয়ত্বতঃ।
অতঃ শীঘ্রবিদাহিত্বাদ্ বিদ্রধিঃ সোঽভিধীয়তে॥
গুল্মেঽন্তরাশ্রয়ে বস্তি কুক্ষিহৃৎ প্লীহবেদনাঃ।
অগ্নিবর্ণ বলভ্রংশো বেগানাঞ্চাপ্রবর্ত্তনম্।
অতো বিপর্য্যয়ো বাহ্যে কোষ্ঠাঙ্গেষু তু নাতিরুক্।
বৈবর্ণ্যমবকাশস্য বহিরুন্নততোধিকম্॥

সর্ব্বপ্রকার গুল্মই স্বদোষসংশ্রয় অর্থাৎ বাতাদি যে দোষ হইতে যে গুল্ম উৎপন্ন, সেই দোষই সেই গুল্মের আশ্রয়। তজ্জন্যই কোন গুল্ম (পিত্তজ গুল্ম) বিলম্বে পাকে, কোন গুল্ম একেবারেই পাকে না। কিন্তু দুষ্ট রক্তাশ্রয়ত্ব হেতু বিদ্রধি শীঘ্রই পাকিয়া থাকে। শীঘ্র বিদাহিত্ব (আশু পাকিত্ব) কারণে ইহা বিদ্রধি নামে অভিহিত।

অন্তরাশ্রিত গুল্মে বস্তি, কুক্ষি, হৃদয় ও প্লীহাস্থানে বেদনা, জঠরাগ্নি, বর্ণ ও বলের নাশ এবং মূত্রাদির বেগের অপ্রবর্ত্তন হয়, কিন্তু বাহ্য বিদ্রধিতে ইহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ জঠরাগ্নি, বর্ণ ও বলের নাশাভাব, বেগের প্রবর্ত্তন, বস্তি, হৃদয়াদি কোষ্ঠাঙ্গে অনতি বেদনা, গুল্ম প্রদেশের বৈবর্ণ্য এবং বহির্ভাগে অধিক উন্নতত্ব, এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

আনাহলক্ষণম্।

সাটোপমত্যুগ্রুরুজমাধ্মান মুদরে ভৃশম্।
উর্দ্ধাধো বাতরোধেন তমানাহং প্রচক্ষতে॥

উর্দ্ধাধোবাত রোধ দ্বারা উদরে গুড়্ গুড়্ ধ্বনি, অতি উগ্র বেদনা ও আধ্মান এই লক্ষণগুলি আনাহ রোগে উপস্থিত হয়।

ঘনোঽষ্ঠীলোপমো গ্রন্থিরষ্ঠীলোর্দ্ধং সমুন্নতঃ।
আনাহলিঙ্গস্তির্য্যক্ তু প্রত্যষ্ঠীলা তদাকৃতিঃ॥

উর্দ্ধদিকে সমুন্নত এবং আনাহ লক্ষণান্বিত, অষ্ঠীলোপম, নিবিড়াবয়ব যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অষ্ঠীলা বলে এবং সেই অষ্ঠীলাই যদি উর্দ্ধদিকে উন্নত না হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহা যায়।

তূণীপ্রতূণীলক্ষণম্।

পক্কাশয়াদ্‌গুদোপস্থং বায়ুস্তীব্ররুজঃ প্রয়ান্।
তূণী প্রতূণী তু ভবেৎ স এবাতোঽবিপর্য্যয়ে॥

তূণীরোগে বায়ু অতি যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া পক্কাশয় হইতে গুহ্য ও উপস্থদেশে গমন করে, প্রতূণীরোগে ইহার বৈরীপত্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ তীব্র বেদনাদায়ক বায়ু গুহ্য ও উপস্থদেশ হইতে পক্কাশয়ে গমন করে।

উদ্গার বাহুল্য পুরীষবন্ধ
তৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্র বিকূজনানি।
আটোপমাধ্মান মপক্তি শক্তি-
মাসন্ন গুল্মস্য বদন্তি চিহ্নম্॥

গুল্মরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে উদ্গারবাহুল্য, মলরোধ, অন্নে অনিচ্ছা, অক্ষমত্ব, অন্ত্রকূজন আটোপ (উদরে সবেদন গুড়্ গুড়্ ধ্বনি), উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদরনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

রোগা সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সুতরামুদরাণি তু।
অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ॥

অতঃপর আমরা উদরনিদান ব্যাখ্যা করিব। সকল ব্যাধিই, বিশেষতঃ উদর রোগ অগ্নিমান্দ্য হেতুই জন্মিয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ (আম, বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ ও রসশেষ) পূতিপর্য্যুষিতাদি মলিন অন্ন ভোজন এবং মলসঞ্চয়, এইগুলি উদররোগ জন্মিবার কারণ।

উর্দ্ধাধো ধাতবো রুদ্ধা বাহিনীরম্বু বাহিনীঃ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য কুর্য্যুস্ত্বঙ্মাংসসন্ধিগাঃ॥
আধ্মাপ্য কুক্ষিমুদর মষ্টধা তচ্চ ভিদ্যতে।
পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ॥

অগ্নিমান্দ্য হেতু প্রকুপিত বাতাদি দোষ সকল, ত্বঙ্‌মাংসসন্ধিগত অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংসের মধ্যস্থিত জলবাহি স্রোতঃ সমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত ও কুক্ষিকে স্ফীত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। উদর রোগ আট প্রকার। যথা, বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহাজনিত, ক্ষয়জনিত ও জলসঞ্চয়জনিত।

তেনার্ত্তাঃ শুষ্কতাল্বোষ্ঠাঃ শূনপাদকরোদরাঃ।
নষ্টচেষ্টা বলহরাঃ কৃশাঃ প্রধ্মাতকুক্ষয়ঃ।
স্যুঃ প্রেতরূপাঃ পুরুষা ভাবিনস্তস্য লক্ষণম॥

উদর রোগার্ত্ত ব্যক্তির তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক, হস্ত, পদ ও উদর স্ফীত, শারীর চেষ্টা নষ্ট, বল হীন, দেহ কৃশ ও কুক্ষি প্রধ্মাত হয়। এই রোগে রোগী প্রেতরূপী হইয়া থাকে। উদররোগের পূর্ব্বরূপ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ক্ষুন্নাশোঽন্নং চিরাৎ সর্ব্বং সবিদাহঞ্চ পচ্যতে।
জীর্ণাজীর্ণং ন জানাতি সৌহিত্যং সহতে ন চ।
ক্ষীয়তে বলতঃ শশ্বচ্ছ্বসিত্যল্পেঽপি চেষ্টিতে।
বৃদ্ধির্বিশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ কিঞ্চিচ্ছোফশ্চ পাদয়োঃ॥
রুগ্বস্তিসন্ধৌ ততত্বা লঘ্বল্পাভোজনৈরপি।
রাজীজন্ম বলীনাশো জঠরে জঠরেষু তু।
সর্ব্বেষু তন্দ্রা সদনং মলসঙ্গোঽল্পবহ্নিতা।
দাহঃ শ্বয়থুরাধ্মানমন্তে সলিলসম্ভবঃ॥

উদররোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ক্ষুধানাশ এবং ভুক্তান্নের বিদাহ ও বিলম্বে পরিপাক হয়, জীর্ণ বা অজীর্ণ কিছুই বুঝা যায় না, সন্তর্পণ সহ্য হয় না, বল ক্ষয় হয়, অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইতে থাকে, মলের বৃদ্ধি বা অপ্রবর্ত্তন হয়, পাদদ্বয় কিছু ফোলে, বস্তিসন্ধিতে বেদনা হয়, অল্প ভোজনেও আধ্মান হইয়া থাকে, উদরে শিরা উঠে এবং মাংসাবলীর নাশ হয়।

সর্ব্বপ্রকার জঠররোগেই তন্দ্রা (আলস্য), শরীরের অবসাদ, মলবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, শোথ ও আধ্মান এবং শেষে জলসঞ্চয় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সর্ব্বং তত্তোয়মরুণমশোফং নাতিভারিকম।
গবাক্ষিতং শিরাজালৈঃ সদা গুড় গুড়ায়তে।
নাভিমন্ত্রঞ্চ বিষ্টভ্য বেগং কৃত্বা প্রণশ্যতি।
মারুতো হৃৎকটীনাভিপায়ু বঙ্ক্ষণ বেদনঃ।
সশব্দো নিশ্চরেদ্বায়ু বিড়্‌বদ্ধো মূত্রমল্পকম্।
নাতিমন্দোঽনলো লোল্যং ন চ স্যাদ্বিরসং মুখম্।

জলোদর ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জঠররোগে উদর অরুণবর্ণ, শোথহীন, অনতি গুরু, শিরাজালে গবাক্ষিত (জানালাকৃতি) ও সাদা গুড় গুড় ধ্বনিবিশিষ্ট হয়। বায়ু নাভি ও অন্ত্রকে বিষ্টব্ধ করিয়া প্রবলবেগে হৃদয়, কটি, নাভি, গুহ্য ও বঙ্ক্ষণদেশে বিচরণ করে। ইহাতে মলবদ্ধতা, মূত্রের অল্পতা, জঠরাগ্নির অনল্পতা ও ভোজনে লোলুপতা হইয়া থাকে এবং মুখ বিরস হয়।

তত্র বাতোদরে শোফঃ পানিপান্নুষ্ক কুক্ষিষু।
কুক্ষি পার্শ্বোদরকটী পৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনম্।
শুষ্ক কাসাঙ্গমর্দ্দোঽধো গুরুতা মলসংগ্রহঃ।
শ্যাবারুণত্বগাদিত্বমকস্মাদ্বৃদ্ধি হ্রাসবৎ।
সতোদভেদমুদরং তনু কৃষ্ণ সিরাততম্।
আধ্মাতদৃতিবচ্ছব্দ মাহতং প্রকরোতি চ।
বায়ুশ্চাত্র সরুক্‌শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতো গতিঃ।

বাতোদরে, হস্তে, পদে, নাভিস্থলে ও কুক্ষিদেশে শোথ, কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পর্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ্দ, দেহের অধোভাগে গুরুত্ব, মলবদ্ধতা, ত্বক্, চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদর শোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সমূহের ব্যাপ্তি এবং উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দোৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতোদরে বায়ু, শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করে।

পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা।
ভ্রমোঽতিসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ॥
পীত তাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে।
ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে।

পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, কটুকাস্যতা (মুখে কটু স্বাদোৎপত্তি), ভ্রম, অতিসার, ত্বক্ ও নয়নাদির পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদর ঘর্ম্মযুক্ত, উষ্মাবিশিষ্ট, দাহান্বিত, কোমলস্পর্শ ও হরিত, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয় এবং বোধ হয় যেন, উহা হইতে ধূমোদ্গমন হইতেছে। পিত্তোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয় এবং সর্ব্বদা ব্যথিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বাপ শ্বয়থু গৌরবম্।
নিদ্রোৎক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা।

উদরং স্তিমিতং শ্লক্ষ্ণং শুক্লরাজীততং মহৎ।
চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্।

শ্লেষ্মজনিত উদর রোগে, অঙ্গের অবসাদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা, শোথ, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং উদর শোথ বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু, অচল, দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত ও শুক্লবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষকোপনৈস্তৈস্তৈঃ স্ত্রীদত্তৈশ্চ রজোমলৈঃ।
গরদূষীবিষাদ্যৈশ্চ সরক্তাঃ সঞ্চিতা মলাঃ।
কোষ্ঠং প্রাপ্য বিকুর্ব্বাণাঃ শোষমূর্চ্ছাভ্রমান্বিতম্।
কুর্য্যুস্ত্রিলিঙ্গমুদরং শীঘ্রপাকং সুদারুণম্।
বাধতে তচ্চ সুতরাং শীতবাতাভ্রদর্শনে।

ত্রিদোষপ্রকোপক হেতু সমূহ এবং স্ত্রীদত্ত রজো ও মল (দুঃশীলা কামিনীগণ নিস্নেহ পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে তদীয় অন্নপানের সহিত আর্ত্তব শোণিত ও নখ লোম মল মূত্র প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে, সেই দোষজনক অন্ন ভোজন) গর (সংযোগ বিষ) ও দূষীবিষ (অগ্নি বা বিষঘ্ন ঔষধি দ্বারা জীর্ণ স্বল্পপ্রভাব বিষ) ইত্যাদি কারণে রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় কুপিত, কোষ্ঠাশ্রিত ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত এবং শোষ, মূর্চ্ছা ও ভ্রমপ্রদ, শীঘ্র পাকশীল, সুদারুণ সান্নিপাতিক জঠর রোগ উৎপাদন করে। ইহা শীতে, বাতে ও দুর্দ্দিনে (জল ঝড় ও মেঘাদিবিশিষ্ট দিবসে) অতি কষ্টদায়ক হয়।

অত্যাশিতস্য সংক্ষোভাৎ যানযানাদিচেষ্টিতৈঃ।
অতিব্যবায় কর্ম্মাধ্ব বমন ব্যাধিকর্শনৈঃ।
বাম পার্শ্বাশ্রিতঃ প্লীহা চ্যুতঃ স্থানাদ্বিবর্দ্ধতে।
শোণিতং বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধং তং বিবর্দ্ধয়েৎ।
সোঽষ্ঠীলেবাতি কঠিনঃ প্রাকৃতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ।
ক্রমেণ বর্দ্ধমানশ্চ কুক্ষাবুদরমাবহেৎ।
শ্বাস কাস পিপাসাস্যবৈরস্যাধ্মানরুগ্‌ জ্বরৈঃ।
পাণ্ডুত্বচ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছার্ত্তি দাহমোহৈশ্চ সংযুতম্।
অরুণাভং বিবর্ণং বা নীলহারিদ্ররাজিমৎ॥

অতি ভোজনান্তে যান গমনাদি চেষ্টাদ্বারা শরীরের সংক্ষোভ, অতি মৈথুন, পথ পর্য্যটন ও বমনাদি ব্যাধিদ্বারা দেহের কর্শন এই সকল কারণে উদরের বাম পার্শ্বাশ্রিত প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, অথবা শোণিত, রসাদি হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্লীহাকে বর্দ্ধিত করে। সেই বর্দ্ধিত প্লীহা অষ্ঠীলাবৎ ও কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ আকৃতিবিশিষ্ট হয়। উহা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া কুক্ষিতে অর্থাৎ স্বস্থানে জঠর রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতে শ্বাস কাস পিপাসা মুখবৈরস্য উদরাধ্মান বেদনা জ্বর পাণ্ডু বমি মূর্চ্ছা দাহ ও মোহ উপস্থিত হয়। প্লীহোদর অরুণাভ বা অনিশ্চিত বর্ণ, ইহা নীল বা পীতবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত।

উদাবর্ত্তরুগানাহৈর্মোহ তৃড়্‌দাহন জ্বরৈঃ।
গৌরবারুচি কাঠিন্যৈর্বিদ্যাত্তত্র মলান্ ক্রমাৎ॥

প্লীহোদরে উদাবর্ত্ত ও আনাহ থাকিলে তাহা বাতিক, মোহ পিপাসা দাহ ও জ্বর থাকিলে পৈত্তিক এবং গুরুতা অরুচি ও কাঠিন্য থাকিলে তাহাকে শ্লৈষ্মিক বলিয়া জানিবে।

প্লীহবদ্দক্ষিণাৎ পার্শ্বাৎ কুর্য্যাদ্ যকৃদপি চ্যুতম্।

পূর্ব্বোক্ত কারণে প্লীহা যেমন বামপার্শ্ব হইতে চ্যুত ও বর্দ্ধিত হইয়া প্লীহোদর উৎপাদন করে, যকৃৎও তদ্রূপ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে চ্যুত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যকৃদ্দাল্যুদর নামক জঠররোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

পক্ষবালৈঃ সহান্নেন ভুক্তৈর্বদ্ধায়নে গুদে।
দুর্নামভিরুদাবর্ত্তৈরন্যৈর্বান্ত্রোপলেপিভিঃ॥
বর্চ্চঃ পিত্তকফান্ রুদ্ধা করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
অপানো জঠরং তেন স্যুর্দ্দাহজ্বরতৃড়্‌ক্ষবাঃ।
কাস শ্বাসোরুসদনং শিরোহৃন্নাভিপায়ুরুক্।
মলসঙ্গোঽরুচিশ্ছর্দ্দিরুদরং মূঢ়মারুতম্॥
স্থিরং নীলারুণশিরারাজিবদ্ধমরাজি বা।
নাভেরুপরি চ প্রায়ো গোপুচ্ছাকৃতি জায়তে॥

অন্ন সহ ভুক্ত পক্ষ্ম ও কেশদ্বারা, অথবা অন্য কোন পিচ্ছিল দ্রব্য (শাক শালুকাদি) ভোজন দ্বারা কিংবা অর্শঃ বা উদাবর্ত্ত রোগ দ্বারা গুহ্যদ্বার বদ্ধ হইলে, অপান বায়ু, পিত্ত ও কফকে রুদ্ধ করিয়া জঠর রোগ উৎপাদন করে, ইহাকে বদ্ধ গুদোদর কহে। এই রোগে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, হাঁচী, কাস, শ্বাস, উরুর অবসাদ এবং মস্তক, হৃদয়, নাভি ও পায়ুতে বেদনা, মলবদ্ধতা, অরুচি, বমি ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। উদর, অচল এবং নীল বা অরুণবর্ণ শিরাব্যাপ্ত অথবা শিরাশূন্য হয়। বদ্ধ গুদোদর নাভির উপরিভাগে গোপুচ্ছাকৃতি অর্থাৎ ক্রমশঃ উপরদিকে সরু হইয়া থাকে।

অস্থ্যাদিশল্যৈঃ সান্নৈশ্চেদ্‌ভুক্তৈরত্যশনেন বা।
ভিদ্যতে পচ্যতে বান্ত্রং তচ্ছিদ্রৈশ্চ স্রবন্ বহিঃ॥
আম এব গুদাদেতি ততোঽল্পাল্পঃ সবিড়্‌রসঃ।
তুল্যঃ কুণপগন্ধেন পিচ্ছিলঃ পীত লোহিতঃ॥
শেষশ্চাপূর্য্য জঠরং জঠরং ঘোরমাবহেৎ।
বর্দ্ধতে তদধোনাভেরাশু চৈতি জলাত্মতাম্॥
উদ্রিক্তদোষরূপঞ্চ ব্যাপ্তঞ্চ শ্বাসতৃড়্‌ভ্রমৈঃ।
ছিদ্রোদরমিদং প্রাহুঃ পরিস্রাবীতি চাপরে॥

অন্ন সহ অস্থি তৃণ কণ্টক ও কঙ্করাদি ভোজন, অথবা অতি ভোজন করিলে অন্ত্রনাড়ী যদি ভেদ হয় বা পাকে, তাহা হইলে ভেদোৎপন্ন অন্ত্রছিদ্র দ্বারা শবদুর্গন্ধি, পিচ্ছিল, পীত বা লোহিত বর্ণ, মলমিশ্রিত অপক্ব রস কতক গুহ্য দিয়া অল্প অল্প বহির্গত হয়, অবশিষ্ট রস উদরকে পূর্ণ করিয়া অতি ঘোর জঠররোগ উৎপাদন করে, ইহা নাভির অধোভাগে বর্দ্ধিত হইয়া আশু জলোদরতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বাতাদি দোষ লক্ষণ সকল বাহুল্যরূপে প্রকাশ পায় এবং শ্বাস তৃষ্ণা ও ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা ছিদ্রোদর নামে অভিহিত, কেহ কেহ ইহাকে পরিস্রাবী উদরও কহিয়া থাকেন।

প্রবৃত্ত স্নেহ পানাদেঃ সহসামাম্বুপায়িনঃ।
অত্যম্বুপানান্মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য বা।
রুদ্ধাম্বুমার্গোঽনিলঃ কফশ্চ জলমূর্চ্ছিতঃ।
বর্দ্ধয়েতাং তদেবাম্বু তৎ স্থানাদুদরাশ্রিতৌ॥
ততঃ স্যাদুদরং তৃষ্ণা গুদস্রুতি রুজান্বিতম্।
কাস শ্বাসারুচিযুতং নানাবর্ণসিরাততম্॥
তোয় পূর্ণ দৃতিস্পর্শ শব্দ প্রক্ষোভ বেপথু।
দকোদরং মহৎ স্নিগ্ধং স্থিরমাবৃত্তনাভি তৎ॥

যে ব্যক্তি স্নেহপানাদির, অর্থাৎ অনুবাসন নিরূহণ, বমন ও বিরেচনের অব্যবহিত পরেই আশু কাঁচা জল খায়, কিংবা যে ব্যক্তি মন্দাগ্নি বা ব্যাধিক্ষীণ অথবা অনশনাদি দ্বারা কৃশ, সে যদি অধিক জলপান করে, তাহা হইলে তাহার উদরাশ্রিত বায়ু ও কফ জলমিশ্রিত হইয়া জলবাহি স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করিয়া তৎস্থান (উদকস্থান ক্লোম) হইতে সেই জলকে বর্দ্ধিত করে এবং সেই বর্দ্ধিত জল দ্বারা উদর রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে দকোদর কহে। দকোদরে তৃষ্ণা, গুহ্যস্রাব, বেদনা, কাস, শ্বাস, অরুচি ও নানাবর্ণবিশিষ্ট শিরার উৎপত্তি এবং জলপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় স্পর্শ, শব্দ, প্রক্ষোভ ও কম্পন হয়, ইহা স্নিগ্ধস্থিত বেষ্টিত নাভি ও সকল জঠর অপেক্ষা বৃহৎ।

উপেক্ষয়া চ সর্ব্বেষু দোষাঃ স্বস্থানতশ্চ্যুতাঃ।
পাকাদ্দ্রবা দ্রবীকুর্য্যুঃ সন্ধিস্রোতোমুখাণ্যপি।
স্বেদশ্চ বাহ্য স্রোতঃস্থ বিহতস্তির্য্যগাস্থিতঃ।
তদেবোদকমাপ্যাব্য পিচ্ছাং কুর্য্যাত্তদা ভবেৎ।
গুরূদরং স্থিরং বৃত্তমাহতঞ্চ ন শব্দবৎ।
মৃদু ব্যপেতরাজীকং নাভ্যাং স্পৃষ্টঞ্চ সর্পতি।
তদনূদকজন্মাস্মিন্ কুক্ষি বৃদ্ধিস্ততোঽধিকম্।
শিরান্তর্দ্ধানমুদক জঠরোক্তঞ্চ লক্ষণম্।

অচিকিৎসিত হইলে সকল প্রকার জঠর রোগেই বায়ু, পিত্ত ও কফ স্বস্থানচ্যুত ও পাক প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর দ্রব হয় এবং সন্ধিস্থল ও স্রোতোমুখ সকলকে দ্রবীভূত করে। ঘর্ম্ম ও বাহ্য স্রোতে নিরুদ্ধ সুতরাং তির্য্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাক্ সঞ্চিত উদককে বৃদ্ধি পাওয়াইয়া পিচ্ছিল করে, তাহাতে উদর গুরু, স্থির, বর্ত্তুলাকার, হস্তাদিদ্বারা আহত হইলে শব্দহীন, কোমল ও শিরাশূন্য হয়। ইহা নাভিস্থলে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পরে উহাতে জলসঞ্চয় হয়, তাহাতে উদরের অধিক বৃদ্ধি, শিরা সকলের অন্তর্ধান ও জলোদরোক্ত লক্ষণসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতপিত্তকফপ্লীহ সন্নিপাতোদকোদরম্।
কৃচ্ছ্রং যথোত্তরং পক্ষাৎ পরং প্রায়োঽপরে হতঃ।
সর্ব্বঞ্চ জাতসলিলং রিষ্টোক্তোপদ্রবান্বিতম্।

বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর ও দকোদর ইহারা যথাক্রমে অধিকতর কষ্টসাধ্য। অপর দুইটি অর্থাৎ বদ্ধোদর ও ক্ষতোদর ইহারা প্রায় এক পক্ষের পর প্রাণনাশক হয় এবং বাতজাদি যে সকল জঠররোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারাও যদি শেষে জলোদরতা প্রাপ্ত হয়, তবে সে সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য জঠর রোগ ও মারাত্মক হইয়া থাকে, আর রিষ্টাধ্যায়োক্ত উপদ্রবান্বিত জঠররোগ সকলকেও প্রাণনাশক বলিয়া জানিবে।

জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্।
বলিনস্তদজাতাম্বু যত্ন সাধ্যং নবোত্থিতম্।

উদর রোগ জন্মিলেই তাহা প্রায় কৃচ্ছ্র সাধ্যতম হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রোগীর বল থাকে ও উদরে জলসঞ্চয় না হয় এবং রোগটি ও যদি অল্প দিনের হয়, তাহা হইলেও উহা বিশেষ যত্নসাধ্য জানিবে।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পাণ্ডুরোগশোফবিসর্পনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পিত্তপ্রধানাঃ কুপিতা যথোক্তৈঃ কোপনৈর্ম্মলাঃ।
তত্রানিলেন বলিনা ক্ষিপ্তং পিত্তং হৃদি স্থিতম্।
ধমনীর্দশ সংপ্রাপ্য ব্যাপ্নুবৎ সকলাং তনুম্।
শ্লেষ্মত্বগ্রক্তমাংসানি প্রদূষ্যান্তরমাশ্রিতম্।
ত্বঙ্মাংসয়োস্তৎ কুরুতে ত্বচি বর্ণান্ পৃথগ্বিধান্।
পাণ্ডুহারিদ্র হরিতান্ পাণ্ডুত্বং তেষু চাধিকম্।
যতোঽতঃ পাণ্ডুরিত্যুক্তঃ স রোগস্তেন গৌরবম্।
ধাতূনাং স্যাচ্চ শৈথিল্যমোজসশ্চ গুণক্ষয়ঃ।
ততোঽল্পরক্তমেদস্কো নিঃসারঃ স্যাচ্ছুথেন্দ্রিয়ঃ।
মৃদ্যমানৈরিবাঙ্গৈর্না দ্রবতা হৃদয়েন চ।
শূনাক্ষিকূটঃ সদনঃ কোপনঃ ষ্ঠীবনোঽল্পবাক্।
অন্নদ্বিট্ শিশিরদ্বেষী শীর্ণরোমা হতানলঃ।
সন্নসক্থির্জ্বরী শ্বাসী কর্ণক্ষ্বেড়ী ভ্রমী শ্রমী।

অতঃপর আমরা পাণ্ডুরোগ, শোথ ও বিসর্প নিদান ব্যাখ্যা করিব। পিত্তপ্রধান বাতাদি দোষসকল যথোক্ত প্রকোপণ হেতু দ্বারা প্রকুপিত হইয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। সেই ক্রুদ্ধ দোষত্রয়ের, মধ্যে বলবান্ বায়ু পিত্তকে হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করে এবং

হৃদয়স্থিত পিত্ত হৃদয়াশ্রিত দশটি ধমনীকে আশ্রয় করিয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়। ত্বঙ্ মাংসের মধ্যগত পিত্ত, শ্লেষ্ম ত্বক্ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডু হারিদ্র ও হরিত প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ উৎপাদন করে। সেই বর্ণ সমূহের মধ্যে পাণ্ডুবর্ণই, প্রধান, তজ্জন্য তাহাকে পাণ্ডুরোগ কহে।

পাণ্ডুরোগ দ্বারা রস রক্তাদি ধাতুর গুরুত্ব ও শৈথিল্য এবং ওজোগুণের ক্ষয় হয়, তজ্জন্য রোগীর রক্ত ও মেদের অল্পতা, বলের হীনতা, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অঙ্গের মর্দ্দনবৎ পীড়া, হৃদয়ের দ্রবতা, অক্ষিগোলকের স্ফীততা, দেহের অবসাদ, কোপন স্বভাব, নিষ্ঠীবন, অল্প কথন, অন্নদ্বেষ, শীতদ্বেষ, রোমের শীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, সক্‌থিসাদ, জ্বর, শ্বাস, কর্ণনাদ, ভ্রম ও শ্রম হইয়া থাকে।

স পঞ্চধা পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈর্মৃত্তিকাদনাৎ।

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও মৃদ্ভক্ষণজ।

প্রাগ্‌রূপমস্য হৃদয়স্পন্দনং রূক্ষতা ত্বচি।
অরুচিঃ পীতমূত্রত্বং স্বেদাভাবোঽল্পবহ্নিতা।
সাদঃ শ্রমোঽনিলাত্তত্র গাত্ররুক্ তোদকম্পনম্।
কৃষ্ণরূক্ষারুণশিরানখবিণ্মূত্রনেত্রতা।
শোফানাহাস্যবৈরস্য বিট্‌শোষাঃ পার্শ্বমূর্দ্ধরুক্।

পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের স্পন্দন, ত্বকের রূক্ষতা ও অরুচি, মূত্রের পীতবর্ণতা, ঘর্ম্মাভাব, অগ্নিমান্দ্য, দেহের অবসাদ ও শ্রান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতজ পাণ্ডুরোগে বেদনা, সূচীবেধবৎ পীড়া ও কম্পন এবং শিরা নখ মল মূত্র ও নেত্রের রূক্ষতা, কৃষ্ণবর্ণতা বা অরুণ বর্ণতা, শোথ, আনাহ, মুখশোষ, মলশুষ্কতা, পার্শ্ব ও শিরোবেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তাদ্ধরিতপীতাভ সিরাদিত্বং জ্বরস্তমঃ।
তৃট্‌স্বেদমূর্চ্ছা শীতেচ্ছা দৌর্গন্ধ্যং কটুবক্ত্রতা।
বর্চ্চোভেদোঽম্লকো দাহঃ কফাচ্ছুক্লসিরাদিতা।
তন্দ্রা লবণবক্ত্রত্বং রোমহর্ষঃ স্বরক্ষয়ঃ।
কাসশ্ছর্দ্দিশ্চ নিচয়াল্লিঙ্গৈর্মিশ্রৈঃ সুদুঃসহঃ।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগে শিরা নখ মূত্র ও নেত্রের হরিত বর্ণতা বা পীতবর্ণতা, জ্বর, তমঃ (অন্ধকার দর্শন), তৃষ্ণা, স্বেদ, মূর্চ্ছা, শীতেচ্ছা, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, মুখের কটুতা, মলভেদ, অম্লোদ্গার ও দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কফজ পাণ্ডুরোগে শিরাদির শুক্লবর্ণতা, তন্দ্রা, মুখে লবণাস্বাদ, রোমাঞ্চ, স্বরক্ষয়, কাস ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে বাতাদি ত্রিদোষ লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা অতি দুঃসহ।

মৃৎকষায়ানিলং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্।
দূষয়িত্বা রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তং বিরূক্ষ্য চ।
স্রোতাংস্যপক্কৈবাপূর্য্য কুর্য্যাদ্রুদ্ধ্বা চ পূর্ব্ববৎ।
পাণ্ডুরোগং ততঃ শূণনাভি পাদাস্যমেহনঃ।
পুরীষং কৃমিমন্মুঞ্চেদ্ ভিন্নং সাসৃক্ কফং নরঃ।

মৃত্তিকা ভক্ষণশীল ব্যক্তির বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মায়। কষায় রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ক্ষার মৃত্তিকা পিত্তকে, মধুর রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা কফকে দূষিত করে এবং ভুক্ত মৃত্তিকা নিজ রৌক্ষ্য-গুণে রসাদি ধাতু সমূহকে ও ভুক্ত অন্নকে রূক্ষ করিয়া, অজীর্ণাবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃ সকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে নাভি-স্থলে, পদদ্বয়ে, মুখে ও লিঙ্গে শোথ হয়, রোগী কৃমিযুক্ত ও রক্ত কফান্বিত ভাঙ্গা মল ত্যাগ করে।

যঃ পাণ্ডুরোগী সেবেত পিত্তলং তস্য কামলাম্।
কোষ্ঠশাখাশ্রয়ং পিত্তং দগ্ধ্বাসৃঙ্মাংসমাবহেৎ।

হারিদ্র নেত্র মূত্র ত্বঙ্‌ নখমূত্র শকৃত্তরা।
দাহাবিপাক তৃষ্ণাবান্‌ ভেকাভো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ॥

যে পাণ্ডুরোগী পিত্তকর দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দগ্ধ করিয়া কোষ্ঠশাখাশ্রয়া কামলা রোগ (ন্যাবা) উৎপাদন করে। ইহাতে নেত্র মূত্র ত্বক্‌ নখ বক্ত্র ও মল হরিদ্রাবর্ণ এবং দাহ অপরিপাক ও তৃষ্ণা হয়, রোগী ভেকাভ ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। কোষ্ঠ শব্দে মহাস্রোতঃ; শাখা শব্দে রক্তাদি ধাতু ও ত্বক্‌।

ভবেৎ পিত্তোল্বণস্যাসৌ পাণ্ডুরোগাদৃতেঽপি চ।

কেবল যে পাণ্ডু রোগীরই কামলা রোগ জন্মে, তাহা নহে, পিত্তকর দ্রব্যের অতি সেবনদ্বারা পিত্তাধিক্য ব্যক্তির পাণ্ডুরোগ ব্যতিরেকেও এই কোষ্ঠশাখাশ্রয়া কামলারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপেক্ষয়া চ শোফাঢ্যা সা কৃচ্ছ্রা কুম্ভকামলা।

অচিকিৎসা হেতু কামলারোগে শোথাধিক্য হইলে সেই শোথাঢ্য কামলাকেই কুম্ভকামলা কহা গিয়া থাকে। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য।

হরিত শ্যাবপীতত্বং পাণ্ডুরোগে যদা ভবেৎ।
বাতপিত্তাদ্‌ ভ্রমস্তৃষ্ণা স্ত্রীষ্বহর্ষো মৃদুর্জ্বরঃ॥
তন্দ্রা বলানলভ্রংশো লোঢরং তং হলীমকম্‌।
অলসঞ্চেতি সংশন্তি তেষাং পূর্ব্বমুপদ্রবাঃ।
শোফপ্রধানাঃ কথিতাঃ স এবাতো নিগদ্যতে।

পাণ্ডুরোগে, যখন বাতপিত্তের প্রকোপে রোগীর বর্ণ হরিত শ্যাব বা পীত হয় এবং ভ্রম, তৃষ্ণা, রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা, মৃদুজ্বর, তন্দ্রা, বলভ্রংশ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে হলীমক বলা যায়। সেই হলীমক লোঢর ও অলসক নামে ও অভিহিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগের উপদ্রব সমূহের মধ্যে শোথই প্রধান বলিয়া কথিত হওয়ায়, পাণ্ডুরোগের পর বিসর্প নিদান না বলিয়া শোথ নিদানই অগ্রে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

শোথনিদানম্‌।

পিত্তরক্তকফান্‌ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্‌ বহিঃ শিরাঃ।
নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ান্‌॥
উৎসেধং সংহতং শোফং তমাহুর্নিচয়াদতঃ।
সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকম্‌।
দোষৈঃপৃথগ্‌দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি॥

শোথের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বায়ু, দুষ্ট রক্ত পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরা সমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ গতি হইয়া ত্বঙ্‌ মাংসাশ্রিত সংহতাবয়ব (ঘন) উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চতা উৎপাদন করে, ইহাকেই শোথ কহে। পূর্ব্বোক্ত রক্ত পিত্ত কফ ও বায়ু, ইহারাই শোথের উপাদান।

হেতুবিশেষে অর্থাৎ বাতাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দোষে, দ্বন্দ্বদোষে, মিলিত ত্রিদোষে, অভিঘাতে ও বিষসেবনে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্বারা শোথ সকল নয় প্রকার হইয়া থাকে। যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ।

দ্বিধা বা নিজমাগন্তুং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গজঞ্চ তম্‌।
পৃথুন্নত গ্রথিততা বিশেষৈশ্চ ত্রিধা বিদুঃ॥

নিজ ও আগন্তু ভেদে শোথ সকল দুই ভাগে বিভক্ত। যথা নিজ (বাতাদি দোষজ) ও আগন্তুজ (অভিঘাতাদি কারণোৎপন্ন)। অন্য প্রকারেও তাহাদিগকে দুই ভাগ করা যাইতে পারে, সর্ব্বাঙ্গজ ও একাঙ্গজ।

পৃথুতা (বিস্তীর্ণতা), উন্নতত্ব ও গ্রথিতত্ব ভেদে শোথ সকল তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ কতকগুলি শোথ বিস্তীর্ণ, কতকগুলি উন্নত ও কতকগুলি গ্রথিত।

সামান্যহেতুঃ শোফানাং দোষজানাং বিশেষতঃ।

পরশ্লোকে বক্ষ্যমাণ গুরু অম্ল ও স্নিগ্ধাদি-বর্গ নিজ ও আগন্তুজ সকল শোথোৎপত্তির সাধারণ হেতু কিন্তু উহারা দোষজ শোথোৎপাদনের প্রধান কারণ।

ব্যাধিকর্ম্মোপবাসাদি ক্ষীণস্য ভজতো দ্রুতম্।
অতিমাত্রমথান্যস্য গুর্ব্বম্ল স্নিগ্ধ শীতলম॥
লবণক্ষার তীক্ষ্ণোষ্ণং শাকাম্বু স্বপ্ন জাগরম্।
মৃদ্‌গ্রাম্যমাংস বল্লূরমজীর্ণ শ্রমমৈথুনম্।
পদাতের্মার্গগমনং যানেন ক্ষোভিণাপি বা।
শ্বাসকাসাতিসারার্শো জঠর প্রদর জ্বরাঃ।
বিসূচালসক ছর্দ্দি গর্ভবীসর্প পাণ্ডুতা।
অন্যে চ মিথ্যোপক্রান্তাস্তৈর্দোষা বক্ষসি স্থিতাঃ।
ঊর্দ্ধং শোফমধো বস্তৌ মধ্যে কুর্ব্বন্তি মধ্যগাঃ।
সর্ব্বাঙ্গগাঃ সর্ব্বগতং প্রত্যঙ্গেষু তদাশ্রয়াঃ॥

জ্বরাদি ব্যাধি, বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্ম ও উপবাসাদি দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তি, যদি সহসা নিম্নলিখিত গুরু অম্লাদি সেবন করে, অথবা সুস্থ ব্যক্তিও যদি অতিমাত্র গুরু অম্ল স্নিগ্ধ শীতল লবণ ক্ষার তীক্ষ্ণ বা উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, শাক, দুষ্ট জল, মৃত্তিকা, চটক ও কুক্কুটাদি গ্রাম্য মাংস, শুষ্কমাংস ও অপক্ব দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, পদব্রজে বা শরীরের ক্ষোভকর অশ্বাদি যানে গমন করে এবং শ্বাস কাস অতিসার অর্শঃ জঠররোগ প্রদর জ্বর বিসূচিকা অলসক বমি গর্ভ বিসর্প পাণ্ডু ও অযথা চিকিৎসিত অন্যান্য রোগ দ্বারা কর্শিত হয় এবং তাহাতে অর্থাৎ এই সমস্ত শোথকর কারণে যদি বাতাদি দোষ বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে দেহের ঊর্দ্ধভাগে এবং বস্তিতে অবস্থিত হইলে অধোভাগে, মধ্যে অবস্থিত হইলে মধ্যভাগে, সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিত হইলে সর্ব্বাবয়বে এবং প্রত্যঙ্গে অবস্থিত হইলে তত্তৎ প্রত্যঙ্গে শোথ হইয়া থাকে।

তৎ পূর্ব্বরূপং দবথুঃ সিরায়ামোঽঙ্গগৌরবম্।

শোথ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সন্তাপ (নেত্রাদিতে উষ্মা), সিরা বিস্তারবৎ পীড়া ও গাত্রগুরুতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বাতাচ্ছোফশ্চলো রুক্ষঃ খররোমারুণাসিতঃ।
সঙ্কোচস্পন্দ হর্ষার্ত্তিতোদভেদ প্রসুপ্তিমান্।
ক্ষিপ্রোত্থানশমঃ শীঘ্রমুন্নমেৎ পীড়িততনুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণমর্দ্দনৈঃ শাম্যেদ্রাত্রমল্পো দিবা মহান্।
ত্বক্ চ সর্ষপলিপ্তেব তস্মিংশ্চিমিচিমায়তে॥

বায়ুজনিত শোথ, সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), রুক্ষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ তনু ও চিমিচিমি বেদনাবিশিষ্ট, ইহাতে সঙ্কোচ, স্পন্দন, রোমাঞ্চ, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ পীড়া স্পর্শানভিজ্ঞতা ও রোমের খরতা হয়। ইহা শীঘ্র উৎপন্ন ও শীঘ্রই প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বাড়ে ও রাত্রিতে কমে। স্নিগ্ধ উষ্ণ ও মর্দ্দন দ্বারা ইহার উপশম হয়। বাতিক শোথে ত্বক্ যেন সর্ষপ পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়।

পীতরক্তাসিতাভাসঃ পিত্তাদাতাম্র রোমকৃৎ।
শীঘ্রানুসারপ্রশমো মধ্যে প্রাগ্ জায়তে তনুঃ।
সতৃড্ দাহ জ্বরস্বেদ দব ক্লেদ মদ ভ্রমাঃ।
শীতাভিলাষী বিড়্‌ভেদী গন্ধী স্পর্শাসহো মৃদুঃ।

পিত্তজনিত শোথ, পীত, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ও তনু (পাতলা) হয়। ইহা শীঘ্র শরীরব্যাপী

ও শীঘ্রই প্রশমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক শোথ অগ্রে দেহের মধ্যভাগে জন্মে। ইহাতে রোমের ঈষৎ তাম্রবর্ণতা, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, স্বেদ, তাপ, ক্লান্তি, মদ, ভ্রম, শীতাভিলাষ মলভেদ, দৌর্গন্ধ্য, স্পর্শাসহত্ব এবং শোথের কোমলতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কণ্ডূমান্ পাণ্ডুরোমত্বক্ কঠিনঃ শীতলো গুরুঃ।
স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ স্ত্যানো নিদ্রাচ্ছর্দ্দ্যগ্নিসাদকৃৎ॥
আক্রান্তো নোন্নমেৎ কৃচ্ছ্রশমজন্মা নিশাবলঃ।
স্রবেন্নাসৃক্ চিরাৎ পিচ্ছাং কুশশস্ত্রাদিবিক্ষতঃ।
স্পর্শোষ্ণকাঙ্ক্ষী চ কফাদ্ যথাস্বং দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ।
সঙ্করাদ্ধেতুলিঙ্গানাং নিচয়ান্নিচয়াত্মকঃ॥

কফজ শোথ, কণ্ডূবিশিষ্ট, কঠিন, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, মসৃন, স্থির ও গাঢ়। ইহাতে রোমের ও ত্বকের পাণ্ডুবর্ণতা, নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও উষ্ণস্পর্শাভিলাষ হয়। এই শোথ সম্যক্ প্রকাশিত ও প্রশমিত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উন্নত হয় না। কফজ শোথ রাত্রিতে বাড়ে। কুশ বা শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে ইহা হইতে রক্তস্রাব হয় না কিন্তু বিলম্বে লালার ন্যায় লসীকা পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।

দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হইলে তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ শোথ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বাত ও পিত্তের নিদান ও লক্ষণ সংঘটিত হইলে বাতপিত্তজ, বাত ও শ্লেষ্মার নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে বাতশ্লেষ্মজ এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ শোথ জন্মিয়া থাকে।

ঐরূপ তিনটী দোষের নিদান ও লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে ত্রিদোষাত্মজ (সান্নিপাতিক) শোথ উৎপন্ন হয়।

অভিঘাতেন শস্ত্রাদিচ্ছেদ ভেদক্ষতাদিভিঃ।
হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছুজৈঃ।
রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্।
ভৃশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ।

অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি কারণে যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপে হিম বায়ু, সামুদ্রিক বায়ু, ভেলার রস ও আল্‌কুশীর শুঁয়া স্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল শোথ আগন্তুজ। ইহারা সঞ্চরণশীল উষ্মাবিশিষ্ট, লোহিত ও প্রায় পিত্তলক্ষণান্বিত হয়।

বিষজঃ সবিষ প্রাণি পরিসর্পণ মূত্রণাৎ।
দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষপ্রাণিনামপি॥
বিণ্মূত্র শুক্রোপহত মলবদ্বস্ত্র সঙ্করাৎ।
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্ গরযোগাবচূর্ণনাৎ।
মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ।

বিষধর প্রাণী শরীরে চলিয়া গেলে, বা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে, অথবা নির্বিষ প্রাণীদিগের দাড়, দন্ত ও নখাঘাতে আহত হইলে, কিংবা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান বা বিষবৃক্ষগত বায়ু স্পর্শ, অথবা সংযোগজ বিষমিশ্রিত চূর্ণ দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ করিলে, যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ কহে। ইহা কোমল সঞ্চরণশীল, অধোগামী, শীঘ্রজন্মা এবং দাহ ও বেদনাজনক। (এই শোথ আগন্তুজ শোথের অন্তর্ভূত হইলেও বিষলক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পৃথক্ পঠিত হইয়াছে।

নবোঽনুপদ্রবঃ শোফঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ পুরেরিতঃ।

অচিরোৎপন্ন ও উপদ্রবশূন্য শোথ সাধ্য এবং বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়োক্ত শোথ অসাধ্য।

— ——

বীসর্পনিদানম্‌।

শ্বাদ্বিসর্পোঽভিঘাতান্তৈর্দোষৈর্দূষ্যৈশ্চ শোফবৎ।

বিসর্পের দোষ ও দূষ্য শোথের ন্যায় জানিবে।

ত্র্যধিষ্ঠানঞ্চ তং প্রাহুর্বাহ্যান্তরুভয়াশ্রয়াৎ।
যথোত্তরঞ্চ দুঃসাধ্যাস্তত্র দোষা যথাযথম্‌।
প্রকোপণৈঃ প্রকুপিতা বিশেষেণ বিদাহিভিঃ।
দেহে শীঘ্রং বিসর্পন্তি তেঽন্তরন্তঃ স্থিতা বহিঃ।
বহিস্থা দ্বিতয়ে দ্বিস্থা বিদ্যাৎ তত্রান্তরাশ্রয়ম্‌।
মর্ম্মোপতাপাৎ সংমোহাদয়নানাং বিঘট্টনাৎ।
তৃষ্ণাতিযোগাদ্বেগানাং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ।
আশু চাগ্নিবলভ্রংশাদতো বাহ্যং বিপর্য্যয়াৎ।

আশ্রয়ভেদে বিসর্প তিনপ্রকার যথা, বাহ্যবিসর্প, অন্তবিসর্প এবং বাহ্যান্তবিসর্প। এই ত্রিবিধ বিসর্পের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষা পর পরটি যথাক্রমে দুঃসাধ্য।

বাতাদি দোষ সকল বিদাহি প্রভৃতি স্ব স্ব প্রকোপণ হেতু দ্বারা বিশেষরূপে প্রকুপিত হইয়া শীঘ্রই দেহে বিসর্পিত হয়, অর্থাৎ অন্তঃস্থিত দোষ দেহাভ্যন্তরে, বহিস্থ দোষ দেহের বহির্ভাগে এবং অন্তর্বাহ্য উভয়স্থ দোষ উভয়ভাগে বিসর্পণ করে।

হৃদয়াদি মর্ম্ম বেদনা, মূর্চ্ছা, নাসা ও কর্ণাদির পরিস্ফূরণ, তৃষ্ণাধিক্য, মল মূত্রাদির বিষম বেগ এবং আশু অগ্নি ও বলের নাশ, এই সকল লক্ষণ দ্বারা অন্তর্বিদ্রধি এবং ইহার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা বাহ্য বিদ্রধি জানিবে।

তত্র বাতাৎ পরীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ।
শোফস্ফুরণ নিস্তোদভেদায়ামার্ত্তিহর্ষবান্‌।

বাতজ বিসর্প বাতজ্বরের সমস্ত লক্ষণ এবং শোথ, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ পীড়া, বিস্তারবৎ বেদনা ও হর্ষ (রোমাঞ্চ, গা শিড়িশিড়ি করা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিত্তাদ্‌দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ।

পিত্তজনিত বিসর্প শীঘ্রসঞ্চরণশীল ও অতি লোহিত বর্ণ হয় এবং ইহাতে পিত্তজ্বরের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কফাৎ কণ্ডূযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্‌॥

কফজ বিসর্প কণ্ডুযুক্ত ও চিক্কণ এবং ইহাতে কফজ্বরের লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্বদোষলিঙ্গৈশ্চীয়ন্তে সর্ব্বে স্ফোটৈরুপেক্ষিতাঃ।
তে পক্কভিন্নাঃ স্বং স্বঞ্চ বিভ্রতি ব্রণলক্ষণম্‌।

অচিকিৎসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি স্ব স্ব দোষ লক্ষণান্বিত স্ফোটকদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহারা পাকিয়া ভিন্ন হইলে স্ব স্ব দোষজাত ব্রণ লক্ষণ ধারণ করে।

বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছাতীসারতৃড়্‌ভ্রমৈঃ।
অস্থিভেদাগ্নিসদন তমকারোচকৈর্যুতঃ।
করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ॥
শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশু চ চীয়তে।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্‌ দ্রুতঞ্চ সঃ।
মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ।
ব্যথেতাঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ।
হিধ্মাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না।
ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু।
চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহশ্রমোদ্ভবাম্‌।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে।

অগ্নি বিসর্প বাতপিত্তজ, ইহাতে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, তৃষ্ণা, ভ্রম, অস্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অগ্নিবিসর্পে সমস্ত অঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প

শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থানে নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় ইহা স্ফোটকব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং শীঘ্র গমনশীল বলিয়া হৃদয়াদি মর্ম্মস্থান সকল ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতি প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায় এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে। বিসর্প রোগী এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, চেষ্টাবান্ হইয়াও ভূমিশয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। এইরূপ নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া মানসিক ও দৈহিক শ্রমজনিত চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থিবিসর্পঃ।

কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্।
রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্ শিরাস্নায়ুমাংসগম্।
দূষয়িত্বা চ দীর্ঘাণু বৃত্ত স্থূল খরাত্মনাম্।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং রক্তানাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাম্।
শ্বাসকাসাতিসারাস্যশোষ হিধ্মা বমিঃ ভ্রমৈঃ।
মোহ বৈবর্ণ্য মূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতম্।
ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফমারুতকোপজঃ।

দুষ্ট কফ, কুপিত বায়ুকে রুদ্ধ করিলে, কফরুদ্ধ বায়ু সেই অবরোধক কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে, অথবা ঐ বায়ু রক্তবহুল ব্যক্তির ত্বক্ স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রক্তবর্ণ গ্রন্থিমালা উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই গ্রন্থি সকল দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার, স্থূল ও খরস্পর্শ। ইহাতে তীব্র বেদনা, জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, অজ্ঞান, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার নাম গ্রন্থিবিসর্প। ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উদ্ভূত হয়।

কর্দ্দমাখ্যো বিসর্পঃ।

কফপিত্তাজ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজাঃ।
অঙ্গাবসাদবিক্ষেপপ্রলাপারোচক ভ্রমাঃ।
মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্।
আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি।
প্রায়েণামাশয়ে গৃহ্নন্নেকদেশং ন চাতিরুক্।
পিড়কৈরবকীর্ণোঽতি পীত লোহিতপাণ্ডুরৈঃ।
মেচকাভোঽসিতঃ স্নিগ্ধো মলিনঃ শোফবান্ গুরুঃ।
গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে।
পঙ্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ।
শবগন্ধিশ্চ বীসর্পং কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্।

কর্দ্দম বিসর্প পিত্তশ্লৈষ্মিক। ইহাতে জ্বর, দেহের জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, অঙ্গের অবসাদ ও আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিভেদ, পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের গুরুতা, অপক্ক মলভেদ ও মুখাদি স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়ের কোন এক স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে অপরাপর স্থানে ব্যাপ্ত হয়। ইহা অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কা সমূহ দ্বারা আকীর্ণ এবং মেচকাভ (ময়ূরকণ্ঠ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট) বা কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ বা মলিন, শোথবিশিষ্ট, গুরু, গম্ভীরপাক (ভিতরে পাক), অতি উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পঙ্কবৎ শীর্ণমাংস, শবদুর্গন্ধি; ইহাতে মাংস সকল গলিয়া পড়ে বলিয়া শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। ইহাকেই কর্দ্দম বিসর্প বলে।

সর্ব্বজো লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বধাত্বতিসর্পণঃ।

সান্নিপাতিক বিসর্প বাতাদি ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত। ইহা সকল ধাতুতে অতিসর্পণ করে।

বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্‌।
বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম।
স্ফোটৈঃ শোফজ্বররুজা দাহাঢ্যং শ্যাব লোহিতম্‌।

শস্ত্রাদি প্রহার অথবা হিংস্র জন্তুর নখ দন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতু দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষত নিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্তের সহিত পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলত্থ কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং শোথ, জ্বর, বেদনা ও দাহবহুল কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ বিসর্প উৎপাদন করে। ইহা পিত্তজ বিসর্পের অন্তর্ভূত জানিবে।

পৃথগ্‌ দোষৈস্ত্রয়ঃ সাধ্যা দ্বন্দ্বজাশ্চানুপদ্রবাঃ।
অসাধ্যৌ ক্ষতসর্ব্বোত্থৌ সর্ব্বে চাক্রান্ত মর্ম্মকাঃ।
শীর্ণ স্নায়ু শিরা মাংসাঃ প্রক্লিন্নাঃ শবগন্ধয়ঃ।

বাতাদি পৃথক দোষজাত বিসর্পত্রয় সাধ্য, উপদ্রবরহিত দ্বন্দ্বজ বিসর্পত্রয়ও সাধ্য জানিবে, কিন্তু ক্ষতজ ও ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) বিসর্প এবং যে সকল বিসর্প মর্ম্মাক্রামক তাহারা অসাধ্য, আর যে সকল বিসর্প প্রক্লিন্ন ও শবদুর্গন্ধি এবং যাহা হইতে স্নায়ু, শিরা ও মাংস সকল গলিয়া পড়ে, তাহাও অসাধ্য।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠশ্বিত্রক্রিমিনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মিথ্যাহারবিহারেণ বিশেষেণ বিরোধিনা।
সাধুনিন্দাবধান্যস্বহরণাদ্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
পাপ্মভিঃ কর্ম্মভিঃ সদ্যঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতা মলাঃ।
শিরা প্রপদ্য তির্য্যগ্‌গাস্বগ্‌লসীকাসৃগামিষম্‌।
দূষয়ন্তি শ্লথীকৃত্য নিশ্চরন্তস্ততো বহিঃ।
ত্বচঃ কুর্ব্বন্তি বৈবর্ণ্যং দুষ্টাঃ কুষ্ঠমুশন্তি তৎ।

অতঃপর আমরা কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও ক্রিমি নিদান ব্যাখ্যা করিব। অবৈধ, বিশেষতঃ বিরোধি আহার বিহার এবং সাধু নিন্দা, সাধুবধ, পরধন হরণাদি পাপানুষ্ঠান, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট ও তির্য্যগ্‌গত সিরা সকলকে প্রাপ্ত হইয়া ত্বক, লসীকা, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করে এবং সেই দূষিত ত্বগাদিকে শিথিল করিয়া তৎপরে বাহ্যদেশে গমনপূর্ব্বক ত্বকের বৈবর্ণ্য করিয়া থাকে। ইহাকেই মুনিগণ কুষ্ঠ কহিয়া থাকেন।

কালেনোপেক্ষিতং যস্মাৎ সর্ব্বং কুষ্ণাতি তদ্বপুঃ।
প্রপদ্য ধাতূন্‌ ব্যাপ্যান্তঃ সর্ব্বান্‌ সংক্লেদ্য চাবহেৎ।
সস্বেদ ক্লেদসঙ্কোথান্‌ ক্রিমীন্‌ সূক্ষ্মান্‌ সুদারুণান্‌।
রোম ত্বক্‌ স্নায়ু ধমনী তরুণাস্থীনি যৈঃ ক্রমাৎ।
ভক্ষয়েচ্ছ্বিত্রমস্মাচ্চ কুষ্ঠ বাহ্যমুদাহৃতম্‌।

এই রোগ উপেক্ষিত হইলে, কালক্রমে সমস্ত দেহকে ক্লিন্ন করে বলিয়া ইহা কুষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ধাতুকে দুষ্ট ও ক্লিন্ন করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুদারুণ ক্রিমি এবং স্বেদ, ক্লেদ ও মাংস পচন জন্মায় এবং ঐ সকল ক্রিমি ক্রমে রোম, ত্বক, স্নায়ু, ধমনী ও তরুণাস্থি সকল ভক্ষণ করিতে থাকে। ধবলের তাদৃশ রূপ না হওয়ায় শ্বিত্রকে বাহ্যকুষ্ঠ বলে, অর্থাৎ কুষ্ঠ সর্ব্বধাতুগত এবং শ্বিত্র ত্বগ্‌গত এই মাত্র বিশেষ।

কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্‌মিশ্রৈঃ সমাগতৈঃ।
সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যাপদেশোঽধিকস্ততঃ।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাত প্রকারে পরিগণিত হয়। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক,

বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। (দোষভেদে ইহারা সাত প্রকার হইলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ আঠার প্রকার হইয়া থাকে)।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তাদৌড়ুম্বরং কফাৎ।
মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋষ্যাখ্যং * বাতপিত্তজম্।
চর্ম্মৈক কুষ্ঠং কিটিমং সিধ্মালস বিপাদিকাঃ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাঃ শ্লেষ্মপিত্তাদ্দদ্রু শতারুষী।
পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামা চর্ম্মদলং তথা।
সর্ব্বৈঃ স্যাৎ কাকণং পূর্ব্বং ত্রিকং দদ্রু সকাকণম্।
পুণ্ডরীকর্ক্ষজিহ্বে চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু।

বায়ু দ্বারা কাপাল, পিত্ত দ্বারা ঔড়ুম্বর, কফদ্বারা মণ্ডলাখ্য ও বিচর্চ্চী, বাতপিত্ত দ্বারা ঋষ্যাখ্য, বাতশ্লেষ্ম দ্বারা চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিক, পিত্তশ্লেষ্ম দ্বারা দদ্রু, শতারুঃ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এবং ত্রিদোষ দ্বারা কাকণনামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। এই সকল কুষ্ঠের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটি অর্থাৎ কাপাল, ঔড়ুম্বর ও মণ্ডলাখ্য এবং দদ্রু, কাকণ পুণ্ডরীক ও ঋষ্যজিহ্ব, এই সাতটি মহাকুষ্ঠ, অপর একাদশটি ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শ স্বেদাস্বেদ বিবর্ণতাঃ।
দাহঃ কণ্ডুস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিঃ ভ্রমঃ *।
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামপি রূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽপি কোপনম্।
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গবিশেষ অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক ঘর্ম্মনির্গম বা একেবারেই ঘর্ম্মরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু (চুলকানি, গুড়গুড়ানি, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি প্রভৃতি), অঙ্গবিশেষের স্পর্শশক্তির হানি, সূচীবেধবৎ পীড়া, শরীরে (বোল্‌তা দংশনে) শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ, গাত্র ঘূর্ণন, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থিতি, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণ স্থানের রুক্ষতা অল্প কারণেই অতি প্রকোপ, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

কৃষ্ণারুণকপালাভং রুক্ষং সুপ্তং খরং তনু।
বিস্তৃতাসমপর্য্যন্তং দূষিতৈর্লোমভিশ্চিতম্।
তোদাঢ্যমল্প কণ্ডুকং কাপালং শীঘ্র সর্পি চ।

সপ্ত মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল নামক কুষ্ঠের কিয়দংশ কৃষ্ণ ও কিয়দংশ অরুণ বর্ণ, ইহা কপালের (খাপ্‌রার) ন্যায় আভাবিশিষ্ট রুক্ষ, সুপ্ত (অসাড়), খরস্পর্শ, পাতলা, বিস্তৃত প্রান্তভাগে অসম, দুষ্ট লোমব্যাপ্ত, তোদবহুল, অল্পকণ্ডুবিশিষ্ট ও শীঘ্র সঞ্চরণশীল।

পক্বোড়ুম্বরতাম্রত্বগ্রোম গৌরশিরাচিতম্।
বহুলং বহুল ক্লেদং রক্তং দাহ রুজাধিকম্।
আশুত্থানাবদরণ ক্রিমিং বিদ্যাদুড়ুম্বরম্।

উড়ুম্বর নামক মহাকুষ্ঠ পক্ব উড়ুম্বরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ইহা গৌরবর্ণ শিরাব্যাপ্ত বহু পরিমিত, ক্লেদবহুল, রক্তবর্ণ, দাহ ও বেদনান্বিত, ইহাতে ত্বক্ তাম্রবর্ণ হয়। উড়ুম্বর কুষ্ঠ শীঘ্র শীঘ্র জন্মে, শীঘ্র শীঘ্র বিদীর্ণ হয় এবং ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র কৃমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্থিরং স্ত্যানাগুরু স্নিগ্ধং শ্বেতরক্তমনাশুগম।
অন্যোন্যসক্তমুৎসন্নং বহুকণ্ডুস্রুতিক্রিমি।
শ্লক্ষ্ণপীতাভপর্য্যন্তং মণ্ডলং পরিমণ্ডলম।

* ঋক্ষাখ্যমিতি পাঠান্তরম্।
* শ্রম ইতি পাঠান্তরম্।

মণ্ডল নামক মহাকুষ্ঠ স্থিরভাবাপন্ন, আর্দ্র, গুরু, চিক্কণ, কতক শ্বেত কতক রক্তবর্ণ, শীঘ্র সঞ্চরণশীল, পরস্পর মিলিত, উন্নত, বহু কণ্ডু, বহুস্রাব ও বহু ক্রিমিবিশিষ্ট, মণ্ডলাকার এবং ইহার প্রান্তভাগ চিক্কণ ও পীতাভ।

সকণ্ডু পিটিকা শ্যাবা লসীকাঢ্যা বিচর্চ্চিকা।

বিচর্চ্চিকা নামক মহাকুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, কণ্ডু ও পিড়কাবিশিষ্ট, ইহাতে লসীকা নামক পদার্থের আধিক্য থাকে।

পরুষং তনু রক্তান্তমন্তঃ শ্যাবং সমুন্নতম্।
সতোদ দাহরুক্‌ক্লেদং কর্কশৈঃ পিটিকৈশ্চিতম্।
ঋষ্যজিহ্বাকৃতি প্রোক্তমৃষ্যজিহ্বা বহুক্রিমি।

ঋষ্যজিহ্ব নামক মহাকুষ্ঠ পাতলা, রক্তপ্রান্ত, শ্যাবমধ্য, সমুন্নত, তোদ দাহ বেদনা ও ক্লেদান্বিত এবং কর্কশ পিড়কাব্যাপ্ত। ইহা ঋষ্যের অর্থাৎ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ঋষ্যজিহ্ব কহিয়া থাকে। ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠে বহু ক্রিমি জন্মে।

চৰ্ম্মৈক কিটিম কুষ্ঠানি।

হস্তিচর্ম্ম খরস্পর্শং চর্ম্মৈকাখ্যং মহাশ্রয়ম্॥
অস্বেদ মৎস্যশকল সন্নিভং কিটিমং পুনঃ।
রুক্ষং কিণখরস্পর্শং কণ্ডুমৎ পুরুষাসিতম্।

যে কুষ্ঠ, হস্তির চর্ম্মের ন্যায় খরস্পর্শ তাহাকে চর্ম্মকুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ মহাবাস্ত অধিকার করিয়া থাকে ও যাহাতে ঘর্ম্ম হয় না এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায় অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রস্তর সদৃশ, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। এক শব্দের অর্থ মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্র-কুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাকে এককুষ্ঠ বলে। আর যে কুষ্ঠ রুক্ষ, শুষ্ক ক্ষতস্থানের ন্যায় খরস্পর্শ, কণ্ডুবিশিষ্ট, পরুষ ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ বলা যায়।

সিধ্মালসক বিপাদিক কুষ্ঠানি।

সিধ্মং রুক্ষং বহিঃ স্নিগ্ধমন্তর্ঘৃষ্টং রজঃ কিরেৎ।
শ্লক্ষ্ণস্পর্শং তনু শ্বেততাম্রং দৌগ্ধিকপুষ্পবৎ।
প্রায়েণ চোর্দ্ধকায়ে স্যাদ্ গণ্ডৈঃ কণ্ডুযুতৈশ্চিতম্।
রক্তৈরলসকং পাণিপাদদার্য্যো বিপাদিকাঃ।
তীব্রার্ত্ত্যো মন্দ কণ্ডুশ্চ সরাগপিটিকাচিতাঃ।

সিধ্ম নামক কুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায়। ইহা শ্বেত ও তাম্রাভ, পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, স্পর্শে মসৃণ, বহির্ভাগে রুক্ষ, অন্তর্ভাগে স্নিগ্ধ। ব্যাধিস্থানে ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধি দেহের ঊর্দ্ধভাগেই বাহুল্যরূপে জন্মে। সিধ্ম (ছুলী বিশেষ)। অলসকুষ্ঠ কণ্ডুবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ পিড়কাব্যাপ্ত, তীব্র বেদনাযুক্ত, অল্প কণ্ডুবিশিষ্ট এবং যাহাতে হাত পা ফাটিয়া যায়, তাহাকে বিপাদিকা কুষ্ঠ কহে।

দীর্ঘপ্রতানা দূর্ব্বাবদতসীকুসুমচ্ছবিঃ।
উৎসন্নমণ্ডলা দদ্রুঃ কণ্ডুমত্যানুষঙ্গিণী।

যে কুষ্ঠ দূর্ব্বাবৎ দীর্ঘপ্রতান, অতসী কুসুমাভ, উন্নত মণ্ডলাকার, কণ্ডুবিশিষ্ট ও বর্দ্ধনশীল তাহাকে দদ্রু কহে।

স্থূলমূলং সদাহার্ত্তি রক্তশ্যাবং বহুব্রণম্।
শতারুঃ ক্লেদজং স্বাঢ্যং প্রায়শঃ পর্ব্বজন্ম চ।

যে কুষ্ঠ ক্লেদজাত, রক্ত বা শ্যাববর্ণ, স্থূল মূল, দাহ ও বেদনান্বিত এবং বহু ব্রণাত্মক,

তাহাকে শতারু বলে। ইহা প্রায় সর্ব্বস্থানেই জন্মে।

পুণ্ডরীক বিস্ফোট পামানি।

রক্তান্তমন্তরাঃ পাণ্ডু কণ্ডু দাহ রুজান্বিতম্।
সোৎসেধমাচিতং রক্তৈঃ পদ্মপত্রমিবাংশুভিঃ।
ঘনভূরিলসীকাসৃক্ প্রায়মাশু বিভেদি চ।
পুণ্ডরীকং তনুত্বগ্‌ভিশ্চিতং স্ফোটৈঃ সিতারুণৈঃ।
বিস্ফোটং পিটিকাঃ পামা কণ্ডুক্লেদরুজাধিকাঃ।
সূক্ষ্মাঃ শ্যাবারুণা বহ্বঃ প্রায়ঃ স্ফিক্ পাণি কূর্পরে।

পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠ পুণ্ডরীক (রক্তপদ্ম) দলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা ব্যাপ্ত, কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাযুক্ত, উন্নতাকার, আশু বিদারক, ইহার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এবং মধ্যভাগ পাণ্ডুবর্ণ। ইহাতে লসীকা ও রক্ত প্রচুর পরিমাণে থাকে।

বিস্ফোটক কুষ্ঠ পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট শ্বেত ও লোহিত স্ফোটক সমূহে ব্যাপ্ত।

কণ্ডূ, ক্লেদ ও বেদনান্বিত, শ্যাবারুণ বর্ণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা সমূহকে পামা কহে। ইহা স্ফিকে (পাছায়), হাতে ও কনুইয়েই বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে। পামা (খোস চুলকণা)।

চর্ম্মদল-কাকণকুষ্ঠে।

সস্ফোটমস্পর্শসহং কণ্ডূষাতোদ দাহবৎ।
রক্তং গলচ্চর্ম্মদলং কাকণং তীব্রদাহরুক্।
পূর্ব্বং রক্তঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ কাকণন্তীফলোপমম্।
কুষ্ঠলিঙ্গৈর্যুতং সর্ব্বৈর্নৈকবর্ণং ততো ভবেৎ।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ, কণ্ডূ, উষা, তোদ ও দাহবিশিষ্ট এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে।

কাকণ নামক কুষ্ঠ কাকণন্তী ফলের (কুঁচের) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ অন্ত লোহিত, ইহা তীব্র দাহযুক্ত এবং সর্ব্বকুষ্ঠ লক্ষণান্বিত বলিয়া একরূপ বর্ণবিশিষ্ট হয় না। অর্থাৎ শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে।

দোষভেদীয়বিহিতৈরাদিশেল্লিঙ্গকর্ম্মভিঃ।
কুষ্ঠেষু দোষোল্বণতাং সর্ব্বদোষোল্বণং ত্যজেৎ।
রিষ্টোক্তং যচ্চ যচ্চাস্থিমজ্জশুক্র সমাশ্রয়ম্।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষভেদীয় অধ্যায়োক্ত বাতাদি যে দোষের লক্ষণ ও কর্ম্ম যে কুষ্ঠে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষোল্বণ বলিয়া জানিবে। যাহা ত্রিদোষোল্বণ, যাহা বিকৃতি বিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে কথিত এবং যাহা অস্থি মজ্জা ও শুক্রগত, তাহা ত্যাগ করিবে।

যাপ্যং মেদোগতং কৃচ্ছ্রং পিত্তদ্বন্দ্বাস্রমাংসগম্।
অকৃচ্ছ্রং কফবাতাঢ্যং ত্বক্‌স্থমেকোল্বণঞ্চ যৎ॥

মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য। পিত্তজ ও দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ এবং রক্ত ও মাংসাশ্রিত কুষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ, ত্বগ্‌গত কুষ্ঠ ও এক দোষোল্বণ কুষ্ঠ সুখসাধ্য।

তত্র ত্বচি স্থিতে কুষ্ঠে তোদবৈবর্ণ্যরুক্ষতাঃ।
স্বেদস্বাপ শ্বয়থবঃ শোণিতে পিশিতে পুনঃ।
পাণিপাদাশ্রিতাঃ স্ফোটাঃ ক্লেদঃ সন্ধিষু চাধিকম্।
কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং দলনং স্যাচ্চ মেদসি।
নাসাভঙ্গোঽস্থিমজ্জস্থে নেত্ররাগঃ স্বরক্ষয়ঃ।
ক্ষতে চ ক্রিময়ঃ শুক্রে স্বদারাপত্যবাধনম্।

কুষ্ঠ ত্বগ্‌গত (রসগত) হইলে তোদ এবং অঙ্গের বৈবর্ণ্য ও রুক্ষতা, রক্তগত হইলে স্বেদ, স্পর্শশক্তির লোপ ও শোথ, মাংসগত

হইলে হস্ত ও পদে স্ফোটকোৎপত্তি এবং সন্ধিস্থল সকলে অত্যন্ত ক্লেদোদ্ভব, মেদোগত হইলে করভঙ্গ, গতিক্ষয় ও অঙ্গের দলন, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর লৌহিত্য, স্বরক্ষয় ও ক্ষতে ক্রিমি সম্ভব, শুক্রস্থ হইলে নিজ স্ত্রী পুত্রের কুষ্ঠোপদ্রবে পীড়ন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

যথাপূর্ব্বঞ্চ সর্ব্বাণি স্যুর্লিঙ্গান্যসৃগাদিষু ।

রস রক্তাদি ধাতুগত কুষ্ঠে নিজ লক্ষণ ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগত কুষ্ঠেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ রক্তগত কুষ্ঠ স্বেদাদি নিজ লক্ষণ ও তোদাদি ত্বগ্‌গত কুষ্ঠের লক্ষণ, মাংসগত কুষ্ঠে হস্তে ও পাদে স্ফোটোৎপত্তি প্রভৃতি স্বীয় লক্ষণ এবং ত্বগ্‌গত ও রক্তগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ মেদঃ প্রভৃতিতেও বুঝাইবে।

শ্বিত্রনিদানম্ ।

কুষ্ঠৈক সম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং দারুণঞ্চ তৎ ।
নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ম্ ।

শ্বিত্র (ধবলরোগ) কুষ্ঠ ও শ্বিত্র এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক, চিকিৎসাও একপ্রকার, এইজন্য শ্বিত্ররোগ কুষ্ঠ রোগাধিকারে লিখিত হইয়াছে। উভয়ের প্রভেদ এই, কুষ্ঠ সান্নিপাতিক ও শ্বিত্র পৃথক্ পৃথক্ দোষে উৎপন্ন। কুষ্ঠ রসাদি সপ্ত ধাতুকেই আক্রমণ করে, শ্বিত্র কেবল রক্ত, মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রাব হয়, কিন্তু শ্বিত্র অস্রাবি। শ্বিত্রের পর্য্যায় কিলাস ও দারুণ।

বাতাদ্রুক্ষারুণং পিত্তাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ ।
সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাচ্ছ্বেতং ঘনং গুরু ।
সকণ্ডু চ ক্রমাদ্রক্ত মাংস মেদঃসু চাদিশেৎ ॥

বাতজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণ বর্ণ, পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত ও অন্তে লোহিত। ইহা দাহযুক্ত ও রোমনাশক। কফজ শ্বিত্র শ্বেত বর্ণ, ঘন, গুরু ও কণ্ডুযুক্ত। এই বাতজাদি শ্বিত্রকে যথাক্রমে রক্তাদি ধাত্বাশ্রয়ী জানিবে। অর্থাৎ বাতোদ্ভব শ্বিত্র রক্তাশ্রয়ী, পিত্তোদ্ভব শ্বিত্র মাংসাশ্রয়ী এবং কফোদ্ভব শ্বিত্র মেদঃসংশ্রয়ী হইয়া থাকে।

বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্ ।

এবেতি চার্থে। উভয়ং দোষোদ্ভবং রক্তাদ্যাশ্রয়ং শ্বিত্রং বর্ণেন সেদৃগরুণং তাম্রং শ্বেতং যথাক্রমম্। ন পুনর্বাতাদ্যুদ্ভবত্বাদন্যবর্ণঃ রক্তাদিসংশ্রয়ত্বাদন্যবর্ণমিত্যর্থঃ। তচ্চ শ্বিত্রং বাতোদ্ভবং রক্তসংশ্রয়ং চোত্তরোত্তরং কৃচ্ছ্রসাধ্যমাদিশেতি প্রকৃতম্। রক্তাশ্রয়াদ্বাতজাৎ কৃচ্ছ্রান্মাংসাশ্রয়ং পিত্তজং কৃচ্ছ্রতরম্। ততোঽপি মেদঃসংশ্রিতং কফজং কৃচ্ছ্রতমমিতি।

এই অরুণাদি বর্ণদ্বারা শ্বিত্রের বাতাদি দোষ ও রক্তাদি অধিষ্ঠান উভয়ই জানিবে, অর্থাৎ অরুণ বর্ণ শ্বিত্র বাতজ ও রক্তসংশ্রয়ী, তাম্রবর্ণ শ্বিত্র পিত্তজ ও মাংসসংশ্রয়ী এবং শ্বেত বর্ণ শ্বিত্র কফজ ও মেদঃসংশ্রয়ী। ইহারা যথাক্রমে কৃচ্ছ্রসাধ্য।

অশুক্লরোম বহুলমসংসৃষ্টং মিথো নবম্ ।
অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যং শ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোঽন্যথা ।
গুহ্যপাণিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনম্ ।

শ্বিত্র যদি অচিরোৎপন্ন, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও অল্পপরিমিত হয় এবং উহা যদি অগ্নিদগ্ধজ না হয় ও শ্বিত্রস্থানে রোম সকল যদি শুক্লবর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহার বিপরীত হইলে অসাধ্য জানিবে। গুহ্যদেশ (লিঙ্গ ও যোনি), হস্ততল, পদতল, ও ওষ্ঠজাত শ্বিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও তাহা বর্জ্জনীয়।

স্পর্শৈকাহার শয্যাদি সেবনাৎ প্রায়শো গদাঃ।
সর্ব্বে সঞ্চারিণো নেত্রত্বগ্বিকারা বিশেষতঃ॥

প্রায় সকল রোগই, গাত্র সংস্পর্শ, একত্র আহার ও একশয্যাদি সেবন দ্বারা সঞ্চরী হয়, অর্থাৎ এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। কিন্তু নেত্র রোগ ও ত্বগ্‌গত বিকার, ইহারা বিশেষরূপ সংক্রামক।

ক্রিমিনিদানম্।

ক্রিময়স্তু দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
বহির্মল কফাসৃগ্‌বিড়্ জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ॥
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ *।
তিল প্রমাণ সংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিটিকা কণ্ডুগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুই প্রকার, অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্য ক্রিমি, আর কতকগুলি আভ্যন্তরিক ক্রিমি। জন্মভেদে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, বহির্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি। আরও নাম ভেদে তাহারা বিংশতি প্রকার পরিগণিত হইতে পারে, ক্রমশঃ ঐ বিংশতি প্রকারের নাম বলা যাইতেছে।

বাহ্য ক্রিমি সকল গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের পরিণাম আকার ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা বহু পাদবিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম এবং কেশ বা বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল ক্রিমি যূকা ও লিক্ষা নামে অভিহিত। ইহারা কোঠ, পিড়কা, কণ্ডু ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

কুষ্ঠৈকহেতবোঽন্তর্জাঃ শ্লেষ্মজাস্তেষু চাধিকম্।
মধুরান্ন গুড় ক্ষীর দধি সক্তু নবোদনৈঃ॥

অবৈধ ও বিরুদ্ধ আহারাদি কুষ্ঠের যে নিদান আভ্যন্তর ক্রিমিরও সেই নিদান জানিবে। আভ্যন্তর ক্রিমির মধ্যে কফজ ক্রিমি সকল মধুর অন্ন, গুড়, ক্ষীর, দধি, সক্তু ও নূতন তণ্ডুলের অন্ন ভোজন দ্বারা বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে।

শকৃজ্জা বহুবিড়্‌ধান্যপর্ণ শাকোলকাদিভিঃ॥

যব মাষাদি বহু পুরীষোৎপাদক ধান্য, পত্রশাক ও শিম্বীধান্যাদি ভোজন দ্বারা পুরীষজ ক্রিমিগণ বিশেষরূপে উৎপন্ন হয়।

কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ।
পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্ গণ্ডূপদোপমাঃ॥
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারা তন্বদীর্ঘা স্তথাণবঃ।
শ্বেতাস্তাম্রবিভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে॥
অন্ত্রাদা উদরাবিষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ *।
চুরবো † দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥
হৃল্লাস মাস্যস্রবণ মবিপাক মরোচকম্।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহ কার্শ্যক্ষবথু পীনসান্॥

কফজনিত ক্রিমি সকল আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতা সদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলুক (কেঁচো) তুল্য, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেত, কতকগুলি বা তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ যথা, অন্ত্রাদ, উদরাবিষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, (বা মহাকুহ)

---

* বাহ্যাস্তত্রাসৃগুদ্ভবাঃ। ইতি পাঠান্তরম্। তত্র তেষু বাহ্যান্তরেষু ক্রিমিষু মধ্যেঽসৃগুদ্ভবা অসৃজা রক্তেন বাহ্যমলরূপেণোৎপন্না বাহ্যাঃ।

* মহাকুহা ইতি পাঠান্তরম্।

† কুরব ইতি পাঠান্তরম্।

চ্যুরব (বা কুরব) দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। কফজ ক্রিমি জন্মিলে বমনবেগ, মুখস্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ, (বায়ু কর্ত্তৃক উদর ও মলমূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে,) কৃশতা, হাঁচী ও পীনস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তবাহিশিরোত্থানা রক্তজা জন্তবোঽণবঃ।
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ॥
কেশাদা রোমবিধ্বংসো রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ।
ষট্ তে কুষ্ঠৈক কর্ম্মাণঃ সহ সৌরসমাতরঃ॥

রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় জন্মে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, পাদরহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার যথা, কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। একমাত্র কুষ্ঠোৎপাদনই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম।

পক্কাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধো বিসর্পিণঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ॥
তদাস্যোদ্গার নিঃশ্বাসা বিড়্‌গন্ধানুবিধায়িন।
পৃথু বৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাব পীত সিতাসিতাঃ॥
তে পঞ্চ নাম্না কৃময়ঃ ককেরুক মকেরুকাঃ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি চ॥
বিড়্‌ভেদ শূলবিষ্টম্ভ কার্শ্য পারুষ্য পাণ্ডুতাঃ।
রোমহর্ষাগ্নি সদন গুদ কণ্ডূর্বিমার্গগাঃ॥

পুরীষজ ক্রিমিগণ পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখনই অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগীর উদ্গারে ও নিঃশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পৃথ্বাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূল এবং কেহ শ্যাব, কেহ পীত, কেহ শ্বেত, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ। নামভেদে তাহারা পাঁচ প্রকার যথা, ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডু এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতব্যাধিনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বার্থানর্থকরণে বিশ্বস্যাস্যৈককারণম্।
অদুষ্ট দুষ্টঃ পবনঃ শরীরস্য বিশেষতঃ॥

অতঃপর আমরা বাতব্যাধিনিদান ব্যাখ্যা করিব। অদুষ্ট এবং দুষ্ট বায়ু জগতের বিশেষতঃ শরীরের শুভাশুভোৎপত্তির একমাত্র কারণ, অর্থাৎ অদুষ্ট বায়ু শুভোৎপত্তির এবং দুষ্ট বায়ু অশুভোৎপত্তির প্রধান হেতু।

স বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
স্রষ্টা ধাতা বিভুর্বিষ্ণুঃ সংহর্ত্তা মৃত্যুরন্তকঃ।
তদদুষ্টৌ প্রযত্নেন যতিতব্যমতঃ সদা॥

সেই বায়ু বিশ্বরূপী, প্রজাপতি, স্রষ্টা, ধাতা, বিভু, বিষ্ণু, সংহর্ত্তা, মৃত্যু ও অন্তক। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ব অর্থাৎ শরীরজনন বর্দ্ধন ধারণ ভঞ্জন ও শোষণাদি যাহার কর্ম্ম তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলে। বিশ্বাত্মা বিশ্বের অর্থাৎ শুভাশুভের আত্মা (হেতু)। বিশ্বরূপ বিশ্ব স্বাভাব। প্রজাপতি প্রজার পালক। ধাতা বিশ্বের ধারক অর্থাৎ বাহ্যলোক বায়ুমণ্ডলে ধৃত হইয়া আছেন। বিভু শুভাশুভ কারণে সমর্থ। বিষ্ণু ব্যাপী। সংহর্ত্তা সংহার কর্ত্তা। মৃত্যু যমরূপ অর্থাৎ তৎকার্য্যকারী। অন্তক যম অর্থাৎ সাক্ষাৎ মারক।

তস্মোক্তং দোষবিজ্ঞানে কর্ম্ম প্রাকৃত বৈকৃতম্।
সমাসাদ্ব্যাসতো দোষভেদীয়ে নাম ধাম চ।
প্রত্যেকং পঞ্চধাচারো ব্যাপারশ্চেহ বৈকৃতম্।
তস্মোচ্যতে বিভাগেন সনিদানং সলক্ষণম্।

দোষ বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে সংক্ষেপে বায়ুর প্রাকৃত ও বৈকৃত কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। দোষভেদীয়াধ্যায়ে তাহাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, গতি ও ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক বলা গিয়াছে; এই অধ্যায়ে সেই বায়ুর বৈকৃত কর্ম্ম, বিভাগানুসারে নিদান ও লক্ষণের সহিত বলিব।

ধাতুক্ষয়করৈর্বায়ুঃ কুপ্যত্যতি নিষেবিতৈঃ।
চরন্ স্রোতঃসু রিক্তেষু ভৃশং তান্যেব পূরয়ন্।
তেভ্যোঽন্যদোষপূর্ণেভ্যঃ প্রাপ্য বাবরণং বলী।

ধাতুক্ষয়কর আহার বিহারাদি অতি সেবনদ্বারা বায়ু রিক্ত স্রোতঃ সকলে বিচরণ ও তাহাদিগকে পূরণ করিয়া অথবা অন্য দোষদ্বারা পূর্ণ সেই স্রোতঃ সকল হইতে আবরণ প্রাপ্ত হইয়া কুপিত ও বলবান্ হয়। অর্থাৎ ধাতুক্ষয় হইলে স্রোতঃ সকল রিক্ত ও বায়ু কুপিত হয় এবং সেই কুপিত বায়ু ঐ রিক্ত স্রোতে বিচরণ ও তাহাদিগের পূরণ করে; কিংবা অন্য দোষদ্বারা স্রোতঃ সকল পূর্ণ হইলেও বায়ু আবরণ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বলবান্ ও কুপিত হইয়া থাকে।

তত্র পক্বাশয়ে ক্রুদ্ধঃ শূলানাহান্ত্রকূজনম্।
মলরোধাশ্ম বর্দ্ধ্মার্শস্ত্রিক পৃষ্ঠকটী গ্রহম্।
করোত্যধর কায়েষু তাংস্তান্ কৃচ্ছ্রানুপদ্রবান্।
আমাশয়ে তৃড্ বমথু শ্বাস কাস বিসূচিকাঃ।
কণ্ঠোপরোধমুদ্গারান্ ব্যাধীনূর্দ্ধঞ্চ নাভিতঃ।
শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং ত্বচি স্ফুটন রুক্ষতাঃ।
রক্তে তীব্রা রুজঃ স্বাপং তাপং রাগং বিবর্ণতাম্।
অরুংব্যন্নস্য বিষ্টম্ভমরুচিং কৃশতাং ভ্রমম্।
মাংসমেদোগতো গ্রন্থীংস্তোদাঢ্যান্ কর্কশান্ ভ্রমম্।
গুর্ব্বঙ্গঞ্চাতিরুক্ স্তব্ধমুষ্টি দণ্ডহতোপমম্।

অস্থিস্থঃ সক্থিসন্ধ্যস্থিশূলং তীব্রং বলক্ষয়ম্।
মজ্জস্থোঽস্থিষু শৌষির্য্যমস্বপ্নং স্তব্ধতাং রুজম্।
শুক্রস্য শীঘ্রমুৎসর্গং সঙ্গং বিকৃতিমেব চ।
তদ্বদ্গর্ভস্য শুক্রস্থঃ শিরাস্বাধ্মানরিক্ততে।
তৎস্থঃ স্নাবস্থিতঃ কুর্য্যাদ্ গৃধ্রস্যায়াম কুব্জতাঃ।
বাতপূর্ণ দৃতিস্পর্শং শোথং সন্ধিগতোঽনিলঃ।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োঃ প্রবৃত্তিঞ্চ সবেদনাম্।
সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়স্তোদ ভেদ স্ফুরণ ভঞ্জনম্।
স্তম্ভমাক্ষেপণং স্বাপং সন্ধ্যাকুঞ্চন কম্পনম্।

উপরি উক্ত কারণদ্বয়ে বায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হইলে শূল, আনাহ, অন্ত্রকূজন, মলরোধ, অশ্মরী, বর্দ্ধ্ম, অর্শ, ত্রিক, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা এবং শরীরের অধোভাগে নানাবিধ কষ্টদায়ক উপদ্রব উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু আমাশয়স্থ হইলে তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস কাস, বিসূচিকা, কণ্ঠরোধ, উদ্গার ও নাভির উর্দ্ধদেশে বাতজ ব্যাধি জন্মে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে ইন্দ্রিয় নাশ, ত্বগ্‌গত হইলে ত্বকের স্ফুটন ও রুক্ষতা হয়। দুষ্ট বায়ু রক্তস্থ হইলে তীব্র যন্ত্রণা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সন্তাপ, বেদনা, বিবর্ণতা, ব্রণোৎপত্তি, ভুক্তান্নের স্তব্ধতা, অরুচি, কৃশতা ও ভ্রম হয়। মাংস ও মেদোগত হইলে তোদাদি বেদনাযুক্ত কর্কশ গ্রন্থির উদ্ভব ও ভ্রম হয় এবং অঙ্গ গুরু, অতি ব্যথিত, স্তব্ধ ও দণ্ডমুষ্টিদ্বারা আহতবৎ হয়। অস্থিস্থ কুপিত বায়ু সক্থি সন্ধি ও অস্থিতে তীব্র শূল জন্মায় ও বলক্ষয় করে। মজ্জস্থ হইলে অস্থিতে ছিদ্র, স্তব্ধতা ও বেদনা; শুক্রস্থ হইলে শীঘ্র শুক্রের এবং গর্ভের মোচন বা রোধ ও তাহার বিকৃতি করে। শিরাস্থ হইলে শিরার স্ফীততা ও শূন্যতা; স্নায়ু সংশ্রিত হইলে আয়াম ও কুব্জতা; সন্ধিগত হইলে বাতপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শোথ এবং প্রসারণে বা আকুঞ্চনে বেদনা; সর্ব্বাঙ্গগত হইলে তোদ, ভেদ বা ভঙ্গবদ্ বেদনা, স্পন্দন, স্তব্ধতা,

আক্ষেপ, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সন্ধির আকুঞ্চন বা কম্পন হয়।

যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ ক্রুদ্ধোঽভ্যেতি মুহুর্মুহুঃ।
তদাঙ্গমাক্ষিপত্যেষ ব্যাধিরাক্ষেপকঃ স্মৃতঃ।

কুপিত বায়ু যখন ধমনী সকলকে আশ্রয় করে তখনই অঙ্গকে মুহুর্মুহুঃ আক্ষিপ্ত করে। মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হেতু ইহাকে আক্ষেপক কহে।

অধঃ প্রতিহতো বায়ুর্ব্রজত্যূর্দ্ধং হৃদাশ্রয়াঃ।
নাড়ীঃ প্রবিশ্য হৃদয়ং শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্।
আক্ষিপেৎ পরিতো গাত্রং ধনুর্বচ্চাস্য নাময়েৎ।
কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসিতি স্তব্ধ স্রস্তমীলিত দৃক্ ততঃ।
কপোত ইব কূজেৎ স নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ।
স এব চাপতানাখ্যো মুক্তে তু মরুতা হৃদি।
অশ্নুবীত মুহুঃ স্বাস্থ্যং মুহুরস্বাস্থ্যমাবৃতে।

অধঃ প্রতিহত কুপিত বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া হৃদয়স্থ ধমনী সমূহ এবং হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খদেশে পীড়া প্রদানপূর্ব্বক গাত্রকে ইতস্ততঃ চালিত ও ধনুর্ব্বৎ নমিত করে, তাহাতে রোগী অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে এবং স্তব্ধাক্ষ, নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হইয়া কপোতের ন্যায় কূজন করে। এই রোগকে অপতন্ত্রক বা অপতানক কহে। অপতন্ত্রক রোগে কুপিত বায়ু যখন হৃদয়কে ত্যাগ করে, তখন রোগী সুস্থ এবং যখন হৃদয়কে আক্রমণ করে, তখনই অসুস্থ হয়, এইরূপে রোগী মুহুর্মুহুঃ স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য ভোগ করে।

গর্ভপাত সমুৎপন্নঃ শোণিতাতিস্রবোত্থিতঃ।
অভিঘাতসমুত্থশ্চ দুশ্চিকিৎস্যতমো হি সঃ।

গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাত হেতু যে অপতানক উৎপন্ন হয়, তাহা দুশ্চিকিৎস্যতম।

অন্তরায়াম-বহিরায়ামৌ।

মন্যে সংস্তভ্য বাতোঽন্তরায়চ্ছন্ ধমনীর্যদা।
ব্যাপ্নোতি সকলং দেহং জত্রুরায়ম্যতে তদা।
অন্তর্ধনুরিবাঙ্গঞ্চ বেগৈঃ স্তব্ধঞ্চ নেত্রয়োঃ।
করোতি জৃম্ভাং দশনং দশনানাং কফোদ্বমম।
পার্শ্বয়োর্বেদনাং বাক্য হনু পৃষ্ঠ শিরোগ্রহম্।
অন্তরায়াম ইত্যেষ বাহ্যায়ামশ্চ তদ্বিধঃ।
দেহস্য বহিরায়ামাৎ পৃষ্ঠতো নীয়তে শিরঃ।
উরশ্চোৎক্ষিপ্যতে তত্র কন্ধরা চাবমৃদ্যতে।
দন্তেষ্বাস্যেষু বৈবর্ণ্যং প্রস্বেদঃ স্তব্ধগাত্রতা।
বাহ্যায়ামং ধনুস্তম্ভং ব্রুবতে বেগিনঞ্চ তম্।

কুপিত বায়ু যখন গ্রীবা ও পার্শ্বাশ্রিত মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত ও ধমনী সকলকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, তখন জত্রুস্থান (বক্ষঃ ও গ্রীবার সন্ধিস্থান) বক্র, অভ্যন্তরে ধনুকের ন্যায় বেগে ক্রোড় নত ও নেত্রদ্বয় স্তব্ধ এবং জৃম্ভা, দন্তখাদন, কফবমন, পার্শ্ববেদনা, বাক্‌রোধ, হনু, পৃষ্ঠ ও মস্তকের স্তব্ধতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে। ইহাকেই অন্তরায়াম কহে। বহিরায়ামও এইরূপ। ইহাতে দেহ পৃষ্ঠনত অর্থাৎ পৃষ্ঠভাগে ধনুকের ন্যায় অবনত মস্তক পৃষ্ঠাভিমুখে নীত, বক্ষঃস্থল উন্নত, গ্রীবা অবমর্দ্দিত, দন্ত ও মুখ বিবর্ণ, দেহ ঘর্ম্মাক্ত ও গাত্র স্তব্ধ হয়। এইরূপ বাতব্যাধিকে বহিরায়াম বা ধনুস্তম্ভ কহে, কেহ কেহ ইহাকে বেগীও কহিয়া কহেন।

ব্রণায়ামঃ।

ব্রণং মর্ম্মাশ্রিতং প্রাপ্য সমীরণ সমীরণাৎ।
ব্যাযচ্ছতি তনুং দোষাঃ সর্ব্বামাপাদমস্তকম্।
তৃষ্যতঃ পাণ্ডুগাত্রস্য ব্রণায়ামঃ স বর্জ্জিতঃ।

কুপিত বায়ু মর্ম্মাশ্রিত ব্রণকে (ক্ষতকে) প্রাপ্ত, তদনন্তর বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত ও আপাদ

মস্তক সমস্ত দেহে বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ আয়াম উপস্থিত করে, ইহাকেই ব্রণায়াম কহে। ব্রণায়াম রোগে রোগীর তৃষ্ণা ও গাত্র পাণ্ডুবর্ণ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বেষ্বাক্ষেপকেষু চ।

সর্ব্বপ্রকার আক্ষেপ রোগে বায়ুর বেগ শান্ত হইলেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে।

জিহ্বাতিলেখনাচ্ছুষ্ক ভক্ষণাদভিঘাততঃ।
কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনূ।
করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্।
হনুস্রংসঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্বণ ভাষণম্॥

জিহ্বার অতি লেখন (অধিক জিব ছোলা), কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ ও অভিঘাত প্রাপ্তি, এই সকল কারণে হনু (চোয়াল) মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া ঐ হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে, তাহাতে রোগী বিবৃত মুখ সংবৃত (বুজিতে) ও সংবৃত মুখ বিবৃত (হাঁ) করিতে পারে না। ইহাকেই হনুস্রংস কহে। এই রোগী অতি কষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা কহিতে পারে।

বাগ্‌বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ।
জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্ন পানবাক্যেষ্বনীশতা।

কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বা স্তম্ভ করে। জিহ্বাস্তম্ভরোগে রোগী পান ভোজন ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয়।

শিরসা ভারহরণাদতিহাস্যপ্রভাষণাৎ।
উত্রাস বক্ত্র ক্ষবথু স্বর কার্ম্মুক কর্ষণাৎ।
বিষমাদুপধানাচ্চ কঠিনানাঞ্চ চর্ব্বণাৎ।
বায়ুর্বিবৃদ্ধস্তৈস্তৈশ্চ বাতলৈরূর্দ্ধমাস্থিতঃ।
বক্রীকরোতি বক্ত্রার্দ্ধমুক্তং হসিতমীক্ষিতম্।
ততোঽস্য কম্পতে মূর্দ্ধা বাক্‌সঙ্গঃ স্তব্ধনেত্রতা।
দন্তচালঃ স্বরভ্রংসঃ শ্রুতিহানিঃ ক্ষবগ্রহঃ।
গন্ধাজ্ঞানং স্মৃতের্মোহস্ত্রাসঃ সুপ্তস্য জায়তে।
নিষ্ঠীবঃ পার্শ্বতো যায়াদেকস্যাক্ষো নিমীলনম্।
জত্রোরূর্দ্ধং রুজা তীব্রা শরীরার্দ্ধেঽধরেঽপি বা।
তমাহুরর্দ্দিতং কেচিদেকায়ামমথাপরে।

মস্তকে ভারবহন, অতি হাস্য, অতি কথন, উত্রাসবক্ত্র, হাঁচী, কঠিন ধনুরাকর্ষণ, উচু নীচু বালীশে মস্তক স্থাপন, কঠিন বস্তু চর্ব্বণ, এই সকল কারণে এবং এতদ্ভিন্ন বাতপ্রকোপক অন্যান্য হেতুতে বায়ু কুপিত ও দেহের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগকে এবং কথন হাস্য ও দৃষ্টিকে বক্র করে, তৎপরে রোগীর মস্তক কম্পন, বাক্‌সঙ্গ (কথা আট্‌কায়), নেত্রের স্তব্ধতা, দাঁতনড়া, স্বরভ্রংশ, শ্রবণশক্তির হানি, হাঁচী-রোধ, গন্ধাজ্ঞান (গন্ধ না পাওয়া), স্মৃতির মোহ, সুপ্তাবস্থায় ত্রাস, পার্শ্ব দিয়া নিষ্ঠীবন, (মুখের পাশ দিয়া উর্দ্ধে এবং শরীরের অর্দ্ধ বা অধোভাগে তীব্র বেদনা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এইরূপ ব্যাধিকে অর্দ্দিত বলে, কেহ কেহ ইহাকে একায়াম কহেন)।

রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ।
রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাৎ শিরাগ্রহঃ।

কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া গ্রীবাদেশস্থ শিরোধর যাবতীয় শিরাকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ করে। এইরূপ রোগকে শিরাগ্রহ কহে। ইহা অসাধ্য।

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাঃ স্নায়ূর্বিশোষ্য চ।
পক্ষমন্যতরং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।
কৃৎস্নোঽর্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ।
একাঙ্গরোগঃ তঞ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে।

দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ ও তদ্‌ভাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধন বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ, একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন)

করে, সুতরাং সেইপক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ বা পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে। আর যদি ঐ দুষ্ট বায়ু সমস্ত শরীরকে আক্রমণ ও সর্ব্বশরীরস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধন বিশ্লেষ পূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গরোগ কহিয়া থাকে।

শুদ্ধবাতহতঃ পক্ষঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো মতঃ।
কৃচ্ছ্রস্ত্বন্যেন সংসৃষ্টো বিবর্জ্জ্যঃ ক্ষয়হেতুকঃ॥

কেবলমাত্র বাতদ্বারা যে পক্ষাঘাত হয়, তাহা অতি কষ্টসাধ্য; কিন্তু বায়ু, কফ বা পিত্তসংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ধাতুক্ষয় নিমিত্ত পক্ষাঘাতও বর্জ্জনীয়।

আমবদ্ধায়নঃ কুর্য্যাৎ সংস্তভ্যাঙ্গং কফান্বিতঃ।
অসাধ্যং হতসর্ব্বেহং দণ্ডবদ্দণ্ডকং মরুৎ॥

কফান্বিত বায়ু আমদ্বারা স্রোতঃসকলের দ্বার রুদ্ধ ও অঙ্গকে স্তম্ভিত করিয়া দণ্ডক নামক বাতব্যাধি উৎপাদন করে। ইহাতে দেহ দণ্ডবৎ স্তম্ভিত ও সমস্ত শরীর ক্রিয়ারহিত হয়। এই ব্যাধি অসাধ্য।

অংসমূলস্থিতো বায়ুঃ শিরাঃ সঙ্কোচ্য তত্রগাঃ।
বাহুপ্রস্পন্দিতহরং জনয়ত্যববাহুকম্॥

স্কন্ধমূল স্থিত কুপিত বায়ু তত্রস্থ শিরা সকল সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক নামক বাতাদি উৎপাদন করে। ইহাতে বাহুর স্পন্দন শক্তির লোপ হয়।

তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যা কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।
বাহুচেষ্টাপহরণী বিশ্বচী নাম সা স্মৃতা॥

বাহুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে কণ্ডরা (সুমহান্ স্নায়ু সংঘাত) অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহা বাতার্দ্দিত হইয়া বাহুর ব্যাপার নাশ করে। ইহাকেই বিশ্বচী কহে।

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা।
তদা খঞ্জো ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োরপি॥

কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু যখন এক পায়ের ঊর্দ্ধ জঙ্ঘায় কণ্ডরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তখন মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া) হয়। আর যখন দুইটি পায়েরই কণ্ডরাকে আক্ষিপ্ত করে, তখন পঙ্গু হয়।

কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ যাতি যঃ।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥

যে ব্যক্তি গমন আরম্ভ করিবার সময় কাঁপিয়া কাঁপিয়া পরে খঞ্জনের ন্যায় গমন, করে, তাহাকে কলায় খঞ্জ কহে। এই রোগে সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়।

ঊরুস্তম্ভনিদানম্।

শীতোষ্ণদ্রব সংশুষ্ক গুরু স্নিগ্ধৈর্নিষেবিতৈঃ।
জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস সংক্ষোভ স্বপ্ন জাগরৈঃ॥
সশ্লেষ্মমেদঃ পবনঃ সামমত্যর্থ সঞ্চিতম্।
অভিভূয়েতরং দোষমূরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে॥
সক্থ্যস্থীনি প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন চ।
তদা স্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ॥
পরকীয়াবিব গুরূ স্যাতামতিভৃশব্যথৌ।
ধ্যানাঙ্গমর্দ্দ স্তৈমিত্য তন্দ্রা চ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরৈঃ॥
সংযুক্তৌ পাদসদন কৃচ্ছ্রোদ্ধরণ সুপ্তিভিঃ।
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে॥

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দ্রব্য সেবন, অনেক ভাগ জীর্ণ অল্প অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীর চালনা), দিবা নিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ, এই সকল কারণে কুপিত বায়ু, দুষ্ট মেদঃ ও শ্লেষ্মার সহিত

মিলিত হইয়া আম রসযুক্ত, অতিসঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত শ্লেষ্ম দ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া, উহাকে স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, গুরু ও অতিশয় বেদনাযুক্ত করে এবং রোগীর এরূপ বোধ হয়, যেন উরু তাহার নয়, অপরের। এই রোগে দুর্ভাবনা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর হয় এবং পায়ের অবসাদ, কষ্টে সঞ্চালন ও স্পর্শানভিজ্ঞতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ রোগকে উরুস্তম্ভ এবং কেহ কেহ আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন।

বাতশোণিতজঃ শোফো জানুমধ্যে মহারুজঃ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষশ্চ স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ।

কুপিত বায়ু ও দুষ্ট রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি বেদনাদায়ক শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ দেখিতে ক্রোষ্টুকের (শৃগালের মস্তকের) মত হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে।

রুক্ পাদে বিষমন্যস্তে শ্রমাদ্ বা জায়তে যদা।
বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্।

বিষমভাবে পাদন্যাস বা অধিক পরিশ্রম হেতু বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাধির নাম বাতকণ্টক (খড়ুয়া বাত)।

পার্ষ্ণিং প্রত্যঙ্গুলীনাং যা কণ্ডরা মারুতার্দ্দিতা।
সক্থ্যুৎক্ষেপং নিগৃহ্ণাতি গৃধ্রসীং তাং প্রচক্ষতে।

পার্ষ্ণির অভিমুখে অঙ্গুলির যে কণ্ডরা আছে, তাহা বাতার্দ্দিত হইয়া পায়ের উৎক্ষেপ শক্তি নষ্ট করে, ইহাকেই গৃধ্রসীরোগ কহে।

বিশ্বচী গৃধ্রসী চোক্তা খল্লী তীব্ররুজান্বিতা।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্বচী ও গৃধ্রসী, তীব্ররুজান্বিত হইলে, তাহারা খল্লীনামে অভিহিত হয়।

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চ প্রসুপ্তবৎ।
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফমারুতকোপজঃ।

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপহেতু পাদহর্ষ নামক বাতব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পাদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন ও রোমাঞ্চ প্রায় অর্থাৎ ঝিনি ঝিনিবদ্ বেদনাবিশিষ্ট হয়, ইহাকে পাদহর্ষ কহে। সচরাচর যে ঝিনি ঝিনি উপস্থিত হয়, তাহা অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু পাদহর্ষ ঝিনিঝিনি অধিককাল থাকে।

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ।
বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ।

পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত কুপিত বায়ু পাদদাহ রোগ উৎপাদন করে। সদা ভ্রমণকারী ব্যক্তিরই এই পাদদাহ অতি প্রবলতর হইয়া থাকে।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতশোণিতনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিদাহ্যন্নং বিরুদ্ধঞ্চ তত্তাচ্চাসৃক্ প্রদূষণম্।
ভজতাং বিধিহীনঞ্চ স্বপ্ন জাগর মৈথুনম্।
প্রায়েণ সুকুমারাণামচঙ্ক্রমণশীলিনাম্।
অভিঘাতাদশুদ্ধেশ্চ নৃণামসৃজি দূষিতে।
বাতলৈঃ শীতলৈর্বায়ুর্বৃদ্ধঃ ক্রুদ্ধো বিমার্গগঃ।
তাদৃশেনাসৃজা রুদ্ধঃ প্রাক্ তদেব প্রদূষয়েৎ।
আঢ্যরোগং খুড়ং বাতবলাসং বাতশোণিতম্।
তদাহুর্নামভিস্তচ্চ পূর্ব্বং পাদৌ প্রধাবতি।
বিশেষাদ্ যান যানাদ্যৈঃ প্রবলৌ তস্য লক্ষণম্।

অতঃপর আমরা বাতরক্ত নিদান ব্যাখ্যা করিব। বিদাহি ও বিরুদ্ধ অন্ন ভোজন, রক্তপ্রদূষক যাবতীয় হেতু এবং নিদ্রা, জাগরণ

ও মৈথুনের অবৈধ সেবন, নিরন্তর সুখোপ-বেশন, অভিঘাত ও অশুদ্ধি (যথাবিধি বমন বিরেচনাদি দ্বারা মল নির্হরণ করিয়া শোধন না করা), এই সকল কারণে রক্ত দূষিত হইলে এবং তৎপরে বাতপ্রকোপণ হেতুতে ও অতি শৈত্য সেবনে বায়ু প্রকুপিত, বর্দ্ধিত ও বিমার্গগত হইলে, তখন ঐ দুষ্ট রক্ত দ্বারা ঐ কুপিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া অগ্রে রক্তকেই অধিকতর দূষিত করে, পরে মাংসাদি সকল ধাতুকেই দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপ বাতদুষ্ট রক্তকেই আচার্য্যেরা আঢ্যরোগ, খুড়বাত, বাতবলাস ও বাতরক্ত নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ এই রোগ, প্রথমে পাদদেশেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদি হস্তী ও ঘোটকাদি যানাবরোহণ রূপ কারণ ঘটে তাহা হইলে ইহা অতি প্রবলভাবে পাদদ্বয় আশ্রয় করে। বাতরক্ত রোগ, প্রায় অযথা আহার-বিহারকারী, কোমলাঙ্গ ও স্থূলকায় ব্যক্তিদিগেরই হইতে দেখা যায়।

বাতরক্তস্য পূর্ব্বরূপম্।

ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসমং তথা সাদঃ শ্লথাঙ্গতা।
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস হস্ত পাদাঙ্গ সন্ধিষু।
কণ্ডুস্ফুরণ নিস্তোদ ভেদ গৌরব সুপ্ততাঃ।
ভূত্বা ভূত্বা প্রণশ্যন্তি মুহুরাবির্ভবন্তি চ।

কুষ্ঠের যে সকল পূর্ব্বরূপ, বাতরক্তেরও তাহাই জানিবে, তদ্ভিন্ন অঙ্গের অবসাদ, শৈথিল্য এবং জানু জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থলে কণ্ডু, স্ফুরণ, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ পীড়া, গুরুতা ও স্পর্শানভিজ্ঞতা এই সকল লক্ষণ মুহুর্মুহুঃ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে থাকে।

পাদয়োর্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোরিব বিষং ক্রুদ্ধং কৃৎস্নং দেহং বিধাবতি।

বাতরক্ত পাদমূল, কখন কখন বা হস্তমূল হইতেও আরম্ভ হইয়া মূষিকবিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সমস্ত দেহে ধাবিত হয়।

ত্বঙ্‌মাংসাশ্রয়মুত্তানং তৎপূর্ব্বং জায়তে ততঃ।
কালান্তরেণ গম্ভীরং সর্ব্বান্ ধাতূনভিদ্রবৎ।

উত্তান ও গম্ভীর ভেদে বাতরক্ত দ্বিবিধ। উত্তান বাতরক্ত, ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে উহাই মেদঃ প্রভৃতি অপরাপর ধাতুকে আশ্রয় করিলে, তখন গম্ভীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কণ্ড্বাদি সংযুতোত্তানে ত্বক্ তাম্রশ্যাব লোহিতা।
সায়ামা ভৃশদাহোষা গম্ভীরেঽধিকপূর্ব্বরুক্।
শ্বয়থুর্গ্রথিতঃ পাকী বায়ুঃ সন্ধ্যস্থিমজ্জসু।
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তর্বক্রী কুর্ব্বংশ্চ বেগবান্।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরে সর্ব্বতশ্চরন্।

উত্তান বাতরক্তে ত্বক্, কণ্ডু, স্ফুরণাদি যুক্ত, তাম্র, শ্যাব, লোহিত, মিশ্রবর্ণ, বিস্তৃত ও অত্যন্ত দাহ-রুজান্বিত হইয়া থাকে। গম্ভীর বাতশোণিতে শোথ, অধিক রুজান্বিত, গ্রথিত ও পাকশীল হয় এবং বায়ু বলবান্ হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে গমন এবং সন্ধি, অস্থি ও মজ্জায় ছেদবৎ পীড়া প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গকে বক্রীকৃত করিয়া রোগীকে খঞ্জ বা পঙ্গু করে।

বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র শূলস্ফুরণ তোদনম্।
শোথস্য রৌক্ষ্য কৃষ্ণত্ব শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ।
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্।
শীতদ্বেষানুপশয়ৌ স্তম্ভ বেপথু সুপ্তয়ঃ।

বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর প্রকোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে শূল, স্ফুরণ ও সূচীবেধবৎ পীড়া এবং শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা, কদাচিৎ বৃদ্ধি, কদাচিৎ বা হ্রাস হইয়া থাকে। ধমনী অঙ্গুলী ও সন্ধিস্থলের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, অতিশয়

যাতনা, শীতে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, স্তব্ধতা, কম্প এবং স্পর্শশক্তি নাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তে শোফাতিরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে।
স্নিগ্ধরুক্ষৈঃ সমং নৈতি কণ্ডু ক্লেদ সমন্বিতঃ॥

বাতরক্তে যদি রক্তের প্রকোপ অধিক থাকে, তাহা হইলে শোথ, তাম্রবর্ণ, কণ্ডু, ক্লেদ সমন্বিত এবং অতিশয় দাহ, তোদ ও চিমি চিমি বেদনাবিশিষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়াদ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না।

পিত্তে বিদাহঃ সম্মোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদঃ সতৃট্।
স্পর্শাক্ষমত্বং রুগ্রাগঃ শোথপাকো ভৃশোষ্মতা॥

পিত্তাধিক্য থাকিলে অতিশয় দাহ, মোহ, ঘর্ম্মাগম, মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, স্পর্শাসহত্ব, বেদনা, শোথের রক্তবর্ণতা, পাক ও অতি উষ্মা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফে স্তৈমিত্য গুরুতা সুপ্তি স্নিগ্ধত্ব শীততাঃ।
কণ্ডুর্ম্মন্দা চ রুগ্ দ্বন্দ্ব সর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করে॥

কফাধিক্য বাতরক্তে স্তৈমিত্য, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাকচিক্য, শৈত্য, কণ্ডু ও মন্দ মন্দ বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের প্রাবল্যে তদুভয় দোষকৃত এবং দোষত্রয়ের আধিক্যে ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সকলের মিলন হয়।

একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজম্।
ত্রিদোষজং ত্যজেৎ স্রাবি স্তব্ধমর্ব্বুদকারি চ॥

একদোষ জাত ও অচিরোৎপন্ন বাতরক্ত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং যাহা ত্রিদোষজ, যাহা হইতে রস রক্তাদি স্রাব হয় ও যাহা অর্ব্বুদকারী, তাহা ত্যাজ্য।

রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখাসন্ধিষু মারুতঃ।
নিবিশ্যান্যোন্যমাবার্য্য বেদনাভির্হরত্যসূন্॥

দুষ্ট বায়ু হস্ত ও পদসন্ধিতে প্রবেশ করিয়া রক্তমার্গকে আশু বিনষ্ট করে। তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে অর্থাৎ রক্ত বায়ুকে এবং বায়ু রক্তকে আবৃত করিয়া বাতরক্তোচিত পীড়াদ্বারা প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।

বায়ৌ পঞ্চাত্মকে প্রাণো রৌক্ষ্যব্যায়াম লঙ্ঘনৈঃ।
অত্যাহারাভিঘাতাচ্চ বেগোদীরণ ধারণৈঃ॥
কুপিতশ্চক্ষুরাদীনামুপঘাতং প্রবর্ত্তয়েৎ।
পীনসার্দ্দিত তৃট্ কাস শ্বাসাদীংশ্চাময়ান্ বহূন্॥

প্রাণ, উদান, ব্যান, সমান ও অপান। এই পঞ্চাত্মক বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু, রৌক্ষ্য, ব্যায়াম, উপবাস, অতিভোজন, অভিঘাত, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান ও উপস্থিত বেগে বেগধারণ, এই সকল কারণে কুপিত হইয়া চক্ষুঃ কর্ণাদির শক্তির নাশ, পীনস, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাসাদি বহু রোগ উৎপাদন করে।

উদানঃ ক্ষবথূদ্গার ছর্দ্দি নিদ্রাবধারণৈঃ।
গুরুভারাতি রুদিত হাস্যাদ্যৈর্বিকৃতো গদান্॥
কণ্ঠরোধ মনো ভ্রংশ ছর্দ্দ্যরোচক পীনসান্।
কুর্য্যাচ্চ গলগণ্ডাদীংস্তাংস্তান্ জত্রূর্দ্ধ সংশ্রয়ান্॥

হাঁচি, উদ্গার, বমি ও নিদ্রার বেগধারণ, গুরুভার বহন, অতি রোদন ও অতি হাস্যাদি কারণে উদান বায়ু বিকৃত হইয়া কণ্ঠরোধ, মনোভ্রংশ, বমি, অরুচি, পীনস, গলগণ্ডাদি ঊর্দ্ধজত্রুগত বিবিধ ব্যাধি আনয়ন করে।

ব্যানোঽতিগমন ধ্যান ক্রিয়া বিষম চেষ্টিতৈঃ।
বিরোধি রুক্ষ ভীহর্ষ বিষাদাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ॥
পুংস্ত্বোৎসাহ বলভ্রংশ শোফ চিত্তোৎপ্লবজ্বরান্।
সর্ব্বাঙ্গরোগ নিস্তোদ রোম হর্ষাঙ্গ সুপ্ততাঃ।
কুষ্ঠং বিসর্পমন্যাংশ্চ কুর্য্যাৎ সর্ব্বাঙ্গগান্ গদান্॥

ব্যান বায়ু অতিগমন, অতিচিন্তা, ক্রিয়া বৈষম্য, বিরুদ্ধ ও রুক্ষ ভোজন, ভয়, হর্ষ ও বিষাদাদি দ্বারা দূষিত হইয়া পুরুষত্ব উৎসাহ

ও বলের নাশ, শোথ, মনোবৈকল্য, জ্বর, সর্ব্বাঙ্গরোগ, নিস্তোদ, রোমাঞ্চ, স্পর্শান-ভিজ্ঞতা, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং সর্ব্বাঙ্গগত নানারোগ উৎপাদন করে।

সমানো বিষমাজীর্ণ শীত সঙ্কীর্ণ ভোজনৈঃ।
করোত্যকালশয়ন জাগরাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ।
শূলগুল্ম গ্রহণ্যাদীন্ পক্কামাশয়জান্ গদান্।

সমান বায়ু, বিষমাশন, অজীর্ণে ভোজন, বা অপক্ক ভোজন, শীতল ও সঙ্কীর্ণ ভোজন, অসময়ে শয়ন ও অসময়ে নিদ্রাদিদ্বারা দূষিত হইয়া শূল, গুল্ম এবং আমাশয় ও পক্কাশয়জাত গ্রহণ্যাদি রোগ জন্মাইয়া থাকে।

অপানো রুক্ষ গুর্ব্বন্ন বেগঘাতাতিবাহনৈঃ।
যান যানাসমস্থান চংক্রমৈশ্চাতি সেবিতৈঃ।
কুপিতঃ কুরুতে রোগান্ কৃচ্ছ্রান্ পক্কাশয়াশ্রয়ান্।
মূত্র শুক্র প্রদোষার্শো গুদ ভ্রংশাদিকান্ বহূন্।

অপান বায়ু, রুক্ষ ও গুরু অন্নভোজন, বেগাঘাত, অতিবাহন, যানগমন ও অসম স্থানে গমন দ্বারা কুপিত হইয়া মূত্র ও শুক্রদুষ্টি, অর্শঃ ও গুদভ্রংশাদি পক্কাশয়াশ্রিত কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ আনয়ন করে।

সামনিরামবায়োর্লক্ষণম্।

সর্ব্বঞ্চ মারুতং সামং তন্দ্রা স্তৈমিত্য গৌরবে।
স্নিগ্ধত্বারোচকালস্য শৈত্য শোকাগ্নিহানিভিঃ।
কটু রুক্ষাভিলাষেণ তদ্বিধোপশয়েন চ।
যুক্তং বিদ্যান্নিরামং তু তন্দ্রাদীনাং বিপর্য্যয়াৎ।

তন্দ্রা, স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্নিগ্ধত্ব, অরুচি, আলস্য, শৈত্য, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কটু ও রুক্ষদ্রব্য অভিলাষ এবং তদ্দ্বারা উপশয়, এই সকল লক্ষণদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বায়ুকে সাম ও ইহার বিপরীত লক্ষণদ্বারা নিরাম জানিবে।

বায়োরাবরণাদ্‌বাতো বহুভেদং প্রচক্ষ্যতে।
লিঙ্গং পিত্তাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমস্তমঃ।
কটুকোষ্ণাম্ললবণৈর্বিদাহঃ শীতকামতা।
শৈত্যগৌরব শূলানি কট্বাদ্যুপশয়োঽধিকম্।
লঙ্ঘনায়াসে রুক্ষোষ্ণ কামতা চ কফাবৃতে।
রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তিস্ত্বঙ্মাংসান্তরজা ভৃশম্।
ভবেচ্চ রাগী শ্বয়থুর্জায়তে মণ্ডলানি চ।
মাংসেন কঠিনঃ শোফো বিবর্ণঃ পিঠিকাস্তথা।
হর্ষঃ পিপীলিকানাঞ্চ সঞ্চার ইব জায়তে।
চলঃ স্নিগ্ধো মৃদুঃ শীতঃ শোফো গাত্রেষরোচকঃ।
আঢ্যবাত ইতি জ্ঞেয়ঃ সকৃচ্ছ্রো মেদসাবৃতে।
স্পর্শমস্থ্যাবৃতে হত্যুষ্ণং পীড়নঞ্চাভি নন্দতি।
সূচ্যেব তুদ্যতেঽত্যর্থমঙ্গং সীদতি শূল্যতে।
মজ্জাবৃতে বিনমনং জৃম্ভণং পরিবেষ্টনম্।
শূলঞ্চ পীড্যমানেন পাণিভ্যাং লভতে সুখম্।
শুক্রাবৃতেঽতিবেগো বা ন বা নিষ্ফলতাপি বা।
ভুক্তে কুক্ষৌ রুজা জীর্ণে শাম্যত্যন্নাবৃতেঽনিলে।
মূত্রাপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তৌ মূত্রাবৃতে ভবেৎ।
বিড়াবৃতে বিবন্ধোঽধঃ স্বস্থানে পরিকৃন্ততি।
ব্রজত্যাশু জরাং স্নেহো ভুক্তে চানহ্যতে নরঃ।
শকৃৎ পীড়িতমন্নেন দুঃখং শুষ্কং চিরোৎসৃজেৎ।
সর্ব্বধাত্বাবৃতে বায়ৌ শ্রোণিবঙ্ক্ষণ পৃষ্ঠরুক্।
বিলোমো মারুতো স্বস্থং হৃদয়ং পীড্যতেঽতি চ।

বায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম ও তমঃ এবং কটু, উষ্ণ ও লবণ রস সেবনে দাহ ও শীতে ইচ্ছা। কফাবৃত হইলে স্তৈমিত্য, গুরুতা, শূল; কটু রসাদি সেবনে বিশেষ উপশয়; লঙ্ঘনে, পরিশ্রমে ও উষ্ণে কামনা। রক্তাবৃত হইলে ত্বক্ ও মাংসাভ্যন্তরে দাহযুক্ত অধিক পীড়া, রক্তবর্ণ শোথ ও গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন। মাংসাবৃত হইলে কঠিন ও বিবর্ণ শোথ, পিড়কা, রোমাঞ্চ ও গাত্রে পিপীলিকাসঞ্চারবৎ প্রতীতি। মেদোদ্বারা আবৃত হইলে গাত্র সঞ্চরণশীল স্নিগ্ধ-কোমল ও শীতল শোথ এবং অরুচি হয়। এই ব্যাধি আঢ্যবাত বলিয়া অভিহিত, ইহা

কষ্টসাধ্য। বায়ু অস্থিদ্বারা আবৃত হইলে স্পর্শ অতি উষ্ণ, পীড়নে অভিলাষ (টেপা-টিপিতে আরামবোধ), অঙ্গে সূচীবেধবদ্‌ বেদনা শূলনি ও অবসাদ। মজ্জাবৃত হইলে বিনমন (গাত্র নুইয়া যাওয়া), জৃম্ভণ, পরিবেষ্টন (অঙ্গে মোচড়ানবৎ পীড়া), শূল ও হস্তদ্বারা টিপিলে সুখানুভব। শুক্রাবৃত হইলে শুক্রের অতিবেগ বা বেগরাহিত্য অথবা সন্তানোৎপাদনে অসামর্থ্য হয়। অন্নাবৃত হইলে ভোজনান্তে কুক্ষিতে ব্যথা, অন্ন জীর্ণ হইলে ব্যথার শান্তি। মূত্রাবৃত হইলে মূত্রের অপ্রবর্ত্তন ও বস্তিদেশে আধ্মান হয়। পুরীষ-দ্বারা আবৃত হইলে অপানদেশে বিবদ্ধতাহেতু কর্ত্তনবৎ পীড়া, আশু স্নেহ পদার্থের জীর্ণতা প্রাপ্তি ও ভোজনান্তে আধ্মান হয় এবং মল অন্নদ্বারা পীড়িত হওয়ায় শুষ্ক হইয়া অতিকষ্টে বিলম্বে নির্গত হয়। সর্ব্বধাতুদ্বারা আবৃত হইলে শ্রোণী, বঙ্ক্ষণ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হয় এবং বিলোম বায়ু হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া পীড়া দিতে থাকে।

ভ্রমো মূর্চ্ছা রুজা দাহঃ পিত্তেন প্রাণ আবৃতে।
বিদগ্ধেঽন্নে চ বমনমুদানেঽপি ভ্রমাদয়ঃ॥
দাহোঽন্তরূর্জ্জা ভ্রংশশ্চ দাহো ব্যানে চ সর্ব্বগঃ।
ক্লমোঽঙ্গচেষ্টা সঙ্গশ্চ সসন্তাপঃ সবেদনঃ॥
সমান উষ্মোপহতেঽনগ্নিঃস্বেদোঽরতিঃ সতৃট্‌।
দাহশ্চ স্যাদপানে তু মলে হারিদ্রবর্ণতা॥
রুজোঽতিবৃদ্ধিস্তাপশ্চ যোনিমেহন পায়ুষু।
শ্লেষ্মণা ত্বাবৃতে প্রাণে সাদতন্দ্রারুচির্বমিঃ॥
ষ্ঠীবন ক্ষবথূদ্গার নিশ্বাসোচ্ছ্বাস সংগ্রহঃ।
উদানে গুরুগাত্রত্বমরুচির্বাক্‌ স্বরগ্রহঃ।
বলবর্ণ প্রণাশশ্চ ব্যানে পর্ব্বাস্থিবাগ্‌গ্রহঃ।
গুরুতাঙ্গেষু সর্ব্বেষু স্খলিতঞ্চ গতৌ ভৃশম্‌॥
সমানেঽতিহিমাঙ্গত্বমস্বেদো মন্দবহ্নিতা।
অপানে সকফং মূত্রশকৃতঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্‌॥
ইতি দ্বাবিংশতিবিধং বায়োরাবরণং বিদুঃ॥

প্রাণবায়ু পিত্তাবৃত হইলে ভ্রম, মূর্চ্ছা, রুজা, দাহ ও অন্নের বিদগ্ধাবস্থায় বমন। উদান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাদি এবং অন্তর্দ্দাহ ও বলনাশ। ব্যান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে অন্তর্দ্দাহ, বহির্দ্দাহ, ক্লান্তি, শরীরের ক্রিয়া রাহিত্য, সন্তাপ ও বেদনা। সমান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে অগ্নিনাশ, অতিস্বেদ, অরতি ও তৃষ্ণা। অপান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, মলের হারিদ্রবর্ণতা এবং যোনি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে অতি রুজা ও সন্তাপ হয়। প্রাণবায়ু কফাবৃত হইলে দেহের অবসাদ, তন্দ্রা, অরুচি, বমি, নিষ্ঠীবন, হাঁচী, উদ্গার ও শ্বাসপ্রশ্বাসের বদ্ধতা। উদানবায়ু কফাবৃত হইলে গাত্রগুরুতা, অরুচি, বাক্‌ ও স্বররোধ এবং বল বর্ণ নাশ। ব্যানবায়ু কফাবৃত হইলে পর্ব্বাস্থি বেদনা ও বাগ্‌রোধ, সর্ব্বাঙ্গে গুরুতা ও গমনে অত্যন্ত স্খলন (টলে টলে পড়া) হয়। সমান বায়ু কফাবৃত হইলে অতিহিমাঙ্গতা, ঘর্ম্মাভাব ও অগ্নিমান্দ্য। অপান বায়ু কফাবৃত হইলে কফের সহিত মলমূত্রের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বাবিংশতি প্রকার বায়ুর আবরণ জানিবে।

প্রাণাদয়স্তথাঽন্যোন্যমাবৃণ্বন্তি যথাক্রমম্‌।
সর্ব্বেঽপি বিংশতিবিধং বিদ্যাদাবরণঞ্চ তৎ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, যেমন পিত্ত-কফাদিদ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ ইহারা সকলে যথাক্রমে পরস্পর পরস্পরকে আবরণ করে। এইরূপ আবরণ বিংশতি প্রকার যথা, প্রাণবায়ু-দ্বারা উদানাদি চারি বায়ু আবৃত হয় এবং ঐ উদানাদিবাত-চতুষ্টয় দ্বারা প্রাণবায়ু আবৃত হয়। এইরূপ উদানবায়ুদ্বারা ব্যানাদি তিন বায়ু ও ব্যানাদি বাতত্রয় দ্বারা উদানবায়ু এবং ব্যানবায়ুদ্বারা সমান ও অপান, সমান ও অপানদ্বারা ব্যান, সমান দ্বারা অপান ও

অপানদ্বারা সমান বায়ু আবৃত হয়। এইরূপ একদ্বিত্র্যাদিক্রমে আবরণ বিংশতি প্রকার।

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস সংরোধঃ প্রতিশ্যায়ঃ শিরোগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চ প্রাণেনোদান আবৃতে।
উদানেনাবৃতে প্রাণে বর্ণৌজো বলসংক্ষয়ঃ।

প্রাণবায়ুদ্বারা উদানবায়ু আবৃত হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংরোধ, প্রতীশ্যায়, শিরঃ-পীড়া, হৃদ্রোগ ও মুখশোষ এবং উদান বায়ু-দ্বারা প্রাণবায়ু আবৃত হইলে বর্ণ, ওজঃ ও বলসংক্ষয় হয়।

দিশানয়া চ বিতর্কয়েৎ সর্ব্বমাবরণং ভিষক্।
স্থানান্যবেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধিং হানিঞ্চ কর্ম্মণাম্।

উপরি উক্ত নিয়মে প্রাণাদি বায়ুর স্থান ও কর্ম্মের বৃদ্ধি ও হানি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবরণ বিভাগ করিবে।

প্রাণাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মিশ্রমাবরণং মিথঃ।
পিত্তাদিভির্দ্বাদশভির্মিশ্রাণাং মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ।
মিশ্রৈঃ পিত্তাদিভিস্তদ্বৎ প্রাণাদিভিরনেকধা।
তারতম্যবিকল্পাচ্চ যাত্যাবৃত্তিরসংখ্যতাম্।
তাং লক্ষয়েদবহিতো যথাস্বং লক্ষণোদয়াৎ।
শনৈঃ শনৈশ্চোপশয়াদ্ গূঢ়ামপি মুহুর্মুহুঃ।

পরস্পর আবার্য্য ও আবরক ভাবে অবস্থিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর পরস্পর মিশ্র আবরণ এবং পূর্ব্বোক্ত পিত্তাদি দ্বাদশ পদার্থে আবৃত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মিশ্র আবরণ ও পিত্তাদ্যাবরণ মিশ্রিত সেই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু দ্বারা পরস্পর আবার্য্যাবরক ভাবে মিশ্র আবরণ হয়। যেমন পিত্তাদি দ্বাদশ পদার্থ মিশ্রিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উপরোক্ত মিশ্র আবরণ হয়, সেইরূপ মিশ্র পিত্তাদি দ্বারাও মিশ্রিত প্রাণাদির মিশ্র আবরণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে বহুবিধ মিশ্রণদ্বারা ও তারতম্য-ভেদে আবরণ অসংখ্য প্রকার। অতএব অবহিত চিত্তে প্রাণাদির গূঢ় আবরণ, মুহুর্মুহুঃ লক্ষ্য করিবে।

বিশেষাজ্জীবিতং প্রাণ উদানো বলমুচ্যতে।
স্যাত্তয়োঃ পীড়নাদ্ ব্যানাদায়ুষশ্চ বলস্য চ।

যদিও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুই জীবের জীবন তথাপি ঋষিগণ প্রাণবায়ুকেই প্রাণ এবং উদান বায়ুকেই বল বলিয়াছেন। বায়ুর পীড়নে আয়ুঃ ও বলের হানি। অতএব প্রাণ ও উদান বায়ুকে যত্নপূর্ব্বক করা রক্ষা কর্ত্তব্য।

আবৃতা বায়বোঽজ্ঞাতা জ্ঞাতা বা বৎসরং স্থিতাঃ।
প্রযত্নেনাপি দুঃসাধ্যা ভবেয়ুর্বানুপক্রমাঃ।

বায়ু কাহাদ্বারা আবৃত হইয়াছে, ইহা জানিতে না পারিয়া বা জানিতে পারিয়াও যদি একবৎসর কাল উপেক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উহা দুশ্চিকিৎস্য বা অচিকিৎস্য হয়। অতএব আবরণ হইতে বায়ুকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

বিদ্রধি প্লীহ হৃদ্রোগ গুল্মাগ্নিসদনাদয়ঃ।
ভবন্ত্যুপদ্রবাস্তেষামাবৃতানামুপেক্ষণাৎ।

আবৃত বায়ুর চিকিৎসা না করিলে বিদ্রধি, প্লীহা, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়।

ইতি বাগ্ভটে নিদানস্থানম্।

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বার্দ্ধম্।

—:•:—